INDEX

Date		Page
The 26th March, 1974.		
1. Questions	...	1
2. Ruling of the Speaker	...	20
3. Calling Attention	...	21
4. General Discussion on Budget Estimates for 1974-75.	...	22
5. Papers laid on the table	...	73
The 27th March, 1974.		
1. Questions	..	1
2. Motion of No-confidence in the council of Ministers	...	19
3. Calling Attention	.	19
4. General Discussion on Budget Estimates for 1974-75	...	21
5. Papers laid on the table	...	73
The 28th March, 1974.		
1. Questions	.	1
2. Allotment of time for discussion on No-confidence Motion	...	18
3. Statement made by the Chief Minister regarding purchase of Rajlaxmi Tea Estate	...	23
4. Calling Attention	...	26
5. General Discussion on Budget Estimates for 1974-75	...	28
6. Papers laid on the table	...	71
The 29th March, 1974,		
1. Questions	...	1
2. No-confidence motion against the Council of Ministers	...	15
3. Papers laid on the table	...	18

Date		Page
The 1st April, 1974.		
1 Questions	...	1
2. Calling Attention	...	19
3. Ruling of the Dy. Speaker regarding Motion for censure to the Council of Ministers	...	23
4. Calling Attention	...	24
5. Presentation of Committee Report	...	26
6. General Discussion on Budget Estimates for 1974-75	...	26
7. Papers laid on the table	...	70
The 2nd April, 1974.		
1. Questions	...	1
2. Ruling of the Speaker regarding the position and the functions of the Secretary of Assemblies	...	18
3. Calling Attention	...	20
4. Voting on Demands for grants for 1974-75	...	20
5. Papers laid on the table	...	69

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Tuesday, March, 26th, 1974.

The House met in the Assembly House (Ujjwayanta Palace), Agartala at 12-30 P. M. on Tuesday, the 26th March, 1974.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, 4 Ministers, 2 Deputy Ministers, Deputy Speaker and 46 Members.

QUESTION

Mr. Speaker :—To-day in the list of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Chandra Deb Barma : -Question No. 155.

Shri Manuranjan Nath :—Question No. 155.

প্রশ্ন

১) বর্তমানে কমলপুরে সম্প্রতি ম্যালেরিয়া জ্বরের যে প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে তাহা সরকার অবগত আছেন কি ?

২) যদি জানিয়া থাকেন তবে তাহা প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন কিনা বা এই রোগে কোন লোক মারা গিয়াছে কিনা ?

৩) এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট কোন দরখাস্ত আসিয়াছে কিনা ?

উত্তর

১) কমলপুরে সম্প্রতি ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় নাই। জ্বরাক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও সকলে যে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছে তাহা ঠিক নহে। মোট জ্বরাক্রান্তদের মাত্র ১.০২% জন ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে।

২) ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের প্রশ্ন উঠে না। জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূলকরণ কর্মসূচী অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে ভারত সরকারের অনুমোদিত ব্যয় বরাদ্দ ২০.৬৭ লক্ষ টাকার উপরে ত্রিপুরা সরকার সমগ্র ত্রিপুরায় ডি, ডি, টি, স্প্রে করার জন্য ১.৩০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছে। ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গিয়াছে এমন কোন রোগীর মৃত্যুর খবর পাওয়া যায় নাই।

৩। কমলপুর মহকুমার গঙ্গানগর ও সিংগড় অঞ্চলে ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ ঘটিয়াছে, এই মর্মে জেলা শাসকের নিকট হইতে স্বাস্থ্য অধিকর্তার নিকট গত সেপ্টেম্বর মাসে একটি চিঠি আসিয়াছিল এবং চিঠি পাওয়ার সংগে সংগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। জ্বরাক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও সকলে যে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছে তাহা ঠিক নহে। সিংগড় অঞ্চল হইতে মোট ৫৩৫ জন জ্বরাক্রান্ত রোগীর নিকট হইতে রক্ত নেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে মাত্র একটিতে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গিয়াছে। এবং সংগে সংগেই তাহাকে নিয়মানুযায়ী চিকিৎসা করা হইয়াছে। গংগানগর অঞ্চল হইতে ২৫ জন জ্বরাক্রান্ত রোগীর নিকট হইতে রক্ত নেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে মাত্র ১টিতে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গিয়াছে ও তাঁহার চিকিৎসা হইয়াছে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এই যে ৫৩৫ জনের মধ্যে এক জনের রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গিয়াছে কিন্তু আর বাকী লোকগুলির কি রোগ ছিল ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যাদের জ্বর ছিল তাদের রাড টেষ্ট করে দেখা গিয়াছে এবং এদের মধ্যে একজনের ম্যালেরিয়ার জার্ম পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন কমলপুরের সর্বত্র ম্যালেরিয়া নেই। কিন্তু কোন কোন জায়গায় ম্যালেরিয়া আছে সেই খবর পেয়েছেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সর্বত্র নেই। সিংগড় এবং গংগানগর এই দুটি জায়গার কথা উল্লেখ করা আছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি বলতে চান এই দুটি জায়গা ছাড়া কমলপুরের আর কোথাও ম্যালেরিয়া নেই ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৩ সালে জ্বর আছে এইরকম রাড কালেকশান হয়েছে ৭,৫৯৭ জনের, তার মধ্যে ৪,৫১৭টি রাড টেষ্ট করা হয়েছে এবং ১৭ জনের রাড পজেটিভ পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— এটা কি সমগ্র ত্রিপুরার না কমলপুরের ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— কমলপুরের।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি কমলপুর থেকে মাননীয় মন্ত্রীর নিকট যে দরখাস্ত এসেছিল তার মধ্যে কোথায় ম্যালেরিয়া ছিল উল্লেখ আছে কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্রীর নিকট দরখাস্ত দেওয়া হয় নাই, ডি, এইচ, এস'র নিকট দরখাস্ত দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই, ৭ হাজারের মত রাড কালেকশান হয়েছে, কিন্তু পরীক্ষা করা হয়েছে মাত্র ৪ হাজার সামথিং কিন্তু বাকীগুলি পরীক্ষা করা হল না কেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিসেম্বর পর্যন্ত যে ব্লাড কালেকটেড হয়েছে তার মধ্যে রিপোর্ট এসেছে ৪ হাজার সামপিং এবং বাকী স্লাইডগুলির রিপোর্ট এখনও এসে পৌছায়নি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— ৭ হাজার সামপিং ব্লাড কালেকশান হয়েছে কিন্তু ৪ হাজার সামপিং পরীক্ষা করা হল কেন ? বাকীগুলি পরীক্ষা হল না কেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ব্লাড কালেকশান হয়েছে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭,২৯৭ তার মধ্যে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪,৫১৭টি টেষ্ট করা হয়েছে। আর বাকীগুলি পরবর্তী স্টেজে টেষ্ট করা হবে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তরে বলেছেন যে কমলপুরে সিংগড় এবং গংগানগর এই দুটি জায়গায় ম্যালেরিয়া পাওয়া গিয়েছে। তাহলে এই দুটি জায়গা হেভীলি ইনফেক্টেড এবং এই দুটি জায়গা থেকে সারা কমলপুর রাদার সমগ্র ত্রিপুরায় ম্যালেরিয়া ছড়িয়ে পড়তে পারে। সেটি যাতে না হয় তার জন্য ন্যাশনেল ম্যালেরিয়া ইরেডিকেশন প্রোগ্রাম অনুযায়ী সেখানে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেটা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেজন্য ডি. ডি. টি. স্প্রে করা হচ্ছে এবং সার্ভিলিয়েন্স ওয়ার্কাররা বাড়ী বাড়ী গিয়ে ব্লাড নিচ্ছেন এবং রক্ত পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং এন্টি ম্যালেরিয়া মেডিসিন দিচ্ছে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— রক্ত নেওয়া হচ্ছে তাহলে কি যাদের জ্বর আসেনাই তাদেরও রক্ত নেওয়া হচ্ছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— যারা জ্বরগ্রস্ত তাদেরই রক্ত নেওয়া হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা : — ষ্টার কোয়েশ্চান নাম্বার ৮০৯

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮৬

প্রশ্ন	উত্তর
১) কি ভিত্তিতে দুর্গম এলাকায় কর্মরত সরকারী কর্মচারীদের দুর্গম ভাতা দেওয়া হয় ? ২) ইহা কি সত্য যে সরকারী কর্মচারী-দের কিয়দংশ জলাইয়া, চাদাদদেশ পাড়া, যতন সর্দার পাড়া, পেথি-ছাড়ি, আলাতলা, আডলমাড়া, দাগ্রাছড়ি, আক্যাময়পাড়া এবং তেজাছড়ি এলাকায় কর্মরত আছেন তাহারা দুর্গম ভাতা পাইতেছেন না ? ৩) যদি না হয়ে থাকে তার কারণ ?	তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী বলতে পারেন তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—এই সেশানে পাব কি স্যার ?

মিঃ স্পীকার :—একটিং টু রুল পাবেন। শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রী পূর্ণমোহন ত্রিপুরা : কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৫।

মিঃ স্পীকার :—১১৫

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৫

প্রশ্ন

১) কুমারঘাট পাবিয়াছড়া ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের কি নালকাটায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে ?

২) ইহা কি সত্য যে নালকাটা ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকা ?

৩) যদি সত্য হয় তবে, এই উদ্বাস্তুদের আসাম আগরতলা রোড এর ৮০ মাইলের নিকটে রেডের পশ্চিম পাহাড় পুনর্বাসন দেয়া হচ্ছে না কেন।

উত্তর

১ হ্যাঁ।

২) হহা সত্য নহে

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে সেখানকার উদ্বাস্তুরা কোন বিকল্প জায়গায় পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য কোন রিপ্রেজেন্টেশান দিয়েছে কি না ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা কয়েকটি জায়গা দেখেছি, এই জায়গাটাই স্যুটেবল বলে মনে হয়েছে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আমার জবাব পেলাম না। মাননীয় মন্ত্রী মশাই অবগত আছেন কি না যে সেখানকার উদ্বাস্তুরা বিকল্প কোন জায়গায় তারা পুনর্বাসন চায় এই রকম কোন দরখাস্ত করেছেন কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দরখাস্ত ঠিক নয়, আমি ওখানে গিয়েছিলাম, ওরা বলেছিল কুমারঘাটের কাছাকাছি তাদের পুনর্বাসন দেওয়া যায় কি না ?

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা স্বীকার করবেন কি, যে তারা বিজনেস লোন পাচ্ছেন ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের যে লোন দেওয়া হচ্ছে, তার একটা অংশ ব্যবসা বাবদ দেওয়া হচ্ছে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যেখানে তাদের পুনর্বাসন দিচ্ছেন, সেখানে কোন ব্যবসা কেন্দ্র আছে কি না ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অন্যত্র গিয়েও তারা ব্যবসা করতে পারে ইচ্ছা করলে। তারপর তাদের যে টাকা ব্যবসার জন্য দেওয়া হয়েছে, আমরা দেখেছি যে সেই ব্যবসার উপর নির্ভর করে তারা বাঁচতে পারবে না অন্যভাবে—যারা কৃষি কার্য করে, তাদের সেই ব্যাপারে সহায়তা করে, নানা কাজে তাদের সহায়তা করে, গ্রামের সংগে যোগাযোগ রেখে তারা যাতে বাঁচতে পারে, সেইসব দিক লক্ষ্য করে তাদের সে জায়গায় বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি তাদের যেখানে পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে সেটা টি, ডি, ব্লকের অন্তর্ভুক্ত কি না ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি এটা কোন ব্লকের অন্তর্ভুক্ত নয়, খাসের জমি।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যে জায়গায় তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, সেটা টি, ডি, ব্লক –যেটাকে ছামনু ব্লক বলা হয়, সেটার অন্তর্ভুক্ত কি না ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— সেই তথ্য আমি এখন দিতে পারছিনা।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, কি ভিত্তিতে এটা ট্রাইবেল এলাকা নয়।

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর নিকটবর্তী কোন ট্রাইবেল ভিলেজ নেই।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এর কাছাকাছি ট্রাইবেল কলোনী আছে কিনা, জুমিয়া কলোনী আছে কি না ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক মাইলের মধ্যে অন্ততঃ নেই।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ঐ সমগ্র এলাকাটাই ট্রাইবেল এলাকা এবং ১।২ মাইলের মধ্যে বাঙ্গালী বাড়ী বা বস্তি নেই ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার পাশেই বাঙালী বস্তি আছে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, সেখানকার পাবিয়াছড়া কলোনীর উদ্বাস্তুরা সেখানে যেতে আপত্তি করা সত্বেও তাদের ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকায় পাঠান হয়েছে ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যখন নাকি আমরা পুনর্বাসন দেব, তখন এক এক জনের এক একটা জায়গা পছন্দ থাকতে পারে কিন্তু ব্যক্তিগত পছন্দের উপর নির্ভর করে জায়গা স্থির করা সম্ভব নয়।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন শুধু ব্যবসার উপর তারা নির্ভর করবে না। আমি জানতে পারি কি তাদের কতটুকু করে জমি দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেখানে ·০ একর করে হোমস্টেডের জন্য জায়গা দেওয়া হয়েছে, ভবিষ্যতে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে যাতে আরও জমি তাদের দেওয়া যেতে পারে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি তার কাছাকাছি কোথাও জল আছে কি না, নদী বা ছড়া কতদূর ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় দেখছি সেখানে ১০ হাজার উদ্বাস্তু ছিল, তাদের জন্য জলের ব্যবস্থা করা সহজ ছিল, তাছাড়া এমন একটা জায়গা আছে, যেখানে একটা বাঁধ লক করে দেওয়া যেতে পারে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই এলাকা ছাড়াও ৮২ মাইলের একটা বিরাট এলাকা আছে, যা নিলে পরে পুনর্বাসনের পক্ষে ভাল হত। বাজার সামনে, নদী সামনে, সেখানে ভাল ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারত, ভাল জমি আছে এবং সেখানে হাজার হাজার বাংলাদেশের শরণার্থী ছিল, সেই জায়গাটা না দিয়ে ট্রাইবেলদের বুকের উপর তাদের বসানোর কি উদ্দেশ্য আছে ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমস্ত কিছু লক্ষ্য রেখে, জলের দিকে লক্ষ্য রেখে, ভবিষ্যতে তাদের সাহায্য করা যায় কি না, নতুন রিফিউজিদের জন্য কন্টিগিউয়াস ল্যাণ্ড আছে কি না, তা দেখে সেই জায়গা স্থির করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী অভিরাম দেববর্মা।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৭০৫।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৭০৫ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) যে সমস্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও হাসপাতালে গাড়ী নেই, তার নাম,	যে সমস্ত কেন্দ্রে এক্ষণে গাড়ী নেই তাদের নাম— টাকারজলা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার, নরসিংগড় প্রাইমারী হেলথ সেন্টার, কল্যাণপুর প্রাইমারী হেলথ সেন্টার, সোনামুড়া, কদমতলা, পেচারথল, পানিসাগর, ফটিকরায়, কাকড়াবন, গোকুলনগর, শান্তিরবাজার, ঋষ্যমুখ, শিলাছড়ি, গণ্ডাছড়া, আম্পি, নতুনবাজার।
২) যে সমস্ত হাসপাতাল এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের গাড়ী নাই, সেগুলিতে গাড়ী দেওয়ার কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?	যে সমস্ত কেন্দ্রে গাড়ী নাই, সেই সমস্ত কেন্দ্রে ইউনিসেফ হইতে গাড়ী পাওয়া গেলে দেওয়া হইবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন হাসপাতালে নেই, তা বলা হয় নি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ : সমস্ত হাসপাতালেই এম্বুলেনস দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, খোয়াই হাসপাতালে এ্যাম্বুলেন্স দেওয়া হয়েছে কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঐ যুক্ত হাসপাতালে এম্বুলেনস দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য অসত্য।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কবে দেওয়া হইয়াছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৭ ইং সনে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, নতুন বাজার প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারে কিছুদিন পূর্বে ইউনিসেফের একটা গাড়ী ছিল কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এখানে কোন গাড়ী নেই।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে নূতন বাজার প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারে কিছু দিন আগে একখানা ইউনিসেফের গাড়ী ছিল কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নতুন বাজারে কোন গাড়ী এখন নেই।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেখানে আগে নতুন বাজারে একখানা ইউনিসিফের গাড়ী দেওয়া হয়েছিল স্থানের গুরুত্ব দেখে, যেখানে আজকে ভারত সরকারের কাছ থেকে, ত্রিপুরা সরকার থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে ডম্বুর নগরে সেখানে বহু সরকারী কর্মচারী আছেন এবং আশেপাশে শিলাছড়িতে একটা প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার আছে, নতুন বাজারে আছে, অনেক নরনারী এবং উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা সেখানে উনি কিছুদিনের মধ্যেই একখানি আম্বুলেন্স দেওয়ার জন্য বিবেচনা করবেন কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইউনিসিফের গাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে দেওয়া হয় এবং তাদেরকে অনুরোধ করা হয়েছে প্রকৃত পক্ষে নিম্নলিখিত ৮টি কেন্দ্রের জন্য গাড়ি অনুমোদন করা হয়েছে—টাকারজলা, নবসিংগড়, কল্যাণপুর, শিলাছড়ি, সোনামুড়া, কদমতলা, অম্পিনগর, আমবাসা, ধুমাছড়া, বিশ্রামগঞ্জ, গণ্ডাছড়া, কমলপুর, অমরপুর, নতুনবাজার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে টোটেল অ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যা আমাদের কত এবং ইউনিসিফের গাড়ী আমরা কত পেয়েছি এবং তার মধ্যে কয়টা প্লেস করা হয়েছে এবং কয়টা আগরতলাতে থাকে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যা এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। সেপারেট কোয়েশ্চান করলে আমি দিতে পারি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে এত গাড়ী আগরতলাতে থাকে এবং সেইগুলি রোগী টানবার জন্য কিন্তু ওরা এইগুলি অন্যান্য কাজের জন্য ব্যবহার করছে এবং কি যারা ডাক্তার নয় এবং মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের লোক নয় তাদেরকে সমস্ত গাড়ী পেস করা হয় মিউনিসিপ্যালের গাড়ী এবং অন্যান্য গাড়ী ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাম্বুলেন্স যেগুলি আছে তা ঠিক জায়গায়ই আছে এবং কিছু হসপিটালে আছে এবং যদি রিপেয়ারিংএর প্রয়োজন হয় তাহলে আগরতলাতে আসে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে কত পার্সেন্ট অব দি অ্যাম্বুলেন্স হসপিটালে আছে, খারাপ হয়ে আছে, হসপিটাল মানে মানুষের হসপিটাল নয় গাড়ীর হসপিটাল ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে কত পার্সেন্ট আছে আমি বলতে পারি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় এইটা কি অস্বীকার করবেন যে এত বৃষ্টিবাদলে কোন সেড পর্যন্ত নেই ; এইরকম অবস্থায় বি, এস, একের অফিসের সামনে ঘুমিয়ে থাকে দিন রাত্রি এবং এখন গেলেও মাননীয় মন্ত্রীমশায় খোঁজ পাবেন যে একটা সাধারণ সেড পর্যন্ত সেখানে দেওয়া হয় না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কনডেমড কয়টা গাড়ী বি. এস, একের অফিসের নিকটে, ভি, এম, হসপিটালের কম্পাউন্ডের মধ্যে আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে কতকগুলি গাড়ী আছে আজকে এই পর্যন্ত ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার কাছে এখন নেই এবং সেপারেট কোয়েশ্চন করলে আমি দিতে পারি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—যেখানে যেখানে অ্যাম্বুলেন্স আছে, এইগুলি কি চলে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাম্বুলেন্সগুলি যদি কোনরকম ভাবে ডিফেক্ট হয় বা ডিস—অর্ডার হয় তখনই আগরতলাতে আসে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আগরতলাতে আসার কথা আমি বলিনি। আমি বলছি যে পেট্রল দেওয়া হচ্ছে না, সেইজন্য গাড়ী চলতে পারে না—এই কথা সত্যি কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এমন কোন তথ্য বা কমপ্লেন এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমি তো কমপ্লেন করছি, সাব্রুম থেকে এসেছি, আমি শুনেছি ডাক্তার বাবু আমাকে বলেছেন পেট্রল নেই, আমি কি করবো, রোগী আগরতলায় পাঠানো যাচ্ছে না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা আমি তদন্ত করে দেখবো।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী কতকগুলি প্রাইমারী হেলথ সেন্টারের নাম বলেছেন যেগুলিতে অ্যাম্বুলেন্স নেই আর বাকীগুলিতে বুঝা যায় অ্যাম্বুলেন্স আছে। জিরাণীয়া প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে অ্যাম্বুলেন্স আছে কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেগুলিতে নাই আমি আগেই বলেছি, সুতরাং কোন প্রাইমারী হেলথ সেনটারে আছে কি নাই সেই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় যখন পড়লেন যে এই প্রাইমারী হেলথ সেনটারে অ্যাম্বুলেন্স নেই তখন জিরাণীয়া প্রাইমারী হেলথ সেনটারের কথাটা ছিল না তাই উত্তরে বুঝা গেল যে জিরাণীয়া প্রাইমারী হেলথ সেনটারে অ্যাম্বুলেন্স আছে কিন্তু সেখানে সত্যিই আছে কি না মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ : একটা জীপ আছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জীপ আর অ্যাম্বুলেন্সে অনেক পার্থক্য। জীপ এইটা টেকর টেকর করে চলে, সেইটাতে লোক উঠতে পারে না, এইটার কথা আমি বলছি না। আমি বলছি অ্যাম্বুলেন্স আছে কি না? না থাকলে বলবেন নাই, এতে লজ্জার কি আছে?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে ইউনিসিফের থেকে কিছু গাড়ী ত্রিপুরা সরকার পেয়েছেন কি না? ইদানিং মাস খানেকের মধ্যে ইউনিসিফ থেকে ত্রিপুরা সরকার কোন গাড়ী পেয়েছেন কি না?

মি: স্পীকার :—ওটার উত্তর হয়নি। আপনি বসুন, পরে বলবেন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জিরাণীয়ার কথা বলা হয়েছিল, আমি আগেই বলেছি যে একটা জীপ গাড়ী আছে। অ্যাম্বুলেন্স নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমি জানতে চেয়েছিলাম যে মাস খানেকের মধ্যে সরকার ইউনিসেফ থেকে কোন অ্যাম্বুলেন্স পেয়েছেন কি না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাস খানেক হয়েছে কি না আমি ঠিক বলতে পারছি না, তবে কিছুদিনের মধ্যে ৩টি গাড়ী পাওয়া গেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কোন কোন প্রাইমারী হেলথ সেন্টার বা হসপিটালে অ্যাম্বুলেন্সগুলি দেওয়া হয়েছে?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ : সেই গাড়ীগুলি কোন কোন জায়গাতে প্লেস করা হয়েছে একটি মহুপাট, মজু বাজার এবং কুলাই।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোথায় কোথায় প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার আছে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন কিন্তু কাঞ্চনপুরে প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার আছে কি না সেই সম্বন্ধে উনি কিছু বলেন নাই। এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেখানে যে প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার আছে সেইটা জানেন কি না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাঞ্চনপুরে প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার আছে এবং সেখানে একটা ইউনিসিফের গাড়ী আছে।

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলবেন কি যে মন্ত্রীদের যে পুরানো গাড়ী সেই গুলিকে কি হসপিটালের অ্যাম্বুলেন্স হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্রীদের কোন গাড়ী অ্যাম্বুলেন্স রূপে ব্যবহৃত হয়েছে কি না আমার জানা নেই।

শ্রী বি. দাস :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় ২নং প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে গাড়ী পাওয়া গেলে দেওয়া হবে। সেই গাড়ী পাওয়ার কি ব্যবস্থা করেছেন এবং কবে পর্যন্ত পাওয়া যাবে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলছি যে ইউনিসেফ আটটি গাড়ী অনুমোদন করেছে এবং সেই গাড়ী আসলে পরে আমরা দিতে পারবো।

শ্রী বি. দাস :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে জিরানীয়া প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে যে জীপ গাড়ী আছে সেইটাতে কি রোগী বহন করা হয় ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রয়োজন হলে রোগী নিয়ে এসে থাকে।

শ্রীঅনিল সরকার :—ওটা দিয়ে লাকড়ি বহন করা হয়, রোগী বহন করা হয় না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে উনি দেখেছেন কি না এ গাড়ীগুলি যেটাতে রোগী বহন করতে পারা যায় না ? লাকড়ী ছাড়া রোগী বহন করা যায় না আর।

শ্রীঅনিল সরকার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলবেন কি যে সেই জীপ গাড়ী দিয়ে যে রোগী আসে, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে রোগী বসে আসে না শুয়ে আসে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইউনিসেফ থেকে যে গাড়ী গুলি এসেছে সেগুলি জীপ আকারের।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় কি বলতে চাচ্ছেন যে ইউনিসেফের গাড়ী, এইগুলি জীপগাড়ী ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সব প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে সুপারভিশান করবার জন্য ইউ, এন, সি, ই, এফ-এর গাড়ী দেওয়া হয়, তাতে করে হাসপাতালের রোগীরাও আসতে পারেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সোনামুড়া প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে কোন গাড়ী না দিয়ে ইউ, এন, সি, ই, এফ এর গাড়ী এস, ডি, ও-কে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে, তার কারণটা জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার জানা নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী :—আমি বলছি যে প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে কোন গাড়ী দেওয়া হয় নি, অথচ এস, ডি, ও-কে ইউ, এন, সি, ই, এফের গাড়ী ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে, এটা আপনি চেক করে দেখবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— ইউ, এন, সি, ই, এফের গাড়ী এস, ডি, ও যদি ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে আমি সেটা তদন্ত করে দেখব।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই বছরের মধ্যে টাকারজলা প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে এ্যাম্বুলেন্স দেওয়া হবে কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— স্যার, আমি এই প্রশ্নের উত্তর আগেই দিয়েছি।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৭২।

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী :— ষ্টাড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৭২ স্যার।

প্রশ্ন

ক) ভারত সরকারের ২১-৫-৬৪ ইং তারিখের নির্দেশ অনুসারে ত্রিপুরায় এ পর্যন্ত মোট কতজন উদ্বাস্তুর ঋণ মুকুব করা হয়েছে এবং মোট কত টাকার ঋণ মুকুব করা হয়েছে ?

খ) বাকী কতজন উদ্বাস্তুর ঋণ এখনও মুকুব করা হয় নাই ?

গ) ঐ ঋণ মুকুবের জন্য সরকার উদ্যোগ নিচ্ছেন কিনা ?

উত্তর

ক) ভারত সরকারের ২১-২-৬৪ ইং তারিখের নির্দেশ অনুসারে এ পর্যন্ত মোট ২১০ জন উদ্বাস্তুর ঋণ মুকুব করা হইয়াছে এবং মোট ২,২৭,৪০৯.৬৪ টাকা ঋণ মুকুব হইয়াছে।

খ) বাকী ৬৬,১৯০ জন উদ্বাস্তুর ঋণ এখনও মুকুব হয় নাই।

গ) হ্যাঁ, মহাশয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই নির্দেশে কত টাকা পর্যন্ত ঋণ মুকুবের কথা ছিল ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই আদেশে এক হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ মুকুবের নির্দেশ ছিল।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চান এক হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ যারা নিয়েছেন, তাদের সংখ্যা উনি যেটা এখানে দিলেন, তার চাইতে অনেক বেশী ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার সংখ্যা অনেক বেশীই আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— কত সংখ্যা আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— স্যার, এই সংখ্যাটা এখন আমার কাছে নাই। কারণ ১ হাজার টাকা ঋণ মুকুব করার নির্দেশের পর আর একটা নির্দেশ আমরা পাই যে ২ হাজার টাকার অতিরিক্ত যেটা আছে সেটা মুকুব করার জন্য।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কবে দ্বিতীয় নির্দেশটি পেয়েছেন এবং সেটা পাওয়ার পর এখন পর্যন্ত কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— দ্বিতীয় নির্দেশটি কবে পেয়েছি, সেই তারিখটা এখন দিতে পারছি না। তবে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কারণ আমরা ৩৫,৩৭৭ জন এবং ২,৮৭,১৭,৯৯৮.৫৮ পয়সা ঋণ মুকুব করার কাগজপত্র রেডী করেছি এবং তার ফাইন্যাল এপ্রুভাল হতে আর বেশী দেরী নাই। আর বাকী যে ৩৭,৯৯৭ জন আছে, তারও পেপার আমরা রেডী করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি স্বীকার করবেন যে দীর্ঘ সময় নেওয়ার ফলে এই সমস্ত উদ্বাস্তু যাদের ল্যাণ্ড মর্টগেজড আছে, যার জন্য তারা সেই ল্যাণ্ড দিয়ে অন্যান্য ঋণ নিতে পারছে না? এবং এভাবে তারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—স্যার, এটা যত শীঘ্র সম্ভব হয় তার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আর দেরী করলে যে ওদের অসুবিধা হবে, এটা আমাদেরও জানা আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : - মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি বলতে পারেন না যে এই নির্দেশটি ৫ বছর আগে পেয়েছেন না ১ বছর আগে পেয়েছেন? কারণ তারা যে তাড়াতাড়ি করছেন, সেটা আমরা কি করে বুঝব?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :- স্যার, ৩২,২০৭ জনের পেপারস্ রেডি হয়েছে আমি বলেছি। এছাড়াও আমাদের কতগুলি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে, সেগুলিও আমাদেরকে জানতে হয়, বিশেষ করে বিভিন্ন মহকুমা থেকে সেই সব তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। কাজেই এই সমস্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করতে একটু সময়ের দরকার হবে বৈকি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যারা ৫ হাজার টাকার বেশী ঋণ নিয়েছে, সেই ঋণ মকুব করবার জন্য এখানকার সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোন চিঠি লিখেছেন কিনা যে তাদের ঋণও মকুব করা হউক?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— স্যার, আমি আগেই বলেছি যে ৫ হাজার টাকার অতিরিক্ত যারা ঋণ নিয়েছে, তাদের সেই ঋণও মকুব করা হবে এবং সেজন্য কাগজপত্র রেডী করা হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে ৫ হাজার টাকার যে ঋণ, সেটাও এর অন্তর্ভুক্ত কিনা যাদের জন্য কাগজপত্র তৈরী করা হচ্ছে?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী : হাঁ, স্যার।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী:- মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে নির্দেশের কথা বলছেন—কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ সম্পর্কে, সেই নির্দেশটি কোন কন্ডিশনাল নির্দেশ ছিল কিনা বলতে পারেন কি?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী : স্যার, ঋণ মকুব করার আবার কন্ডিশনটা কি, আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী : যদি এই হয় যে ৫ হাজার পর্যন্ত ঋণ ছিল, সেই ঋণ মকুব হয়ে যাবে, তাহলে আপনি যে বলছেন তথ্য সংগ্রহ করতে হয় মহকুমা থেকে, খবর আনতে হয়, এটা তো লাগে না। কারণ আমারতো মনে হচ্ছে যে ভারত সরকারের নির্দেশটিতে এমন লেখা আছে যে এত পর্যন্ত যারা ঋণ নিয়েছে, তাদেরকে মকুব করে দেওয়া হউক। সেই নির্দেশে কি তথ্য সংগ্রহের কথা ছিল? যার জন্য এত দেরী হচ্ছে?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তথ্য সংগ্রহ না করে কিভাবে দেওয়া যায়, আমি বুঝতে পারছি না। প্রথম ১ হাজার টাকা মকুব হয়েছে তারপর আবার বলছে যে ৫ হাজার টাকার উপর যেটা আছে, সেটাও মকুব হবে। তাহলে এই ৫ হাজার টাকার উপর কতজন ঋণ নিয়েছে, সেটার ষ্টেটিষ্টিক্স তো প্রত্যেক সাবডিভিশন থেকে আনতে হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কথা হচ্ছে যে গভর্ণমেণ্টের যদি নির্দেশ থাকে—যারা ঋণ দিয়েছে—ঋণ দিয়েছে ভারত সরকার—এখন ভারত সরকার যদি বলে থাকেন যে ২ হাজার টাকা পর্য্যন্ত যারা ঋণ নিয়েছে, তাদের ঋণ মুকুব করে দাও, তাহলে পর ষ্টেটিষ্টিকস কালেক্ট করার কোন দরকার নাই।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য বলতে চাইছেন যে শুধু গেজেটে নোটিফিকেশন করে দিলেই চলবে কিন্তু ঠিক তা নয়। এক একটা কেস আছে, যার মধ্যে এমন লোক আছে যে এই ঋণ বাদেও অন্য ঋণ তাকে দেওয়া হয়েছে। আমাদের এইসব খুঁটিনাটিও দেখতে হচ্ছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী : – স্যার, আমি গেজেট নোটিফিকেশনের কথা বলিনি। আপনি যে ষ্টেটিষ্টিকসের কথা বলছেন তাতে যে কত যুগ লাগবে, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। তবে এখন যেটা বুঝছি তাতে সেই নির্দ্দেশের মধ্যে কণ্ডিশান ছিল—যদিও আপনি বলছেন যে কোন কণ্ডিশান ছিল না। এখন ঋণ মুকুব করতে এত দেরী হচ্ছে কেন, এটাই আমি জানতে চাই।

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী : – মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি কোন কোন ব্যবস্থাগুলি আমাদের গ্রহণ করতে হবে, আর উনি বলছেন ঈশ্বর জানেন কবে এই ঋণ মুকুব হবে, আর আমি বলছি যে ঈশ্বরের না জানলেও চলবে ত্রিপুরা সরকার জানলেই ঋণ মুকুব হয়ে যাবে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত : – ত্রিপুরা সরকারের জানা সত্ত্বেও ঋণ ১০ বছরেও মুকুব হয়নি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি এই যে ঋণ যাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তাদের কোন রেজিষ্ট্রি আগরতলা অথবা সাবডিভিশনে আছে কি না, যদি সাব-ডিভিশনে থাকে, সেইগুলি আগরতলাতে আনা হয়েছে কি না ? সেই রেজিস্ট্রীগুলি কোথায় ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৩৫২৬০ ফেমিলির পেপারস অলরেডি তৈরী করে ফেলেছি এবং সেটা কার্যকরী করতে পারব এবং বাকী ৩৩৯৯৩টি ফেমিলির কাগজপত্র রেডি করছি। সুতরাং আমাদের যে লিষ্ট আছে, সেটা সহজেই বুঝা যায়।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন ছিল রেজিস্ট্রীটা কোথায়, মফঃস্বলে না আগরতলাতে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী –মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি অন্যান্য মহকুমা থেকে সংগৃহীত হয়ে এখন দেখা যায় সেটা আগরতলাতে এসে পৌঁচেছে কারণ আমরা যেখানে ৩৭ হাজার এবং ৩৩ হাজারের হিসাব বলতে পেরেছি, তাতে বুঝা যায় সেটা আগরতলাতে এসেছে।

মিঃ স্পীকার : –শ্রীভদ্রমণি দেববর্মা।

শ্রীভদ্রমণি দেববর্ম্মা :- - কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮২।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮২।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, পরিভাষার জন্য কোন কমিটি গঠন করা হয়েছে কি না এবং করা হইয়া থাকিলে সেই পরিভাষা কমিটি কবে রিপোর্ট দেবেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কমিটি গঠন করা হয়েছে, এবং সেই কমিটিকে সত্বর রিপোর্ট দাখিল করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে বাংলা ভাষা চালু করতে অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছেন। বাংলা ভাষা পরিপূর্ণভাবে চালু করার যখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখন কি এই অসুবিধার কথা চিন্তা করেছিলেন, বাংলা ভাষা পরিপূর্ণভাবে চালু করতে অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বাংলা ভাষা পরিপূর্ণভাবে চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার যুক্তি কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আংশিক যে রিপোর্ট পেয়েছি তার দ্বারা যে সমস্ত করেসপনডেন্স বা অন্যান্য কাজগুলি করা সম্ভবপর, এ্যাজ ফার এ্যাজ প্রেকটিকেবল সেইগুলি করার নির্দেশ দিয়েছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ১লা জানুয়ারী থেকে সরকারী কাজ সমস্ত পর্যায়ে বাংলা ভাষা চালু হয়েছে বলে একটা বিবৃতি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বা অন্য মন্ত্রী দিয়েছেন কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এ্যাজ ফার এ্যাজ প্রেকটিকেবল বাংলা ভাষায় অফিসের কাজকর্ম করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে চান যে সেই বিবৃতিতে একথা ছিল যে আমরা যতটুকু পারি ততটুকু চালু করব ? সেই বিবৃতিটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই হাউসের সামনে উপস্থিত করবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—আমার যতটুকু স্মরণ আছে, তাতে মনে হয় আমি 'যতটুকু সম্ভব' একজাক্টলি এই কথাটা বলেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—সেই বিবৃতি হাউসের সামনে উপস্থিত করবেন কি না ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি যে স্টেটমেন্ট রেফার করেছেন, এই হাউসের রাইট আছে সেই ষ্টেটমেন্টের কপি দাবী করা। উনি বলুন যে পাবলিক ইন্টারেষ্টে এখানে উপস্থিত করবেন না। নতুবা উপস্থিত করতে হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি রিটেন কোন স্টেটমেন্ট দেই নাই, বিধান সভায় আমি ষ্টেটমেন্টের ব্যাখ্যা রাখছি।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী যে স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন এটা কি ত্রিপুরা সরকারের স্টেটমেন্ট না ব্যক্তিগত স্টেটমেন্ট ? যদি ত্রিপুরা সরকারের ষ্টেটমেন্ট হয়, তাহলে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় পড়ে শোনাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মন্ত্রী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই একজিকিউটিভ অর্ডার দ্বারা বাংলা ভাষা চালু করা হইয়াছে। আইনগতভাবে বাংলা ভাষা চালু করিতে হইলে ১৯৬৪ সালের ত্রিপুরা সরকারী ভাষা আইন (ত্রিপুরা অফিশিয়েল ল্যাংগুয়েজ এ্যাক্ট, ১৯৬৪ সালের ৫নং আইন) প্রয়োগ করা প্রয়োজন। নানা অসুবিধার জন্য মন্ত্রীসভা একজিকিউটিভ অর্ডার দ্বারা বাংলা ভাষা চালু করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আশা করা যায় যে প্রাথমিক বাধাসমূহ অপসারিত হইলে এবং সরকারের কার্যে বাংলা ভাষার ব্যবহারে সকল বিভাগ অভ্যস্ত হইলে ত্রিপুরা সরকারী ভাষা আইন চালু করা হইবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই যে নির্দেশটা সেটা কোন তারিখের? একজিকিউটিভ অর্ডার যেটা বললেন সেটা কোন তারিখের। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেটা পড়ে শোনাবেন কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মেমোরেণ্ডাম, ইন্‌ট্রোডাকশন অব (ইন্‌টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—তিনি উত্তর দিচ্ছেন মনে হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : আচ্ছা স্যার, আমার প্রশ্ন মেমোরেণ্ডাম আর একজিকিউটিভ অর্ডার কি একই? স্যার, আমার প্রশ্নের জবাব তো আমি পাব না কি? স্যার, উনি কি বলতে চান যে মেমোরেণ্ডাম আর একজিকিউটিভ অর্ডার একই—স্যার, এর আগে উনি একটা একজিকিউটিভ অর্ডার পড়েছেন এখন একটা মেমোরেণ্ডাম পড়ছেন। আমি জানতে চাইছি মেমোরেণ্ডাম আর একজিকিউটিভ অর্ডার কি একই? দুটো এক কি না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মেমোরেণ্ডামটা পড়ে দিচ্ছি, তারপর (ইন্‌টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : স্যার, আমি আপনার হেলপ চাইছি—

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করছেন মেমোরেণ্ডাম আর একজিকিউটিভ অর্ডার এক কি না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে মেমোরেণ্ডাম আছে এটা পড়লেই পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে আমার মনে হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : —স্যার, আপনি একটু উনাকে হেলপ করুন, উনি বুঝতে পারছেন না আমার প্রশ্নটা।

মিঃ স্পীকার :—আমার মনে হচ্ছে এই মেমোরেণ্ডামটার মধ্যেই একজিকিউটিভ অর্ডার আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—তাহলে বলতে আপত্তি কি? উনি বলুন যে একই জিনিস। উনি সেটি বলছেন না কেন যে আমি যে একজিকিউটিভ অর্ডার পড়েছি আর এই মেমোরেণ্ডাম একই। এই কথা বলতে অসুবিধার কি আছে? স্যার, আমি আবার বলছি উনি একটা একজিকিউটিভ অর্ডার এখানে পড়েছেন এখন আবার বলছেন আমি একটা মেমোরেণ্ডাম পড়ছি। আমার প্রশ্ন

হচ্ছে একজিকিউটিভ অর্ডার যদি আলাদা হয় তার ডেটটা জানতে চাইছি। হ্যাঁ, উনি মেমোরেণ্ডাম পড়ুন কিন্তু একজিকিউটিভ অর্ডার যদি আলাদা হয় তাহলে আমি ডেট জানতে চাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মেমোরেণ্ডামের একষ্ট্রাক্ট হাউসে বাংলায় পড়েছি, এখন মেমোরাণ্ডামটা পড়ছি।

MEMORANDUM

Sub :—Introduction of the Bengali language for official work.

The question of introducing Bengali for official works in Tripura was being considered by the Government for quite a long period and the Cabinet has given a decision that this should be done with effect from the 21st January. 1974. It has been decided by the Cabinet that the Bengali language should be used as far as practicable in Official work for official correspondence. notings and orders with effect from the aforesaid date within the State of Tripura.

2. The introduction of the Bengali language for official use would necessitate some preliminary works such as purchasing of Bengali type-writers, training up the employees in such type-writers etc. All departments and offices are, therefore, requested to make the preliminary arrangements for purchasing Bengali type-writers and training up the employees in Bengali type-writings as well as stenography in Bengali so that official works within the State of Tripura may start on and from 21st January. 1974, as far as practicable in Bengali language.

3. As regards the Bengali synonyms of English words commoly used in official works, a Paribhasa Committe was set up by the Government and the Committee has submitted a report. The Bengali synonyms are being collected by the Law Department and they will be sent to all Departments in due course for facilitating the use of Bengali in official works.

Dated 1st January, 1974.

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, একজিকিউটিভ অর্ডারের তারিখটা মাননীয় বিরোধী দলের নেতা জানতে চেয়েছিলেন সেটি আমরা এখনও পেলাম না।

মিঃ স্পীকার :—আমার মনে হচ্ছে একজিকিউটিভ অর্ডারের সারমর্ম এই মেমোরেণ্ডামেই আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, এটা কি আপনার রুলিং হল ? একটু আগে উনি পড়েছেন তার তারিখটা জানাবেন না ?

মিঃ স্পীকার :—আমার মনে হচ্ছে (ইনটারাপশান)

[?]পেন্দ্র চক্রবর্তী :—তারিখ জানাতে আপত্তি কি? মাননীয় মন্ত্রী মশাই স্বীকার করবেন যে আমাদের লোককে কনফিউজড করার জন্য উনি বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন। কারণ মেমোরেণ্ডামে দেখা যাচ্ছে অনেক কিছু করার পর বাংলা ভাষা চালু হচ্ছে। আমাদের ছেলেরা ট্রেণ্ড হবে আমাদের দেশের টাইপ রাইটার আসবে, আমাদের এখানে পরিভাষা হবে। কাজেই উনি যে বক্তৃতা মারছেন সেটি আমাদের দেশের জনসাধারণকে কনফিউজড করার জন্য। এটা স্বীকার করবেন কিনা গভর্ণমেনটের সিদ্ধান্তের বাইরে মন্ত্রী মশাই বক্তৃতা করছেন জনসাধারণকে কনফিউজড করার জন্য এটা স্বীকার করবেন কি না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কখনও জনসাধারণকে কনফিউজড করার জন্য এই কথা বলি নাই। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, এজ ফার এজ প্রেক্টিকেবল আমি এই কথাটা (ইন্টারাপশান)

শ্রীমধুসূদন দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই আনুসংগিক যে সব অসুবিধার কথা বললেন— টাইপ রাইটার, পরিভাষা ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোন অসুবিধা আছে কি না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সমস্ত অসুবিধা আছে তার কথা প্রথমেই আমি বলেছি।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—স্যার, এই যে শব্দটা লেখা হল এজ ফার এজ প্রেক্টিকেবল এটাকে দিয়ে সরকার কতদূর পর্যান্ত বাংলাভাষা চালু করেছেন সেটার কোন সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন কি? এই এজ ফার এজ প্রেক্টিকেবল কথাটা দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত সরকারের কাছে আছে কি না এবং থাকলে সেটি কি এবং কতটুকু বাংলা ভাষা আমাদের দিলেন সেটি জানাবেন কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে মেমোরেণ্ডাম পড়েছি সেটাতে লিখা আছে করসপেন্ডেন্স, নোটিংস এণ্ড অর্ডারস।

শ্রীমধুসূদন দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে সরকারী নির্দেশ ছিল কি না যে সব নন-বেঙ্গলী অফিসারকে ৬ মাসের মধ্যে বাংলাভাষা শিখতে হবে, যদি না শেখেন তাহলে তাদের ত্রিপুরা ছেড়ে চলে যেতে হবে?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—ত্রিপুরা ছেড়ে যেতে হবে এমন কোন অর্ডার আছে কি না এটা আমার জানা নাই।

শ্রীমধুসূদন দাস :—তাহলে কিরূপ ছিল? স্যার, অর্ডার কি রকম ছিল?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :নন-বেঙ্গলী অফিসার যারা আছেন তাদের বাংলা শিখার জন্য ইনষ্ট্রাকশান দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীমধুসূদন দাস :—কতজন শিখেছেন (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই ক,জনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তোমাদের বাংলা ভাষা শিখতে হবে এবং তাদের মধ্যে ক,জন শিখেছে?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ক,জন বাংলা ভাষা শিখেছে সেই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্রচক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি তাদের সার্ভিস কন্‌ডিশানে এটা আছে কি না যে তাদের বাংলা ভাষা শিখতে হবে বাধ্যতামূলক ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের সার্ভিস রুলসে আছে কি না সেটি আমি এখন বলতে পারছি না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—:—মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে সব অফিসার প্যাব্লিক সার্ভিস কমিশান মারফত রিক্রুমেন্ট হয় তাদের রিজিওন্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হবে এমন কোন সরকারী নির্দ্দেশ আছে কি ন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাংলা ভাষা কম্পলসারী জানতে হবে সার্ভিস রুলে এই রকম কণ্ডিশান আছে কি না আমার জানা নাই।

কালীপদ ব্যানার্জী :—আমি বলছি রিজিওন্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ, রিজিওন্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—পাবলিক সার্ভিস কমিশনে নির্দ্দেশ রাখতে হবে যে সেই ষ্টেটের ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হবে, নতুবা he is not bound to learn the state language.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এই রকম ছিল কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—নাই, আমি আগেই বলেছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, তাহলে কি দিয়ে উনি বাংলা ভাষা চালু করবেন ? যারা বড় অফিসার তারা বাংলা ভাষা জানেন না, মন্ত্রীরা বাংলা জানেন না (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মন্ত্রীরা বাংলা জানেন না ইংরেজী জানেন না এই কথা ঠিক নয় (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমার বক্তব্য হচ্ছে কি দিয়ে বাংলা ভাষা চালু করবেন। রাজ্যের বড় বড় অফিসাররা বাংলা জানেন না, তাদের জানার জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। এই রাজ্যে বাংলা ভাষা চালু হবে এটা কি রকম কথা ? তাহলে (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—উত্তর দিচ্ছেন (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—উনি কোন উত্তর দিচ্ছেন না (ইন্টারাপশান)

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে সমস্ত নন-বেঙ্গলী অফিসার আছেন তাদের ইনষ্ট্রাকশান দেওয়া হয়েছিল অবিলম্বে তাদের বাংলা ভাষা শিখতে হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল এই নির্দ্দেশের ফলশ্রুতি কি ? তার ফল কি হল ? (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—বে-আইনী নির্দ্দেশ তারা কেন মানবে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বে-আইনী কোন নির্দ্দেশের কথা বলি নাই। তাদের সার্ভিস রুলে এমন কোন কণ্ডিশান নাই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়...

মিঃ স্পীকার :— :—মাননীয় সদস্য কালীবাবুর সাপ্লিমেন্টারী শেষ হয়নি।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি :—তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে বলেছেন—মেমোরেণ্ডামে এই রাজ্যে বাংলাভাষা চালু করার জন্য প্রিলিমিনারী এরেঞ্জমেণ্ট করার জন্য বলা হয়েছে এর কোন অর্থ হল ? এতে এই রাজ্যে বাংলা ভাষা এল ? (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—প্রশ্নের উত্তর উনি দিয়েছেন (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—উত্তরতো উনি দিলেন না (ইন্টারাপশান)

Mr. Speaker :—Hon'ble Members' question hour is over...Ministers may lay on the table of the House the replies to the Unstarred Questions and also to the Starred Questions which were not answered orally.

RULING OF THE SPEAKER

Mr. Speaker : Yesterday during supplementaries to Starred Question No. 107, Hon'bie member Shri Nripendra Chakracorty requested the Chief Minister to place on the Table of the House the letter of the West Bengal Government Chief Secretary, gist of which was stated by the Chief Minister in his reply The Hon.ble Member Shri Nripendra Chakraborty insisted that the letter of the Chief Secretary, which was referred to by the Chief Minister during the reply to supplementaries should be placed on the Table of the Honse which the Chief Minister declined on the ground that it would be inconsistent whith public interest There after Shri Chakraborty requesed me to call for the file and see if the matter was secret and satisfy myself.

Here I would like to point out to the Member that the procedure regarding laying of paper clearly states that if the Minister claims privilege of refusal to lay such state papers on the Table on the ground that it would be inconsistent with public interest but gives a summery in his own word or a gist, it would be sufficient. However. Chief Minister every kindly made the file available to me and I find that the summery and the gist given by the Chief Minister is substantially correct. From the records on the file I find that the party to whom the property belonged demanded a price of Rs. 24.65 lakhs. Valuation assessed by the Government of West Bengal for the land, building and additional compensation came to Rs. 20, 56, 493/- which is exclusive of the valuation of electrical appliances. fixures etc. The value of these electrical appliances etc. was assessed by Chartered Surveyor and valuer, M/S Talbot Company.to be Rs 65,550/-inclusive of the 15% additional compensation as per rule. The total Value of the building with appliance and fixures etc. therefore comes to Rs. 21,22,000/- approximately. Government on negotiation paid Rs. 21.25 lakhs as stated by the Chief Minister during the reply against the demand of Rs. 24. 65 lakhs by the owners.

Here I would like to mention that this case may not be cited as precedent for future on which the Members can demand that the Chair should

examine Government documents where the Minister concerned claims privilege of refusal as per procedure by giving a summery or a gist of the state papers. Further, regarding laying of papers on the Table of the House I would draw the Hon'ble Members' attention to my Ruling dated 5. 4. 73.

CALLING ATTENTION NOTICE.

Mr. Speaker :—I have received Calling Attention Notice from Hon'ble Member Shri Madhusudan Das on the subject—

'বিগত ২২শে মার্চ কলেজ টিলার গান্ধী স্কুলের নিকট ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের উপর হামলা সম্পর্কে।'

I have given consent to the Motion of Shri Madhusudan Das today. I would request the Hon'ble Minister-In-charge of the Department to make a statement today. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement today, he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ২৬শে মার্চ ষ্টেটমেন্ট করব।

শ্রীমধুসূদন দাশ :— অনেক দেরী হয়ে যায় স্যার।

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Minister to make a statement tomorrow.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার. আমি হাউসের দৃষ্টি একটা বিষয়ের উপর আকর্ষণ করতে চাই। সম্প্রতি চাল কলের জন্য রাজলক্ষ্মী চা কোং লিমিটেড এর একটা জমি এই সরকার ক্রয় করছেন বলে আমরা খবরে পড়েছি, দুই একদিনের মধ্যে তার পেমেন্ট সুরু হবে এবং এটা লাখ লাখ টাকার ব্যাপার। রাজলক্ষ্মী চা কোং লিমিটেড এর যে জমি, তার যে মালিক সে চা বাগান করার জন্য ল্যাণ্ড রিফর্ম এ্যাক্টে এক্জাম্পশান পেয়েছে। ল্যাণ্ড রিফর্ম এ্যাক্টে আছে যে চা বাগান করার জন্য জমি নিয়ে, কেউ যদি সেই চা বাগান না করে সেই জমি গভর্ণমেন্টে ভেস্টেড হবে। কাজেই আমি মনে করি এই জমি সরকার টাকা দিয়ে কেনার কোন কারণ নেই। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে এই রাজলক্ষ্মী চা কোং একটা লিমিটেড কোম্পানী এবং তার ডাইরেক্টার বেশ কয়েকজন লোক। আমি যতটুকু জানতে পেরেছি, অন্যান্য সমস্ত ডিরেক্টারকে ফাঁকি দিয়ে শ্রী অমরেন্দ্র মুখার্জ্জী বলে এক ভদ্রলোক, উনি বনমালীপুরের বাসিন্দা, তিনি এই জমি নিজের কুক্ষিগত করে, গভর্ণমেন্টের কাছে বিক্রী করে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা গভর্ণমেন্ট থেকে নেবার ব্যবস্থা করেছেন। আমি চাইব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে যিনি মিনিষ্টার-ইন-চার্জ, তিনি এই সম্পর্কে একটা বিবৃতি হাউসের সামনে দিন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসে অনুপস্থিত।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— ওঁরা বলতে পারেন. মিনিষ্টার-ইন-চার্জ বলতে পারেন যে পরে দেবেন।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিবৃতি দেওয়া হবে কিনা আমরা বলতে পারছি না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি মনে করেন বিবৃতি দেওয়া হবে, তাহলে কবে দেবেন সেটা জানিয়ে দেবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, পরিষ্কারভাবে আমি জানতে চাইছি যে মন্ত্রীসভার যদি সিদ্ধান্ত থাকে, তাহলে মন্ত্রীসভার অন্যান্য মন্ত্রীরাও বলতে পারেন যে বিবৃতি দেওয়া হবে, মুখ্যমন্ত্রী আসলে পরে বিবৃতি দেবেন· অথবা পাবলিক ইন্টারেস্টে দেওয়া হবে কি হবেনা সেটা ওঁরা বলতে পারেন। এইভাবে প্রশ্ন আনা হলে অত্যন্ত বিরক্তিকর।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিষয়টা আমরা মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে দেবো এবং এই সম্পর্কে তিনি সভাকে জানাবেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এই কথা আমি আপনাদেরকে বলছি যে মুখ্যমন্ত্রী আজ হাউসে উপস্থিত নেই আপনারা যে বিষয়টা উত্থাপন করলেন এই বিষয়টা আমি উনার সঙ্গে আলাপ করে দেখবো যদি তিনি ষ্টেটমেনট দিতে রাজী হন তাহলে দেবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—ঠিক আছে তাহলে কালকে আপনি হাউসকে জানাবেন। পরে তার সঙ্গে আলাপ করে জানাবেন।

মিঃ স্পীকার :—আমি আলাপ করে জানাবো।

Mr. Speaker :—Next business of the House is the general discussion on the budget estimate for the year 1974-75. Hon'ble members who are going to start general discussion on the budget estimate for the year 1974-75 on the recomendations of the Business Advisory Committee total 15 Hrs. has been alloted for such discussion of which according to the sight of the House opposition members are entitled to play 6 hrs, for the Ruling Party's members 9 hrs. But I have decided to give 7 hrs. to the opposition and 8 hrs. to the Ruling Party. To-day at our disposal there are 2-30 minutes of which I like to allot 1.25 minutes to the opposition and 1.05 minutes to the Ruling Party.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ১৮ জন মেম্বার, আমার অপেন করতে তো আমার সময় লাগবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমার বক্তব্যটা শেষ হয় নি। আমি আমার আরও বক্তব্য রাখছি যে— I would request the Whips of both the parties to present the names of the members willing to take participation in the discussion alloting the time at their disposal against each. In this connection, I would like to mention that any member if found to be absent on call for he may not get chance frequently or on subsequently if time cannot be found out. Therefore, I request all the members to be remained present in the House while budget discussion going on. Now I would request the Hon'ble Leader of the opposition to open the discussion on the budget estimate for the year 1974-75.

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে বাজেটটা ডিস্‌কাশন হচ্ছে তাতে তো ফাইনেন্স মিনিষ্টার থাকার কথা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আই অ্যাম নট ইনসিসটিং আপন ইট! ওরা একজনও না থাকলে চলে, স্যার, এইটা হচ্ছে পার্লিয়ামেন্টারী প্রেকটিসের বড় কথা যে লীডার অব দি হাউস মাস্ট বি প্রেজেন্ট। আর সেখানে দেখা যাচ্ছে যে লীডার অব দি হাউস নেই, যিনি মিনিষ্টার ইন-চার্জ তিনিও নেই। কো ইজ মিনিষ্টার-ইন-চার্জ?

মিঃ স্পীকার :— অনারেবাল লীডার অব দি অপোজিশন, আই এগ্রি উইদ ইউ, হি সোড বি প্রেজেন্ট ইন দি হাউস।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—কাজেই সেইজন্য বলছি যে এই হাউসের একটা পার্লিয়ামেন্টারী পদ্ধতি ওরা আগাগোড়া মানছেন না তা আমি দেখছি বিলের ব্যাপারে হোক আর যে কোন ব্যাপারে হোক, পার্লিয়ামেন্টারী প্রেকটিসটা ওরা একেবারে মানছেন না, গণতন্ত্রের কবর এখানে রচনা হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে ১৯৭৪-৭৫ সালের একটা বাজেট উপস্থিত করা হয়েছে এবং সেইটা উপস্থিত করেছেন অর্থমন্ত্রী একটা ভাষণের মধ্যে দিয়ে। এই বাজেট কি যে এবং এই বাজেট বাইরের লোকের কাছে নয়, এমন কি মন্ত্রীদের কাছে কতখানি উৎসাহ, কতখানি আশা, কতটা ভবিষ্যতের চেহারা তুলে ধরেছে সে আমি ওদের কনক্লোশনে যা বলেছেন পেজ ১৫, পেরা ২৯ ওরা বলেছেন এইটা আইরনি, এত কাজ করলাম আরও অনেক কাজ বাকী আছে, যা অচিন্তনীয় এবং মনে হচ্ছে যে বাজেটের লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সেকশন-৯ যা বলেছেন আমি দেখছি যে প্লেনিং কমিশনের গুতোতে ওদের মাথা ঘুরছে রলিং হচ্ছে। একজনের মাথা ঠিক থাকলে এই রকম আবুলতাবুল কথা লিখতে পারে না। একটা প্যারাগ্রাফে তা নেই। রিডাকশন ইন কোয়ালিটি রিমোভিং প্রোপার্টি, ডেভেলাপিং বেকওয়ার্ড ক্লাসেস, ইকোনমিক সেলফ রিলায়েন্স, ডাইভারসিটি সট ইকনমিকেল অ্যাকটিভিটিস, মেকসিমাইজিং এমিনিটিজ, এইখানে কোন কথা আর বাদ নেই, সমস্ত কিছু তার সংগে বাস্তব জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। ত্রিপুরার অর্থনীতিতে সংগে কোন সম্পর্ক নেই আজকের দিনের জনজীবনের সংগে কোন সম্পর্ক নেই। আকাশকুসুম এইখানে তুলিয়ে ধরা হচ্ছে যে আমরা এই যে ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট আমরা সবকিছু করতে যাচ্ছি। এইটা হচ্ছে সেই পাগলা মেহের আলীর মতন ফলীফকি, নিজের কাছে নিজে বলছেন মানুষের কাছে বলার জন্য এই বাজেট না, নিজেকে বুক দেওয়ার জন্য পাগল যেমন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কাকে বলে বুঝতে পারা যায় না কিন্তু নিজের কাছে বলছে কেন আজকে সমগ্র সরকারী এই যে অন্ধ গলিতে এসে ঢুকে যাচ্ছে, ২৫।২৬ বছর পর? এর কারণ হচ্ছে যে তারা কোন পথে যাচ্ছে এর মৌলিক কারণগুলি কি? আজকের সংকটে যে সংকট আমাদের ত্রিপুরার মানুষের একার সৃষ্টি নয়, কারণ ত্রিপুরা তো ভারতবর্ষ থেকে আলাদা নয়। ভারতবর্ষে একটা সবচেয়ে পশ্চাদপদ, সবচেয়ে অনগ্রসর একটা এলাকা। কাজেই সংকট যদি সমস্ত ভারতবর্ষে হয় তাহলে ত্রিপুরায়ও সেইটা হবে। কাজেই সেই সংকটের কারণ খোঁজতে গিয়ে কখন তারা বলছেন চীনের সংগে যুদ্ধ, পাকিস্তানের সংগে যুদ্ধে, কখন বলছেন

বাংলা দেশের জন্য এত করতে হয়েছে, কখন বলছেন খরা আর আজকে বলছেন ষ্ট্রাইক লক-আউট, পেট্রল, যা সামনে আসছে তাকে দায়ী করছেন। পৃথিবীতে এমন দেশ নেই এই রকম সমস্যার সম্মুখীন হয় না; প্রত্যেক দেশেরই সমস্যা থাকে। ভিয়েতনামে দেখছি যুদ্ধের সময়ে, অন্ততঃ ১৩।১৪ বছর আমেরিকার সংগে তাদের লড়তে হয়েছে, তার আগে জাপানের সঙ্গে লড়তে হয়েছে, তারও আগে ফরাসীদের সংগে লড়তে হয়েছিল। আমাদের দেশের সমস্যার তুলনায় তাদের দেশের সমস্যা অনেক বেশী। কারণ আমরা তো ইংরেজ আমলে কিছু ইণ্ডাষ্ট্রি পেয়েছি, ইংরেজ আমল থেকে আমাদের এখানে কিছু রাস্তাঘাট পেয়েছি, ইংরেজ আমল থেকে আমরা কিছু লেখা পড়া শিখেছি। কিন্তু ভিয়েতনামেতে তাও নেই। সেখানে ১০০ মধ্যে ১০০ লোক লেখাপড়া শিখেছে। যুদ্ধের মধ্যে দাঁড়িয়েও তাদের এই সব করতে হয়েছে। কিন্তু তারা পারে, আর আমরা পারি না। তারা খরাকে দায়ী করে না, তারা যুদ্ধকে দায়ী করে না, তারা দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগকে দায়ী করে না। কারণ তাদের লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে। এবং এই কথা ঠিক নয় যে সমাজবাদ পৃথিবীতে চলছে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে চলছে, কাজেই ত্রিপুরাতেও চলছে। মানুষকে নিক্রিয় করে দিয়ে যদি এই কথা বলা হয়, তাহলে মানুষ তার সমস্যার বিরুদ্ধে লড়তে পারবে না, বরং তাকে সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াই করার সংকল্প থেকে বিচ্যুত করা হয়। তাকে সমস্যার শিকার করা হয়, তাকে ভিকটিম করা হয় এবং সেটা একটা দেশের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। এই কথা ঠিক যে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার দিকে তাকালে দেখা যায় যে সেখানে যখন যুদ্ধ হয় তখনও এই রকম সংকট দেখা যায় না। এবং যখন বাকি সমগ্র পৃথিবীতে অর্থ সংকট বাড়ছে তখনও সেখানে উৎপাদন বাড়ছে, তখনও সেখানে বেকার সমস্যা নাই বা জিনিষপত্রের দাম বাড়ে না। কাজেই এটা ঠিক নয় সমস্ত বিশ্ব ব্যাপী সমস্যার একটা অংশ হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষ-এর সমস্যা। এবং সেটা ত্রিপুরার পক্ষেও একটা সংকট। এই সংকটের মূল কারণ হচ্ছে ধনতান্ত্রিক পথ। এই ধনতান্ত্রিক পথে আমরা যদি দেখি যে আমাদের সরকারের নীতিগুলি, সেটা জমিতে হউক আর সেটা কলকারখানাতেই হউক বা জিনিষ পত্রের দর ইত্যাদির ক্ষেত্রেই হউক তার সমস্ত পথই হচ্ছে গণতান্ত্রিক পথ যে পথ মুষ্টিমেয় লোককে সাহায্য করে, শোষণ করে, লুণ্ঠন করে দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনসাধারণের উপর এবং তাদের উপর শোষণের রাজত্ব কায়েম করে। আজকে জমির ক্ষেত্রে দেখছি শতকরা ৮০ জন লোক জমির উপর বা কৃষির আয়ের উপর নির্ভরশীল। আমাদের অর্থমন্ত্রী বলেছেন আমরা কৃষকের উন্নতির জন্য অনেক কিছু করেছি। কি করেছেন? না হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটিজ ইত্যাদি আমরা করেছি। হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটিজ করেছেন, ভাল কথা, সীড্‌স দিয়েছেন, ইন্‌পুট দিয়েছেন, খুব ভাল কথা। আমি যদি বলি পাঞ্জাবে শুধু সীড্‌স আর ইন্‌পুট নয়, সেখানে লক্ষ লক্ষ ট্রাক্টার এসেছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষ ভারতবর্ষের মধ্যে যদি কোথাও হয়ে থাকে, তাহলে সেটা হয়েছে পাঞ্জাবে। সেই পাঞ্জাবের গম তো দিল্লীতে ২ টাকা কে, জিতে পাওয়া যায় না, তার জন্যও বন্ধ পালন করতে হয়। আজকে আমার প্রশ্ন হচ্ছে গমের উৎপাদন বাড়ছে কিনা? পাঞ্জাবে অফুরন্ত গম হচ্ছে, সেই গম দিল্লীতে আসে না কেন? সেই গম দিল্লীর মানুষকে ২ টাকা কে, জিতে খেতে হয় কেন? ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আপনার এলাকাও যথেষ্ট ফসল উৎপাদন করতে পারেন এবং

সেই উৎপাদিত ফসল আমাদের গরীব মানুষ অল্প দামে পাবে কিনা, অথবা সেই ফসল গোদামে পড়ে পঁচবে। আমেরিকাতে দেখা গিয়েছে, গম যে বছর বিক্রি হয় না, তারা সেগুলি সমুদ্রে ফেলে দেয়, তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ গমের দর যদি বাড়াতে হয়, তাহলে, সমুদ্রে ফেলতে হবে এবং সমুদ্রে ফেলেও গমের দর বাড়াতে হবে। গম মানুষে পেল কি পেল না, সেই প্রশ্ন নয়, আমার দেশের গম অন্য দেশে পাঠিয়ে যদি মুনাফা করতে পারি, সেই মুনাফা আমি করব। কারণ মানুষের জন্য সেই গম তৈরী করছি না, মুনাফার জন্য করছি—প্রডাকসন অন প্রফিট যাকে বলে। উৎপাদন মুনাফার জন্য, মানুষের জন্য নয়। যে পরিকল্পনার লক্ষ্য মুনাফার জন্য উৎপাদন, সেই উৎপাদন মানুষের কোন সমস্যার সমাধান করে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখলাম সেজন্য তাঁর বক্তৃতার মধ্যে ল্যাণ্ড রিফর্মসের একটি কথাও নেই, একটি শব্দও নেই। কারণ এটা তো আমাদের অর্থ মন্ত্রীর কাছে কোন সমস্যাই নয়। কৃষকেরা ভূমি পাবে কিনা, ভূমিহীনেরা জমি পাবে কিনা এবং কি করে পাবে বা জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হবে কিনা অথবা কতটুকু উদ্বৃত্ত জমি আমি কৃষককে দিতে পারব জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে, সেই চিন্তা নাই। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জন্য আইন করা হয়েছে, এ্যামেণ্ডমেণ্ট করা হয়েছে, তিনি জানতেন না, এমন নয়, হয়তো জানতেন। কিন্তু তিনি এই কথাও জানেন যে এগুলি হচ্ছে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য, ভূমিহীনদের বিভ্রান্ত করবার জন্য। আসলে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হবে না। কারণ আমি এমন ভাবে আইন তৈরী করেছি যাতে এখানকার বেশী জমি ওয়ালা মালিক তার জমি ঠিকভাবে রাখতে পারে। কাজেই সেই প্রশ্ন আমার অর্থ মন্ত্রীর চোখের সামনে নাই যে উদ্বৃত্ত জমির কি হবে? সেগুলি বিলি বণ্টনের জন্য আমরা কি টাকা লাগাতে পারি, কি ভাবে সেটাকে আমি করতে পারি, সেই জিনিষ তাঁর বক্তৃতার মধ্যে আশা করা বৃথা। কারণ ওরা হচ্ছে জমিদার, জোতদার আর মহাজনের সরকার। মাননীয় স্পীকার স্যার, জমি যদি সব কৃষকের হাতে থাকে, তাহলে এটা কি জমির সমস্যার সমাধান না এটা ত্রিপুরাতে খাদ্য সমস্যার সমাধান। প্রত্যেকটি কৃষকের হাতে যদি ১০/১২ কানি করে জমি থেকে ফসল উৎপাদন করবার জন্য, তাহলে সে যে উৎপাদন করছে, সেটা কার জন্য? উৎপাদন করছে নিজের জন্য? তাহলে তো দেখছি যে সেই খাদ্য অল্প লোকের হাতে আসছে না, সমস্ত লোকের হাতেই আসছে, সেই খাদ্য চোরা বাজারীদের জন্য নয়, সেই খাদ্য মানুষের নিজেদের খাদ্যের জন্য। এই যে একটা রূপান্তর, যদি আমি এটার ব্যবস্থা করতে পারতাম যে ত্রিপুরাতে যে রায়ত আছে তারা নিজেরা চাষ করতে পারবে, নিজেদের খোরাকীর ব্যবস্থা যদি নিজেরাই করতে পারে এবং এমন জমি যদি তাদের হাতে থাকে তাহলে চোরা বাজারী বন্ধ করবার জন্য বর্ডারে বাঁশ রাখবার প্রয়োজন হয় না। কারণ খাদ্য তো তখন ঘরে ঘরে ছড়িয়ে থাকবে, এক জায়গাতে মজুত হবে না। কারণ জমি এক জায়গাতে মজুত হলে খাদ্যও এক জায়গাতে মজুত হবে, এটা তো সাধারণ কথা। এটা গ্রামের কৃষক যে অ, আ, ক, খ জানে না বা যে অর্থ নীতির পণ্ডিত না, সেও বোঝে যে জমি যার হাতে থাকবে খাদ্যও তার হাতে যায়। জমি যদি একজনের হাতে না যায়, খাদ্যও একজনের হাতে যাবে না, খাদ্য ব্লেক করার সমস্যা থাকবে না, বাঁশের সমস্যা থাকবে না প্রকিউরমেন্টের

জন্য বিভিন্ন জায়গাতে খুঁটি ইত্যাদির দরকার হবে না। কিন্তু তা কি আজ হচ্ছে? কাজেই খাদ্য সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে আমলা/কর্মচারী দিয়ে, আইন দিয়ে এবং কি করা হচ্ছে? না আমি বাজার থেকে খাদ্য কিনব যখন ফসল উঠে। আমি নিজে সমগ্র ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গা ২/৩ মাস ঘুরে দেখেছি, যখন বাজারে খাদ্য উঠে তখন কিনবার লোক থাকে না, সবারই ১/২ কাণি জমি, সেও নিজের খোরাকীটা খায়। যখন কিনবার লোক নাই, তখন একটা বাঁশ ফেলেছেন। আর যখন বাইরের লোক কিনলো ঐ ২/৪ কাণির জমির কৃষক দুইটা পয়সা পেত ঠিক সময়তে বাঁশ। কেন? না গভর্ণমেন্ট সস্তায় কিনবে বলে। কৃষক যাতে নাযামূল্য না পায়, কারণ ২/৪ কাণির জমির মালিক সেও ফসল আনবে বাজারে তার সেই ফসল কিনবার মধ্যেও যদি না দেখে সরকার যে আগে যদি কিনত পারত তাহলে সস্তায় কিনতে পারত কিন্তু তা না করে তারা দালালদের দিয়ে আর কম দরে কেনার ব্যবস্থা করল অর্থাৎ কৃষকদের আরও বেশী করে ফাঁকি দেওয়ার জন্য সেখানে কর্ডনের ব্যবস্থা করা হল। আর আমরা যখন বলেছিলাম যে যাতে বেশী জমি আছে, তাদের কাছ থেকে নাও। তখন ওরা বল্লেন পঞ্চায়েত প্রধানদের বলেছি, ওরা কোটা করে দেবেন। অর্থাত যাদের ৪/৫ হাজার মণ ধান পায়, তাদের থেকে ৫/১০ মণ করে কোটা করে দেবে আর বাকীটা আমি বলেছি গ্রামাঞ্চলে গভর্ণমেন্ট থেকে ইনস্যুর করে দিয়ে গেল যে এগুলি তোমাদের কাছে মজুত থাকল ব্রেক করার জন্য, দুই তিন পরে বাজারে চাউলের দাম যখন বাড়বে, আমরা যখন বাঁশ খুলে দেব, তখন তোমরা এ দিয়ে অজস্র ব্যবসা করতে পারবে। আমার কথা অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সত্য হয়েছে যে মুহুর্তে ঐ গরীব মানুষের সামস্ত চাল বিক্রী হয়েছে অথবা সরকার জোর জবরদস্তি করে সমস্ত গ্রাম থেকে এমন কি জুমিয়াদের ঘর থেকে ধান চাল নিয়ে নিল তখন সরকার বলল যে এই বার বাঁশ উঠে যাক। আর যারা চোরা কারবারী আছে আর যারা মজুতদার আছে এবার তাদের অবাধ রাজত্ব করতে দিচ্ছি। কারণ গরীবের হাতে ধান নাই এবার ওরা যাতে ঠিকমত দামটা পায়। আমি কোন জায়গায় দেখি নাই কোন অর্থনীতিবিদকে বলতে দেখি নাই যে—কর্ডন যেখানে বেশী ধান হয়েছে সেটাকে কাট আপ করার জন্য মন্ত্রী মশাই বললেন আমরা কর্ডন করছি কি জন্য—না বেশী ধান হয়েছে সেগুলিকে কর্ডন করতে হবে। আমরা দেখেছি অশোক মেহ্‌তা কমিটি বলেছেন যারা উত্তপাদন করে না তাদের কর্ডন আপ কর, সহর উত্তপাদন করে না বড় বড় বন্দরগুলি উত্তপাদন করে না চা বাগানগুলি উত্তপাদন করে না তাদের কর্ডন আপ কর। এখানে যদি চাল ধান আসতে না পারে তাহলে গ্রামের লোকেরা ধান চাল পাবে। তাহলে সস্তায় ধান চাল পাবে গ্রামের ঘরে এখন ধান চাল আছে বাধ্য হবে তারা সস্তায় ধান চাল বিক্রী করতে। ঐ খোয়াই ঐ ধর্মনগর ঐ কমলপুরে ঐ সমস্ত জায়গায় ২ টাকা আড়াই টাকা করে চাউলের কে, জি, দামের কথা নয়। চালতো সেখানে আছে কিন্তু গভর্ণমেন্ট তাদের জন্য কর্ডন রাখল না। বললেন যে কর্ডন তুলে ফেল। উরা গ্রামের লোককে না খাইয়ে মারবে—চা বাগানগুলির জন্য নিয়ে আসতে পারবে বন্দরের জন্য নিয়ে আসতে পারবে সহরের চোরাকারবারীদে জন্য, মজুতদারদের জন্য নিয়ে আসতে পারবে। এবং উরা যে ধান চাল নিয়ে আসছেন—উরা নিজেরা বলছেন যে ১৫ লক্ষ

লোকের জন্য নাকি রেশন কার্ড আছে। উরা হিসেব দিয়েছেন এখানে আমাদের লোক সংখ্যা হচ্ছে ১৬ লক্ষ। আর ১৫ লক্ষ লোকের জন্য রেশন কার্ড আছে। কিন্তু আজকে গভর্ণমেন্ট নিজে দাম বাড়িয়েছে ১·৫০ পয়সা। সেই দামে কি রেশন দিতে পারবে? বলতে পারবে গভর্ণমেন্ট যে ২ টাকা রেশন হয়েছে আমরা সেখানে রেশন পাঠাব তোমাদের, অসম্ভব কোথায় পাবে পেট্রল, কোথায় পাবে ডিজেল কোথায় পাবে গাড়ী যেখান থেকে এনেছে ঐ ছামছু, ছৈলেংটা সেখানে আবার সেই ধান পাঠিয়ে দেবে? আমরা আগেই বলেছিলাম যে ধান তোমরা সংগ্রহ করছ, এলাকায় রাখ। পঞ্চায়েত মারফত রাখ। তোমাদের টানতে হবে না তোমাদের ডিজেল লাগবে না পেট্রল লাগবে না গাড়ী লাগবে না ক্যারিং কনট্রাকটার—উরা যে লক্ষ লক্ষ টাকা নিচ্ছে সেটি লাগবে না। কারণ সেটা তো উদের পলিসি নয়। উদের দিয়ে ঘাটে ঘাটে দালাল রাখতে হবে উদের খুঁটি রাখতে হবে। সেই খুঁটিগুলিকে টাকা দিতে হবে, ক্যারিং কনট্রাকটার বলুন এজেনট বলুন এবং তা করতে গিয়ে সমগ্র গ্রামের গরীব অংশের মানুষকে নিঃস্ব করে তাদের ধান চাল এনে দাম বাড়িয়েছে। তার কোন প্রতিশ্রুতি আছে আজ পর্য্যন্ত যে তারা রেশন পাবে কোন প্রতিশ্রুতি নেই। আজকে খাদ্য নীতির চরম ব্যর্থতায় দুর্ভিক্ষের কিনারায় আমার গ্রামাঞ্চলের লোকদের নিয়ে এসেছে। আমরা জানি গভর্ণমেণ্ট চাইলেও সেটি হবে না। গ্রামাঞ্চলের লোক এরা নিজেরা না খেয়ে সেখানকার এক দানা ধান চাল বাইরে নিতে দেবে না। যদি জোর করে রাখতে হয় তাহলে তাই করবে। এবং সেই গ্রামে যারা ১·০০ পয়সায় গভর্ণমেনট্রের কাছে বিক্রী করেনি এবং আজকে যারা চোরাকারবারে বিক্রী করতে চায় তাদের সেখানে বাধ্য করা হবে এক টাকা বিশে বিক্রী করতে। যারা মজুত-দার যারা জোতদার যারা ধানের গোলা নিয়ে বসে আছে তারা জেনে রাখুন আমার গ্রাম থেকে এক দানা ধান চাল আসবে না এবং গ্রামের লোক এক টাকা বিশ পয়সায় সেখানে তাদের বাধ্য করা হবে যে দামে সরকার নিয়েছে কৃষকের ধান সেই দামে বিক্রী করতে বাধ্য করবে। অবশ্য সহরের লোক নিশ্চয়ই চীৎকার করবে। কারণ বাঁশটা উঠে গেলেই সহরে কম দামে পাবে না। আমার সহানুভূতি আছে তাদের জন্য। কিন্তু তাদের আমি অনুরোধ করব যে সহর এবং গ্রামের মধ্যে যে বিরোধ লাগাবার সরকার চেষ্টা করছে সেই বিরোধে আপনারা যাবেন না। গ্রামকে মেরে সহর বাঁচতে পারে না। কাজেই সহরের মানুষকে বলতে হবে আমাদের পুরো রেশন দিতে হবে। যদি তোমার গোদামে খাদ্য না থাকে তাহলে তোমরা কেন্দ্রের কাছে চাও—সর-কার খাওয়াতে বাধ্য। আমাদের রেশন চালু করার জন্য দরকার হলে কেন্দ্রের কাছ থেকে খাদ্য আনতে হবে। এবং সরকার নিজেও জানেন না তার খাদ্য উদ্বৃত্ত না তার খাদ্যে ঘাটতি। আমি বাইরে চেলেঞ্জ করেছি জবাব পাইনি। এখানে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে আমাদের যা দরকার তার চেয়ে বেশী আমরা উত্পাদন করেছি। আবার কাগজে দেখেছি সুখময় বাবু ২২ হাজার টন চাল এবং গম দিল্লীর কাছে চেয়েছেন। অথচ পত্রিকায় দিয়েছেন পশ্চিম বাংলা—আমরা তোমাদের আরও খাদ্য দিতে পারি আমাদের এত উদ্বৃত্ত আছে। আমাদের দিল্লীতে যেতে হবে না। শুধু চালের জন্য নয়, এমন কি সর্ষের তেলের জন্যও আমাদের বাইরে যেতে হবে না এত সর্ষের তেল, এত চাল আমার এখানে

রয়েছে তারপর আবার কেন্দ্রের কাছে যাওয়া কেন। তবু গভর্ণমেন্ট জানে না যে তার খাদ্য পরিস্থিতি কি তার প্রয়োজন কি তার কতটুকু ঘাটতি কি আমাকে বাইরে থেকে আনতে হবে। এবং আমি অর্থ মন্ত্রীর বক্তৃতার মধ্যেও সেই জিনিষ দেখলাম না যে আমার খাদ্য পরিস্থিতি সত্যি সত্যি কোথায় আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, খাদ্য সমস্যার সংগে জমির সমস্যাও জড়িত। জমি যদি আমি দিতে পারি তার পরবর্তী সমস্যা জলের সমস্যা। এটা দুই চার লক্ষ বা কোটি টাকার ব্যাপার নয়। ক'টা সিজন্যাল বাঁধ দিলাম ক'টা কনট্রাক্টারকে টাকা দিলাম। বছরের পর বছর ১০ লাখ ১৫ লাখ ২০ লাখ দিচ্ছি। ক'টা ডিপ টিওব ওয়েল রিং ওয়েল বসিয়ে দিলাম সমস্যা তা নয়। আমি আগেই বলেছি যদি কৃষি আমাদের মূল সমস্যা হয়ে থাকে তবে জলের সমস্যা হচ্ছে জমির সমস্যার পরবর্তী সমস্যা। এবং সেই জল ত্রিপুরাতে আছে। ছড়াতে আছে নদীতে আছে মাটীর নিচে আছে অফুরন্ত জল আছে। তার কোন পরিকল্পনা আছে? কোন মাষ্টার প্ল্যান আছে? আমি বলছি না একদিনে করা যায়। আমি বলছি না ৫ বছরে করা যায়। তোমরা তো ২৬ বছর রাজত্ব করেছ তোমাদের প্ল্যানেতো সেই কথা নেই। আজ আমরা ৩০ কোটি টাকা খরচ করব বা বছরে ১০ কোটি টাকা খরচ করব অথবা বছরে ৫ কোটি টাকা খরচ করব। কিন্তু পরিকল্পনা নিয়ে করব। ঐ খোয়াই নদীতে কোন কোন জায়গায় বাধ দেব ঐ মনু নদীর কোন কোন জায়গায় বাধ দেব। কোথায় কোথায় ড্রেন কেটে নিয়ে যাব কোথায় কোথায় কোন ছড়াতে বাধ দেব তাহলেতো শুধু জলের সমস্যা নয় একটা বিরাট বেকার সমস্যা—গ্রামের মিটে যাবে। লক্ষ লক্ষ লোক তাতে কাজ করতে পারে। যাদের আমরা কাজ দিতে পারছি না সেই সমস্ত লোককে আমরা সেই সমস্ত বাধের কাজে সেই সমস্ত ইরিগেশানের কাজে ব্যবহার করতে পারি। পরিকল্পনা নেই। গভর্ণমেন্টের একটা অনগ্রসর এলাকার একটা বাস্তব পরিকল্পনা আছে? এখানে বিশাল একটা শিল্প কারখানা ইত্যাদি করব যা সম্পূর্ণ ভাবে বাইরের উপর নির্ভরশীল, আমরাই করতে পারি। আমরা নিজের সেখানে বলছি ঘরে বাতি জলে না পেট্রোলের অভাবে ইলেকট্রিকের অভাবে আমার মানুষ চলতে পারে না পেট্রোলের অভাবে যেখানে আমরা নিজে বলছি ঘরে চুলা জলে না কয়লার অভাবে সেখানে শিল্পায়নের কথা মানুষকে বুঝাবার চেষ্টা করছি? কিন্তু কৃষক যদি না জমিতে থাকে কোথায় যাবে সেতো গ্রামেই আসবে সে বেকার হয়ে আসবে। গ্রাম থেকে সে সহরে এসে ভিড় করবে। সহরে বেকার সমস্যা কেন বাড়ছে? যে ছেলেরা কোন নগর সহরে আসেনি তারা আজকে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখাচ্ছে। তারা ক্লাস নাইন বা টেন-এ পড়লেই যে তাকে চাকরীর জন্য খুঁজতে হবে এমন কথাতো নয়। সেতো গ্রামেই কৃষক হতো, ভাল কৃষক হতো। তারপরতো ভাল বীজ ধান, সার বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা আরও হতো। ভাল কৃষক যারা হবে তাদের বেকার করে সহরে আমরা দাঁড় করিয়েছি। কেন আমরা গ্রামে কৃষি ভিত্তিক পরিকল্পনা এর মধ্যে দেখছি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, খাদ্য সমস্যার কোন সমাধান নেই। শুধু জিনিষ পত্রের দাম—প্রথমে বুঝতে হবে কেন জিনিষ পত্রের দাম বাড়ে। কেন জিনিষ পত্রের দাম বাড়ছে তার একটা কারণ আমি এখানে উপস্থিত করব। আমি বিস্তৃত বলব না। ট্যাক্স—ট্যাক্স বসান হচ্ছে এবং সেটি পরোক্ষভাবে। প্রত্যক্ষ

নয় পরোক্ষ ট্যাক্স। বছরে ৫ কোটি টাকা কম পাচ্ছে এবং সেই ট্যাক্স আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষে বসান হয়। কেন বসান হয়? প্রত্যক্ষ হলে লোক থেকে কম টাকা উঠবে। আর পরোক্ষ হলে সমস্ত মানুষকে দিতে হবে এবং সমস্ত মানুষের পকেট থেকে সেই টাকা আদায় করার পদ্ধতিই হল পরোক্ষ ট্যাক্স। এবং সেটি প্রতি বছরেই বাড়ছে। রেলের ভাড়া বৃদ্ধি পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি। পেট্রোলও যুদ্ধের জন্য নয় একসাইস ডিউটির জন্য। এক টাকা করে একসাইস ডিউটি এবং আজও বলছেন আরও পেট্রোলের দাম বাড়বে। তার অর্থ হচ্ছে পেট্রোলের ট্যাক্স বাড়তে পারে এই অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। রেলের ভাড়া, পেট্রোলের ভাড়া এটাও গাড়ীর মালিকেরা দেয় না। এর দাম দিতে হয় যারা মাল টানে দোকানদার ট্রাকে মাল টানায়। সেই দোকানদার সেই টাকা তুলে নেয় জিনিষ পত্রের দাম বাড়িয়ে। যে মুহূর্তে বাজেট পাশ হল সেই মুহূর্তেই জিনিষ পত্রের দাম বাড়তে আরম্ভ করল। মাননীয় স্পীকার স্যার, তারপর আমরা দেখছি ডেফিসিট ফিনান্স ট্যাক্স বসিয়ে হয় না। মানুষ ক্ষেপে যায় দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত পোষ্ট কার্ডের উপর ট্যাক্স বসান নি। এবার আট কোটি টাকা লোকসান হবে বলে চিৎকার করেছিলেন। আমরা তখনই বুঝেছি যে পোষ্ট কার্ডের দাম বাড়বে। মানুষ ক্ষেপে যায়—গরীব হটানোর কথা বলছেন, আর গরীবের পোষ্ট কার্ডের উপর দাম বাড়ানো হচ্ছে—কাজেই কি করতে হবে না, পকেট মার হতে হবে। এমনভাবে কাটতে হবে যাতে মানুষ না চিনতে পারে. দিস ইজ কল্ড ডেফিসিট। নোট ছেপে দাও, নাসি'ক প্রেসে কেউ যাবে না। এবং বাংলা দেশের শরণার্থীর সময় ৬শ' কোটি টাকার নোট ছাপা হয়েছে, আগামী বছর অর্থনীতিবিদরা বলছেন ১৫ শ' কোটি টাকার নোট ছেপেও আগামী বছরের বাজেট ঘাটতি পূরণ করা যাবে না। এই নোট যে ছাপছে তার সংগে ধরতে হবে ব্যাংক যে সমস্ত ক্রেডিট দিচ্ছে, সেটাও একটা সার্কুলেশানে যাচ্ছে টাকা এবং তার ফলে ইনফ্লেশান হচ্ছে, তার ফলে জিনিষের দাম বাড়ছে, কারণ জিনিষটা বাড়ছেনা, টাকা বাড়ছে। জিনিষ যদি না বাড়ে তাহলে জিনিষের দাম বাড়বেনা? বাজারে দুইটি জিনিষ আছে, আপনার পকেটে আগে ১০ টাকা ছিল, এখন ২০ টাকা, কিন্তু জিনিষতো একই আছে। কাজেই ইনফেল-শান হচ্ছে, জিনিষের দর ক্রমশ: বেড়ে যাচ্ছে। যে মুহূর্ত্তে জিনিষের দাম বাড়তে থাকে, সেই মুহূর্ত্তে ব্যবসায়ীরা, কাল টাকা দিয়ে জিনিষ আটকে দেয়, তাকে বলে ব্ল্যাক মার্কেট কাল টাকা, যে টাকা ব্যাংকে যায়না, কারণ ট্যাক্স দিতে হবে। সেই টাকা সার্কুলেশানে থাকে, জিনিষ মজুত রাখার জন্য। কাজেই জিনিষ আছে, কিন্তু পাওয়া যায় না। আপনি দোকানে যান, টাকা দিলে পাবেন, টাকা না দিলে পাবেন না, যে টাকা চাইবে, সেই টাকা দিয়েই জিনিষ কিনতে হবে, তা না হলে পাবেন না—বা জিনিষ পাওয়ার জন্য গভর্ণমেণ্ট-এর কোন লোক পাবেন না। অপ্রচুর জিনিষ বাজারের মধ্যে ছড়িয়ে থাকলেও, দোকানদার সেইসব জিনিষ লুকিয়ে রাখে কারণ দোকানদার জানে যে ইনফ্লেশান হচ্ছে। যার টাকা আছে, ব্যাংক থেকে তাকেই টাকা দেয়, সেই সমস্ত ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারদের টাকা দেয়, যারা ব্ল্যাক মার্কেটে সমস্ত জিনিষ পাঠাচ্ছেন। এবং যখন জিনিষের দাম বাড়তে থাকে, তখন গভর্ণমেণ্ট সেটাকে লিগ্যালাইজ করেন। তখন গভর্ণমেণ্টের কাজ হয় কি? গভর্ণমেণ্ট তখন কি করেন? ধরুন

৬ টাকা সর্ষের তেলের লিটার ছিল, এখন সেটা ১২ টাকায় উঠেছে, গভর্ণমেন্ট বললেন আচ্ছা আমি সেটা ১০ টাকা করে দিলাম, কি চমৎকার? যেহেতু ব্ল্যাক মার্কেটিয়াররা ১২ টাকায় তুলেছে দাম, সেইজন্য ত্রিপুরা সরকার ১০ টাকা তার দাম ফিক্স করে দিলেন। ওরা যখন ১৬ টাকায় তুলবে দাম, তখন সরকার ১২ টাকা স্থির করে দেবেন। অর্থাত ব্ল্যাক মার্কেটীয়াররা যা বলবে সরকার তাই শুনবেন। চিনির দাম দেখুন, ডালদার দাম দেখুন, বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম দেখুন, প্রতিটি জিনিষের দাম ব্ল্যাকমার্কেটিয়াররা ডিকটেট করছে, আর কংগ্রেস সরকার সেটাকে আইনসংগত করছেন। মুনাফা নির্দ্ধারণের জন্য কোন আইন নেই। গত বছর পার্লামেন্টে বলা হয়েছে তুমি আইন করে দাও শতকরা দুই টাকার বেশী কেউ মুনাফা করতে পারবেনা, কিন্তু করেছেন? বড় বড় যারা—টাটা, বিড়লা থেকে সুরু করে—টাটা বিড়লা আমাদের দেশের শিলপ সম্পদের ১৬ ভাগের এক ভাগের মালিক হচ্ছে এই দুইটি পরিবার, আর তিন ভাগের এক ভাগের মালিক হচ্ছে মাত্র ১০টি পরিবার, এবং এই ১০টি পরিবার তারা কোটি কোটী টাকার মুনাফা করে, সেই মুনাফাকে সীমিত রাখার কোন আইন এই সরকারের কাছে নেই এবং তাই আমরা দেখি যে এটা হচ্ছে একটা কারণ, যে কারণে জিনিষের দাম বাড়ছে এবং সবচেয়ে বড় এবং উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আজকের দিনে এক্সপোর্ট ড্রাইভ দাও। কেন? না আমাকেতো আগের মত টাকা দিচ্ছে না ওয়ার্লড ব্যাংক, আমার পরিকলপনা কি করে চলছে? কাজেই আমাদের যে সমস্ত জিনিস তৈরী হয়, তার অধিকাংশই হচ্ছে কৃষিজাত জিনিস। ইদানীং মাত্র শিলপের কিছু কিছু জিনিস তৈরী হচ্ছে, আমরা সেগুলি বাইরে চালান দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করব। আমাদের প্ল্যান করা হয়েছে, আমরা সেইসব উৎপাদন চারগুণ, পাচগুণ বাড়াব। কিন্তু সে বাড়াবার জন্য কি করা হচ্ছে? কম্পিটীশান এর প্রশ্ন আছে, বাড়াব বললেই বাড়ানো যাবে না, বাজারে বেরুলেই আমাদের জিনিস নেবেনা কমপিটীশানে সস্তা করতে হবে, সস্তা করতে হলে কৃষিজাত জিনিষের দর কমাতে হবে, পাটের দাম কমিয়ে পাটজাত জিনিষের দাম সস্তায় দিতে হবে। না আমার দেশে কি করতে হবে? চায়ের দর কমানোর জন্য, চা শ্রমিকদের গলা কাটতে হবে, সেইভাবে চায়ের দর কমিয়ে কমিয়ে বা শিলং এর সংগে কমপিটীশান এ যাতে আসতে পারে তার জন্য চা মজুরদের গলা কাটা হচ্ছে। আমার চিনি আমাদের দেশের লোক পায় না। দেড় টাকায়, দুই টাকায়, আর দশ আনা কে, জি বিক্রী হচ্ছে আমেরিকার কাছে। আমার বাসমতি চাল যাচ্ছে ইরাণে, আমার সিমেন্ট যাচ্ছে সমস্ত আফ্রিকার মধ্যে। আমার রেলের জিনিষপত্র যাচ্ছে আফ্রিকায়, আর আমার দেশে, আমার ত্রিপুরাতে রেল আসে না। উৎপাদন বাড়াও ফর এক্সপোর্ট, দেশের লোকের জন্য নয়। কাপড় এর উৎপাদন বাড়াও দেশের লোকের জন্য নয়, চিনি দেশের লোকের জন্য নয়। এমনও বলা হচ্ছে যে আমার দেশের কাপড় মিলের থেকেই বাইরে চলে যাবে যাতে করে আমাদের দেশের মায়েরা, বোনেরা লেংটা থাকে, যাতে করে মুনাফাবাজদের পয়সা কামাবার জন্য পরিকলপনা হয়, এবং তার রূপায়নের জন্য, প্রডাকশান ফর একসপার্ট, এই হচ্ছে আমার সরকারের শ্লোগান এবং তার ফলে সমস্ত কর্মচারী, সমস্ত শ্রমিক আজকে ধুঁকে ধুঁকে মরছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটাতো বলা হয় না যে বাইরে থেকে আমাদের লাক্সারী গুডস আসবে না, আমাদের বড় লোকের দেশ নয়, বিদেশ থেকে প্রসাধনের জিনিস আসতে দেব না, সে কথা তো বলা হয় না ? আমার গরীব দেশ, যেখানে পেট্রলের জন্য হাজার কোটী টাকা খরচ করতে হয়, কোথায় এ কথাতো মন্ত্রীরা বলেন না যে কেউ গাড়ী ব্যবহার করতে পারবে না, অফিসারদের ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য গাড়ী ব্যবহার করতে পারবে না, আমাদের এখানে একমাত্র ডাক্তার ছাড়া আর অন্যান্য কাউকে গাড়ী ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। সমস্ত প্রাইভেট গাড়ী বন্ধ করে দেব, একথাতো বলছেন না। একথাতো বলছেন না যে সিমেন্ট যখন বাইরে পাঠাতে হবে, ঐ সমস্ত বড়লোক, যারা দোতালাকে, তিন তলা করছেন, তাঁদের সিমেন্ট পাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছি। কোথায় সেই সরকারী সিদ্ধান্ত ? না গরীব মেরে, গরীবকে বঞ্চিত করে, আমার দেশের লোকেক অল্প পয়সায় মজুর করে, ক্রীতদাস করে, আমার এই জিনিষ করা হচ্ছে এবং তারপরও আমার দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি হয় না। তখন কি করতে হবে ? তখন আমেরিকার কাছে যেতে হবে। আমেরিকার ধনকুপদের কতকগুলি মালটী ন্যাশনাল কর্পোরেশন আছে একটা দুইটা নয় সমগ্র পৃথিবীতে ছড়ানো আছে কর্পোরেশন। সেখানে আমাদের এখানকার যিনি প্রতিনিধি সরকারের জন্য তিনি গিয়ে বলছেন যে আপনাদের তো অন্ততঃ পক্ষে দুইশো কারবার আছে ভারতে প্রচুর মুনাফা হবে আপনারা মূলধন নিয়ে আসুন এবং সেখানে যে আমেরিকার সংগে বিরোধ ছিল সমস্ত মিটিয়ে ফেলছে। পি, এল, ৪৮০ মিটিয়ে ফেলছে এবং আমরা আপনাদের সংগে আর ঝগড়া করতে চাই না। আমেরিকাকে আজকে খুশী করার জন্য এমন কি সেখানকার যিনি নাকি, আমেরিকার যিনি সবচেয়ে দোষমন সমগ্র পৃথিবীতে যিনি যুদ্ধের হেতু সেই নিকসন সরকার তাকে পর্যান্তআজকে তোয়াজ করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখছি যে তার জন্য নন-অ্যালায়েন্স কনফারেন্স আলজিরিয়া থেকে যে সমস্ত প্রস্তাব এসেছিল কম্বোডিয়াকে স্বীকৃতি দেওয়া তা পর্য্যন্ত হয় নাই। কারণ যদি আমেরিকা চটে যায়, যদি টাকা এইখানে লগ্নী না করে, এক দিকে টাটা বিরলাকে বলা হচ্ছে অনগ্রসর এলাকায় তোমরা যাও আরও মূলধন বিস্তৃত কর আর একদিকে আমেরিকাকে ডাকা হচ্ছে যে তোমার এই সমস্ত বেসরকারী যারা নাকি শিল্পপতি আছে, মালটি ন্যাশনেল কম্পানীগুলি যে গুলি আছে তারা আসুক মূলধন নিয়ে এই কথা বলা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের দেশের স্বাধীনতা আজকে বিপন্ন হয়ে গেছে। আজকে পাকিস্তানকে আমেরিকা সশস্ত্র করছে, আজকে ইরানকে সশস্ত্র করছে, আজকে বাংলাদেশের মধ্যে ভারত বিরোধী জিগীর সেই আমেরিকার দালালরা তুলছে, ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকে সেই বন্ধুত্বে ফাটল ধরাবার জনা আমেরিকার চক্রান্ত আমার বাংলাদেশের বুকের মধ্যে পর্য্যন্ত হচ্ছে। ভারত সরকার সেই সম্পর্কে আজকে কোন নজর না দিয়ে তারা আজকে আমেরিকাকে নুতন করে এখানে রাখবার চেষ্টা করছে। সেই সমস্ত কথা ফুরিয়ে গেছে যে এক চেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে আমেরিকার বিরুদ্ধে যে সমস্ত কথা বলে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী গদিতে বলেছিলেন সেই সমস্ত কথা সমস্ত ভুলে গিয়ে আজকে খোলা ময়দানে করে দিচ্ছে এই সমস্ত শোষকদের জন্য।

মাননীয় স্পীকার স্যার যদি ধনতন্ত্র না ঢাকা যায় তাহলে বেকারত্ব ঢাকা যাবে না এই কথা আমি বলেছি, আমি বিস্তৃত বলতে চাই না, যে সমস্ত পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে এইগুলি এইখানে তারা নিজেরাও জানেন এইগুলি হবে না কিন্তু যাকরা যেত সেইটা তারা করছেন না। আমার এখানে যেগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আমি আবার বলছি যে চা বাগান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তার জন্য কোন পেট্রল লাগে না, কোন ডিজেল লাগে না চা বাগান চালু করার জন্য কোন ইসফ্রক্স ট্রাকচার লাগে না, চা বাগান চালু করার জন্য এখানকার সরকারের কি দৃষ্টি আছে কিছু নেই। ১২টা চা বাগান সম্পূর্ণ বন্ধ। অন্তত আরও বিশটা আনইকোনমিক বা চলছে না বা যা চলবে না। শ্রমিকের যে কাজ বিনা পয়সায় কাজ করার মত যে কাজ করছেন কিন্তু সেই অবস্থাতেও সরকারের দৃষ্টি নেই। অ্যালোমিনিয়ামের কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তার জন্য কি লাগে? কাচা মালের জন্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট যে সমস্ত শিল্প ছিল তাঁত বা অন্যগুলি সেইগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অসংখ্য মানুষকে আমাদের এখানকার যে সমস্ত কাচামাল আছে সেই সমস্ত কাচা মালে দিয়ে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা গেল না। অনেক ইণ্ডাষ্ট্রি করা যায়, ফরেষ্ট বেসড ইণ্ডাষ্ট্রী করা যায়, বিভিন্ন ধরণের আমাদের কাজ দেওয়া যায় এবং আমার এখানে শিক্ষার সম্প্রসারণ করে বেকার সমস্যার সমাধান করা যায়। আরও দশ হাজার প্রাইমারী স্কুল নেওয়া যায়। আমার এখানে শিক্ষার দিক থেকে আমি কি দেখছি? আমার এখানে কয়েকজন মাত্র ৩০ জন অক্ষর জ্ঞানী হয়েছে এক জন করে বছরে অক্ষর জ্ঞান বাড়ে। প্রাইমারী শিক্ষা শুধু নয় কলেজের শিক্ষা ক্ষেত্রেতে, এই হাউসের সামনে যে তথ্য দিয়েছেন গত তিন বছরে ১১১ জন না দশজন কলেজে ছাত্র বাড়ছে। তিন বছরে ১১১ জন কলেজে ছাত্র বেড়েছে। কি করে বাড়বে? কলেজ কত? কলেজ হয় না, হাই স্কুল হয় না, প্রাইমারী স্কুল হয় না। তারপর হচ্ছে স্বাস্থ্য অ্যামবিশিউয়াস। আমি এক বছরের ট্রেনিং এ ডাক্তার চাই, প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে ডাক্তার চাই। এক বছরের ট্রেনিং এ যদি সেই ডাক্তার বলে রোগী হচ্ছে কঠিন, তিনি অ্যাম্বুলেনসে সেই রোগীকে নিয়ে ভর্তি করবেন, প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারে ভর্তি করবেন কিন্তু অল্প ঔষধ দিয়ে গ্রামের মধ্যে অল্প ট্রেনিং নিয়ে আমি কি কয়েক হাজার ডাক্তার, কয়েক হাজার নার্স যারা মেয়েদের চিকিৎসা করতে পারে, শিশুদের স্বাস্থ্য দেখতে পারে এই রকম ছেলে মেয়ে কি আমি কয়েক হাজার গ্রামের মধ্যে দিতে পারি না? আমার এইখানে কত ছেলেমেয়ে, কত ২০ হাজার, ২১ হাজার, ছেলেমেয়ে যারা লেখাপড়া শিখছে, ৫ বছরের মধ্যে ২০ হাজার ছেলে মেয়েকে কাজ দেওয়া যায় যদি আমি মনে করি যে আমার দেশে, আমার মানুষকে কাজ দিতে হবে। লেখাপড়া অন্ততঃ ক্লাশ ফাইভ পর্য্যন্ত পড়াতে হবে তাহলে বিশ হাজার মানুষের জন্য অফুরন্ত কাজ আছে এই ত্রিপুরাতে তাদেরকে সেই সমস্ত কাজে নিয়োগ করা যায়। এই জন্য চটকল লাগে না, এই জন্য সুতাকল এই জন্য লম্বা লম্বা কথা ২৬ বছর ধরে বলে আসছেন আজকে সেই বস্তাপচা কথা এইখানে বলতে হয় না। আজকে মানুষকে রিলিফের কথা, এইখানে কি করতে পারে আজকে আমাকে চাকরী দিতে হবে, আমাকে শুনানো হচ্ছে কাগজের কল হবে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় তার জন্য আমি সারভে করছি, আমি অমুক কোম্পানীকে লক্ষ টাকা দিয়েছি, কে আজকে আপনার এই সমস্ত গল্প শুনবে? আজকে আমার কাজ

চাই, আজকে আমার চাকুরী চাই। আমি একটা হিসাব করে দেখছি স্যার, সরকারী কর্মচারীরা বেতন বৃদ্ধির দাবী করছে, আমি সেই দিন বলেছি, সরকারী কর্মচারীদেরকে আমি বলেছি যে আপনাদের প্রত্যেকের ঘরে ২/৩ জন করে বেকার আছে এই গভর্ণমেণ্ট যদি শুধু বেকার ভাতা দিত আমি এসে আপনাদের কাছে বলতাম হয়তো জোর করে বলতাম যে আপনারা বেতন বৃদ্ধির দাবী করবেন না আপনার ভাইয়ে একশো টাকা পাচ্ছে, আপনার বোন একশো টাকা পাচ্ছে তাহলে দুইশো টাকা তো গভর্ণমেণ্ট আপনাদেরকে দিচ্ছে, আমি বলতাম। কিন্তু এই বেকারদেরকে সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে লাগিয়েছে আর বলছে যে তোমাদেরকে দিতে পাচ্ছি না, কেন না এই সরকারী কর্মচারীরা সব নিয়ে যাচ্ছে। বেকারদের যে ভাতা এমন কি বুর্জ্যা দেশগুলিতে পর্যন্ত দেয়, বিলাতে দেয়, জার্মানীতে দেয়, আমেরিকায় দেয়, কিন্তু এইখানে সেই ভাতাটুকু পর্যন্ত দেওয়া হয় না এবং তারপর গল্প শুনায় যে এই দেখ কর্মচারীরা তোমাদের সব টাকা নিয়ে যাচ্ছে কাজেই আমরা তোমাদেরকে চাকুরী দিতে পারি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখছি যে চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রেতে এই হাউসের সামনে যে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, সেইটা অসত্য, এই হাউসে বলা হয়েছে যে এ্যামপলয়মেন্ট এ্যাক্সচেঞ্জ-এর মাধ্যমে ৩৫৪৭৫ জন ইনটারভিউদিয়েছিল তার মধ্যে ২৫৬৫ জন চাকুরী পেয়েছে ১৯৭৩—৭৪ সালের মধ্যে, দুই বছরের মধ্যে। আর এখানে মন্ত্রীদের না বিবৃতিতে দেখলাম যে ৫ হাজার না ৬ হাজার লোকের চাকুরী তারা দিয়েছে। কোনটা সত্যি, এই ভাবে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে॥ চাকুরী বা সুযোগসুবিধা পরিকল্পনাকে ভিত্তি করে যদি করতে চান সম্পূর্ণ রকমে জনসাধারণ হতাশ হবেন, এই পরিকল্পনা হচ্ছে একটা সবচেয়ে বড় কোপ। এই সেদিনও বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ মীনাশ যিনি প্ল্যানিং কমিশনের নীচের তলার লোক না, এক লীডিং মেম্বার ছিলেন, তিনি বলেছেন যে এতবড় ধাপ্পা হয় না কারণ ওরা তো প্ল্যান হলিডের ব্যবস্থা করছে, প্ল্যানকে ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থা করছে মন্ত্রীরা কিবুঝতে পারছে না যে আমরা যে দুইশো কত কোটি টাকার জানি আর সেখানে ৭৮১ কোটি টাকা দিয়েছে ৭৮১ কোটি টাকার ইনটার্মস অব রিয়েল ভ্যাল্যু হচ্ছে তার তিন ভাগের এক ভাগ। তার অর্থ হচ্ছে যে আমরা তৃতীয় পরিকল্পনায় যা খরচ করেছি তার চেয়েও কম। কাজেই প্ল্যান হলিডের ব্যবস্থা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্ল্যানের মধ্যে থেকে ওরা একটা প্ল্যান করার চেষ্টা করছেন সেই পরিকল্পনাতে দেখছি কেজুয়ালটি কোন কোন দপ্তর, আঘাত সব চেয়ে বেশী কোন কোন দপ্তরে এসেছে, গলাকাটা যাকে বলে, প্ল্যানের গলা কেটেছে। শিক্ষা দপ্তরে কত ১৪ কোটি আর দিয়েছে ৫ কোটি টাকা, ব্যাকওয়ার্ড-দের অনগ্রসর এলাকার উন্নতির জন্য ১১ কোটি টাকা চেয়ে পেয়েছেন ২ কোটি। স্বাস্থ্য ২৬ কোটি চেয়ে ৫ কোটি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—The House stands adjourned till 2 P. M. The member speaking will have floor.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছিলাম যে ছাঁটায়ের খড়্গ সেটা কোথায় এসে প্রথম পড়েছে, না ঐ শিক্ষা দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর এবং অনগ্রসর যারা, তাদের উন্নতির জন্য যে টাকা, তার উপর ছাঁটাইর খড়্গ এসেছে। অর্থাৎ ওয়েলফেয়ার যে বাজেট, কল্যানমূলক

যে বাজেট, সেই কল্যানমূলক বাজেট হচ্ছে প্রথম আক্রমণের লক্ষ্য। এতেই বুঝা যায় একটা গভর্ণমেন্ট কি লক্ষ্যে যাচ্ছেন যখন তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হচ্ছে কল্যানমূলক বাজেটের উপর। যে টাকা এখানে বরাদ্দ করা হয়েছে, আমরা যদি বাজেট খুজে দেখি তাহলে দেখব, বাজেটের অধিকাংশ টাকা যাচ্ছে কোথায়? অধিকাংশ যাচ্ছে কনট্রাকটারের পকেটে, অফিসার আমলাদের পকেটে তাদের গাড়ী কেনার জন্য, তাদের গাড়ী মেরামতের জন্য এবং তাদের গাড়ীর তেলের জন্য, এই ধরণের বিভিন্ন পারকিউসিট কেনার জন্য। এবং এটার পরও যেটকু থাকছে সেটা যাচ্ছে করাপ্‌ট প্রেকৃটিসের মধ্যে। মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি কোনও লোককে ১৯১০ টাকা ঋণ মঞ্জর করা হয়, তাহলে সে পাবে ৫০০ টাকা, বাকীটা করাপ্ট প্রেকটিসের মধ্যে চলে যাচ্ছে। কাজেই আমি এখানে যে টাকার বাজেট বরাদ্দ দেখছি, আমার সেই আশ্চর্য্য বিনোবা ভাবের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে—পারকিউলেশান থিওরী, কতটুকু পারকিউলেট করবে, উপরতলা থেকে নীচের তলাতে গিয়ে জনসাধারনের কাছে এই টাকা যাবে, এক বিন্দুও যাবে কিনা, তাতে আমার সন্দেহ আছে, এক ছিটে ফোটা টাকাও নীচের তলায় যাবে কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে। তার কারণ উপর তলাতেই টাকাটা খেয়ে ফেলেছেন এবং তারই জন্য এই বাজেট এখানে। নতুবা করাপ্ট প্রেকৃটিসের কথা তো দুই একটা এখানে থাকতো। পণ্ডিত নেহেরু যখন ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি কিছু কথাবার্ত্তা বলতেন। অবশ্য কি করছেন না করছেন, সেটা আমি এখানে তুলছি না। এর জন্য কমিটি হয়েছে, শান্তনাম কমিটি তাদের রিপোর্ট দিয়ে গিয়েছেন এবং কি ধরণের করাপ্ট প্রেকটিস ধরার জন্য কিন্তু আমাদের মন্ত্রীদের বক্তৃতায় কি কোন কথা আছে বা রাজ্যপালের বক্তৃতায় কি তার কোনও কথা আছে? অথচ আমরা এই হাউসে দেখছি যে শত শত কেস যাচ্ছে ভিজিলেন্সের কাছে। কিন্তু কয়টা কেস ধরা পড়েছে? কারণ মানুষ তো জানে যে ঐখানে কেস দিয়ে কোনও লাভ হয় না। কিন্তু তারপরেও তো কেস যায় এবং কি রকম করাপট্ট হচ্ছে নীচের তলা থেকে উপর তলার মন্ত্রী পর্য্যন্ত, সেটা তো আমরা পশ্চিম বাংলাতেও দেখেছি—ভূষি কেলেংকারীতে। আর সেই ভূষি কেলেংকারী তো শুধু পশ্চিম বাংলার জন্য মনোপলি নয়, সমস্ত রাজ্যেই এই ভূষি কেলেংকারী হচ্ছে এবং ভূষিতে যারা ভূষিতে যারা ভূষণ করে রেখেছেন তাদের সম্বন্ধে একটা কথাও নেই এখানে। যে আমরা একটা ক্লিন এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন চালাবার চেষ্টা করছি। তবে কথা থাকলেই যে তারা করবে, তা নয়। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে গভর্ণমেন্ট তাদের রাস্তা খোলে রেখেছে যারা লুঠ করতে চায় এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে আশ্চর্য্যের কথা যে তাদেরকে দীর্ঘদিন ধরে একটা প্রতিশ্রুতির পাহাড় এখানে রাখা হয়েছে এই হাউসের সামনে এবং তারজন্য সেল থেকে আরম্ভ করে এখন তাদের জন্য পে-কমিশন ইত্যাদি করা হচ্ছে। অথচ ওয়েষ্ট বেঙ্গল চালু রাখা হবে, এই প্রতিশ্রুতি তারা বার বার এই হাউসের সামনে দিয়ে আসছে এবং সেটা এই বাজেট বক্তৃতার মধ্যে নেই কেন যে তাদের এনামলিজগুলি দূর করতে পারলাম না। এই কথাও বলা হয়েছিল যে পে-কমিশন কাজ করার আগেই আমি তাদের এনামলিজগুলি দূর করে দেব, এই প্রতিশ্রুতি তো হাউসের সামনেই দেওয়া হয়েছিল। কৈ এখানে তো কিছু বলা হল না যে কেন তাদের এনামলিজগুলি দূর করতে পারলাম না এবং আজকে যখন নাকি আমি দেখি যে

সরকারী কর্ম্মচারীদের একজন এল, আই, সির পিওন বা একজন ব্যাংকের পিওন যে ক্লাশ ফোর এ্যামপ্লয়ি সে ৩০০ টাকার উপর বেতন পায়। স্যার, এ্যাকজাক্ট ফিগার যদি চান তাও আমি দিতে পারি। একজন সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের ক্লাশ ফোর এ্যামপ্লয়ী, তিনি প্রায় ২০০ টাকার উপর বেতন পান। আর আমার এখানে আমি দেখি তার চাইতেও তারা অনেক কম পান আর তারা যখন আন্দোলন করে, তাদের সামনে যখন প্রতিশ্রুতির পাহার দেওয়া হয় কিন্তু তাদের বাঁচার মত নিম্নতম যে মজুরী যেটা তারা হিসাব করে দেখেছেন সরকারী তথ্যের ভিত্তিতে ২৫০ টাকার কমে আর হয় না। সেই ২৫০ টাকার মজুরীর ব্যবস্থা তাদের জন্য করতে হবে। তারা তো ৩০০ টাকা চায় না যেটা দেওয়া উচিত ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে কিছু এ্যামপ্লয়ি ৩০০ টাকা পায়। এমন কি চট কলের যে শ্রমিক তারাও প্রায় ৩০০ টাকার মত পাচ্ছে লড়াই করে, তারা সেটা আদায় করেছে। আর সেখানে আমাদের কর্ম্মচারীদের বলা হচেছ যে তোমাকে দড়ি দিয়ে বেধে ঐ ইন্‌ফ্লেশানের সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়ে দেব এবং তোমাকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারব। এবং কি রকম, এই হাউসের সামনে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। আমাদের মাথা পিছু আয় কত? মাথাপিছু আমাদের আয় ১৯৬০ সালের হিসাব অনুযায়ী আজকে আমাদের মাথাপিছু আর হচ্ছে ২৪০ টাকা। মাসে ২০ টাকা। স্যার, আমি এখানে একটু ভুল তথ্য পরিবেশন করেছি— আমি বলেছিলাম প্রোভার্টি লাইনের নিচে শতকরা ৭০ জন। আজকে সকালে এই হাউসে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে সেই তথ্যে দেখলাম এই হাউস বলছে, এই সরকার বলছে যে শতকরা ১০০ জন দারিদ্র্য সীমার নীচে। আমার ত্রিপুরাতে ১০০ জনের মধ্যে ১০০ দারিদ্র সীমার নীচে। কারণ ২০ টাকা খরচ করতে পারে মাসে। মাসে ২০ টাকা খরচ করতে পারে ত্রিপুরার মানুষ। ১৯৬০ সালের দাম যদি আমরা দেখি—আজকে সরকারী কর্ম্মচারী, যাদের জন্য বলছি—বেতন বাড়াবার জন্য নয়। বেতন ঠিক রাখার জন্য। বেতন কাটা হচ্ছে তাদের যে বেতন মাসে দেওয়া হচ্ছে জিনিষের দাম বাড়লেই তাদের বেতন কমে। এক টাকার জিনিষ তিন টাকায় কিনতে হচ্ছে তাদের। কাজেই তিন টাকা মজুরী যাদের—মানে হচ্ছে এক টাকা মজুরী তাকে দেওয়া হচ্ছে। এটা বাড়ানো নয় এটা বাড়ানোর কথা যারা বলেন তারা ভুল ব্যাখ্যা করেন। এক টাকা মজুরী যেটি তারা আগে পেতেন সেটি এখন তারা এক টাকা পাননা। তারা এখন সেটি পাচ্ছেন ৫ আনা ৬ আনা। কাজেই কংগ্রেস সরকার কি করছে, এই যে পরিকল্পনা এই যে ধনতান্ত্রিক পথে দেশের সমগ্র ক্ষেত্রে শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী সমস্ত অংশের মানুষকে শোষন করে তাদের নিঃস্ব করে দিচ্ছে। আর টাকাওয়ালা লোকদের জমিদারদের যাতে তারা কোটি কোটি টাকা মুনাফা করতে পারে তার পথ করে দিচ্ছে। স্যার, এক খাদ্যে দাম বাড়িয়ে এক হাজার কোটি টাকা এক বছরের মধ্যে শ্রীমতি গান্ধী ঐ বড় বড় জোতদারদের দিয়েছেন। এক হাজার কোটি টাকা—আরও নাকি খাদ্যের দাম বাড়বেন। এবং আজকে এই পরিস্থিতিতে নিশ্চয়ই মানুষ বিক্ষুব্ধ! সরকারী কর্ম্মচারীরা সারা ভারতবর্ষে ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েছে। আমাদের এখানেও দিয়েছে। উপায় কি! জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ, বন্ধ করছে, মিছিল করছে, মিটিং করছে। কাজেই পুলিশের বাজেট বাড়াতে হবে। একটি মাত্র বাজেট যেখানে দেখলাম ১৯৭১-৭২ সালে যেখানে ছিল এক কোটি আশি লক্ষ টাকা

১৯৭২-৭৩ সালে। আজ ১৯৭৪-৭৫ সালে তিন কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ পুলিশ বাজেট বাড়াতে হবে। ইমারজেন্সী ১৯৬২ সাল থেকে চলছে। কেন চলছে, কোন বিদেশী আক্রমনের সম্ভাবনা? সেই যখন পাকিস্থান ছিল তখন বরং বলতে পারতো। এখন তো আমাদের প্রত্যেকেশী সব রাষ্ট্রই বন্ধু রাষ্ট্র। এমন কি চীনকে বলা হচ্ছে তার সংগেও বন্ধুত্ব করতে চায়। কাজেই ইমারজেন্সী কার জন্য? ইমারজেন্সী বাইরের শত্রুর জন্য নয়। ইমারজেন্সী রেল-কর্মচারীদের জন্য ইমারজেন্সী সরকারী কর্মচারীদের জন্য ইমাজেন্সী কল কারখানার কর্মচারী-দের জন্য ইমার্জেন্সী দেশের মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। এবং সেইজন্যই পুলিশ, মিলিটারী, সি, আর, পি, ইত্যাদির খরচ বাড়ছে এবং আমাদের ত্রিপুরাতেও বাড়ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখছি একটা নূতন টি. এ, পি, ব্যাটেলিয়ান এখানে গঠন করা হচ্ছে। শুনেছি ত্রিপুরার পুলিশে ৩ হাজার লোক নিয়োগ করা হবে। আর সমগ্র ত্রিপুরার এখন পুলিশ আছে কত? এই হাউসের সামনে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে ৪ হাজার হচ্ছে সমগ্র ত্রিপুরার বর্তমান পুলিশ। আর সেখানে আরও ৩ হাজার পুলিশ—তার মানে হচ্ছে যে পুলিশ আছে তার ডাবল করা হবে। এজন্য উচ্চ পর্য্যায়ের একজন পুলিশ অফিসারকে এনে বসান হয়েছে। রিঅর্গানাইজেশনের তিনি সাজেষ্ট করবেন। এর অর্থ কি? রি অর্গানাইজেশান চুরি, ডাকাতি বন্ধ করা? যা আমি দেখতে পাচ্ছি, ক্রমঃ বাড়ছে! না, চুরি ডাকাতি বন্ধ করার জন্য নয়। প্রায় মৌজা ভিত্তিক পুলিশ ক্যাম্প হবে। আমি যা শুনেছি রি-অর্গানাই-জেশনের যে পরিকল্পনা হয়েছে প্রায় মৌজা ভিত্তিক পুলিশ ক্যাম্প এবং সেজন্য পুলিশের সংখ্যা ডাবল করতে হবে। আমার এখানে সি, আর, পি, আছে দুই ইউনিট, বি, এস, পি, এক ইউনিট, বি, এস, এফ, এবং আমার টি, এ, পি তারপর পুলিশ এবং তার সংগে হোমগার্ড। হোমগার্ডকে বলা হয় ভলান্টিয়ারী সার্ভিস। আর এমন কাজ নেই যা হোমগার্ডকে দিয়ে না করান হয়। কত টাকা বেতন? ৯০ টাকা বেতন। ৯০ টাকার দাম হচ্ছে ৩০ টাকা। যে ৯০ টাকায় ৭ দিন ১০ দিনের খোরাকীর বেশী একটা মানুষের হতে পারে না। সেই ৯০ টাকা দিয়ে উরা মানুষকে কাজ করাচ্ছে। আমাদের এখানে যারা আর্মড পুলিশ, সাধারণ পুলিশ উরা রেশন পায় না। ডেপুটেশান ভাতাতো দূরের কথা। রেশনের পয়সা পায় না। রেশন পায় যারা বাইরে থেকে আসে তারা। আমার এখানে মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সৈন্য তৈরী করা হচ্ছে। এই পুলিশ কারা, উরাতো আমাদের কৃষকের ঘর থেকেই এসেছে। উদের ঘরে তো ক্ষুধা, উদের ঘরে তো জমি নাই উদের ঘরে তো লবন ভাত নেই। উরা জানেনা, কাদের রাজত্ব করছে।

কাদের স্বার্থে এই রাজত্ব? উরা জানে না, যে এই সরকার কাদের সরকার? তিল তিল করে মারছে। একটা রাজ্যে এক বছরের মধ্যে স্যুইসাইড হয়েছে ৩২৬টা। ১৯৭২-৭৩ সালে আত্ম-হত্যা করেছে ৩২৬ জন। আর মাননীয় মন্ত্রী হাউসের সামনে বলেন যে হতাশার জন্য তারা আত্মহত্যা করছে। মানুষ খেতে পায় না, আত্মহত্যা করছে কোন ভবিষ্যত দেখতে পায় না আত্মহত্যা করছে নিজের জিনিষ থেকে বঞ্চিত সেজন্য আত্মহত্যা করছে। আমরা উদের আত্মহত্যা করতে বলব না লড়াই করে মরতে বলব? মানুষ নিজের ঘরের মধ্যে আত্মহত্যা

করে মরা সেটাতো কাপুরুষতা ! আমরা বলব যে সরকার তোমাকে খেতে দিতে পারে না তার বিরুদ্ধে লড়াই করার অধিকার তোমার আছে। জীবন দেওয়ার অধিকার রক্ত দেওয়ার অধিকার তোমার আছে। সেই শিক্ষাই আমরা দিচ্ছি। সেই শিক্ষা আপনাদের পুলিশও পাবে। ঐ হোমগার্ডও পাবে। যাদের বাড়ীতে রেখেছেন গার্ড করে। তারা দেখছে না, বাবুরা কিভাবে থাকেন। তাদের পর্দা, তাদের ডানলোপিলো তাদের বাড়ীতে কি খাবার যাচ্ছে উদের চোখের উপর দিয়ে। উরা আমাদের কাছে এসে বলে কি বলব ৯০ টাকা বেতনে আমাদের। আর অফুরন্ত সুযোগ অফুরন্ত সুবিধা অফুরন্ত ভোগ সমস্ত কিছু সেখানে আছে। আর আমাদের তিল তিল করে মেরে ফেলছে; আগুন জ্বলছে উদের বুকের মধ্যে। সিকিউরিটি! আড়াই লাখ টাকার সিকিউরিটি। মন্ত্রীরা হিসাব দিয়েছেন যেখানে শচীনবাবুর সিকিউরিটি ছিল ৮০ হাজার টাকা সেখানে সুখময় বাবুর সিকিউরিটি হচ্ছে আড়াই লক্ষ টাকা। বুঝা যায় না, জনসাধারণ থেকে বিচ্যুত হলে মানুষ কত আতঙ্কিত হয়? নিজের জীবনের মায়া কতখানি হলে—কার সিকিউরিটি? জীবনতো দেশের জন্য মানুষের জন্য সেই জীবন কেড়ে নেবে কেন আপনার? কেন সাহস হয় না তাদের কাছে গিয়ে বলার, কেন সিকিউরিটির জন্য আড়াই লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে? গুণ্ডা আছে, পুলিশ আছে, সিকিউরিটি আছে, তবুও রাত্রিতে দুঃস্বপ্ন দেখেন—এই সরকার থাকবে কি না এই সরকার টিকবে কি না। মানুষের ক্রোধ, মানুষের দুঃখ, মানুষের অসন্তোষ সমস্ত কিছু ফেটে পরছে। রক্ষা করতে পারবেন? পুলিশ বাজেট করে তাকে রক্ষা করতে পারবেন? মাননীয় স্পীকার স্যার, সারা ভারতবর্ষে সেই বিক্ষোভ চলছে। এটা শুধু গুজরাটের কথা নয়, এটা শুধু বিহারের কথা নয়, এটা শুধু রাস্তায় দাঁড়িয়ে যারা লড়াই করে তাদের কথা নয়, এমন কি এই কংগ্রেস সরকার ভোটের বাক্সের কথা বলছেন যে, ভোটের বাক্সের লড়াই। যেখানে গণতন্ত্রের পরীক্ষা হয় না। যেখানে এই সরকার সমস্ত রকমের দুর্নীতির সুযোগ রেখেছেন সরকার যে ভোটের বাক্সের কথা বলছেন, সেই ভোটের বাক্সের চেহারা, যেখানে গণতন্ত্রের পরীক্ষা হয়, যেখানে সরকার দুর্নীতির সুযোগ রেখেছেন বড় বড় পরিকল্পনার কথা বলে, মোহ সৃষ্টি করে, সমস্ত যন্ত্রকে কুক্ষিগত করে, সমস্ত দুর্নীতি করেও, যে উত্তর প্রদেশের মধ্যে এর আগের ভোটে শতকরা ৪৬টি প্রদত্ত ভোট কংগ্রেস পেয়েছিল, এবার কত? এবারে শতকরা ৩২টা পেয়েছেন। এবার অন্য একটি দলকে ক্রাচ করে. একটা খোঁড়া মানুষ-এর যেমন একটা ক্রাচ লাগে, তেমনি আজকে কংগ্রেস সরকার সারা ভারতবর্ষে একটা লাঠি পায় কি না, যাকে ভর করে টিকে থাকতে পারেন তার চেষ্টা করছেন। সেই উত্তর প্রদেশের বলুন, কেরলাতেই বলুন, কি উড়িষ্যায়ই বলুন, আর উত্তর পূর্ব এলাকাতেতো প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছেন। এখনও ওঁরা বুঝতে পারছেন না। ওঁদের পরিকল্পনা, ওঁদের এই বাজেট, ওঁদের ঐ মোহ সৃষ্টি করা, ওঁদের ঐ আতংকের সৃষ্টি করা, ওঁদের এই পুলিশের বিরাট যন্ত্র, কোনটাই কাজে লাগছে না। সমস্তই আজকে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে এবং তার জন্য আমরা দেখি উপজাতির উপর আক্রমণ, এখন আমরা দেখি যে তাদের শেষ জায়গাটুকুও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, তখন আমাদের মনে রাখতে হবে, এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সমগ্র মানুষের উপর এই আক্রমণ, সমগ্র শ্রমজীবির উপর এই আক্রমণ। সমস্ত শোষণের বুঝা, সমস্ত সংকটের

বুঝা, দেশে যারা পরিশ্রম করে খায়, তাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে, অল্প কিছু লোক তাঁরা মন্ত্রীত্ব করবে, তাঁরা কন্ট্রাক্টারী, ঠিকাদারী করবে, তাঁরা শিল্প নগরী গড়ে তুলবে, তাঁরা মুনাফার কাল টাকার রাজত্ব কায়েম করবে এবং এটাকে পুলিশ পাহাড়ায় রাখবে, সেটা ভারতবর্ষের মানুষ মানতে পারে না, মানবেনা, ত্রিপুরার মানুষ মানবেনা। ঐ পাহাড়িদের উপর আক্রমণ যাতে বিচ্ছিন্ন করে দেখা না হয়, এটা দেশের মানুষের উপর আক্রমণ। আমারা দেশের মানুষকে বলব একে প্রতিরোধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হউন। তাছাড়া এই বাজেটের উপর মানুষ আর কোন জবাব দেবে না, আমরাও দেবনা। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীমধুসুদন দাস।

শ্রীমধুসুদন দাস :— মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন, আমি সেই বাজেটকে সমর্থন করছি এবং এই বাজেটের উপর আজকে যে বিরোধী দল নেতা আলাপ আলোচনা করেছেন, আমি তার উত্তর প্রত্যোত্তরে কয়েকটি কথা এখানে রাখতে চাই। আজকে বাজেট বরাদ্দের উপর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি খাদ্যের উপর, বেকারীর উপর যে কিছু মন্তব্য করেছেন, সেটা একদিকে যেমন বিভ্রান্তিকর, অন্যদিকে তেমনি অবাস্তবও বটে। কোন সরকার যখনই প্রকিউরমেন্টে নামেন, সেই প্রকিউরমেন্টের সমস্ত চাল, ধান একটা নির্দিষ্ট এবং নিরাপদ স্থানে—গো-ডাউনে রাখতে হয়, সাধারণ মানুষের বিপদের সময় যাতে এই চাল ধান রেশানের মাধ্যমে সমভাবে বণ্টিত হতে পারে। এখানে তিনি বললেন যে বিভিন্ন সাবডিভিশানে এই প্রকিউরমেন্টের চাল ধান রাখার জন্য। বিভিন্ন সাবডিভিশানে যদি ধান চাল অরক্ষিত অবস্থায় রাখা হত, তাহলে দেখতাম উনারাই সাধারণ মানুষকে বুঝাতেন, এখন যেমন বলছেন যে জোতদার, জমিদারদের ধান চাল দিতে সরকার নিষেধ করেছেন, সরকারকে দোষারূপ করছেন, সেই অরক্ষিত অবস্থায় ধান চাল রাখলে, সাধারণ মানুষ যদি হা ভাত, হা ভাত করে চিৎকার করত, সাধারণ মানুষ যদি ভাতে মারা যায়, তাহলে উনারাই বলতেন যে সরকারের লোক ধান চাল লুঠ করেছে, বিধান সভায় এসে বলতেন যে বিভিন্ন কৃষক থেকে সরকার ধান চাল সংগ্রহ করে এনেছেন, এবং অরক্ষিত অবস্থায় রেখেছেন, সেই ধান চাল, কংগ্রেস গুণ্ডারা লুঠ করে নিয়ে গেছেন এই হচ্ছে তাঁদের সুবিধামূলক বক্তব্য। আজকে যদি বেকার ভাতা সরকার চালু করতেন, তাহলে ঘুরে ঘুরে কি বলতেন কংগ্রেস সরকার মোটামুটি ভাল? কংগ্রেস সরকারের পক্ষে উনারা উকালতি করতেন, সেটা কি কেউ বিশ্বাস করবেন? উনারা যখনই আমাদের ত্রিপুরা সম্পর্কে বা ভারত বর্ষ সম্পর্কে কথা বলেন, তখনই তাঁরা আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া, জার্মান, ফ্রান্স এই নিয়ে তাঁরা টানা হেঁচড়া করেন, কিন্তু তাঁদের দোস্ত চীন, যাদের আজকে দোস্ত বলে ভাবতে উনারা ভয় পাচ্ছেন, অপমানিত বোধ করছেন, তাদের সম্পর্কে তো টু শব্দটি বিধান সভার বাইরে বা ভিতরে করেন না। তার কারণ চীনের সংগে যে গোপন মিতালী সেটা একবার ১৯৬২ সনে ভেঙে ছিল সত্য, এবং তাঁদের অনেকের নামই তখন দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত হয়ে আছে, সেই নাম যদি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠে, যদি সরকার দেশদ্রোহীদের তালিকা থেকে খোঁজে বের করেন, তাই আপাততঃ মাও-সে তুঙের নাম না বলে কোনরকমে বেঁচে থাকতে পারেন, তবে সুযোগ বুঝে আবার মাবদাও

জিন্দাবাদ বলে পশ্চিমবঙ্গের সাঁইবাড়ী এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের বাড়ীতে আক্রমণ করতে সুবিধা হবে। আমি একটা কথা তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, তাঁরা যখন পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করেছিলেন তখন কি তাঁরা বেকার ভাতা চালু করেছিলেন বা তখন কি ভাল কাজ করেছিলেন? যদি তাঁরা ভাল কাজ করতেন, তাহলে পশ্চিমবঙের জনতা তাঁদের ড্রেইনে নিক্ষেপ করল কেন? আজকে তিনি বললেন যে উত্তর প্রদেশে ২৫ ভাগ ভোট এবার পেয়েছে কংগ্রেস আর এর আগের বারে কংগ্রেস ৪৮ ভাগ শতকরা পেয়েছিল এবং কংগ্রেস লেংড়া, খোঁড়ার মত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে লাঠি ভর করে। কিন্তু কংগ্রেসের লাঠি হওয়ার জন্য শ্রীরামমূর্তি ইন্দিরার দরজায় ধর্ণা দেননি? ডাঙেকে সরিয়ে, গোপালন কি ইন্দিরার শাড়ীর আচল ধরার চেষ্টা কি কোন কম করছেন? আবার তিনি কেরলার কথা বলেছেন যে কেরলায় কংগ্রেস খোঁড়া। আমি বলব বিরোধী দল নেতা বোধ হয় খোঁড়া, অন্ধ, উনার ভাল লোকের সম্পর্কে ধারণা নাই। কেরলাতে যদি কংগ্রেস খোঁড়া হয়, তাহলে নাম্বুদিপাদ কি লেংরা? তাহলে নাম্বুদিপাদের নামও এখানে টেনে আনা উচিত ছিল, কিন্তু বিরোধী দল নেতা তা বলেন নাই। শুধু তাই নয়, কেরলা, পশ্চিম বংগ বা পণ্ডিচেরী থেকে সি, পি, আই (এম)কে সাধারণ মানুষ এমনভাবে তাড়িয়ে দিয়েছে, যার জন্য আজকে ত্রিপুরাতে এসে তাঁরা একটু আশ্রয় নিয়েছেন। ত্রিপুরায় বিরোধী দল হিসাবে...

শ্রীসমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব অর্ডার। বাজেটের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি কেরলা সম্পর্কে বলছেন। (গণ্ডগোল)

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— উনারা যদি বাজেট বক্তৃতায় ত্রিপুরা থেকে আমেরিকা পর্যন্ত যেতে পারেন, আমরাত মাত্র কেরলা পর্যন্ত গেছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— ভারতবর্ষের অর্থনীতির পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা এবং তার পট ভূমিকা ত্রিপুরার বাজেট। উনি এইসব কি বলছেন?

শ্রীমধুসূদন দাস :—তিনি ত্রিপুরার পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরার মা বোনেদের লেংটা রাখার ব্যবস্থা করেছেন। কই তিনি যে সেদিন চার পাঁচ হাজার লোকের একটা মিছিল এখানে এনেছিলেন, সেখানে কাউকেতো লেংটা দেখি নাই। সবাই কাপড় পড়া ছিল। তিনি কি একটা লোককেও লেংটা করে আনতে পারেন নাই। প্রায় ১০।১২ হাজার লোক সেদিন মিছিল করে এসেছিল, তাদের মধ্যে মা বোনও অনেক ছিল; তাদের তিনি লেংটা করে আনতে পারলেন না? এই হাউসের মধ্যে মা বোনদের লেংটা বললে তারা শুনবেনা, কিন্তু বাইরে যদি বলেন তাহলে মা বোনেরা এই অপমানের কথা সহ্য করবেনা, ঝাঁটাপিটা করবে, তাই এখানে এসে এইসব অবাস্তব কথা তাঁরা বলছেন। অবাস্তব কথা ছাড়া এটা আর কিছুই নয়।

সাধারনতঃ আমরা যখন রাস্তাঘাটে পাগল দেখি, পাগলের পরনে ছেড়া কাপড় দেখি। ভাল মানুষ তো সুখের কথা কারণ সরকার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন সেই পরিকল্পনার ভয়ে তাদের পার্টি নেতার মাথা গরম হয়ে রয়েছে। কারণ এই পরিকল্পনার যদি বাস্তবে রূপায়িত হয় তাহলে

তাদের অবস্থা পশ্চিমবঙ্গ, কেরালার মত ধারন করবে কোন সন্দেহ নাই। যেমন একবার ধারণ করেছিল সবে ধন নীলমণি মাত্র দুইটি প্রদীপ জলেছিল ৬০এর ইলেকশনে। এইবার আমরা বিরোধী পক্ষের যে আনুপাতিক সংখ্যা দেখেছি তাতে আমরা ভেবেছিলাম যে বিরোধীদের যে গণতন্ত্র তাদের যে সমালোচনা, সেই সমালোচনা গণতন্ত্রকে প্রানবন্ত করে তুলবে। আর আমরা এখানে দেখছি সেই সমালোচনা গণতন্ত্রকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে।

তারপর বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বাজেটের বাইরে কেরালা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, ইত্যাদি টেনে এনে যে সব কথা বলেছেন সেটা ঠিক বাজেটের কথা নয়। সেটা সেটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তিনি এইসব লম্বা চওড়া কথা বলেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই লম্বা চওড়া অবশ্য কর্ণপাত করবে না। মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে উপস্থিত করেছেন সেটা নিশ্চয়ই ত্রিপুরার পক্ষে একটা গৌরবান্বিত বাজেট এবং এই বাজেটের অর্থ যদি আমরা ঠিকঠিক ভাবে ব্যয় করতে পারি তাহলে ত্রিপুরার আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। জয়হিন্দ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীভদ্রমণি দেববর্মা।

কক্ বরক

শ্রীভদ্রমনি দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বর্ত্তমান বছরনি বাগুই যে বাজেত পেশ খাইমানি, অ বাজেত গরীব কৃষক, জনসাধারণনি উন্নতি খাইনানি কোন দৃষ্টিভঙ্গি কুরুই। এই যে তিনি সরকার, প্রতিটি বছর, গোটা ২৬টা বছর অংখা, শাসক গোষ্ঠিনি চক্রান্তনি ফলে তিনি জনসাধারণনি তাম অবস্থা অংখা আব ছানানি মতয়া। কিন্তু প্রত্যেকটি বছর-ন লক্ষ লক্ষ রাং বিভিন্ন খাতে চুং মুগ। কিন্তু আজকে গ্রামনি জনসাধারণনি যে সমস্যা, প্রতিটি গ্রামনি যে সমস্যা আব কোন দিন সুরাহা অংগিযা। প্রতিটি বরকনি বিছিংঅ তিনি হাহাকার ফাই ছককাইকা, বরগ তিনি গাচিনানি নাইঅ। কিন্তু বরগনি থাংনানি যে একমাত্র লামা, অ কৃষিনি ব্যাপারে সরকার তিনি উন্নতি খাইকা ছিনুই চুং ছিনুই মায়া। কাজেই কৃষিনি ব্যাপার তিনি, বিভিন্ন এলাকা অ তিনি, বর্ত্তমান যে সমস্যা অ সরকার ব্লক উন্নয়ননি মাধ্যমে জনসাধারণনি কোন সমস্যা সমাধান খাই মায়া। তিনি আগরতলা টাউননি বড় বড় ব্যবসায়ী দালালরগনি পকেট ভারী অংখাইন, আর বড় বড় দালান পাকি অংখাইন দেশনি সমস্যা সমাধান অংগিয়া, এই কক্-ন সরকার ছাঅই মান-না নাংগানু। তিনি আর আগরতলা দুধান কেন্দ্র স্থাপন অংখা। কিন্তু অ দুধ সাধারণ গরীব জনসাধারণনি ছেলেমেয়ে মাচানানি কোন পথ কুরুই। যারা গ্রাম এলাকা অ তংনাই, গরীব কৃষকনি বুছারগ বরগ অ দুধ ন মাচানানি উপায় কুরুই। অথচ তিনি অর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ রাং বরাদ্দ মুগ।

কৃষিনি ব্যাপারে ব ত্রে একই অবস্থা। তিনি গত বছরনি খরানি ফলে গ্রাম এলাকানি কৃষকরগনি অবস্থা আহাই অংখা যে বরগ মহাজনরগনি থানি ঋণ জর্জ্জরিত অংনানি বাধ্য

অঙখা। মহাজননি ঋণ-ন পরিশোধ খাইনানি বাগুই বরগ নকনি মানুই খুনুই, মুছুক তক ফালনানি বাধ্য অঙখা। অথচ, মুছুক ন একমাত্র কৃষকনি সম্বল। মুছুক কুরুই অঙমানি ফলে সাধারণ কৃষকনি কৃষি খাইনানি পথ বন্ধ। একদিকে তিনি হাজার হাজার মুছুক বাংলা দেশ পাচার অঙগ। আবনি কোন রেকর্ড থানারগ কুরুই। তিনি বিভিন্ন এলাকা, বিশেষ করে মোহনপুর এলাকা প্রত্যেকদিন বাংলাদেশ মুছুক পাচার অঙগুই তঙগ। থানানি পুলিশ দারোগা আবনি কোন ব্যবস্থা খাইমা কুরুই। যদি কেউ মুছুক থকজাগুই থানা খবর রিঅই পুলিশ তদন্ত তুবুখে উল্টা দারোগা পুলিশ ন গাড়ী ভাড়া তাই রাঙ ঘুষ রিঅই মা রহর। কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডলীরগ আবন কোন খোজ নায়া। বরগ তিনি ছাঅই মান যে গ্রামে গ্রামে আচুক তিনি মাই মাচায়া অঙ তঙমানি খবর আব অপপ্রচার। কিন্তু বরগ গ্রাম এলাকানি গরীব অসহায় বরক-রগ যে দলে দলে কৃষি দাদন নি বাগুই ব্লক অফিস রগ, আগরতলা ফাই অই দশা রিফাইঅ। আব বরগ, এই মন্ত্রীমণ্ডলীরগ হাই মান। কিন্তু এই ১০/২০ টাকা দাদন খয়রাতিনি বাগুই জনসাধারণ যে বুছুক হয়রানি অঙনা নাঙ তঙ আব অ মন্ত্রীমণ্ডলী নজর নারিগুয়া। কৃষিলোন, বান্ধ, তাই অভার ক্লো রিনা থাঙথানি ব ব্লক-রগ বিশেষ করে মোহনপুর ব্লক তাম মুক? সাধারণ গ্রাম প্রধাননি মারফতে বরগ ই চামুঙ খাইঅ। কিন্তু ই থামুঙনি বেশীর ভাগ রাঙ অ গাঁও প্রধান নি এবং কংগ্রেসী দালালরগ পকেট থাঙগ। যারফলে জনসাধারণ আসল উপকার কোনদিন অ ব্লকনি মারফতে অঙ মায়া। অ দুর্নীতি সম্পর্কে ব্লক কোন অভিযোগ রিথাই ব অবনি কোন তদন্ত অঙগিয়া। দূর গ্রাম এলাকা যেখানে তুইনি অভাব, আরনি বরকরগ বান্ধ পাম্পসেট, অভারক্লোনি বাগুই বহু দরখাস্ত থাইকা ব্লক। এমনকি মাননীয় কৃষি মন্ত্রীনি থানি বহু দরখাস্ত বরগ রিখা কিন্তু আর অ ব্লকনি কর্মচারীরগ আবন কোন তদন্ত থাইঅই আরনি তুইনি ব্যবস্থা থাইয়া। তদন্ত খাইব যখন তুইনি দরকার আফুরু খাইয়া অই দুইমাস, তিনমাস পরে যখন তুইনি প্রয়োজন পাই থাঙগ আফুরু বরগ অমনি তদন্ত খাইনা থাঙগ। আবতুই এই ব্লকনি কর্মচারী রগনি চরিত্র। এই অবস্থা যদি চলি তচথাই, সাধারণ গরীব কৃষকনি কোন উন্নতি এই সরকারনি বাজেত বাই অঙগুলাক,— গরীব—রগ তেব অবনতি কালাইনাই আব চুঙ চাই মান। আছুক ছাঅইন তিনি-নি আনি বক্তৃতা শেষ খাইকা।

বজান্ বাদ

শ্রীতদ্রমনি দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বর্ত্তমান আর্থিক বছরের জন্য যে বাজেত পেশ করেছেন, এই বাজেতে গরীব কৃষক ও সাধারণ মানুষের উন্নতি করার জন্য কোন নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী নেই। প্রত্যেকটি বছর, গোটা ২৬টা বছর যাবত এই শাসক গোষ্ঠী সরকারের চক্রান্তের ফলে আজ সাধারণ মানুষ কি অবস্থা হয়েছে, সেটা বলার নয়। কিন্তু প্রত্যেকটি বছরেই লক্ষ লক্ষ টাকা বিভিন্ন খাতে আমরা দেখি। অথচ আজকে গ্রামের জনসাধারণের যে সমস্যা, প্রত্যেক গ্রামের যে সমস্যা, সেগুলির কোন সুরাহা হচ্ছে না। সাধারণ মানুষের মধ্যে হাহাকার দেখা দিচ্ছে—তারা আজ শুধু নিজেদের বাঁচাতে চায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের বাঁচার একমাত্র পথ যে কৃষিকাজ, সেই কৃষি ব্যবস্থাকে বর্ত্তমান সরকার যে

উন্নতি করেছে সে কথা আমরা বলতে পারি না। বিভিন্ন এলাকায় কৃষি ব্যবস্থা উন্নয়নে যে সমস্যা সেটা সরকার ব্লকের মাধ্যমে কোন সমাধান করতে পারছে না; ফলে সাধারণ মানুষের সমস্যারও সমাধান হচ্ছে না। আজ আগরতলা শহরের বড় বড় ব্যবসায়ীদের পকেট ভারী হইলেই এবং এখানে বড় বড় দালানবাড়ী গড়ে উঠলেই দেশের সমস্যা সমাধান হয়ে যায় না—এই কথা সরকারকে বুঝতে হবে। আজকে এই আগরতলায় দুধের কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ গরীব মানুষের ছেলেমেয়েদের জন্য এই কেন্দ্র থেকে দুধ পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। গ্রামের গরীব কৃষকের ছেলেমেয়েরা এই দুধ খেতে পারবে—সেই সুযোগ নেই। অথচ বাজেতে এর জন্য হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেখতে পাই।

কৃষির ব্যাপারেও ঐ একই অবস্থা। গত বছরের খরার ফলে গ্রাম এলাকার কৃষকদের অবস্থা এই রকম শোচনীয় হয়েছে যে তারা মহাজনী ঋণে জর্জ্জরিত হতে বাধ্য হয়েছে। মহাজনের ঋণ পরিশোধ করার জন্য তারা গৃহস্থালী জিনিষপত্র, গরু, ছাগল বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছে। অথচ গরুই কৃষকদের একমাত্র সম্বল। গরুর অভাবে সাধারণ কৃষকের কৃষি কাজের পথ বন্ধ হয়েছে। একদিকে আজ হাজার হাজার গরু বাংলা দেশে পাচার হচ্ছে—সেটার কোন রেকর্ড থানাগুলিতে রাখা হয় না। আজ বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে মোহনপুর এলাকা থেকে প্রত্যেকদিন বাংলাদেশে গরু পাচার হচ্ছে। থানার দারোগা-পুলিশ এর প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। গরু চুরির তদন্তের জন্য যদি কেউ পুলিশ আনে উল্টো তাকে দারোগা পুলিশের গাড়ী ভাড়া এবং ঘুষ দিতে হয়। কিন্তু রাজ্যের মন্ত্রী মণ্ডলী এতসবের কোন খোঁজ রাখেন না তাঁরা বলে থাকেন যে গ্রামে গ্রামে এত যে অনাহারে থাকার খবর সেটা অপপ্রচার। কিন্তু গ্রাম এলাকার যে গরীব, অসহায় মানুষ যে কৃষি দাদন ইত্যাদির জন্য ব্লক অফিসগুলিতে দলে দলে ধর্ণা দেয়—সেই খবর এই মন্ত্রী মণ্ডলী নিশ্চয়ই রাখেন। কিন্তু ১০।২০ টাকা দাদন খয়রাতির জন্য সাধারণ মানুষ যে কতটুকু হয়রানি হয় সেদিকে মন্ত্রী মণ্ডলী নজর রাখেন না। আর কৃষিলোন, বাঁধ এবং অভারফ্লো দিতে গিয়ে রাজ্যের ব্লকগুলিতে বিশেষ করে মোহনপুর ব্লকে আমরা কি দেখি? সাধারণত: গাঁও প্রধানদের মারফতে তারা এই কাজগুলি করেন। কিন্তু এই কাজে বরাদ্দিকৃত টাকার বেশীর ভাগ এই গাঁও প্রধান এবং কংগ্রেসী দালালদের পকেটে যায়। যার ফলে জনসাধারণের প্রকৃত উপকার কোনদিন এই ব্লকগুলির মাধ্যমে হতে পারে না। এই দুর্নীতি সম্পর্কে ব্লকে কোন তদন্ত হয়না। দূর গ্রাম অঞ্চল, যেখানের জলের অভাব, সেখানকার জনসাধারণ বাঁধ, পাম্পসেট, অভারফ্লোর জন্য ব্লকে বহু দরখাস্ত করেছে। এমনকি মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর কাছেও তারা বহু আবেদন করেছে। কিন্তু এই ব্লকের কর্মচারীরা সেগুলি তদন্ত করে সেখানকার জলের কোন ব্যবস্থা করেন না। তদন্ত করলেও, যখন জলের প্রয়োজন, তখন তদন্ত না করে দু'মাস তিন মাস পরে যখন জলের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় তখন তদন্ত করতে যায়। এই হলো ব্লকের কর্মচারী-দের চরিত্র। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে, সরকারের এই বাজেতের দ্বারা সাধারণ গরীব কৃষকের কোন উন্নতি হবে না; এই গরীব মানুষদের আরো অবনতি হবে—এটা আমরা নিশ্চিত জানি। এই বলেই আজকের আমার বক্তৃতা শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীমংচাবাই মগ।

শ্রীমংচা বাই মগ :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৪-৭৫ সনের আমাদের অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেইটা এই বৎসরের তুলনায় সুষ্ঠ চিন্তা করে পেশ করা হয়েছে সেটই। বাস্তবিক পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের কথা। প্রথমে আমি বলছি এখানে যে বৎসরেয় শেষ হতে চলেছে সেই সব দিকে বিশেষ সুবিধার বৎসর ছিল না, এইটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী মশায় বর্তমান বৎসরের অবস্থা সম্বন্ধে উনি ওয়াকেবহাল ছিলেন। এই ওয়াকেবহাল অবস্থায় ত্রিপুরার ইতিহাস ত্রিপুরার ভৌগোলিক দিক দিয়ে চিন্তা করে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সেইটা অনুকরণীয়। আমি বলতে চাই বর্ত্তমান বৎসরে দেশের খাদ্য, পণ্য সরবরাহ অবস্থা মাননীয় মন্ত্রীর নিশ্চয়ই অজানা নেই। তা জানেন বলিয়াই আজকে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সেইটা বিরোধী দলের সদস্যরা যে ধরণের সমালোচনা করেছেন সুষ্ঠ যুক্তি, কি করলে কি ধরণের চাষ করলে সেটই। আরও ভাল হবে এই ধরণের কোন যুক্তি আমি শুনলাম না। কাজেই আমি আশা করছি আমার পরে বিরোধী দলের আরও সদস্য বলবেন তখন তাদের কাছ থেকে আমরা ভাল যুক্তি পাব। একটা দিক দিয়ে গত বৎসর যখন খরা ছিল সেই খরার সময়ে যখন আমরা এই বিধান সভায় অধিবেশনে বসি তখন ত্রিপুরা রাজ্যের আনাচে কানাচে চাউলের দর, খাদ্যদ্রব্যের দর ছিল সেইটা এই বৎসরের তুলনায় কিছু কম ছিল। এখন এই অধিবেশন চলাকালে আমাদের এখানে ২-২০,৩০ পঃ চাউলের দর হয়ে গেছে। যেখানে গত বৎসর লবণের দর ৪০ পয়সা ছিল এখন এই কিছুদিন আগে লবণ দুষ্প্রাপ্য হয়, সেইটা একটাকা পর্য্যন্ত উঠলো। কিন্তু সরকার সচেতন হওয়ায় অতিসত্বর দ্রুতভাবে বিভিন্ন রেশন সোপের মাধ্যমে ৩১/৩৭ পয়সা দরে লবণ বিতরণ করা হয়েছে জনসাধারণকে। হয়তো মাঝে মাঝে দুষ্প্রাপ্য হয় এইটার কারণ সম্বন্ধে হয়তো বিরোধী সদস্যরা অবগত নয়। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যোগাযোগের অনেক অসুবিধা। ধর্মনগর পর্য্যন্ত রেল, এইখান থেকে উত্তর ত্রিপুরা থেকে দক্ষিণ ত্রিপুরা আনতে বিভিন্ন সময়ে বাহত হয়। তারজন্য আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি দুষ্প্রাপ্য হয় কিন্তু সরকার সচেতনতার ভিতর দিয়ে, আমি দেখেছি, আমি শুনেছি আগরতলার এসে, কেরোসিন গত শুক্রবার থেকে শনিবার পর্য্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। আমাদের কুলাই সমগ্র এলাকায় কেরোসিন রেশন সোপের মাধ্যমে বন্টন করা হয়েছে। এই দিক দিয়ে চিন্তা করতে গেলে আমাদের স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাত্রার যে খরচ বেড়েছে সেইটা অস্বীকার করা যায় না। এই দিক দিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মশায় যে বাজেট এনেছেন সেই দিক দিয়ে আলোচনা করে আগামী বছরে আমাদের জীবন যাত্রার মান যাতে আরও উন্নত হতে পারে, গরীব মানুষের জীবনে যাতে আরও কষ্ট না হয় এই দিক দিয়ে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে। যেহেতু আমি যদি আমার এলাকার কথা বলতে চাই যে কাঞ্চনপুর এবং আমবাসা এই সমস্ত স্থানের গরীব শ্রেণীর জনসাধারণ, একজন একদিন বাঁশ কাটলে ৫০টা বাঁশ পাওয়া যায় সেই ৫০টা বাঁশের দাম তিন টাকায় বিক্রী হয়, এই তিন টাকায় বিক্রী করে আজকে ৫ জন বিশিষ্ট একটা পরিবারের তিন টাকা দিয়ে খুব বেশী এক কে, জি চাউল নিয়ে যায় আর অসট আনা দিয়ে অন্যান্য ভাবে খরচ করতে হয়। তাই সন্ধার পরে এই গরীব জনসাধারণ লাকড়ী যারা বিক্রী

করে, বাঁশ যারা বিক্রী করেছেন যারা বিক্রী করে এই তিন টাকা নিয়ে কিভাবে সংসার পরিচালনা করবে এই দিক দিয়ে চিন্তা করতে হবে। গত বছরের তুলনায়, হয়তো খরা হলো, ফ্লাড হলো, পাহাড় অঞ্চলে উপজাতিদের মধ্যে পাট, তিল এবং কার্পাস প্রচুর পরিমাণে পেয়েছিল তারা যথেষ্ট দাম পেয়েছিল। একমণ তিলের দাম একশো টাকা। এই বৎসর তিল আমদানী হয় নাই, কার্পাস খুব নেই, মেস্তা খুব হয়েছে বটে এবং ২৮, ৩০ টাকা মেস্তার দর। আজকে উপজাতি এলাকায় যে সমস্ত ১৮ মুড়াতে, বড় মুড়াতে, লংথরাইতে যারা আছেন তাদের যে কি ভীষিকাময় জীবনের দিকে তাকালে পরে অবাক লাগার কথা। কিছু-দিন আগে উপজাতীদের আমার সংগে আলাপ করেছে এইখানে হরিদাস রেয়াজার পাড়া তার উপরে বাগানের সংগে তাদের সম্পর্ক অনেক দিনের সেখানে কোন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই, টেষ্ট রিলিফের কাজ সেখানে পৌঁছে নাই, জানি না কর্মচারীরা, অফিসাররা নিয়ম আছে শুনেছি অন্ততঃ পক্ষে বিভিন্ন দুর্গম জায়গায় যেখানে মানুষের জীবনের সংগে মানুষের সভ্যতার সংগে কোন সম্পর্ক নেই এইখানে গিয়ে তাদের অবস্থা নিরীক্ষণ করা। কিন্তু আমি জানি না এই সমস্ত পাহাড়ের উপরে উপজাতীদের অবস্থা কোন অফিসার গিয়ে তদন্ত করেছেন কি না এইটা অবশ্য আমার জানা নেই। আমার মনে হয় এখানকার লোকরা যেরকমভাবে তারা তাদের মনের অবস্থা বলেছেন এটা বাস্তবিক অবাক লাগে। অতি সত্বর এই সমস্ত উপজাতী এলাকাতে ব্যাপক ভাবে টেষ্টরিলিফের কাজের মাধ্যমে তাদেরকে বাঁচিয়ে যদি না রাখা যায় তাহলে ভবিষ্যতে বিভীষিকাময় অবস্থা ধারণ করতে পারে। এই দিক দিয়ে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিশেষ করে যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষি করতে গেলে প্রথমে প্রয়োজন আছে এই যে ভূমি সংস্কার আইন এখানে যে কতকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে সেই ভূমি সংস্কার আইনের বলে আমরা মনে করি গত ১৯৬২ ইংরাজীতে ত্রিপুরা রাজ্যে ভূমিসংস্কার আইন কমলপুরে চালু করলে তখন জমির পরিমাণ বর্তমানে যে পরিমাণ আছে তার চেয়ে অনেক বেশী ছিল। এই জমির পরিমাপ করতে গিয়ে কত জমি বড় বড় জোতদার-দের কাছ থেকে সরকার নিতে পারলেন, এই জমিগুলি কত পরিমাণ ভূমিহীনকে কত পরিমাণ যারা নাকি ছোট জোতদার তাদের মধ্যে বিলি বন্টন করা হয়েছে সেইটা সরকারের কাছ থেকে কোন হিসাব আমরা পেলাম না। এইবার যে সিলিংটা করানো হয়েছে এই দিক দিয়া আমি আনন্দিত। বড় বড় জোতদারদের জমি, মাঝারি এবং ছোট কৃষকদের মাঝে, বিতরণ করার যে ব্যবস্থা সরকার করেছেন সেইটা অন্ততঃ পক্ষে এইখানে এই জিনিসটা থাকার প্রয়োজন ছিল মনে হয়। এই যে ভূমিসংস্কার বিলটা সংশোধনী বিলের যে সমস্ত আলোচনা হচ্ছে সংশোধনী বিলে যে সমস্ত সিলিং করা হচ্ছে এই সিলিং-এর মধ্য থেকে কত পরিমাণ জমি বড় বড় জমিদার জোতদার থেকে আমরা পাব এবং সেই জমি কত ভূমিহীন পরিবারকে আমরা দিতে পারব, এই ধরণের একটা আভাষ যদি এখানে দেওয়া হত, তাহলে আমাদের বুঝার পক্ষে একটু সুবিধা হত বলে আমার মনে হয়। বিশেষ করে যখন ১৯৬২ ইং সনে এই ভূমি সংস্কার আইন পাশ করা হয়েছে এবং এখনও সেই আইন কার্য্যকারী করা হয় নি। কেন হয় নাই, সেটা আমি যতটুকু জানি এই ভূমি সংস্কার আইনে লেখা ছিল যে সমস্ত মহল অর্থাৎ আয়ের

অংশ যখন ১ হাজার টাকা হবে তার ৩০ গুণ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিয়ে সরকারকে সেটা নিতে হবে ঐ সব জমিদার এবং জোতদারদের কাছ থেকে। এখনও ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিলোনিয়াতে বা কমলপুর মহকুমাতে যে সমস্ত চান্দিয়ানা মহল বা বাজারগুলি আছে, সেগুলি ঐ জমিদার বা জোতদারদের হাতেই রয়ে গেছে। কাজেই ভূমি সংস্কার আইন যেটা করা হয়েছে, সেটা পরিপূর্ণ হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। যেমন কুলাই বাজারের জমি, একজন জোতদারের জমি, তাকে এখনও সেটার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি যার জন্য সরকার সেটাকে নিজ হাতে গ্রহণ করতে পারেন নি। এভাবে বাজারগুলি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ যেগুলি হওয়ার কথা, সেগুলি এখন পর্যন্ত হচ্ছে না এবং তাতে জনসাধারণের অনেক রকম অসুবিধা হচ্ছে। অথচ আমরাও সেই জনসাধারণের অসুবিধার কথাগুলি এখানে বলতে পারছি না বা সেগুলি দূর করবার জন্য দাবীও রাখতে পারছি না। এদিক দিয়ে আমার মনে হয় এই ভূমি সংস্কার আইন-এর মাধ্যমে জমির যতটুকু সম্ভব গরীব কৃষকের কাছে দেওয়ার জন্য সরকার থেকে আরও সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করার দরকার আছে। বিশেষ করে যেখানে ভি, এল, ডবলিউ, আছে—যেমন আমার কমলপুর মহকুমাতে মাত্র ১০ জন ভি, এল, ডবলিউ, আছে, এত কম সংখ্যক ভি, এল, ডবলিউ দিয়ে সমস্ত এলাকাটা কভার করা যায় না। কাজেই সেখানে যাতে আরও বেশী সংখ্যক ভি, এল, ডবলিউ নিয়োগ করে বিভিন্ন সেন্টারের মাধ্যমে গ্রামের জনসাধারণের সংগে সহযোগীতা ক্রমে কৃষির উন্নতি হতে পারে, সেই ব্যবস্থা আমাদের করা দরকার আর সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর চিকিৎসা সম্পর্কে এখানে ১৯৭৪-৭৫ সালে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে নূতন প্রাইমারী হেলথ সেন্টার খোলা, একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টারকে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে পরিণত করা এবং আর নূতন ১০টি ডিস্পেনসারী খোলার ব্যবস্থা করা হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যের সম্পর্কে এত উন্নত ব্যবস্থা করা হবে, এটা আগে আমরা কোন দিনই কল্পনা করতে পারি নাই। কাজেই স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য যে ক্রমশঃ উন্নতির দিকে যাচ্ছে, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। তারপরে আমি জানি যে কমলপুর মহকুমাতে কুলাই হাওয়ারে যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে, সেটা যদি গংগানগর থেকে কমলপুর মহকুমাতে আসা যায় তাহলে দেখা যাবে, সেটা কমলপুর মহকুমায় এক সীমার মধ্যেই আছে। কারণ একদিকে আঠারমুড়া অন্যদিকে লংগরাই আসাম—আগরতলা রোড়ে যখন বিভিন্ন ধরণের এ্যাকসিডেন্ট হয়, তখন জনসাধারণকে ঐ কুলাই প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে আসতে হয় চিকিৎসার জন্য। তবে এটা একটা আনন্দের কথা যে কুলাই প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে নাকি একটা এম্বুলেন্স দেওয়া হচ্ছে, মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয়, এই কথা আমাকে জানিয়েছেন। কাজেই, এই দিক দিয়ে নজর রেখে এই বাজেট ইয়ারের মধ্যে যাতে কুলাই প্রাইমারী হেলথ সেন্টারটি একটি ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে পরিণত হয়, সেজন্য আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপরে আর একটা দুঃখের কথা এখানে না বলে পারছি না, সেটা হচ্ছে আমার কমলপুর মহকুমা হাসপাতালে যে রোগী হয়, তার চাইতে অনেক বেশী রোগী রাখা হয় আমার কুলাই প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে। সেখানে অবশ্য দুইজন ডাক্তার আছেন। কিন্তু একটা মাত্র কোয়াটার আছে

এবং সেই একটি কোয়ার্টারে দুইজন ডাক্তার থাকা কখনও সম্ভব নয়। আমি শুনেছি যে সেখানে আর একটা কোয়ার্টার করার জন্য গত বছর নাকি টেণ্ডার কল করা হয়েছিল, কিন্তু সিমেন্ট না পাওয়ার জন্য নাকি কোয়ার্টারের কাজ হচ্ছে না। কাজেই এই রকম একটা অসুবিধা থাকার জন্য ডাক্তারবাবুকে আমবাসাতে থাকতে হয় এবং সেখান থেকে তাকে যাওয়া আসা করতে হয়। আমি জানি না ব্যয় সংকোচনের জন্য এই কোয়ার্টারটির কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে কিনা, যদি হয়, তাহলে আমি অনুরোধ করব সরকারকে যে এই হেন একটা কল্যাণমূলক কাজে যাতে দেরী না হয়, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তারপর হচ্ছে শিক্ষা এবং কর্ম সংস্থানের কথা। আগে আমাদের ত্রিপুরাতে বিশেষ করে সাবরুম মহকুমাতে এবং কমলপুর মহকুমাতে এক একটা করে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল ছিল। এখন অবশ্য সেখানে হাই এবং হায়ার-সেকেণ্ডারী স্কুল দুটিই আছে। তাছাড়া এখন দিনের পর দিন হাই ও হায়ারসেকেণ্ডারী স্কুলের সংখ্যা বাড়ছে। কারণ এটা স্বাভাবিক যে আমাদের জন সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে আমাদের স্কুলের সংখ্যাও বাড়বে এবং ছাত্রের সংখ্যাও বাড়বে। কাজেই ছাত্রছাত্রীদের লেখা পড়া শিক্ষা করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। সেই শিক্ষার মাধ্যমে তাদের বাঁচার বা তাদের চিন্তা পরিবর্তন করার জন্য কতটুকু কি করা হচ্ছে। সেটা আমি জানি না। কেন না আজকাল দেখা যাচ্ছে যে ছাত্ররা যখন ক্লাশ টেন বা ইলেভেন ক্লাশ পাশ করে তখন তাদের চিন্তা হয় চাকুরী পাওয়ার, বিশেষ করে সরকারী চাকুরী পাওয়ার জন্য তারা চঞ্চল হয়ে উঠে। কিন্তু আমি একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে এই লেখাপড়া শিখে যদি শুধু চাকুরী করবে, এই মানসিকতা যদি তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়, তাহলে পর তাদের চাকরী দেওয়ার সমস্যার সমাধান করা কোন দিনই সম্ভব হবে না। কাজেই এই দিক দিয়ে আমাদের বিশেষ ভাবে চিন্তা করার দরকার আছে। কারণ শিক্ষার অঙ্গরূপে বেসিক শিক্ষার যে ব্যবস্থা করার প্রয়োজন, যেমন মাটি দিয়ে পুতুল বানানো, বেত দিয়ে নানা রকমের জিনিষপত্র বানানো অথবা অন্যান্য কাজ যগুলি আমাদের জুনিয়ার বেসিক স্কুলগুলির মধ্যে শিক্ষা দেওয়ার কথা, সেটা আমরা এখন প্রায় ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি না। তারপর তারা যখন হায়ার সেকেণ্ডারীতে যাবে তখন তারা সেখানে কি শিখবে? তাদের বাঁচার মত কি শিক্ষা তারা সেখানে পাবে? কাজেই শিক্ষাটা শুধু মাত্র চাকুরীর জন্য না করে তারা যাতে অন্য উপায়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, এবং নিজেদের জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করতে পারে, সেইভাবে আমাদের এখানে শিক্ষা দেওয়ায় ব্যবস্থা করা দরকার বলে আমি মনে করি। মাননীয় মন্ত্রী মশাই এখানে যে ফিগার দিয়েছেন—সেটা হচ্ছে ১৯৭২-৭৩ সালে মোট ২,২৭৪ জনের কম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে আর ১৯৭৩-৭৪ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত ৫,৩০৩ জন শিক্ষিত বেকারকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। এটা খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু একটা কথা হল সারা ত্রিপুরা রাজ্যের কথা যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে দেখব যে ত্রিপুরা রাজ্যের সব জায়গাতে সবভাবে শিক্ষিত নাই। আজকে আগরতলা শহরে, উদয়পুর শহরে, বিলোনীয়া বা কৈলাশহরে যেখানে যেখানে কলেজ আছে, সেখানে শিক্ষার যে সুযোগ আছে তাতে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশীই হওয়ার কথা। কিন্তু যেখানে এই সমস্ত সুযোগ নাই, সেখানে শিক্ষিতের সংখ্যা কমই হবে। কাজেই এই পর্যন্ত কর্ম সংস্থানের জন্য যে

ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই ধরনের একটা সন্দেহ আমরা না করে পারছি না। এই ব্যাপারে অবশ্য এই বিধান সভাতেই অনেকগুলি প্রশ্ন—উত্তর হয়েছে। কাজেই এই দিক দিয়ে চিন্তা করে ভবিষ্যতে এমন কর্ম পদ্ধতি নেওয়া দরকার যাতে করে সমস্ত এলাকার মানুষের মনের আশা আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে পুরণ না হলেও অন্ততঃ আংশিকভাবে যাতে পুরণ করা সম্ভব হয়। তারপরে পি, ডবলিউ, ডি, সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাকে বলতে হচ্ছে ত্রিপুরারাজ্যের বাজেটের মোট বরাদ্দকৃত অর্থের অধিকাংশই খরচ হয়, এই ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে। কিন্তু এখানেও যে কত ঘোরাফেল হয়, অবশ্য লোকে সেটা দেখতে পায় না তবে শুনে এবং সেটা অনুসন্ধান করলে পর আমাদের মত পিছনে পরা এম, এল, এদের পক্ষে অনেক সময় বুঝা সম্ভব হয় না। এখানে শুধু বড় বড় কন্ট্রাক্টারেরা কন্ট্রাক্টরী করবেন, ছোট কন্ট্রাক্টারদের কোন জায়গা হয় না। এটা যে কিসের জোরে অথবা কিভাবে হয়, এটা আমি জানি না। কাজেই এই দিক দিয়ে একটা কড়া দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। কেন না, তাদের হাত দিয়ে কি পরিমাণ টাকা খরচ হচ্ছে, সেটা আমাদের সবারই জানা দরকার আছে। এখানে দেখা যাচ্ছে ৩টা গ্রুপে কাজ হচ্ছে। ৩/৪ লাখ টাকা করে এক একটা গ্রুপে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হচ্ছে। যেমন আমবাসা থেকে মরাছড়া পর্যান্ত যে কাজ হচ্ছে, সেই সম্পর্কে আমি গতবারেও বলেছিলাম। বলেছিলাম উত্তর ত্রিপুরাতে যে সমস্ত কাজ হচ্ছে, তাতে আমার এলাকার স্থানীয় কন্ট্রাক্টারদের পক্ষে সেখানে যে সব বড় বড় কন্ট্রাক্টার আছে তাদের সংগে কম্পিটিশন করা অসম্ভব ব্যাপার। সেখানে যে সব কাজ হচ্ছে, সেজন্য ৪/৫ লাখ টাকা দিয়ে আসাম থেকে বা কাছার থেকে বড় বড় কন্ট্রাক্টারদের নিয়ে আসছে এবং ঐ সব কাজ করার জন্য অনেক লেবারও ঐ সব অঞ্চল থেকে সাথে করে নিয়ে আসছে এবং সেই সমস্ত লেবারেরা আমার এখানকার খাদ্য খাচ্ছে। তাদের জন্য কম করে হলেও হাজার হাজার মন চাউল খরচ করতে হচ্ছে। অথচ ঐখানকার স্থানীয় যে সব উপজাতি বা অ-উপজাতি শ্রমিক আছে তারা তাতে কাজ করতে পারছে না। কাজেই ছোট ছোট গ্রুপে যদি ১ লাখ টাকার কাজ আমাদের সাধারণ কন্ট্রাক্টারকে দেওয়া হয়, তাহলে তারা সেই সব কাজ করতে পারে, কিন্তু তা করা হচ্ছে না। কাজেই আমি অনুরোধ করব আমাদের স্থানীয় কন্ট্রাক্টারেরা যাতে কাজ পায়, সেজন্য যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কারণ তাহলে আমরা এখানকার উপজাতি, অউপজাতি শ্রমিকেরা কাজ পাবে এবং তার দ্বারা তাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করা যাবে। তাছাড়া আমার এখানকার খাদ্য আমার মানুষেরাই খেতে পাবে। এই সম্পর্কে আমি চীফ ইঞ্জিনিয়ারকেও বলেছি, কিন্তু সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। তারপর আমার এলাকার কুলাই হাওয়ার অঞ্চলে প্রায় ৪০ হাজার লোকের বসবাস, অথচ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি ২৬ বছর গত হতে চলল, তবুও সেখানে একটা সলিং করা পি, ডবলিউ, ডির রাস্তা আছে বলে কেউ বলতে পারবে না। জানি না কি কারণে হচ্ছে না। এই সম্পর্কে আমি গত বাজেট অধিবেশনেও বলেছিলাম। কুলাই বাজার থেকে হরিণমারা পর্য্যন্ত রাস্তা, সেই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মণ কৃষকের উৎপাদিত জিনিষ চলাচল করে, যেমন —তিল, কার্পাস অন্যান্য জিনিষ পত্র। তাছাড়া ঐরাস্তা দিয়ে হাজার হাজার মানুষ চলাফেরা করে।

ঐ রাস্তাটা সোলিং করার জন্য আমি অনুরোধ করেছিলাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এবং চীফ ইঞ্জিনীয়ারকেও বলেছিলাম। রাখালভরি থেকে ডলুছড়া-খাসীয়া কলোনী পর্য্যন্ত যেখানে উপজাতি জুমিয়া কলোনী আছে, রিফিউজি কলোনী আছে, আঠারমুড়ায় সেখানে বহু উপজাতি জুমিয়া আছে। সেখানে জয়ন্তী ভিলেজ একটা গঠিত হয়েছে। ঐ রাস্তা ৪ মাইল রাস্তা, সুন্দর রাস্তা। চারদিকে জমি ঐ রাস্তাটা সোলিং করার জন্য আমি একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু সেখানে নন-প্ল্যান বাজেটে টাকা নাই জানিনা এই বাজেটেও টাকা থাকবে কি থাকবে না। আমি কোন্দল শুনেছি আমার এলাকা থেকে—মানুষ সরাসরি না হলেও ভিতরের কথা শুনেছি। আমরা যে জন প্রতিনিধি হয়ে এসেছি, আমরা যোগ্য প্রতিনিধি কি না এমন তারা সন্দেহ করে। আমারও মাঝে মাঝে মনে হয় এই সমস্ত দাবি তাদের ন্যায্য দাবি এইগুলি না হলে হয় না। অন্তত পক্ষে এইগুলি যদি না হয়, এইগুলি যদি না করাতে পারি আমারও সন্দেহ হয় আমাদের যোগ্যতা আছে কি না। যদি জনসাধারণ বলে যে তোমাদের যোগ্যতা নাই বাধ্যতামূলক ভাবে আমাদেরও মানতে হবে। সেইদিকে চিন্তা করে যাতে ভবিষ্যতে গ্রামের উন্নতি হয়, এলাকার উন্নতি হয়, ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করে সমস্ত কিছু লক্ষ্য করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীদের লক্ষ্য করা উচিত। বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যে যে রকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে—আজকে জিনিষ পত্রের দাম বেড়েছে সামনে কি হবে? সরকার আজ চাল ১·৫০পঃ করে দিতেছে সেটি আধ সের করে দিতেছে। বিশেষ করে সেটি আরও বাড়িয়ে দেওয়া উচিত বিশেষ করে আমি এই কথা না বলে পারছি না—গত বছর ১·২৬ ছিল এখন ১·৫০। ১·৫০পঃ হলে কি হবে। গত বছর কার্ড অনুসন্ধানের জন্য যখন ইনকোয়ারী করা হয়েছিল—যাদের কার্ড হয়নি তাদের কি দিয়ে দিত? এসেনসিয়েল কমডিটীজ কার্ড করে—গরীবরা চিনি পাবে, তেল পাবে, লবন পাবে। তারা চাল পাবে না, গম পাবে না। সেটি হতে পারে না। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ধান কালেকশান হচ্ছে পঞ্চায়েত আমাদের সাহায্য করছে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গাঁওসভাতে কত ধান দেবে সেটা ঠিক করা হউক। কিন্তু রেশানের দোকানে কত বস্তা চিনি গেল, কত টিন তেল গেল, কত টীন ডাল তেল গেল সেটার কোন ইনফর্মেশান পঞ্চায়েতের কাছে আসে না। কাজেই রেশান সপে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা দেখার কোন সুযোগ পঞ্চায়েতের নাই। কাজেই কোন রেশন সপে কি হবে না হবে, কিভাবে চলছে তার ইনফর্মেশান দিয়ে জনসাধারণের সুবিধা হয়। গত বছর রেশন কার্ড দিয়েছিল তহশীলদার। এইবার করা হয়েছে, কার্ড দেবে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী। এই বছর এক নিয়ম, অন্য বছর আরএক নিয়ম। হয়তো আগামী বছর হবে এম, এল, এ'রা রেশন কার্ডের পার্মিশান দেবে। এই করলে কি মানুষের মনে বিভ্রান্তি হবে না? এই জিনিষটার দিকে চিন্তা করে পঞ্চায়েত প্রধান কিম্বা সেক্রেটারী সহ সকলে মিলে যদি রেশন কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা হয় তাহলে ভাল হয়। এই দুই বছরের মধ্যে আমরা এলাকার মধ্যে কোন জবাব দিতে পারছি না। আমি লালকে সাদা করে এসেছি। কাজেই আমি আর কিছু বলতে চাই না মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধু ঐ দিকে লক্ষ্য করে যে বাজেট আমাদের সামনে এনেছেন সেই বাজেট যাতে ঠিক ঠিক কার্যকরী করা হয় তার জন্য অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীরাধারমণ দেবনাথ।

শ্রীরাধারমণ দেবনাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন এই বাজেট হচ্ছে গরীব মারার বাজেট। এই বাজেটে কৃষকের উন্নতির কোন ব্যবস্থা নেই। যে ত্রিপুরার শতকরা ৯৯ জন কৃষক তাদের কৃষি কর্মের জন্য তাদের সেঁচের কোন ব্যবস্থা নাই তাদের কৃষি ঋণের ব্যবস্থা নাই। তাদের কোন বাধের ব্যবস্থা নাই তাদের উন্নতির কোন পরিকল্পনা এই সরকারের নাই। যারা ফসল উৎপাদন করবে—এই বছরই দেখেছি কৃষকেরা ফসলের ন্যায্য দাম পেল না। সেখানে এই মন্ত্রী সভা কি করলেন তারা গ্রামে গিয়ে ধান সংগ্রহ করল— যারা গরীব কৃষক তাদের ধান জোর করে আনলেন। যারা বড় বড় জোতদার, মজুতদার, মুনাফাখোর তাদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করলেন না। তাদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করলেন না আমরা দেখেছি। বিজয় নগরের কৃষকের ধান সেখানকার বি, ডি, ও,- -মোহনপুরের বি, ডি, ও, থানার পুলিশ নিয়ে লুঠ করে আনলেন। জগন্নাথ সুত্রধরের বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিলেন সিগারেটের আগুন দিয়ে। কৃষকেরা যখন পাট উৎপাদন করে তারপর তারা পাটের ন্যায্য দাম পায় না। আর যখন তারা ধান উৎপাদন করে তখন বাজারে ধানের দাম কম থাকে। ধান চাল কৃষকের হাত থেকে চলে যায় ঐ চোরাকারবারী, মহাজনদের হাতে। তখন ধানের দাম বাড়ে। আর এই ২৬ বছর পরেও ঐ ইন্দিরা সরকার এবং ত্রিপুরায় যে সুখময় সরকার কৃষকদের উন্নতি করতে পারলেন না। যেখানে জাতির মেরুদণ্ড হলেন কৃষক। যদি কৃষকের উন্নতি করা না যায় যদি কৃষক না বাঁচতে পারে তাহলে দেশ বাঁচতে পারে না। সেখানে আমরা দেখছি কৃষক যা উৎপাদন করে তার দাম নাই আর অন্য দিকে কৃষকের জিনিষ পত্রের বেশী দাম দিয়ে তাকে কিনতে হয় যেমন ডাল, তেল থেকে আরম্ভ করে লবণ ইত্যাদি অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ। যে লবণের জন্য মহাত্মা গান্ধী—তাদের নেতা লবণ আইন অমান্য করেছিলেন আর আজকে এই কংগ্রেস রাজত্বে দেড় টাকা দুই টাকা লবণের কে, জি,। লবণ বিক্রী করেন কারা ? ঐ কংগ্রেসের পেটোয়া লোক যারা তারা নির্বাচনের সময় কংগ্রের ফাণ্ডে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেন। আমরা দেখেছি যারা বড় বড় ব্যবসায়ী, যারা মজুতদার যারা মুনাফাখোর তাদের কংগ্রেস রক্ষা করে। আমরা দেখেছি অনেক সময় তারা বলেন যে মানুষ বাড়ছে সে জন্য জিনিষ পত্রের দাম বাড়ছে এটা মিথ্যা কথা। যদি জিনিষের অভাব হতো তাহলে বেশী দাম দিলে জিনিষ কোথা থেকে আসে ? তিন টাকা দাম দিলে কেরসিন পাওয়া যায় দেড় টাকায় লবণ পাওয়া যায়। কাজেই জিনিষ পত্রের অভাব নাই। আজকে দুই বছর হল সুখময় বাবুর মন্ত্রী সভা গঠিত হয়েছে এই দুই বছরে চুরি ডাকাতি অনেক বেড়েছে। আজকে আমরা দেখছি জিনিষ পত্রের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে। সাবান, তেল, সোডা থেকে আরম্ভ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষ পত্রের দাম বাড়ছে। সরিষার তেল ১০ টাকা থেকে ১৫ টাকা হয়েছে। একদিন বৃটিশ আমলে কংগ্রেসীরা বলেছিলেন যে কংগ্রেসী রাজত্বে দিয়াশলাইয়ের দাম বাড়বে না আর এখন একটা দিয়াশলাইয়ের দাম ২০ পয়সা। সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। যে পেট্রল ৬০ পয়সা ছিল সেই পেট্রল তিন টাকা হয়েছে। কিন্তু পেট্রোলের দাম

বাড়ার সাথে সাথে গাড়ী ভাড়া বেড়েছে। আমরা দেখেছি মোহনপুর থেকে আগরতলায় আসতে গেলে এখন লোকের ৫ টাকা খরচ হয়। মন্ত্রীরা আমলারাতো সরকারী গাড়ী করে পরিভ্রমণ করেন। আমরা মোহনপুর দেখেছি যে সেখানে হাসপাতালের জন্য কোন এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা নাই। আর ঐ দিকে মন্ত্রীরা বড় বড় আমলারা তাদের বাজার করার জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা থাকে। আজকে ২৬ বছর হল আজকে জুমিয়াদের আজকে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা হল না। যারা গরীব, যারা ভূমিহীন, যারা ক্ষেত মজুর, যাদের বাড়ী নাই, আজ পর্যন্ত তাদের বাড়ীর ব্যবস্থা করতে পারলেন না এই কংগ্রেস সরকার তাঁর এই ২৬ বছরের রাজত্বে। এই মন্ত্রী সভার কাছে আমরা আশা করেছিলাম যে তাঁরা এর ব্যবস্থা করবেন কিন্তু আজকে দুই বছর হল এই মন্ত্রীসভা হল, আজ পর্যন্ত এই জুমিয়াদের—ভূমিহীন জুমিয়াদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারেন নাই। আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি জুমিয়া পুনর্বাসনের টাকা কিভবে মন্ত্রী এবং আমলাদের পকেটে ঢুকে। মংকড়ুই দেবী, পতি—কৃষ্ণ দেববর্মা, রাজকাবরাপাড়া, তার স্বামী মারা যাওয়ার পর তার নামে ৬০০ টাকা মঞ্জুর হয়েছিল, তার মধ্যে সে পেয়েছে মাত্র ১০০ টাকা। আমি মন্ত্রীদের কাছে বলেছি এবং আমলাদের কাছেও বলেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন প্রতিকার হয় নাই। কারণ মন্ত্রীদের থেকে আরম্ভ করে সর্বত্রই ভেজাল চলছে।

শিক্ষা বিভাগ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে, আমি বলব যে সেখানে একটা অরাজকতার রাজত্ব চলছে। সদর উত্তর অঞ্চলের একটা স্কুলে শিক্ষক মাসে একদিন, বা দুই মাসে একদিন যান। শিক্ষাবিভাগে জানানো সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তার কোন প্রতিকার নাই। স্বর্ণলাসং এর মাষ্টার বছরে দুই তিন বার স্কুলে যায় কিনা সন্দেহ আছে। আমি শিক্ষা বিভাগে বলেছিলাম, কিন্তু শিক্ষা বিভাগ বলেছে যে আমাদের বলে কি হবে, তারা শিক্ষা মন্ত্রীর লোক, সেইজন্যই এই অবস্থা। জগৎপুর স্কুলে স্কুল ঘর পড়ে গেছে, আজকে পর্যন্ত সেই ঘর উঠানোর ব্যবস্থা নাই। সেখানে মাত্র একজন শিক্ষক, ছাত্র হল ৩০০। তারাপুর স্কুলে পাঁচশ ছাত্র স্কুল ঘর নাই, ছাত্রদের বসবার জায়গা নাই, দাঁড়িয়ে ছাত্রদের পড়াতে হয়। কারণ শিক্ষা মন্ত্রী নিজে দুর্নীতি পরায়ণ। কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি (১০।১২।৭২ ইং তারিখে) শিক্ষা মন্ত্রীর ছেলের নামে কোর্ট থেকে ওয়ারেন্ট বেরিয়েছিল, সেই ডি, আর, চক্রবর্তীর কোর্ট থেকে সেইজন্য সেই ডি, আর, চক্রবর্তীকে নির্বাসনে যেতে হয়েছিল। শিক্ষা মন্ত্রীর ছেলের নাম দেবাশীষ সোম। মন্ত্রীত্বের মধ্যে কি চলছে, তার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। আরেকটা কথা এই প্রসংগে বলতে হয়। আমাদের মোহনপুরে সিধাই বি, ও, পি, সেখানকার একজন কলাগাছিয়ার একজন কৃষক নিবারণ দেববর্মা, তার বাড়ীতে গরু চুরি হল, সে সিধাই থানায় এজাহার দেওয়ার পর, বাংলা দেশে যাওয়ার অনুমতি চাইল। তাকে তখন বলা হল যে তুমি সিধাই বি, ও, পি-তে যাও। সে সেখানে যাওয়ার পর তাকে সেই বি, ও, পি, ইন চার্জ তাকে মারধর করলেন, এর পকেট থেকে টাকা নিলেন একথা আই, জি, পি, কে আমি জানালাম, কোন প্রতিকার হল না। একটা নয়, আমি সাতটি চিঠি দিয়েছি, কোন প্রতিকার নাই। মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে আই, জি, পি সকলেই দুর্নীতিপরায়ণ। এখানে পুলিশ বাজেটে টাকার

বরাদ্দ বেশী রাখা হয়েছে। কেন রেখেছেন? দুর্নীতি, ঘুষখোর, অন্যায়কে চাপা দেওয়ার জন্য। এখানকার যারা বি, এস, পি, যারা সি, আর, পি, তাদের জন্য রেশনের ব্যবস্থা আছে, আর আমাদের ত্রিপুরা পুলিশ যারা, তাদের জন্য রেশনের কোন ব্যবস্থা নাই। হোমগার্ডদের বেতন হচ্ছে মাসে ৯০ টাকা। শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে সিধাই থানায় কি চলছে। সেখানে দাসত্ব প্রথা চলছে। সেখানকার ও, সি নির্মল বর্দ্ধণ কি করছেন? তিনি সেখানকার যারা হোমগার্ড তাদের দিয়ে বাসার কাজ করান, তার গরু রাখার কাজ করান, তার প্রমাণ আমার পকেটে আছে। আমি ফটো তুলে রেখেছি। আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি এই মন্ত্রীকে, ঐ হোমগার্ড দিয়ে তার স্ত্রীর কাপড় কাচা থেকে আরম্ভ করে গরু রাখার কাজ করাচ্ছেন ঐ সিধাই থানার ও, সি, । যদি ঐ হোমগার্ড ও, সি'র বাসায় কাজ না করে, তাকে মাসে ৬০ টাকা বেতন দেন, আর একদিন কাজে না গেলে তার থেকে চার টাকা কেটে রাখেন। আরেকজন হোম-গার্ড শ্রীসুনীল রক্ষিত, সে ও, সি'র বাসায় কাজ না করার, তাকে অন্যত্র চলে যেতে হয়েছে। যারা হোমগার্ড আছে, তাদের দিনে রাত্রে খাটতে হয়, কিন্তু মাসিক বেতন তাদের ৫০ থেকে ৬০ টাকার বেশী নয়। আরেকজন লোক বেণুলাল ঘোষ. তাকে ও, সি'র বাড়ীতে বেগার খাটতে হয়, রাজতন্ত্রের মত। (রেড লাইট)। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমাকে আরেকটু সময় দিতে হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনি বাজেটের উপর বলুন।

শ্রীরাধারমণ দেবনাথ :— মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা গতবারে বাজেটও দেখেছি, এবারের বাজেটও দেখছি, এই বাজেট গরীব মারার বাজেট। এই ও, সি-কে কোর্টে পর্যন্ত যেতে হয়েছে মানহানির কেসে। হাজার হাজার গরু বাংলা দেশে পাচার হচ্ছে, তারা গরু রক্ষা করতে পারে না। সদর উত্তর অঞ্চলে এমন বাড়ী নাই, রাত্রিতে গরু চুরি না হয়। পত্রিকায়ও দেখা যায়। সিধাই থানায় এজাহার দিলে, সিধাইর ও, সি, গাড়ী ভাড়া বাবদ ৮০ টাকা থেকে ১০০ টাকা দাবী করে, তার প্রমাণ আমার কাছে আছে।

মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, কংগ্রেসের পায়ের নীচের মাটি সরে গেছে। গুজরাটে আমরা দেখছি যে ঐ কংগ্রেস এম, এল, এদের মাথা মুড়িয়ে, গায়ে আলকাতরা মাখিয়ে, গাধার পিঠে চড়ায়। আজ গুজরাট থেকে বিহার, বিহার থেকে উত্তর প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ থেকে মধ্যপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ থেকে সারা ভারতবর্ষে কংগ্রেস রাজত্বের নমুনা আমরা দেখছি। পশ্চিম বাংলায় কি চলছে? পশ্চিম বাংলায় চলছে সেই ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ারদের ধর্মঘট, অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের ধর্মঘট। তাঁদেরকে সরকার হুমকী দিয়েছেন, কিন্তু তাতেও তাঁরা পিছপা হয় নাই। আজকে আবার পত্রিকায় দেখলাম বাস ধর্মঘট হবে। এইবারকার বাজেটে সাধারণ মানুষের উন্নতির কথার কোন উল্লেখ নাই।

শিল্প সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলতে হয়, ত্রিপুরার প্রধান শিল্প হচ্ছে চা, কিন্তু আজকে সমস্ত চা বাগানগুলি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এঙ্গকুণ্ড, সিমনাছড়া এবং কৃষ্ণপুর, আরও অনেক চা বাগান বন্ধ হয়ে গেছে, কই সেই বাগানগুলির উন্নতি করার জন্য এই সরকারেরতো কোন

পরিকল্পনা নাই। এই সরকারতো ব্যাংক জাতীয়করণ করেছেন। সেই ব্যাংক থেকে টাকা কে পেয়েছে? কয়জন বেকার যুবক টাকা পেয়েছে? কেউ পায় নাই। পেয়েছে ইন্দিরা গান্ধীর ছেলে ঐ মারুতী ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা করার জন্য পাঁচ'শ কোটি টাকা এবং আরও আড়াই'শ কোটি টাকা তাকে দেওয়া হয়েছে। যদি ঐ কারখানার মোটর গাড়ী বিক্রী না হয়, তাহলে সরকার সেটা কিনে নেবেন। আমাদের দেশে বেকার যারা, যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, যারা কৃষক, তাদের জন্য এই ব্যাংক থেকে ঋণের কোন ব্যবস্থা নাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার টাইম শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীরাধারমণ দেবনাথ : — আর পাঁচ মিনিট স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনার অলরেডি ১৫ মিনিট শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীরাধারমণ দেবনাথ :— আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করে দেব স্যার। মোট ৪১ হাজার বেকারের মধ্যে তাঁরা দুই হাজার বেকারকে চাকুরী দিয়েছেন। বলছেন। কিন্তু এই দুই হাজার কারা?

চিকিৎসা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে দেখছি এখানে চাচু একটা ডিসপেন্সারী আছে সেখানে ডাক্তারএর ব্যবস্থা নাই। কম্পাউণ্ডার আছে ঔষধ নাই। গোপালনগর একটা ডিসপেন্সারী আছে, সেখানে ঔষধ আছে কিনা সন্দেহ, কম্পাউণ্ডার থাকেনা। এখানে আজকে ২৬ বছর পরেও গ্রামে গ্রামে চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই। গ্রামে কোন ডাক্তারের ব্যবস্থা নাই। স্কুলের ব্যবস্থা নাই। গত মার্চ মাসে মোহনপুর চাচু মৌজায় তুইসয়া গ্রামে সাড়ে তিনশ লোক রেশন কার্ড পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করেছিল, আজকে ১৯৭৪ সালে মার্চ মাস, আজকে পর্যন্ত সেই সাড়ে তিনশর মধ্যে ৫০জন কার্ড পেয়েছে কিনা সন্দেহ। কারণ ত্রিপুরায় যে রাজত্ব চলছে খুনে ধরা রাজত্ব। মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে আমরা পর পর্যন্ত সমস্ত শাসক গোষ্ঠির ভিতর ঘুন ধরা, তাঁরা সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত। আমি এক ভূমিহীন কলোনীর কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই সেটা হল মোহনপুর ব্লকের চম্পাপানগর ভূমিহীন কলোনী. আজ পর্যন্ত সেখানে জলের ব্যবস্থা নাই। সেখানে ভূমিহীনদের যে টাকা দেওয়া হয়েছিল তাদের নামে ৯শ, কত টাকা করে মঞ্জুর হয়েছিল, তার মধ্যে কেউ ১ শ, কেউ দেড় শ, কেউ দুই শ, কেউ তিন শ, পেয়েছে। সেখানকার ভূমিহীন কলোনীর নেতা হলেন কংগ্রেসের একজন লোক শ্রী চিত্ত দেবনাথ নামে একজন ভদ্রলোক।

টিনের ব্যবস্থা সেখানে কথা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেখানে ঘর উঠে নি। আজ পর্যন্ত সেখানে জলের ব্যবস্থা হয় নি। সেখানে তারা দুগ্ধ কেন্দ্র করার জন্য গরুর চাষ করবে বলেছে। ভাল কথা। কিন্তু তার জন্য সেখানে ১২০০ লোককে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা চলছে। অনরপুর থেকে ট্রাইবেলকে উচ্ছেদ করে সেখানে বিদ্যুতের প্রকল্প করছেন যারা গরীব অংশের মানুষ তাদের উচ্ছেদ করে। এবার বাজেটে লিখেছে দুগ্ধ কেন্দ্র সম্বন্ধে। যে দুধ উৎ-পাদন হয় তা বড় বড় অফিসার এবং যারা কংগ্রেসের লোক তাদের বাড়ীতে যায়। তার প্রমাণ আছে। বাংলা কথা বলে গাইও বুড়া বিয়ানো শেষ। কংগ্রেসের রাজত্ব ও শেষ হয়ে

আসছে। কারণ আজকে কংগ্রেসে দেখছি দলাদলি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এবারের যে বাজেট সেই বাজেটে পশুপালন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমাকে বলতে হচ্ছে যে গ্রামে পশু চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই। সেখানে হাজার হাজার গরু চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছে। আজকে ২৬ বছর পরেও গরু চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই। পশু মন্ত্রীর সেদিকে নজর দেওয়া উচিত।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পশুমন্ত্রী নয় পশুপালন মন্ত্রী।

শ্রীরাধারমণ দেবনাথ :—একই কথা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই যে নলকূপ খনন করা হইয়াছে, আমি দেখছি আমাদের মোহনপুরে একটা নলকূপ খনন করা হয়েছে। সেখানে জল আসে কোনদিন ঘোলা, কোনদিন আসে কোনদিন আসে না। সেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই। আজ ২৬ বছর পরেও গ্রামে গ্রামে জলের অভাব। অনেক গ্রামে এখনও জলের ব্যবস্থা নাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীরাধারমণ দেবনাথ :—শেষ করছি। আজকে দেখছি রাস্তার সেতু সম্বন্ধে। এখনও ত্রিপুরার অনেক জায়গা আছে এপার থেকে ওপার যাওয়ার ব্যবস্থা নাই। কারণ সেখানে সাত ছিবা থেকে এসেছে একটা রাস্তা কৃষ্ণনগরে। সেখানে রাস্তার জন্য অভিযোগ করা হয়েছে। যারা মন্ত্রী তাদের বাড়ীর কাছে রাস্তা ঠিক হয়। কিন্তু গ্রামের লোকের জন্য রাস্তার কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই আমি এই বাজেটকে গরীব মারার বাজেট আখ্যা দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আই উড নাও কল অন শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বাজেট আলোচনায় প্রথমেই আমার মনে হয় গতবারও আমরা ঠিক মার্চ মাসেই বাজেট অধিবেশন করেছি, এবারও আমাদের মার্চ মাসেই বাজেট অধিবেশন বসেছে। এবার যে বাজেট উপস্থিত করা হয়েছে সেটা অত্যন্ত অন্তঃসারশূন্য। কেন আমি এই কথা বলছি, কারণ গতবার বাজেট অধিবেশনে কৃষি বা শিল্প, মেডিকেল ইত্যাদি অনেক কিছুই উন্নতি করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীরা একটা বাজেট অধিবেশন করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে আমরা ত্রিপুরাকে আরও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাব। আজকে আমরা কি পরিবর্তন দেখছি? মোটেই নয়। স্বাভাবিকভাবে একটা কথা মনে হয় যে বর্তমান বছরের মার্চ মাস যখন এল, এক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে মার্চ মাস এসেছে, এবার বাজেট অধিবেশন হবে। আমি বলছি হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু শচীন সিংহের আমল থেকে শুনে আসছি একটা পরিবর্তন হয়ে যাবে। কিন্তু পরিবর্তন তো উন্নতির দিকে যাওয়া দূরের কথা কংগ্রেসের শাসনের ফলে গরীব মানুষের অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৃষি সম্বন্ধে বলতে গেলে আমরা দেখব যে মাননীয় মন্ত্রীরা সব সময় বলে থাকেন এ রাজ্য কৃষি প্রধান দেশ, এই রাজ্যের কৃষককে যদি আমরা উন্নত না করতে পারি তাহলে এ রাজ্যের কিছুতেই উন্নতি করতে পারব না। কিন্তু এটা তো মায়া কান্না স্বরূপ। তারা কথায় যা

বলে কাজে কি তারা তা করে ? মোটেই নয়। গতবার যখন ফ্লাড হয়েছিল খোয়াইতে তখন গকুলনগর এবং উত্তর ঘিলাতলি নামে জায়গায় দ্রোণ দেড়েক জায়গায় বালি পড়ে ফসলের অনুপযুক্ত করে রেখেছে। সেটা টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে সেই সমস্ত জায়গা যাতে চাষযোগ্য করে তোলা যায় তার জন্য বি, ডি, ও, এর কাছেও গিয়েছি। আমি বলেছিলাম যে টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে রাস্তার কাজ না করে কৃষির যাতে উন্নতি হয় সেখানকার ১০।৫ কানি জমির মালিকেরা যাতে ফসল ঠিক মত ফলাতে পারে তার জন্য রাস্তার কাজ না করে সেখানে টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে অন্ততঃপক্ষে বালি সরাবার দরকার, এই কথা আমি বলেছিলাম। এস, ডি, ও, সাহেব, বি, ডি, ও, সাহেবরা উনারা বলেন যে আমরা তাদেরকে একশো টাকা, দেড়শো টাকা দিয়ে দেবো। একশো টাকা দিয়ে কি এই সমস্ত জায়গায় বালি সরানো যাবে ? এইটা কি যুক্তির কথা হলো ? কাজেই মন্ত্রী মহাশয়রা মুখে যাহাই বলেন না কেন, যা চিন্তা করেন না কেন রাজ্যের জনসাধারণের জন্য যত অশ্রু যত কান্না যত কিছু ফেলুক না কেন আজকে জনসাধারণ তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছে। তাদের অবস্থা আজকে রাজ্যের সমস্ত জনসাধারণ আজকে বুঝতে পেরেছে। কেন না, কেন বুঝবে না ? আমরা তিন বছর আগে তেল কি দরে খেয়েছিলাম, তিন বছর আগে কাপড় আমরা কি দরে কিনেছিলাম, তিন বছর আগে আমরা অন্যান্য জিনিসপত্র লবন বা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কি দরে আমরা ক্রয় করেছিলাম। সেই দিক থেকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে তো উন্নতি অবনতির কথা আমরা চিন্তা করতে পারি। শুধু কি তাই ? এই যে অনেকগুলি এলাকা আছে যেমন বাঁধের প্রয়োজন হয় না। পাম্প মেশিনের দ্বারা জলসেচ করলে হাজার দ্রোন জমিতে জলসেচ করা যায় এবং মনে হয়, গ্রামাঞ্চলে এমন কতগুলি ছড়া আছে যেখানে বাঁধ দেওয়া সম্ভব নয়। সেখানে পাম্প মেশিন ফিট করলে পর বা পাম্প মেশিন দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা করলে হাজার হাজার দ্রোণ জমিতে আজকে দুই ফসল করতে পারবে। কাজেই আজকে এই ২৬ বছর কংগ্রেসী শাসনে পরিবর্তন কি কিছু হয়েছে। কত টাকা বাজেটের জন্য ধরা হয়েছে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেই সমস্ত টাকা যায় কোথায় ? আমরা কি দেখি না ? কনট্রাক্টর, মন্ত্রীদের গাড়ীচড়া টি, এ, ডি, এ, বড় বড় অফিসারদের বেতন গাড়ীতে ঘুরে ঘুরে সব শেষ হয়ে যায়। কাজেই এই জনসাধারণ খোয়াই কপাল যে দেবতা আর ফুলে না। তারপর শিক্ষাক্ষেত্রে স্যার, গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে প্রাইমারী স্কুল আছে, কোন কোন এলাকায় এমন আছে তিন চার বছর হয়েছে স্কুল ভেঙ্গে গেছে, স্কুল হয় না, মাষ্টার মশায়ের আসতে হয় না, মাষ্টার বাড়ীতে বসে বসে বেতন নিচ্ছে। আর কোনখানে স্কুল থাকলেও কোন ফার্ণিচার নেই, সেখানে ছেলেদের বসার কোন ব্যবস্থা নেই, এমনি নাম কুলসতে একটা সিনিয়র বেসিক স্কুল থাকে, সেখানে মাস্টার মহাশয়দের বসার কোন ব্যবস্থা থাকবে না, এমন কি একখা লাইব্রেরী নেই, এমনকি একটা অফিস ঘর তার কোন ব্যবস্থা নেই। শুধু কি তাই আজকে ভারতবর্ষের জনসাধারণ হাজার হাজার আজকে আমরা যদি হিসাব করি শতকরা ৯৫ জন আজকে গরীব সীমার বাইরে অর্থাৎ গরীব অংশের লোক তারা আজকে নিজেদের ছেলেমেয়েকে শিক্ষিত করে যদি তুলতে হয় তাহলে তাদের সেই সুযোগসুবিধা পাওয়া দরকার। আমরা ট্রাইবেলদের

সুযোগসুবিধা বাড়াবার জন্য বারবার বলেছি কিন্তু তারা তো সেইটা করলেন না। কাজেই এই যে বাজেট অধিবেশন হলো আমরা প্রত্যেকটা সাড মাসে আমরা বসি এইটা হচ্ছে একটা নিয়ম রক্ষা মাত্র। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ যে একটা আশা বা উন্নতির যে একটা আশা-আকাঙ্খা পূরণ হবে আজকে রাজ্যের কোন অংশের মানুষ সেইটা চিন্তা করতে পারে না। মেডি-কেলের ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যদি আমরা বিচার করি আমরা গত তিন বছর যাবত আমরা দেখছি বিভিন্ন এলাকাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার জন্য দাবী এই বিধান সভায় এসেছে কিন্তু গুডন করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা তো দূরের কথা যেসব জায়গায় খোলা হয়েছে সেখানে ডাক্তার থাকলে ঔষধ নেই, অথবা ডাক্তার থাকলে ঘর থাকবে না, কম্পাউণ্ডার থাকবে না, নার্স থাকবে না, আচ্ছা উইগুলিতো বাদ দিলাম। কোন কোন এলাকায় মেডিকেল আর দরকার। গ্রামাঞ্চলে মেডিকেল দরকার। কারণ একটা প্রসূতি যদি একটা সন্তান প্রসবা যদি তার একটা ব্যাঘাত ঘটে তখন ২২।২৩ মাইল পর্য্যন্ত ঘুরাই আনতে হয়। খোয়াইর অবস্থা যদি আমরা বিচার করি তাহলে তেলিয়ামুড়া থেকে কৈলাসহর, কৈলাসহর থেকে খোয়াই এই হলো মেইন রোড। তাহলে এই পশ্চিম দিক থেকে পুব দিকে যদি আমরা বিচার করি তাহলে কত মাইল আমা-দেরকে আসতে হবে? তার জন্য সেই মানুষটার জীবন রক্ষা করতে গিয়ে আনতে আনতে ঐ রাস্তায়ই তার প্রাণ শেষ হয়ে যায়। এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছে। তাহলে গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার প্রয়োজন নাই? নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেইটা তারা করবে না। পশু চিকিৎসালয়ে আমরা কি দেখছি, পশু চিকিৎসালয় যেগুলি শহরাঞ্চলে আছে সেই সমস্ত জায়-গায় তারা বসিয়ে রাখছে। পশু চিকিৎসার জন্য যেখানে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন গ্রামাঞ্চলে প্রত্যেকটা গাঁওসভা ভিত্তিতে সেইটা তারা করবে না। কারণ সেই সমস্ত গাঁওসভার জন্য এই মন্ত্রী সভার, এই কংগ্রেস সরকারের কোন টাকা থাকবে না। এই সরকারের বাজেটে টাকা থাকছে না। আজকে এইখানে গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত পশু হয়তো কোন কোন সময় এই রকম হয় যে নানা রোগে অনেকগুলি গরু মরে যায় তার থেকে রক্ষা করতে তৎক্ষণাত করার কোন সুবিধা নাই। এইদিকে ফরেষ্ট জুলুম যেভাবে আরম্ভ করা হয়েছে, আজকে হাজার হাজার জুমিয়া জঙ্গল কেটে জুম চাষ করে তাদের বিকল্প কোন জমির ব্যবস্থা না করে আজকে হাজার হাজার জুমিয়া দের নামে কেস ঝুলানো হচ্ছে এবং কোন কোন জায়গায় বা কোন কোন এলাকাতে জুমিয়াদের জুম কাটার অপরাধে দণ্ড পর্য্যন্ত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাহলে এই সরকার কি জনসাধারণের রক্ষক না তারা জনসাধারণকে ধ্বংস করার যন্ত্র। কাজেই এই ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের মানুষ তাদের উপর কোন আস্থা রাখতে পারে না এবং রাখছেও না। তার জন্য তারা গ্রামাঞ্চলে যাওয়ার সাহস তাদের নাই। আজকে এই রাস্তার মুড়ে ফিরেই তাদেরকে আসতে হয়। আমা-দের মাননীয় উপজাতী উন্নয়ন মন্ত্রী যিনি তিনি খোয়াই কয়েকবার গিয়েছেন। উনি কি ভিতরে গেছেন কোন সময় ভিতরে যান নি। রাস্তার যেখানে গাড়ী যায় এবং লগে যে সমস্ত স্কুল আছে এই সমস্ত জায়গায় গিয়ে বলে কি এইখানে হাইস্কুল হবে, আরেকখানে গিয়ে বলেন যে এইখানে হাইস্কুল হবে এইভাবে বলে বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন এবং এক দন্দ্বের সৃষ্টি করেছেন। কয়টা স্কুল ওয়া করে দিয়েছেন আমাদের জানা আছে এবং যদি মহিলা সমিতি গঠন কর,

মহিলা সমিতি গঠন করলে পরে তোমাদের সব সুযোগ সুবিধা হয়ে যাবে। সুতা পাবে, তাঁত পাবে, এই পাবে সেই পাবে। আজকে এই কংগ্রেস রাজত্বে ট্রাইবেলদের এবং মণিপুরিদের যে সামান্যতম কুটীর শিল্প সেইটা আজকে ধ্বংস হতে চলেছে. তারা ন্যায্য দরে সুতা পাওয়ার মত কোন ব্যবস্থা তারা রাখছে না এবং উপজাতি একচেটিয়া কনট্রাকটার বা বেকারদের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে সেইটা পাচার হচ্ছে আমরা জানি না? এই সমস্ত আলোচনা করতে গিয়ে একজন এম, এল, এ, এখানকার মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, কালকে তো বিরাট একটা সভা হয়েছে কিন্তু লেঙ্গটি পড়ে তো কেউ আসে নাই। উনি মানুষ হিসাবে এইটা চিন্তা করেছেন কি না আমি জানি না। উনি কি গ্রামে যান, গ্রামের চিত্র কি উনি দেখেন। আমার তো মনে হয় না উনি কি গ্রামে যান। কাজেই এই যে বাজেট এইটা অত্যন্ত অন্তঃসার। তাছাড়া মনে হচেছ যে আমরা অপোজিশন পার্টি আমরা বিরোধী পক্ষের সদস্য যে বন্ধুর কথা আমি বলেছিলাম উনি বললেন আপনারা হলেন বিরোধী পক্ষের সদস্য আপনারা তো কিছু করতে পারবেন না জানি তার কারণ হলো যদু প্রশন্নবাবু তো সরকার পক্ষের লোক তিনি তো কিছু করতে পারলেন না। উনার সাংগফাংগ চেলাচামুণ্ডা তারাতো চাকুরীর জন্য লাফালাফি করেছিল কিন্তু তাদের তো চাকুরী হলো না। কথাটা আরেক দিক দিয়ে এইটা বুঝতে হবে স্যার, সেইদিন রোড ট্রেন্স-ফোর্টের চাকুরীর ব্যাপারে তিনি একটু রাগান্বিত হয়েছেন একটা সাপলিমেন্টারী করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে খোয়াই থেকে কতজনকে নেওয়া হয়েছে এবং এইখান থেকে রিক্রুট করা হলো ১১ জনকে নেওয়া হয়েছে। যদুবাবু আবার সাপ্লিমেন্টারী করলেন যে এই ১১ জনের এড্রেস কি খোয়াইতে না আগরতলাতে. তারা আগরতলার লোক খোয়াইর ঠিকানা দিয়ে চাকুরী নিয়েছে। মন্ত্রী মশাই কিন্তু এটার কোন উত্তর দিতে পারেন নি। কাজেই এর থেকে বুঝা যায়, যদুবাবু যা বলেছেন, সেটাই ঠিক। কাজেই এর থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের উন্নতি করতে করতে এমন একটা স্তরে নিয়ে গিয়েছে যে এখন লবন থাকছে না, তেল থাকছে না, কেরোসিন থাকছে না, কাপড় থাকছে না এভাবে কিছুই থাকছে না এমন কি সিমেন্ট পর্য্যন্ত থাকছে না। কিন্তু থাকছে শুধু মন্ত্রীদের খাওয়া-লওয়া আর গাড়ী হাকাবার ব্যবস্থা। আর থাকছে বড় বড় কনট্রাক্টারদের লুঠ করবার সুযোগ সুবিধা। আজকে কৃষক বা সাধারণ মানুষের কি অবস্থা? আজকে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, কিন্তু কৃষকদের উৎপাদিত যেমন পাটের মূল্য বা ধানের মূল্য অথবা তাদের অন্যান্য উৎপাদিত জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে না। যখন ধানের লেভী করা হল, তখন গ্রামাঞ্চলে ধানের দাম কি ছিল? রেশনে তো গত বছরে মানুষ ১·২৬ পয়সা ন্যায্যমূল্যে চাউল কিনে খেয়েছে কিন্তু আজকে সেই জায়গাতে ন্যায্যমূল্যের দোকানে চাউলের কে, জি, প্রতি দাম হচ্ছে ১·৫০ পয়সা। লেভিতে তারা ধান বিক্রি করেছে ৯০ টাকায় এক কুইন্টাল আর এখন তারা নিজের প্রয়োজনে কিনে খাচ্ছে ১৩০ টাকায়। কাজেই আমি বলব রাজ্য এর জন্য এখানে বাজেট উপস্থিত করে লম্বা লম্বা বই লিখে মানুষের সামনে সেটা পড়ে শুনানোর যে মোহ, সেটা সৃষ্টিকরবার সময় এখন আর নাই। আজকে সারা রাজ্যের মানুষ বুঝেন যে যারা কংগ্রেসী করে তারা কি করেন, অন্ততঃ তারা সেটা তাদের অনুভূতি দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করছেন।

আমরা কমিউনিষ্ট করি বলে শুধু বেশী দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে তা নয়, তাদেরও তো সেই দামই দিতে হচ্ছে। আর তারইজন্য দেখা যাচ্ছে যে মন্ত্রীসভার মধ্যে একটা উলট পালট চল্‌ছে, এই উলট পালটই শেষ নয়, একটা আরও বল্‌তে থাকবে। কারণ রাজ্যের জনসাধারণ যখন জানবে বা তারা যখন বুঝতে পারবে যে তারা আমাদেরকে ভাও তা দিয়ে ভুলিয়ে রাখ্‌ছে, তখন মন্ত্রী সভার পতন অনিবার্য্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কথা বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী বিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় ১৯৭৪-৭৫ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন, সেই বাজেটের প্রতি আমি আমার সমর্থন জানাচ্ছি। এই বাজেট ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের প্রতি লক্ষ্য রেখে রচনা করা হয়েছে এবং এই বাজেটের মধ্যে অনুন্নত পশ্চাদপদ যারা এবং দেশ ও জাতিকে অর্থনীতিতে স্বাবলম্বী করে তোলবার জন্য তাদের চিন্তা রেখেছেন। এই বাজেট সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য রেখেছে, এই বাজেট বিভিন্ন দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে ত্রিপুরার মানুষের যে অবস্থা সেদিকে দৃষ্টি রেখে ত্রিপুরাকে অগ্রসর করে নেওয়ার জন্য তার অর্থনীতির বুনিয়াদকে দৃঢ় করে তোলবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সমবেশিত করা হয়েছে। এই বাজেট ভাষণের মধ্যে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় যে বক্তব্য রেখেছেন তাতেও তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। গণতান্ত্রিক দেশে বাজেট রচনার বিভিন্ন ব্যাপারে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা এর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু বিরোধী দলের যে ভূমিকা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে, সেই ভূমিকা তারা যতাযতভাবে এখানে রক্ষা করতে পারেন নি। গণতান্ত্রিক দেশে বিরোধীদলের ভূমিকা কি, হয়তো তারা তা জানেন না। তাদের না জানারও কারণ আছে যে তারা গণতন্ত্রে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী নয়। কাজেই তাদের এই অবিশ্বাসী মন নিয়ে গণতান্ত্রিক বিরোধী দলের ভূমিকার যে কঠিন দায়িত্ব-বোধ সেই সমন্ধে তারা তাদের যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নি। তাই এই বাজেটের সমালোচনা করতে হয়, তাই তারা সমালোচনা করেছেন। কিন্তু সমালোচনা করতে গিয়ে এই জিনিষটা করার দরকার ছিল, বা এই জিনিষটা হওয়া উচিত ছিল, এই রকমের কোন সাজেশান তারা এখানে রাখতে পারেন নি। আমি নৃপেনবাবুর বক্তৃতার মধ্যে এক জায়গাতে দেখতে পেয়েছি তিনি বলেছেন যে আমরা যদি কৃষিতে একটা বিরাট বিপ্লব ঘটাতে পারতাম তাহলে আমাদের বহু লোকের কর্ম সংস্থান হত। তিনি আরও বলেছেন যে আমরা যদি উৎপাদন বাড়াতে পারতাম তাহলে আমাদের দেশের এই যে অভাব অনটন যার জন্য দেশের মধ্যে বিরাট একটা অংশের মানুষ দুঃখ দৈন্যে জর্জরিত হচ্ছে, তার থেকে আমরা তাদেরকে মুক্তি দিতে পারতাম। কিন্তু কি ভাবে সেটা সম্ভব, তা তিনি বলেন নি। কেন বলেন নি? বলেন নি এই কারণে যে তাদের প্রয়োজন ছিল বিরোধীতা করার এবং তারা জানে যে এই এই বিরোধীতার ভূমিকা নিয়ে তারা মাঠে ঘাটে যে বক্তৃতা দেন, আমাদের ত্রিপুরার মানুষ অসহায়, দুঃখ দরিদ্র এবং ক্ষুধার মধ্যে আছে, তাদের দুঃখ দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে তাদেরকে মুখরোচক কথা বলেন। বাকচাতুর্য্য ও তাদের বক্তৃতামালার দ্বারা এই অসহায় মানুষকে টেনে এনে তারা তাদের পার্টির যে উদ্দেশ্য, সেটাকে রক্ষা করবার জন্য তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি

গণতান্ত্রিক বিরোধী দল হিসাবে, সেই কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কে তারা ততটা সচেতন নয়। তারই জন্য তারা যে স্বর্গরাজ্য গড়ে তুলবেন তাদের কল্পনায়, সাধরেণ মানুষের কাছে এই রকম বাকচাতুর্য্য তারা রাখেন চটুলতার জন্য। কিন্তু এখানে এসে তারা যে কথাগুলি বলেন তাতে সরকারের যে ত্রুটি বিচ্যুতি বিভিন্ন ভাবে দেখিয়ে দেওয়ার যে সৌষ্টম যাতে সরকারের চিন্তাধারাটা বাস্তবায়িত হতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে তাদের কোন প্রকার সহযোগিতা নাই। কাজেই বিরোধী দলের বিরোধীতা করতে হবে এগুলি তাদের বাচনভঙ্গিমার মধ্যে, তাদের শব্দ যোজনার মধ্যে আমরা দেখতে পাই। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমি দেখেছি যখন সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে খরা পরিস্থিতি চলছে এবং সরকার যখন ত্রিপুরার জনসাধারণের ভবিষ্যতের দিকে চিন্তা করে ব্যাপকভাবে ত্রিপুরা সফরে ব্যস্ত যাতে কৃষক সাধারণের মধ্যে একটা বৈপ্লবিক চিন্তাধারা আসে যে এই দেশ তোমার, এই দেশের এই অবস্থায় তোমাকে বাঁচতে হবে, তোমাকে লড়াই করতে হবে যেই কৃষির জমিতে, এই অনুভূতি নিয়ে আমরা যখন ফিল্ডে কাজ করছিলাম তখন তো কোন সি, পি, এম কর্মী বা বিরোধী দলের লোকদের সেই লক্ষ্যে এগিয়ে এসে কাজ করতে দেখলাম না। তাহলে তাদের আসল ভূমিকা কি? তাদের ভূমিকা যখন গ্রামে যাবে তখন তারা কৃষককে বলবে, তোমরা ত জমি চাষ করছ, কিন্তু তোমাদের তো ধানের দাম বাড়ছে না, এটা শুধু আমার কথা নয়, এটা হয়তো আপনারা সবাই উপলব্ধি করতে পারবেন। তারাই আবার শহর জীবনে যারা চাকুরী করে তাদের কাছে বলবে যে ধান চাউলের দাম যদি বাড়ে, তাহলে তোমরা কি করে বাঁচব, কাজেই ধান চাউলের দাম যাতে না বাড়ে, সেজন্য তোমরা আন্দোলন কর। এই বড় চমৎকার ব্যবস্থা। এই ফাঁকি তারা কাকে দিচ্ছে, তারা এই ফাঁকি দিচ্ছে নিজেদেরকে এবং দেশকে তাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাদের অসহায়ত্বে সুযোগ নিয়ে তাদের চিন্তাকে তারা পর্যুদস্ত করতে চায়। যখন তারা জাতির প্রতি দরদী মন নিয়ে না আসে তারা তখনই তা পারেন। যখন তারা বিদেশীর হাতে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় নাচতে থাকে তাদের কথার ইংগিতে ঘেউ ঘেউ শব্দ করে তখনই এই মনোভাব নিয়ে দেশের মধ্যে তারা প্রচার ভূমিকায় নামতে পারে। আমরা দেখেছি প্রতিবার যখন ভারতবর্ষে বিপদ দেখা দিয়েছে জাতির একটা চরম অবস্থার বার বার আমরা দেখেছি তাদের ভূমিকা। কাজেই তাদের সেই ভূমিকা সম্পর্কে জনতা সজাগ এবং সেজন্যই নির্ব্বাচনের সময় ত্রিপুরার মানুষ সেই সজাগ দৃষ্টি রেখেই তারা ভোট দিয়েছে। হ্যাঁ, ১০ বছর ধরে আপনাদের ভূমিকার কথাই বলছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, কাজেই বিরোধী দলের কর্তব্য এবং দায়িত্ব সম্পর্কে আরও যতখানি গণতান্ত্রিক হওয়া প্রয়োজন ছিল সেই চিন্তা তাদের নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, তারা প্রায়ই বলে থাকেন যে ২৫ বছর ২৬ বছর-এর রাজত্ব। এই ২৫ বছর ২৬ বছরে কংগ্রেস রাজত্বে দেশ অগ্রসর হচ্ছে কিনা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে সেই কারণে যখন ধর্মনগর থেকে আগরতলার যোগাযোগ ছিল না আর এখন? সেদিন ত্রিপুরায় স্কুল ছিল ক'টা আর আজকে ত্রিপুরার দিকে লক্ষ্য রাখুন। তারা বুঝতে পারে নতুনতম বিজ্ঞান ভিত্তিক যখন কাজ চলছে দেশের মধ্যে তা দেখে তারা বুঝতে পারে এই ২৫ বছর ২৬ বছরে ত্রিপুরার কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা। তাদের

চিকিৎসার ব্যাপারে সরকার সচেতন হয়ে গ্রাম এবং গ্রামান্তরে সেই সুযোগ সৃষ্টি করছে যা পূর্বে ছিল না। কাজেই ২৫ বছরে ২৬ বছরে কংগ্রেস রাজত্বে পরিবর্তনটা কি এটা মানুষ বুঝতে পারে। এটা তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে বুঝাতে হয় না বাস্তব অবস্থা থেকেই মানুষ বুঝতে পারে। সেটা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে। কাজেই ফাঁকি মানুষকে দেওয়া যায় না এই ফাঁকি নিজেকেই দেওয়া হচ্ছে। জনতাকে দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, তারা গরীবের বন্ধু। আমরা দেখেছি কৃষকের বন্ধু, আদিবাসী ভাইদের বন্ধু। এই কতকালের আলোচনায় আমরা দেখেছি তাদের বুক ফাটা আর্তনাদ। দেখেছি তাদেয় মায়া কান্না। কাদের জন্য কান্না রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য অন্য কোন দিকে তাদের লক্ষ্য নাই। তাই আমরা দেখছি ত্রিপুরার মানুষ ত্রিপুরা যাদের জন্মভূমি তাদের নিয়ে তাদের রাজনৈতিক ব্যবসায়ী কৌশল আমরা দেখেছি। আমরা দেখেছি ঐ অসহায় মানুষকে দিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে কিভাবে তারা ধাপে ধাপে উপরে উঠতে পারে। তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে ঐ শ্রেণীর অর্থ-নৈতিক বুনিয়াদ যাতে শক্ত হয় সেই দিকে তাদের দৃষ্টি নেই। যদি সেই দৃষ্টি থাকতো তাহলে সরকার কলোনী করতে চায়—তাদের জুম চাষ করে ত্রিপুরায় বাচা সম্ভব নয় এই পরিস্থিতিতে সরকার যখন সেটেলমেন্ট দিতে চায় সেখানে তাদের আর্থিক চিন্তা দিয়ে তারা খেলছে। সেখানে তোমরা যাবে না তাহলে সরকারের গোলাম হবে তোমরা এই অর্থ নিও না বা অর্থ নিলেও আবার তোমরা সরে যাও। আশ্চর্য্য ব্যাপার। কাজেই তাদের দরদী মনের অবস্থা বক্তৃতার মাধ্যমে বুঝতে চাই না বাস্তব দেখেই সাধারণ মানুষ জানে সরকার কি কাজ করছে। কাজেই বাজেটে তাদের বক্তব্যও এই রকমই হবে। এই বাজেটে তারা সমালোচনা করবে কিন্তু কোন গঠনমূলক সমালোচনা—এই এই করা দরকার, করলে ভাল হবে এই রকম কোন সাজেশান তারা দিতে পারেনি। মাননায় স্পীকার স্যার, আমি দীর্ঘ সময় নেব না। তবে এই বাজেট রচনা ত্রিপুরার সার্বিক উন্নতির জন্য। এই বাজেটের মধ্যে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ, কৃষক যারা তাদের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখেই বাজেট রচনা প্রতি বছর করা হয়। কিন্তু বাজেটের উদ্দেশ্য এবং তার অর্থ যাতে যথাযথ ভাবে ব্যয় হয় তার জন্য মন্ত্রীদের দৃষ্টি রাখতে আমি আবেদন রাখব। কারণ আমাদের পরিকল্পনা রচনা করি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকে রূপ দিতে চাই দেশকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নেওয়ার জন্য। আমরা এর মধ্যে কর্মসংস্থান করব এবং টাকা আমরা ব্যয় করব যাতে এই টাকার বিনিময়ে আমাদের উৎপাদন বাড়ে এবং এই টাকায় ত্রিপুরার জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি লাভ হয়। এই বাজেটের মধ্যে প্রত্যেকটি খাতে ব্যয় বরাদ্দ আছে এবং কি কি কাজ করা হবে সেই সম্পর্কে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ভাষণও আছে। আমি এখানে একটা কথা তুলে ধরব স্বাস্থ্য বিভাগের। সেটি হচ্ছে স্বাস্থ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন সেটি হচ্ছে টি, বি, রোগ সম্পর্কে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টি, বি, রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এই বাজেটে লিখা আছে। টি, বি, সাধারণ গরীব মানুষ যারা তারাই আক্রান্ত হয়। আমি দেখেছি সাধারণ কৃষক মানুষ এবং আদিবাসীর মধ্যেই টি, বি, রোগের ব্যাপকতা আমি দেখেছি। হাউসে বিগত ১৯৬৮-৬৯ সালের বাজেট ভাষণের মধ্যে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন যে টি, বি, চেষ্ট ক্লীনিক ধর্মনগরে একটা হবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তা হয়নি। আজ

ধর্মনগরের একটা রোগী তার টি, বি, হয়েছে কিনা সেটি পরীক্ষা করাতে আগরতলা আসতে হবে। ২০০ কিলোমিটার দূর থেকে তাকে আসতে হবে গাড়ী ভাড়া দিয়ে তার সঙ্গে লোক নিয়ে এসে এখানে হোটেলে থাকতে হবে খাওয়া দাওয়া সব কিছু খরচা করে তারপর চেষ্ট ক্লিনিকে চেষ্ট পরীক্ষা করাতে হবে। তারপর যদি ঠিক হয় তার টি, বি, আছে তাহলে সে ঔষধ পাবে। যদি কঠিন অবস্থা হয় তাহলে এখানে সিট পাবে। সাধারণ গরীব মানুষ যারা ত্রিপুরার, সেটি কি সম্ভব তাদের পক্ষে? এই জন্যই আমি বার বার বলছিলাম যে ঐদিকে একটা টি, বি, চেষ্ট ক্লিনিক করার জন্য। বাজেটে প্রভিশান রাখা হয়েছিল বলা হয়েছিল ভাষণে। আজকে আমি বলছি যে তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে যেহেতু জাতির কল্যাণকামী চিন্তা নিয়ে এই বাজেট রচনা করেন সেই বাজেটের উদ্দেশ্য যাতে যথাযথ ভাবে রক্ষা যে অর্থ আছে তা যাতে ঠিক ঠিকভাবে ব্যয় হয়—আমি দেখেছি এই যক্ষা রোগীর একটা পরিবার মা বাবা দু'জনেরই টি, বি,। ৫টা শিশু সন্তান তাদের। তাদের অসহায় অবস্থা নিয়ে আগরতলা এসে ট্রিটমেণ্ট করাবে সেই সুযোগ তাদের নেই। আর একদিকে লক্ষ্য করেছি যে সাধারণ গরীব যারা—এখন ব্যবস্থা করা রয়েছে যারা উদ্বাস্ত এবং ট্রাইবেলদের তাদের কিছু সুযোগ আছে। কিন্তু আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ যাদের তাদের কোন সাহায্যের ব্যাপারে কোন সুযোগ নাই। এই গরীব দেশে এই গরীবের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে—আজকে যে নূতন অভিযান চলছে তাতে আমি মনে করি এখানে যারা অসহায় চিকিৎসার সুযোগ নিতে পারে না তাদের জন্য বাজেটে প্রভিশান রাখা দরকার। শুধু উদ্বাস্তদের জন্য নয় শুধু আদিবাসীদের জন্যই নয় যারা আর্থিক অবস্থায় পশ্চাৎপদ দৈনন্দিন খোরাকী জোগাতে পারে না তাদের দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। যদি তারা সুচিকিৎসা না করাতে পারে তাহলে যক্ষার নিয়ন্ত্রণ এর কিভাবে সম্ভব? ব্যাপকভাবে চলছে। কাজেই আমি বলব মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন রাখব, আগরতলার মত যক্ষা রোগের পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য অন্যত্রও যাতে সুবিধা থাকে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি কৃষিতে এই বৎসর আমাদের যা চিন্তা ছিল, তার উপর ফসল ফলাতে পারব। কারণ এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ভাষণে আছে, যেখানে খাদ্যশস্য তিন লক্ষ মেট্রিক টন এর কথা ছিল, সেখানে তিন লক্ষ ১২ হাজার মেট্রিক টন হবে বলে আশা করা যায়। কাজেই খাদ্যে এ যে এই বছর ঘাটতির কথা ছিল, তার চেয়ে কম হবে। রাজ্যের প্রয়োজন ভিত্তিক যে খাদ্যে অগ্রসর হওয়া এবং আরও বেশী ফসল ফলানো তার দিকে আমাদের দৃষ্টি আছে, সেই দৃষ্টিটাকে আরও ব্যাপকভাবে করা দরকার এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সমানভাবে অগ্রসর হওয়া দরকার। আমি কেন একথা বলছি? কেউ হয়তো বলতে পারেন যে আমি আঞ্চলিক চিন্তা করছি। কিন্তু আমি যে জায়গায় থাকি, সেই অঞ্চলের কথাই বলতে হয়, সেই ধর্মনগর, সেটাকে কেউ বলত ইউক্রেন, আবার কেউ বলত ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রেনারী, কিন্তু আজকে যদি হিসাবে দেখি, কত প্রকিউরমেন্ট এবং বর্তমান বাজার, তাহলে দেখব সেই গ্রেনারী আর নাই। লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইরিগেশানের যতটুকু ব্যবস্থা করা দরকার ছিল, ততখানি হয় নাই। নুতন ভাবে ডিপ টিউব ওয়েল বসানো হয়েছে,

যার জন্য আশা করা যায় কিছু ফসল পাবে, কিন্তু আরও কিছু সেখানে করা দরকার ছিল। ধর্মনগরে বড় বড় মাঠ, খরার উপর বা নদীর উপর নির্ভর করে বসে না থাকে ১২ মাস যে কোন আবহাওয়ার মধ্যে সেগুলি যদি কৃষিযোগ্য করে তুলতে পারি, তাহলে আশা করি ধর্মনগর আগে যে ইউক্রেন ছিল, আবার সেটা ইউক্রেন হতে পারবে। আমি বলব সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবার জন্য।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে পশুপালন বিভাগ সম্পর্কে বলছি। আমরা কী ভিলেজ বলে থাকি। কিন্তু এই কী ভিলেজের অর্থ কি? কী ভিলেজ হল গ্রামের চাবি, মানে গ্রামের যে অর্থনৈতিক অবস্থা, তাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য, সেটা খুলে দেবার জন্য এই চাবি। এই দেশের মানুষ, যারা এই বিজ্ঞানের যুগেও লাঙল ছেড়ে যেতে পারেনি, তার গরুই হল প্রধান সম্বল এবং যে কৃষক এক জোড়া বলদের উপর নির্ভর করে সারা দেশের এবং তার নিজের খোরাকী উৎপাদন করে, কৃষকের সেই বলদ যদি মারা যায়, চিকিৎসা না পেয়ে, তাহলে কৃষকের এই অসহায় অবস্থায়, সারা দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক। সেই হিসাবে চিকিৎসা কেন্দ্র আমাদের দেশে আরও বাড়ানো দরকার। আমি দেখছি এই বছর কিছু বৃদ্ধি পাবে, আমি পশুপালন মন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখব যে ধর্মনগর কতকগুলি অঞ্চলে গরুর চিকিৎসা কেন্দ্র না থাকায়, তাদের হালের গরু মারা যায়, তাদের গাভী যখন মারা যায়, তখন তারা অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়ে। দূরবর্তী চিকিৎসালয়ে তাদের রুগ্ন গরু নিয়ে যাওয়া অসম্ভব অথচ এই গরীব চাষীদের এক জোড়া গরুই মাত্র সম্বল, তাকে উপেক্ষা করতে আমরা পারি না, যাতে গ্রামের মধ্যে আরও চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়, কৃষকের যে অমূল্য ধন গরু, সেই গরু যাতে বিনা চিকিৎসায় মারা না যায়। আর তা নাহলে আমরা কৃষকের জন্য দরদ দেখাতে পারি কিন্তু বাস্তবের সংগে তার কোন মিল থাকবেনা।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আধুনিক প্রথায় কৃষির উন্নতি করতে হলে, তার জন্য জল এবং সারের দরকার। শিল্প এবং কৃষি পরস্পর নির্ভরশীল এবং কাঁচামাল যদি আমরা না যোগাতে পারি তাহলে শিল্প গড়ে তোলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যদিকে শিল্পে কতকগুলি জিনিষ আছে যেগুলি কৃষিতে যোগান, না পেলে কৃষিতে বৈজ্ঞানিক প্রথা চালু করা সম্ভব নয়। ধর্মনগরে আমি দেখতে পাই যে সেখানে সিঙিছলা বলে একটা ছলা ছিল, সেটা বহুদিন আগে বাজেটে দেখেছি প্রভিশন ছিল. সেটা সংস্কারের জন্য টাকা ধরা হয়েছিল। আরেকটি বামনিয়া-ছড়া, সেটাতে যদি বাঁধ দেওয়া যায়, এবং এটাকে যদি পুনর্বার রিক্লেমেশান করা যায়, তাহলে কয়েক শত একর জমি উন্নতি লাভ করবে এবং ফসলও বাড়বে। অথচ বর্তমান অবস্থায় সেই অঞ্চলের কৃষক এত অসহায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমির মালিকরা অত্যন্ত অসহায় কারণ তারা প্রকৃতির সংগে লড়াই করবার মত শক্তি তাদের নেই। যদি সরকার এদিকে দৃষ্টি রাখেন, তাহলে ছোট ছোট কৃষকদের উন্নতি হবে এবং ত্রিপুরার গ্রো মোর ফুড কৃতকার্য্য হবে। এদিক দিয়ে বামনিয়াছড়া এবং সিঙিছড়ায় বাঁধ দেওয়ার জন্য ইতিপূর্ব্বে বাজেটে প্রভিশান ছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটা কার্য্যকরী হয়নি। বিগত সেশানে আমরা দেখেছি বিরোধী দল নেতা নৃপেন বাবু

আজকে তিনি এখানে নাই, থাকলে আমি উনাকে বলতাম। বিগত সেশানে কুর্তির একটি নালা সংস্কারের জন্য সেই অঞ্চলের উপকার হয়েছে, সেই জায়গায় কৃষক এবং জনসাধারণ এতে অত্যন্ত খুশী হয়েছে, সরকারী পরিকল্পনা যতটুকু রূপায়ন হয়েছে, তারই মধ্যে কিন্তু সেদিন নৃপেন বাবু সেখানে বাঁধ দেবার সময় কতিপয় লোকের কথায় যেভাবে আক্রমণ করেছিলেন, সেই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আজকে বলব যে সরকার যা করেছেন, তাতে মানুষের মঙ্গল হয়েছে কি না? বিরোধীতা করা এক জিনিষ-আর দেশ গঠন করা আরেক জিনিষ। তবুও বলব এই জিনিষটা যদি সরকার আরও আগে নিতে পারতেন, সেই সময়ে যদি বাঁধ হত, তাহলে লক্ষ লক্ষ টাকা যে ক্ষতি হয়েছে সেটা হত না। আমরা জনপ্রতিনিধি, আমরা অনেক কথা বলি, যাদের উন্নতির জন্য লক্ষ্য করে বলি, যথাসময়ে যদি সেইগুলি প্রতিপালিত হয়, তাহলে অর্থ অপব্যয় অনেক কম হয়, এবং উৎপাদনও ব্যহত হয় না। কেন আমি একথা বললাম? কারণ সেদিন যদি এটা করা হত তার যে খরচ, আর আজকে করতে গিয়ে যে খরচ বহন করতে হয়েছে, তা অনেক অংকের কোঠায়, অনেক বড় অংক খরচ হয়েছে, তাছাড়া আগে করলে কৃষকও উপকৃত হত, আমাদেরও অনেক গুণ লাভ হত। কাজেই দীর্ঘ ৬ বছর আমরা ফাইট করেছি, মাত্র বিগত বৎসরে সেটা হল। এইভাবে জনজীবনের অনেকগুলি প্রয়োজনীয় কাজ আছে, যেগুলি করলে পরে অনেকদিক দিয়ে কৃষকের উন্নতি আমরা করতে পারি। কৃষি বিভাগকে আমরা প্রশংসা করতে বাধ্য যে টেম্পরারী ছোট ছোট বাধের মাধ্যমে যে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে কৃষক খুব খুশী, যদিও ফ্লাডে সেই সমস্ত বাধ নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু নষ্ট হলেও অনেক কৃষকের উপকারে লেগেছে এটা আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখতে পাই। এই যে ত্রিপুরার কৃষক অনুন্নত, অর্থনীতি অনেক পেছনে পড়ে আছে, আজকে সরকার তাদের জন্য অনেক করছেন, কিন্তু আমি বলছি তাদের জন্য আরও করা দরকার এবং যারা গরীব কৃষক, গতবার তাদের যেভাবে সাহায্য দিয়েছে, খরা পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা রাজ্যে শস্য উৎপাদন করার জন্য যে আবহাওয়া তৈরী করেছেন, এটা অন্ততঃ তাঁদের বিচক্ষণতার পরিচয় এবং মানুষকে যেভাবে সার; বীজ দিয়েছেন এবং কর্মচারীরা যেভাবে খেটেছেন, সেটা অত্যন্ত আনন্দের কথা কিন্তু বিরোধী দল থেকে একটি বারও সেকথা বলেন নি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ইণ্ডাষ্ট্রী সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলব। শিল্পে আমরা অনগ্রসরী। ভারী শিল্প ত্রিপুরাতে কতটা গড়ে উঠবে আমি জানি না। কাগজের কল এখানে হতে পারে। কাগজের কল করতে আমাদের যতটা সম্পদ দরকার তা ত্রিপুরাতে আছে। এখনও সেটা পুরোপুরি অনুমতি পায় নি। তবে আমাদের মন্ত্রীমহোদয়কে বলব জোর চেষ্টা করতে। কারণ ত্রিপুরা শিল্পে অনগ্রসর এবং ত্রিপুরার লোকের বেকারত্ব শুধু চাকুরীতে বা কৃষিতেই ঘুচানো সম্ভব নয়। কাজেই আজকে যদি আমরা আবহাওয়া নিয়ন্ত্রন করে কৃষির কাজেই লাগাতে পারি তাহলে কৃষির বেকার যারা আছে তাদের অনেক সুবিধা হবে। কাজেই কৃষি বিপ্লব আনা দরকার। সাথে সাথে যারা শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত বেকার আছে তাদের পক্ষেও এই শিল্প গড়ে উঠলে ত্রিপুরার বহু লোক বাঁচার পথ পাবে। কাজেই ত্রিপুরার সমস্যা বিশ্লে-

বিশ্লেষণের মত সময় এখন নাই। কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সমস্যা আছে এবং সেণ্ট্রাল গভর্ণমেন্ট আশা করি এই দিকে নজর রাখবেন। কিন্তু গ্রামীন ইণ্ডাষ্ট্রী আমাদের করা দরকার। কারণ আমরা যদি সকলেই শহরমুখী হয়ে যাই তাহলে গ্রামীণ লোক যেখানে বেশী সেখানে শুধু ইণ্ডাষ্ট্রী করে উন্নতি করা সম্ভব নয়। কাজেই গ্রামীন শিল্প কিভাবে করা যায় তার দিকে আরও জোর লক্ষ্য রাখা দরকার। এখানে তাঁত শিল্প গড়ে তোলা যায় কিনা সেটা লক্ষ্য রাখা দরকার। ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল এষ্টেট ধর্মনগর করার জন্য আমি বহুবার বলেছি। সেখানে যোগাযোগের সুযোগ আছে। এবার আমরা দেখেছি বাজেটে এবারও ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল এষ্টেট করা হবে। ধর্মনগর করবে সেটা বার বার লেখা থাকে। কিন্তু যদি আমরা ইণ্ডাষ্ট্রীতে অগ্রসর হতে চাই তাহলে এত দেরী লাগবার কথা নয়। কাজেই শিল্প বিভাগের আরও প্রয়োজন ছিল সেই দিকে লক্ষ্য রাখা। সাধারণ একটা ব্ল্যাকস্মিত ইউনিট ছনের ঘরে চলছে। যদি একটা অ্যাকসিডেন্ট হয় তাহলে কত টাকা লোকসান হবে? বাজেটে তাঁরা টাকা রেখেছেন। কিন্তু জনতার সরকারের কার্য তারা রূপায়িত করছেন না। সেই দিকে দৃষ্টি থাকা দরকার। আর বিরোধী দলের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমি বলব যে দেশকে গড়ে আগে দরকার। সেখানে সরকার চাইছেন দেশকে গড়ে তুলতে সেখানে উশৃঙ্খলতা এনে রাষ্ট্রের কাজকে পিছিয়ে দেওয়ার মধ্যে বিরোধীতা থাকতে পারে কিন্তু দেশপ্রেম আছে বলে মনে করা যাবে না। কাজেই যারা দেশপ্রেম দেখাতে চায় তারা যে যেখানে আছে সেখান থেকেই কাজ করা দরকার। গণতান্ত্রিক দেশে শুধু সরকার পক্ষ নয় সমমর্যাদায় তারাও আসতে পারেন। কাজেই তাদের দায়িত্ব থাকা দরকার এবং তাদের এগিয়ে আসা উচিত। আজকে যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করেছে তাতে মানুষের যে কষ্ট হচ্ছে সেটা অবর্ণনীয়। সেটা চাকরী যে করে তার পক্ষেও যে করে না তার পক্ষেও। চাকরী যে করে তার একটা রুজি আছে। কিন্তু যার জায়গা জমি নেই, চাকরী নেই তার পক্ষে কত কষ্টকর। যদি তেলের দাম, লবণের দাম বেড়ে যায় তাহলে তার উপর অবর্ণনীয় দুর্দ্দশায় আসে। কাজেই এই বাজেটে যে লক্ষ্য আছে সেই লক্ষ্য থেকে বিরোধী দল বা কর্মচারীরা কেউই যেন সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হই। কাজেই এই আবেদন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীকালীদাস দেববর্ম্মা।

কক-বরক

শ্রীকালিদাস দেববর্ম্মা : – মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার বক্তব্য আমি কক-বরক ভাষায় রাখবো। এই যে ১৫ই মার্চ যে অর্থমন্ত্রীনি বাজেতনি উপরে আনি আলোচনা খাইনানি প্রয়োজন তঙগুই আও তিনি আলোচনা খাইনানি বাগুই আও নাই-অ। এই যে বাজেতনি উপরে আলোচনা খাইনানি থাঙখানি যে বাজেতনি বই-ন পড়ি নাইমানি ফলে তিনি অনেক বাঙনি খুব বিভিন্ন রূপ। কিন্তু এই বাঙ বিবিধ কাজ কানাঙনানি থাঙনাইরগ কিংবা যারা মন্ত্রীমণ্ডলীরগ ই বাঙন যে অপব্যয় খাইমানি ফলে এবং ব্যর্থতা অঙগুই থাংমানি ফলেন আনি

প্রয়োজন তিনি অর আলোচনা খাইনানি ফাই ছকফাই-অ যার ফলে এই যে বাজেতনি মধ্যে যেটা তিনি এই যে, সারা ত্রিপুরানি যারা উপজাতি মহিলা অথবা মণিপুরী মহিলা নিজিনি তাঁতবাই রি তৈয়ার খালাই-অই যারা রিন ব্যবহার খালাই মাননাইরগ বরগনি যে দরকার খুতুঙনি ই প্রয়োজন তঙমানি ফলে সারা ত্রিপুরানি যারা মহিলা সমিতিরগ ব্যাপকভাবে এই যে ত্রিপুরা সরকারনি থানি অনেক আবেদন নিবেদন খাইমানি ফলেব তিনি ই ত্রিপুরা সরকার ই ত্রিপুরা-অ খুতুঙ বিলি বন্টন খাইনানি ব্যাপারে এই যে বাজেতনি বই-অ অব কিছুব উল্লেখ ফাই ছক-ফাইয়া। কারণ, ওই যে যারা রুলিং পার্টিনি মাননীয় সদস্যরগ যে বক্তব্য নারিখ তঙমানি ফলে এই বাজেত-ন খুব খে ধন্যবাদ রু-অই থাঙগ। কিন্তু আঙতো যে বাজেত-ন ধন্যবাদ রিমানি ফলে আঙ সম্পূর্ণ বনি ব্যর্থতা নুগ। কোনদিন ব ই বাজেতনি যাবাই সাধারণ মানুষ, গণতান্ত্রিকনি মানুষ কেবন উপার্জন খাইনানি কোন লেখাব অর ফাই কুকজাক ফাইয়া। কোনদিন সাধারণ মানুষ, যারা কৃষক মানুষ ই বাজেতনি যারা সমস্যা সমাধান খাই থাঙ মানগালাক। অব আঙ বর্তমান ভুক্তভোগী—অব আং ছিঅ। নিজি বর্তমান এলাকানি যে বরকনি কি অবস্থা তঙ কুরুই আব আনি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা তঙগ। কাজেই-ন এই যে বাজেতনি যারা যারা বড় বড় ব্যবসায়ী, যারা বড় বড় জোতদার, বড় বড় ধনী ছাড়া এং বাজেতনি লেখানি মতে, যে ই বাজেত লেখা অকনি মতে কোন দিন-ব লাভ অঙনানি কোন পথ কুরুই। যারা এই যে যারা এই ত্রিপুরা মহিলা সমিতি ছিনুই হয়তো মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলী পক্ষ থেকে, উপজাতী উন্নয়ন মন্ত্রী পক্ষ থেকে সারা ত্রিপুরা হয়তো ডাক রিখা—এই যে মহিলা সমিতি যদি গঠন খাইকা ছিনকাই, তিনি কংগ্রেসনি কাজ খাইকা ছিনকাই প্রত্যেক ঘরে ঘরে, প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় ই সূতা বিলি বণ্টন খাইনা ছিনুই। এই উপজাতি মহিলারগ-ন এই বাজে কুক রি-অই, দীর্ঘদিন এই যে ভাওতা রিঅই, যে অনুন্নত জাতিনি, মহিলারগ-ন যে ভাওতা রিমানি—আব আঙ সম্পূর্ণ ছি-অ। এই যে মহিলা সমিতি গঠন খাইকা ছিনকাই, সূতা মাননাই—এই যে পাহাড় অঞ্চল ঘরে ঘরে হৈ চৈ অবস্থা—এই যে অবস্থা আব ভাওতা ছাড়া কিছুয়া। এই ২৬ বছর ধইরা কংগ্রেসনি পরিচালিত যে সাধারণ বরকনি উপর যে নির্য্যাতন খাই ফাইমানি ফলে ই বাজেতনি আনি প্রয়োজন ফাই ছকফাইঅ সমালোচনা খাইনানি। প্রয়োজন ফাই ছকফাইঅ আনি তিনি আলোচনা খাইনানি। এই অবস্থায় যদি এই বাজেতন পরিচালিত খাই তঙমানি ফলে কোন দিন-ব সাধারণ বরকনি রক্ষা ফাই ছক-ফাইগালাক, কোনদিন সাধারণ মানুষনি উপকার ফাই ছক-ফাইগালাক। তিনি যদি ঠিক ঠিক সারা ভারতবর্ষ গণতন্ত্র যুগ-ন যদি পরিচালনা খাই তবমা তঙথা ছিনকাই, কিন্তু গণতন্ত্রনি অধিকারতো কোথাওব মায়া। সেই সেই অধিকার তিনি, সেই মুক্তনি থাইকা সাধারণ বরকরগ সম্পূর্ণ বঞ্চিত অঙ তঙ। এই বঞ্চিত-নি থাইকা কোনদিন মুক্তনি পথ কুরুই। কিভাবে এই বঞ্চিতনি থাইকা মুক্তনি পথ কুরুই? এই সাধারণ পিয়ন থাইকা মন্ত্রীমণ্ডলী পর্য্যন্ত ঘুষখোর অঙ থাঙমানি ফলে সাধারণ বরকনি কোনদিন মুক্তনি পথ ছকফাই-গালাক ছিনুই আঙ নিজি মনে খালাই অ। যদি সারা ভারতবর্ষ যদি এই ঘুষখোরনি থাইকা মুক্ত খালাহ মন যদি খিরিয়া ছিনকাই ভারতবর্ষ-অ সাধারণ মানুষনি কোন দিন-ব মুক্ত ফাই ছক কায়ানু ছিনুই অঙ আশা থায়া। যার ফলে সাধারণ পিয়ননি হইতে

মন্ত্রীমণ্ডলী পর্য্যন্ত ঘুষখোর অংনানি আরম্ভ অংখা। আমলাতন্ত্রনি মধো-অ ঘুষখোর চলিনানি আরম্ভ অংখা। এই যে ঘোষখোর পরিচালিত অংমানি ফলে সাধারণ বরকানি দিনের পর দিন এই যে অবনতি থাংনা মা কালাইখা। যার ফলে গরীব অংনানি বাধ্যতামূলক অংখা। যাবা পাঁচ কাণি ক্ষেত তংনাইরগ সেই মালিক সংখারা অন্তুই থানানি বাধ্যতা ফাই চকফাই-অ। যার ফলে, এই যে ঘুষখোরনি পরিবর্ত্তন থাই মায়ছা পর্য্যন্ত কোনদিন-ব সাধারণ বরকনি উন্নত অংনানু তিনুই আং আশা খালাইয়া। যে গত ৭৩ সালনি ২১ ডিসেম্বর তারিখ এই যে চিনি সি, পি, এম, নি পক্ষ থাংকা যাবা ত্রিপুরা বন্ধ যেদিন ২৬ ডাক রি-অ —সেই দিন কংগ্রেসনি পরিচালিত চিনি সি, পি, এম, নি ত্রিপুরা বন্ধ ডাক-নি বানচাল খাইনানি চেষ্টা খাইমানি ফলে সেদিন যারা ওয়াংকি গ্রাম প্রচার খাইমানি কিভাবে প্রচার খালাই? যারা এলাকানি কংগ্রেসনি দালাল খালাই-নাইরগ সেই প্রচার খাইমানি অত্যন্ত দুঃখজনক। সেইদিন মিছিল ফাই যারা মহিলারগ যোগদান খাইকা তিনকাই, পরোকটি যাবা মিছিল যোগদান রিনাই বরগ খুকুং বাদিল নি বাদিল মাকুই থানাই —এই ভাবে বরগ প্রচার খাই-অই সেই দিন মিটিং খাইনানি ছিরুই, হাজার হাজারে বরক মাইলনা তিনুই- অ ছ নিজানি সকল বাই কুগ। কিন্তু গ্রাম অঞ্চল এইভাবে ভাওতা রি-অই পাবিচ মেং খাই-অই সাধারণ বরক-ন, যারা নিরীহ অংনাইরগ-ন এইভাবে বিভ্রান্ত যদি খাইকা তিনকাই এই বাক্যেত ভাওতা ছাড়া খাই কিছুব-আ। এই কংগ্রেস শাসন তংছাব কোনদিন-ব ই ভাওতা ছাড়া সাধারণ বরকনি থানি প্রচার খাইনানি মুগ-ইয়া। এই যে বর্ত্তমানে তাবুক এই ত্রিপুরানি অবস্থা কি ধরনি অং তংখা? হয়তো নিজে মন্ত্রী অংমুই, নিজানি বাহাদুরী মুকুকনা খাইখানি ই ত্রিপুরা রাজ্যনি গরীব কৃষকনি অবস্থা কি ধরনি অং তংখা —আর বরগ ছাঅই মানগালাক। ই যে পক্ষ নেনি থাংলে মাই তোঙ খাই-অই, যে সংগ্রহ খাই-অই সরকার ভুল ফাইমানি ফলে ঘরে ঘরে অনাহার অংনানি শুরু অং ফাইকা, শতকরা ৯৫ জনানি নগদ অনাহারি অংমুই ফাইকা তাবুক বর্তমাননি এই মাস থরা চলে মাইমানি ফলে। কিন্তু কোন দিন ই সরকার আবন নজর খালাই গলাক। কিন্তু নিজিনি বাহাদুরী মুকুকনা বাগুই ঘরে ঘরে সাধারণ বরকনি থানি- মালিকনি থানি মাই তিপাল ই তুবুই ফাইমানি ফলে তাবুক গ্রামে গ্রামে অনাহারি তুং অং ফাইকা, অনাহারি দেখা রু-অই তংখা। কিন্তু তাবুক গ্রামে রেশন দোকান যে জাগা তংমানি সে রেশন দোকান ঠিক ঠিক মতে সাধারণ সাধারণ বরক-রগ কোন দিন-ব ন্যায্য মূল্যে মাইরুং মানানি পথ করুই। যার ফলে, সাধারণ বরক এই মাইরুং দুই টাকা, আড়াই টাকা থে পাই চানানি বাধ্যতা ফাই চক-ফাই-অ। ই ২৬ বছর কংগ্রেসনি শাসননি ফলে সাধারণ বরকনি কিভাবে নির্যাতনে কালাই তং, কিভাবে উৎপীড়ন ফাই তং-অব সম্পূর্ণ নিজিনি মকলবাগ মুক ফাইমানি। অব সম্পূর্ণ আনি নিজিনি থানি ফাই ছকফাই মানি বাগুই-ন ই আলোচনা-ন খাইনানি ফাই ছকফাই-অ আনি থানি। এই যে নিজিনি ই বাহাদুরি ফুনুগুই, বরক ছাকা—ত্রিপুরা-অ মাইরুং বাইরোন হইতে তুবই ফাইনানি তাই প্রয়োজন নাংগালাক, ই ত্রিপুরানি গত বছরনি যে মাইরুং ই মাইরুংনি দ্বারাই-ন ত্রিপুরানি সমস্যা সমাধান অংগানু। এই যে প্রচার বরকনি থানি ই যে প্রচার খাই অই, যে কক-কাহাম কাহাম যে ছা-অই খানাকমানি ই কক সম্পূর্ণ ব্যর্থতা ফাই ছকফাই-অ,

হাজারে হাজারে বরক আরনি উচ্ছেদ অঙ থানানি বাধ্য ফাই ছক ফাইঅ। কিন্তু সেই এলাক নি কৃষকরগ মন্ত্রীমণ্ডলীরগনি থানি যথেষ্ট আবেদন নিবেদন থাইক, যার ফলে মন্ত্রীমণ্ডলীরগ আশ্বাস রিঅ, মন্ত্রী মণ্ডলী ই কক ছাঅ ওা, নরক কংগ্রেসী থাই তঙগইঙই, নরক কংগ্রেস অঙ তঙথাই বাহাইকে কংগ্রেস ছান্নুঙ তাঙনা নাইমানি বিরোধীনা থাই। তাঃ যারা এলাকানি কংগ্রেসী নেতাইরগ হিনকে হয়তো ব ন্যায্য অধিকার দাবী থাইনা থাঙথান হয়তো ব উদ্যোগী অঙথা অ মন্ত্রীরগনি কক খুনাই তো কোনদিন দাবী থাইনানি থাঙ মানলিয়া। খুব সুন্দর কক-ন কালাই-অ। কাজেই, ই যে কংগ্রেস থাইকা হিনকেন কংগ্রেস যে নিজনি দাবী থাই-নানি ব্যাপারে থাই মায়া ফন। যারা এলাকান কংগ্রেসী থাই তঙনাইরগনি কক-ন চিন্তা থাই-অই-ন হয়তো আর মাননীয় উপজাতি উন্নয়ন মন্ত্রী দন দন থাঙগ হিনুই আঙ নিজি বর্তমান খুনা-অ। আর থাঙতুই নরগ ছাঅ ওা, নরক যারা কংগ্রেসী থাই তঙনাইরগনি জাগান চুঙ নাগালাক, যারা সি, পি, এম, থাই তঙনাইরগনি জাগান চুঙ অর একেবারে থাই তালাঙগাও। ই কক ছামানি ফলে তাবুক যারা কংগ্রেসী থাই তঙনাইরগ, কংগ্রেসনি দালাল থাই তঙনাইরগ বরগ্ন তাবুক যনন নিরব। এই যে অবস্থা, হয়তো আর সি, পি, এম-রগনি জাগা হিনুইদা তালাঙ থাঙ ছা-অই মায়া। হয়তো শেষ পর্যন্ত আরনি কংগ্রেসীনি জাগান সরকার হয়াকারই-দা রিন আব ছাঅই নায়া। আর যদ থাইমানি তঙথা হিনকা হিনকাই তিনি ত্রিপুরানি যারা মন্ত্রীমণ্ডলী, বরগনি কার্যকলাপ আবুক চুঙ চিনি মকল পরিষ্কার থাই ভাসি মায়াও, ই পরিস্থিতি স্বগই চুঙ বর্তমান ছিওয়াও। তাই এও যে কংগ্রেস সরকার গরাব কৃষকনি যে চাহিদা, গরীব কৃষক-ন বাচিনানি যে বাজেত তুই ফাইমানি আবুক চুঙ পরিষ্কারভাবে এই কংগ্রেস সরকারনি পরিচালনা-ন বুকনাই হিনুই আঙ আশা থালাই-অ। সে অবস্থা এইভাবে কংগ্রেসনি চক্রান্ত যে ফাই ছক কাইমানি ফলে ই এলাকানি যারা কংগ্রেসী থালাই তঙনাইরগনি যে পরিচালিত অঙ তঙমানি আব অত্যন্ত হাম-ওয়া হিনুই-ন থাঙ বর্তমান তুগ। আব নিজি ভুক্তভোগী বরক, এই এলাকাঅ আঙ নিজি বর্তমান থুবি-অই তঙনানি জাগা, তিনি এবং উপজাতি উন্নয়ন মন্ত্রী আবনি ব্যাপারি কোনদিন ছাঅই মানগালাক— ই এলাকা বরুই দুর্ভিক্ষ নাঙঙই তঙথা। থাঙগাও গাড়ী, ফাইয়াও গাড়ী বাই— যতটুকু লামা কাহাম ততটুকু-ন থাইদ। মন্ত্রীরগ থাঙকাথে ওয়াক-তক ভোজনথে চাই ফাইমান পর্যন্ত—কিন্তু ই যে ইয়াকুঙ বাই হিনুই-তো কোনদিন ব এলাকানি অভিজ্ঞতা তঙগালাক। আব যে কুরুই আঙ বর্তমান ছিঅ। এই অবস্থা এই যে বনবিভাগনি সম্পর্কে ... এই যে মান্দাই এলাকানি যারা বসবাস থালাই তঙমান, আর তাবুক নতুন রিজার্ভ থালাইনা নাইমানি ফলে আবনি সম্পূর্ণ গনবস্তী গ্রামনি বিচ্ছিন্ন—ই বিজ্ঞপ্তি যে তালাঙগুই ফাইওখা। সাধারণ বেকার সর্বহারা বরক ওয়া-ছন থারাই-ন বাচি-অই তঙমানি অব সম্পূর্ণ তাবুক আবনি থাইকা বঞ্চিত অঙগুইই এলাকানি বরকরগ ওয়া-ছন তান-নানি সম্ভব অঙলিয়া, ছন কউছা রানানি সম্ভব অঙলিয়া। এই অবস্থাকে এলাকানি বরকনি উপরে এই যে নির্যাতন, ফরেসটনি মাধ্যমে যে নির্যাতন চলি তঙথা এই অবস্থায় কংগ্রেসনি নেতারগনি বুথুগ বক্তৃতা পানাঅ যে বরক মাছাব মাই মাচায়া থিইনানি মায়া। আয়াঙলে, বক্তৃতা কাহাম কাহাম

ছককাইখা। এই কারনেই এই যে ১৫ই মার্চ যে বাজেত পেশ অতমানি এই বাজেত-ন সম্পূর্ণ বিরোধিতা খালাই-অই আড মন আলোচনা খাইনা কাই ছককাই-খাইন। তনি আড ? বাজেতনি বইনি উপরে বিরোধিতা খালাই অই আনি বক্তৃতা শেষ খাইকা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীকালীদাস দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য কক বরক ভাষায় রাখবো। এই যে গত ১৫ই মার্চ অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন, সেটার উপর আলোচনার প্রয়োজন আছে—বাজেট যাতে আমি এটার উপর আলোচনা করতে চাইছি। এই যে বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বাজেট বইটি পড়ে দেখলাম যে বিভিন্ন খাতে অনেক টাকার বরাদ্দ আছে। কিন্তু বিভিন্ন কাজে এই টাকা সদব্যবহার করার দায়িত্ব যাদের হাতে ন্যস্ত কিংবা রাজ্যের মন্ত্রীমণ্ডলী এই টাকা অপব্যয় করার ফলে যে ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে সেই কারণেই আজকে এখানে এটার উপর আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি। যেমন, সারা ত্রিপুরার উপজাতী মহিলা অথবা মণিপুরি মহিলা যারা নিজন্ব হাতে কাপড় তৈরী করে ব্যবহার করতে পারে তাদের যে প্রয়োজন সুতার, কিন্তু সেই সুতার জন্য নিজেদের সমিতির মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকারের কাছে অনেক আবেদন-নিবেদন থাকা সত্বেও ত্রিপুরায় সুতা বিলি বণ্টনের সম্পর্কে এই বাজেটে কোন উল্লেখ নেই। অথচ রুলিং পার্টির মাননীয় সদস্যগণ বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই বাজেটকে সমর্থন জানাচ্ছেন। কিন্তু আমি তো দেখছি বাজেট আলোচনায় সমর্থন করা দূরে থাক, শুধু ব্যর্থতায় আমার চোখে পড়ছে। সাধারণ মানুষ, গণতান্ত্রিক মানুষের রুজি রোজগারের কোন উপায় এই বাজেটে নির্দেশ করা হয় না। সাধারণ মানুষ যারা, কৃষক যারা তাদের যে সমস্যা, সেই সমস্যা সমাধান এই বাজেটের দ্বারা কোনদিন হবেনা। একজন ভুক্তভোগী হিসাবে এটা আমি জানি। আমার নিজের এলাকার সাধারণ মানুষ কি অবস্থায় আছে না আছে এ সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞতা আমার আছে। বাজেট, যারা বড় বড় ব্যবসায়ী, বড় বড় জোতদার, বড় বড় ধনী ছাড়া এই বাজেটে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক দিয়ে আর কেউ উপকৃত হবে—সেটার কোন পথ নেই। সমস্যা সমাধানের কোন পথ নেই। মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলীর পক্ষ থেকে এবং মাননীয় উপজাতী উন্নয়ন মন্ত্রীর পক্ষ থেকে ডাক দেওয়া হয়েছে যে মহিলা সমিতি গঠন করা হলে এবং কংগ্রেসের কাজ করা হলে প্রত্যেক ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায় সুতা বিলি বণ্টন করা হবে। এই কথা বলে উপজাতী মহিলাদেরকে এবং অনুন্নত সমাজের মহিলাদেরকে যে দীর্ঘদিন ভাওতা দেওয়া হচ্ছে—সে সম্পর্কে আমি জানি। এই মহিলা সমিতি গঠন করলে, কংগ্রেস কামটি করলে সুতা পাওয়া যাবে এই প্রচারের ফলে যে পাহাড় অঞ্চলের ঘরে ঘরে হৈ চৈ অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে এটা ভাওতা ছাড়া কিছুই নয়। ২৬ বছর ধরে কংগ্রেসী শাসনে সাধারণ মানুষের উপর যে নির্যাতন চলছে তার কারণেই এই বাজেটকে সমালোচনা করার প্রয়োজনীয় এসে পড়েছে। তাই আজ আমাকে এর সমালোচনা করতে হচ্ছে। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করা কোন মতেই সম্ভব হবে না এবং শুধু বাজেট তৈরী করে সাধারণ মানুষের উপকার কোনদিন করা যাবে না। আজ সারা ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক শাসন ঠিক ঠিক ভাবে চলছে কিনা জানি না, যেহেতু মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার

কোথাও দেখিনি। সেই অধিকার থেকে, সাধারণ মানুষ সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়ে আছে। সেই বঞ্চনা থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তির কোন পথ নেই। কিভাবে বঞ্চনা থেকে মুক্তির পথ নেই? এই যে সাধারণ পিয়ন থেকে মন্ত্রীমণ্ডলী পর্য্যন্ত ঘুষখোরে পরিণত হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের কোনদিন মুক্তি আসবেনা বলে আমি মনে করি। সারা ভারতবর্ষকে যদি এই ঘুষখোরের কবল থেকে যদি না মুক্ত করা যায় তাহলে সারা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মুক্তি কোনদিন আসবে বলে আমি আশা করতে পারিনা। সাধারণ পিয়ন থেকে মন্ত্রীমণ্ডলী পর্য্যন্ত ঘুষখোর হতে সুরু হয়েছে। আমলাতন্ত্রের মধ্যে ঘুষখোর ঢুকেছে। এই ঘুষখোর দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলেই সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন অবনতির পথে এগিয়ে চলছে। যার ফলে গরীব মানুষ আরো গরীব হয়েছে। যারা নাকি পাঁচ কানি জমির মালিক তারা সর্বহারা হতে বাধ্য হয়েছে। কাজেই এই ঘুষখোর নীতি যতদিন না পরিবর্তন হচ্ছে ততদিন সাধারণ মানুষের উন্নতির কাজ হবে বলে আমি আশা করতে পারি না। গত ৭৩ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে আমাদের সি, পি, এম- এর পক্ষ থেকে যে সারা ত্রিপুরা বন্ধ-এর ডাক দেওয়া হয়েছিল, সেটাকে বানচাল করার জন্য গ্রামে গ্রামে প্রচার করা হয়েছিল; কিভাবে প্রচার কার্য্য চালানো হয়েছিল? যারা এলাকায় কংগ্রেসের দালালী করে, তাদের সেদিনের প্রচার অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি নিজের চোখে দেখেছি যে হাজার হাজার মানুষ জড়ো করে মিটিং করার জন্য তারা সেদিন প্রচার করেছিলেন যে মহিলারা যারা সেদিন মিছিলে মিটিং এ যোগদান করবে তাদের প্রত্যেককে বান্ডিল বান্ডিল সুতা পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষকে যদি এইভাবে ধাপ্পা দেওয়া হয়, নিরীহ জনসাধারণকে যদি এইভাবে বিভ্রান্ত করা হয়, তাহলে আমি বলব এই বাজেট ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই কংগ্রেসের এতদিনের শাসন কালে ধাপ্পা ছাড়া অন্য কোন রকম প্রচার আমরা দেখিনি। বর্তমানে ত্রিপুরার অবস্থা কোন পর্য্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে? হয়তো নিজেরা মন্ত্রী হওয়ার পর তারা বাহাদুরি দেখাতে পারেন কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব কৃষক সাধারণ মানুষ কি অবস্থায় আছে সে সম্পর্কে তারা কিছুই বলতে পারেন না। এই যে পঞ্চায়েতের খুঁটিতে ধান লেভি করে সরকার নিয়ে আসার ফলে ঘরে ঘরে অনাহার সুরু হয়েছে, বর্তমান এই খরার মাসে শতকরা ৯৫ জনের পরিবারে অনাহার অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে, কিন্তু এই সরকার কোনদিন সে দিকে দৃষ্টি দেন না। কিন্তু নিজেদের বাহাদুরী দেখানোর জন্য সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে ধান সংগ্রহ করে আনার ফলে এখন গ্রামে গ্রামে অনাহার সুরু হয়েছে। অথচ গ্রামাঞ্চলে যেখানে সরকারী রেশন দোকান আছে, সেগুলি থেকে সাধারণ মানুষ কোন দিন সময় মত ন্যায্য মূল্যে চাউল পায় না। যার ফলে সাধারণ মানুষ দুই টাকা, আড়াই টাকা করে চাউল কিনতে বাধ্য হচ্ছে। এই ২৬ বছরের কংগ্রেসী শাসনে সাধারণ মানুষের উপর কিভাবে নির্য্যাতন, উৎপীড়ন চলেছে সেটা নিজের চোখে দেখে আসছি। নিজের চোখে দেখা বলেই আমাকে আজ সমালোচনা করতে হচ্ছে। এই যে নিজেদের বাহাদুরী প্রচারের জন্য তারা বলেছিলেন ত্রিপুরাতে আর বাইরে থেকে চাউল আমার প্রয়োজন হবে না। ত্রিপুরায় গত বছরের যে পরিমাণ চাউলের উৎপাদন তারা দেখিয়েছিলেন, সেই চাউল দিয়েই ত্রিপুরার মানুষের খাদ্য সমস্যা মিটে যাবে। এই যে সাধারণ মানুষের

কাছে যে প্রচার এবং ভালো ভালো কথা বলা হয়েছিল, এটা যে ব্যর্থ, সেটা সাধারণ মানুষ দেখেছে। এই রকম ভাওতা দিয়ে এই সরকার বেশীদিন টিকে থাকতে পারবে না। মানুষ দিনের পর দিন জেগে উঠেছে, তারা দেখে বুঝতে শিখেছে। এই যে ২৬ বছর কংগ্রেসী শাসনে সাধারণ মানুষের উপরে যে নির্যাতন চলেছে সেটা তারা বুঝতে পেরেছে। কারণ, মানুষ আস্তে আস্তে জেগে উঠেছে।

এই যে গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলি, সেগুলি কি অবস্থায় পড়ে আছে সরকার খোঁজ করে দেখেন না। সদর বিভাগের স্কুলগুলির কথাই আমি এখানে তুলতে চাই। কারণ এই সদর বিভাগের স্কুলগুলির অবস্থা এবং সারা ত্রিপুরার অন্যান্য স্থানের স্কুলগুলির একই অবস্থা বলে আমার ধারণা। সদর এলাকার স্কুলগুলিতে যে অবস্থা চলছে, সারা ত্রিপুরার স্কুলগুলিতেও সেই অবস্থা চলছে। এই যে মান্দাই বাজার সিনিয়র বেসিক স্কুলের অবস্থা—প্রচুর ছাত্র সেই স্কুলে। সেখানে ছাত্র সংখ্যা অনুযায়ী শিক্ষক দেয়া হচ্ছে না। অথচ ত্রিপুরা রাজ্যে হাজার হাজার বেকার পড়ে আছে। বেকারদের তারা ভাঁওতা দিয়ে চলেছেন যে এত বেকারদের চাকুরী দেয়ার জায়গা নেই। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে ঘুরে দেখলে দেখা যায় যে এক একটা স্কুলে ৮।১০ জন শিক্ষক এখনই নিযুক্ত করা যায়। সরকারের বর্তমান এই নীতি যদি চলতে থাকে তবে বেকার সমস্যা সমাধান আদৌ সম্ভব হবে না। কাজেই এই সমস্যা সমাধানের পথ দেখি না। এই হাজার হাজার বেকারদের মধ্যে যদি কেউ হাতে-নাতে ঘুষ দিতে পারে তাহলে আজ চাইলে কালকেই সে নিশ্চয় চাকরী পেতে পারে। যারা ঘুষ দিতে অপারগ তাদের কোনদিন চাকুরী হবে না। চাকরীর আশায় তাকে বসে থাকতে হবে। এই ত্রিপুরা রাজ্যে এবং সারা ভারতবর্ষে কংগ্রেস সরকারের শাসন এইরূপ কার্যকলাপের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

যে রকম অবস্থা চলছে, আলোচনা করতে গিয়ে দুগ্ধ সরবরাহের কথাও এসে পড়ছে। ত্রিপুরায় দুগ্ধ সরবরাহ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তারা বলেছেন যে যদি দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র খোলা যায় তবে ত্রিপুরার মানুষের দুধের অভাব আর কোনদিন হবে না। সরকার এই কথা প্রচার করার ফলে যারা বড় লোক, ধনী, বড় বড় ব্যবসায়ী, বড় বড় চাকুরীয়া তারা খুব খুশী। তাদের ধারণা, এই দুধ সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপন করা হলে ঘি, দুধ, মাখনের অভাব হবে না। এই যে বড় বড় চাকুরীয়া যারা, তারা আশা করছেন যে এই মন্ত্রীমণ্ডলী শীঘ্রই এই পরিকল্পনা কার্যকরী করছেন। বিরাট আশা! এই যে ত্রিপুরাতে দুগ্ধ প্রকল্প সম্পর্কে হৈ চৈ করে সরকারের প্রচারের ফলে মানুষ বিরাট একটা আশা নিয়ে বসে আছে। কিন্তু শুধু দুধ খেয়ে তো মানুষ বাঁচতে পারে না। একমাত্র ভাত যোগার করতে পারলেই মানুষ বাঁচতে পারে। এবং মানুষের প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা হয় যদি সে ধান উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু এই যে দুর্গা চৌধুরী পাড়ায় নূতন দুগ্ধ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার ফলে হাজার হাজার মানুষ সেখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে যেতে বাধ্য হবে। সেই এলাকার কৃষকরা এই ব্যাপারে মন্ত্রীদের কাছে বহু আবেদন নিবেদন করেছে। যার ফলে মন্ত্রীমণ্ডলী আশ্বাস দেন এবং এই কথা বলেন—"হ্যাঁ তোমরা কংগ্রেসের কাজ করছ; তোমরা যদি কংগ্রেসী হয়ে থাকো তাহলে কিভাবে কংগ্রেসের কাজকে বিরোধীতা কর?" চমৎকার কথা! এলাকার যারা কংগ্রেসী আছেন তারা হয়তো ন্যায্য অধিকার দাবী করার জন্য যোগী হয়েছেন এই মন্ত্রীদের কথা শুনে তারা আর এগিয়ে আসতে পারছেন না। কাজেই, কংগ্রেসের কাজ করলেই নাকি সে নিজের ন্যায্য দাবী দাওয়া করতে পারে না। যারা এলাকার কংগ্রেসী, তাদের কথা চিন্তা করেই "হয়তো আমাদের মাননীয় উপজাতী উন্নয়ন মন্ত্রী এবং আমাদের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী সেই এলাকায় ঘন ঘন যাওয়া আসা করেন—এই খবর আমি পাই। সেখানে গিয়ে তারা বলেন—"হ্যাঁ, তোমরা যারা কংগ্রেসী করছো, তোমাদের জায়গা আমরা নিচ্ছিনা;

যারা সি, পি, এম, করছেন, শুধু তাদেরই জায়গা আমরা একেবারে করে নেব।" এই কথায় যারা কংগ্রেসী করছেন, যারা কংগ্রেসের দালালী করছেন—এখন তারা সবাই নীরব। এই অবস্থায় আমি জানি না, সি, পি, এম,দের জায়গা বলেই এটা নেওয়া হচ্ছে কিনা। আমি জানিনা, শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেসীদের জায়গা সরকার ছেড়ে দেবেন কিনা। শেষ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার যারা মন্ত্রী, তাদের কার্য্যকলাপ আমরা স্বচক্ষে পরিষ্কার দেখব এবং আমরা সমস্ত পরিস্থিতি জানতে পারবো। এই যে কংগ্রেস সরকার দাবী করছেন যে গরীব কৃষকদের চাহিদা মেটানোর জন্য এবং গরীব কৃষকদের বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই এই বাজেট আনা হয়েছে এই দাবীর সার্থকতা সেই সময় পরিষ্কার দেখতে পারবো বলে আমি আশা রাখি। এইভাবে কংগ্রেসের চক্রান্তের ফলেই এলাকার কংগ্রেসীরা যে রকম কার্য্যকলাপ চালাচ্ছেন সেটা অত্যন্ত খারাপ বলেই আমি মনে করি। আমি নিজে ভুক্তভোগী, কারণ আমি নিজে এই এলাকায় ঘুর ফেরা করি। উপজাতি মন্ত্রী হয়তো বলতে পারবেন না—এলাকায় কিরূপ দুর্ভিক্ষ অবস্থা চলছে। উনি গাড়ীতে যাওয়া আসা করেন যতটুকু ভাল রাস্তা ততটুকু পর্য্যন্ত উনি যান। উনারা এলাকায় গেলে পর শুয়োর, মুরগী মাংস দিয়ে শুধু ভাল খাওয়া-দাওয়া করে আসেন, কিন্তু পায়ে হেঁটে কোনদিন তারা এক বার গ্রামের ভিতর যাবেন না। এলাকা সম্পর্কে তাদের যে অভিজ্ঞতা যে নেই সেটা আমি জানি। তারপর বন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করছি। এই যে মান্দাই এলাকায় সম্পূর্ণ বন বসতিপূর্ণ গ্রামগুলির ভিতরের বনগুলিকে রিজার্ভভুক্ত করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। সাধারণ সর্বহারা মানুষ যারা এই বনের বাঁশ, ছন বিক্রী করে বেঁচে আছে, তাদের সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো। এলাকার জনসাধারণ বাঁশ, ছন সংগ্রহ করতে পারছেনা। ফরেষ্ট রিজার্ভের মাধ্যমে এইভাবে জনসাধারণের উপর নির্য্যাতন চালানো হচ্ছে। এই অবস্থায় কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে বক্তৃতা শুনি যে একজন মানুষও না খেয়ে মরতে দেয়া হবে না। ঐ দিকে ভাল ভাল বক্তৃতা দেওয়া হয়, কিন্তু ফরেষ্ট রিজার্ভের মাধ্যমে মানুষের উপর কিভাবে নির্য্যাতন চালানো হচ্ছে, তাদের সেই কার্য্যকলাপ কোনদিন তাদের বক্তৃতায় কিংবা পত্রপত্রিকায় প্রকাশ পায় না। এখন কেউ জুম কাটতে পারছেনা। যদি এখন জুম কাটতে পারা না যায় তাহলে যারা সর্বহারা কৃষক তাদের পক্ষে এক মুঠো ধান রোপন করা সম্ভব হবে না। যদি এখন জুম কাটা সম্ভব হয়, তাহলে সামান্য খোরাকী সংগ্রহ করা হয়তো তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। কিন্তু সেই সম্ভাবনা, সেই আশা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে। এই যে অনেক দিনের বন এলাকায়, এই ফরেষ্ট রিজার্ভ গঠন হওয়ার অনেক আগে থেকেই যে গ্রাম ছিল, এই গ্রামবাসীরা তাদের নিজেদের আম কাঁঠালের ফল ভোগ থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে—এই অবস্থা বর্ত্তমানে চলছে। তারা এর প্রতিরোধ করতে চায় তাদেরকে মিথ্যা মামলায় ঝুলিয়ে দেয়া হয়, এলাকার জনসাধারণকে এইভাবে দুর্ভোগ সহ্য করতে হচ্ছে। এই মিথ্যা মামলায় তাদেরকে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। কিন্তু যারা জঙ্গলে কাজ করে বেঁচে আছে তাদের উপর উৎপীড়ন করার যে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে সেদিকে সরকার, এই কংগ্রেস সরকার কোনদিন নজর রাখেন না। যার ফলে, যারা ফরেষ্টার আছেন, তারা ঘুষ নিয়ে, মিথ্যা মামলায় ঝুলিয়ে দিয়ে জনসাধারণের উপরে উৎপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ এই মন্ত্রীমণ্ডলী এখানে তদন্ত করার কোন প্রয়োজন মনে করেন না গরীব কৃষক, তাহারা সাধারণ মানুষের মুক্তির পথ তারা কোনদিন দেখাতে পারেননি।

দেখাতে পারেন নি। কাজেই আজ তাদের ২৬ বছর শাসনের ব্যর্থতা সম্পর্কে কেবল আলোচনার প্রয়োজন হবে না? নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। এই যে কৃষি সম্পর্কে বাঁধ নিয়ে যদি জল আটকানো যায় তাহলে কৃষি করার মত যথেষ্ট উপযুক্ত জায়গা আছে। কিন্তু মন্ত্রীরা সেই সবজায়গায় গিয়ে কোনদিন সে ব্যবস্থা করেন না। এই ব্যবস্থা করার জন্য যদি কেউ আবেদন করেন তখন তারা বলেন "তোমরা কংগ্রেসী না হলে, কিভাবে তোমাদেরকে বাঁধ দিব ?" চমৎকার! খুব সুন্দর কথা। এটা গরীব বাঁচার কথাই বটে। মন্ত্রীকে যদি অনুরোধ করা হয়, তারা উপদেশ দেন—তোমরা কংগ্রেস কমিটি কর। তাহলে তোমাদেরকে বাঁধ দেয়া হবে, অভারফ্লো, ঘর বাড়ী দেয়া হবে।" এইভাবে কংগ্রেস সরকার যে নির্যাতন চালাচ্ছে সেটা দেখে আর সহ্য করা যায় না। এই যে গত ডিসেম্বর মাস থেকে অভারফ্লো ব্লকের মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে এই অভারফ্লো দেয়ার ব্যাপারে সরকারের নীতি কি? একটা অভারফ্লো নিতে হলে ১০০ টাকা ৫০ টাকা, ৪০ টাকা করে দিতে হয়। এই যে এইভাবে ঘুষের রাজত্ব চলছে, সে খবর মন্ত্রীদের কাছে কোনদিন নাও আসতে পারে। কাজেই দিনের পর দিন আরো দুর্নীতি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এসে যায়। দুর্নীতিকে দমন করে সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বহিস্কার না করে এই দুর্নীতি করার আরো সুযোগ দেয়ার ফলেই ২৬ বছরের পরে সারা ভারতবর্ষের মানুষ অনাহারে মরতে বাধ্য হচ্ছে। সাধারণ মানুষের গরীব কৃষকদের এই নির্যাতন দেখার ফলে আমি এই বাজেট বইটি পড়ে দেখেছি, কিন্তু এতে সর্বহারাদের বাঁচার কোন ব্যবস্থা এবং তাদের রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা দেখলাম না এই কারণেই ১৬ই মার্চ তারিখ যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে, এটার উপর আলোচনা করে এই বাজেটের বিরোধীতা করে আমার বক্তৃতা শেষ করলাম।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—আর কেউ বলবেন? (একটু পরে) The House stands adjourned till 12-30 P. M. on Wednesday the 27th March, 1974.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—'A'

STARRED QUESTION NO. 269.

By Shri Bidya Chandra DebBarma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) চলতি আর্থিক বছরে খোয়াই বেহালা বাড়িতে কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

২) থাকিলে কোন সময় হইতে খোলা হইবে?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠেনা

STARRED QUESTION NO. 718.

By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরে কৈলাসহর বিভাগের মনু প্রাথমিক হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে ?

২) যদি থাকে তবে তাহা কার্যকরী করা হয়েছে কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলিতেছে।

২) প্রয়োজনীয় নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। রোগী ভর্তি এখনও আরম্ভ হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 863

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কতজন ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী বেতনের সর্ব্ব উচ্চ সীমায় (বেতনহারের) পৌছে বসে আছেন। কতজন কত বৎসর যাবৎ কোন ইনক্রিমেণ্ট পাচ্ছেন না।

২) উপরোক্ত কর্মচারীগণকে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় এডহক ইনক্রিমেণ্ট মঞ্জুর করার কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কি ?

উত্তর

(১ এবং ২) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 903

By Shri Bajuban Riyan

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ভূমিহীন উপজাতি পুনর্বাসনের করবুক পাইলট প্রজেক্ট স্কীমে ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক সন পর্যান্ত মোট কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে ? এবং

২) পুনর্বাসন প্রাপ্ত উপজাতিদের মধ্যে কত পরিবার কলোনী ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে ?

১) করবুক পাইলট প্রজেক্ট নামে উপজাতি পুনর্বাসনের কোন স্কীম নাই। তবে অমরপুর পাইলট প্রজেক্টের অন্তর্গত করবুক গ্রামে ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক সন পর্য্যন্ত মোট ১১৯ (একশত উনআশী) পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

২) মোট (নয়) টি পরিবার এই কলোনী হইতে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে।

STARRED QUESTION No. 929
By Shri Benode Behari Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) আগরতলা ভি, এম, হাসপাতালের মেটারনিটি ওয়ার্ডে ১৯৭২ ইং সনের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৭৪ ইং সনের ২৮শে ফেবরুয়ারী পর্য্যন্ত (গত দুই বৎসর) কতটি সিজারেন সেকসান অপারেশন করা হইয়াছে ?

২) অপারেশনের ফলে মৃত্যুর হার কত ?

উত্তর

১) মোট ২৫৯টি।

২) অনুমান শতকরা ৩%

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—'B'

UNSTARRED QUESTION NO. 325
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

১) সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত ৮ বর্গমাইল উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের দুইটি কেন্দ্র মনাই পাথরে ও ভুইবান্দাল গ্রাম সমূহে দুইটি চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ উপজাতি উন্নয়নের নির্দিষ্ট কর্মসূচীতে গ্রহণ করা হইয়াছে কি না ?

২) এই অঞ্চলের উপজাতি জনগণের চিকিৎসার ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণে সরকারের চিকিৎসা বিভাগের নিকট কি কি প্রস্তাব রাখা হইয়াছে ?

৩) যদি না রাখা হয়ে থাকে তার কারণ ?

উত্তর

১) না।

২) উরমাইতে একটি ডিসপেন্সারী স্থাপনের ব্যাপারটি বিবেচনা করার জন্য সোনামুড়ার মহকুমা শাসকের নিকট হইতে একটি চিঠি পাওয়া গিয়াছে। চান্দুল এর গাও প্রধানও ঐ অঞ্চলে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন।

৩) স্বাস্থ্য দপ্তর অবগত নহে।

UNSTARRED QUESTION NO. 437
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department be pleased to state–

প্রশ্ন

১) গত পাঁচ বছরে জেলে বিভিন্ন শিল্প ও কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ (মূল্যের হিসাব বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

২) এই সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের কি পরিমাণ বাজারে পণ্য হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং বিক্রয় হয়েছে (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

	শিল্পজাত টাকা	কৃষিজ টাকা
১৯৬৮-৬৯	১০,৫৮০·০০	১৪,৫০৩·০০
১৯৬৯-৭০	১৪,৯৩৩·০০	১৭,২৭৫·০০
১৯৭০-৭১	৭২,৬৩২·০০	১৪,৩৪০·০০
১৯৭১-৭২	৬৭,৫৪০·০০	২০,৯৬৯·০০
১৯৭২-৭৩	৫১,৭৬৮·০০	৫১,৩৯২·০০

২) ১৯৬৮-৬৯ সনে কিছু কৃষিজাত দ্রব্য ছাড়া আর কোন কৃষিজাত বা শিল্পজাত দ্রব্য বাজারে পণ্য হিসাবে উপস্থিত করা হয় নাই। উক্ত সনে জেইলে উৎপন্ন কৃষিজ দ্রব্য বিক্রির মোট মূল্য ২,২৫০ টাকা আদায় হইয়াছে। জেইল উৎপন্ন কৃষিজ এবং শিল্পজাত দ্রব্য জেইল গেইটেই সরাসরি বিক্রয় করা হইয়া থাকে।

UNSTARRED QUESTION NO. 438
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Jail Department be pleased to state :--

প্রশ্ন

১) জেলের নিজস্ব কোন ছাপাখানা আছে কি ?

২) যদি থাকে তবে মূল্যের হিসাবে এই ছাপাখানার মোট সম্পদ কত ?

৩) জেলের বাহিরের কোন কাজ এই ছাপাখানায় করা হয় কি ?

৪) গত পাঁচ বছরে কত টাকার কাজ করা হয়েছে, বৎসর ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১) আগরতলা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিজস্ব ছাপাখানা আছে।

২) এই ছাপাখানার মোট সম্পদ ৪৭,০৭৬ টাকা ২৪ পয়সা মাত্র।

৩) বাহিরের কাজও করা হইয়া থাকে।

৪) গত পাঁচ বৎসরে নিম্নরূপ কাজ করা হইয়াছে।

১৯৬৮-৬৯	৬,৭৮৯.০৯
১৯৬৯-৭০	৬,৫৮২.৪২
১৯৭০-৭১	৯,৮৫৯.৬৪
১৯৭১-৭২	৪,৮৬০.৯৪
১৯৭২-৭৩	৮,৮৮৩.২৬

UNSTARRED QUESTION NO. 640

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৪৮ সালের ফার্মেসী আইনের বিধান অনুসারে ফার্মাসিষ্ট রেজিষ্টারের অন্তর্ভুক্ত হতে যোগ্যতা কি কি নির্ণীত হয়?

২) ১৯৭২-৭৩ বৎসরে ফার্মাসিষ্ট রেজিষ্টারে পঞ্জীভুক্ত হতে কত সংখ্যক আবেদন পাওয়া গিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে কত সংখ্যক পঞ্জীভুক্ত হতে সমর্থ হয়েছে?

উত্তর

১) আইনের বিধান অনুসারে নিম্নলিখিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন।

ক) ভারতীয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বা কোন রাজ্য সরকারের প্রদত্ত Chemistry Pharmaceutical Chemistry বা Chemists & Druggists এর Diploma বা Degree বা সমতুল্য স্বীকৃত যোগ্যতা অথবা

খ) Chemistry, Pharmaceutical Chemistry ইত্যাদির পরিবর্তে অন্য কোন বিষয়ের Degree এবং ৩ বৎসরের অধিক সময়ের অভিজ্ঞতা অথবা,

গ) রাজ্য সরকার কর্তৃক কম্পাউণ্ডারির অনুমোদিত কোন Deploma পাশ অথবা,

ঘ) হাসপাতাল বা অন্য কোন স্থানে যেখানে নিয়মিত ঔষধ তৈরী ও সরবরাহ করা হয় এমন স্থানে অন্ততঃ ৫ বছরের কম্পাউণ্ডিং-এর কাজের অভিজ্ঞতা,

২) ১৯৭২-৭৩ইং আর্থিক সনে কোন দরখাস্ত পাওয়া যায় নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 643

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ সনের বর্তমান সময় পর্যন্ত কি কি দ্রব্য পরীক্ষার জন্য পাবলিক এনালিষ্টের নিকট পাঠানো হয়েছে।

২) পাবলিক এনালিষ্টের নিকট থেকে ভেজাল প্রমাণিত কয়টি দ্রব্যের পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া গেছে;

৩) পরীক্ষায় প্রমাণিত হওয়ার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কয়জনকে কি কি শাস্তি দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১) ১৯৭২-৭৩ সালে পাবলিক এনালিষ্টের নিকট কোন Sample পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় নাই। ১৯৭৩-৭৪ সালে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি পরীক্ষার জন্য পাঠানো হইয়াছে। সরিষার তৈল, নাঃ তৈল, ডাল. আটা, ময়দা, সুজি, সাগু, চা, দুধ, মশলা, মিষ্ট কারক দ্রব্য, ডালডা ও ঘৃত, সর্বমোট ৩৫৪টি।

২) ২২৯টি পরীক্ষিত নমুনার রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে (ফেব্রুয়ারীর শেষ পর্য্যন্ত) তাহার মধ্যে ৮৮টি ভেজাল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

৩) কেইসগুলি আদালতে বিচারের জন্য দাখিল করার কাজ শুরু হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 657
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ৫ বৎসরে আগরতলা শহরকে মশার উপদ্রব হইতে রক্ষা করার জন্য কি কি মশক কীট নাশক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ?

২) ইহা কি সত্য যে গত ৫ বৎসরে কোন কীটনাশক তেল সংগ্রহ করা হয় নাই এবং তার জন্য কার্যক্রম অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।

৩) যদি সত্য না হয়, তাহা হইলে কি পরিমাণ তেল সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং কি পরিমাণ ব্যবহার করা হইয়াছে।

উত্তর

১) মশার জন্ম ও বংশ বিস্তার রোধ করাই এই সংস্কার কাজ। সাধারণতঃ অপরিস্কার নালা, নর্দমা, কচুরিপানাযুক্ত ডোবা ও পুকুরে মশার জন্ম ও বংশ বিস্তার হয়। যদিও বিগত ৫ বৎসর যাবৎ Malariar পাওয়া যায় নাই। তথাপি আগরতলা শহরকে মশার উপদ্রব হইতে মুক্ত করার জন্য আগরতলা Municipal এলাকার মধ্যে Mosquito Controll Scheme এর কর্মীদের দ্বারা পুকুর হইতে কচুরিপানা পরিস্কার করা, নালা সংলগ্ন আগাছা পরিস্কার করা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমাট জলের গর্ত মাটি দ্বারা ভরাট করানো হইয়া থাকে।

সরকারের পক্ষ হইতে অনেক চেষ্টা করিয়াও Niatariol (মশার জীবাণু নষ্টকারী তেল) সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। কারণ A. O. C উক্ত তৈল উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিয়াছে অনেক চেষ্টার পর ইদানিং গাড়ী পাঠাইয়া I. O. C গৌহাটি হইতে মশার তৈল আনা হইয়াছে এবং কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

২) অনেক চেষ্টা সত্বে যদিও মশার তেল (anti-larval) পাওয়া যায় নাই তথাপি ইহা সত্য নহে যে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা যায় নাই। ইদানিং মশার তেলও পাওয়া গিয়াছে।

৩) এই বৎসর ১০০০ লিটার তৈল সংগ্রহ করা হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 846

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকার পঞ্চম ফিনান্স কমিশনের নিকট কি কি প্রস্তাব রেখেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

২) পঞ্চম ফিনান্স কমিশন ত্রিপুরা সম্পর্কে যে সকল সুপারিশ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

উত্তর

১) ত্রিপুরা সরকার পঞ্চম ফিনান্স কমিশনের নিকট কোন Memorandum বা প্রস্তাব পেশ করে নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 673

By Shri Radha Raman Deb Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪সালে মোহনপুর ব্লকে কত জন জুমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে,

২। প্রতি জুমিয়াকে কত কানি করে ভূমি এবং কত টাকা করে নগদ দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১। সদর মহকুমাধীন মোহনপুর সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে নিম্নলিখিত সংখ্যক জুমিয়া পরিবারকে ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩ ৭৪ ইং সনে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

১৯৭২–৭৩ইং সনে	১৪০ পরিবার
১৯৭৩-৭৪ইং সনে	১৯ ,,

২। উপরোক্ত প্রতি পরিবারকে ৪ (চার) একর ভূমি এবং প্রথম কিস্তিতে ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা করে নগদ আর্থিক অনুদান দেওয়া হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 807

By Shri Radha Raman Deb Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। মোহনপুর প্রাইমারী হাসপাতালে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকিলে, কখন করা হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের জন্য এষ্টিমেট পাঠাতে পূর্ত বিভাগকে অনুরোধ করা হইয়াছে। এষ্টিমেট পাওয়া গেলেই উক্ত বিবেচনা করা হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 770

By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Statistical Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। স্ট্যাটিসটিকেল দপ্তরের কর্মচারীদের নাম এবং পদবী

২। ইহা কি সত্য যে কর্মচারীদের অধিকাংশের কোন কাজ থাকে না,

৩। সত্য হলে তার কারণ,

৪। ১৯৭৩এ এই দপ্তর থেকে যে সব পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে তার নাম।

উত্তর

১। পরিসংখ্যান বিভাগের কর্মচারীদের নাম এবং পদবী সংশ্লিষ্ট কাগজে ('A' চিহ্নিত) দ্রষ্টব্য।

২। ইহা সত্য নহে।

৩। অপ্রযোজ্য।

৪। ১৯৭৩এ পরিসংখ্যান বিভাগ হতে যে সব পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে তাদের নাম সংশ্লিষ্ট কাগজে (B চিহ্নিত) দ্রষ্টব্য।

Names Designation of employees of Statistical Department as on 1-1-1974

Sl. No.	Name of Employees	Designation
1.	Shri Jyoti Lal Saha	Senior Statistical Officer
2.	„ S. R. Chaudhury	Statistical Officer.
3.	„ K. N. Deb	Superintendent, N. S. S.
4.	„ H. L. Nath	Statistical Assistant.
5.	„ P. Deb Roy	-do-
6.	„ K. K. Chakraborty	-do-
7.	„ U. C. Saha	-do-
8.	„ S. Chatterjee	-do-
9.	„ B. Chakraborty	-do-
10.	„ S. K. Nandy	Scrutiny Inspector.
11.	„ M. R. Deb Nath	-do-
12,	„ R. N. Saha	Supervisor

Sl. No.	Names of employees.	Designation
13.	,, T. P. Sen Gupta	Inspector
14.	,, S. R. Roy	-do-
15.	,, D. N. Rakshit	-do-
16.	,, R. Baidya Roy	-do-
17.	,, A. Rakshit	-do-
18.	,, S. K. Gupta	-do-
19.	,, A. Chakraborty	-do-
20.	,, A. Bardhan	-do-
21.	,, R. R. Das	-do-
22.	,, P. R. Ghosh	-do-
23.	,, P. K. Mahalanabish	-do-
24.	,, N. M. Sinha	-do-
25.	,, M. C. Debnath	-do-
26.	,, U. C. Das	-do-
27.	,, H. P. Roy	Progress Assistant
28.	,, N. Nath	-do-
29.	Shri B. C. Paul	-do-
30.	,, A. R. Roy	-do-
31.	,, P. P. Deb	-do-
32.	,, D, Sen	-do-
33.	,, S. Chakraborty	-do-
34.	,, N. K. Bhowmik	-do-
35.	,, S. K. Ghosh	-do-
36.	,, B. Dey	-do-
37.	,, H. K. Sarkar	-do-
38.	,, P. B. Saha	-do-
39.	,, H. Chakraborty	-do-
40.	,, B. K. Saha	-do-
41.	,, H. Dutta	-do-
42.	,, D. C. Debnath	-do-
43.	,, B. K. Bhowmik	-do-
44.	,, T. K. Dutta	Senior Computor
45.	,, B. B. Bhowmik	-do-

Sl. No.	Name of employees.	Designation
46.	Shri J. K. Kar	Senior Computor
47.	„ K. Y. Jacob	do
48.	„ B. B. Sarkar	-do-
49.	„ S. K. Paul	-do-
50.	„ S. K. Acharjee	-do-
51.	„ P. C. Dey	Tabulator
52.	„ D. C. Roy	Accountant
53.	„ R. R Chatterjee	Accountant
54.	„ R K. Baidya	Librarian
55.	„ B K. Sinha Roy	L. D. Clerk
56.	„ S. R. Deb	Typist
57.	Shri S. Deb Barma	Typist
58.	„ N. G. Deb Nath	Typist
59.	„ P. K. Chakraborty	Compiling Clerk
60.	Smti. Manjusree Saha	Punch/Verifier Operator
61.	Shri M. Saha	-do-
62.	„ A. K. Baidya	-do-
63.	„ B. B. Deb Barma	-do-
64.	„ D. Deb Roy	-do-
65.	„ D. Saha	-do-
66.	„ P. C. Chakma	Computor (Jr.)
67.	„ B. B. Acharjee	-do-
68.	„ N. C. Datta	-do-
69.	„ A. K. Majumdar	-do-
70.	„ R. B. Deb	-do-
71.	„ T. K. Bandopadhaya	Assistant Investigator
72.	„ S. C. Saha	-do-
73.	„ P. C. Basak	-do-
74.	„ P. K. Nag	-do-
75.	„ R. K. Choudhury	-do-
76.	„ K. D. Barari	-do-
77.	„ A. K. Nandy	-do-
78.	„ C. Chakraborty	-do-

Sl. No.	Name of employees	Designation
79.	„ A. K. Deb Barma	Investigator
80.	„ H. Paul	-do-
81.	„ C. M. Roy	-do-
82.	„ A. L. Bardhan	-do-
83.	„ M. L. Das	-do-
84.	„ M. Majumdar	-do-
85.	„ S. R. Bhattacharjee	-do-
86.	„ D. D. Chakraborty	-do-
87.	„ N. D. Das	-do-
88.	„ S. P. Chakraborty	-do-
89.	„ S. B. Choudhury	-do-
90.	„ P. Deb	-do-
91.	„ J. Chakraborty	-do-
92.	„ S. Chakraborty	-do-
93.	„ C. R. Saha	-do-
94.	„ B. B. B. Roy	-do-
95.	„ R. P. Bhattacharjee	-do-
96.	„ S. K. R. Choudhury	-do-
97.	„ J. K. Sinha	-do-
98.	„ B. B. Majumdar	-do-
99.	„ S. R. Chakraborty	-do-
100.	„ S. C. Das	-do-
101.	„ B. B. Saha	-do-
102.	„ J. K. Roy	-do-
103.	„ H. P. Das	-do-
104.	„ R. C. Choudhury	-do-
105.	„ M. L. Bhattacharjee	-do-
106.	„ P. K. Basak	-do-
107.	„ N. C. Saha	-do-
108.	„ S. Das	-do-
109.	„ G. C. Choudhury	-do-
110.	„ H. Deb Roy	-do-

No.	Name of employees.	Designation
111.	Shri Shib Kr. Roy	Investigator
112.	" S. R. Saha	-do-
113.	" P. Sen Gupta	-do-
114.	" Gopesh Talukdar	-do-
115.	" Psamatha Rn. Roy	-do-
116.	" M. L. Ghosh	-do-
117.	" A. K. Kar	-do-
118.	" N. N. Sen Gupta	-do-
119.	" N. Majumdar	-do-
120.	" M. Choudhury	-do-
121.	" S. Das Sarma	-do-
122.	" A. Bhattacharjee	-do-
123.	" M. Roy Choudhury	-do-
124.	" A. Das Gupta	-do-
125.	" S. Das Gupta	-do-
126.	" J. B. Sen	Driver
127.	" Haridhan Dey	do-
128.	" S. C. Deb	Orderly
129.	" B. C. Debnath	Peon
130.	" C. M. Roy	-do-
131.	" A. Ch. Roy	-do-
132.	" A. Ch. Majumdar	-do-
133.	" S. Ch. Choudhury	-do-
134.	" G. N. Mallik	-do-
135.	" Kanulal Sarkar	-do-
136.	" R. C. Sukladas	-do-
137.	" Ranjit Ch. Deb	-do-
138.	" S. R. Das	Watchman
139.	" A. Kr. Das	-do-

APPENDIX "B"

Names of Booklets which Statistical Department have published in 1973.

1. Bulletin of Tea Statisties, 1969 (Annual Publication)
2. Statistical Abstract, 1969 —do—
3. Statistical Outline, 1970 —do—
4. Quarterly Bulletin of Economics & Statistics.

   3rd Quarer of 1970, 4th quarter of 1970, 1st and 2nd quarter (Combined) of 1971.

UNSTARRED QUESTION NO. 908
By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state—

QUESTION

১। কৈলাসহর বিভাগের মহকুমা হাসপাতাল, প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ডিসপেনসারীগুলিতে বর্তমানে কতজন ডাক্তার ও নার্স আছেন ?

ANSWER

প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাক্তার	নার্স
১) কৈলাসহর হাসপাতাল	৪	৯
২) ফটিকরায় পি, এইচ, সি,	২	৩
৩) মনু (উত্তর) ,, ,, ,,	১	৪
৪) কুমারঘাট ,, ,, ,,	১	৩
৫) ছাওমনু ডিস্পেনসারী	১	x
৬) চৈলেংটা	১	x
৭) মাছলিছড়া ,,	১	
৮) কাঞ্চনবাড়ী ,,	১	
৯) ধুমাছড়া ,,	১	

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

27th March, 1974.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 12-30 P. M. on Wednesday, the 27th June, 1974.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, Cheif Minister, 4 Ministers, Deputy Speaker, 2 Deputy Ministers and 44 Members.

Mr. Speaker :—To-day in the List of Buisness are the following Questions to be answered by the Ministers concerned— Shri Madhusudan Das, absent, Shri Jatindra Kr. Majumder.

Shri Jatindra Kr. Majumder :—Question No. 914.

Shri Sailesh Ch. Shome ;— Mr. Speaker. Sir, Question No. 914.

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ ইং সন হইতে ১৯৭৩ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পঞ্চায়েত বিভাগে (পঞ্চায়েত রাজ ডিপার্টমেন্ট) কতজন প্রোগ্রাম অফিসার, ইনভেষ্টীগেটর ও সহকারী পঞ্চায়েত সেক্রেটারী নিয়োগ করা হইয়াছে এবং

২) তাহাদের চাকুরীর ম্যায়াদ কত দিন ?

উত্তর

১) ভারত সরকার বিশেষ কর্ম সংস্থান প্রকল্পে ১৯৭২ ইং সনে অক্টোবর মাসে ১৭ জন ইনভেষ্টীগেটর ও ১৮ জন অ্যাসিষ্টেন্ট সাময়িকভাবে নিযুক্ত করা হয়। তন্মধ্যে ৮ জন কৃষি স্নাতক কৃষি বিভাগে ১৯৭৩ ইং সনের আগষ্ট মাসে নিয়মিত চাকুরী পাইয়া চলিয়া যাওয়ায় তাঁহাদের স্থলে ১৯৭৩ ইং সনের ডিসেম্বর মাসে ৫ জন পঞ্চায়েত প্রোগ্রাম অফিসার সাময়িকভাবে নিযুক্ত করা হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে কোন সহকারী পঞ্চায়েত সেক্রেটারী নিযুক্তির প্রশ্ন আসে না কারণ এই রকম কোন পদ নাই।

২) ভারত সরকার কর্ত্তৃক উক্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি না হওয়ায় তাঁহাদের চাকুরীর মেয়াদ ১৯৭৪ইং সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বলবৎ আছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তাদেরকে ভারত সরকারের অনুমোদিত একটা স্কীম অনুযায়ী নেওয়া হয় সেইটাতে ভারত সরকারের নির্দেশ ছিল কি যে তাদের চাকুরীর মেয়াদ এতদিন থাকবে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা এই সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— সাপ্লিমেন্টারী প্রীজ, তাদেরকে কিসের ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইটা খুব টেমপোরারী চাকুরী অ্যানগেজমেণ্ট এই জন্য যারা প্রোগ্রাম অফিসার এবং ইনভেষ্টীগেটরস তাদেরকে গ্রেজুয়েট দেখে নেওয়া হয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি তাদেরকে কি ইন্টারভিউ নিয়ে নেওয়া হয়েছে না এ্যামপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ থেকে নাম চেয়ে তারপর তাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা অ্যানগেজমেণ্ট এইটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট নয় রেগুলার, সুতরাং রেগুলার হিসাবে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট, দিতে হলে তার রিক্রুইটমেণ্ট রোলস থাকে, এইটা পিউরলি অ্যানগেজমেণ্ট তার জন্য সেইভাবে নেওয়া হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— অ্যানগেজমেণ্ট এবং অ্যাপয়েন্টমেণ্টের মধ্যে কি বেশ কম আছে এইটা মাননীয় মন্ত্রী মশায় বলতে পারেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— রেগুলার অ্যাপয়েন্টমেণ্টের মধ্যে তার রিক্রুইটমেণ্ট রুলস থাকে টেমপোরারী অ্যানগেজমেণ্টের মধ্যে এই সমস্ত রুলস নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ২ বছরের জন্য নিযুক্তি করা হলো দুই বছরের জন্য চাকুরী রাখা হয়েছে, দুই বছর পরে যারা চাকুরী করে তাদেরকে বাদ দিয়ে যাকে ইচ্ছা তাকে নিতে পারে সরকার ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার জন্য একটা সিলেকশন বোর্ড হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে ম্যান-পাওয়ার একটা দপ্তর আছে তাদের সংগে কনসালট করা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ম্যানপাওয়ার আছে এবং যারা অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে তাদের প্রত্যেকের নাম ম্যানপাওয়ার থেকে এসেছিল।

শ্রীতাপস দে :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, হাফ-মিলিয়ন জবের জন্য কত জন দরখাস্ত করেছিল ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কত জন দরখাস্ত করেছিল এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় বলবেন কি যে এই যে লোক নেওয়া হয়েছে তাতে সিডিউল ট্রাইবস আর সিডিউল কাষ্টের সংখ্যা কত আছে ?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে এই সিলেক্ট কমিটিতে কে কে ছিল তাদের নাম বলতে পারেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সিলেকশন বোর্ডে জেলা পঞ্চায়েত অফিসার, পঞ্চায়েত অধিকর্তা এবং ডিপ্যুটি ডেভেলাপমেন্ট কমিশনার এই কমিটিতে ছিলেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মশায় বলেছেন যে রেগুলার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে গেলে রিক্রুইটমেন্ট রুলস দরকার হয় তাহলে পঞ্চায়েতে যে সমস্ত কর্মচারীরা আছেন রেগুলার অ্যামপ্লয়ি তাদের জন্য কি রিক্রুইটমেন্ট রুলস আছে ?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিক্রুটমেন্ট রুলস তাদের জন্য আছে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পঞ্চায়েত ইনভেস্টিগেটরস এবং অ্যাসিষ্টেন্ট অফিসার যাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মশায় চিন্তা করছেন কিনা ?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইগুলি টেমপোরারী অ্যানগেজমেন্ট এবং টেমপোরারী চাকুরী তাদের জন্য বিশেষ কোন চিন্তা এখন পর্য্যন্ত করা হয় নাই।

শ্রীতাপস দে :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় কি বলবেন এই যে হাফএমিলিয়ন জবএর চাকুরী কি না, এইটা হাফএমিলিয়ন জব স্কীমের চাকুরী কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননায় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আদালা একটা স্কীম।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কেন্দ্রীয় সরকার যে বিশেষ কর্ম-সংস্থানের প্রকল্প নিয়েছেন সেটার কি নাম ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটা আমার কাছে ক্লীয়ার নয়।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে স্কীমে তাদের এনগেজমেন্ট দিয়েছেন টেম্পোরারী, এটা কোন স্কীমের আণ্ডারে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট স্কীমে সেটা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই যে যাদের টেম্পোরারী নেওয়া হয়েছিল, তাদের চাকুরীটা যাতে কণ্টিনিউড হয়, তার জন্য ষ্টেট গভর্ণমেন্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠিপত্র লিখেছেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছিল এই স্কীম চালু করার জন্য।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কি রেসপন্স পাওয়া গেছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেন্দ্রীয় সরকার আর এটা কন্টিনিউ করতে চান না।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— এই প্রোগ্রাম অফিসার কি কাজ করেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পঞ্চায়েতে যে গাঁওসভা আছে, যে ইউনিট আছে, তার মধ্যে এ্যাগ্রিকালচার্যাল ডেভলাপমেন্ট প্রগ্রাম সম্পর্কে তিনি তত্ত্বাবধান করে থাকেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— দুই বছর যারা চাকুরীতে ছিল, তারা এই দুই বছরের মধ্যে কোথাও ইন্টারভিউর সুযোগ পেয়েছে কি, না পেলে তাদের অবস্থা কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোথাও এই দুই বছরের মধ্যে ইন্টারভিউর সুযোগ পেয়েছিল কি না বা ইন্টারভিউ দিয়েছিল কিনা এটা এই প্রসঙ্গে আসে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, অন্যত্র এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার সময়ে, তাদের যদি রিক্যুইজিট কোয়ালিফিকেশান থাকে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা এ্যাসুরেন্সের কথা নয়। অতীতে যারা টেম্পোরারী এ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছিল, তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া সম্পর্কে চিন্তা করা হয়।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৬৪।

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৬৪ স্যার।

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর এক্স-সার্ভিসম্যান এসোসিয়েশান থেকে ২৫/২/৭৪ ইং সরকার চাপলংছেড়াতে এক্স-সার্ভিসম্যানদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য কোন স্মারকলিপি পেয়েছেন কি ?

২) যদি পেয়ে থাকেন উহার সারমর্ম এবং ঐ সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত কি হয়েছে ?

উত্তর

১) মাননীয় রাজ্যপালকে লেখা ধর্মনগর এক্স সার্ভিসম্যান এসোসিয়েশানের ২৫/২/৭৪ ইং তারিখের স্মারকলিপির একটি প্রতিলিপি ২রা মার্চ, ১৯৭৪ ইং তারিখে সরকারের হস্তগত হইয়াছে।

২) উক্ত স্মারকলিপিতে ধর্মনগরের প্রাক্তন ও কর্মরত সৈনিকগণকে ধর্মনগর মহকুমায় চাপলংছড়া মৌজার অন্তর্গত ১ নং ও ৪১ নং সার্ভে প্লট অন্তর্ভুক্ত খাস জমিতে জমি বন্টন ক্রমে ও ক্ষুদ্র শিল্প রূপায়নের মাধ্যমে পুনর্বাসনের আবেদন জানানো হইয়াছে। এই সঙ্গে সেখানে চিকিৎসা, শিক্ষা, বিনাব্যয়ে ট্রেনিং প্রদান এবং ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য সাহায্যদানের আবেদন রাখা হইয়াছে। বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে আলোচনাক্রমে উক্ত স্মারকলিপির বিষয়বস্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে এবং এখনও কোনরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যে জায়গাটাতে পুনর্বাসন চাচ্ছেন, সে জায়গাটা গভর্ণমেন্ট খাস ল্যাণ্ড হিসেবে পতিত আছে কিনা ?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ধর্মনগর মহকুমা শাসকের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রকাশ পায় যে ধর্মনগরে ১৮১·১৬ একর গোচারণ ভূমি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি, এই জায়গাতে হাজার হাজার বাংলাদেশের শরণার্থী থাকার ফলে জংগল ইত্যাদি পরিষ্কার করে আবাদযোগ্য হয়েছে?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— কিছু কিছু লোক সেখানে দখল করে আছে, এখানে কম্পোজিট লাইফ ষ্টক ফার্ম করার কথা ছিল, কিন্তু গ্রামবাসীদের ডিসপিউট থাকার সেটাকে রূপ দেওয়া যায়নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে হিসেব আছে কি, ধর্মনগর এক্স-সার্ভিসম্যান কত পুনর্বাসন পেয়েছে এবং কত পুনর্বাসনের জন্য অপেক্ষা করছেন?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নাম্বারটা আমার ঠিক জানা নেই। তবে এই পর্যান্ত বলা যায়, তাদের অলটারনেটিভ জায়গা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেখানে তারা যেতে চাননা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি একথা স্বীকার করবেন যে শুধু ধর্মনগরে নয়, প্রায় প্রত্যেক সাবডিভিশানেই এই এক্স-সার্ভিসম্যানদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের কোনরকম পুনর্বসতি এই গত দুই বছরের মধ্যে হয়নি?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অন্ততঃ আমাদের হিসেব অনুযায়ী 1৮৪ জনকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি, এক্স-সার্ভিসম্যান এসোসিয়েশান থেকে যে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে যে জায়গার কথা বলা হয়েছে, সেখানে রেভিনিউ ইন্সপেক্টার গিয়ে ইন্সপেকশান করে লিখেছেন যে এটা পুনর্বাসনের উপযোগী জমি?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এই জায়গাটা সম্পর্কে অনেকগুলি ডিসপিউট আছে এবং প্রাক্তন সৈনিকদের বিষয়টা বিবেচনাধীন উপযোগী আছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে এক্স সার্ভিসম্যানদের ধর্মনগরে জায়গা দেওয়া হয়েছিল, সেখানে তারা যায় নাই, কোথায় সেই জায়গাটা নাম বলবেন কি?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার যতটুকু মনে পড়ছে সেটা খেদাছড়ায়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি এক্স-সার্ভিসম্যান উপজাতি না অ উপজাতি?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক্স-সার্ভিসম্যানদের উপজাতি, অ-উপজাতি হিসেব করে দেখা হয় না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি স্বীকার করবেন, খেদাছড়া বাংলাদেশ সীমান্তে একটা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা এবং এখানে এক্স-সার্ভিসম্যানদের পুনর্বাসনের কথা কল্পনাও করা যায় না ?

মিঃ স্পীকার :—অনায়্যাবল মেম্বার, ইট ইজ এ কোয়েশ্চান অব অপিনিয়ন।

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাহলে সীমান্ত এলাকা বলে সব এলাকা ছেড়েই লোক চলে আসতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন, যে ঐ এলাকায় বহু উপজাতি ভূমিহীন জুমিয়ার পুনর্বাসন দেওয়া যায়, তা না দিয়ে ধর্মনগর থেকে এক্স সার্ভিসম্যান-দের দেওয়া হচ্ছে কেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সব দিকে বিবেচনা করে সেটা ঠিক করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি, উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা ভাঙবার উদ্দেশ্য নিয়েই ধর্মনগর থেকে অ-উপজাতিদের নিয়ে পুনর্বসতি দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রী এস এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা কাল্পনিক সাজেশান।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়।

শ্রীনরেশচন্দ্র রায় :—৮৮৬।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৮৬।

প্রশ্ন

১) আগরতলা হইতে সেকেরকোট পর্যন্ত ১৯৭৪ ইং মধ্যে টাউনবাস সার্ভিস দেওয়ার কোন পারকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১) প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাসগাড়ী পাওয়া গেলে আগরতলা হইতে সেকেরকোট পর্যন্ত টাউনবাস সার্ভিস চালু করা হবে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জানেন কি যে কয়েক বছর আগে সেখানকার জনসাধারণ সরকারের নিকট একটা আবেদন করেছিল সেখানে বাস সার্ভিস চালু করার জন্য, তার ফলাফল কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাব আমি দিয়েছি।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে তিনি বলেছেন প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাস পাওয়া গেলে, সেটা আমরা কবে নাগাদ পাব ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা নির্ভর করে ফ্যাক্টরীর উপর।

শ্রীতাপস দে :—নর্থ ডিষ্ট্রিক্টে যে টি, আর, টি, সি বাস চলার আগে যে প্রাইভেট বাসগুলি চলাচল করত সেগুলি কি এখন টাউনবাস হিসাবে কাজে লাগানো যাবে না ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নর্থ ডিষ্ট্রিক্টের যে বাসগুলি ছিল সেগুলি সাউথে চলে এসেছে এবং তাদের যে টাইম বা যে ধরনের ট্রিপ দেওয়া হচ্ছে তাতে টাউন বাস দেওয়ার মত প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাস নাই।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে সেকেরকোটে টাউনবাস দেওয়ার জন্য গত সেসনেও কথা হয়েছিল। এ সম্পর্কে তিনি বাস মালিকদের সংগে কি আলোচনা করেছেন ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :—বাস মালিকদের কাছ থেকে বাসের পারমিটের জন্য আবেদন পত্র আহ্বান করা হয়েছে।

শ্রীতাপস দে—আমতলী পর্য্যন্ত যে টাউন বাস সার্ভিসটা চালু আছে সেটা সেকেরকোট পর্য্যন্ত দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা টাইমিং এর দরকার। যে টাইমিং আছে তাতে টাইমিং এর অসুবিধা হয়ে যাবে বলে সেটা সম্ভব নয়।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি আর কত সংখ্যক গাড়ী হলে পর সেকেরকোট পর্য্যন্ত গাড়ী দেওয়া যেতে পারে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—বাসের নাম্বার বাড়ালেই সেটা সম্ভব হতে পারে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে নুতন রুটের পারমিটের জন্য কত দরখাস্ত সরকারের কাছে আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সংখ্যাটা আমার কাছে এখন নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে তাদের বাসের পারমিট দেওয়া হচ্ছে না কেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—পারমিট দেওয়া হচ্ছে না ঠিক নয়। তাদের আবেদন করতে বলা হয়েছে। আবেদন করলেই সেটা দেখা হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে আবেদন করেছে। কত সংখ্যক আবেদন করেছে তিনি সেটা বলতে পারেন না। যদি একটাও আবেদন করে থাকে তাহলে সেটা ডিসপোজাল করা হচ্ছে না কেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আবেদন আহ্বান করা হয়েছে বলা হয়েছে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—দূরত্বের দিক দিয়ে আগরতলা থেকে নরসিংগড় এবং আগরতলা থেকে মোহনপুর যতটুকু দূর আগরতলা থেকে সেকেরকোটও ততটুকু দূর বা আরও কম হবে এবং আগরতলা থেকে আমতলী পর্য্যন্ত একই সংখ্যা দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং আমি বুঝি না যে আগরতলা থেকে সেকেরকোট পর্য্যন্ত কেন যে আগরতলা থেকে সেকেরকোট পর্য্যন্ত বাস সার্ভিস একস্টেনশান করা যাচ্ছে না। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটু তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আগরতলা থেকে আমতলী যে সার্ভিসটা যায় তার দূরত্ব যদি আরও বাড়ানো যায় তাহলে যে টাইমিংটা আছে তাতে গোলমাল হয়ে যাবে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—এই টাইমকে মেনটেন করে একই সংখ্যার বাস আগরতলা থেকে মোহনপুর পর্য্যন্ত চলতে পারে। তাহলে আগরতলা থেকে কি একই সংখ্যার বাস সেকেরকোট পর্য্যন্ত চলতে পারে না ? এতে টাইমিং এর কি গোলমাল হতে পারে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এখন পর্য্যন্ত যে সিষ্টেম রয়েছে সেই সিষ্টেমে টাইমিং এর গণ্ডগোল হয়ে যেতে পারে। সে জন্য আগরতলা থেকে সেকেরকোট পর্য্যন্ত বাড়ানো যাচ্ছে না। যদি সম্ভব হয় তাহলে বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

সুশীল রঞ্জন সাহা :—এটা কি সত্য যে বাসের মালিকগণের স্বার্থ জড়িত আছে বলেই নুতন বাসের পারমিট দেওয়া হচ্ছে না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কার স্বার্থ জড়িত আছে জানি না। তবে চেসিসের অভাবের জন্যই বাস বাড়ানো যাচ্ছে না, সরকারেরও চেসিসের অভাব রয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সেকেরকোট থেকে একজন লোকের আগরতলা আসতে এখন কত পয়সা লাগে এবং টাউন বাসের হিসাব মতন কত পয়সা লাগে এবং তার ডিফারেন্স কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাসের সংখ্যা ঐ লাইনে যা আছে তা আমি দিচ্ছি।

আগরতলা—বিশালগড়	গাড়ীর সংখ্যা—২০টি
আগরতলা — উদয়পুর	,, ,, —১৬টি
আগরতলা—সোনামুড়া	,, ,, —১৬টি
আগরতলা—সাব্রুম	,, ,, —৪০টি
আগরতলা —বিলোনীয়া	,, ,, —৪০টি

আর আগরতলা—বিশালগড়ের ভাড়া ৬৫ পয়সা এবং আগরতলা—সেকেরকোট ৫০ পয়সা।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ৪০টি গাড়ীতে সেকের-কোটের পেসেঞ্জারদের আসা যাওয়ার ব্যবস্থা আছে কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— সেখানে বাস থামাবার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে অধিকাংশ যাত্রীকে সেকের কোট থেকে আগরতলায় জীপে আসা-যাওয়া করতে হয় এবং সেজন্য তাদেরকে কম পক্ষে ১·৫০ পয়সা ভাড়া দিতে হয় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এটা আমার জানা নাই।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :-- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি যে যাবার সময় এবং আসবার সময় কোন সময়েই যাত্রীরা বসে আসা-যাওয়া করতে পারেন না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এই সম্পর্কে তদন্ত করার কোন কিছু নাই, যেহেতু যাত্রীদের মধ্যে কেউ বসে আসতে পারেন আবার কেউ দাঁড়িয়ে আসতে পারেন।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে আগরতলা থেকে বিশাল-গড়ের যে ভাড়া, আগরতলা থেকে সেকেরকোট যেতে হলেও যাত্রীদের সেই ভাড়াই দিতে হচ্ছে, অথচ আগরতলা থেকে বিশালগড়ের যে ডিষ্টেন্স আগরতলা থেকে সেকেরকোটের ডিষ্টেন্স অনেক কম ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— কিন্তু আমার কাছে যে তথ্য আছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে ডিষ্টেন্সের ডিফারেন্স আছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আগরতলা থেকে বিশালগড়ের বাস ভাড়া হচ্ছে ৬৫ পয়সা, কিন্তু কত বছর আগে এই ৬৫ পয়সা বাস ভাড়াটা ছিল, তা জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আমারতো সরকারী হিসাবটাই জানা আছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে বর্দ্ধিত ভাড়াটা নেওয়া হচ্ছে তার জন্য সরকার থেকে কোন অনুমোদন নেওয়া হয়েছে কিনা বা সরকারী অনুমোদন নিয়ে ভাড়াটা বাড়ানো হয়েছে কিনা অথবা তার জন্য সরকারের কাছে কোন আবেদন করেছিল কিনা, আমাদেরকে জানাবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এই সম্পর্কে তারা একটা আবেদন করেছিল। কিন্তু সেটা বিবেচনা করা হয় নি। কাজেই আগের ভাড়াটাই চলছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খোঁজ নিয়ে দেখবেন কি যে আগরতলা থেকে বিশালগড় পর্যন্ত ট্যাক্সি ভাড়া নেওয়া হয় ২ টাকা আর জীপ ভাড়া নেওয়া হয় ১॥ টাকা অর্থাৎ যার কাছ থেকে যেমন নেওয়া যায়, তেমনই নেওয়া হচ্ছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আমি যেটুকু বলতে পারি, সেটা হচ্ছে বাস-ওয়ালারা আবেদন করেছেন ভাড়া বাড়াবার জন্য, কিন্তু এখন পর্যান্ত সেটা কন্সিডার করা হয় নি। কাজেই আমাদের হিসাব মতো আগের ভাড়াই চলছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি ইনকোয়েরী করা দেখা যায় যে সরকারী অনুমোদন ছাড়াই বাস মালিকেরা যাত্রীদের কাছ থেকে বেশী হারে ভাড়া আদায় করছেন, তাহলে সরকারের প্রচলিত যে আইন আছে, সেই আইন এর দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এই ধরণের কোন অভিযোগ আমাদের নোটিশে এলে পরেই আমরা সেটা দেখতে পারি।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ত্রিপুরাতে মোট কয়টা বাস সিণ্ডিকেট আছে, যারা বাসের ভাড়া বাড়াতে বলেছেন, না কি একটা সিণ্ডিকেটই আছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যত জায়গায় যত গাড়ী আছে, প্রত্যেক জায়গাতেই একটা করে সিণ্ডিকেট আছে। মফঃস্বলেও আছে—যাকে এ্যাসোসিয়েশান বলা হয়ে থাকে এবং তারা সবাই বাসের ভাড়া বাড়াবার জন্য বলেছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি দয়া করে একবার আগরতলা-বিশালগড় সার্ভিসের বাসে চড়ে দেখবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রটেক্শনের দায়িত্বটা যদি মাননীয় সদস্য নেন, তাহলে আমার কোন আপত্তি নাই।

শ্রীতাপস দে :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮১৫ (শ্রীমধুসূদন দাস)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮১৫, স্যার।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকারের অধীনে চাকুরীরত কতজন কর্মচারীর বিরুদ্ধে সি, বি, আই এর তদন্ত চলিতেছে?

২) ১৯৭১-৭২ সালে যে তদন্ত চলিতেছিল, তার কোন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে কি?

৩) যদি প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবে উক্ত রিপোর্ট ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা কত এবং তাদের কি কি শাস্তি দেওয়া হইয়াছে?

উত্তর

১) আমাদের রেকর্ড মতে ৪ জনের বিরুদ্ধে সি, বি, আই-এর তদন্ত চলিতেছে।

২) জনস্বার্থের খাতিরে কোন রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় না। তবে ১৩ জনের সম্পর্কে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে।

৩) ১৩ জনের সম্পর্কে যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে ১ম শ্রেণীর ১ জন, ২য়, শ্রেণীর ৪ জন এবং ৩য় শ্রেণীর ৮ জন। ১৩ জনের যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে ৫জন কোর্টে বিচারাধীন আছে, ৬ জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে আর ২ জনকে বিভাগীয় তদন্ত চলার পর সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীতাপস দে:—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে ৪ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত চলিতেছে, তাদের নাম কি কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু সি, বি, আই-এর রিপোর্ট প্রকাশিত হয় না, কাজেই তাদের নাম এখানে বলা যাবে না।

শ্রীতাপস দে:— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি কোন্ কোন্ পদের কত জন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন্ ডিপার্টমেন্টের এটা আমি পরে দিতে পারি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি:— স্যার, যে ৪ জন অফিসারের বিরুদ্ধে সি, বি, আই-এর তদন্ত চলছে, তারা কি কি পদে আছেন, এটাই আমরা জানতে চাইছি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:— এটাও আমি পরে দেব।

শ্রীতাপস দে:— এই পরেটা কবে, মাননীয় মন্ত্রী মশাই দয়া করে জানাবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:— আর একবার নোটিশ দিলে পর।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি:— কেন, স্যার উনি বলেছেন যে ৪ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে। তাদের নাম বলতে হয়তো উনার অসুবিধা কিন্তু তারা কে কোন্ পদে কাজ করছেন, সেটা তো বলতে পারেন, যেহেতু উনি ঐ ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু নাম প্রকাশ করা সম্ভব নয়, সেহেতু সমস্তটাই গোপনীয় রয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী:— স্যার, তিনি একটু আগে বলেছেন যে পরে দেওয়া হবে, আর এখন বলেছেন যে দেওয়া হবে না। এর মধ্যে পরে দেওয়া হবে সত্যি, না পরে দেওয়া হবে না সত্যি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:— স্যার, আমি ডিপার্টমেন্টের নাম পরে দেব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী:— পদের নাম আপনি দিবেন, বলেছিলেন? মাননীয় মন্ত্রী মশাই

জানাবেন কি যে সি, বি, আই-এর ইনভেষ্টিগেশন সম্বন্ধে স্টেট গভর্ণমেন্ট তাদেরকে কোন এ্যাডভাইস করেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সি, বি, আই-এর ব্যাপার। সি, বি, আই যখন ইনকোয়ারী করেন, তখন তারা স্বাধীন ভাবেই করে থাকেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এই সি, বি, আই ইনভেষ্টিগেশান সম্পর্কে ষ্টেট গভর্ণমেন্ট থেকে কোন এ্যাডভাইস করা হয় কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সি, বি, আইর ব্যাপার, সি, বি, আই ইনকোয়ারী স্বাধীনভাবেই তারা করে থাকেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি কোন কোন কেইস সম্পর্কে ষ্টেট গভর্ণমেন্ট সি, বি. আইকে কোন চিঠি লিখেছেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি সি, বি. আই গভর্ণমেন্টের কাছে কোন ইনফরমেশান জানতে চান তাহলে জানান হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আমিতো সেই কথা বলছি না। যে ক'টা কেইস সম্পর্কে এখানে তোলা হয়েছে কি লিখেছেন তা আমি জানতে চাইছি না, যে সমস্ত কেইস সি, বি, আই, ইনভেষ্টিগেশান করছে সেগুলি সম্পর্কে সি, বি. আই'র রিকোয়েষ্টে হউক বা ষ্টেট গভর্ণমেন্ট অন হিজ ওন কোন চিঠি লিখেছেন কি না—সেটি আমি জানতে চাইছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকম কোন ঘটনা আমার জানা নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি স্বীকার করবেন কোন কোন কেইস যাতে ড্রপট হয় সেজন্য স্টেট গভর্ণমেন্ট সি, বি, আইকে রিকোয়েস্ট করেছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন কোন কেইস তদন্ত করার জন্য আমরা চিঠি দিতে পারি যে অমুক অমুক কেইস আমাদের সন্দেহ হচ্ছে। তারপর সি, বি, আই'র তদন্ত আরম্ভ হয় তখন আমাদের সংগে আর কোন যোগাযোগ থাকে না। তারা স্বাধীন ভাবেই করে থাকেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— তদন্ত করার কথা বলছি না, তদন্ত না করার জন্য লিখা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মশাই এটা অস্বীকার করছেন কি না যে তদন্ত না করে ড্রপট যাতে হয় সেজন্য সি, বি, আইকে লিখা হয়েছে এই কথা মাননীয় মন্ত্রী অস্বীকার করতে পারবেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সি, বি, আইর কাছে পাঠানোর পর এই ধরনের ঘটনা ঘটে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আমি আবারও বলছি আমার কোয়েশ্চানের রিপ্লাই ক্যাটিগরী-ক্যাল বলা হচ্ছে না। পাঠানোর পরে নয় আগেও নয়। কোন কোন কেইস সম্পর্কে ইনভেষ্টিগেশান যাতে ড্রপট হয় সে জন্য কোন চিঠি লিখা হয় নাই, মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই কথাই কি বলতে চান ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ধরনের ঘটনা আমার জানা নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, যে ৪ জনের কথা যে পোষ্টগুলির কথা উনি বলছেন এখানে। যে ৪ জন অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্ত করবে সি, বি. আই, তারা কি পোষ্টে আছে সেটি আমি জানতে চেয়েছিলাম। তিনি একবার বলছিলেন পরে দেবেন আর আবার বলছেন যে দেওয়া যাবে না, এখন কি উনি এগুলি দেবেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি দেখা যায় যে পোস্টগুলি লোকেট করার সংগে সংগে নামটা প্রকাশ হয়ে যাবে, তাহলে সেক্ষেত্রে নাও দেওয়া হতে পারে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী — স্যার, আমি আবারও বলছি উনি একবার বলছেন পরে দেবেন। আমার মনে হয় মিনিস্টার যে কোন জবাব দিতে আসেন তখন নিশ্চিতভাবে সব কিছু জেনেই আসেন। তবে এখন এই কথা বলছেন যে পোস্টগুলি প্রকাশ হলে নামগুলিও প্রকাশ হয়ে পরবে। এর অর্থ কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দুঃখিত যে আমি মেম্বারদের আমার কথাটা ঠিকমত বুঝাতে পারি নাই। আমার কথা ছিল পরে যেটি দেব সেটি ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— না, আমি ডিপার্টমেন্টের কথা জানতে চাই নাই। মাননীয় মন্ত্রী নিজে সেটি ব্লাণ্টার করছেন। তিনি ডিপার্টমেন্টের নাম বলবেন—আমরা কি জানি না তারা কারা কারা? আমরা কি জানি না? কিন্তু কিসের জনস্বার্থে—যারা দুর্নীতিপরায়ণ তাদের নাম প্রকাশ করলে কি ক্ষতি হবে? যাদের বিরোদ্ধে কোর্টে কেইস গিয়েছে সেই ৪ জনের নাম তারা কারা? (ইন্টারাপশান)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এটা ওপেন, কাজেই এই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমি জানতে চাই—আমি একজন এম, এল, এ হিসাবে জানতে চাই (ইন্টারাপশান) আমি এখানেই চাই যাদের বিরুদ্ধে কেইস আছে তাদের নাম জানতে চাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোর্টে যে মুহূর্তে গিয়েছে, যে মুহূর্তে কোর্টের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তখন সেটা ওপেন, সেটা যে কোন লোক জানতে পারে। (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, এই হাউসে আমি জানতে চাই। এটা কি উনি সাধারণ ঘটনা বলতে চান, স্যার, এটা হয় না, এটা হয় না, (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— অনেক জিনিষ আমরা বাইরে থেকে জানতে পারি। দিস ইজ নট দি পয়েন্ট হাউস ডিমাণ্ড করেছে আপনি যদি পারেন তাহলে দেবেন নতুবা বলুন যে দেব না। স্যার, উনি একথা বলতে পারেন না যে আমরা বাইরে থেকে জানতে পারি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে মেম্বাররা আগের থেকে জানতে পারতেন যে আমরা এই জিনিষটা এনেছি, এই এই জিনিষ আমরা জানতে চাই এটা সত্যি কি না, এই রকম প্রশ্ন করতে পারতেন, এই কথাটা বললে আমি বলতে পারতাম। কিন্তু এটা ওপেন আছে। যেটা পাবলিকলী চলছে সেখানে এই ধরনের প্রশ্ন না আসলেই ভাল হত।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :-- না না না—মাননীয় মন্ত্রী এই কথা বলতে পারেন না। আমার প্রশ্ন মাননীয় স্পীকার ডিসএলাউ করেননি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে কোর্টে মামলা গিয়েছে ৪ জনের বিরুদ্ধে সেই ৪ জন কারা কারা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই সম্পর্কে যা বলেছি এর বেশী আমি বলতে পারছি না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :-- তার অর্থ হচ্ছে আপনি বলছেন যে আপনি বলবেন না।

Mr. Speaker :— Hon'ble Member, you cannot force him to give reply.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— না, উনি বলছেন যে কোর্টে রয়েছে – তাহলে আমি বুঝতে পারছি সেটি কোর্টেও যায় নাই, এটাও জনসাধারণের জন্য চাপা থাকছে। কোর্টে গেলে নাম বলতে অসুবিধা কি? উনিতো এ কথা বলতে পারেন না আপনারা কোর্টে গিয়ে জেনে আসুন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে মুহূর্ত্তে এই এসেম্বলীতে দাঁড়িয়ে আমি বলেছি যে কোর্টে গিয়েছে সেই মুহূর্তে ধরে নিতে হবে যে সেটি কোর্টে গিয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমার নাম জানার অধিকার আছে সেই অধিকার মতেই আমি জানতে চাইছি তারা কারা কারা।

Mr. Speaker :— According to Rule 41. clause 7--it shall not require information setforth in accessible documents or in ordinary works of reference...

Shri Kalipada Banerjee :— Sir, এটাতো এডমিট করার ব্যাপারে। আপনি যে রুলটা কোট করেছেন সেটাতো এডমিট করার ব্যাপারে (ইন্টারাপশান) আপনার কাছে আমি যদি কোন কোয়েশ্চান করি (ইন্টারাপশান) স্যার, এটা হয় না, এটা হয় না, এটা হয় না…

মিঃ স্পীকার :— আপনিতো আপনার কথাই বলে যাচ্ছেন। আপনিতো আমার কথা শুনছেন না (ইন্টারাপশান) উনি যা বলছেন—রুল হচ্ছে যদি একসেসিবল ডকোমেন্ট থেকে যেটি জানা যায় অথবা ইন অর্ডিনারী ওয়ার্কস অব রেফারেন্স থেকে যদি জানা যায়—তার উত্তরেই আমার মনে হয় মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন it is open to accessible documents…

Shri Kalipada Banerjee :— Sir, এটা কি বিধান সভা ? এটা কি ? এটা বিধান সভা কি না—বিধান সভায় মাননীয় মন্ত্রীকে বলতে হবে। মন্ত্রী কোন ডিসিশান দিতে পারেন না—কোর্টে যাও। মন্ত্রী একথা বলতে পারেন না, তোমরা কোর্টে যাও, সেখানে গিয়ে নাম দেখে আস...

মিঃ স্পীকার :— আপনার কথা রিসাউণ্ড হয়ে আমার কানে এসে লাগছে, আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, যে রুলটা আপনি কোট করলেন—উটাকে কোয়েশ্চান করছি না। যেটা ইজিলি আমরা পেতে পারি সেটি এই হাউসে আনা উচিত নয়। হাট ইজ একসেসিবল—এটা রুলে আছে। কিন্তু যেহেতু একটা কোয়েশ্চান আপনি এডমিট করেছেন সেজন্য আমাদের বক্তব্য। আপনি যদি বলতেন যে ইট ইজ নট এডমিসিবল তাহলে আমরা কেউ বলতাম না। আপনি এডমিট করেছেন ..

মিঃ স্পীকার :— হাট ইজ পয়েন্ট অব কোয়েশ্চান...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— একজেক্টলি—যেহেতু আপনি এডমিট করেছেন সেজন্য মন্ত্রী মহাশয়কে হয় বলতে হবে নতুবা একটা কারণ দেখাতে হবে যে আমি এই কারণে বলতে পারব না অথবা সময় নিতে হবে। তিনি কোন কারণও দেখাবেন না, সময়ও নেবেন না, বলবেনও না—আমারতো মনে হয় অনারেবল চেয়ারকে তিনি স্বীকার করছেন না। একটা এডমিটেড কোয়েশ্চান—আপনি যেটি বলছেন সেটি কোয়েশ্চানের এডমিসিবিলিটি সম্পর্কে সেটি আমরা বুঝি, সেটি রুলসে আছে। কিন্তু once a question as admitted. Hon'ble Minister must give some reason why he is not willing to answer.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় বিরোধী নেতার সংগে আমার একটু মতভেদের কারণ ঘটেছে। এডমিসিবিলিটি আর ডকোমেণ্টস একসেসিবিলিটি—এডমিট হতে পারে একটা কোয়েশ্চান আসতে পারে। কিন্তু এমন একটা ডকুমেন্টারী আসতে পারে যেটা ওপেন আছে—একসিসিবল টু অল সেটা না বললেও চলে। (ইন্টারাপশান)

Mr. Speaker : -I will request Hon'ble Member Tarit Mohan Das Gupta to sum up his supplementary···

Shri Tarit Mohan Dasgupta :— It is not a question of sum up. accessible documents হলেও যে তিনি বলতে পারবেন না সেটি কোন পয়েন্ট নয়। তিনি যদি মনে করেন যে পাবলিক ইন্টারেষ্টে আমি এই এই পয়েন্টস দেব না then he has got every right to say এটা public interestএ আমি জানাতে পারছি না। এবং সেখানে মন্ত্রীর সেই প্রিভিলেজ আছে। পাবলিক ইন্টারেষ্টে তিনি না জানাতেও পারেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোর্টে যে মুহূর্তে গিয়েছে সেটি পাবলিক ইন্টারেষ্টে কোর্টে দেওয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এ হয় না স্যার। আমার বক্তব্য হচ্ছে—আমরা এখানে বিধান সভায় দাঁড়িয়ে কথা বলছি। আমরা জানতে চাই মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ৪ জনের বিরুদ্ধে কোর্টে কেইস গিয়েছে সেই ৪ জন কারা। এটা না বললে কি করে হবে? তাহলে মুখ্যমন্ত্রী যদি বলেন যে আমি কোন কথাই বলব না তাহলে আমার বলার কিছু নাই। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব এই বিষয়ে এডামেন্ট না হয়ে নামগুলি বলবেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করেছি। আমার দিক থেকে যা বলার ছিল তা বলেছি। তাতেও যখন মাননীয় সদস্যেরা পীড়াপীড়ি করছেন জানানোর জন্য যেটা উনারা অন্য ভাবেও পেতে পারেন—আমি নামগুলি পড়ছি :— (১) শ্রীবীর হরি .দ (২) শ্রীদীনেশ চন্দ্র চক্রবর্তী (৩) শ্রীঋষিকেশ সরকার (৪) শ্রীসুকুমার পাল (৫) শ্রী ব্রজেন্দ্র চক্রবর্তী...

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে এ ৪ জনের বিরুদ্ধে কোন্ সময়েতে তদন্ত সুরু হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যার কেস সুরু হয়ে গেছে কবে তদন্ত হয়েছিল না হয়েছিল এই সম্পর্কে প্রশ্ন আসে না।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৮২৮ এ টি রেসটেড।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৮২৮।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন গাঁও সভার গাঁও প্রধান এবং সদস্যদের বেতন ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

২) যদি থাকিয়া থাকে তবে কবে পর্যন্ত দেওয়া হইবে?

৩) যদি না থাকিয়া থাকে তবে তাহার কারণ কি?

উত্তর

১) গাঁও সভার প্রধান এবং সদস্যদের সরকার হইতে বেতন ভাতা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা নেই।

২) প্রশ্ন আসে না।

৩) ত্রিপুরার প্রচলিত পঞ্চায়েত আইনে গাঁও প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যদের ভাতা দেওয়ার কোন বিধান নাই।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে এই যে গাঁওসভার প্রধানরা বিভিন্ন মিটিংএ অ্যাটেণ্ড করার জন্য আসেন, উনারা ডেইলি অ্যালাউন্স কত পান বা এই-যে আসা যাওয়া বাবদ কত পান।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বি. ডি, সির মিটিং অ্যাটেণ্ড করার জন্য তাদের আসা যাওয়ার যে ভাড়া সেইটা সাধারণতঃ দেওয়া হয়ে থাকে একটা ফ্ল্যাট রেটে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে সাধারণতঃ কথাটা বলছেন এই সাধারণতঃ কত ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে প্রশ্ন হয়েছিল যে গাঁও প্রধানদের এবং সদস্যদের ভাতা সম্পর্কে। গাঁও সভার সদস্যরা যখন বি. ডি. সির মিটিংএ অ্যাটেণ্ড করেন তখন এটা কমুনিটি ডেভেলাপমেণ্ট ব্লকে এইটা আসে সুতরাং প্রশ্নটা এই যে পার্লিমেণ্টারীগুলি এইগুলি এই ডিপার্টমেণ্টের আওতায় সাধারণতঃ আসে না এই জন্য এইটা এখানে নেই।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মাননীয় মন্ত্রী মশাই যেখানে বলেছেন আসা যাওয়ার যে খরচ লাগে সেইটা দেওয়া হয়, তিনি সেখানে এতটুকু বলতে পেরেছেন, আমি শুধু অ্যামাউণ্টটা জানতে চাই কত করে দেওয়া হয় ?

শ্রীশৈলেশচন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা সঠিক আমি বলতে পারবো না তবে দেওয়া হয়ে থাকে এবং একটা ফ্ল্যাট রেটে। মাইল থেকে হিসাব করে যেটা দেওয়া হয় সেইটা নয়।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমি জানি তাদেরকে ৫ টাকা করে দেওয়া হয়, সেই ৫ টাকা দিয়ে একটা লোকের আসা যাওয়া এবং খাওয়া খরচ হয় কি না এই সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সরকারের দৃষ্টি, কারণ তাদের হোটেলে থাকতে হয়, কাজেই তাদের হয় কিনা এইটা বিবেচনা করে দেখবেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই টাকাটা যেহেতু কমুনিটি ডেভেলাপমেণ্ট থেকে দেওয়া হয়, এই দপ্তরের কাছে অনুরোধটা করলে মনে হয় ভাল হয়।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— পার্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে গাঁও প্রধানরা তাদের দায়িত্ব পুরাপুরি পালন করার জন্য তাদের ভাতা এবং বেতন দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রয়োজনটা হচ্ছে লিজেসলেটিভের কথা সুতরাং এইখানে এইভাবে জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রীমধুসূদন দাস :— পার্লিমেণ্টারী স্যার, গাঁও প্রধানদের ভাতা এবং বেতন না দেওয়ার জন্য এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ ঠিক ঠিকভাবে হচ্ছে না এই সম্পর্কে মন্ত্রী মশায়ের মতামত কি ?

মিঃ স্পীকার :— এইটা কোয়েশ্চনে নেই, আপনি বসুন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— পার্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় উপমন্ত্রী বলেছেন যে এই কমুনিটি ডেভেলাপমেণ্ট থেকে তাদেরকে দেওয়া হয় যাতায়াতের খরচটা, এখানে পঞ্চায়েত দপ্তর এইটা সম্পর্কে তাদের অভিমত কি এবং কমুনিটি ডেভেলাপমেণ্ট দপ্তরকে বলবেন কি যে পঞ্চায়েত প্রধানরা যখন ব্লকে যায় তাদেরকে কিছু ভাড়া বাড়ি দেওয়ার জন্য ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যখন পঞ্চায়েত প্রধানরা কমুনিটি ডেভেলাপমেণ্টের মধ্যে ব্লকে ডেভেলাপমেণ্ট কমুনিটির মেম্বার সুতরাং তাদের ভাতা সম্পর্কে এই ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট কমুনিটিতে তারা নিজেরা সেই কথাটা বলতে পারেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— না, না, পঞ্চায়েত দপ্তরের কি এতে কোন দায়দায়িত্ব নেই পঞ্চায়েত দপ্তর যাদেরকে রেশন দেয়, প্রধানদেরকে রেশন দেয়, সেখানে পঞ্চায়েত দপ্তরের কোন দায়দায়িত্ব নেই, অন্যের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে সব কিছু হয়, নাকি মাননীয় মন্ত্রী মশায় কি এইটা বলতে চান ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে যেহেতু ওরা নিজেরা পঞ্চায়েত প্রধানরা ব্লক কমুউনিটির মেম্বার এবং এই ব্লক ডেভেলাপমেণ্টের কমিটি যেহেতু এইগুলি নির্দ্ধারণ করেন কাজেই তারা নিজেরাই তো একটা নির্দ্ধারণ করে নিতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে এই যে ১৯৭৪-৭৫ সনের বাজেট, পঞ্চায়েতের বাজেট, পঞ্চায়েত প্রধানদের জন্য ২৫ টাকা ফ্ল্যাটরেটে এই যাতায়াতের খরচের বরাদ্দ আছে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— যেহেতু এইটা এখন পর্য্যন্ত প্যাসেশন হয় নাই এই বাজেটটা করা হয় নাই সুতরাং আমি এই সম্পর্কে কিছু বলতে পারবো না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— বরাদ্দ আছে কি না সেইটা আমি জানতে চাচ্ছি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— সেইটা বাজেটে প্রভিশন ধরা হয়েছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে যেসব গাঁও প্রধানরা ট্রেনিংএ গিয়েছিলেন তাদেরকে কত করে টি, এ. দেওয়া হচ্ছে ?

মিঃ স্পীকার :— দিস সুড বি এ সেপারেট কোয়েশ্চন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশায় বলেছেন যে বাজেটে ১৯৭৪-৭৫ সালের জন্য একটা টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ২৫ টাকা মাসে। মাননীয় মন্ত্রী মশায় স্বীকার করবেন কি যে এর জন্য পঞ্চায়েত প্রধান বিভিন্ন এলাকা থেকে এই মিটিংএ আসবেন এবং তার যে অন্যান্য সদস্যরা বলেছেন বিভিন্ন খরচ টাউনে, হোটেলে থাকা খাওয়া ইত্যাদির জন্য তাতে ২৫ টাকায় তাদের চলতে পারে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা দূরত্ব এবং দিনের উপর নির্ভর করে, এখন জিরানীয়া ব্লকের হেডকোয়ার্টারে যে প্রধান আছেন বংকিমনগর ওর যাওয়ার ব্যাপারে সেখানে থাকা খাওয়ার এই প্রশ্ন আসে না। সুতরাং যারা যতখানি দূর থেকে আসবেন তার উপর সব তৈরি করবে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— এইখানে যেটা প্রভিশন আছে বলেছেন মাননীয় উপমন্ত্রী মশায় ২৫ টাকা করে যেটা রাখা হয়েছে বাজেটে সেইটা বাইরের কথা কিন্তু এইটা কি ভাতা, না অন্য কিছু, এইটা অ্যালাউন্স কি না, ডেইলি অ্যালাউন্স কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এতদিন পর্য্যন্ত পঞ্চায়েত প্রধানদেরকে প্রতি মাসে ১৫ টাকা কনটিনজেনসি থেকে দেওয়া হয়েছে সেইটা এখন ২৫ টাকা করে আলাদা করে দেওয়া হয়।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— ওয়ান সাপ্লিমেণ্টারী প্লীজ, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে আগে যে ১৫ টাকা করে দেওয়া হতো সেইটা কাগজে কলমের বা তাদের অফিসের খরচের জন্য দেওয়া হতো। এখানে যে ২৫ টাকা করে দেওয়া হবে এইটা কি তাদের নিজস্ব ব্যয়ের জন্য না তারা যে অফিস চালাবে সেই অফিসের কাগজ পত্রের খরচের জন্য দেওয়া হবে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কথাটা তা নয়, ১৫ টাকা হচ্ছে কনটিনজেনসির টাকার জন্য আর ২৫ টাকা যেটা সেইটা কনভেয়্যানস ইত্যাদির আদার চার্জের জন্য। এইটা কোন অ্যালাউন্স নয়, তাদের ভাতাও নয়।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :— মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে যারা না কি ট্রেনিং এর জন্য গাঁও প্রধানরা আগরতলায় আসিয়া ট্রেনিং দিল তাদের মধ্যে জিরানীয়া ব্লকের জন্য ২৫ আবার কাঞ্চনপুর সাব্রুমের জন্যও ২৫ টাকা এইটা কি রকম আইনে আছে আমাকে জানাও।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইটার আলাদাভাবে টাকা দেওয়া হয়, যাতায়াত এবং থাকার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— আই থিংক্ ফিনিসড আওয়ার কোয়েশ্চন টু-ডে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার যে সমস্ত প্রশ্ন ছিল তার ভিতরে গত তিন চার দিনের মধ্যে আমি প্রায় ৪০টির মত প্রশ্ন ফেরত পেয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— একটু অপেক্ষা করুন দেয়ার ইজ অ্যানাদার কোয়েশ্চন. বলুন ১/২ মিনিট সময় আছে।

শ্রীমধুসূদন দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৮২৪।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় স্পীকার স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চন নং ৮২৪

প্রশ্ন	উত্তর
১) যোগেন্দ্র নগর কো-অপারেটিভ সোসাইটি সরকার থেকে কোন ঋণ গ্রহণ করিয়াছে কি ?	১) যোগেন্দ্রনগর কো-অপারেটিভ সোসাইটি নামে কোন সমবায় সমিতি নাই। তবে যোগেন্দ্রনগর সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ নামে একটি সমবায় সমিতি আছে যাহা বর্ত্তমানে লিকুইডেশনে। যোগেন্দ্রনগর সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি সরকার হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল।
২) যদি করিয়া থাকে, তবে সেই ঋণের পরিমাণ কত ?	২) ঐ সমিতি সরকার হইতে মোট ১৭,৫৩৫ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল।
৩) সরকার সেই ঋণের টাকা পুনরায় ফেরত পাইয়াছেন কি ? এবং	৩) সরকার সেই ঋণের টাকা ফেরত পান নাই।
৪) যদি না পাইয়া থাকেন তবে তাহা আদায় করার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করা হইতেছে কি ?	৪) সমিতি লিকুইডেশনে যাওয়ায় লিকুইডিশনে আইন অনুযায়ী সরকারী ঋণের টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করিতেছেন।

Mr. Speaker :—Question hour is over. Ministers mey lay on the table of the House the replies to the Unstarred questions and also the Starred Questions which were not answered orally.

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, আমার যেসব প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান, আন-ষ্টার্ড কোয়েশ্চান, তার ভেতর গত কয়েকদিনে আমি প্রায় গোটা ৪০টি প্রশ্ন ফেরত পেয়েছি, আমি সমস্ত প্রশ্নগুলি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি, কিন্তু আমি অর্ধেক প্রশ্নেরও কারণ খুঁজে পাচ্ছিনা কোথায় তার গণ্ডগোল।

Mr. Spaker :—মাননীয় সদস্য, আপনি যে বিষয়ে কথা বলছেন, সে বিষয়ে আমার সংগে আমার চেম্বারে আলাপ করলে আমি সুখী হব। আজকে একটা ইম্পরটেন্ট মোশান আছে, আমি সেই মোশনটা হাউসের সামনে জানাচ্ছি।

I would like to inform the House that I have received a motion of no-confidence in the Counil of Ministers from Shri Nripendra Chakraborty Leader of the opposition, today. 'The Motion is that the Tripura Legislative Assembly expresses want of confidence in the Council of Ministers headed by Shri Sukhamoy Sen Gupta.' Now I would request those members who are in favour of the leave being granted to raise in their seats.

Number of Hon'ble Members who are in support of this motion is 17 (seventeen). The Leave is granted. I will fix up the date and time for discussion and announce the same in the House in due course.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি গতকাল রাজলক্ষ্মী চা বাগানের জমি ক্রয়ের ব্যাপারে বলেছিলাম...

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এই বিষয় আমার কনসিডারেশানে আছে, আমি আগামীকাল জানাব।

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, আমার একটা কলিং এ্যাটেনশান ছিল।

মিঃ স্পীকার :—আপনার কলিং এ্যাটেনশান নোটিশ আজকে ১২-১০ মিনিটে পাওয়া গেছে, আগামীকাল সেটা বিবেচনা করা হবে।

CALLING ATTENTION.

Mr. Speaker :—There is one Calling attention Notice to which the Minister concerned agreed to make statement to-day, the 27th March, 1974. I would request the Minister in-charge of the Home Department to make a statement on the Calling Attention Notice of Shri Madhusudan Das on—

'বিগত ২২শে মার্চ কলেজ টিলায় গান্ধী স্কুলের নিকট ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের উপর হামলা সম্পর্কে।'

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঘটনার বিবরণ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে এফ, আই, আর মূলে প্রাপ্ত গত ২২/৩/৭৪ ইং তারিখে বেলা ২-১৫ মিনিটের সময় ফায়ার সার্ভিস অফিসে গান্ধী মেমরিয়েল স্কুলের পেছনে এক বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে মর্মে ফোনে খবর পাওয়ার সংগে সংগে দুইটি দমকল গাড়ী টি, আর, এল ১৮৬০ এবং টি, আর, এল ১৮৬৪ উক্ত বাড়ীর দিকে ধাবিত হয়। পথে তাদেরকে ভুল নির্দেশ দেওয়ায় গন্তব্যস্থলে যাইতে ১০ মিনিট সময় লেগে যাওয়ায়, দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছার সংগে সংগে শ্রীহরিপদ সাহার নেতৃত্বে আরও ছয় জন লোক লাঠি, লোহার ডাণ্ডা,

ধারালো বাঁশ, ইট পাটকেল লইয়া অগ্নি নির্বাপক কর্মীদের উপর আক্রমণ করে। ফলে ড্রাইভার শ্রীনারায়ণ মজুমদার এবং ফায়ারমেন সর্বশ্রী স্বপন কুমার মজুমদার, দেবানন্দ মহান্তিয়া সামান্য আহত হন। ঐ রূপ আক্রমণের ফলে একটা গাড়ীর সামনের কাঁচ এবং অন্যান্য অংশ সামন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অগ্নি নির্বাপক কর্মীগণ তাদের জীবন বিপন্ন করিয়া অগ্নি আয়ত্বে আনেন। আগুন লাগার কারণ জানা যায় নাই। ক্ষতির পরিমাণ ৫৫০০ টাকা। উপরোক্ত আক্রমণের খবর ঘটনাস্থল হইতে ফায়ার সার্ভিস হেড কোয়ার্টারে জানান হয়, এবং তথা হইতে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ খবর পাইয়া ঘটনাস্থলে যায় এবং তদন্ত করে। কিন্তু কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সুবিধা হয় নাই। কোতোয়ালী থানাতেও ঐ তারিখে উপরোক্ত ঘটনায় উল্লেখে এজাহার রাত্রি ৮-১৫ মিনিটে দেওয়া হয় এবং ৪০/৩/৭৪ ইং এ মকর্দ্দমার নথিভুক্ত হয়। মকদ্দমাটি তদন্তাধীন আছে এবং কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। উক্ত মকদ্দমা পুলিশ তদন্তাধীন থাকায় আরও অধিকতর বিবরণ দেওয়া সুবিধা হইলনা।

শ্রীমধুসুধন দাশ :—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান। ঝাগ্রামুড়ায় যে ঘটনা ঘটল, অনুরূপ ঘটনা তার পূর্বে ঘটেছে কি না?

মি: স্পীকার :—আপনি এই স্টেটমেন্টের উপর প্রশ্ন করুন।

শ্রীমধুসুদন দাস :—হরিপদ সাহার নাম যে এখানে বললেন, সেই হরিপদ সাহাকে এখনও গ্রেপ্তার না করার কারণ জানতে পারি কি?

শ্রীএস. এন. সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশ খোঁজ খবর নিচ্ছে তাদের দেওয়া যাচ্ছে না বোধ হয়।

শ্রীমধুসুদন দাস :—হরিপদ সাহার সংগে আরও কয়েকজন আছে, তাদের নাম জানাবেন কি?

শ্রীএস. এন. সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু পুলিশ তদন্তাধীন এটা সতর্ক হয়ে যাতে না যায়, সেইজন্য নাম প্রকাশ করা গেলনা।

শ্রীমধুসুদন দাস :—হরিপদ সাহার কথা যে মন্ত্রী মহোদয় এখানে বললেন, ইতি পূর্বে অন্য কোন ঘটনার জন্য—সমাজ বিরোধী বা সমাজদ্রোহীতা, এই রকম কোন ঘটনার জন্য থানাতে তার নামজারী করা আছে কি না?

মি: স্পীকার :—ইট ইজ নট রিলিভেন্ট।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—স্যার, রিলিভেন্ট বলছি আমি এইজন্যে যে সে সিরিয়াস ক্রাইম করেছে দেখা যাচ্ছে। চীফ মিনিষ্টার নিজে নামগুলি পর্যন্ত বলেছেন যারা করেছে এবং সেট হচ্ছে, একটা লোকও এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার হয়নি এবং যদি তারা ক্রীমিনালস হয়ে থাকে, তাদের সম্পর্কে আগে কোন রেকর্ড থেকে থাকে, তাহলে পরে ইট ইজ সিরিয়াস চার্জ এগেইনিষ্ট দি মিনিষ্টার যে ইচ্ছা করে শেল্টার দেওয়া হচ্ছে ক্রীমিনালসদের।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশ তদন্তাধীন আছে যখন, তখন এদের সম্পর্কে ওল্ড রেকর্ড আছে কি না, তাও তদন্ত করে দেখবেন। গ্রেপ্তার হওয়ার পর এই বিশেষ আলোচনা সম্ভব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কয়জন এই সম্পর্কে জড়িত বলে পুলিশ রিপোর্ট করেছেন, এবং তার মধ্যে কয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি, আমার এখানে রিপোর্ট আসা পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—কয়জন সম্পর্কে রিপোর্ট আছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ৬/৭ জন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কয়টার সময় ইনফরমেশান পাওয়া গিয়েছিল এবং কয়টার সময়েতে গাড়ী ওখান থেকে স্টার্ট করেছিল এবং ঐ জায়গাতে যেতে কত সময় লাগে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই এই সম্পর্কে বলেছি যে খবর পাওয়ার সংগে সংগে বেলা ২-১৫ মিনিটের সময় খবর পায়, সংগে সংগে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ী রওয়ানা হয়ে যায়, কিন্তু পথে মিস ডাইরেকশান দেওয়াতে লেট হয়ে যায় ১০ মিনিট। তারপর সেখানে যেয়ে পৌঁছে। আমি যতটুকু খবর পেয়েছি আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে নি তারা যাওয়ার পর, একটা বাড়ী ভস্মীভূত হয়েছে যেটাতে আগুন লেগেছিল। এই অসুবিধার পরও কর্মীরা প্রাণপন চেস্টা করে অগ্নি আয়ত্বে নিয়ে আসে।

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, অগ্নি লাগার কারণ কি ছিল এবং সেই তথ্য জানবার জন্য সরকার থেকে চেষ্টা করা হয়েছিল কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ;— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা তদন্তের ব্যাপার।

শ্রীমধুসূদন দাস :— আগুন নেভাতে গিয়ে যারা এইভাবে আক্রমনের সম্মুখীন হচ্ছে তাতে দমকল কর্মীদের নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করছেন কি না এবং তাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে সরকার কোন ব্যবস্থা করেছেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে গোলমাল আরম্ভ হওয়ার সংগে সংগে ওয়ারলেসে ইনফরমেশান দেওয়া হয় এবং পুলিশ উপস্থিত হয়েছে।

শ্রীমধুসূদন দাস :— আমার প্রশ্ন ছিল তারা এইভাবে আগুন নেভাতে গিয়ে তাদের হয়ত দেরী হতে পারে। কিন্তু এইভাবে মারধোর হলে তাদের মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা পাবলিক কো-অপারেশানের প্রশ্ন। আমি বলেছি পুলিশ গিয়েছে। যদি পাবলিক অপিনিয়ন গ্রো করা না যায় তাহলে সোস্যাল ওয়ার্কারের মত যারা কাজ করে, সেই অবস্থায় হয়ত কোন ঘটনা ঘটে যেতে পারে। কিন্তু যদি পাবলিক অপিনিয়ন ষ্ট্রং থাকে তাহলে এই ঘটনা ঘটে না।

Mr. Speaker :— Now, next Business of to-day is general discussion on the Budget Estimates of 1974-75. Now, I would like to draw the attention

of the Hon'ble Members that the time at our disposal today is 225 minuets. Out of which Opposition will get 90 minutes. Now I would request the Whips of both the parties to allot time for the members. There is no indication received for the allotment of time for each member. Now I would request the Hon'ble Member Shri Anil Sarkar,

Shri Anil Sarkar :— I shall take 20 minutes.

শ্রীঅনিল সরকার :- মাননীয় স্পীকার, স্যার, ১৫ই মার্চ মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীচৌধুরী যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে যে জিনিষটা আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিগত দিনের বাজেটগুলির মধ্যে রুলিং ক্লাসের যে চেহারা এবং যেখানে তারা সেই বাজেটের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে এই লক্ষ্যটাই তাঁরা প্রধানতঃ রেখেছেন যে কি করে ভারতবর্ষে ব. রাজ্যে রাজ্যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পথে অগ্রসর হওয়া যায় এবং সেই সুযোগ জোতদার জমিদার এবং কোটিপতিকে দেওয়া যায় এবং মানুষ যখন এই শাসন এবং শোষনের মধ্যে বিক্ষুব্ধ হয় তখন এই রাজত্বকে রক্ষা করার জন্য তার প্রত্যাখ্যান ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার জন্য পুলিশ, জেল এইগুলির উপর সব সময়েই নজর দিয়েছে। ত্রিপুরার এই বছরের আর্থিক বাজেটেও আমরা লক্ষ্য করেছি পুলিশ জেল, বন দপ্তর, প্রচার দপ্তর ট্যুরিজম, পরিবার পরিকল্পনা, জমিদারদের ক্ষতিপূরণ এবং মন্ত্রীসভার তাদের গভর্ণরের ভাতা ইত্যাদি মিলিয়ে যে টাকা তাঁরা খরচ করছেন পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য, সাধারণ শিক্ষা, শিল্প সম্প্রসারণ, তপশীল জাতি. উপজাতি, মাইনর ইরিগেশান, বিশেষ করে খাদ্য পুষ্টি এবং দুগ্ধ প্রকল্পে যে ব্যয় করেছেন সেটাও সবটা মিলে পুলিশ, জেল এবং প্রচার দপ্তরের জন্য যা খরচ করা হয়েছে তাও হয়নি। এর মধ্যে যে ক্লাস ক্যারেক্টারের রিফ্লেকশান হয়েছে তাতে আমি লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরার জনগণের যে স্বার্থ সেইদিকে লক্ষ্য নাই। সাধারণ শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য ৭৭ এই বছর খরচ করছেন যে স্কুল- সর্বসাকুল্যে দেখা যায় ১০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়, কয়েকটা মিডল স্কুল, তার জন্য ১২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা আর পরিবার পরিকল্পনা একটা লুইসেন্স ইন্সার জন্য তাঁরা যা খরচ করছেন সেটা ২৭ লক্ষ টাকা। তপশীলি জাতির কল্যাণের জন্য তাঁরা যা খরচ করেছেন সে মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা। ত্রিপুরায় তপশীলি জাতির সংখ্যা হবে ২ লক্ষ। তাদের জন্য যা খরচ করেছেন সেটাও পরিবার পরিকল্পনাকে ছাড়াতে পারে নি। শিল্প সম্প্রসারণ, শিল্প সম্প্রসারণ নয়, শিল্পের জন্য তারা বাজেটে রেখেছেন ০৪ লক্ষ টাকা এবং বিশেষ পুষ্টির জন্য ৭১,৪০৭ হাজার টাকা রেখেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে বলতে চাই ২৬ বছরের কংগ্রেস রাজত্বে এদেশের ফল যেটা ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ ১৯৭২ এর যে রিভিউ, তাঁরা যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে তারা বলেছে শতকরা ৬০ ভাগ শিশু এদেশে অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছে এবং এক থেকে ৬ বছরের শতকরা ৫০ জন শিশু প্রোটিন এবং খাদ্যে ক্যালোরীর অভাবে ভুগছে। এর মধ্যে দেখা যায় ভিটামিন 'এ' এর অভাবে আড়াই কোটী শিশু অন্ধ হয়ে যেতে পারে। আমার ত্রিপুরায় এই শিশুরাই আছে এবং তাদের ভবিষ্যৎ কি ? হয় তাদের ১০ ভাগ, ত্রিপুরায় এর চেয়ে বেশী হবে, তারা অপুষ্টিতে ভুগছে. ভিটামিনের অভাবে একটা বড় অংশ অন্ধ হয়ে যেতে

পারে। একটা ফিউচার জেনারেশান, তাদের জন্য অপুষ্টির প্রশ্ন আসে। কিন্তু এখানে দেখা যায় পুষ্টি, খাদ্য ইত্যাদির জন্য তারা ৯০ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন এবং দুগ্ধ প্রকল্পের জন্য তারা করেছেন, দুধ আজকে শিশু খাদ্যের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বড় যারা খায় এটা এখন আর সাধারণতঃ কাউন্টেবল নয়। সেখানে ১৮ লক্ষ টাকা তারা ধরেছেন। কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে তুলনামূলকভাবে যেটা আমাকে বলতে হয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী, তিনি যেমন শুধু বাজেট করেছেন পরিবার পরিকল্পনার জন্য। কাজেই সবটা দৃষ্টিভঙ্গী যদি আমরা খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করি তাহলে এদেশের এক একটা মানুষের জন্য, শিক্ষার জন্য, মাইনর ইরিগেশনের জন্য যদি আমরা লক্ষ্য করি সেখানেও দেখি যে তুলনামূলক ভাবে বাজেট খুব কম। ১৯ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা মাইনর ইরিগেশানের জন্য, অথচ আমাদের মাটির নীচে সোনার মত দামী জল আছে এবং সেই জলকে আমরা আমাদের কৃষিতে ব্যবহার করতে পারছি না। কাজেই এই সব দিক দিয়ে মাইনর ইরিগেশানকে যে গুরুত্ব দেওয়ার দরকার, সেটা এই মন্ত্রী সভা দিচ্ছেন না। অথচ পাশাপাশি জেলখানার জন্য প্রচুর বাজেট, পুলিশের জন্য প্রচুর বাজেট, জেলখানার জন্য ৩ কোটি ১১ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। আর টুরিইজম, প্রচার এবং তথ্য বিভাগের জন্য তারা খরচ করেছেন ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। কিন্তু কি তার পরিকল্পনা, কি তার কার্যক্রম? সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আজকে একটা দুঃসহ অবস্থার মধ্যে পড়ে আছে। এই অবস্থার মধ্যেও আমরা শুনেছি যে ত্রিপুরার রূপকারেরা যা ভাবছেন এবং ত্রিপুরার রূপকারেরা যখন স্বপ্ন দেখছেন তখনই আমরা ত্রিপুরাতে দেখেছি খরা দুর্ভিক্ষ বা মন্বান্তর। গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে তাদের গত ২৫ বছরের রাজত্বের পরেও জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এবং অনাহার যেন একটা স্বাভাবিক ঘটনা। আজকে যখন পত্রিকার হেডলাইনগুলি দেখা যায়, গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে কোথাও গুলি হচ্ছে, কোথাও বিক্ষোভ হচ্ছে আর কোথাও বা বিদ্রোহ হচ্ছে, এমন কি এ্যাসেম্বলীর লবীতে পর্যান্ত সেদিন বিহারে গুলি চালানো হয়েছে। আজকে এমন একটা পর্য্যায়ে এসে গেছে যে সব জায়গাতে যেন একটা অস্থিরতা। সারা দেশের মানুষ খাদ্যের জন্য রিভল্ট করছে, খাদ্য দাঙ্গা হচ্ছে। এই অবস্থার মধ্যে আমরা এখানে লক্ষ্য করছি তারা ঐ ২৬ বছর পর প্রমোদ ভ্রমণের জন্য বিজ্ঞাপন তাদের নিজস্ব কোটারীর মধ্যে যারা তাদের ভজনা করে, সেই সমস্ত পত্রিকাওয়ালাকে বিজ্ঞাপন দিয়ে ভাড়াটে প্রচারক নিয়োগ করে টাকা খরচ করছে আর ত্রিপুরা রাজ্যে মধ্যে যে সমস্ত ছোট ছোট পত্রিকাগুলি ঐ বিজ্ঞাপনের অভাবে যখন নাকি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তখনই দেখা যাচ্ছে তাদের পৃষ্টপোষকতায় ঐ বোম্বেতে, ঐ মাদ্রাজে ঐ কলকাতাতে কত নাম না জানা পত্রিকার মধ্যে কাদের বিজ্ঞাপনের টাকা ছড়ানো হচ্ছে। অথচ জনগণের জন্য যে পরিকল্পনা সেদিকে তাদের দৃষ্টি নাই। তারপর আমরা লক্ষ্য করেছি অর্থমন্ত্রী যেখানে তাঁর ভাষণ রেখেছেন, সেখানে তিনি কম বলেন নি। বাজেটটা মুল্যবান না হতে পারে কারণ সেটা যে কাগজে মোড়ানো—গত বারের চাইতে পরিবর্তন এইটুকু যে দফায় দফায় তিনি কথাগুলি বলে গিয়েছেন, এর চেয়ে আর খুব বেশী অগ্রসর হতে পারেন নি। এবং শেষে বাজেট বই এর ২৯ অনুচ্ছেদে গিয়ে বলেছেন যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য ত্যাগ স্বীকারে ব্রতী। সমাপ্ত প্রায় চতুর্থ যোজনাকলে এই রাজ্যের জনগণের কল্যাণের জন্য যতটা কাজ করা হয়েছে আর কখনও বোধ হয় ঐ পরিমাণ কাজ করা হয় নি। উনি বলেছেন যে আমরা যে

কাজ করেছি, সেটা অতীতের সমস্ত বছরগুলিকে টেক্কা দিয়েছে এবং এখনও আমাদের সামনে বিশাল কর্মযজ্ঞ রয়ে গেছে। প্রথমে তিনি শুরু করেছিলেন অনেক কাজ করার ছিল, কিন্তু সেগুলি করতে পারেন নি, বন্যা, ধর্মঘট, খরা, লকআউট এবং তেল সংকট ইত্যাদির জন্য আর শেষে গিয়ে বলেছেন যে তবু আমরা আশাবাদী। আসুন আমরা আশা নিয়ে ভবিষ্যতকে মোকাবিলার সংকল্প করি এবং দৃঢ় সংকল্প ও ধৈর্য্য সহকারে এখন সংকল্প ঘোষণা করি। আমরা গত দুই বছরের বাজেট যখন দেখেছি তখন আমরা আমাদের বক্তব্য রেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য। তখন ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে বার বার এই কথা বলা হয়েছে যে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী আসছে। হাসপাতালের কথা, নতুন সীটের কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু তখনও বলা হয়েছে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী আসছে, কৃষির উন্নতি, তার পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী আসছে, শিক্ষা—তাও পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী আসছে। কিন্তু এবার যখন সত্যি পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকীর প্রথম বছর এর ইকনোমিক ফরমুলা যখন আমাদের কাছে এলো, তখন আমরা কি দেখছি? তারা পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকীর জন্য ২১৮ কোটি টাকা চেয়েছিলেন, তারপর পেয়েছেন মাত্র ৬৭ কোটি টাকা—এ যেন নাক চেয়ে নরুন পাওয়ার মত। তার পরেও দেখা যাচেছ অর্থ মন্ত্রী আশাবাদী, আসুন আমরা আশা নিয়ে কাজ করি, এসব কথা বলে যাচ্ছেন এবং এখানেও আমরা লক্ষ্য করছি যে পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকীর এত আশা, এত স্বপ্ন এত কিছু করবেন, ত্রিপুরাকে সোনা দিয়ে মুরিয়ে দেবেন—এই ধরণের স্বপ্নের বেগ তাদের সামনে রয়েছে। কিন্তু এখানেও লক্ষ্য করছি, যে যা নিয়ে এই স্বপ্নকে সফল করা যেতে পারে সাধারণ মানুষের শিক্ষার ক্ষেত্রে, সেটার কি দেখছি, দেখছি এর জন্য মোট ১০৩ কোটি টাকা চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকীর শেষ বাজেট ইয়ারে বরাদ্দ ছিল, সেখানে খরচ করেছেন মাত্র ৪১ কোটি টাকা। চিকিৎসার ক্ষেত্রেও সেটা কমে গিয়েছে, জনস্বাস্থ্যকে রক্ষার ব্যবস্থা, সেটাও কমে গিয়েছে, আর অ-উন্নত সম্প্রদায়ের কল্যানের জন্য ছিল ৭ লক্ষ টাকা গত বছরে, এবার সেখানে ৫০ লক্ষ টাকা করেছে। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে আমরা যেটা লক্ষ্য করছি যে জনগণের জন্য যেখানে শিক্ষার সম্প্রসারণের যেখানে জনস্বাস্থ্য, তপশিলী অ-উন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য এসব ক্ষেত্রে দেখছি পঞ্চম বার্ষিকীতে পঞ্চ হত্যা করতে চলেছেন। এখানে বিরোধী দলনেতা নৃপেন চক্রবর্তী মহাশয় কালকে বলেছেন যে বর্জুয়া ইকনমিক একজন ফেবাস্তা ওরা যাকে মনে করেন মিনার। তিনি বলেছেন যে এই বছরের ১লা এপ্রিল থেকে আসছে পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকীর ছুটির বছর শুরু হল এবং তিনি সেখানে দেখিয়েছেন যে এখন আর পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা করা যাবে না, এটা টোটালী ফল্‌স। কারণ যে দেশে প্রতি বছর দ্রব্যমূল্যের দাম শতকরা ৩০ ভাগ বাড়ে, সেই দেশে ৫ বছরের জন্য কোনও ইকনমি করা যায় বা কোনও প্লেন করা যায় না, অন্ততঃ টাকার দাম যেখানে কমে যাচ্ছে। কাজেই কালকে যে আইরন অথবা বিদ্যুতের দাম থাকে, আগামী দিনে তার দাম আরও বেড়ে যায়, এই রকম অবস্থার মধ্যে পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা হয় না বা চলতে পারে না। কাজেই এখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পঞ্চ বার্ষিকীর এক একটা বছর করতে হবে। সেজন্য তিনি বলেছিলেন যে ১লা এপ্রিল থেকে পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার ছুটির বছর শুরু হবে—মোট কথায় সমাজবাদ, পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং গরীবি হঠানোর, এসবের এপ্রিল ফুল হয়ে যাবে। আমরা সেইদিকে যাচ্ছি

না—যেখানে জওহরলাল নেহেরু কি বলেছিলেন, গান্ধীজী কি বলেছিলেন বা লাল বাহাদুর শাস্ত্রী কি বলেছিলেন। আজকে সেই সোসালিষ্টীক পেটার্ণ অব সোসাইটির কি হল? ঐখানে যাওয়ার কোন দরকার নাই। কারণ ১৯৭১ সালে দিল্লীর সেই ভদ্র মহিলা যে কথাগুলি বলেছিলেন যে আমরা গরীবি হঠাব, সেটারই বা কি হল? কাজেই এই পরিকল্পনার মাধ্যমে গরীবি হঠানোর দিক দিয়ে যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব যে এই বছরটা টোট্যাল পঞ্চ বার্ষিকীর কাট ইয়ার। সবকিছু কেটে যাচ্ছে। কোথায় ১৯৭১ সালে দিল্লীর মহিলা তাঁর পিতাজীকে হার মানিয়ে অনেক আসন পেয়েছিলেন ঐ লোক সভাতে, সেই গরীবি হঠানোর জন্য গোটা ভারতবর্ষের মানুষ খানিকটা মুগ্ধ হয়েছিল, তারা ভেবেছিল বোধ হয় এবার আলাউদ্দীনের প্রদীপ হাতে নিয়ে তিনি আসছেন। কিন্তু ১৯৭৪ সালে আমরা লক্ষ্য করছি—গুজরাট থেকে বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ যেখানে যেখানে কংগ্রেসের মন্ত্রী সভার স্থায়িত্ব ছিল, সেগুলি ভেঙ্গে যাচ্ছে অথবা তারা নিজেরা নিজেরা মারামারি করছেন—মোট কথায় সব জায়গাতে একটা অস্থিরতা চলছে। কেন এই অস্থিরতা? এই অস্থিরতা রয়ে গিয়েছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সংকটের মধ্যে আজকে সারা দেশের মধ্যে সেই ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠী বুঝতে পারছে যে ধনতন্ত্রের মধ্যে যে সংকট চলছে এবং সেই ধনতন্ত্র হচ্ছে কেন্সার ওয়ার্ডের পেশান্ট, সেখান থেকে তার কোন মুক্তি নাই। কিন্তু আমি তো গত ২৫ বছর ধরে একটা দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতায় আছি, আমাকে আরও ক্ষমতা নিয়ে আকড়ে থাকতে হবে এবং তা করতে হলে আমাকে কিছু ভাল কথা বলতে হবে। অর্থাৎ আগুনে ঝলসে যাওয়া চামড়ায় আমি কিছু প্লাস্টার লাগাব না? তা না হলে যে জনগণ আমাদের মাথা কামিয়ে ঘোল ঢেলে আলকাতরা মাখিয়ে দেবে, কাজেই কিছু কিছু সুন্দর কথা আমাদের বলতেই হবে। এজন্য তো হিটলারকেও সমাজতন্ত্রের কথা বলতে হয়েছে, মসোলিনীকেও সমাজতন্ত্রের কথা বলতে হয়েছিল—কাজেই আমাদের দেশেও দিল্লীর সেই ভদ্র মহিলা অনবরত সেই সব কথা বলে যাচ্ছেন, তাঁর বাবার চাইতেও অনেক বেশী করে। কিন্তু সমাজতন্ত্রে যে জিনিষ পত্রের দাম বাড়ে না, এটাতো গরীব মানুষও বুঝতে পারে। ভারতবর্ষের সমাজতন্ত্রের ২৬ বছর পর গরীবি হঠানোর স্বর্ণযুগে গত তিন বছরে আমরা কি লক্ষ্য করছি। আমরা লক্ষ্য করছি যে গত তিন বছরের মধ্যে প্রতি বছরই জিনিষ পত্রের দাম শতকরা ৭০ ভাগ করে বেড়ে যাচ্ছে এবং প্রতি মাসে ওয়ান পার্সেন্ট করে সেই জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় ১৯৪৭ সনে আমরা জিনিষ পত্রের যে দাম দেখেছিলাম যেখানে গমের দাম প্রতি কে, জি, ৩০ পয়সা ছিল, এখন সেটা ১.০৩ পয়সা হয়েছে। তখন দুধের দাম অবশ্য ত্রিপুরাতে ৫০ পয়সা লিটার হয় নি, কিন্তু আজকে সেই দুধের দামও দেখছি প্রতি লিটার ২ টাকা হয়ে গিয়েছে। মুশুরীর ডাল ছিল ৮০ পয়সা, এখন হয়েছে ২.৮০ পয়সা। আর চিনি তখন ছিল ৬২ পয়সা, আজকে দেখছি রেশনে সেই চিনি ২.১৬ পয়সা অথচ বাজারে হচ্ছে ৪.১৫ পয়সা। তারপর ৪ আনার গুড় এখন হয়েছে ৩/৪ টাকা। লবন ১৯৪৭ সালে এক আনা ছিল, ছয় পয়সা ছিল। ১৯৩১ সালে মহাত্মা গান্ধী এক পয়সা লবনের দাম বাড়ানোর জন্য আন্দোলন করেছিলেন। আর আজকে খোলা বাজারে লবনের অবস্থা কি? এক টাকার নীচে খোলা বাজারে লবন পাওয়া যায় না। মফঃস্বলগুলিতে দেখা যায় ৩ টাকা, জিরানীয়াতে ক'দিন আগেও দুই টাকা আড়াই টাকায়

লবন পাওয়া যায় নি। কাজেই এই সংকটে গরীব মানুষের কি চলে? শতকরা ৯৫ জনের কি চলে? কাজেই গরীবি হটানোর যে বুলি সেটি হল মন্ত্রীসভা চালান যারা কংগ্রেস করেন যারা এর মধ্যে টপ লিডারশীপে যারা আছেন তাদের চলতে পারে বাড়ী গাড়ী হাঁকিয়ে। তাদের চলতে পারে তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে উপরী পাওনা পান তাদের চলে যায়। কিন্তু গরীব মানুষের চলে না। কাজেই আজকে তাদের মূলগত প্রশ্ন যে তোমরা কি করেছ? ওরা এক ধরণের একটা গোঁজামিল দিয়ে মিক্সড ইকনমি চালাবার চেষ্টা করেছিল এবং সেখানে বলেছিল গরীবের উন্নতি করা হবে মানুষ তার অধিকার ফিরে পাবে। কিন্তু ২৫ বছর ২৬ বছরে দেখা গেল বাঘ আর ছাগলের মধ্যে মিল হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই বীরেন মুখার্জী, টাটা বিড়লারা অনেক বড় হয়েছে। কাজেই এই সংকটের মধ্যে মানুষের আর দ্বিতীয় রাস্তা নাই—বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহ করা ছাড়া। যেটি আমরা লক্ষ্য করেছি ঐ গুজরাটে কংগ্রেসের মধ্যে ভেংগে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। সেখানে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে না। কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ এবং জনগণের চাপে কংগ্রেসী আজ কংগ্রেসীর বিরুদ্ধে লেগেছে। সব জায়গায় আজ কংগ্রেস ভেংগে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেসের সেই সোনার সংসার, পুরানো দিনের সেই সুখী পরিবার আর এখন নেই। কারণ এটা সংকটের আঘাত—ভারতবর্ষে জমিদার, বুর্জোয়া ধনতন্ত্রকে তৈরী করার জন্য যে পথে কংগ্রেস অগ্রণী হচ্ছে সেই পথে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। প্রথম বাজেটে সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভা যখন ক্ষমতায় এলেন তখন তাদের মুখের চেহারা তাদের উজ্জলতা এবং তারা বলেছিলেন আমরা শচীনবাবুর কংগ্রেস নয়। এর রক্ত বেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেদিনকার সেই বেগ আজ কোথায়? কাজেই অর্থমন্ত্রী আজকে যে সব কথা বলছেন তিনি আর নূতন করে কিছু বলতে পারছেন না। সেই পুরানো কথাগুলির মধ্যে কিছু রং পালিশ করে নূতন করে কথাগুলি বলতে চাইছেন। যেন নূতন বোতলে পুরানো মদ ঢেলে দেওয়ার মত অবস্থা। প্রসংগত শিল্প সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে শিল্পের কত বাধা যারা বেকার হয়ে আছে। ৪১ হাজার বেকার তার মধ্যে ২০ হাজারেরও বেশী আছে শিক্ষিত বেকার। তাদের ভবিষ্যত তাদের বেঁচে থাকা সবটা নির্ভর করে ত্রিপুরায় শিল্প সম্প্রসারিত হবে কি না তার উপর। এই ২৬ বছর আমরা অনেক শুনেছি আমরা রেলের জন্য দাবি করেছি। রেল ওরা আনতে পারেনি। রেল ওরা আনবে কি না সন্দেহ। আমরা শিল্পের কথা বলছি—তখন বলা হচ্ছে রেল নেই অতএব ভারী শিল্প এখানে হতে পারে না। গত বাজেট সেখানেও মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কাগজের কলের কথা শুনিয়েছেন। কাগজের কল হয়ে যাচ্ছে। লেটার অব ইনডেন্ট এসে যাচ্ছে। এখানে কুমারঘাটে কাগজের কল হল বলে। কিন্তু আজকে আমরা শুনছি কাগজের কল হবে না। এবং জানি প্ল্যানিং কমিশনে রাজ্য মন্ত্রী সভার প্রতিনিধিদের সংগে আলোচনা করেছিলেন তার মধ্যে সেখানে ফিনান্স মিনিষ্টার সেখানে ছিলেন। তারা বলেছেন যে ত্রিপুরায় কাগজের কল হবার মত ভাইএবিলিটি আছে কি না সেটি আগে বিবেচনা করে দেখা দরকার। প্রথমে ছোট একটা কমিটি হউক তারপর ওরা দেখবে কাগজের কল হতে পারে কি না তারপর যদি এমন বুঝা যায় যে কাগজের কল দেওয়া যেতে পারে তাহলে পূর্বাঞ্চল দেওয়া যেতে পারে। কাগজের কল--কিন্তু সেটি কোথায় হবে ত্রিপুরায় হবে কি না সেই

সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি নেই। সেকথা তারা বলেননি। অথচ সেদিন তিন লাখ টাকা খরচা হয়ে গেছে। পাটকল—সেখানে যথারীতি প্রস্তর—শিলালিপি স্থাপন করা হয়েছে। তারপর রাজ্যপাল এসে বললেন এখানে সম্ভব নয়। অন্যত্র দেখা যাবে। কিন্তু এখন শুনছি পাটকলকে কেন্দ্র করে জমি বিক্রী সম্পর্কে অমরেন্দ্র মুখার্জী সম্ভবতঃ তাকে যাতে কিছু টাকা পাইয়ে দেওয়া যায় সেজন্য লক্ষ লক্ষ টাকা লেন দেন যাতে হয়—কংগ্রেসী মন্ত্রীরাও জড়িত—সেই সুযোগ হচ্ছে। পাটকল হবে কি হবে না এই গ্যারান্টি নাই। কিন্তু সেই নামে টাকা কি করে মেরে দেওয়া যায় সেই গেড়াকলটা পরিষ্কার করার জন্য ওরা চেষ্টা করছেন। শিল্পনগরী সকল জায়গায় অবস্থিত। ঐ উদয়পুর শিল্পনগরীতে সি, আর, পি, সেখানে বাস করছে। একটার পর একটা শিল্পনগরীর বাতি নিভে যাচ্ছে। তখন আমরা শুনেছি আর একটা শিল্পনগরী হবে। এটা কত নম্বর ধাপ্পা আমরা বুঝি না? শিল্পকে নিয়ে এই ধরণের প্রহসন চলছে। শিল্প করার জন্য কংগ্রেসের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী টাউট তারা অনেক ঋণ নিয়েছেন। কিন্তু সেই সম্পর্কে কল কারখানা করার দরকার নেই। সেই টাকা অপব্যয় করা হয়েছে। সেই টাকা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সেই টাকার কোন হিসাব নেই। লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট হয়েছে। স্মল স্কেল কর্পোরেশান করা হয়েছে একটা বলা হয়েছে যে সমস্ত কাচা মাল দরকার শিল্পের জন্য ওরা সেসব এনে দেবে। এবং ত্রিপুরায় উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার বাইরে যাতে তৈরী করা যায় সেজন্য তারা চেষ্টা করবে। ত্রিপুরা গ্লাস ওয়ার্কস—সেখানে তারা সরকার থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিল তারাও দেড় লক্ষ টাকা ইনভেষ্ট করেছে। কিন্তু ফার্নেস অয়েলের জন্য এটা বন্ধ হয়ে আছে। ফার্নেস অয়েল পাওয়া যাচ্ছে না। ত্রিপুরার ফল থেকে—পাইন এপেল থেকে স্কোয়াস হতে পারে। গোটা ভারতবর্ষের সব চাইতে উন্নত মানের আনারস ত্রিপুরাতে হয়। কিন্তু সেখানে তারা সেই লেভি চিনি পাচ্ছে না। আজ যে তারা ফ্রুট প্রিজার্ভ করবে তার জন্য তারা চিনি দিতে পারে না। সেটি দিলে এখানকার ইণ্ডাষ্ট্রির অনেক সাহায্য হয়। কিন্তু সেখানে লেভি চিনি তাদের দেওয়া হয় না। বাজার থেকে ব্ল্যাকে তাদের চিনি কিনতে হয় এবং সেটি অনেক খরচানী। অথচ এই শিল্প ত্রিপুরাতে হওয়ার সম্ভাবনা সব চাইতে বেশী সেটি আজকে হচ্ছে না। এবং যার বাজার ভারতবর্ষের সর্বত্র। সেই শিল্প আজকে প্রায় মরে যাওয়ার অবস্থা—ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য তাদের কোন কেয়ার নেই। অথচ বলছেন আমরা শিল্প করব। যে ইণ্ডাষ্ট্রিগুলি আছে সেগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এবং ১৮ লক্ষ টাকা দিয়ে কোন শিল্প হয় না। একটা ভারী শিল্প আমরা যদি একটা প্রডাকটিভ সেক্টারে একজন লোককে নিয়োগ করাতে চাই সেজন্য ৩১ হাজার টাকার দরকার হয়। এবং কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রিতে এবং মাঝারী ইণ্ডাষ্ট্রিতে যদি একজন উৎপাদক শ্রমিককে ব্যবহার করতে হয় সেজন্য ৮ থেকে ১৬ লক্ষ টাকার দরকার হয়। ১৮ লক্ষ টাকায় ক'জনকে নিয়োগ করতে পারবে। কাজেই শিল্প হবে না; অথচ শিল্পের জন্য ধাপ্পা দিতে হবে নইলে আমরা ক'দিন আমাদের মন্ত্রী সভাকে টিকিয়ে রাখতে পারব? আমাদের রাজত্ব কতদিন চলবে? কারণ সমস্যা, কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রের সংকট আরও গভীরে। কাজেই এখানে আমাদের শিল্প হচ্ছে না অথচ টাটারা দেখা যাচ্ছে ঐ সিংহলে তারা পাট শিল্প করছে ত্রিপুরায় পাট শিল্প হচ্ছে না। টাটারা লাইসেন্স নিয়ে মালয়েশিয়ায় কির্লোস্কোয়ার পাম্প মেসিন করছে। গ্রেট বৃটেনে কাপড়ের শিল্প করছে।

আমাদের দেশের মানুষ ত্রিপুরার অন্ততঃ পক্ষে ৪১ হাজার যুবক দেশের সম্পদ যারা বেকার দেশের যারা ভবিষ্যৎ তাদের জন্য। আর আমার দেশের মানুষ, ত্রিপুরায় অন্ততঃ পক্ষে ৪১ হাজার বেকার যুবক এ দেশের সম্পদ যারা, এদেশের যারা ভবিষ্যত তাদের জন্য ভারতের যারা মনোপলিষ্ট তাদেরকে বাধা করতে পারছে না এই সরকার। কারণ ওদের কলকিতে যারা গাঁজা খান তাদের কোন অধিকার নেই, ওদের বাড়ীতে যারা দারোয়ানগিরি করেন, তাদের সাধ্য নেই ওদের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে। আমরা লক্ষ করেছি যখন বাজেট অধিবেশনের মধ্যে অনুন্নত সম্প্রদায়ের কথা আসে তখন এমন একটা তারা সেন্টিমেন্টেল হয়ে যান যে সমস্ত অপরাধটাকে একটা জায়গায় এনে যেন ঢুকাতে চান যে সমাজের মধ্যে যারা অনুন্নত, সমাজের মধ্যে যারা তপশীলি, হরিজন, উপজাতি তাদের স্বার্থ যদি রক্ষা না হয় তাহলে সব বরবাত হয়ে যাবে। অর্থমন্ত্রী এইখানে বলেছেন যে গোটা অগ্রগতির কোন মানে হয় না যদি হরিজনদের, তপশীলী এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতি না করা যায়। আর পঞ্চম পরিকল্পনার যে প্রথম বৎসর ওটার মধ্যে লক্ষ্য করেছি গত বৎসর ৬০ লক্ষ টাকা যেখানে ছিল সেখানে এখন ৫০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে তাদের উন্নতির জন্য। তারা কি করছেন আমি একটু কেটাগরিকেলি বলতে চাই। এই বাজেটে প্রতি বৎসর একটা খরচ আমরা লক্ষ্য করে এসেছি, এই দুদল অংশের জন্য ওদের লিগেল খ্যাণ্ড একেবারে মামলা মোকদ্দমায়, কারণ ওরা অনুন্নত সম্প্রদায়ের ওরা গ্রামের মানুষ, ওরা ইকোনমিকেলি ব্যাকওয়ার্ড, ওরা আইন কম বুঝে। ভারতের ১২ কোটি তপশিলী, হরিজন, এবং ট্রাইবেল আছে যাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন বুঝে না তাদের জন্য সংবিধানে কি কি লেখা আছে কি অধিকার আছে। সেইজন্য তাদেরকে আইন দেখি দিতে হবে এই জন্য প্রতিবৎসর আমরা লক্ষ্য করি আইন করা হচ্ছে যে তপশিলীদের জন্য ৭ হাজার টাকা, উপজাতির জন্য ২ হাজার টাকা। ল-মিনিষ্টার সম্ভবত যদি মাথায় তিলক দেন আইন খরচ দিয়ে তাতেও তা এক বৎসর এই টাকা ফুরিয়ে যাবে। চিকিৎসার জন্য ওদের যাতে তপশীলীদের জন্য তাদের টি, বি, পেশেন্ট, কেন্সার পেশেন্ট এই জন্য দুই হাজার টাকা। উপজাতির জন্য ৬ হাজার টাকা। শিক্ষার জন্য তপশিলী জাতির শিক্ষার জন্য ৩ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। উপজাতির জন্য দুই লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। এইটা অন্ততঃ তুচ্ছ। শিল্প, তপশিলীজাতির মধ্যে শিল্প সম্প্রসারণ করতে চান তারা সেই জন্য ৫ হাজার টাকা। আই, টি, আইর জন্য ষ্টাইপেণ্ড দিবেন, আই, টি, আইর ট্রেনিং এর মানে কি? যে ট্রেনিং দিলে সরকারের কাছে দাম নাই, বাজারের কোন কিছুতে লাগে না। কাজেই বলতে হবে আমরা তপশিলী জাতির জন্য করছি এবং তারা বরাবর গান্ধী থেকে শুরু করে শ্রীমতী গান্ধী পর্যন্ত বলে আসছেন এই সব কথা। অথচ আমরা লক্ষ্য করেছি গত ২৬ বৎসরে গোটা ভারতবর্ষে তপশিলী জাতি হরিজনদের উপরে এইটুকু আমি বলতে পারি লিংচিং আমেরিকার কৃতদাসদের তারা যদি প্রতিবাদ করতো সাদা চামড়ার বিরুদ্ধে তবে যে প্রতিবাদ করতো সেই অন্যায়ের জন্য তাকে আগুনে দিয়ে জ্বলন্ত শিখা দিয়ে জ্বলন্ত লোহা দিয়ে, শিখা দিয়ে তারা আনন্দ ভোগ করতো, ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে, সেই ফাঁসির দড়ি স্পর্শ করার জন্য পুণ্য বোধ করতো। গত ২৬ বছরে হরিজনদের উপরে যে অত্যাচার হয়েছে সেই ইতিহাস অত্যন্ত করুণ। ১৯৭১ সালে পুরুলিয়া জেলায় যে ঘটনা ঘটে গেল সেই তো হরিজনদের সমস্যা তপশিলীদের সমস্যা, ক্ষেত মজুরের

সমস্যা, ওরা শতকরা ৯০ জন ক্ষেত মজুররা ওরা ভাগ দাম করতে গিয়েছিল, ক্ষেতে চাষ করতে গিয়েছিল সেই গুণ্ডারা এসে ওদেরকে আক্রমণ করলো, ওদের ঘর জ্বালিয়ে দিল এবং লাটে তারা ১০ জনকে হত্যা করলো এবং তারপর যারা নিহত হলো ওদেরকে সেই জমিদারের ট্রাক্টারে করে খুসাই নদীর চড়ে তাদেরকে কবর দেওয়া হলো। তারপর সেখানে রিপোর্ট বেরোল সিডিউল কাষ্ট কমিশনার রের যে রিপোর্ট সে মন্তব্য করেছে যে ওয়ার ওয়াষ্টেড অ্যালিভ। জীবন্ত তাদেরকে কবর দেওয়া হলো। তাদের কি অপরাধ ছিল ওখানে ক্ষেত মজুরীরা বলেছিলেন যে মজুরী বাড়াও সে জন্য ৪০ টা মানুষকে শিশু-বৃদ্ধকে ধরে কি করলো পুড়িয়ে হত্যা করলো। গত বছর বিচারের রায় বেরিয়েছে। যে জমিদার বন্দুক দিয়ে এদের খুন করলো সেই কোর্ট থেকে রায় বেরোল হ্যাঁ, সেখানে হরিজনদেরকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে সত্য, গুণ্ডামী হয়েছে সত্য, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যারা অভিজাত, যারা সেখানে বর্ণ হিন্দু, জমিদার, তারা এত নীচে নেমে গেছে যে গুলি করে মানুষকে হত্যা করবে। অভিজাত রক্তের যারা মালিক তারা হরিজনকে হত্যা করতে পারে না। অথচ ১৯৭০ সনে ৫ জন হরিজনকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে এবং গত বছর সেই লোকসভার রিপোর্টের মধ্যে বেড়িয়েছে যে সবচেয়ে হরিজনরা আক্রান্ত হয়েছে বেশী উত্তর প্রদেশে শ্রীমতী গান্ধী যেখান থেকে নির্বাচিত হয়েছেন সেখানে। কাজেই হরিজনদের সম্পর্কে ওরা একটু সেন্টিমেন্টেড হয়, এই জায়গায়, এই রকম জায়গায় কথা বললে হয়তো আমাদের সব দাগটা খুলে যাবে। কিন্তু আমরা এই ত্রিপুরার অভিজ্ঞতায় ত্রিপুরার পাহাড়ীদের উপর সেই দুধুর প্রকল্প নিয়ে তাদের সংরক্ষণ অধিকার ইত্যাদি নিয়ে ওরা যা করেছে এই অভিজ্ঞতায় আমাদের এই কথা বলে তারা মুখে এই কথাগুলি বলে তারা এত বন জঙ্গলে যে তারা রিজার্ভেশনের জন্য টাকা খরচ, হাতী পোষার জন্য যে টাকা খরচ করে কিন্তু তপশিলী জাতি, উপজাতির জন্য ভারতের সংবিধানে যে রিজার্ভেশন আছে, সংরক্ষণের জন্য আছে সেগুলি একটার পর একটা তারা কেটে দিচ্ছে অথবা মুছে ফেলছে। কারণ ওরা স্লেভ বেগার, যারা নাকি সমাজের নীচের তলার মানুষ, যারা যুগ যুগ ধরে স্লেভের মত বেঁচেছে, তারা যদি মাথা তুলে তাহলে তাদের যে মালিক ওদের প্রভু টাটা, বিড়লা, জোতদার, জমিদার ওদের আসন নড়ে যাবে। তাই নীচের মাটিটা তারা ধরে রেখেছে। কাজেই নীচের তলার দিকে কোন লক্ষ্য নেই। তলার দিকে কত বেশী স্লেভ জমানো যায়, এই দিকেই তাদের লক্ষ্য। একটা দেশের ইকোনমিকের মধ্যে এদেরকে টিকিয়ে রেখে রেখে এদেরকে যদি কেনা বেচা হত্যা করা যায়, যা ইচ্ছা তাই করা যায়। কাজেই আমেরিকার নিগ্রোদের উপর যেরকম অত্যাচার করা হচ্ছে, আফ্রিকার সেই রোডেশিয়ায় আজকে নিগ্রোদের উপর যে ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে আজকে ভারতের ১২ কোটি হরিজন, উপজাতী, তাদের উপরই ঠিক একই রকম টচার এখানে করা হচ্ছে। হরিজনরা আজকে হরিজন হতে পারলো না এবং এই বাজেটের মধ্যে, মাননীয় স্পীকার স্যার, হরিজনদের জন্য যেটুকু বাজেটে রাখা হয়েছে যেটুকু অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এইটা তুচ্ছ নগণ্য, ২৬ বছর রাজত্ব করে যাবে তার জন্য কিছু বলবো না, কারণ ওরা সাহায্য করবে কেন, এই ফাঁকটাকে কাভার করার জন্য বাজেটে এইগুলি রাখা হয়েছে। কাজেই এই বাজেট দামী বাজেটের যে বয়ান, দামী আর্ট পেপার মোরানো হয়েছে

কিন্তু চক্‌ চক্‌ করলেইতো সেইটা সোনা হয় না। এর ভিতরে যত পুরোণো সেই এমন সব মাল তার যে পচা দুর্গন্ধযুক্ত এবং বিদায়ী ক্ষয়িষ্ণুদের যে সমাজ ব্যবস্থা, বুর্জোয়া ধনতন্ত্র, জমিদারতন্ত্র, তার ছায়ার মধ্যে আর কিছু লক্ষ্য করা যায় নি, কাজেই আমি এই বাজেটের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে যে বাজেটে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন তার উপর দুইদিন ধরে সমালোচনা হচ্ছে প্রত্যেকেই যার যার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমালোচনা করার অধিকার আছে কিন্তু সেই অধিকারকে রূপ দিতে গিয়ে যদি এমনভাবে কিছু অপব্যাখ্যা করা হয় তাহলে সম্ভবত: তার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন পরে। কাজেই সেই দিক থেকে আজকে বাজেটকে দেখতে হবে। আমি দেখলাম যে বাজেটের সমালোচনা করতে গিয়ে আমাদের যে অর্থনীতি তাকে ধনতন্ত্রের অর্থনীতি বলে আখ্যা দিয়েছেন। আর অন্যান্য জায়গায় উনারা যা বলেছেন যে আজকে থেকে ৩০ বৎসর আগে বা ১৯৪৭ সনে গুড়ের দাম ছিল কত, চিনির দাম ছিল কত ইত্যাদি। কিন্তু তার সঙ্গে এই কথাটা বলছেন না যে ১৯৪৭ সনে যারা চাকুরী করতো। এই ত্রিপুরায় যারা চাকুরী করতো তারা বেতন পেতো কত, কত বেতন তাদের সেইদিন ছিল? সেইদিন যারা ত্রিপুরা রাজ্যে চাকুরী করেছেন সকলের চাইতে যিনি বেশী বেতন পেয়েছেন মন্ত্রী ছাড়া ডাক্তাররা ৫০/৭৫ টাকা বেতন পেতেন। কেরাণী যারা ছিলেন ১৫ টাকা থেকে আরম্ভ করে ৩০ টাকায় শেষ হয়ে গেছে। অনেকের বেতন ১০ টাকা থেকে আরম্ভ হতো। পুলিশের বেতন ৫ থেকে আরম্ভ করে ১০ টাকায় গিয়ে শেষ হতো। কাজেই স্বাধীনতার পর অর্থনীতিটা কি হয়েছে, দেশে কংগ্রেস সরকার আসার পর অর্থনীতিতে তারা কি পরিবর্তন তারা আনতে চেয়েছেন সেইটাকে দেখতে হবে। সেইটাকে দেখতে গিয়ে যদি এক কথায় বলে দেওয়া হয় এইটা ধনতন্ত্রের অর্থনীতি তাহলে বুঝবো যে গোড়াতে, বিসমিল্লায় গলদ। এইটাকে গণতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে হবে। আর সেইটার সীমানা একটা নীতি আছে সেইটা অর্থনীতির নীতি, কাজেই এইটা বুঝতে হবে ধনতন্ত্রের অর্থনীতি বলতে কি বুঝায় বা সমাজতন্ত্র বলতে কি বুঝায়? তাঁরা যদি মনে করেন কোন জায়গায় ঋণ করে টাকা এনে দিয়ে ধনতান্ত্রিক হয়, তাহলে বলার কিছু নেই। কিন্তু ধনতন্ত্র দিয়ে এটা যদি মীন করতে চান যে আজকে ভারতবর্ষের যে সরকার, তাঁরা ধনীদের পুষছে, বা ধনীদের জন্য এই পরিকল্পনা রচনা করেছেন, তাহলে তাঁরা ভুল করছেন এবং অপব্যাখ্যা করছেন। কাজেই আজকে সেখানে দেখতে হবে আজকে এই পরিকল্পনা কি মূল লক্ষ্য নিয়েছে? কংগ্রেস সরকার স্বাধীনতার পরে কি মূল লক্ষ্য নিয়েছে। তাঁরা সমাজবাদের দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কতকগুলি মূল লক্ষ্য বেছে নিয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সমাজতন্ত্র নিয়েছে এবং তারই জন্য প্রতিটি পরিকল্পনা তার মধ্যে রূপদান করতে পেরেছেন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সেইদিক থেকে দেখতে হবে আমাদের ব্যবস্থাটা সমাজতান্ত্রিক হয়েছে কি না, প্রকৃত অবস্থায় সমাজতন্ত্রের দিকে যাচ্ছে কি না, এবং সমাজতন্ত্রের দিকে যাওয়ার

চেষ্টা আমরা করছি কিনা; আমাদের পূর্বগুড়ির সংগে যদি দেখা যায়, আমরা দেখতে পাব তখনকার অবস্থার সংগে মিলে যেতে মিলিয়ে পারে। তাহলে স্বাধীনতার পর আমাদের সমাজতন্ত্রের নীতি হলেও আমাদের যে নীতি সেটা হচ্ছে পরিপূর্ণ গণতন্ত্রের নীতি। এই নীতির সংগে সমস্ত মানুষের মনের, মতের এবং ইচ্ছার সংগে সংগতি রেখে, আমরা আমাদের সমাজতন্ত্র করছি। এর আগে যারা সমাজতন্ত্র করে অধিষ্ঠিত হয়েছে, তাঁরাও একধরণের সমাজতন্ত্র করেছেন, এক ধরণের অর্থনীতি করেছেন। রাশিয়ার মত দেশ, তাঁদের আমি প্রশংসা করি কিন্তু তারা যে পথে গিয়েছেন, আমরা সেইপথে পুরোপুরি যাইনি। তারা তাদের নীতির মধ্যে করেছেন যে দেশে একটা মাত্র দল থাকবে, একটা দল দেশকে শাসন করবে এবং তারা যে নীতি নির্দ্ধারণ করে দেবে, সেই নীতির বিরুদ্ধে বলার মত দেশের মধ্যে কোন লোক নেই, থাকবেনা। যদি থাকে, তাহলে কণ্ঠকে রোধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু তারাও একভাবে পরিকল্পনা করছেন এবং তাদের পরিকল্পনা আরম্ভ হয়েছে ১৯২৯ সালে আর আমাদের করতে হয়েছে ১৯৫২ সালে। কাজেই তাদের যে চেহারা, তার যে পরিণতি তার মধ্যে তফাত থাকবে। তারা সেই সময়ে একটা নির্দিষ্ট নীতি নিয়েছেন যে প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে একটার উপর জোর দিয়ে অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং ১৯২৯ সালের অবস্থায় সেটা সম্ভবপর হয়েছিল। আমরা যেভাবে চাচ্ছি সেটা হচেছ গণতন্ত্রের নীতি, প্রতিটি লোকের সংগে আমাদের সংগতি রাখতে হবে। কাজেই যখন যুক্তিতে মিলছেনা, তখনই কুতর্ক করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যখনই মিলবে না, তখনই গোঁজা মিলের প্রয়োজন হয়। পরিকল্পনাটাকে আমাদের সেখানে দেখতে হবে যে পরিকল্পনার কোন ভুল হল কি না? কাজেই আমাদের পরিকল্পনার অর্থনীতি আমরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছি এবং প্রকাশ্যে জনমত নেওয়া হয়েছে যে আমাদের পরিকল্পনায় সমস্ত কিছু রাষ্ট্রায়ত্ব থাকবেনা, ব্যক্তির যে অধিকার সেটা স্বীকার করে আমরা নিয়েছি। কেন নিয়েছি? কারণ আমাদের দেশ বিরাট, রাশিয়া সাকসেসফুল হয়েছে তাঁর নীতিতে তার কারণ তাঁর যে দেশ, তার যে লোকসংখ্যা আমার চেয়ে আর্দ্ধেক এবং তার যে জমির পরিমাণ তা আমার চাইতে অনেক বেশী, তার যে প্রকৃতিক সম্পদ, ঐশ্বর্য, আমার ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলেও রাশিয়ার তার চেয়ে অনেক বেশী। আমার দেশে পেট্রল পাওয়া যায় না, আর তার দেশে পেট্রলের অফুরন্ত ভাণ্ডার। কাজেই আমার সেই অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে আমার পরিকল্পনাটাকে দেখতে হবে। তাদের দেশের নীতি হচেছ সমাজের জন্য ব্যক্তি আর আমার দেশের নীতি হচ্ছে ব্যক্তির জন্য সমাজ। কাজেই এই যে নীতিগত প্রভেদ, সেটা হল আমাদের যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র এবং ব্যক্তির যে সত্বা. সেটা সমাজের মধ্যে স্বীকৃত হয়েছে এবং সেটা রাখতে হবে এবং তার জন্য প্রতিটি লোকের তার অভিমত ব্যক্ত করার অধিকার আছে। আমাদের যে পরিকল্পনা করা হয়, সেই পরিকল্পনার প্রত্যেকটি ধাপের সংগে জনমতের সংগে সংগতি রাখা হয় এবং তাদের ইচছাকে পূরণ করা হয়। কাজেই সেইদিক থেকে দেখলে সরকারে যা কিছু অর্থ এবং যে অর্থটা বাইরে থেকে আনতে পারা যায়, সেটা সমস্তটাই সমাজের উন্নতির জন্য খরচ করা হয়। প্রথমে যে তারা পরিকল্পনা নিয়েছিলেন সেটা হচেছ যে কৃষির দিকে জোর দিতে হবে, শিল্পের দিকেও আমাদের জোর দিতে হবে। কারণ শিল্পের উপর যদি জোর না দেওয়া হয়, পরবর্তী পর্যায়ে বাইরের থেকে শিল্প সম্ভার আমাদের আনতে হবে। কাজেই মুলগত কি ইণ্ডাষ্ট্রিগুলি আমাদের করা উচিত যাতে আমাদের দেশের পরিপূরক জিনিষগুলি আমাদের দেশ থেকেই পাওয়া যায়। তারা যে অন্য দেশের কথা বলেন, আমার সময় থাকলে পরে তার উত্তর দেব। আমাদের পরিকল্পনায় আমরা কি দেখছি?

আমাদের মূলগত যে ইণ্ডাষ্ট্রি বা শিল্প তার উপর আমরা জোর দিয়েছি এবং সেটাকে সৃষ্টি করতে চেয়েছি কিন্তু সেটাকে সৃষ্টি করতে গিয়ে একেবারে আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হয়েছে, তা নয়। যেটা সীমিত,সেটা কংগ্রেস সরকারকে দেশের সকলের সংগে স্বীকার করে নিতে হবে এবং সরকারও সেটা স্বীকার করেছেন। ঠিক সীমিত ধারায়, যে তারিখের মধ্যে সেটা হওয়া উচিত ছিল, অনেক ক্ষেত্রে সেটা হয়নি সেটার বাস্তবগত অসুবিধা ছিল যেটা পরবর্তী সময়ে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আরেকটি জিনিস হচ্ছে যে আমাদের দেশে যদি শ্রমিক বা কর্মচারী, তাদের বেতন যদি কম হয়, তাহলে তাদের অধিকার আছে, ষ্ট্রাইক করতে পারে। কিন্তু অন্য দেশে তাদের ষ্ট্রাইক করার অধিকার নাই। কাজেই আমাদের অন্যান্যদেশের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে হবে, আমি কাউকে ঘৃণা করিনা যেমন রাশিয়া, সেই দেশে এই সময়েতে কোনদিন ষ্ট্রাইক হয়নি, এটা দেশের একটা অবস্থা সৃষ্টি করেছে, আমি তাদের নিন্দা করছিনা। কিন্তু আমার দেশে সেই অধিকার আছে, কাজেই যেহেতু অধিকার আছে, সেইজন্য কোথাও কারণে, কোথাও অকারণে ষ্ট্রাইক হচ্ছে তার জন্য আমার পরিকল্পনা ব্যহত হচ্ছে। কাজেই যে সময়ে সেই উৎপাদন হতে পারত সেই সময়ের মধ্যে হতে পারছে না। মজুরির বৃদ্ধির জন্য তারা দাবী করছে, তাদের দাবী যদি ন্যায়সঙ্গত হয় তাহলে তাদের দিতে হচ্ছে, দাবী পূরণ করতে হচ্ছে। আরেকটা জিনিষ হচ্ছে সব দেশের অর্থনীতি এক নয়। যে কোন ডেভলাপমেণ্ট কান্ট্রির অর্থনীতির সঙ্গে মূল্যমান অংগাংগী ভাবে জড়িত, সেটা অস্বীকার করা যায় না। এবং দেশের সংগতির সঙ্গে সেটা সীমিত রাখতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি যে যখন কর্মচারীর বেতন কম ছিল সেটাকে যখনই বাড়ান হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্তই মূল্যমানের উপর চাপ পড়বে। একটা ডেভলাপিং কান্ট্রি যখনই দেশের মধ্যে আরও ঐশ্বর্য বাইরে থেকে এনে দেবে, সেইসব অর্থে শ্রমিকেরা কাজ করবে, তাদের কাছে টাকা আসবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে বাজারে যদি চাহিদা অনুপাতে জিনিষ না থাকে, তাহলে জিনিষের দাম বাড়বে। প্রতিটি দেশেই তা কম বেশী বাড়ছে। তবে সেটা হঠাৎ যদি বেড়ে যায়, তাহলে সেটা দেখতে হবে। মূলগত দিক দিয়ে যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে উৎপন্ন যে অর্থ, তা ট্যাক্স করে নেওয়া যাচ্ছে তা নেওয়া হচ্ছে। যদি বলেন যে সমাজবাদে তাঁরা ধনীদের থেকে ট্যাক্স বসিয়ে নেয়, ধনীদের উপর ট্যাক্স বাড়ছে, গরীবদের উপর ট্যাক্স এত বেশী পড়েনা। কিন্তু সরকার টাকা পাবে কোথায়? তবে রাশিয়ায় এত ট্যাক্স হয় না। তার কারণ তাদের সমস্ত কিছু সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কাজেই সেখানে জিনিষের মূল্য বৃদ্ধির প্রশ্ন নেই, সেখানে সরাসরি পণ্যের উপর ট্যাক্স নিতে হচ্ছে কিন্তু আমাদের এখানে প্রাইভেট উৎপাদন আছে। কাজেই সেই অর্থনীতি নেওয়া হয়নি, সেটা আমাদের লোকেরা স্বীকার করবেন না। সেখানে সমস্ত ফসল কৃষককে তুলে দিতে হচ্ছে সরকারের হাতে কিন্তু আমার দেশে আমরা সেটা গ্রহণ করিনি। আমরা সেখানে কতটুকু জমির ফসল কৃষকের হাতে তুলে দেবে সেই নীতি গ্রহণ করেছি।

Mr. Deputy Speaker :—The House Stands adjourned till 3 P. M. The Member speaking will have the floor.

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যা বলছিলাম যে আমাদের দেশে যে সমাজবাদ গ্রহণ করেছি সেখানে ব্যক্তিগত মালিকানায় বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিল্পায়ণ করার সুযোগ আমরা রেখেছি এবং ধনীদের একেবারে খতম করে দেওয়া হয় নি। তাদের নিজেদের বুদ্ধিমত্তার বা ক্ষমতার দ্বারা যদি উৎপাদনে সাহায্য করতে পারে তাহলে তাদের উৎপাদনের সাহায্য এবং সহযোগিতা আমরা তাদের কাছ থেকে নেব। কিন্তু অতিরিক্ত আয় বা মুনাফা যেটা করবে সেটাকে সমাজের জন্য আমি নিয়ে আসব এবং তারি জন্য দেখা যাবে যে আমরা কোন মানুষকে কোতল করে শেষ করছি না। তার ব্যক্তিগত যে প্রভাব, ব্যক্তিগত যে বুদ্ধিমত্তা এবং ব্যক্তিগত যে উৎপাদন করার ক্ষমতা সমাজের মঙ্গলের জন্য সেটাকে আমরা নিচ্ছি। কিন্তু ট্যাক্সেশনের বেলায়, সারচার্জ ট্যাক্স ইত্যাদি যত বেশী মুনাফার দিকে যাচ্ছে সেটাকে আমরা কমিয়ে আনছি। এই দিকটা নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা গুলিকে বিচার করতে হবে। কাজেই কারুর মনের মধ্যে যদি একটা বিশেষ ধারা থাকে তাহলে তিনি সেখানে ভুল করবেন এবং ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক দিক অংগাংগিভাবে জড়িত যে সমাজতন্ত্রের দুই দল এবং বহুদলের বক্তব্য এবং ক্ষমতা আছে এবং তাদের সঙ্গে তাদের ইচ্ছা, কর্ম বক্তব্য, সমস্তটার সংঙ্গে সঙ্গতি রেখে সরকারকে চলতে হয়। কাজেই কোন একটা জিনিষকে জোর করে দেশের মধ্যে চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই বেতনের ক্রম যেমন স্থির রাখা যায়না, মূল্যমানও গ্রায়ের জোরে স্থিতি রাখা যায়না। অর্থনৈতিক ধারার সঙ্গে সেটাকে সঙ্গতি রাখতে হবে। কাজেই সেটাকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এবং কর্মজীবদেরও সেটা যখন আসে তখন তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদেরও মূল্যমান বাড়াতে হবে এবং সেটাকেও বাজে আলোচনা করতে গিয়ে সেই জায়গায় মহাশয় তার উল্লেখ করেছেন এবং সঙ্গতভাবে সেটা তিনি উল্লেখ করেছেন এটাও আমাদের একটা কারণ। কিছু জিনিষের দাম বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাক্টরীতে যারা শ্রমিক তাঁরাও বলছে যে আমাদের মজুরী বাড়াও এবং যেহেতু গণতন্ত্রের ধারার মধ্যে সেটা স্বীকৃত হয়েছে এবং সেজন্য গণতান্ত্রিক সরকার হিসাবে তারা নিজেদের ইচ্ছায় সেটা করছেন না, একটা কমিশান করে দিয়েছে এবং কমিশনের তরফ থেকে তারা ঐ ভাবে দ্রব্যমূল্য বাড়লে কি দেওয়া হবে সেটাও একটা স্বীকৃত নীতি রয়েছে, কাজেই সেটাকেও সরকারের অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে স্বীকার করে নিতে হয়েছে। কারণ আমাদের যে দিকটা সেটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক। এর ফলে যেমন মজুরী বাড়ছে বাজারে উৎপাদিত দ্রব্য তেমন তত্খানি আসছে না। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে দাম বৃদ্ধি হচ্ছে। কাজেই সেটাকে জনসাধারণের কাছে থেকে কোন দিন সরকার লুকিয়ে রাখেন না। সরকার যখন বলেন টাকার মূল্যমান কমছে তখন সরকারই প্রথম বলেন। কারণ কংগ্রেস সরকারের জনতার উপর বিশ্বাস আছে। তার ভাল দিকটাও যেমন আছে, কাজের দিকটাও যেমন আছে, জনতার সামনে সেটা তুলে ধরা হচ্ছে বলেই জনতার দুঃখ থাকলেও বেদনা থাকলেও সেটাকে গ্রহণ করে। কাজেই কেন অর্থনীতিটা রচনাকারের ক্ষমতায় ছিল না তারও কারণগুলি আমাদের অতীত ইতিহাসের মধ্যে দেখতে হবে এবং সেটা যদি দেখি যারা পরিকল্পনা রচনা করেছেন তারা কিভাবে করেছেন? যে দিন ৬২ সালে একটা যুদ্ধ হল, তার আগে ভারতবর্ষের নীতি কি ছিল? তখন নীতি ছিল আমরা আমাদের প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলব। যেহেতু আমরা আমাদের প্রতিবেশীর

সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলেছি, আমাদের প্রতিবেশীও সেই সদ্ভাব রেখে আমাদের সঙ্গে চলবেন। কিন্তু ৬২ সালে আমাদের সেই বিশ্বাসের উপর একটা চরম আঘাত এনেছেন। তার ফলে এই যে নতুন একটা চাপ, প্রথম যারা পরিকল্পনা রচনা করেছিল তার মধ্যে তো তার ব্যয় বরাদ্দ ধরা ছিল না। কাজেই পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দটা বাস্তবের সঙ্গে বদলে যায় এবং তার ফলে, এই একটা ঘটনার ফলে আমাদের যে ডিফেন্স বাজেট সেটাকে বাড়িয়ে দ্বিগুণতর করা হয়েছে। কাজেই সেটাকেও জাতীয় লক্ষ্যের মধ্যে রাখতে হবে যাতে যতটা আমরা বলেছিলাম সেই নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল ততটা পৌঁছানো গেল না। আমরা সেই সম্বন্ধে সজাগ এবং এইগুলি দেখলে আমরা দেখতে পাই পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তানের আক্রমণ আসে '৬৫ সনে এবং তার পরেও কেউ বলবেন যে বাংলা দেশের বেলায় আমরা সাহায্য করেছি এবং সেটা আজকের দিনে যারা সমালোচনা করেছেন যে আমাদের যখন কিছু নাই তখন আমরা বাইরে সাহায্য করছি কেন? কিন্তু তখন জনমত কি ছিল? তখন তারা কি বলেন নি যে আজকে আমাদের যারা প্রতিবেশী তাদের বিপদে আমাদের সাহায্য করা উচিত। ওরা কি সরকারের কাছে দাবী রাখেন নি যে আমাদের এটা করা উচিত? কাজেই যদিও সরকার সেটা করেছেন জনসাধারণের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সেটা করেছেন এবং সেই বছরটা লক্ষ্য করতে হবে। সেই সনটা আমাদের খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা পেয়েছিলাম, ফসল ভাল হয়েছিল। কাজেই আমাদের দেশে প্রায় এক কোটি লোক আসা সত্ত্বেও আমরা সেই ব্যয়ভার বহন করেছি। কিন্তু তার পরবর্তী পর্যায়ে সেই উৎপাদন কমে যায়। সেজন্য প্ল্যানের মধ্যে যদিও আমরা পরিকল্পনা করেছি কিন্তু পরিকল্পনার মধ্যে যে হারে উৎপাদন হওয়া উচিত ছিল খরা জনিত পরিস্থিতির জন্য সেটা হয় নি। কাজেই এই যে জিনিষটা, যদিও পরিকল্পনা হয়েছে, অর্থনৈতিক একটা চাপ আসে, আন্তর্জাতিক যে চাপ, সেটা এক দেশের চাপ আর এক দেশের সঙ্গে এবং বিগত সনে খরা জনিত যে পরিস্থিতি সেটা শুধু যে ভারতবর্ষে একা হয়েছে তা নয়। সমগ্র পৃথিবী জুড়েই সেটা হয়েছে এবং এক কালে যারা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল আমেরিকার কাছ থেকে তাদেরও খাদ্য কিনতে হয়েছে। কাজেই এই পরিস্থিতি সেটা আমাদের অর্থনীতির উপর চাপ পড়েছে। কাজেই যেহেতু আমাদের ফসল কম হয়েছে সেখানে বাধ্য হয়েই আমাদের রাশিয়ার কাছ থেকে ভিন দেশের কাছ থেকে আনতে হয়েছে। কাজেই এই যে জিনিষগুলি আমাদের আনতে হবে সেগুলি আমাদের অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং তার উপর পুরোপুরি কন্ট্রোল থাকছে না। এই ভঙ্গিতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাঁর বাজেট স্পীচ দিয়েছেন এবং সেটা দিয়ে তিনি যে কি ভুল করেছেন, আমি সেটা বুঝতে পারছি না অথবা সেটাতে ধনতন্ত্রের কি রূপ আনল, আমি সেটা বুঝতে পারছি না। বরঞ্চ যেটা প্রকৃত সত্য সেটাকে তারা জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন। কারণ শাসক দল যারা, তারাও এটা বিশ্বাস করে জনসাধারণের কি অসুবিধা আছে বা সুবিধা আছে, সেটাও তাদের দেখতে হবে। কাজেই আজকে দেশের মধ্যে যেমন অভাব আছে, যেমন দ্রব্যমূল্য বাড়ছে, এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে আজকে কোনও দেশে এটা ঠিক হতে পারে না। মানুষ হলেই তার প্রত্যেকটা জিনিষেরই সমপরিমাণ প্রয়োজন হয় এবং আমাদের দেশের লোক যা চাইছেন, একটার বিনিময়ে আর একটা, কোন সময়েই আমাদের দেশের লোক এটা বলে

না। আমাদের বিদ্যালয় থাকতে হবে, আমাদের ডিফেন্স থাকতে হবে আমাদের কৃষির উন্নতি করতে হবে, সে রকম আমাদের লাক্সারী গুডসেরও প্রয়োজন আছে। কাজেই সব জিনিষই আমাদের চাই এবং সরকারও সেই হিসাব মত চান যে আমাদের অর্থনীতির মধ্যে কত দ্রুত সেটা করা যায় অথবা আমরা একটা স্বয়ং সম্পূর্ণতায় আসতে পারি। অবশ্য তার মধ্যেও একটা না একটা সেড ব্যাক হচ্ছে যেমন বিগত ১৯৭২ সনে খাদ্যে যে অসুবিধা হয়েছে খরা পরিস্থিতির জন্য, তার মোকাবিলা করতে হবে এবং যদি না সরকার এর মোকাবিলা না করত তাহলে সবাই বলত যে এই সরকার জনসাধারণের সরকার নয়। তাই সরকারকে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে যার বিনিময়ে কোন উৎপাদন নাই, ও দিয়েও খরাজনক পরিস্থিতির জন্য গ্রামের লোকের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কাজেই এই যে একটা উদ্বৃত্ত অর্থ চলে গেছে, তখনকার সময়ে জনসাধারণের সমস্যা ছিল খরাকে মোকাবিলা করার সমস্যা এবং সেজন্য আমরা দেখছি যে প্রায় [illegible] কোটি টাকার মত বিভিন্ন খাতে ব্যয়িত হয়েছে এবং সারা ভারতে এই রকম একটা বিরাট অংকের টাকা এভাবে ব্যয়িত হয়েছে। তখন সরকারের নিজেরও অন্য কোন উপায় ছিল না। আজকে যেমন আমাদের পরিকল্পনাকে রক্ষা করতে হবে, তখন আমাকে দেখতে হবে পরিকল্পনাটাই আমাদের কাছে বড় কথা নয়, আমাদের কাছে বড় কথা হচ্ছে দেশের মানুষ এবং আজকে যারা এখানে সমাজবাদের কথা বলেন, তারা হয়তো বা পরিকল্পনা নিয়ে আটকে থাকতেন যেহেতু পরিকল্পনাকে খর্ব করা হয় নি, আমরা তার জন্য কিছুই দেব না। কিন্তু আমাদের কাছে সমস্যা হচ্ছে মানুষকে নিয়ে, মানুষের বাঁচার প্রশ্নে। কাজেই সেইদিনকার গ্রামাঞ্চলের লোকের যে প্রয়োজন, খরা পরিস্থিতিতে তাদের উচ্চমূল্য দিয়ে চাউল সংগ্রহ করতে হয়েছিল, অথচ তাদের কর্ম সংস্থানের কোন ব্যবস্থা ছিল না সরকারকে সেজন্য তাদের কর্ম সংস্থানের ভিতর দিয়ে তাদের জন্য একটা বিকল্প ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। কিন্তু এই উদ্বৃত্ত অর্থের কথা সেটা মাননীয় সদস্যরা বলেছেন এখন এই উদ্বৃত্ত অর্থ না আসলে কোন উপায়ও ছিল না। সরকারকে সেটা আনতে হয়েছে মানুষের কারণে, দেশের কারণে এবং তিনি বলেছেন তার জন্য আজকে—এটা আমরাও স্বীকার করছি, সরকারও স্বীকার করেছেন কারণ যেটা বাস্তব সত্য সেটাকে সরকার স্বীকার করেছেন, সরকার সেটাকে অস্বীকার করতে পারেন না। আর তার জন্যই আমাদের মুদ্রাস্ফিতির অবস্থা ঘটেছে। তাহলেও আশাহত হওয়ার কোন কারণ নাই। তারা অবশ্য বলেছেন যে এটা কেন উল্লেখ করা হল না? তাকে সেটা করতে হবে। অর্থনীতিতে আমার দেশের লোক, আমার দেশের যে জনসাধারণ, তার অর্থনীতির ধাক্কা কোথায়, সেটাকে দেখতে হবে এবং লেজিসলেচারে আমরা যারা আছি, আমাদেরকেও এই সমস্যাটাকেও পরিপূর্ণভাবে দেখতে হবে এবং তারই জন্য অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত-ভাবে বাজেটের ২, ৪ পর্যায়ে একটুখানি উল্লেখ করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে করা হয়েছে। এর মধ্যে কি বাস্তব সত্য থাকতে পারে, আমি ঠিক সেটা বুঝে উঠতে পারছি না। আর একটা মস্ত বড় ফ্যাক্টার যেটা আমাদের পরিকল্পনায় এবং আমাদের আভ্যন্তরীন অর্থ-নীতিতে আঘাত করেছে, সেটা হচ্ছে অল্প কয়েকদিন আগে ইজরাইল এবং আরবের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়ে গেল তারফলে আরবেরা যেভাবে পেট্রোলের দাম বাড়িয়ে দিলেন তার জন্যও আমা-

দের অর্থনীতির উপর একটা বিরাট চাপ এসেছে এবং তার জন্য পেট্রোলজাত সমস্ত দ্রব্যের দাম বেড়েছে এটার মধ্যে লুকানোর কিছু নাই। কিন্তু এই ধরণের যে একটা ফেক্‌টার হবে, তা আমাদের আগে থেকে জানা ছিল না। আমাদের দেশে এখন যথেষ্ট পরিমাণ পেট্রোল হয় না, এটা আমরা জানি। কাজেই যতদিন না আমাদের চাহিদামত না হয়, ততদিন আমাদের বাইর থেকে আনতে হবে এবং আমাদের প্রয়োজন বোধে সেই পেট্রোলজাত জিনিষটাকে কয়লা ভিত্তিকে রূপান্তরিত করা যায় কিনা, সেটাও ভেবে দেখা হচ্ছে। কাজেই কোন একটা বাঁধা ধরা ধাঁচে অর্থনীতি চলে না যেমন আমাদেরও চলছে না। আমেরিকা তো একটা বড় দেশ, তাদের দেশেও কিছুদিন আগে এই পেট্রোলের সমস্যার সমাধানের জন্য নতুন করে মূল্যায়ন করতে হয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থনীতির যে চাপ সেটা এক এক সময়ে এক এক দেশের উপর পড়ে এবং সেটাকে কারো অস্বীকার করবার উপায় নেই। কাজেই তার ভিতর দিয়ে আমাদেরকেও যেতে হচ্ছে। আজকে ২৬ বছর অতিক্রান্ত হল কিন্তু অর্থনীতির যে চাপ, সেটা ঘুরে ঘুরে আসছে ফসল উৎপাদনের যে ধারা এত সব পরিকল্পনা করা সত্বেও কোন কোন সময়ে তার একটা এবং আমাদের সাইকেল্‌স আছে, এটা পৃথিবীর অর্থনীতির যে ধারা বা প্রকৃতির যে দান যে কয়েক বছর হয়তো সমৃদ্ধি সৃষ্টি হয় আবার কয়েক বছর হয়তো বা অতিরিক্ত বৃষ্টি হয় এবং তার জন্য যে চাপের সৃষ্টি হয়, সেটা কম বেশী পৃথিবীর সমস্ত দেশের উপরও পড়ে। এবং ২৬ বছরের মধ্যে সেটা ঘুরে ঘুরে হচ্ছে, সেটাকে আমাদের দেখতে হবে। কাজেই সেই যে জিনিষটা তার জন্য হিসাব করা থাকলেও পরিকল্পনা যারা করেছেন, তারা ঠিকই করেছেন তাঁদের অংকের হিসাবের মধ্যে কোন ভুল নাই। কিন্তু বাস্তবে সেটাকে যখন রূপদান করা হচ্ছে, তার মধ্যেও যদি কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে, তাহলে আমরা সেটা সম্পর্কেও আলোচনা করি। কিন্তু তারা যে মূলগত প্রশ্ন তুলেছেন, সেটা যে বিভ্রান্তিকর সেটা এখানে বলাই হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। এবং সেটাকে উল্লেখ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোন প্রকার ভুল কাজ করেন নি। কাজেই পরিকল্পনার রূপটাকে আমাদের কাজের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর করে নিতে হবে এবং সেটা যদি মাঝে মধ্যে কোন ক্ষেত্রে পিছিয়ে গেল, সেজন্য আমাদের হতাশ হওয়ার কিছু নাই। কাজেই এসব দিক আমাদের দেখতে হবে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কত দৃঢ়তার সংগে এগিয়ে যেতে পারব। কাজেই বাজেটের মধ্যে সরকার যে সব কথা বলেছেন তা অতি ভাল কথা, সেটা হচ্ছে—Apart from the various remedial measures that had been time to time to combat this situation it was felt that it was imperative that determined efforts should be made simultaneously to effect n appreciable reduction in the Government spending. আমার কর্তব্য হচ্ছে এর যে সিরিয়াসনেস এটাকে সরকারকে অত্যন্ত গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে এবং এটা যে কথার কথা না হয়। কারণ এই যে পিছনের ঘটনাগুলির কথা আমি বললাম সেটাকে বাস্তবে রূপদান করতে হবে এবং পরিকল্পনাকে যারা রূপদান করছেন তারা বলেছেন পঞ্চম পরিকল্পনাতে আমরা যেটা করছি, সেখানে অনেক ক্ষেত্রে ষ্ট্র্যাঙ্গেন্ট ইকনোমিক মেজার আমাদের নিতে হবে

এবং সে জিনিষটা যাতে লেখার মধ্যে পর্যবসিত না থাকে, বাস্তবে যাতে পরিপূর্ণ রূপদান করা হয়, সেটা মন্ত্রী মশায়কে বিশেষ ভাবে দেখতে হবে। মন্ত্রী মশাইকে এটাও দেখতে হবে যে যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দ নন-স্পেণ্ডিং হবে না ভাল কথা—enforcing substantial reduction in the expenditure relating to contingencies, travelling, entertainment, purchase and use of motor vehicles and various other establishment expenses. এই যে কথাগুলি বলে গেলেন, সেগুলিকে বাস্তবে রূপ দেওয়া তাঁদের উচিত। এটা শুধু একটা আদেশ দিয়ে নয়, নিজেরাও যাতে এটাকে বাস্তবে রূপ দেন, অকারণে ভ্রমণকে কমাবেন বা সেটা না করলে নয় সেই ধরনের ভ্রমণই তারা করবেন, যাতে করে দেশের লোক বুঝতে পারে যে আমাদের ইকনোমি আসছে অথবা তার মধ্যে স্ট্রিনজেন্সী আসছে। এর জন্য প্রয়োজন বোধে দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। তাছাড়া সরকারী যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আছে, বিশেষ করে যেগুলি নাকি ব্যবসামূলক, আমি এখানে টি, আর, টি, সি-র কথাই বলব। তারা যখন একটা ব্যবসা করতে নেমেছেন, প্রাইভেট যারা করছে, তাদের কম বেশী লাভ হচ্ছে এবং সেজন্য তারা চাইছে যে তাদের ব্যবসাটা চালু থাকুক। কাজেই আমার ধারণা যে সরকারী ব্যবসার মাধ্যমেও কিছু লাভ হতে পারে। কিন্তু এই পর্যন্ত যতটুকু কাজ হয়েছে, যদিও তার পুরো হিসাব আসে নি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা দিলেন, তাতে দেখছি লোকসান হচ্ছে। কেন সরকার করলে লোকসান হবে? আর প্রাইভেট মালিকেরা করলে লাভ হবে? আমরা যদি ইকনোমিক কথাই বলি, তাহলে যে ব্যবসা করব, সেটার থেকে কিছু না কিছু রিটার্ণ আসা উচিত এবং সেটার আনার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। আজকে দেখা যায় পেট্রোলের দাম বেড়ে গেছে বা ডিজেলের দাম বেড়ে গেছে অথবা স্পাটসের জন্য দাম বেড়ে গেছে, তাহলেও সরকারকে সংসাধনের সংগে সংগে সেটার মোকাবিলা করতে হবে। আর তা না হলে লোকসান হবে। কাজেই এই সমস্ত দিক দিয়ে আমরা যাতে সেলফ্ সাফিসিয়েণ্ট হতে পারি, এরজন্য প্রয়োজনীয় ইকনোমিক মেজার আমাদের নেওয়া উচিত। যে নীতিতে সংগ্রহ করা উচিত সেটি দৃঢ়তার সংগে গ্রহণ করতে হবে। যার ফলে এই ধরণের প্রচেষ্টা থেকে যেন তারা তাদের মুলধনকে খেয়ে ফেলে তাদের যে কর্মের বিচ্যুতি করার যে পলিসি রয়েছে—সেটি যাতে নষ্ট হল এই জিনিষগুলি গভীর ভাবে দেখবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। প্রকিউরমেণ্ট পলিসি সম্পর্কে সমালোচনায় দেখলাম যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে। ত্রিপুরা সরকার কি করতে পারতেন? চাল নামবে না? আমি নিজে দেখেছি যে আউস ধান যখন উঠল বাজারে দাম কমে যাচ্ছে। কৃষকেরা চিৎকার করছে আমারাও তাদের পক্ষে সংগে সংগে চিৎকার করছি। সরকার ধান কিনে নেয় চাল কিনে নেয় নইলে পরিত্রান নেই। চালের দাম কমে যাবে। কাজেই সরকার অগ্রসর হয়েছে। এই হাউসেই দেখেছি—কেন সময় মত কি না হল না এজন্য সমালোচনা হয়েছে। এইবার দাম যখন নেমেছে তখন সরকারের দেরী হয়েছে বলে আমরা সমালোচনা করেছি। কেন তোমরা আরও আগে কেননি তাহলে কৃষকেরা আরও দাম পেত। তাহলে দেখা যায় না করলে এক রকম বলা হয় আবার করলে অন্য রকম বলা হয় করবেটা কখন? কাজেই এবার যদি সরকার খরিদ না করত তাহলে মজুতদার যারা আছে তারা আরও কম দামে কেনে নিয়ে মজুত করত।

সরকার সিকিউরিটি ব্যাংক—সেটি যাতে করা যায় যেটি আমাদের দেশে মিশ্র অর্থনীতি থাকার ফলে চালের খোলা বাজার আছে। কাজেই ব্যবসায়ীরা নানা ভাবে চেষ্টা করে ঠকিয়ে নিতে। কাজেই সরকার ক্রয় করা ছাড়া আর কি বিকল্প ব্যবস্থা করতে পারতেন? কাজেই সেটি করেছেন এবং সেখানে বলতে গিয়ে বলেছেন আগে কেন করা হয়নি। হয়ত মহাজনদের কাছে যেতে পারে এবং সেটি বন্ধ করা সরকারের উচিত। কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় তারা করছেন কোন জায়গায় কিনতে গিয়ে হয়তো দেরী হতে পারে তার জন্য সমালোচনা হতে পারে কিন্তু সরকার ইচ্ছা করে মহাজনদের সুযোগ করে দিয়েছে সেকথা অতি বড় অসত্য এবং আমার মনে হয় এটা না বলাই ভাল। সরকারী নীতির মধ্যে সেই জিনিষ নাই। আমরা কি চাইছি এবং অপোজিশান দলও যা বলছেন—কাজেই খাদ্যের জিনিষ পৌঁছাতে হবে। কিন্তু কোথা থেকে পৌঁছালে তাহলে সরকারকে সংগ্রহ করতে হবে। আমরা সংগ্রহ করব না সেক্ষেত্রে ভারত সরকার কতদিন খাদ্য সরবরাহ করবে? আমরা রাজ্য চাই আমরা আমাদের [illegible] চাই কিন্তু খাদ্যের যখন সংগ্রহ নীতি হবে তখন আমরা বলব যে আমাদের খাদ্য আমরা সংগ্রহ করব না আমাদের খাদ্য এখানেই থাকুক আর অভাবের সময় আমরা ভারত সরকারকে বলব যে আমাদের খাদ্য দাও কাজেই একটা সমাজবাদী দেশের অংশ হিসাবে এই দাবী আমাদের করা সাজে না। আমাদের যে কোঅর্ডিনেশান আছে সেটাতো আমাদের তুলতে হবে এবং সেটা যাতে ব্যবসায়ীর হাতে গিয়ে অতিরিক্ত মুনাফা না করতে পারে সেটাও আমাদের দেখতে হবে। কাজেই এই দিক দিয়ে সমালোচনা যা করা হয়েছে তার মধ্যে কোন বস্তু নাই। উনারা বলতে গিয়ে বলেছেন যে চালগুলি এল সেগুলি থেকে গ্রামে কি দেওয়া হবে? নিশ্চয়ই, সরকার যখন দায়িত্ব নিয়েছেন যখন অভাব পড়বে তখনই পৌঁছে দেওয়া হবে। যা বললেন যে কন্ট্রাক্টারদের পয়সা দেওয়ার জন্য গ্রামে আসে নাই—নালিশের একটা সীমা থাকা উচিত। কোথায় রাখা হবে? গ্রামে কি গোডাউন আছে? আমাদের দেশ কি এতই ভাল হয়ে গিয়েছে গ্রামের মধ্যে ধানগুলি রেখে আসলে সেই ধানগুলি সেখানে থাকবে? সেই বস্তাগুলির মধ্যে ধানের পরিবর্তে তুষ বা তুষের পরিবর্তে বালি এসে ঢুকবে না? কাজেই সরকারকে একটা সাজেশান দেওয়ার আগে যথেষ্ট (ইন্টারাপশান) হ্যা—সেটি নিজের উপর দিয়েই বুঝতে পারবেন। আপনার উপর পড়লে আপনি কি করেন তা দিয়েই তার প্রতিবিম্ব কি আসে না? গ্রামের মধ্যে ধানগুলি রেখে আসবেন আর সেগুলি রেখে যাবে এই আশা করা আমাদের দেশে দুরাশাই বটে। যার যার চরিত্র দেখেই বুঝতে পারবেন। আমাদের যখন সরকারী কাজ করতে হয় তখন আমরা ড্রেনের হিসাব দিই তখন এক ঘটি করে জল ঢেলে দিই এবং তার জন্যই এটা হয়েছে। কাজেই এই দিক থেকে এই প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কে যে সমালোচনা হয়েছে তার মধ্যে কোন বস্তু আছে বলে আমার জানা নাই। কাজেই সেই দিক থেকে যে জিনিষটা তোলা হয়েছে তার মূল্য আছে এবং থাকবে বলেই আমি মনে করি। এই বলে আবার আমি একটা জিনিষের প্রতি বলব সেটি হচ্ছে এই—আজকের দিনে যে ইকনমির কথা তারা বলছেন—বাজেটের অন্যান্য অংশের কাজকর্ম করতে গিয়ে তা যাতে পরিপূর্ণ ভাবে সেটির উপর ব্যয় হয় অর্থাৎ যে জিনিষের জন্য আনা হয়েছে সেটি যেন তাতেই ব্যয়িত হয় সেটা সরকার দেখবেন। এখানে তারা বলেছেন আমরা রিগ দিয়ে আমরা গ্রামে জল দেব। আমরা

ডিপ টিউব ওয়েল করব। আমি মনে করি ডিপ টিউব ওয়েল বসাবার আগে সয়েল ওয়াটার সার্ভে করা উচিত। কারণ আজকে প্রচুর টাকা খরচ করে একটা ডিপ টিউব ওয়েল বসান হচ্ছে। কাজেই নীচে যদি জল না থাকে তাহলে দু'দিন পরে এত মূলধন বিনিয়োগ সেখানে নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই এই ডিপ টিউব ওয়েল যে বসান হচ্ছে সেখানে তার জল আছে কি না এবং তার জন্য যে মূলধন বিনিয়োগ করা হচ্ছে সেটি কার্যকরী হবে কি না সেটি দেখতে হবে। এবং সেজন্য ত্রিপুরার সাব-সয়েল ওয়াটার সার্ভে অত্যন্ত দক্ষতার সংগে করা উচিত। ত্রিপুরার কৃষির উন্নতির কথা যা বলা হয়েছে যা ত্রিপুরার উন্নতির ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে নির্ভর করবে। তার সাব-সয়েল যে কথা তারা বলেছেন সেটি নির্ভর করবে তার এসেসমেন্টের উপর। আমরা যেমন তেমন ভাবে বসিয়ে গেলাম তারপর যদি জল না পাওয়া যায় তাহলে যে পরিকল্পনা আছে সেটি পরিপূর্ণ ভাবে বাস্তব হবে না। অর্থ ব্যয় হবে—কাজেই সেই জিনিষটা সরকারকে দেখতে হবে। আজকে জল দেওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকটা জিনিষের পরিপূর্ণ সার্ভের মধ্যে আনতে হবে এবং সেটি বিশ্লেষন করার ব্যাপারে সমস্ত ত্রিপুরার চিত্র রাখতে হবে কোথায় ডিপ টিউব ওয়েল দেব কোথায় নদী থেকে পাম্প করে জল দেব। কারণ ডিপ টিউব ওয়েল যদি হয় তার থেকে যে রিগটি হবে তার কষ্ট খুব বেশী হবে। যদি নদীর পাড়ে সেটি হয়—কথাটা অত্যন্ত কম হলেও সেটি গুরুতর। কাজেই নদীর পাড়ে যদি হয় এবং যদি আমাদের ইলেকট্রিক আছে তাহলে তার যে লিফ্‌টিং খরচ সেটি কম হবে যদি আমরা লিফ্‌ট পাম্প দেই। কাজেই সেই সমস্ত কারণে নদীর পাড়ে যদি হয় তাহলে ডিপ ওয়েল না করাই ভাল। কাজেই সেই ক্ষেত্রে আরও ভিতরে ডিপ ওয়েল নিয়ে যাওয়া উচিত যেখানে কোন রকম ছড়ার জলকে ব্যবহার করা যায় না। কোঅর্ডিনেশান সেটি শুধু আর্থিক ব্যাপারে করলেই হবে না সেটি যাতে পরিপূর্ণ ভাবে বাস্তব হয় সেটাও দেখতে হবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দেখতে হবে কি মূলধন খাতে কি উৎপাদনের ক্ষেত্রে শুধু কাগজে নয় এর বাস্তবরূপ এই অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে। কি কৃষির ক্ষেত্রে কি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ব্যাপারেই যদি সেই জিনিষটা আমরা করতে পারি যা সর্বাগ্রে প্রয়োজন ত্রিপুরার জন্য যে সার্ভে প্রয়োজন। যার মাধ্যমে কৃষির পরিপূর্ণ উন্নতি করা যায়। ক্যাপিটেল ছেড়ে কতটা কাজ করা যায় এবং স্থায়ী ইরিগেশানের যে সুযোগ সেটি গ্রামে কতটা দেওয়া যায় সেটি পরিপূর্ণ ভাবে করতে হবে। এবং এটাও সরকারকে করতে হবে—আজকে ত্রিপুরায় সার কৃষকের যতটা চায় ততটা সে পাচ্ছে না। কাজেই সারের যে দাবি বা যা প্রয়োজন আছে অনেক আগেই এটার জন্য পরিকল্পনা করে কৃষকের কাছে যাতে প্রয়োজনীয় সময়ে পৌঁছান যায় সেজন্য সরকারকে দেখতে হবে। তাহলেই খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা যে কথা তারাও বলেছেন সেটি আরও জোরদার হবে। কম্পলেক্স জন্য যদি আত্মভরিতা থেকে থাকে

তাহলে আমরা ভুল করব। অনেক কিছু আমরা করতে পারি নাই এই বিশ্বাস নিয়ে আমাদের আজকে আগামী বছরের জন্য এগিয়ে যেতে হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এবং এখানে যে বাজেট এসেছে সেই বাজেটকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মি: ডেঃ স্পীকার :— শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা। আপনি দশ মিনিট বলবেন।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২০ই মার্চ অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন সেই বাজেটে আমরা কি দেখি? দেখি যে গতবারও এই বাজেটে আমরা দেখেছি এই বাজেটে পল্লী গ্রামের যে জনসাধারণ তাদের জন্য এই বাজেট না। আমরা দেখেছি সারা কৈলাশহরে যে সমগ্র উপজাতি এলাকা সেখানে আজ পর্যন্ত কোন সুবিধা তাদেরকে দেওয়া হয় নি। কাজেই আমি গতবারও বলেছিলাম যে এই রকম এই যে বাজেট এইটা জনসাধারণের বাজেট না সেইটা মুষ্টিমেয় কয়েকজন সেই জমিদার, জোতদার তাদের বাজেট। কৈলাসহরে যে চাওমনু ব্লক সেই থেকে আজকে পর্যন্ত এই ২৬ বৎসরে এই ত্রিপুরা সরকার জলের ব্যবস্থা করে নাই কৃষকের জন্য। গতবার টিউবওয়েল দিয়েছে এবং টিউবওয়েল দিয়ে এক মাসের মধ্যে সেই টিউবওয়েল তুলে নিয়েছে। সেই বিরাট একটা চেলেংটা ওওর সেই এলাকায় কোন জলের ব্যবস্থা নেই। আজকে শনিছড়া মনুবাজার, আজকে দীর্ঘদিন পরে সেখানকার জনসাধারণ এই মাঠের পাশে একটা ছড়া ছিল কাবেরী ছড়া সেই ছড়াতে কাচা বাধ করবার জন্য সেই এস, পি. মুখার্জী, সেই চীফ কমিশনারের আমল থেকে সেখানকার জনসাধারণ দাবী করছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন বাধ হয় নাই। কাজেই এই ত্রিপুরা সরকার যদি জনসাধারণের সরকার হতো, গরীবের সরকার হতো তাহলে সেখানে বাধ বা টিউবওয়েলের ব্যবস্থা হতো। শুধু কৃষকদের না এমন কি যে রাস্তাঘাট আজকে দীর্ঘদিন পরে এই ২৬ বছরেও সেই চাওমনু মনুঘাট থেকে যে চামক রাস্তা আজকে পর্যন্ত সেই রাস্তা ঠিক হয় নাই। এক দুই ফোটা বৃষ্টি যদি আসে সেখানে এই রাস্তায় চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আর মাণিকপুর থেকে চাওমনু সেই রাস্তা আজকের নতুন নয় অনেক দিনের রাস্তা সেই রাস্তার জন্য জনসাধারণ দাবী করে আসছে কিন্তু সেইটা আজ পর্যন্ত করা হয় নাই। এখানে পি, ডব্লিউর আণ্ডারে রাস্তাটা নেওয়া হয়েছে কিনা আজ পর্যন্ত সেইটা করে নাই। এই দীর্ঘদিন আজকে এই গোবিন্দ পাড়া বা বাংলাদেশের সংলগ্ন সেখানে প্রায় প্রত্যেক দিন মিজোর আক্রমণ হচ্ছে সেখানকার জনসাধারণ উৎপীড়িত হচ্ছে সেখানে একটা রাস্তা আজ পর্যন্ত এই ২৬ বৎসরে এই কংগ্রেস সরকার করে নাই। এইদিকে তারা কৈলাসহরের মনুনদীর সেই পশ্চিম পারে ফটিকরায় এলাকায় আজকে হাজার হাজার লোক বাস করে সেখানে একটা রাস্তা আজ পর্যন্ত করে নাই। কাজেই এইজন্য আমি বলছি যে এই বাজেট জনসাধারণের বাজেট না এই বাজেট মুষ্টিমেয় কয়েকজনের বাজেট।

কাজেই এইখানে দেখছি সেই ছাওমনু টি, ডি, ব্লকে সেই ব্লকে উপজাতিরা সংখ্যা গরিষ্ট এই জন্য আজকে এই সরকার অফিস করে কিন্তু এই সরকার সেখানে কোন উন্নতিমূলক কাজ করতে চায় না। আমরা দেখেছি ২৬ বছরে এইটা নতুন কথা না সেখানে ভূমিহীন, জুমিয়া যারা তপশিলী জাতি তাদের পুনর্বাসন হয় নাই আজ পর্যায় এই ছিটে ফুটে কোন খানে যদি হয়ে থাকে। এবং এই সারা ছাওমনু ব্লকে ৫০'৬০ হাজার মানুষের যেখানে বাস সেখানে একটা মাত্র হসপিটাল। সেখানে ৬টা সিট। সেখানে যদি কোন ইমারজেন্সী, সেই ডেলিভারী কেচ যদি হয় সেখানে ডাক্তার কোন ব্যবস্থা করতে পারে নাই তার কোন সরঞ্জাম নাই সেখানে। তার কোন অ্যাম্বুলেন্স নাই, তার কোন ব্যবস্থা নাই, কাজেই সেখান থেকে রোগী আসতে হয় ধর্মনগরে বা আগরতলায়, এ ছাড়া কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই এই সরকার, আমরা লক্ষ্য করেছি ধান কালেকশানের ব্যাপারে পুলিশ দিয়ে মানুষকে ভয়ভীতি দেখিয়ে তারা ধান কালেকশান করছেন। সমস্ত গরীব অংশের মানুষের সেই ধান, ধনী অংশের মানুষগুলো সেখানে ধান সরকারকে দিচ্ছে? দেয় নি। সেখানে একজন নাম প্রতাপ কুমার চন্দ্র রুদ্রপাল তিনি যে ঠাঁড়ি পাতিল বিক্রী করে যে ধানটা সংগ্রহ করেছিলেন এই কংগ্রেস সরকার সেই ধান টেনে করে নিয়ে গেছে। সেই পুলিশ এবং সি, আর, পিকে দিয়ে ভয় দেখিয়ে। আর ধনাছড়াতে শত শত মানুষের জমিদারের থেকে কিছু তো নেয় নি নিয়েছে সেই সমস্ত গরীব অংশের মানুষের কাছ থেকে। মাছলিতেও তাই, সেই ধান ধনী অংশের মানুষের কাছ থেকে নেয়নি নিয়েছে সমস্ত গরীব অংশের মানুষের কাছ থেকে। কাজেই এই বাজেটটা এইটা গরীবের বাজেট না এইটা হলো ধনীদের বাজেট সেই বাজেটে রাস্তাঘাট সমস্ত আমরা যা দেখছি এই এলাকায় সমস্ত জনসাধারণের কোন সুবিধা হয় নাই। আমি এই জন্য এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না এবং বিরোধীতা করেই আমি আমার বক্তব্য এইখানে শেষ করছি।

মি: ডে: স্পীকার :—শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসের সামনে যে ১৯৭৪-৭৫ সনের যে বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী রেখেছেন তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই কারণে যে ত্রিপুরার উন্নতির জন্য প্রত্যেক খাতেই যেমন সরকারী কর্মচারী তেমনি যোগাযোগ, স্বাস্থ্য বিভিন্ন বিষয়ে অর্থ রেখেছেন তাই আমি এই বাজেটকে ধন্যবাদ জানাই। তবে প্রথমেই বলছি যে বিরোধী দলের যুক্তিগুলি বাজেট বক্তৃতা দিতে গিয়ে তারা যে সব যুক্তি দেখিয়েছেন এইটার এর সংগে কোন তাল রেখে কথা বলা হয় নাই। এই যে যে কয়জন মেম্বার বক্তৃতা দিয়েছেন এই ২৬ বছর কি না, একটা সদস্য বেশকম নাই এই ২৬ বছর উনারা কিছুই দেখতে পান নাই এই যে দৃষ্টীভঙ্গী বিরোধী দলের, সমালোচনা করার অধিকার আছে, একশোবার কিন্তু এক জায়গাতে যদি যুক্তিগুলি এক ধর্মনগর সাকম এইটা দেখছি রাস্তা। আর কিছু দেখছি না এবং ২৬ বছর আগে রাস্তার মধ্যে বন নালা ছিল কিনা সেইটা তারা বলেন নাই ২৬ বছর আগে চিনির দাম কত ছিল, তেলের দাম কত ছিল, সেটা ধরেছেন কি না? আজ ২০ বছর পর ৪২ হাজার বেকার চোখে দেখছেন। কিন্তু ২৬ বছর আগে বেকার ছিল কি না সেটা জানেননা, তার কারণ তাঁরা লোকালয়ে চলেন না, যোগাযোগ কম। কাজেই আজকে ২৬ বছর কংগ্রেস শাসন ক্ষমতায় এসে মানুষকে জাগিয়ে তুলেছেন, মানুষের শিক্ষা, দীক্ষা,

তাদের যুক্তির মধ্যে কি রাখেন, মানুষের সর্বনাশ করার কথা তারা রাখেন স্যার। অতএব কারণে মাননীয় সদস্য তড়িতবাবু যুক্তির মাধ্যমে অনেক কথা বলেছেন, আমি আর সেইদিক দিয়ে যাচ্ছি না। আরেকটা কথা তাঁরা বলেছেন যে আজকে ২৫ বছরের মধ্যে কোথাও জুমিয়া পুনর্বাসন হয় নাই। তাহলে গতকাল কি করে বল্লেন যে ২০ হাজার জুমিয়া পুনর্বাসন দিয়েছেন, আরও ২২ হাজার পরিবারকে দেওয়া হবে। কি সত্য এর মধ্যে আছে? ওরা বাজেট দেখতে চান না। এলেন, বলে গেলেন, এটা বিধান সভা, বলবার অধিকার আছে। উনারা একবার আমেরিকা বলছেন, ভিয়েৎনাম বলছেন। আমেরিকা থেকে যদি সাহায্য আনার প্রয়োজন পড়ে, বিনা সর্তে তাঁদের ভাল জিনিষ যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি তাতে অসুবিধা কি আছে? ভিয়েৎনামের অভাব নেই। আবার চীনের কথা বলেন না। চীন দেশ থেকে যে মানুষ চলে যাচ্ছে, সেকথা বলেন না। ত্রিপুরা রাজ্য থেকে নাকি মানুষ চলে যাচ্ছে। যদি কেউ সাব্রুম থেকে অমরপুর যায়, বা কেউ যদি আসাম তার আত্মীয় থাকে সেখানে যায়, তাহলে তার মধ্যে বলবার দেখবার কি আছে? অতএব কারণেও ওদের যুক্তি মানতে পারলাম না। আজকে খাদ্য সম্বন্ধে সম্পর্কে তড়িৎবাবু বলেছেন। এই এ্যাসেম্বলীতেই উনারা বলেছেন যে ঐ জায়গায় চাউলের কেজি ৬০ পয়সা, অমুক জায়গায় ৬০ পয়সা ইত্যাদি। আজকে সরকার যে দাম বেঁধে দিয়েছেন, তার ফলে সাব্রুমে যে দাম পাচ্ছে গণ্ডাছড়াও সেই দাম পাচ্ছে, ছামনুতেও সেই দাম পাচ্ছে। আবার বলেছেন কন্ট্রাক-টারদের দিওনা, গ্রামে গ্রামে গুদাম দাও। গ্রামে গ্রামে গুদাম করলে লুঠতরাজ করতে সুবিধা হবে, টাকা পয়সা লাগবে না। এই হল তাদের যুক্তি। আবার বলছেন যে পুলিশ নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু পুলিশ কোন জায়গায় লাগে? যদি লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে যেতে হল, সেখানে পুলিশ নিয়ে যাবে না? এটা কোন ধরণের যুক্তি আমি বুঝি না স্যার।

আবার বলছে জনতার সরকার নয়। আমরাই তো জনতা। তাহলে এই সরকারটা কার। কাজেই জনতা এই কথা শুনতে চায় না। আমরা চাচ্ছি জনতার নীতি, কংগ্রেসের নীতি। কংগ্রেসের নীতি হল জনতার উন্নতি করা। শিক্ষা দীক্ষায় সব বিষয়ে উন্নতি করুক। তারা বলছে যে হয় নাই কিছু। এতটুকু বলে নাই যে হয়েছে। তবে আরও দরকার। আরও বলছে টি. বি, এর জন্য এক হাজার টাকা রেখেছে আর ট্রাইবেলের জন্য রেখেছে দুই হাজার টাকা। আমি বলছি স্যার, এটা টোকেন টাকা রাখা হয়েছে। যখন এটার প্রয়োজন হয় স্যার তখন সাহায্য করে এবং হাসপাতালে যাতে তার জন্য সীট বাড়ে তার ব্যবস্থা করছে। কাজেই এই বাজেটের মধ্যে যা রাখা হয়েছে তার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই। এবার খাদ্য সংগ্রহে বেশী আঘাত দিতে পারে নাই। পার্শ্ববর্তী রাজ্য পশ্চিম বংগে চালের দাম খুব বেশী। আমাদের ত্রিপুরায় শহরে হয়ত একটু বাড়ছে এবং মফস্বলেও আমরা চিন্তা করছি রেশন দেওয়ার জন্য। কষ্ট হচ্ছে লোকের। কিছুদিন আগে লবনের হৈ চৈ খুব হয়েছে তবে আমি জানি খাদ্য বিভাগ বেশ লবন নিয়ে এসেছে এবং আরও আসছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে যে লবন উৎপাদন হয় না বা সিমেন্ট উৎপাদন হয় না এই জিনিষটা তারা জেনেও এইসব বলছেন। বলে তারা বাইরে গিয়ে বলবেন যে আমরা এ্যাসেম্বলীতে এটা বলেছি তাই সরকার এটা করেছে।

যাই হোক, এই বাজেটের দুই এক জায়গায় আমি কিছু বলব। যেমন সেচ। এখানে বলেছেন সামাজিক দুর্বল। আদিবাসী, সিডিউল্ড কাষ্ট, সামাজিক দুর্বল বলতে আমি এইটুকু বলছি যারা খেটে খায় এবং একমাত্র নির্ভরশীল কৃষির উপর। আমি জানি যে আমার এলাকায় আদিবাসী অঞ্চল আড়রীছড়া। এই ছড়াতে যদি আমরা একটি বাঁধ দিতে পারতাম তাহলে চন্দ্রপুর গাওসভাতে ১২ মাস জল পাওয়া যেত। এটা হয় নাই, এটা হওয়া দরকার। আর বেশ কিছু বছর আগে মহারাণী ছড়াতে সার্ভে করা হয়েছে। আমার মনে আছে অনিল সেন আমার সাথে আলাপ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে নিশিবাবু বড় প্রজেক্ট করবেন যেটা চিরস্থায়ী। উত্তর বিলোনীয়া থেকে মহারাণী ছড়া পর্যন্ত চারদিকে আদিবাসী। মহারাণীছড়ার লোকেরা এখন জল পায় না। যদি এখানে বৃষ্টি হয় তাহলে জল পায়। সেখানে আমার একটা প্রস্তাব ছিল তৈলচুকছড়া মহারাণীছড়াকে আমরা কনট্রোল করব। আজ পর্যন্ত হয় নাই। এই পরিকল্পনাগুলি যেখানে দুর্গম এলাকা, যেখানে নাকি কোন কিছু ব্যবস্থা নেই সেগুলি মনে হয় যদি স্থায়ীভাবে করতে হয় তাহলে অন্তত এক বছরে কিছু হবে না, যেখানে আগে দরকার সেই দরকার অনুসারে যাতে কাজ হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে শিল্প সম্বন্ধে বলা হয়েছে। হবে, চটকল হবে, শিল্প হবে, সবকিছু হবে। কিন্তু এই বাজেটে দেখি না যে খুব একটা শিল্প হবে। আমি অন্যান্য রাজ্যে দেখেছি। আমাদের বিভিন্ন গ্রামে এইরকম তাঁত আছে যে ১২০ কাউন্টের পর্যন্ত কাপড় তৈরী করতে পারে। আদিবাসীকে যদি আমরা সুতা দেই তাহলে সেটা এইরকম করলে হবে না। (রেড লাইট) তাতে হয় কি আর? কিছুই হয় না। আমার কথা হল এখানে বড় বড় শিল্প করতে আরও ৫।৭ বছর সময় লাগবে, কিন্তু গ্রামীন শিল্প তৈরী করতে হলে এক দেড় বছরে পারা যায়। আমি বলছি না গ্রামের মধ্যেই সমস্ত কিছু কর। যেটা কাজে লাগবে সেটা যদি প্রত্যেকটি গাওসভাতে একটা করে তাঁত সমিতি বা তাঁত কো-অপারেটিভ আদিবাসীদের দিয়ে করা হয়, তাহলে হবে কি না গ্রামের লোক কাজ পাবে। আর মাদ্রাজ থেকে আমাদের এখানে তাঁতের কাপড় আসে, সেটা আসা বন্ধ হয়ে যাবে। আমার রাজ্যের তাঁতিরা নক্শা টক্শা জানে, তবে যদি সরকার মাষ্টার দেন তো, অনেক ভাল কথা, তা না হলেও আমাদের তাঁতিরা সব কাজই জানে। অথচ দেখছি এই বাজেটের মধ্যে সেই রকম কিছু নাই। হয়তো বা মন্ত্রীরা বলবেন যে হ্যাঁ রাখা হয়েছে। আর এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে, আমাদের অনেকগুলি সমবায় ব্যাংক আছে, তার মাধ্যমে কৃষকদের লক্ষ লক্ষ টাকার ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আমি এই হাউসে বলেছিলাম যে সমবায়টা যখন কৃষক এবং গরীবের সংগে জড়িত, তাহলে তাদের টাইটেল কবুলত করা হউক, কেন কবুলত করা হবে? না এটা যেন একটা কি রকম, অন্যান্য সরকারী যে সব সংস্থা আছে, তাদের যে ক্ষমতা আছে, তাদেরকেও সেই রকম ক্ষমতা দেওয়া হউক। একটা গাঁওসভার মধ্যে যদিও নিয়ম আছে যে বড় গাঁও সভা হলে দুইটি সমিতি হবে না হয়তো একটা সমিতিই হবে। আমি বলেছিলাম যে প্রত্যেক কৃষকই সমবায়ী হতে চায়। সেজন্য আমাদের যেমন দায়িত্ব আছে তেমনি কর্মচারীদেরও দায়িত্ব থাকতে হবে। আমি এই কথা বলছি এই কারণে যে যখন কৃষি ঋণের প্রয়োজন হয়, তখন দেখি সরকারী অর্থ কি ভাবে নষ্ট হয়। আমি জানি যেহেতু আমি নিজেও একজন সমবায়ের মেম্বার। আজকে হয়তো আমি সমিতির থেকে নিলাম ২ হাজার

টাকা আবার ব্যাংক থেকে নিয়ে গেলাম ৫ হাজার টাকা। এই টাকা নিয়েও আমার কাজ হচ্ছে না, স্যার। এভাবে যারা সমিতির মেম্বার আছে, তারা একবার সমিতির থেকে ঋণ নিচ্ছে, আবার দেখা যাচ্ছে এস, ডি. ও, অথবা ডি. এম থেকে যে কৃষি ঋণ দেওয়া হচ্ছে. সেখান থেকেও নিচ্ছে। কিন্তু এস, ডি, ও অথবা ডি. এম যে ঋন দিচ্ছে, তাতে তারা ২০০-০০ টাকার বেশী ঋণ দিতে পারে না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ঋণ নিতে হলে অনেক মুসকিল। আর ব্যাংকের কথা যেটা বলছেন, সেখানে গিয়ে আমার মত কৃষক আর আপনার মত কৃষক তার থেকে কোন ঋনই পাব না। ব্যাংকের জাতীয় করণ কিসের জন্য করা হয়েছে আমি জানি না, কারণ এই সম্পর্কে আমি বলব যে বড় বড় ব্যাংক থেকে বা ছোট ব্যাংক থেকে কয়টা কৃষক আর ঋণের টাকা পাচেছ, তাদের যে নিয়ম কানুন আছে, সেটা মেনে কোন কৃষকই এ সব ব্যাংকের থেকে টাকা পাচ্ছে না। তাই আমি বলব এই ব্যাংক জাতীয় করণ করলেও অন্ততঃ ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের তাতে কোন উপকার হয় নি বা তাদের কোন উপকারে আসে না। তাই আমি বলছিলাম যে যদি কো-অপরেটিভ করা হত তাহলে কৃষকেরা সময় মত তার থেকে ঋণ পেত এবং সেটা তাদের কৃষির উৎপাদনের জন্য কাজে লাগাতে পারত কৃষকেরা উৎপাদন বেড়েছে, এই কথা সত্যি এবং তার জন্য মন্ত্রীরা বাহবা নিচ্ছেন। কিন্তু আমি বলি মেহনতটা কারা করছে ? কাজেই উন্নত ধরনের ফসল করতে হলে বা ফসলের উৎপাদন বাড়াতে হলে ঠিক সময় মত ঋনের টাকা পেতে হবে, তারপর সময় মত জমিতে লাঙ্গল দিতে হবে, চারা লাগাতে হবে, সার দিতে হবে, জল দিতে হবে। তা নাহলে পরে ফসলের উৎপাদন বেশী হবে না। কাজেই উৎপাদন যেমন বেশী হচ্ছে, তার জন্য খরচও বেশী করতে হচ্ছে। অতএব কর্তে সে দিক দিয়ে নজর করলে এই টাকাটা কৃষকদের যে হারেই দেওয়া হউক না কেন, সেটা সময় মত দিতে হবে এবং তাহলে পরে আমি মনেকরি যে কৃষকদের মঙ্গল হবে। আর এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে শিক্ষা ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আছে। আমি বলব এমন অনেক এলাকা আছে যেখানে ৮-৯ মাইলের মধ্যে কোন হাইস্কুল নাই। আমি একথা বলবার কারণ হচ্ছে, মন্ত্রীরা যখন বাজেট করেন, কেন করেন, সেটা আমরা জানি না। হয়তো বলতে পারেন, আমরা জানলে কি করতে পারি ? আমি বলব যে তাহলে পর এটার একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বুঝতে পারা যায়। আমার আগে থেকে জানলে এটুকু অন্ততঃ বলতে পারতাম যে এই এলাকার স্কুলটা আগে ধরুন এবং এটা দরকার গরীবের জন্য বা কৃষকদের জন্য যারা দুর্বল শ্রেণী তাদের জন্য। কাজেই এই বাজেটের মধ্যে এখানে যে সব কথা লেখা থাকে, সেটার সংগে আমরা যেটা আলোচনা করি, তার কোন মিলই থাকে না। অনেকে হয়তো শহরের কথা বলতে পারেন, আমি শহরের টা তো আগেই মিটমাট করতে হবে কিন্তু গ্রামের মধ্যে যে অনেক ছেলে মেয়ে আছে যারা ক্লাশ ফাইভ অথবা সিক্স পর্যন্ত পড়ে বসে আছে, তারা হাইস্কুলে পড়তে পারছে না যেহেতু এ এলাকার ৭৮ মাইলের মধ্যে কোথাও কোন হাইস্কুল নাই। তাই বলি প্রত্যেকটা এলাকার তথ্য নিয়ে সেগুলি বিচার বিবেচনা করে যাতে স্কুলগুলি করা হয় অন্ততঃ আদিবাসী অঞ্চলে স্কুল করতে হবে, আর তা নাহলে আদিবাসী ছেলেমেয়েরা লেখা পড়া করতে পারবে না। এখানে বাজেটের মধ্যে যা বলা হয়েছে মন্ত্রী মশাইও বলেছেন যে তুলনামূলকভাবে আমরা কিছু কিছু রাখি, তাই আমরা সবাই

পাই না, তবে পাব, এই আশা করছি। আর আমার বক্তব্য এর মধ্যে বিরোধী দলের যে [illegible]টা তার সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য নাই। কারণ তার কারণ, ওরা এখানে সামঞ্জস্যের বলতে পারেন নি। তাদের কেউ বলেছেন ভিয়েতনামের কথা, কেউ বলেছেন চীনের কথা আর কেউ বলেছেন রাশিয়ার কথা। অবশ্য তাদের কেউ কেউ দ্রব্যমূল্যের কথাও বলেছেন, কিন্তু আমি বলি দ্রব্যমূল্য যে বৃদ্ধি হচ্ছে, সেটা তো আমরা কেউ অস্বীকার করছি না। আমরাও তো কৃষক আমরাও জিনিষপত্র কিনে খাই, আর আমরা এক বুঝি যে সরকার ইচ্ছা করে এসব করছে না। তাই বিরোধী দলের কাছে আমি অনুরোধ করছি, তারা যে মনে করেন ট্রাক ধর্মঘট ইত্যাদির ডাক দেয়, সকল জিনিষপত্রের দাম বাড়ে, এটা কি তারা বুঝে না? ওরা এটা বুঝেও এই সব করে তাদের দলীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। কাজেই আমি বলতে চাই এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পিছনে এ, সি, পি, এদের একটা উস্কানি থাকে, কারণ ট্রাক, ধর্মঘট ইত্যাদি ডেকে আমাদের কল কারখানার উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। এই বলে বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি [illegible] বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। সেটা হচ্ছে যদি ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে দুইজনকে বলতে দিয়ে অপজিশনের একজনকে বলতে দেন তাহলে আমাদের পক্ষে আলোচনা করতে সুবিধা হয়। আর তা না করে তারা যদি এক তরফা বলে যায়, তাহলে আমাদের পক্ষে আলোচনা করতে খুব বেশী একটা সুবিধা হবে না।

শ্রীবাজুবান রিয়া: স্যার, মাননীয় সদস্য সুশীল বাবু আলোচনা করা সম্পর্কে যে প্রস্তাবটা রেখেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি। এবং তাই যদি করা হয় তাহলে আমাদের পক্ষের থেকে কোন আপত্তি নাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:—আচ্ছা, আপনি আগে বলুন, তারপর তাদের দিক থেকে দুইজনকে আলোচনার জন্য বলা হবে।

শ্রীবাজুবান রিয়া:—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আমরা যে বাজেট আলোচনা করছি, এই বাজেট হচ্ছে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর যে চারটি পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেল এবং এই বছর থেকে পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শুরু হচ্ছে এবং এই পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য ভারত সরকার সমস্ত রাজ্য সরকার অর্থাৎ ২২টি রাজ্য সরকারকে যে ৯,৬০৯ কোটি টাকা দিচ্ছেন সেই টাকার মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের ভাগে ১৩২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা পড়েছে। এ বৎসরের জন্য, এই টাকার একটা অংশ কেমন করে আমরা আগামী এক বছরের মধ্যে খরচ করব এবং সেজন্য আমাদের কার্য্যসূচী কি হবে অথবা আমরা কি ভাবে টাকা খরচ করে ত্রিপুরা রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাব, সেই বিষয়ে আজকে আমরা আলোচনা করছি। আমরা লক্ষ্য করছি মাননীয় অর্থ মন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট ভাষণ রেখেছেন, তার মধ্যে তিনি প্রথম দিক দিয়ে বক্তব্য রেখেছেন যাতে এখানকার সরকার তার নীতি এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সমস্ত কাজকর্ম করেছেন, সেগুলি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ধর্মঘট লক-আউট বিধ্বংসী বন্যা ইত্যাদির জন্য তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেন নি।

আমরা জানি এই সরকার তাদের দুর্বলতা ঢাকবার জন্য এই সব তারা বলছে। অতীতেও বলেছে আজও তারা বলছে। আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি এবারের বাজেট—এই বাজেট থেকে জনতা আশা করতে পারে এমন নূতন কোন জিনিস নাই। একটা জিনিস আছে আমরা যারা এখানে আছি যারা কম লেখা পড়া জানি অর্থনীতি সম্পর্কে কম সচেতন আমাদের পক্ষে এই বাজেট বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। আগে যে সিস্টেম ছিল সেটা পলটান হয়েছে তাই হঠাৎ এই বাজেটের আগা মাথা খুঁজে পাই না। একটা নূতন জিনিস আমরা দেখছি। এবং আমরা জানি না এই বাজেট পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়নের ১ম বছরে সেটি রূপায়ন করতে গিয়ে জনতা এই সরকারকে হারিয়ে ফেলে। আমরা লক্ষ্য করেছি এই পঞ্চ বার্ষিকী রূপায়ণ করতে গিয়ে এই সরকারের যে ঝগড়া শুরু হয়েছে এই ঝগড়াতে এর নিজেরাও—এসেম্বলীতে আমরা দেখেছি যে তারা এই বাজেটের পক্ষেই বক্তৃতা রেখেছেন। কিন্তু নিজেদের দলীয় কোন্দল কোন অফিসার কার কথা শুনে কাজ করবে সেটি তারা ঠিক করতে পারছে না। এবং এই যে বিভ্রান্তি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে শুধু নয় এটা সারা রাজ্যে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সময় কম তাই আমি বেশী সময় নেব না। আমাদের এই সরকার পি, ডাবলিও, ডি, এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে টাকা বরাদ্দ করেছেন সেই সম্পর্কে কিছু বলছি। আমরা লক্ষ্য করেছি এই সরকার পি ডবলিও, ডি,র দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এই কার্যসূচী রূপায়ণ করতে গিয়ে গত বছর আমরা যেটি দেখেছি সেটি হচ্ছে অনেক টাকা ফেরত গিয়েছে। আমরা দেখেছি পরিকল্পনাতে এই সরকার গত বছর ৪০ কোটি টাকা পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ করেছিলেন। সেই ৪০ কোটি টাকার মধ্যে চার ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ১০ কোটি টাকা ফেরত গিয়েছে। সেই ১০ কোটি টাকার মধ্যে ৪ কোটি টাকা নাকি পি ডবলিও, ডি, ফেরত গিয়েছে। অথচ আমরা কি দেখি সারা ত্রিপুরাতে রাস্তাঘাটের উন্নতি হচ্ছে না কনস্ট্রাকশান বন্ধ হয়ে আছে। নূতন জায়গায় গাড়ী যেতে পারছে না। যেখানে ব্রীজ ভাঙ্গা ছিল সেই ব্রীজ এখনও ভাঙ্গাই আছে। জনতা দাবি আদায়ের জন্য দিনের পর দিন গণতান্ত্রিক উপায়ে লড়াই করে যাচ্ছে এবং সরকার অনেক চাপে স্বীকৃতি দিয়ে কিছু কিছু কনসিডারেশান দিচ্ছে। আমরা দেখছি এই যে কাজটা কোন রূপায়ন করতে পারছে না—আমার মনে হয় একটা বিরাট ত্রুটি আছে এবং সেই ত্রুটিটা আমি এখানে বলতে চাই। সরকারের কোন কনস্ট্রাকশন বা কোন রাস্তা তৈরীর ব্যাপারে একটা এষ্টিমেট করা হয় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করেছি এষ্টিমেট অনুযায়ী কোন কাজ হয় না। টেণ্ডার যখন কল করা হয় এষ্টিমেটের ঊর্দ্ধে টেণ্ডার কল করা হয়। আর টেণ্ডারে যে সময় সীমা থাকে ঐ সময় সীমার মধ্যে সেই কাজটি করা সম্ভব কি না গভর্ণমেণ্ট তার উত্তর দিতে পারবে না। কারণ আমরা জানি না। আমরা দেখেছি এই সরকার রাস্তার কাজ করতে গিয়ে রাস্তার মাটির ক্লাসিফিকেশান করে রেইট ঠিক করে দেন। এবং কনট্রাক্টাররা—যারা ঐ সব কাজের জন্য কনট্রাক্টারী করেন তারা আমাদের বলেছেন যে সরকারী কর্মচারীদের কিছু পয়সা ফেলে দিলেই নাকি 'এ' ক্লাস 'বি' ক্লাস করা যায় এবং 'বি' ক্লাস 'সি' ক্লাস করা যায়। অর্থাৎ ২৮ টাকার টা ৩৬ টাকা করা যায় ২২ টাকা করা যায় ১২ টাকা করা যায়। সেটাও একটা কারণ এষ্টিমেট অনুযায়ী কাজ না হওয়ার। আর সারা ভারতবর্ষে যে এষ্টিমেটেড রেইট—সারা ভারতবর্ষে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে তার সংগে এর কোন সংগতি নেই। এই সরকার আগেকার সেই পুরানো হিসাবেই চলাচ্ছেন। কাজেই

আমরা আশা করব আগামী বাজেট এষ্টিমেটে এই দিকে লক্ষ্য রেখে এটার পরিবর্তন হবে। যদি না করেন আমরা এটাই বলব তারা ইচ্ছা করে নিজেদের লোককে দিয়ে—সংকার থেকে চিৎকার করছেন যারা আনএমপ্লয়েড, যারা শিক্ষিত বেকার এবং যারা শিক্ষিত ইনজিনিয়ার এবং যারা শিক্ষিত বেকার এবং যারা এল, আই, সি, আই পাশ করে আছেন তাদের কাজ দিবেন রাস্তার কাজ কনষ্ট্রাকশানের কাজ—আমরা এটাই বলব তাদের না দিয়ে যারা পুরানো বড় বড় কনট্রাক্টার এখানে আছেন তারা কংগ্রেস পার্টিতে মোটা টাকা চাঁদা দেওয়ার জন্য এই সরকার পুরানো রেটেই তাদের দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি এই ত্রিপুরাতে রাস্তা কম হয়নি—কয়েকটা খুব বড় রাস্তা। আজকে বগাফা-আমবাসা রোড এবং সেই বগাফা-আমবাসা রোডে কাজ সুরু হয়েছে দীর্ঘ দিন। সেই রাস্তার কাজ অনেক দিন আগেই শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু একটা অংশের অমরপুর থেকে আমবাসা রাস্তার এই অংশে এখনও কাজ চলছে। কালাঝাড়ি পাহাড়ে এখনও চলছে। আমরা কি দেখি সেই কালাঝাড়ি পাহাড়ে যারা রাস্তার কাজ করছে এরা কি আমাদের এখানকার লোক না কাছাড়-এর লোক না অন্য জায়গার লোক সেটি আমরা জানি না। এই গভর্ণমেন্টকে জিজ্ঞাসা করতে চাই আমাদের এখানকার লোকে কাজ পাবে না কেন? আমাদের এখানকার লোকেরা দুই দিন তিন দিন না খেয়ে কাজ না পেয়ে পড়ে আছে বেকার অবস্থায়—আর আসাম আগরতলা রোডে কিছু লোক ছাই রংয়ের পোষাক পড়া দেখলে মনে হয় আধা সামরিক বাহিনীর লোক তাদের খুরপি হাতে নিয়ে রাস্তার কাজ করতে দেখি। কিন্তু তাদের চেহারা দেখলে মনে হয় না তারা আমাদের ত্রিপুরার লোক। তাই মনে হয় ত্রিপুরা ক্ষেত্রে এই সরকার পক্ষপাতিত্ব করছেন। এজন্য সেন্ট্রাল লেবার কোর এবং বর্ডার রোড অর্গেনাইজেশন-এর ষ্টাফ হিসাবে ত্রিপুরার কোন বেকারকে ত্রিপুরার কোন শ্রমিককে নিয়োগ করছে না যদি তা করা হতো তাহলে ত্রিপুরার বেকার লোকেরা কাজ পেত। আমরা জানি কিছুদিন আগে আমরা পত্রিকায় দেখেছি ত্রিপুরা সরকার আগে যে সেমেন্ট সাপ্লাই করতে পারতো এখন সেটি পারছে না এবং সেটি না করার ফলে ত্রিপুরার গুরুত্বপূর্ণ কাজ—যেমন গোমতী প্রজেক্ট যেমন বড় বড় নদীর উপর ব্রীজ যেমন চেরীতে, দেওনদীর উপর, কুমারঘাটে—ঐ সব কাজগুলি বন্ধ হয়ে আছে। শুধু কি তাই ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গাতে যেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি রয়েছে এবং সেগুলি এক্সটেনশানের যে প্রস্তাব আছে ঐ সব কাজও সরকার করতে পারছেন না। আমি অত্যন্ত দুঃখের সংগে লক্ষ্য করেছি ঐ সিমেন্ট-এর জনস্বার্থের খাতিরে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করতে পারছে না আমাদের কোন কোন মন্ত্রীর এবং স্পীকারের বাড়ী তৈরী করার জন্য অভাব হচ্ছে না। আমাদের এখানে সিমেন্ট আছে আমাদের এই বিধান সভাতেও দেখেছি। আমাদের এই সরকারের পলিসি যারা বাতলাবে আমাদের অভাব হচ্ছে না। কিন্তু সমগ্র ত্রিপুরার উন্নতির ক্ষেত্রে যেটি কাজে লাগবে সেটি সরকার করছেন না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বাজেট ভাষণে একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি মাননীয় অর্থ মন্ত্রী বড় বড় ব্রীজ তৈরী করার ক্ষেত্রে ক'টি কথা বলেছেন। হালাহালির দলাই নদীতে কাঞ্চনপুরের দেও নদীতে, ফটিকরায়ের, কৈলাসহরের—আগামী আর্থিক বছরে কাজ সুরু করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা তাতে সন্তুষ্ট নই। এই সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব ঐ সব রাস্তাগুলি এবং পুলগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটির সংগে সংগে বিলোনীয়া যাবার মুহুরীনদীর উপর পুলটা এবং অম্পিতে অর্থাৎ ছনগাংগে অমরপুর থেকে তেলিয়ামুড়া যে রাস্তা এই ব্রীজগুলিও কোনদিক থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

নতুনবাজারের যে ব্রীজ, গত বছর যেটি ভেংগে গিয়েছিল এবং যেটি টেম্পরারী ব্রীজ করা হয়েছে, যেটি ভেংগে যেতে পারে যার ফলে অমরপুর হাইডেল প্রজেক্টের কাজ এফেক্ট করতে পারে. এই সব ব্রীজ যাতে এই আর্থিক বছরেই গ্রহণ করা হয়—যদি এই বাজেটে সম্ভব না হয় তাহলে আগামী সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে যাতে টাকা ধরা হয় সেজন্য অনুরোধ রাখব। আমরা জানি আমাদের সরকার-এর লক্ষ্য কি—গ্রামের যেখানে দুর্গম এলাকা রয়েছে—কিন্তু আমরা দেখছি গ্রামের রাস্তাগুলি পড়ে আছে। যেমন, অমরপুর থেকে শিলাছড়ি পর্যন্ত যে রাস্তা সেখানে গাড়ী চলাচল করছে। কিন্তু রাস্তা খারাপ হওয়ার ফলে ভাড়া প্রায় তিন টাকার মত। অথচ রাস্তা অল্প একটু মাত্র। সেইভাবে দশদা থেকে আনন্দবাজার যাওয়ার যে রাস্তা, পতিছড়ি থেকে কাঞ্চনপুর যাওয়ার যে রাস্তা. কাওয়ামারা থেকে নতুন বাজার যাওয়ার যে রাস্তা কালাছড়া বাগান হয়ে খোয়াই থেকে আগরতলায় আসার যে রাস্তা, প্রত্যেকটা রাস্তা অকেজো হয়ে পরে আছে এবং গাড়ী থাকা সত্বেও ভাল গাড়ীর মালিকরা সেখানে যেতে চায় না। সেইজন্য পেসেনজাররা খুব কষ্ট পাচ্ছেন। অথচ এই সরকার এই সমস্ত রাস্তার উন্নতির চেষ্টা না করে তারা করছেন ভাল রাস্তাকে কেটে তাকে খারাপ রাস্তা বানানো হয়েছে। আপনারা যাদের দক্ষিণ দিকে যাতায়াত করে অভ্যাস আমি মাননীয় সদস্যদেরকে অনুরোধ করবো আগরতলা থেকে উদয়পুর যাওয়ার রাস্তায় সেখানে রিগ্রেডিং না কি করা হচ্ছে। আমার মনে হয় এই সব রাস্তাকে তৈরী করার চেয়ে খোয়াই থেকে কালাছড়া হয়ে যে রাস্তায় আগরতলা আসতে হয় এইখানে এই টাকা খরচ না করে যদি এই রাস্তায় খরচ করা হতো তাহলে সেই টাকাটা জনসাধারণের কাজে লাগতো। তাই আমি অনুরোধ করবো যে আপনারা যা করেছেন এইখানেই এইটা বন্ধ করুন এবং এই রিগ্রেডিং করার আগে মানুষ এই রাস্তা দিয়ে যেতে পারতো এবং তখন এই রাস্তা ভালই ছিল। কিন্তু রিগ্রেডিং করার পর সেইটা আরও খারাপ হয়েছে। আমার নিজের কারিগরী বিদ্যা নাই তবে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝি সেইটা এখন খারাপ হয়েছে কেন খারাপ হয়েছে? আগে যে স্লোপটা মিলানো ছিল তখন যেখানে স্লোপ ছিল সেই জায়গায় স্লোপ কমে গিয়ে আরেক জায়গায় স্লোপ হয়েছে বেশী করে, আগে যেখানে ডাউন ছিল এখন সেখানে আরও বেশী ডাউন হয়েছে, মাননীয় সদস্যরা যদি যান তাহলে আপনারাও কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবেন। (রেড লাইট) আমাকে কিছুটা সময় দিতে হবে স্যার। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার. পি, ডবলিউ. ডিপার্টমেন্ট আরও অনেকগুলি কাজ করেন যেমন প্যালাসাইডিং ওয়ার্ক। প্যালাসাইডিং মানে বৃষ্টিতে যদি কোন রাস্তা ধ্বসে পরে, নদীর পার যদি ভাংগে সেখানে ওরা প্যালাসাইডিং কাজ করেন। আমরা কি দেখি এবং অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে প্যালাসাইডিং ওয়ার্ক মানে এই সরকার কেমন করে সুকৌশলে কেমন করে টাকা ঢেলে দেওয়া যায় এইটা একটা কৌশল। সেইজন্য ইঞ্জিনীয়ারদের এবং তাদের হাতে যে সমস্ত কন্ট্রাকটার, বড় বড় নেতাদের, মন্ত্রীদের পকেটে যাতে টাকা দেওয়া যায় এইটা একটা কৌশল। আমরা দেখছি সোনামুড়ায় যে কতকগুলি এলাকায় প্যালাসাইডিং কাজ হচ্ছে এবং যা হয়েছে সেইটা গোমতীর জলে সেই টাকাটা চলে গেছে। উদয়পুর যে কাজ হয়েছে সেইটাও গোমতীর জলে টাকা ঢালা হয়েছে। অমরপুর থেকে উদয়পুর পর্য্যন্ত যে প্যালাসাডিং-এর কাজ হয়েছে সেই টাকা-টাও জলে গেছে। এইটা কেন হচ্ছে? তার কারণ প্যালাসাইডিং কাজের কতকগুলি স্পেসি-

ফিকেশন আছে কি ধরণের কাজ হবে, কি ধরণের মাটি দিবে, কতটুকু ড্রাইভ দেবে এই সমস্ত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না। আমার এই হাউসে গত সেশনের সময়ও আমরা ডিমাণ্ড করেছি এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইনকোয়ারী করার জন্য কমিশন দিয়েছিলেন কিন্তু কি হলো, কিছুই করে নি। কারণ তারা জানেন যে ইনকোয়ারী করলে চোর ধরা পড়বে সেই টাকাটা তো চুরি করেছে। আমি শুনেছি এই সরকার থেকে ব্যয় সংকুচের কথা বলা হচ্ছে। কাজেই আমি এই প্যালাসাইডিং-এর কাজ যাতে ভালভাবে হয় সেইজন্য এই সরকারের কাছে অনুরোধ করবো। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলতে চাই যে মাইনর ইরিগেশনের যে কাজ সেই মাইনর লিফট ইরিগেশন থেকে সুরু করে বিভিন্ন জায়গায় যে টিউবওয়েলের কাজ করানো হচ্ছে সেই টিউবওয়েলের কাজ যতটুকু করানো দরকার ততটুকু হচেছ না। এবং এইটার সংগে আমার এলাকার কয়েকটি রিপোর্ট আমি এখানে রাখতে চাই। আমি যে এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছি সেই জায়গাটা হচেছ কিছু অংশ অমরপুরে আর কিছু অংশ পড়েছে বিলোনীয়ায়। সেখানে জনসংখ্যার দিক দিয়ে সেখানে উপজাতি বেশী এবং আর আছে বাংগালী। এবং সেখানে আমরা লক্ষ্য করেছি সেখানে ভাল রাস্তাঘাট কিছু নেই, ডাক্তারখানা নেই, স্কুল নেই, কিছু নেই। আছে কি ? ছোট ছোট কয়েকটা বাজার যে বাজারগুলির মধ্যে মহাজনদের শোষণের ক্যাম্প এবং আমি জানি চেলাগাং বাজার সেখানে মহাজনরা বছরের পর বছর সেখানে গরীব কৃষকদের উপর শোষণ করে যাচ্ছে। নতুনবাজার সেখানেও গরীবদেরকে বছরের পর বছর শোষণ করে যাচেছ। যেমন এইখানে নতুনবাজার সেখানেও মহাজনী শোষণ হচ্ছে। অথচ আমরা জানি এই আমাদের ত্রিপুরাতে অনেক আগে বোম্বে অ্যাক্ট চালু হয়েছে এই আইন অনুযায়ী না কি, আমরা জানি মহাজনরা লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসা করেন সেই অপরাধ নাকি কগনিজিবাল অপরাধ, অথচ সেই অপরাধ সত্বেও কোন মহাজন আমাদের এখান থেকে আজ পর্যন্ত শাস্তি পান নি। আমার মনে হয় এই মহাজনী ব্যবসা করার ক্ষেত্রে এই সরকারের যারা মন্ত্রী, যারা এম, এল, এ, এইটাতে কিছুটা হাত তাদের সঙ্গে থাকতে পারে। আমাদের সেই এলাকাতে ভীষণ অভাব সুরু হয়ে গেছে এবং সেখানে ঘরে ঘরে চাউল নেই, ওরা খেতে পারছে না এবং অনেকে যারা জুম করেছে, জুম যারা কেটেছে তাদেরকে এই হোমকী দিয়েছে যেন জুম পড়াতে পারবে না। তোমরা জুম পড়ালে তোমাদের বিরুদ্ধে কেজ দেবো-এইসব তারা করছেন। আপনার মাধ্যমে এই হাউসে আমি অনুরোধ করবো যে জমির বিকল্প জায়গা তাদেরকে দিতে না পারা পর্যন্ত তাদেরকে জুম করার অধিকার এই সরকার আইন সংগত করে দিতে হবে। আমি জানি আমার এলাকাতে কয়েকটা বি, এস, এফ এবং সি, আর, পি, ক্যাম্প আছে। সেই বি, এস, এফ, এবং সি, আর, পি. ক্যাম্পগুলিতে প্রত্যেক বছর সেই বি, এস, এফ. এবং সি, আর, পি,রা এই এলাকার জনতাকে বিনা পয়সায় মজুর হিসাবে ওদেরকে খাটাচ্ছে এবং বলছে যে তোমাদের এত জন আজকে আমার কাছে আসতে হবে এবং তাদেরকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে এবং তাদেরকে ন্যায্য মজুরী দেওয়া হচ্ছে না। কাজেই এই ব্যাপারে আমি এই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. ডেঃ স্পীকার :—আই উড নাউ কল অন অনারেবল মেম্বার শ্রীসুবল বিশ্বাস। আপনাকে

আমি বলছি যে রোলিং সাইডে আরও ৭ জন আছেন, সুতরাং সবাইকে যদি বলতে হয় তাহলে আপনি অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে শেষ করতে হবে।

শ্রীসুবল বিশ্বাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেটের উপরে আধ ঘণ্টার উপরে অনেকে বক্তব্য রেখেছেন। কাজেই আধ ঘণ্টা বললে এইটা আমরা মানবো না স্যার, কাজেই অমরা কেন রাখবো না স্যার, আমাদেরও তো অধিকার আছে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—সকলের তো বলতে হবে, আচ্ছা বলুন।

শ্রীসুবল বিশ্বাস :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের অর্থমন্ত্রী যে বাজেট ভাষণ রেখেছেন সেইটা আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই আমি লক্ষ্য করেছি যে বাজেট ভাষণের পট-ভূমিকায় যে বক্তব্যগুলি রাখা হয়েছে সেইটা হচ্ছে এই ভারতের বর্তমানে যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বিভিন্ন অঞ্চলের ধর্মঘটের ফলে যোগাযোগের এবং সরবরাহের যে স্বল্পতা সেই সম্পর্কে যে আশ্বাস যে বক্তব্য এখানে রাখা হয়েছে তার সংগে রাখা হয়েছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তৈল সংকটের মাধ্যমে আমাদের পঞ্চম যোজনাকালে যে অর্থনৈতিক রূপায়নের উপরে যে বিরাট আঘাত পড়েছে তার আভাষ আমরা তার বক্তব্যের মধ্যে পেয়েছি। এখন কথা হচ্ছে বিরোধীরা এর উপর বক্তব্য রেখেছেন, বক্তব্য রেখেছেন যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, যোগাযোগের অসুবিধা, সরবরাহের স্বল্পতা, ইত্যাদির যে কারণ সেই কারণটা শাসকদলের ইচ্ছাকৃত। কিন্তু প্রকৃত অবস্থায় আমরা এটা দেখতে পাই যে কংগ্রেস সরকার আজকে ২৬ বছর ধরে রাজত্ব করছেন, জনসাধারণের সেবা করছেন। কংগ্রেস সরকার জনসাধারণের যে মনের কথা, বা তাদের যে অভিব্যক্তি সেটাকে তারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, বুঝছেন বলেই তাঁরা তাদের সেবা করার সুযোগ বারবার পাচ্ছেন। এখন প্রশ্ন উঠেছে, বিরোধী দল বলেছেন যে ২৬ বছরে কিছু হয় নাই এটা মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যারা বিরোধী পক্ষের আসনে বসে আছেন, তারা দীর্ঘ ২০ বছর ধরে যে বক্তব্য এখানে রেখেছেন তা দেখলে দেখা যাবে তাঁরা এই বিরোধিতাই করে আসছেন, আজকে টেপ রেকর্ড বাজিয়ে যদি শোনান যায়, তাহলে দেখা যাবে আজকে তাঁরা যে বক্তব্য রেখেছেন সেটা একই কথা, গত ২৫ বছর ধরে বলছেন কিছু হয় নাই, আবার ২৭ বছরেও বলবেন কিছু হয় নাই। এই ২৬ বছরের মধ্যে একবার নির্বাচন হয় নাই, বহুবার নির্বাচন হয়েছে, সেই নির্বাচনে কেন জনসাধারণ তাঁদের পাঠালনা। কাজেই মানুষের যে চাহিদা, মনের অভিব্যক্তি তার উপলব্ধি করবার ক্ষমতা কংগ্রেস দলের আছে এবং নেতৃবৃন্দের আছে এবং আছে বলেই তাঁরা সাহস রাখেন। তাঁরা বর্ত্তমান সমস্যা এবং বর্ত্তমান যে অসুবিধা, এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এটা স্বীকার করেছেন। যেটা প্রকৃত, সেটা স্বীকার করতে আমরা ভয় করিনা। কারণ বাস্তবকে অস্বীকার করার মত ক্ষমতা কারও নেই। হয়তো উনারা বাস্তবকে ভুলে গিয়ে চীন,'এর রঙীন স্বপ্ন দেখেন। ত্রিপুরা তথা ভারতবর্ষের বাস্তব যে প্রয়োজন, তার উপর লক্ষ্য রেখে কথা বলতে হবে এবং তাঁরা তা বলেন বলেই আজকে এই ত্রিপুরার মানুষ তথা ভারতবর্ষের মানুষ আমাদের সেবার ভার দিয়েছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দেখেছি এই বাজেট ভাষণে—যদিও আমাদের অর্থের চাহিদা অত্যাধিক, ত্রিপুরার বর্ত্তমান যে সংকট বা যে প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনের অনুপাতে আমাদের

চাহিদা সত্যিই অনেক বেশী, এটা অস্বীকার করার কারণ নেই। তবুও ফিনান্স কমিশন, অর্থ কমিশন যে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যার দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁরা আমাদের জন্য যে বরাদ্দ করেছেন ত্রিপুরার জন্য, সেটা আমরা ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করছি। তবুও বর্তমান বছরের আর্থিক সংকটের জন্য আমরা যে টাকা পেয়েছি সেই টাকার উপর মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ডিস্ট্রীবিউশান করেছেন, সেটা সত্যিই প্রশংসনীয়। বিশেষ করে আমরা দেখছি কংগ্রেস গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে, সমাজবাদে বিশ্বাস করে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই এই বাজেট রচনা করা হয়েছে। গণতন্ত্রে গ্রামের লোক'এর হাতে, প্রাইভেট লোকের হাতে একটা অধিকার, একটা ক্ষমতা দেওয়ার প্রয়োজন এবং সেইদিকে লক্ষ্য করলে এটা আমরা বুঝতে পারি যে এবারের বাজেট বিশেষ করে পঞ্চায়েতের উপর অর্থের বরাদ্দ বেশী ধরা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে এই, আমরা গ্রামের মানুষদের, যাদের নির্যাতিত বলে আমরা বলি, গণতন্ত্র থেকে যারা অনেক দূরে পড়ে রয়েছে, তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তাদের উন্নত করে তোলার জন্য পঞ্চায়েতের উপর ত্রিপুরা সরকার বিশেষ জোর দিয়েছেন। সংগে আমরা দেখছি শিল্পের উপর অর্থের বরাদ্দ প্রচুর রয়েছে। গত বছর থেকে এবার অনেক বেশী, এটা একটা লক্ষণীয় বিষয়। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ খুব একটা লক্ষণীয় নয়, কাজেই সেই অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে যদি সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হয়, সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে দেশের উন্নতি সাধন করতে হয়, তার অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন সমবায়ের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের কাছে তাদের কর্মপদ্ধতি পৌছে দেওয়া। তাহলে প্রতিটি স্তরে আমরা দেখি প্রতিটি মানুষ সাবলম্বী হয়ে উঠবে, সেই কারণেই সমবায়ের উপর ত্রিপুরা সরকার যথেষ্ট আগ্রহী এবং সহানুভূতিশীল। কাজেই, আমরা দেখছি বর্তমান বছরে আমাদের যে বাজেট তাঁরা মাননীয় অর্থমন্ত্রী দিয়েছেন তার মধ্যে গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজবাদের যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হলে যে পরিকল্পনার প্রয়োজন, এবং যে নিয়মের প্রয়োজন, সেইটুকু উনি এখানে চেষ্টা রেখেছেন, যদিও প্রয়োজনের তুলনায় এটা যথেষ্ট নয়।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শিল্প ক্ষেত্রে আমরা দেখছি, এখানে শিল্পের প্রসারের জন্য সরকার তথা আমাদের অর্থমন্ত্রী যে বরাদ্দ রেখেছেন, সেটাতে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে আমাদের আগামী দিনে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছুতে হলে এটা একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলেই আমরা ধরে নেব এবং সেইজন্য আমি একে ধন্যবাদ জানাব। ধন্যবাদ জানাব এই কারণে যে আগামী দিনে শিল্প ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্য যে জুট মিল এবং সুগার মিলের অনুমোদন তথা এটাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা সেই চেষ্টাতে তারা অগ্রসর হয়েছেন সেজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের অর্থমন্ত্রী যে অর্থের বরাদ্দ রেখেছেন বিভিন্ন দপ্তরে, সেটা অত্যন্ত প্রনিধানযোগ্য বটে, কিন্তু এই বরাদ্দের সংগে সংগে কতকগুলি প্রশ্ন আমাদের মনে এসে যাবে, সেই প্রশ্নগুলি হচ্ছে যে অর্থমন্ত্রী যে বরাদ্দ করেছেন, সেইগুলি রূপায়ণ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন আছে। কারণ অতীত ইতিহাস সামনের দিকের প্রত্যাভাষ। পেছনের যে উদাহরণ, সামনের দিনের প্রতি আভাষ বলে যদি ধরে নেওয়া যায়, তাহলে আমরা দেখব যে এই মন্ত্রী সভার ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল এবং এটাকে কার্যকরী করার জন্য সজাগ দৃষ্টি আছে। কিন্তু প্রশ্ন থাকে, সেটেলমেন্ট ব্যাপারে সরকারকে আরও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যের ভূমি

রাজস্ব আরও বেশী আসত যদি সেটেলমেন্ট অপারেশন ঠিকভাবে হত। ১৯৬২ থেকে কয়েক বছর সেটেলমেণ্ট অপারেশন হয়ে গেছে, তখন আমরা দেখেছি যে সেই সেটেলমেণ্ট অপারেশন হওয়ার পর প্রচুর জায়গা খাস অবস্থায় পড়ে আছে। আজকে ১০ বছর হয়ে গেল সেই খাস জায়গা সম্পর্কে কি হবে সেটা সম্পর্কে সরকারী দপ্তরগুলি কিছু করেনি। তাহলে অনেক খাস জমি ত্রিপুরাতে রয়ে গেছে যেখানে মানুষ বসত বাড়ী করছে। জায়গা জমি নিয়ে তারা উৎপাদন করছে, ঘরবাড়ী করছে এবং সেখানে খাস কতটা লোকের বাড়ী হিসাবে বন্দোবস্ত নিয়েছে সেই প্রশ্নই উঠে না। যদি বন্দোবস্ত হয়ে যেত তাহলে ভূমি রাজস্ব বাড়ত। তাহলে এই সমস্ত দিকে যদি সরকার নজর না দিয়ে থাকেন তাহলে অর্থমন্ত্রী যতই আর্থিক বরাদ্দ করুন না কেন কিছুই হবে না। আমরা দেখেছি এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যে একটা সুন্দর অর্থনীতি গড়ার ব্যবস্থা রেখেছে। কিন্তু কাজের মধ্য দিয়ে যদি এটা করা না যায় তাহলে এই যে ইতিহাস, এই ইতিহাসের জন্য ত্রিপুরার মানুষ কি বলবে সেটা ভাবতে হবে এবং এই ব্যাপারে যদি উনারা একটু বেশী নজর দেন তাহলে আমরা মানুষের আরও কাছে যেতে পারব। বিশেষ করে একটা কথা মনে পড়ে। আমরা জানি আমাদের ভারতবর্ষের নেতৃ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গরীবি হটানোর শ্লোগান তোলেন। উনি বলেছিলেন দেশের মধ্যে যত গৃহহীন লোক আছে তাদেরকে গৃহ অবিলম্বে দিতে হবে এবং সেই প্রকল্পে ত্রিপুরাও পিছিয়ে নেই। এটা আমরা স্বীকার করি এবং এও স্বীকার করি যে ত্রিপুরা রাজ্যে যতটুকু এগোবার কথা ছিল সেটা পারে নি। বিগত সর্বগ্রাসী বন্যার ফলে সরকারী মেশিনারী সমস্তটাই ব্যস্ত ছিল। যাই হোক আমরা সেটেলমেন্টের ব্যাপারে বা গৃহ দেবার ব্যাপারে পারি না। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীরা যদি বলে আমরা পারব না, সেটা আমরা স্বীকার করি না। কারণ যখন আমরা দেখলাম আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ১৫ লক্ষ লোক এল বিগত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে তখন আমরা দেখেছি এই সরকারী কর্মচারীরা প্রশংসার সংগে বিরাট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। আমরা দেখেছি বিগত বন্যায় এবং খরার সময়ে এই কর্মচারীরা প্রশংসার সংগে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাহলে এই কাজটা কেন তারা করতে পারবে না? আমরা জানি তারা যে কোন মুহূর্ত্তে কাজটা সম্ভব করতে পারে। অথচ এই সমস্ত কাজের জন্য যদি মেশিনারী যথেষ্ট না হয় শুধু একজন মন্ত্রীর পক্ষে বা একজন এম, এল, এ,-এর পক্ষে প্রত্যেকটা জিনিষ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সেই দিকে আমি মনে করি সেটেলমেণ্ট বলুন, ভূমি সংস্কার বলুন, জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের কথা বলুন, এটা শক্ত কাজ বলে আমি মনে করি না। কিন্তু কেন যে তারা পারছে না সেটা আমার প্রশ্ন। আমি দেখেছি যে তাদের কাজের বিচক্ষনতা আছে, এইগুলি হয় না কেন সেই প্রশ্নটাই আজকে দেখা দিয়েছে। ত্রিপুরার মানুষ বলছে, যখন বিরাট বিরাট সমস্যা ছিল তখন পারল এখন পারে না কেন? এখানে একটা কিন্তু রয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে ত্রিপুরার মানুষের জন্য, কৃষকের জন্য, প্রত্যেকের জন্য কাজ করা দরকার। কর্মচারীদের বেতন পাওয়া দরকার আমরা স্বীকার করি। বর্তমান দ্রব্যমূল্য যা দাঁড়িয়েছে সেই দিক দিয়ে একটা সমস্যা ঠিকই করে বিশেষ· তৃতীয় শ্রেণী, চতুর্থ শ্রেণী এমন কি অফিসারদেরও বলতে শুনেছি যে এই অবস্থায় আমরা কি করে পারি? কিন্তু আমি স্বীকার করি যে অবস্থা রয়েছে সেটা সারা ভারতবর্ষের, শুধু ভারতবর্ষ

নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই সমস্যা চলছে। সেই দিক দিয়ে এই যে সাময়িক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সাময়িক অসন্তোষের দিকে লক্ষ্য করে যদি সমাজের প্রতি জাতির প্রতি, যে কর্ত্তব্য সেই কর্ত্তব্যকে যদি অবহেলা করি তাহলে আত্মঘাতি হওয়া ছাড়া আর কিছু মনে করি না। আমি শুনেছি ত্রিপুরা রাজ্যে ধর্মঘট, লক-আউট ইত্যাদি হবে। কিন্তু এটাতো সাময়িক প্রশ্ন। তাতে যদি তারা জাতির প্রয়োজনের কথা ভুলে যান তাহলে কি সমগ্র জাতি তাদের ক্ষমা করবে? কাজ করার ক্ষমতা তাদের আছে। এমতাবস্থায় যদি তারা মানুষের কাজ করতে রাজী না হয় তাহলে আগামী দিনের কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ মানুষ তাদের ক্ষমা করবে না। কাজে কাজেই আমি বলতে চাই সরকারের যে নীতি, কংগ্রেসের যে নীতি, সেই নীতিকে রূপায়িত করার জন্য সাধারণ মানুষ, কর্মচারী এবং মন্ত্রীদের সকল অন্তঃপক্ষে মানবতার খাতিরে, বিবেকের খাতিরে যাতে এইগুলি সংগঠিত হয় তার প্রয়োজন আছে।

শিল্প সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি যে শিল্প সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকার কতটুকু এগোতে পারছে। আমরা যতই বড় বড় কলকারখানা করি, এটার প্রয়োজন রয়ে গেছে। কিন্তু যেটা নাকি আমাদের হাতের কাছে ছিল সেগুলি সম্পর্কে আমাদের মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন বলে বলছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে হাজার হাজার তাঁত শিল্প সূতো পায় না, প্রয়োজনীয় ট্রেনিং পায় না। যার ফলে আজ তাঁত শিল্পগুলি ত্রিপুরায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। যেখানে শুধু সূতো সাপ্লাই দিলেই হয়, তাহলে হাজার হাজার তাঁতী কুটির শিল্প গড়ে তুলতে পারে সেখানে নজর দেওয়া প্রয়োজন। ১৯৭২-৭৩ সালে বাজেট অধিবেশনে তাঁত শিল্পের উপর বক্তব্য ছিল। কিন্তু এইবারেও আমি উল্লেখ করতে চাইছি যে শিল্পমন্ত্রী মহাশয় এইদিকে নজর রাখবেন। কারণ বাজেটে এই কথা উল্লেখ না করার অর্থ এই নয় যে এটা হবে না। সেজন্য আমি তাঁতীদের স্বার্থে, কুমারদের স্বার্থে মন্ত্রী মহোদয়কে মনে করিয়ে দিব যাতে তারা প্রয়োজনে সূতো পায়, প্রয়োজনীয় মার্কেট পায়। তা না হলে কোন দিন বড় ইণ্ডাস্ট্রি হবে সেই দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না। ৫/১০ বছর পরে হয়ত ইণ্ডাস্ট্রি হবে। তাতে বেকার কমবে না, বেকার বাড়তেই থাকবে। স্যার, আমাকে আর একটু সময় দিতে হবে, কারণ আমার আরও কিছু বলার আছে। কর্ম-সংস্থানের ব্যাপারে আমরা দেখলাম যে এবার প্রচুর কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আগামী দিনে অর্থাৎ পঞ্চম যোজনাকালে কর্ম সংস্থানের দিকে আরও বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া হবে এটা সত্যিই বিশেষ প্রসংশনীয়। তবে আমি এই ব্যাপারে একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে আমাদের সংবিধানের দিকে লক্ষ্য রেখে তপশীল জাতি এবং তপশীল উপজাতিদের কর্ম সংস্থানের ব্যাপারে সংবিধানের ৩৩৫ নং আর্টিকেলে আছে যে জনসংখ্যার অনুপাতে তাদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে যে জিনিষটা আমরা লক্ষ্য করছি, সেটা হচ্ছে ১৯৭১ সনের সেন্সাসে আছে, ত্রিপুরা রাজ্যের সিডিউলড কাষ্টদের পক্ষে যদিও সেটা মানা যাবে না, কারণ ১ লক্ষ ৯২ হাজার সামথিং তপশীল জাতির লোক সংখ্যা ধরা হয়েছে। কিন্তু এ্যাকচুয়েল তাদের সংখ্যা হচ্ছে আরও অনেক বেশী। তবুও এই জন সংখ্যার মধ্যে আমি যেটা দেখছি তাদের জন্য চাকুরীর পার্সেন্টেজ হচ্ছে মাত্র ১২.৪০ ভাগ আর তপশীল উপজাতির

জন্য ২৯ পার্সেন্ট। সেই দিক দিয়ে সিডিউলড কাষ্টের যে কোটা সেটা বর্ত্তমানে ১০'৫০ ভাগ মাত্র, আমি মন্ত্রী মশাইকে বলব যে অন্ততঃ পক্ষে সংবিধানের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং তার উপর ভিত্তি করে তাদের জন্য চাকুরীর কোটাটা যাতে আরও বেশী করা হয় এবং অবিলম্বে করা দরকার। আর না হলে পরে ত্রিপুরার সিডিউলড কাষ্টরা কাউকে খাতির করবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে আমি আগেই বলেছিলাম এবং আশা করছি এই সম্পর্কিত ডিমাণ্ড যখন আসবে, তখন এর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করতে পারব। তারপর এখানে পে-স্কেল সম্পর্কে বলা হয়েছে। এটা সত্যি কথা যে কর্ম্মচারীদের পে-স্কেলের মধ্যে কিছু বৈষম্য রয়েছে এবং সেগুলি সম্পর্কে সরকার বার বার বলেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে বর্ত্তমান অবস্থা, তার আর্থিক সংগতি এবং দ্রব্যমূল ইত্যাদির সংগে মিল রেখে সেটা করা হবে এবং এটা যাতে শীঘ্রই করা হয়, সেজন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ জানাই। আবার এটাও সত্যি কথা যে ত্রিপুরা সরকারকে একটা সীমিত অর্থের উপর নির্ভর করে তার কর্ম্মচারীদের বিভিন্ন পে-স্কেল রিভাইজড করতে হবে এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যারা নিম্ন স্কেলে কাজ করেছেন তাদের পে স্কেল যাতে বাড়ে, সেজন্যও সরকারকে চিন্তা করতে হবে এবং আগামী দিনে যে সেটা করা হবে, আমি সেই আশা রাখি। কারণ আমাদের সরকার শুধু কৃষকদের কথাই ভাবে না, শুধু শ্রমিকদের কথাই ভাবে না, সরকারী কর্মচারীদের কথাও তাদের ভাবতে হয়। এবং ভাবে বলেই তারাও আমাদের সঙ্গে ওত-প্রোতভাবে জড়িত আছে, এই কথা আমি বিশ্বাস করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর বিশেষ কিছু বলব না, তবুও আমাকে বলতে হচ্ছে যে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা তাদের বক্তব্য রাখার সময়ে নানা ভাবে সরকারী নীতিকে বিকৃতিরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, সেকাল এটা কিন্তু তাদের আসল মনের কথা নয়। কারণ এটা তাদের এসেমব্লীতে এসে বলতে হবে, তাই বলে গিয়েছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের যে বাজেট রূপায়ণ, সেটাকে উনারা দলগত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে, দলের মোহে এর বিরোধীতা করেছেন। আর সেজন্য আমি উনাদের বক্তব্যকে এখানে স্বাগত জানাতে পারছি না। কারণ তারা তাদের দলের মোহে পড়ে এগুলির সমালোচনা করে গিয়েছেন। কাজেই তাদের বক্তব্য-এর উপর আমার কিছু বলার নাই। তাই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার মহোদয়, গত ১৫ই মার্চ মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় যে বাজেট বরাদ্দ এখানে পেশ করেছেন তাকে স্বাগত জানিয়ে তার সমালোচনা করতে চাই। আমরা জানি যে এই মন্ত্রীসভা আসার পর থেকে নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা খরা, বন্যা এবং বর্ত্তমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মুখোমুখি হতে চলেছে। তবে আমার গত কিছু দিনের অভিজ্ঞতার কথা যেখানে নাকি আমাদের বাজেট পাশ হতে চলেছে এবং আমাদের সমস্ত কাজগুলি সুষ্ঠভাবে ইমপ্লিমেন্টেড হয়, সেই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমি আলোচনা করতে চাইছি। যেমন সাধারণভাবে আমার অভিজ্ঞতার কথা, আমি এখানে বর্ণনা করতে চাইছি। আমি প্রথমে ডম্বুর প্রজেক্টের কথাই আলোচনা করব। ত্রিপুরা রাজ্যের ১৬ লক্ষ মানুষের প্রয়োজনে এই ডম্বুর প্রজেক্ট অর্থাৎ রাইমা শর্মাতে যে হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট হচ্ছে, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজন এবং আমরা জানি যে গত ৬।৭ বছর

ধরে ঐখানে ওরা বসবাস করে চলেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সবাই জানে এবং সরকারও জানেন যেখানে ওদেরকে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে তথাপি ঐ গত ৬।৭ বছর পরে যেখানে তুলনামূলকভাবে তারা কোন বাড়ি দেখাতে পাচ্ছেন না এবং আমাদের দিক দিয়ে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকার ফলে তারাও বুঝতে পারে নাই যে সেখান থেকে তাদের এরূপভাবে উচ্ছেদ হতে হবে। এই অবস্থায় গত কিছুদিন আগে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আমি বলব যে সেখানে আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি অত্যন্ত দুঃখের কারণ হয়ে গিয়েছে এই রকম আমাদের ত্রিপুরার ডুম্বুর প্রকল্পের মত অন্যান্য জায়গার কথাও আমরা শুনেছি। বড় বড় প্রকল্প হয়েছে এবং উচ্ছেদও হয়েছে। কিন্তু তাদের মনে একটা সান্ত্বনা আছে যাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে—কেউ চায় না যে পিতৃ পিতামহের ভিটা ছেড়ে চলে যাবে। এটা মানবিকতার দিক থেকেও কেউ চায় না বা তারা মনে করতেও পারে না। এটা তাদের মনে সান্ত্বনা থাকতো যদি উপযুক্তভাবে ক্ষতিপূরণ সময়মত দিতে পারতাম তাহলে আমাদের মনে সান্ত্বনা থাকত। কিন্তু আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য অনেক কিছু হয়েছে। আমি একটা কথাই বলব আমি একটা জিনিষ দেখেছি সেখানে তাদের শেষ দিকে যে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল উচ্ছেদ করার জন্য, উদয়পুরের ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট এণ্ড কালেক্টারের অফিসে দস্তখত হয়েছিল ২৯-১২-১৯৭৩ ইং এবং উচ্ছেদের শেষ নোটিশ যেটি দেওয়া হয়েছিল ৭-১-১৯৭৪ ইং অর্থাৎ ৭ দিনের মধ্যে। এটা কি করে সম্ভব? একজন দায়িত্বশীল অফিসার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তিনি এইরকম অবিবেচকের মত নোটিশ দিলেন সেটি আমি কল্পনা করেও বুঝতে পারছি না। যাই হউক, তাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ থাকবে বর্তমানে যে সমস্ত জায়গায় তাদের জন্য ক্যাম্প করা হয়েছে, যে সমস্ত জায়গায় তাদের জন্য একটা কিছু দেওয়া হয়েছে বা তাদের জন্য ঠিক করা হয়েছে সেই সমস্ত জায়গা—আমার সন্দেহ আছে ব্যক্তিগতভাবে তাদের এইসব জমিতে চাষাবাদের যোগ্য করে দিতে আমাদের অনেক সময় লাগবে সেজন্য আমি বিকল্প একটা সাজেশান দিতে চাই মাননীয় সরকারের কাছে। সেখানে—ত্রিপুরার যে কোন জায়গায় যদি তারা চাষযোগ্য জমি খরিদ করতে পারে তখন তাদের ভূমি সংগ্রহ করতে পারে তাহলে আমি অনুরোধ রাখব মাননীয় সরকার যাতে কিছু দায়িত্ব—সেখানে অল্প সংখ্যক হলেও ছোট ছোট হলেও—প্রজেক্ট আকারে নাও বা দিলেন। অন্ততঃ চাষযোগ্য ভূমি যদি কোথাও তারা পায় সরকারের দায়িত্বে যাতে খরিদ করে দেওয়া হয় সেজন্য আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপর দেখছি ডুম্বুর প্রকল্পটা—আমাদের সারা ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষের জন্য এই প্রকল্প। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমার সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি—যা দেখা যাচ্ছে মাত্র ট্রাইবেল বরাদ্দ থেকে টাকা খরচ করার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমি অনুরোধ রাখব সাধারণ বাজেট থেকে এবং সমস্ত ডিপার্টমেন্ট থেকে তাদের প্রতি নজর রেখে সুষ্ঠুভাবে তাদের যাতে বাঁচার মত ব্যবস্থা করা হয় সেজন্য আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি আশা করি আমাদের

এই সাধারণ বাজেট আলোচনার মধ্যে মাননীয় মন্ত্রীর নিকট থেকে এই সম্পর্কে বক্তব্য শুনতে পাব। আর একটা কথা হচ্ছে আমাদের উপজাতি উন্নয়ন দপ্তর সম্পর্কে আমার কতগুলি বক্তব্য আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে সেটি বর্ণনা করছি। উপজাতি উন্নয়ন দপ্তর যে দপ্তর সমস্ত ত্রিপুরায় আমাদের উপজাতি এবং তপশীলভুক্ত জাতিদের জন্য একটা দপ্তর, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। অথচ সেই দপ্তরের এমন কোন ক্ষমতা নেই স্বাধীনভাবে একটা কিছু করতে অথচ আমি কিভাবে বলব ঠিক করতে পারছি না। যদিও হউক যে দপ্তর লাখ লাখ টাকা খরচ করতে পারে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার—পুনর্বাসনের জন্য উপজাতিদের পুনর্বাসনের জন্য তপশীল জাতিদের পুনর্বাসনের জন্য সেই দপ্তরের উপজাতি রিজার্ভ এলাকাতেও এক কানি ভূমিও একজন ভূমিহীন উপজাতিকে দেওয়ার ক্ষমতা নেই। আমি উদাহরণ দিচ্ছি—মাচ্ছাই রিয়াং কলোনী, যেখানে অমৃত রোয়াজা পাড়াতে একটা কলোনী আছে এবং তারা কিছু টাকাও পেয়েছে তারা বাগানও করেছে অথচ সেই বাগানের উপর ফরেষ্টের বাগান হতে চলেছে। আরও দৃষ্টান্ত আছে ৭/৮ ১৫ বছর ২০ বছর যতগুলি ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে বা লোন দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে বিরাট একটা সংখ্যা ১৬/১৭ হাজারের মত একটা বাগানের খবরও হয়নি। অথচ তাদের নামে এ্যালটমেন্ট হয়েছে তারা কিছু টাকাও পেয়েছে আমি অনুরোধ রাখব এই গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়,...

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সময় কম।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া : আমি অনুরোধ রাখব যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে এই ব্যবস্থা করবার জন্য। আর বন দপ্তর সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে আমি আলোচনা করতে চাই। গত ২/৩ দিন আগে সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চানে জানতে চেয়েছিলাম বন বিভাগের এমন কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে কিনা আমাদের ত্রিপুরাতে কতটা জমিতে উনারা প্ল্যানটেশান করবেন। যদি এই রকম সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা থাকে তাহলে আমি একটু আগে যে কথাটা উল্লেখ করেছি যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট টাকা দিতে পারছে না বন দপ্তর থেকে রিলিজ হচ্ছে না সেজন্য। অতএব যদি নির্দিষ্ট থাকে এরিয়া তাহলে আমার মনে হয় তারা তাদের সুবিধামত টাকা পেতে পারে। যার জন্য আমরা জানি আমাদের খোয়াই তেলিয়ামুড়া ব্লকের অনেক লোকের নাম প্রস্তাবিত হয়ে আছে অথচ বন বিভাগ থেকে রিলিজ হচ্ছে না সেজন্য তারা টাকা পাচ্ছে না। আমার মনে হয় এইসব অসুবিধার জন্য আমাদের ভূমিহীন কৃষকরা টাকা পাচ্ছে না অথচ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের জন্য দেখা যায় আমাদের টাকা ফেরত যাবে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সেজন্য আমি অনুরোধ রাখব বন বিভাগ থেকে ইতিমধ্যে একটা নির্দিষ্ট এলাকা—যে কোন মৌজাই হউক একটা এলাকা ঠিক করা হয় সেজন্য আমি সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ রাখছি উনি যেন বাজেট বক্তৃতার সময় এই এক্সপ্লেন রাখেন। শেষ পর্যন্ত আমার এলাকার কথা বলছি......

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :— তাহলে আমি আর বলব না। এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আজকে সর্বনাশ তারা করছেন আমি সেই দিকটা আলোচনা করবো। এবং এর থেকে প্রমাণ ভারতবর্ষে একটা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধনীদের স্বার্থে আজকে তারা ২৬ বছর রাজত্ব করছেন। ১৯৫০ সালে তারা সংবিধান রচনা করেছেন সেই সংবিধান ভারতের শ্রমিক কৃষক কর্মচারী সাধারণ মানুষের জন্য কি ব্যবস্থার কথা তারা বলেছেন ? তারা বলেছিলেন সংবিধানের ৪৩ ধারায় যে they shall endeavour to secure by suitable legislation on economic organisation or in any other way to all workers, Agriculture, Industry or otherwise works on a living wage conditions of works ensuring a decent standard of living. ১৯৫০ সালে সংবিধানে তারা বলেছে যে ভারতবর্ষের শ্রমিক কৃষক কর্মচারী তারা যে অংশেই কাজ করুক না কেন তাদের জন্য লিভিং ওয়েজের ব্যবস্থা তারা করবে। সুপ্রীম কোর্ট রায় দিচ্ছে ক্রাউন অ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস কোম্পানীর সংগে সেখানকার ওয়ার্কাররা যে কেস করেছিল রায় দিচ্ছে there is however one principle that admits no exception, no Industry at the right to exist unless it is reliable to pay at what pains at least their minimum wage. সুপ্রীম কোর্ট রায় দিচ্ছে যে কোন ইণ্ডাষ্ট্রি তার শ্রমিকদেরকে একদম তার নূন্যতম মজুরীর ব্যবস্থা না করতে পারে ঐ ইণ্ডাষ্ট্রির টিকে থাকার কোন অধিকার নেই। আজকে ২৬ বৎসর পর আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই যে ভারতবর্ষের শ্রমিক কৃষক কর্মচারীদের এই সংবিধানগতভাবে এবং এই সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুযায়ী তারা কোথায় নিয়ে গেছে ? এবং আমরা দেখছি যে আজকে যে সুপ্রীম কোর্টের রায় থেকে যে মিনিমাম ওয়েজ না দিলে এই ইণ্ডাষ্ট্রির টিকে থাকার কোন অধিকার নেই। তাহলে এই ২৬ বছর পরেও এই সরকার এক মুহুর্ত্তও টিকে থাকার কোন অধিকার নেই, সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুযায়ী। আমরা দেখছি যে তারা লিভিং ওয়েজের কথা সংবিধানে বলেছে যেটা তারা বাধা কনষ্টিটিউশনেলি তারা বাধা। ১৯৫৭ সালে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক বসেছিল সারা ভারতের শ্রমিক কৃষকদের বেতন কাঠামো ঠিক হবে। কি ভূমিকা নিয়েছিল তারা ? ১৯৫৭ সালে দেখেছিলাম পঞ্চদশ শ্রমিক সম্মেলনে, শ্রমিক পক্ষের টাটা, বিড়লা গিয়েছিল, সরকার পক্ষও বসে ছিল, শ্রমিক প্রতিনিধিরাও এসেছিলেন টাটা বিড়লা প্রস্তাব দিয়েছিল এই সংবিধানের লিভিং ওয়েজ আমরা দিতে পারবো না। আমরা ব্যবস্থা করবো নূন্যতম মজুরীর। সেই ব্যবস্থা কি হবে ? যে আমরা পরিবারের তিনজন ধরবো। এই পাঁচ জনের বাবা, মা, ভাই এই পরিবার ধরলে হবে না। স্বামী স্ত্রী আর দুই বাচ্চা এই তিন ইউনিট ধরে ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর কাপড় ৭২ গজ ধরতে হবে যে কাপড় জামার কাপড় থেকে আরম্ভ করে লেপের উয়ার, মসারী এই ৭২ গজের মধ্যে করতে হবে। এই ব্যবস্থা তারা করলো। টাটা, বিড়লা মালিক যে প্রস্তাব দিল আজকে যারা বসে আছে ট্রেজারী বেঞ্চে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে তারা বললো এই সরকার পক্ষ, হাঁ, এইটা হবে ভারতবর্ষের শ্রমিক কৃষকদের ক্ষেত্রে। এই মানিয়েছিল ১৯৫৭ সালে এবং শ্রমিকদেরকে বাধ্য করেছিল এইখানে এইসব করতে নূন্যতম মজুরী। কোথায় লিভিং ওয়েজ, কোথায় নূন্যতম মজুরী এবং ১৯৫৭ সালে আপনারা বলে দিয়েছেন যে আমাদের পরিবারে বাবা-মাকে আমরা ভরণ পোষণ করতে পারবো না এই সম্মেলনের

মাধ্যমে। বাবা মাকে বাদ দিয়েছে ১৯৫৭ সালে। ১৯৫৭ সালের পর সেই নূন্যতম মজুরী এগ্রিমেন্ট করার পর একের পর এক তারা মালিকের স্বার্থে চালাচ্ছে। কেন? কারণ লিভিং ওয়েজ দিতে গেলে কারখানার শ্রমিক যারা আছে তাদের যে মোটা পেট রয়েছে ওখানে হাত পরবে। ওখানে হাত দেয়ানা, এই শ্রমিকদের ওখানে না খেয়ে মরবো, তবু এই মালিকদের পেটে হাত দেবো না, মালিককে দিতে হবে মুনাফা থেকে। আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আজকে বলছে যে একটা জিনিস বিক্রী করলে আজকে মালিকরা ৫৫ পার্সেন্ট তারা মুনাফা করছে এবং ২০ পার্সেন্ট ওয়েজ দিতে হচ্ছে। মুনাফার অংশ নিয়ে যাবো মালিকদের কাছ থেকে তার কাছ থেকে আদায় করে শ্রমিকদেরকে কিছু দেবো না, সংবিধানে থাক এবং ১৯৫৭ সালে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরও চলে আসে গরিবী হটাও ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বে ওখানে যাবো না, তৃতীয় পে কমিশন আপনারা বসিয়েছিলেন সেই তৃতীয় পে কমিশন কি বলেছে? তৃতীয় পে কমিশন বলেছে ১৯৫৭ সালে যে চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তি অনুযায়ী ৪০০ টাকা মিনিমাম ওয়েজ এইটা দেন। কিন্তু আমরা ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করেছি ভারতবর্ষের শ্রমিকরা তারা যে বেঁচে থাকা তার যে জীবন ধারণ সেই জীবন ধারণে তাকে এই নিরামিষ খেলে জীবন ধারণ করতে পারে। মাছ, মাংস, ডিম না থাক, না খেলেও তারা চলতে পারে। এই হচ্ছে গরীবি হটাও সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন এই তৃতীয় পে কমিশন ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে যে পে কমিশন হয়েছে সেখানে বলেছেন যে শ্রমিক তুমি ন্যূনতম মজুরী পাবে না, এই সংবিধানের কথা নয় এবং সেখানে বলছেন মাছ, মাংস, ডিম, দুধ খাওয়ার তোমার ব্যবস্থা নাই। ওটা বড় বড় লোকদের জন্য তুমি নিরামিষ খেলেও জীবন ধারন করতে পারো। কার স্বার্থে এই রায়? এই ধনীকদের স্বার্থেই এই রায়। কারণ এই রায় যদি ন্যূনতম মজুরী দিত তাহলে এই টাটা, বিড়লাকেও ন্যূনতম মজুরী দিতে হতো। কিন্তু টাটা, বিড়লার গায়ে হাত দিবো না। এমন নীতি নেবো যে নীতি শ্রমিক মারার নীতি, যে নীতি গরীব শোষনের নীতি। সেইজন্য বলি যে আজকে ওড়িংবাবু যে কথা বলেছেন প্রতিটি ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের ব্যবস্থা রক্ষা করার জন্য আজকে তারা পলিসি নিয়েছেন। ঐ ওয়েজ ডিটারমিনেশনের ক্ষেত্রেও এই গরীব শোষণের নীতি তারা চালাচ্ছেন এবং সেই জন্য আজকে আমরা দেখছি এই তৃতীয় পে কমিশন তারা বলেছেন যে নিরামিষ কেবল নয়, আমরা ১৮৫ টাকা যেটা ধার্য্য আছে একজনের ওয়েজ কারণ একজন ১২৫ টাকায় চলতে পারে এই নিরামিষ খেয়ে। বলা হলো জিজ্ঞাসা করা হলো একজনের কেন করলে তার তো পরিবার আছে, তারতো স্বামী স্ত্রী আছে? ওরা বললো না ১৯৫৭ সালে আমরা বাবা মাকে পরিবার থেকে বাদ দিয়েছি আর তৃতীয় পে কমিশনের রায়ে তারা বলেছে যে বাবা, মা, স্বামী, স্ত্রী কেউ নেই আমরা একলা পরিবার। একলা তার জন্য একজন একজনের ওয়েজ ঠিক করা হয়েছে ওরা বলতে চায় ১৯৭২ সালে গরিবী হঠাও এর যুগে এসে একটা মানুষ সে টেস্ট টিউবে জন্মেছে তার বাবা, মা, কেউ নেই এই রায় কার স্বার্থে? নিশ্চয়ই মালিকদের স্বার্থে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস : —এই পে-কমিশনের সিদ্ধান্ত কার স্বার্থে গেছে, শ্রমিকদের স্বার্থে না মালিকের স্বার্থে, মালিকের স্বার্থে নিশ্চয়ই গেছে। সেইজন্যই দেখি ত্রিপুরার আজকে কি অবস্থা ? ত্রিপুরার চতুর্থ শ্রেণী পাচ্ছে ৬০ টাকা বেতন সব মিলিয়ে সেখানে ১৭০ টাকা। সংবিধান মতে সেখানে সাত শ' থেকে ৮ শ' টাকা হয়, আর ন্যূনতম মজুরী চার শ' টাকা হয় সেখানে দিচ্ছেন মাত্র ১৭০ টাকা। মাষ্টার রোলে যে সমস্ত শ্রমিক তারা পাচ্ছে ১২০, ৯০ টাকা, হোমগার্ড পাচ্ছে ৯০ টাকা। চা বাগানের শ্রমিক ১.১৫ পয়সায় ডেইলী লেবার। কোথায় সংবিধানের স্বীকৃতি, কোথায় হাই কোর্ট, আজকে সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে ধনীদের আরও ধনী করার চেষ্টা করা হচ্ছে, সারা ভারতবর্ষের আজকের চিত্র তাই। তাই আজকে সারা ভারতবর্ষে ষ্ট্রাইক চলছে। ষ্ট্রাইক শ্রমিকরা নিশ্চয়ই করবে, তারা সংগ্রাম করছে, লড়াই করছে, তারপর সেখান থেকে ছিনিয়ে আনতে পারছে। আজকে সংগ্রাম না করলে ওরা কিছু দেবেনা। সেইজন্য আজকে দেখেছি এল, আই, সি'র চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী সে ২৮৭ টাকা ষ্ট্রাইক করে নিয়ে গেছে। লোকো রানিং সারা ভারতবর্ষে তাদের ষ্ট্রাইক করছে তাদের দিয়ে ১৮ ঘন্টা ইঞ্জিনের মধ্যে খাটানো হয় ইন্দিরার রাজত্বে। জওহরলালের আমলে তারা আট থেকে দশ ঘন্টা করার জন্য আপোষ করতে চেয়েছিল, কিন্তু তা হয় নি। একটা রাজত্ব চলে গেছে, আপোষ করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু হয় নি। উনারা গরীবি হটানোর কথা বলছেন, সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন, কিন্তু সেই ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তারা আপোষ চেয়েছিলেন কিন্তু আপোষ হয় নি। তাই তারা আজকে ধর্মঘটে গেছে। কারণ ধর্মঘট ছাড়া তাদের উপায় নেই। তাই ধর্মঘট করে, ঘারটি ধরে চুক্তি করে নিয়েছেন দশ ঘন্টার। ২৬ বছরের মধ্যে তারা সেটা আপোষে করতে পারেনি, তা তারা ধর্ম-ঘটের মধ্য দিয়ে করে নিয়েছে। শ্রমিকদের ধর্মঘট ছাড়া আর কোন পথ নেই। জুট শ্রমিকরা ১৯৩২ সালে ধর্মঘট করেছিল। ১৯৬৯ সন পর্যন্ত তারা কোন ধর্মঘট করেনি। দীর্ঘ ৩৫ বছর তারা ধর্মঘট করেনি, কিন্তু তাদের একটা টাকাও বেতন বাড়েনি। ৯০ হাজার শ্রমিক ছাটাই হয়ে গেছে মালিক নতুন নতুন মেশিন এনেছেন, ১০ জনের কাজ চার পাঁচ জনে করছে, নতুন মেশিনের ফলে প্রতি দশ জনে ছয় জন ছাটাই করে দিয়েছেন। কিন্তু ১৯৬৯ সনে যখন ধর্মঘটে তারা গেছে, তারা আজকে ১৭৫ টাকা বেতন করতে পেরেছে এবং তাদের ছাটাই বন্ধ করতে পেরেছে। আজকে ধনীদের সার্থে সরকার। কৃষকদের উৎপাদন বাড়ানোর কথা বলছেন। কিন্তু গত বছর কৃষক প্রচুর পাট উৎপাদন করেছিল, কিন্তু বাজারে যখন পাটের দাম পড়ে গেল তখন সরকার তাদের থেকে ন্যায্য দামে পাট কিনলেন না। কৃষক তার ন্যায্য দাম পেলনা, মালিকেরা সেই পাট সস্তায় কিনে নিয়ে, ১০০ টাকা বেশী মুনাফা করল। কাজেই কৃষকদের স্বার্থেই উৎপাদন বাড়াবার কথা সরকার বলেন না, উৎপাদন বাড়ানোর কথা বলেন বিগ মালিকদের স্বার্থে—যারা কারখানার মালিক, ধনী মালিক আছেন, তাদের জন্য উৎপাদন বাড়ানোর কথা বলেন। স্ট্রাইকের কথা আমরা বলি এই জন্য যে শ্রমিকদের এই একটা হাতি-য়ার মাত্র মালিকের বিরুদ্ধে, সেটাকেও কেড়ে নেব। তোমাকে শোষণ করতে হবে, এর বিরুদ্ধে আন্দোলন। কাজেই আজকে যদি ২৬ বছর ধরে ঐ ডিটারমিনেশানের কথা বলা হয়,

সারা ভারতবর্ষে একটা শ্রমিক কর্মচারীর কথাও যদি বলা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে সুপ্রীম কোর্টের যে রায়, তার থেকেও সরে গেছেন এবং শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মালিকের পক্ষ নিয়ে লড়েছেন কাজেই এই যে বাজেট সেটা শ্রমিক কর্মচারীদের মারার বাজেট। এই বাজেটে এনেছেন, তাতে শ্রমিক কর্মচারীরা উৎফুল্ল হতে পারেন। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে যখনই কোন শ্রমিক কর্মচারীর বেতন বাড়ার কথা বলা হয়, তখনই বলা হয়ে থাকে আমরা পে-কমিশান বসিয়েছি মজুরের কথা বলুন, বলবেন পে-কমিশান বসিয়েছি সেই বালোয়ারী ডাক্তার খানার মত মাথা ধরা এবং কর্কট রোগে একই বোতল থেকে ঔষধ দেওয়ার মত, সব ঔষধ একই বোতল থেকে যাচ্ছে। কোন কিছু বলতে গেলেই, পে-কমিশন বসিয়েছি, হোম গার্ডের বেতন, পে-কমিশন বসিয়েছি। আমি আরেকটা কথা বলছি বেকারদের চাকুরীর ব্যাপারে বলুন পে-কমিশন বসিয়েছি, কৃষকের বেলায় বলুন পে-কমিশন বসিয়েছি সব জায়গায় পে-কমিশন লাগিয়ে দিন। আপনারা ধনীকদের স্বার্থে যে নীতি গ্রহণ করেছেন, তার থেকে অন্য কিছু রায় বা অন্য কিছু ব্যবস্থা হতে পারে না। আমরা দেখছি একটা হোম গার্ড সে ৯০ টাকা বেতন পায়। তার ছোট ছোট বাচ্চা ভাই আছে, মা আছে, বোন আছে, সেই মা, বোন, ভাইকে সেই ৯০ টাকা দিয়ে খরচ চালাতে হয়। আপনি যে এ্যালসিশিয়ান কুকুর রাখেন, তার পেছনেও আপনিও তার চেয়ে বেশী খরচ করেন। আর হোম গার্ডের কথা বললে বলেন যে তার সরকারী চাকুরী নয়। তার দৈনিক চোখের জল পড়ছে, তার মায়ের চোখের জল পড়ছে, মা বোনকে সেই কাপড় দিতে পারছে না। আমি এই কথা বলেই শেষ করব, যে বাজেট আপনারা এখানে রেখেছেন, সেই বাজেট ধনীদের স্বার্থে, ত্রিপুরার জমিদারদের স্বার্থে, ত্রিপুরার কালোবাজারী, মুনাফাখোরদের স্বার্থে, যারা ত্রিপুরাকে লুটে নিচ্ছে, তাদের গেজেট হিসাবে—বছরের গেজেট হিসেবে এটা করা হয়েছে, তারা দেখবে যে নূতন গেজেট এসেছে, নূতন আমাদের ফরমানা দরেছে আমরা কিভাবে লুট করব। ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ, ত্রিপুরার শ্রমিক এই বাজেট দেখে উৎফুল্ল হবে না, আনন্দিত হবে না, এই বলে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ। মাননীয় সদস্য আপনি পাঁচ মিনিট বলুন।

শ্রীঅজিত চন্দ্র ঘোষ :— মিঃ ডিপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে যে অর্থমন্ত্রী ১৯৭৪-৭৫'এর বাজেট পেশ করেছেন, আমি এই বাজেটকে সমর্থন করি এবং সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আগামী বছরে সরকার কি করবেন, সে সমস্ত কিছুর উল্লেখ এর মধ্যে আছে, তাই এই বাজেট গুরুত্বপূর্ণ। সকল শ্রেণীর মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে, আগামী বছরে ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বাংগীন উন্নতি কিভাবে করা যায়, সেই চিন্তা নিয়েই এই বাজেট করা হয়েছে। বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করলেই পরিকল্পনা সমূহ রূপায়ন করা যায় না। পরিকল্পনা রূপায়ন করার জন্য সকলের সহযোগিতা এবং সরকারী প্রশাসনের তৎপরতা। এই বাজেট আলোচনা প্রসংগে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা অনেকে কথা বলেছেন। উনারা বলেছেন এই বাজেট গরীবের নয়, এই বাজেট

ধনীদের জন্য। কিন্তু আমাদের দেশে কতজন ধনী আছে, উনারা হয়তো সেটা লক্ষ্য করেন নি। ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষই গরীব, সুতরাং এই বাজেট গরীবের জন্যই বাজেট। এই বাজেট আলোচনায় মাননীয় সদস্য নৃপেন বাবু অনেক কথা বলেছেন। প্রত্যেক গাঁওসভাতে ধান সংগ্রহ করা হচ্ছে, সেইগুলি ঐ গাঁওসভাতে না রেখে কেন এক জায়গাতে রাখা হল। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে প্রত্যেক গাঁওসভাতে যদি রাখতে হয়, তাহলে চাই সংগ্রহশালা, চাই পুলিশ পাহারা, তাতে অনেক খরচ, সুতরাং এই ধান সংগ্রহ করে, চাউল করে যদি একটা নিরাপদ স্থানে না রাখা হয়, তাহলে কিভাবে ডিষ্ট্রীবিউট করা হবে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

কর্মচারীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে নৃপেনবাবু অভিযোগ করেছেন যে কর্মচারীদের আমরা সব কিছু দিয়ে দিচ্ছি তাহলে বেকারদের আমরা কি করে দেব এই কথা নাকি কোন মন্ত্রী বলেছেন। কিন্তু এই কথা কোন সময়েই আমাদের কোন মন্ত্রী বলেন নি। বেকারদের জন্য আমরা পরিকল্পনা করেছি এবং বেকারদের চাকরী দেওয়া হচ্ছে। বেকার সমস্যা এক রাতেই সমাধান করা যায় না। কোন কলকারখানাও আমরা এখনও ঠিকমত করতে পারি নি। শুধু সরকারী চাকরী দিয়ে এই বেকার সমস্যার সুরাহা করা যায় না। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা বলেছেন। এটা সত্যিই যে দ্রব্যমূল্য বেড়েছে। কিন্তু তার সংগে সংগে জনসাধারণের কতটুকু আয় বেড়েছে এই কথাটা তিনি বলেন নি। শুধু বলেছেন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের যে আয়, তাদের যে আয়, তাদের যে পারচেজিং পাওয়ার বেড়েছে এই কথাটা তিনি বলেন নি। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এই সরকার কিছুই করে নি। আমি শুধু বলে দিতে চাই যে ২০ বছর আগে এই ত্রিপুরাতে কয়েকটা হাসপাতাল ছিল, কয়টা রাস্তা ছিল, কয়টা স্কুল ছিল, কতগুলি রাস্তা পাকা ছিল উনারা সেটা দেখছেন কি। শিক্ষা খাতে আমরা দেখেছি ত্রিপুরাতে ১৩৯২টা জুনিয়ার বেসিক স্কুল, ২০৫টা সিনিয়ার বেসিক স্কুল এবং ৮২টা হাই অথবা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে। তাছাড়া ৫।৬টা কলেজও আছে। তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি করেছে ত্রিপুরা তাতে সন্দেহ নাই। তবে গ্রামের স্কুলগুলির অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। আমি এই বিষয়ে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কারণ আমি দেখেছি অনেকগুলি স্কুলে টেবিল বেঞ্চের পর্যন্ত অভাব এবং ঘরগুলি সুষ্ঠ নয় যাতে ছেলেরা সেখানে লেখাপড়া করতে পারে। আমার মনে হয় ত্রিপুরাতে এরকম অনেকগুলি স্কুল রয়েছে। একটা কমিটি করে এই কমিটি অনুসন্ধান করে প্রতিটি স্কুল কি করে উন্নতি করা যায় সেটা দেখার জন্য মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করছি। রাস্তা ঘাটের উন্নতি হয়েছে অনেক আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু গ্রামের দিকে তাকালে দেখা যায় বিশেষ কিছু হয় নাই। তবে আমার অনুরোধ রইল যেন আগামী পঞ্চ

বার্ষিকী পরিকল্পনায় আমরা ভিলেজ রোডগুলির দিকে যাতে সরকার নজর দেন। ত্রিপুরাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ১৯টা হাসপাতাল, ২৫টা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার এবং ১৫১টা এবং ১০৯টা ডিসপেন্সারী হয়েছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি করেছি। কিন্তু তাই বলে আমাদের আরও অভাব রয়েছে এবং অনেক জায়গা আছে যাতে কোন ডিসপেন্সারী বা প্রাইমারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র নাই। আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে আমার নির্বাচনী এলাকা যেখানে বহুলোক বাস করে এবং বিশেষ করে আদিবাসী অঞ্চল তুলামুড়া ইত্যাদি অঞ্চলে চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত নাই। আমি দেখতে পাচ্ছি বাজেটে কয়েকটা ডিসপেন্সারী এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র হবে বলে উল্লেখ রয়েছে। আমি স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যাতে অন্তত: একটা আমার এলাকায় আগামী বছর দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন। কৃষি ক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট উন্নতি করেছি। কিন্তু জলসেচ ব্যবস্থায় আমরা উন্নতি করিতে পারি নাই। ত্রিপুরাতে অনেক নালা বা ছড়া আমরা দেখতে পাই। এইগুলিতে পারমানেন্ট বাঁধ করে জলের ব্যবস্থা করা যায়। যেমন আমার এলাকা মির্জাছড়া ধুপতলীতে প্রচুর জলের ব্যবস্থা আছে। সেখানে শুধু পারমানেন্ট বাঁধ দিয়ে সুবিধা করা যায় এবং দুইটা ফসলের ব্যবস্থা করা যায়। বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলেছেন এই বাজেটে কিছু নাই। তারা চিরকালই এই বাজেট সম্পর্কে এক কথাই বলে আসছেন। কিন্তু আমি দেখছি এই বাজেটে ত্রিপুরার গরীব কৃষকদের উন্নতি হবে। এই বলে আমি অর্থমন্ত্রী যে বাজেট হাউসে পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমার বক্তব্য শুরু করতে গিয়ে প্রথমে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আজকে বিরোধী দলের সদস্য যারা আজকে এখানে গণতন্ত্রের নাম করে ধনতন্ত্রকে রক্ষার জন্য এসেছেন তারা শুধু এখানে সমালোচনা করবার জন্য এখানে এসেছেন। তার কতগুলি দৃষ্টান্ত আমি দিচ্ছি। মাননীয় সদস্য অনিল সরকার মহাশয় পরিকল্পনার কথা বলেছেন যে এটা একটা ন্যুইসেন্স ইস্যু। সেটাকে ন্যুইসেন্স ইস্যু কি করে বললেন আমি জানি না। আমার মনে হয় উনারা আজকে যে চীনের কথা কল্পনা করেন, যে চীনের মাও সেতুং মগজ ধোলাইয়ের ব্যবস্থা রেখেছেন সেই চীনের দিকে লক্ষ্য রেখেই শ্রীসরকার এই কথাটা বলেছেন। সেজন্য তাঁরা এটাকে সমর্থন জানাতে পারেন নি। মাননীয় সদস্য অনিল সরকার বলেছেন যে ভারতের কোটি কোটি ছেলে শতকরা ৬০ ভাগ অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছেন। উনি এক দিকে বলেছেন আমাদের দেশে খাদ্যের অভাব; আমাদের দেশে প্রচুর লোক আবার অন্যদিকে বলেছেন পরিবার পরিকল্পনাকে ন্যুইসেন্স ইস্যু। এটা শুধু তাঁর মত লোকের পক্ষেই বলা শোভা পায়। তাই আমি এই কথা বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

উনি বলেছেন ট্যুরিজমের খাতে কোন টাকার প্রয়োজন নাই। দেশে ভাল কাজ হোক এটা তারা চান না। আজকে ট্যুরিজম হচ্ছে দেশকে আকর্ষনীয় করবার জন্য, পত্রপত্রিকায় সেই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার প্রয়োজন আছে। এখানে যদি ভাল ভাল আকর্ষণীয় জিনিষ থাকে, দেশ বিদেশ থেকে তাহলে লোক আসবে তাতে আমরা গর্ব অনুভব করতে পারি। এবং দেশেরও আর্থিক দিক দিয়ে অনেক উপকার হতে পারে। তারা আজকে দলগত দিক দিয়ে বলছেন সেইজন্য দলের কথা ছাড়া অন্য কিছু তারা বলতে পারছেন না, সেইজন্য তারা বলতে পারছেন না যে সরকার ভাল কাজ করছে। তারা যদি সরকারের কাজকে ভাল বলেন তাহলে তাদের জনসাধারণ ছুড়ে ফেলে দেবে। তারা দিনের পর দিন তারা আজকে কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনারা আরও বলেছেন আজকে আমি লক্ষ্য করেছি মাননীয় সদস্য ভড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন কোন কোন সদস্য চীন করে স্বাধীনতা পেল, চীনের অর্থনীতি কি সেটা বলতে চেয়েছেন। আমার প্রশ্ন হল উনারা যদি চীনের প্রতি এত আগ্রহী হন তাহলে আজকে ভারতে কেন? চলে যান না চীন দেশে। আজকে আমরা যেখানে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, আজকে ভারতবর্ষের জনসাধারণ যেখানে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং কংগ্রেস সরকারকে রায় দিয়েছে সেখানে আপনাদের এত উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা অনেক মূল্য বৃদ্ধির কথা বলেছেন। মূল্য বৃদ্ধির কথা বলতে গিয়ে কালোবাজারীকে সাহায্য করে এই সরকার এই কথা বলেছেন। তাই আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই উনারা কি লক্ষ্য করেছেন যে আজকে শুধু ত্রিপুরাতে নয়, শুধু সারা ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীতে মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে। টাকার দাম কমে গেছে। এটাতো উনারা বলেন না, বলতে পারেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আরও লক্ষ্য করেছি মাননীয় সদস্য অনিল বাবু বলেছেন যে পুলিশ খাতে ৩,১৭,২৩,০০০ টাকা দেখেছেন এবং সেটা দেখে তিনি আতঁকে উঠেছেন। উনাদের ভয় যদি পুলিশ বেড়ে যায় তাহলে উনাদের গুণ্ডামী চলবে না, উনাদের লুটতরাজ চলবে না। উনারা ভয় পেয়ে যান পুলিশ খাতে বেশী টাকা দেখলে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশ খাতে যদি আমরা কিছু টাকা ইউটিলাইজ করতে পারি তাহলে ত্রিপুরার যদি একটা নিজস্ব ব্যাটেলিয়ান গড়ে তোলা যায় তাহলে বহু ছেলের চাকরী হবে। কই, সেকথাতো তাঁরা বলেন নি। শুধু পুলিশ দেখলেই তাঁরা আতকে উঠেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আরও লক্ষ্য করেছি মাননীয় সদস্য অনিল বাবু পুলিশ খাতে ৩ কোটি ১৭ লক্ষ ২৩ হাজার টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে দেখে, আতঁকে উঠেছেন। উনাদের ভয় হচ্ছে যদি পুলিশ বেড়ে যায়, তাহলে আর উনাদের গুণ্ডামী করা চলবে না, লুঠতরাজ করা চলবে না কাজেই উনারা ভয় পাচ্ছেন এই পুলিশ খাতে বেশী টাকার বরাদ্দ দেখে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আরও লক্ষ্য করেছি আজকে উনাদের বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে যে উনারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতি আছে তাদের জন্য দরদে তাদের বুক ফেটে যাচ্ছে। আমরা যদি লক্ষ্য করে থাকি, তাহলে দেখব, এই যে তপশীলি জাতি এবং তপশীলি উপজাতির উন্নতির জন্য আমাদের সরকার প্রচুর টাকা বাজেটে রেখেছেন। আমরা দেখছি পঞ্চম যোজনাকালে তাদের

উন্নয়নের জন্য মোট ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার অনুমোদন পেয়েছেও আর কেন্দ্রীয় খাতে তাদের উন্নয়নের জন্য আরও ১০ কোটি ১০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। এবং ১৯৭৪-৭৫ সালের জন্য এই উন্নত সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য আরও ৫০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। তাছাড়া ঐ খাতে কেন্দ্রীয় স্কীমগুলির বাবতে আরও ১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই অ উন্নত সম্প্রদায়ের ভাইরা যারা আমাদের তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে আছে, তাদের জন্যও আমাদের এই কংগ্রেস সরকারের চিন্তা আছে যাতে করে তাদেরকে আমাদের সমতালে উন্নত করে নিয়ে আসা যায়। এই চিন্তা যদি আমাদের সরকারের না থাকত তাহলে তারা ভবিষ্যতে আমাদের একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। এই প্রসংগে কবিগুরু রবীন্দ্র নাথের একটা কবিতার কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে—সেটা হচ্ছে, আমরা যাদেরকে পশ্চাতে ফেলে আসছি তারাই আবার আমাদেরকে পশ্চাদে টানবে। এটা লক্ষ্য রেখেই এই কংগ্রেস সরকার তাদের উন্নতির জন্য প্রচুর টাকা এই বাজেটের মধ্যে রেখেছেন এবং সরকার দৃঢ় সংকল্প যাতে তাদের উন্নতি সাধন হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আজকে বাজেট ভাষণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একটা কথা এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমাদের বন বিভাগে দেখতে পেয়েছি যে টাকা ধরা হয়েছে আমাদের ভবিষ্যত সম্ভাবনাকে গড়ে তোলার জন্য বিশেষ করে এর মধ্যে যে সমস্ত পরীক্ষা মূলক পরিকল্পনা নেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে, এটা অত্যন্ত ভাল কথা এবং এটা হলে পর আমাদের উপকার হবে। তার সংগে সংগে আমি আর একটা দুঃখের কথা বলছি, সেটা হচ্ছে আমাদের উপজাতি জনগণের বিশেষতঃ জুমিয়া ভাইদের সক্রিয় সহযোগিতায় আনারস কাগজিলেবু ও অন্যান্য ফল গাছের চাষ করবার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা, এটা সত্য যে প্রথম দিক দিয়ে কিছুটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমরা শুধু এটাকে বইতে লিখে আর বাজেটে বরাদ্দ করে দিয়েই আমাদের কাজ শেষ করলে চলবে না। আজকে আমাদের জুমিয়া ভাই যারা আছে তাদের খেতে যে ফসল হল, সেটা যাতে কাঁচামাল হিসাবে বিক্রি করে তারা দুইটি পয়সা পেতে পারে, সেই দিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। আমরা এটাও লক্ষ্য করছি যে মণিপুরে আমাদের ত্রিপুরার চাইতে অনেক নিম্ন মানের আনারসের চাষ করে, তারা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রসংশাপত্র পেয়েছে, কিন্তু আমাদের ত্রিপুরার জুমিয়া ভাইরা বা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকেরা তার চেয়ে অনেক উন্নত মানের আনারস অথবা কাগজিলেবু ইত্যাদির চাষ করেও সেই রকম কোন প্রশংসা পাচ্ছে না বা তাদেরকে কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলতে বাধ্য হচ্ছি যে কিছুদিন পূর্বেও আমরা দেখেছিলাম এই ত্রিপুরাতে লেমনুস কোয়াস নামে একটা মাল বাজারে বেশ চালু হয়েছিল এবং তার জন্য এখানে একটা ইণ্ডাষ্ট্রীর মত গড়ে উঠেছিল, কিন্তু আজকে সেটাও মৃত প্রায়। আমরা আরও লক্ষ্য করে থাকি, বিশেষ করে আমরা দেখেছি যখন আমরা গংগাছড়া এবং বুলংবাসাতে গিয়েছিলাম, সেই বুলংবাসা ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানে বহু লেবু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেগুলিকে মাত্র ২০ থেকে ৭০ পয়সায় বিক্রি করতে হচ্ছে। তাই আমি সরকারকে অনুরোধ করব এই লেবু থেকে যাতে উন্নত মানের স্কোয়াস তৈরী হতে পারে এবং এর থেকে আমাদের কৃষক ভায়েরা

যাতে ভাল পয়সা পেতে পারে, সেদিকে যেন দৃষ্টি দেওয়া হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা অনেকে বলেছেন যে এই সরকার হচ্ছে বুর্জোয়া সরকার, এই সরকারের যে অর্থনীতি, সেটাও বুর্জোয়া নীতি। এটা বলা হয়তো উনাদের পক্ষেই শোভা পায়। তারা আরও বলেন যে এই সরকারের যে শিক্ষা নীতি, সেটাও নাকি বুর্জোয়া শিক্ষা নীতি। তাই আমি এখানে একটা প্রশ্ন তাদেরকে করতে চাই, যে আপনাদের যে দলনেতা আছেন, উনার ছেলে আজকে কোন শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সে কোন দেশে পড়াশুনা করেছে? উনাদের যে দল নেতা জ্যোতিবাবু আছেন, তিনি তো সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, তবুও তিনি আজকে সাম্যবাদের বুলি আওড়াচ্ছেন এবং তিনি আজও সেই এয়ার কণ্ডিশন গাড়ী করে বেড়াচ্ছেন। কাজেই ওরা কারা? এরা কি সেই মুনাফাখোর নয়? ১৯৬১ সালে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম, যদিও তারা আজকে সেই বিড়লা এবং টাটার নামে অনেক অপবাদ ছড়াচ্ছেন। তারা তো তখন তাদের থেকে চাঁদা নিয়েছিলেন তাদেরই পার্টির স্বার্থে এবং এখনও নিচ্ছেন। তবুও এই সব কথা বলার অর্থ হল, সমালোচনা করা। তাই আমি তাদেরকে অনুরোধ করব যে তারা যা বলেন, সেটা যেন গঠনমূলক বলেন অথবা তারা যেন গঠনমূলক সাজেশান দেন; যাতে করে সরকার তার কাজের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি ধরে তার প্রতিকার করতে পারেন। আর সরকার যে বিগত ২৬ বছর ধরে যে সমস্ত ভাল কাজগুলি করেছেন, সেগুলির কথা তো তাদের মুখ দিয়ে আমরা একবারও শুনতে পাই নি। তারা কি এমন কথা বলতে পারবেন যে সরকার শুধু খারাপ কাজই করেছেন, একটি ভাল কাজও করেন নি। কিন্তু তারা সেটা বলবেন না, এই না বলার মধ্যেও তাদের সরকারের বিরোধীতার পরিচয় পাওয়া যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে আমাদের অর্থমন্ত্রী মহোদয় তাঁর বাজেট ভাষণে বলেছেন যে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে এ রাজ্যের জন্য একটি পাট কলের অনুমোদন কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন এবং সেই অনুসারে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় পাট কলের জন্য হাফানিয়াতে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন, এটা আমাদের কাছে খুবই আনন্দের কথা। এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে হাফানিয়াতে যে পাট কলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে, তার আশেপাশে বেশ কিছু ঘরবাড়ি উঠেছে, সেখানে আজকে যদি দেখি ৫টা ঘর উঠেছে, আগামী কাল দেখব আরও ১০টি ঘর উঠে গেছে। আমি এই ঘরগুলি আমাদের রিকুইজিশানের জায়গাতে উঠছে কিনা, যদি তা হয়, তাহলে সরকার যে জায়গা রিকুইজিশান করেছে, সেখানে কি করে ঘর উঠল, সে দিক দিয়ে আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি আরও বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে একটি খান্দেশ্বরী চিনির কলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে, এছাড়া কাগজেরকল, চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি তৈরী করার একটা শিল্প যাতে গড়ে তোলা যায়, সেজন্য এগুলি ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে। আমরা জানি যে কাগজের কল অথবা খান্দেশ্বরী চিনির মিল, এগুলি এক দিনেই হয়ে হয়ে যাবে না। তাই আমি সরকারকে অনুরোধ করব যে সাইন্‌টিফিক ওয়েতে যাতে আখের চাষ করা হয় এবং আখের চাষ যাতে বেশী পরিমানে প্রত্যেকটি কৃষক করতে পরে, সেজন্য এখন থেকেই

যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকার থেকে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং একটা চিনির কলের জন্য যে পরিমাণ কাচামালের দরকার, সেটা সময় মত যোগান দেওয়া সম্ভব হবে না। আমার এই কথা বলার কারণ হচ্ছে, আমরা দেখছি যে আমাদের যে সমস্ত বনজ সম্পদ আছে, যেমন ছন, বাঁশ ইত্যাদি, অনেক সময়ে কেটে নস্ট করে দিচ্ছি, অথচ এগুলির সংরক্ষণের তেমন কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই আমরা যে কাগজের কল করতে যাচ্ছি, সেটার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কোথায় থেকে আসবে, এটা আমাদের এখন থেকে চিন্তা করার দরকার আছে। কাজেই এই সমস্ত দিক দিয়ে চিন্তা করে এগুলি সংরক্ষনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা কথা আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে কারণ আমি লক্ষ্য করছি যে আমাদের বাজেটের মধ্যে সব চাইতে বেশী অর্থ ধরা হয়েছে, শিক্ষার খাতে। আমি অবশ্য অস্বীকার করছি না যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বিগত ২০/২৫ বছরের মধ্যে শিক্ষার কোন উন্নতি হয় নি। শিক্ষার উন্নতি যথেষ্ট হয়েছে কিন্তু বিশেষ করে উপজাতি এলাকায় অথবা দুর্গম এলাকায়, এমন স্কুল আছে, অথচ মাষ্টার মশাই নাই অর্থাত এমন কতগুলি আছে, যেগুলি ফাংশান করছে না। তাই আমি আপনার মাধ্যমে সরকারকে অনুরোধ করব, যদিও এই শিক্ষার জন্য আমাদের ৭ কোটি টাকার মত বাড়িত হচ্ছে তাহলে এই শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করা যাবে না যদি এ সব দুর্গম এলাকাতে আমরা শিক্ষার আলোকে পৌঁছিয়ে না দিতে পারি। কাজেই এই দিক দিয়ে সরকারকে আরও সচেষ্ট হতে হবে যাতে করে প্রতিটি স্কুলে মাষ্টার মশাইরা রীতিমত তাদের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা করান এবং সরকারী অর্থ যেন ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয়িত হয়। কাজেই এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন, তাকে আমার সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য যে বাজেট বরাদ্দ এখানে পেশ করছেন, এটা প্রতি বছরই এমনি করে এখানে পেশ করা হয়। কিন্তু আমরা যদি ত্রিপুরার দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে পর কি দেখব? আমরা দেখব যে ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য এই বাজেটের মধ্যে বিভিন্ন খাতে যে সমস্ত টাকা পয়সা বরাদ্দ ধরা হয়েছে, সেগুলির অপব্যয় ছাড়া অন্য কিছু হয় না অর্থাত বরাদ্দকৃত টাকাগুলি যে উদ্দেশ্য নিয়ে ধরা হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্যে ঠিক ঠিকভাবে খরচ করা হয় না। এই বাজেটের মধ্য দিয়েও এই সরকার তার ধনতান্ত্রিক কায়দা বজায় রাখার চেষ্টা করেন যাতে করে তাদের নিজেদের পকেট ভারী করা যায়। আমি বলব তারা এই যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন, তার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে হরিলুঠের বাতাসার মত লুটতরাজ করবার জন্য। কাজেই সেজন্য আজকে সুদূর প্রসারী বাজেট। কাজেই সেই দিক থেকে দেখছি নিজেদের পকেট ভারী করার জন্য যে সমস্ত বাজেট পেশ করে থাকেন সেগুলি ঠিক কাজে লাগছে বলে মনে করছি না। যদি মনে করতাম যদি ঠিক ঠিক কাজে লাগত তাহলে আমরা দেখতাম সাধারণ শিক্ষা কারিগরী শিক্ষা অনেকগুলি শিক্ষা ঐ সমস্ত শিক্ষার জন্য যেসব টাকাগুলি খরচ করেছেন ওস্তাদের খেলায় কারিগরীতার খেলায়। তারপর আমাদের এখানে ত্রিপুরায় যে শিল্প গড়ে উঠেছে আমাদের ত্রিপুরায় এই ২০ বছরে একেবারে কোন অভাব নাই। যে জন্য আজ আমরা

কোন পয়সা পর্যান্ত খরচ করতে হয় না সেই সমস্ত জিনিষপত্রের অভাব হয় না। শিল্প, এই যে আমরা সাট গায়ে দিচ্ছি, ধুতি গায়ে দিচ্ছি সমস্ত শিল্পের মাধ্যমে আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে সমস্ত শিল্প গড়ে উঠেছে। আমরা আনারসের সিরাপ খাচ্ছি বহু শিল্প গড়ে উঠেছে। পাটকল করেছি চিনির কল করেছি ইত্যাদি অনেক করেছি। কাজেই সেই দিক থেকে কত কিছু হচ্ছে ত্রিপুরাতে। তবে হ্যাঁ, লোকসংখ্যার অনুপাতে আমাদের ত্রিপুরাতে জঙ্গল পরিষ্কার হয়েছে। কারণ লোক যেখানে থাকে মানুষ যেখানে বসবাস করে সেখানে সাধারণতঃ জঙ্গল পরিষ্কার না হয়ে পারে না। কাজেই সেই দিক থেকে তাদের পকেট ভারী করার যে বাজেট সেটা হচ্ছে। তারপর চিকিৎসার কথা বলুন—চিকিৎসার জন্য কোথায় কি করেছেন? গ্রামে ক'টা চিকিৎসা কেন্দ্র খুলেছেন—খোলেন নাই। তারপর কত টাকা খরচ করবেন—এই ফার্নিসারের বাবত বা কিছু কর্মচারীদের বেতন বাবত টাকাগুলি ব্যয় করবেন। আর জনস্বার্থের জন্য? জনস্বার্থের বেলায় আজকে সারা ত্রিপুরায় মানুষ যেভাবে কষ্ট পাচ্ছে সেই বেলায় চারিদিকে রব উঠেছে। দ্রব্যমূল্য দারুনভাবে এমন বেড়েছে তার বেলায় মানুষ দলে দলে আসছে এই মন্ত্রী সভাকে উৎখাত করতে চায়। মানুষকে তারা যে রকমভাবে দুর্গতিপ্রাপ্তি করাচ্ছেন খাওয়াতে খাওয়াতে সেজন্য চারিদিক থেকে—মানুষ রাস্তায় দোকানে সবাই বলছে যে এই মন্ত্রী সভাকে উৎখাত করতেই হবে। আরও বলেছেন যে গৃহ নিৰ্ম্মাণ—কারাগৃহ নিৰ্ম্মাণ করছেন? গৃহ নিৰ্ম্মাণ করছেন কংগ্রেসী যদি হয় তাহলে কলিকাতায় বাড়ী তারপর আরও সাংঘাতিক মন্ত্রী যদি হয় তাহলে দিল্লীতে বাড়ী। গ্রামের সাধারণ মানুষের জন্য কখনও কিছু হয়েছে? তারপর কৃষির বেলায় ২৫ বছরে সবুজ বিপ্লবের বেলায়—সবুজ বিপ্লব যদি হত তাহলে বুঝতাম যে আজকে ফসল ফলিয়েছে। কিন্তু ফসল রক্ষার মত কোন পরিকল্পনা নিয়েছে? পরিকল্পনা শুধু ভোগ বিলাসের জন্য। কিন্তু কার্যত কি করেছে। কিছুই করেন নাই। কাজেই সেইদিক থেকে আমি বলব অন্তত এই বাজেট সম্পূর্ণভাবে তাদের পকেট ভারি করার বাজেট নিজেদের গৃহ নিৰ্ম্মাণের বাজেট, কালো-বাজারী শোষণনীতির বাজেট। তারপর পশুপালন, বন সমষ্টি উন্নয়ন, শিল্প, পূর্ত্ত ইত্যাদি করে থাকেন। কোথায় রাস্তাঘাট হল কোথায়? প্রত্যেক বছর বাজেট সেসানের সময় বলে থাকেন যদি উদাহরণ স্বরূপ বলি খোয়াই থেকে আশারামবাড়ী রাস্তা দেওয়া হয়েছে? মন্ত্রী এস্যুরেন্স দিয়েছিলেন এই হাউসের মধ্যে এই বক্তব্য কার্যকরী হয়েছে কি না পরীক্ষা করে দেখুন? আরও বলেছেন গ্রামের মধ্যে বিদ্যুৎ তারা সরবরাহ করবেন এই সরকার। ক'টা গ্রামে বিদ্যুত সরবরাহ করেছেন? আগরতলা সহরে দেখুন কোন কোন জায়গায় আজ পর্যান্ত বিদ্যুত যায় নাই। বড় বড় কথা আওড়ান হয় যে গ্রামে বিদ্যুত সরবরাহ করবেন। কাজেই সেজন্য আমি

বাস্তব চিত্রটাই আমি উপস্থিত করছি :—

অথ বাজেট কথা বা লুট হরিকীৰ্ত্তন

---

১) লুঠ লেগেছে ভাংগা হাটে
লুঠের হরি মাঝখানে
রাধা লুঠে কৃষ্ণ লুঠে

হাসেন হরি আনমনে
কালা চোরা দরজা ভাংগে
ডাকেন হরি প্রানপণে।

২) লুঠ লুঠ লুঠ
বাজেটে তার ভোট
লুঠ কপাল
পশুখাদ্য হাসপাতাল
পুলিশ ফাঁড়ি
কোর্ট কাছারি
রাজার বাড়ী
বিমান গাড়ী
খাদ্য গুদাম ও ডুব ঘর
বড় মুড়ার শিয়রে চড়।
উজির লুঠে নাজির লুঠে
লুঠে খানসামা
লুঠের বাহারে কংগ্রেসীদের
গায়ে খাদির জামা।

৩। লাগরে লুঠ লাগ
লুঠে একাংশ ভাগ
টাকা লেংগা ক্ষেত খামার
কংগ্রেস বন বাদাড়
জলের মোসন চোক্ষ ছেদার
নতুন বাজেট লুঠের সওদার।

৪) নুন কেরোসিন জিনিষ পত্রে
লুঠের বাজার কালো
লুঠের টাকার ভাংগা হাট
দিচ্ছে কেমন আলো।

৫) আমলা লুঠে গামলা
মন্ত্রী লুঠেন গাড়ী
জমি লুঠেন হাডি
অতিগুণি ব্যক্তি হলে
লুঠেন রাজার বাড়ী
আরও অধিক ভাগ্যবান
কলকাতার বাড়ী।

৬) লক্ষ কোটির বাজেট কেড়ে

প্রভুর আসে নস্য
দেশপ্রেমের কল্কী টেনে
কত বাজেট ভস্ম।

৭) এখন রাজার বাড়ী ঘুঘুর বাসা
ভিটায় ভিটায় চোর
তবু লক্ষ্য মারা— দক্ষ রাজার
গলায় চড়া সুর।

৮) লুঠে লুঠে ভরা ফাঁক
সমাজবাদের বাজে ঢাক
তারে কাটা ধিনাক তাক
দিদিমণি যুগ যুগ থাক্
আমার মণি ভাতে মরে
রক্ত ভাসে দেশ বেবাক।

৯) চোর ডাকাতে মাসতুতো ভাই
আকার গরু গরু
আসছে বিহার ও গুজরাট
মুষল পর্ব সুরু।
দিদিমণি চোরের দেবী
সাত ডাকাতের বোন
বিড়লা বাড়ীর বড় বউ
তার কপালে আগুন।

১০) দেবী দেবী মহাদেবী
বুক গুর গুর করে
মাথার উপর রাজায় মুকুট
ঠক্ ঠকাইয়া নড়ে।

১১) আয়রে কালা আয়রে ধলা
বোচকা মারার সাথী
চাঁদ ডুবলে অন্ধকার
কেয়ামতের রাতী
হায়রে কে দেখাবে বাতি!

আরও আছে স্যার, আরও বলছি এই যে শাসক গোষ্ঠীর প্রসংগে আরও বলছি :-

কংগ্রেসের ভিতরে কোন্দল প্রসঙ্গে

———————————

প্রভু ধবলীরে আনো গোয়ালে
গাই বাছুরে দুধ দেয় না,
বাছুর মরে বেঘোরে।
দিল্লীর এক মহিলা
শুনি দুঃখে কহিলা
গাভীগুলি দড়ি ছিঁড়ে
ঘোরে কেবল দুহিলা।
গুজরাটের এক গাভী
গুতিয়ে ছিঁড়ে নাভি
বিহার ভাংগে ঠ্যাংগ
উত্তর প্রদেশ ভর দুপুরে
ডাকে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ।
গাভীর জ্বালা বড় জ্বালা
ত্রিপুরার দুষ্ট ধলা কালা
গাভীর রাখোয়াল।
দুষ্ট বেটা যুক্তি করে
চোরের সাথে চুক্তি করি
বেচল গাভী হায় কপাল।
গাভীর ভোটে চোট লেগেছে
বুকের ভিতর ঘা
তবু গাভী পুষতে হবে
পুষতে হবে তা
কি চমৎকার বাঃ॥

এই হল অবস্থা আমাদের কংগ্রেস রাজত্বের কাহিনী এবং ত্রিপুরার কাহিনী। কাজেই সেই দিক থেকে আমি আশা করতে পারি না এই বাজেট আমাদের সমগ্র ত্রিপুরার (ইন্টারাপশান) কাজেই এই বাজেটকে লুটের বাজেট ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না (ইন্টারাপশান) কাজেই আমার সব সময় দেখি তারা কোন সময় বলে থাকেন আমরা কৃষির জন্য জলসেচের জন্য বাঁধ নির্মান করছি। কিন্তু ক'টা বাধ নির্মান করেছেন ? করেন নাই, তাদের সরকার শুধু টেম্পরারী বাধ করেছেন। কাজেই সেই দিক থেকে যারা অন্তত গনতন্ত্র জিনিষটা বুঝেন না যারা স্বাধীনতা সম্পর্কে.....

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 12-30 P. M, on Thursday the 28th March 1974,

Annexure—'A'

UNSTARRED QUESTION NO. 190

By Shri Samar Choudhury

প্রশ্ন

১) স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন দপ্তরে কোন কোন খাতে কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে ?

২) রজত জয়ন্তী বর্ষে কোন দপ্তরের কি কি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে ?

উত্তর

২৫—তম স্বাধীনতা জয়ন্তী উৎসব পালনার্থে কোন নির্দিষ্ট ব্যয় বরাদ্দ করা হয় নাই। এই বাবদ প্রয়োজনীয় খরচের অর্থ বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের নিয়মিত বাজেট হইতে ব্যয় হইয়াছে

রজত জয়ন্তীর কর্মসূচী উদযাপনের জন্য বিভিন্ন দপ্তরের ১৫।৮।৭২ইং হইতে ১৪।৮।৭৩ইং পর্যন্ত মোট ব্যয়ের হিসাব নীচে দেওয়া হইল :—

	টাকা	পয়সা
কারা অধিকার	৫০৫	৭৩
ডি, এস, এস এণ্ড এ বোর্ড	১৮,১০৮	০০
পশু পালন অধিকার	৫১০	৪৮
পরিসংখ্যান দপ্তর	৩	৭৫
মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ	৬,০৭৮	৪৭
শ্রম অধিকার	৩৫৫	০০
কর্ম বিনিয়োগ দপ্তর	৭২	০০
সমবায় দপ্তর	২০৪	০০
খাদ্য ও জনসংভরন দপ্তর	৬৭	০০
পঞ্চায়েত রাজ অধিকার	১,০০০	০০
সাহায্য ও পুনর্বসতি অধিকার	২০১	০৫
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিকার	৫,৮০০	৫০
স্বায়ত্ত শাসন দপ্তর	১২,৬৩৭	০১
উপজাতি গবেষণা অধিকার	৪৬	৮০
মহিলা কলেজ	১০০	০০
শিল্প অধিকার	২,৬৫০	০০
বন বিভাগ	৫,৮১৬	৪০
জনসংযোগ ও পর্যটন অধিকার	৯৯,৪১৬	৬৯
পূর্ত দপ্তর	৪৬,৯৮৯	৬৭
কৃষি অধিকার	৪,৩৮০	৮০

	টাকা পয়সা
জেলা শাসক, দক্ষিণ ত্রিপুরা	১০,০০০ ০০
জেলা শাসক, উত্তর ত্রিপুরা	৬,৮৯০ ০০
জেলা শাসক পশ্চিম ত্রিপুরা	২৬.৬৩৮ ৮৩
শিক্ষা অধিকার	২৫,২৯৬ ৬৭
	২,৭৪,২০৮ ৮৪

১ রজত জয়ন্তী বর্ষে বিভিন্ন দপ্তরে যে সমস্ত অনুষ্ঠান উপস্থাপিত হইয়াছে উহার তালিকা নীচে দেওয়া হইল :—

কারা অধিকার :—

আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন, আগরতলা ও মহকুমার কারাগার গুলিতে আলোক সজ্জা, কারাবাসীদের সমবেত প্রার্থনা ও রামধুন সঙ্গীত, কারাগার প্রাঙ্গন পরিষ্কার, গান্ধীজীর মূর্ত্তিতে মাল্যদান, কারাবাসীদের কারাদণ্ডের মেয়াদ হ্রাস ও মুক্তিদান, কারাবাসীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ, কারাগারের জলাশয়ে নৌকা দৌড়, ভলিবল প্রতিযোগিতা, ফুটবল খেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সিনেমা প্রদর্শন।

ডি. এস, এস এণ্ড এ, বোর্ড :—

প্রাক্তন সৈনিকদের সমাবেশ/সম্মেলন ও প্রীতিভোজ এবং ১৯৭১ পাক-ভারতযুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য জওয়ানদের প্রতি আনুষ্ঠানিক সম্মান প্রদর্শন ও যুদ্ধে নিহত/আহত জওয়ানদের পরিবারবর্গকে আর্থিক সাহায্য দান।

পরিসংখ্যান দপ্তর :—

অফিসগৃহে পতাকা উত্তোলন।

পশু পালন অধিকার :—

পানিসাগর পশু চিকিৎসালয়, পেচারথল স্টকমেন কেন্দ্র, কাকড়াবন পশুচিকিৎসালয় এবং বাদারঘাট গো-প্রজনন কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ :—

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর আলোচনা ও বিতর্ক সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, একাংক নাটিকা, আলোক সজ্জা, প্রাচীর পত্র প্রকাশ, কলেজ মুখপত্র "প্রাচী"র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ, খেলাধুলা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন।

শ্রম অধিকার :—

শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র ও বালোয়ারী স্কুলগুলিতে আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন, আদারিনী চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য উন্নত বাসগৃহ স্থাপন প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এবং যুব কর্মসূচী অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রে খেলাধুলার আয়োজন।

কর্ম বিনিয়োগ দপ্তর :—

আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন।

সমবায় দপ্তর :—

মূক নাট্য প্রদর্শন।

খাদ্য ও জনসংভরণ অধিকার :—

আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন।

পঞ্চায়েত অধিকার :—

আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন, পরিষ্কার—পরিচ্ছন্নতা অভিযান পালন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চারাগাছ রোপণ।

সাহায্য ও পুনর্বসতি অধিকার :—

অফিসগৃহে ও ক্যাম্প সমূহে আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিকার :—

ভি, এম. ও জি, বি, হাসপাতালে নতুন ওয়ার্ডের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, বিভাগীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে উপযুক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সভা ও ভাষণ এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন।

স্বায়ত্ব শাসন দপ্তর :—

পুরাতন ট্রেনিং গ্রাউণ্ডে হরিজনদের জন্য আদর্শ পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন, শিক্ষিত ও বেকারদের জন্য মহারাজগঞ্জ বাজারে দোকান ঘরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন।

উপজাতি গবেষণা অধিকার :—

আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন।

মহিলা কলেজ :—

সভা, বিতর্কসভা এবং প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ানুষ্ঠান।

শিল্প অধিকার :—

আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন, মূক নাট্য এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন।

বন রক্ষক :—

বন দপ্তরের বিভিন্ন অফিসে আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন, আমবাসা বন বিভাগের কর্মীদের শ্রমদান, বৃক্ষরোপন, খেলাধূলা ও পুরস্কার বিতরণ, মধুবন বিভাগের কর্মীদের শ্রমদান, আসাম রাইফেলস ময়দানে নতুন সচিবালয় ও অন্যান্য অফিস নির্মাণ প্রকল্পের স্থানে বৃক্ষরোপন, আমবাসা ও শান্তিরবাজার বন অফিসে সিনেমা প্রদর্শন, চন্দ্রাই পাড়াতে সেগুন চারা প্রতিপালন কেন্দ্রের উদ্বোধন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কর্তৃক রবার চারা প্রতিপালন কেন্দ্রের উদ্বোধন, সীপাহিজলায় হরিণ উদ্যান ও চড়িলামে রবার বৃক্ষ রোপন কেন্দ্রের উদ্বোধন, বাইজালবাড়ী বন গবেষণা কেন্দ্রে কল্যাণমূলক কর্মসূচী, সিপাহীজলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে খেলাধূলা এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন।

জনসংযোগ ও পর্য্যটন অধিকার :—

নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রামায়ণ গান, পালাকীর্ত্তন, কথকতা, যাত্রা, প্রদর্শনী, মূকনাট্য, স্থির ছবি, চলচ্চিত্র উৎসব, নতুন পুস্তক প্রকাশ এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন।

পূর্ত্ত দপ্তর :—আগরতলায় কয়েকটি সরকারী অফিসে আলোক সজ্জার ব্যবস্থা, পোষ্ট অফিস চৌমুহনীতে শহীদ স্তম্ভ, আসাম রাইফেলস্ ময়দানে সচিবালয় ও অন্যান্য অফিস নির্মাণ, মনু নদীর সেতু, মুহুরী নদীর সেতু, ধলাই নদীর সেতু, সানিছেড়ার গভীর নলকূপ, কুত্তি প্রকল্প, দেওছেরার গভীর নলকূপ, সোনামুড়ায় জল সরবরাহ, সেকেরকোটের সেতু, সাব্রুমে জলাশয় সংস্কার ও সোনামুড়া স্কুলের খেলার মাঠ ইত্যাদির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন। অমরপুর—বগাফা রাস্তা, ধলাই নদীর সেতু, ধর্মনগরে জল সরবরাহ, উজানজলী জল সেচ, শুকনাছেড়া ক্ষুদ্র জলসেচ, রুদ্রসাগর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, মেলাগড়ে ৫০-শয্যা বিশিষ্ট প্রসূতি সদন, অমরপুরে রানিগং জলসেচ, বটতলা জলসেচ, অমরপুরে নূতন বাজার জলসেচ ও মনু সেতু ইত্যাদির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

কৃষি অধিকার :—আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন, সবজী প্রদর্শনী, মূকনাট্য এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন।

জেলাশাসক, দক্ষিণ ত্রিপুরা :— আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান "ভারত ছাড় দিবস" পালন উপলক্ষে মিছিল ও জনসভা, হাসপাতালের রোগী ও কারাবাসীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ, সাঁতার প্রতিযোগীতা, নাটক, যোদ্ধাদের সম্বর্দ্ধনা, উপজাতি পুনর্বাসন কেন্দ্রের অনুষ্ঠান, আন্তঃ মহকুমা ফুটবল প্রতিযোগীতা ও গৃহহীনদের বসতবাটির জন্য জমি বন্টন।

জেলাশাসক পশ্চিম ত্রিপুরা :—মহাত্মা গান্ধীর সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, মুখ্যমন্ত্রী কর্ত্তৃক আসাম রাইফেলস্ ময়দানে রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অভিবাদন গ্রহণ, উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী কর্ত্তৃক উদয়পুর বাজারে বিশেষ পুষ্টি কর্মসূচীর উদ্বোধন, উপমন্ত্রী কর্ত্তৃক হাসপাতাল, আতুর আশ্রম ও সেন্ট্রাল জেলে ফল বিতরণ, উপমন্ত্রী কর্ত্তৃক সমবায় বিপণির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, মুখ্যমন্ত্রী কর্ত্তৃক রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন, রাজ্যপাল কর্ত্তৃক অরবিন্দ শত বার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন, শিশু উদ্যানে লোকনৃত্য, রাজভবনে বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের আপ্যায়ন, গৃহহীনদের বসতবাটির জন্য জমি বণ্টন। বিভিন্ন মহকুমা অফিসে আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্বর্দ্ধনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, "সূর্য্যসেন দিবস" ও "আজাদ হিন্দ দিবস" উদযাপন, "অরবিন্দ শত বার্ষিকী দিবস" পালন এবং খেলাধুলা বিভিন্ন উন্নয়ন ব্লকে আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা দিবস পালন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্বর্দ্ধনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিশু দিবস পালন, বৃক্ষ রোপন, প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা, অস্পৃশ্যতা বর্জন অভিযান, পূর্ণবয়স্কদের স্বাক্ষরতা দিবস পালন, শিশু ও রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ, গ্রামের সড়ক উন্নয়ন, লোকনৃত্য ও সঙ্গীত ইত্যাদি।

জেলাশাসক উত্তর ত্রিপুরা :— আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন, খেলাধূলা, চলচ্চিত্র উৎসব, "গরিবী হঠাও দিবস" "পতাকা দিবস", "শিশু দিবস", "তিলক দিবস" ও "জাতীয় সংহতি দিবস" উদযাপন, গৃহহীনদের বসতবাটির জন্য জমি বণ্টন। বিভিন্ন উন্নয়ন ব্লকে আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন, সরকারী কর্মচারী, জনসাধারণ ও ছাত্রগণ কর্তৃক শ্রমদান, বিতর্ক সভা" খেলাধূলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সিনেমা প্রদর্শন, ছাত্র সম্মেলন ও রজত জয়ন্তীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ, প্রাপ্তবয়স্কদের স্বাক্ষরতা কর্মসূচী পালন, "শিক্ষক দিবস" পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা দিবস" "গান্ধী জয়ন্তী", "আজাদ হিন্দ দিবস", "অস্পৃশ্যতা বর্জন দিবস", "গরিবী হঠাও দিবস", "শিশু দিবস", "পতাকা দিবস", পরিবার পরিকল্পনা দিবস", জাতীয় সংহতি দিবস", "সূর্য্য সেন দিবস", "নেতাজী জয়ন্তী" ও "শহীদ দিবস" উদযাপন, গ্রামীন ক্রীড়া প্রতিযোগীতা, প্রগতিশীল কৃষকগণকে বৃক্ষ সংরক্ষণ, শিক্ষা দান ও সিনেমা প্রদর্শন, "মাটি দিবস" ও "ভগত সিং দিবস" উদযাপন, জয়ন্তী গ্রামসমূহে পাতকুয়া খনন, কৃষি প্রদর্শনী, জল নিষ্কাসনের জন্য নালা খনন, "রবীন্দ্র জয়ন্তী" উদযাপন, প্রসূতি ও শিশুদের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য বণ্টন, উন্নত খামার কর্মসূচী পালন, ফলের চারা গাছ বিতরণ, ক্ষুদ্র সঞ্চয়, পরিবার পরিকল্পনা ও সবুজ বিপ্লব ইত্যাদি বিষয়ের উপর জনসভা, নাটক ইত্যাদি।

শিক্ষা অধিকার :—স্বাধীনতা দিবস, গান্ধী জয়ন্তী, নেতাজী জয়ন্তী, রবীন্দ্র জন্ম বার্ষিকী, রাষ্ট্রপুঞ্জ দিবস, শিক্ষক দিবস, শিশু দিবস, জালিয়ানালাবাগ দিবস, তিলক দিবস উদযাপন, দেওয়াল পত্রী প্রদর্শনী, নাটক ও লোকনৃত্য, গ্রামীন খেলাধূলা, সাঁতার প্রতিযোগীতা, মূকনাট্য প্রদর্শন ইত্যাদি।

UNSTARRED QUESTION NO. 638

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া মহকুমায় রবীন্দ্রনগর সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতিকে আজ পর্য্যন্ত মোট কত টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে এবং এই সমিতির শেয়ারের সংখ্যা বর্ত্তমানে কত?

২) সমিতির হিসাব পত্র শেষ কবে অডিট করা হইয়াছিল?

৩) সমিতি বর্ত্তমানে কত টাকা ঋণ সরকারের নিকট দেনা আছে?

উত্তর

১) সোনামুড়া মহকুমায় রবীন্দ্রনগর কলোনী সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিমিটেডকে মোট টাঃ ৫২,৪২২.০০ (বায়ান্ন হাজার চারিশত বাইশ টাকা) ঋণ দেওয়া হইয়াছে। উপবিধি অনুসারে এই সমিতির অনুমুদিত শেয়ারের সংখ্যা বর্ত্তমানে ২০০০ (দুই হাজার)।

২) ১৯৬৪-৬৫ ইং সমবায় বৎসরের অডিট ১৫ই মার্চ ১৯৬৬ ইং তারিখে শেষ করা হইয়াছে।

৩) সরকারের নিকট বর্ত্তমানে সমিতির ঋণ টাঃ ৫২,৪২২.০০ (বায়ান্ন হাজার চারিশত বাইশ টাকা)।

UNSTARRED QUESTION NO. 709
By Shri Bhadramani Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সদর উত্তর সামনা-কালাছড়া কোয়ার্টারে মেইন রোড হইতে সোনারাম বাজার ও পঞ্চবটী পর্যন্ত জীপ গাড়ী সার্ভিস চলাচলের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) যদি না থাকে তাহার কারণ ?

উত্তর

১ সরকারী মালিকানায় উল্লিখিত স্থানগুলির জন্য কোন জীপ গাড়ী চলাচলের পরিকল্পনা বর্তমানে নাই।

২) বেসরকারী মালিকানায় যথেষ্ট সংখ্যক জীপ, ট্যাক্সীকে যাত্রী পরিবহনের জন্য পারমিট দেওয়া আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 809
By Shri Radharaman Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) সদর মোহনপুর সিমনা রোডে ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের বাস সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) না থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) সদর মোহনপুর সিমনা রোডে ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনএর বাস সার্ভিস চালু করার বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই।

২) ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন এর বর্তমানে যে সংখ্যক বাস আছে তাহা দ্বারা সদর মোহনপুর সিমনা রোডে ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের বাস সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

UNSTARRED QUESTION NO. 895
By Shri Purnamohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) কৈলাশহরের ধুমাছড়া সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটির কোন আর্থিক বছর পর্যন্ত অডিট করা হইয়াছে ?

উত্তর

১) কো-অপারেটিভ সোসাইটির অডিট আর্থিক বৎসরের ভিত্তিতে করা হয় না, সমবায় বৎসরের ভিত্তিতে করা হয়। ধুমাছড়া সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর অডিট ১৯৭১-৭২ সমবায় বৎসর পর্যন্ত করা হইয়াছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

THURSDAY, the 28th, March 1974.

The Assembly met in the Legislative Assembly Building, Agartala on Thursday, the 28th March, 1974 at 12-30 P. M.

PRESENT

Mr. Speaker Shri Manindra Lal Bhowmik, in the Chair, Chief Minister, 4 Ministers, Deputy Speaker, 2 Deputy Ministers, and 45 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

Mr. Speaker :- - To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question— Shri Chandra Sekhar Dutta.

Shri Chandra Sekhar Dutta :— Starred Question No. 180

Sailesh Chandra Shome :—Starred Question No 180.

প্রশ্ন	উত্তর
১) গত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিলোনীয়া মহকুমাতে কতজন মাছের চাষের জন্য ঋণ নিয়াছে,	গত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থাৎ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে ১৯৬১-৬২ইং সন হইতে ১৯৬৫-৬৬ ইং সন পর্যান্ত বিলোনীয়া মহকুমায় মোট দুই ব্যক্তি মৎস্য চাষের জন্য ঋণ নিয়াছেন।
২) মাছের চাষের জন্য ঋণ পরিশোধ করার নীতি কি ?	১৯৬৫-৬৬ইং সন পর্যান্ত প্রচলিত নিয়মানুযায়ী মৎস্য চাষের জন্য দেওয়া ঋণের টাকার উপর অনুমোদিত হারে সুদ এবং আসল সমীকরণ করিয়া ঋণ গ্রহণের তারিখের তৃতীয় বর্ষ পূর্তি দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া দশটি বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ্য ছিল। ১৯৬৬-৬৭ইং সন হইতে প্রচলিত পরিবর্তিত নিয়মানুযায়ী ঋণ গ্রহণের তারিখ হইতে প্রথম তিন বছর ঋণের সাকুল্য টাকার উপর অনু-

নির্দিষ্ট সুদের হার অনুযায়ী সুদের টাকার প্রতি বর্ষ পূর্তি দিবসে পরিশোধ করিতে হয়। তৎপর চতুর্থ বর্ষ পূর্তি দিবস হইতে সুদাসল সমীকরণ করিয়া আটটি বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হয়। কোন কিস্তি খেলাপ না হইলে এবং ঋণের টাকার সদ্ব্যবহার হইলে শেষের দুইটি কিস্তি মকুব বলিয়া গণ্য করা হয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, যে দুইজন ঋণ নিয়েছে তাদের নাম কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—একজন হচ্ছে শ্রীমতী বিথী দেববর্মা, স্বামী পি, কে. দেববর্মা, সোনাপুর, বিলোনীয়া। আর একজন হচ্ছে শ্রীপ্রসন্ন কুমার বৈদ্য।

শ্রীআচাইমি মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই ঋণ কত তারিখে দেওয়া হয়েছে এবং কত টাকা দেওয়া হয়েছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—শ্রীমতী বিথী দেববর্মা [illegible] তারিখে নিয়েছে [illegible] টাকা এবং আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থাৎ [illegible] তারিখে নিয়েছে ৪৫০০ টাকা। আর প্রসন্ন কুমার বৈদ্য [illegible] তারিখে নিয়েছে ২,[illegible] টাকা।

শ্রীঅভয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, মৎস্য চাষের ব্যাপারে যে ঋণ দেওয়া হয়, তার ভিত্তিটা কি? কি কি [illegible] ঋণ দেওয়া হয়।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র সোম :—মৎস্য চাষের প্রয়োজনীয় জলা ভূমি আছে কি না যেখানে মৎস্য চাষ করা যায়, সেটা প্রধানতঃ দেখা হয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—ঋণ নেওয়ার পর সেই ঋণের টাকাটা পুকুর কাটা বা মাছের চাষের জন্য ব্যবহার করেছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, প্রথমে যে নামটা তিনি বলেছেন, তার জলাশয় কোন জায়গায়, কোন গ্রামে, কতটুকু পরিমাণ জলাশয়।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওদের বাড়ী সোনাপুরে, বিলোনীয়া এবং তাদের মৎস্য চাষের জলাশয়ের পরিমাণ হচ্ছে ১০ একর।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই দুইজন কৃষক কি না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এরা কৃষক কি কৃষক নয়, এই প্রশ্ন এখানে আসে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, বিলোনীয়ার ওয়াটার এরীয়া সার্ভে করা হয়েছে কি না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওয়াটার এরীয়া সার্ভের সঙ্গে সাবডিভিশানে ব্যক্তিগত ঋণ দেওয়া, সেই প্রসঙ্গ আসে না বলে আমি তার জবাব দিতে পারছিনা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি একথা বলেন যে ওয়াটার এরীয়া কত আছে, জানেন না, কি করে ওয়াটার এরীয়া ডেভলাপমেন্টের জন্য ঋণ দেওয়া হচ্ছে জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওয়াটার এরীয়া সার্ভে যেটা সেটা ফিশারী ডিপার্টমেন্ট থেকে করা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, ফিশারী করার জন্য ঋণ কারা পাবে সেটা কি ফিশারী ডিপার্টমেন্ট থেকে আসে না অন্য কোন ডিপার্টমেন্ট থেকে আসে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণকারী থেকে প্রথমে প্রস্তাব আসে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, একটা ফিশারী ডেভলাপড হবে, এর সঙ্গে ফিসারী দপ্তর কোন কেন জড়িত নয় ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফিসারী ডিপার্টমেন্ট থেকে ঋণ দেওয়া হয়, সুতরাং ফিশারী ডিপার্টমেন্ট এটার সঙ্গে জড়িত।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—তাহলে ফিশারী ডিপার্টমেন্ট এই দুইজনকে যে ঋণ দেওয়া হয়েছে, সেই সম্পর্কে অনুমোদন করেছেন কি না এবং তাদের জলা আছে এবং এখানে ফিশারী হতে পারে, সেইরকম রিকমাণ্ডেশান তাদের আছে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই সংগে রিকমাণ্ডেশান থাকে। কারণ হচ্ছে এগ্রিকালচার একস্‌টেনশান অফিসার আছেন এবং কে অফিসার আছেন, তাদের মাধ্যমে সেটা দেওয়া হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি সেটা উপস্থিত করবেন যে ফিশারী দপ্তর থেকে রিকমেণ্ডেশান দেওয়া হয়েছে যে পি. কে. দেববর্মার ট্রাইবকে ঋণ দেওয়া হবে, তার কপি উপস্থিত করবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই কপি আমার কাছে নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ডিমাণ্ড করছি, যে কপি মাননীয় মন্ত্রী রেফার করলেন সেই কপি হাউসের সামনে উপস্থিত করুন। অনারাবল মিনিষ্টারের কাছে আমি ডিমাণ্ড করছি।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পার্টিকুলার এই কেসে রিকম্যানডেশান আছে, এমন কথা নয়, তবে এটা হচ্ছে প্রসিডিউর, সেকথা আমি বলেছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, যে দুইজনকে বিলোনীয়ায় ঋণ দেওয়া হয়েছে, তাছাড়া আর কোন দরখাস্ত ছিল কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নে ছিল কে কে ঋণ পেয়েছে, আর দরখাস্ত ছিল কিনা সেই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ব্যক্তিকে প্রথমে একবার ঋণ দেওয়া হয়েছে তাকেই আর একবার ঋণ দেওয়া হয়েছে। এই যে একবার ঋণ দেওয়ার পর, সেটা শোধ না হওয়ার আগে আর একবার ঋণ দেওয়ার ভিত্তিটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দুই কিস্তিতে ঋণ দেওয়ার কথা ছিল। সুতরাং প্রথম কিস্তির ঋণ দেওয়ার পর তাকে দ্বিতীয় কিস্তির ঋণ দেওয়া হয়েছে। কাজেই নিয়ম যেটা আছে সেটাই করা হয়েছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৮।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৮, স্যার।

প্রশ্ন

১) খোয়াই হইতে বেহালাবাড়ী হইয়া যে রাস্তাটি আসারামবাড়ী গিয়াছে, উক্ত রাস্তাটি চলতি আর্থিক বছরে সলিং এবং মেটালিং করা হবে কি? এবং

২) যদি করা হয়, তাহলে কবে হইতে উহার কাজ আরম্ভ হইবে?

উত্তর

১) বর্তমান আর্থিক বছরে এই কাজ করার পরিকল্পনা নাই।

২ কাজটি পঞ্চম পরিকল্পনা কালে করা হবে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮৭।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮৭, স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ এবং ১৯৭৩-এর অক্টোবর পর্যন্ত কোন ব্লকে মোট কতটি জলসেচের আর্টিশান টিউবওয়েল খনন করা হয়েছে?

২) এই কাজের জন্য কোন ব্লকে কত টাকা খরচ হয়েছে?

৩) আর্টিশান টিউবওয়েল খননের জন্য সরকার একজন কৃষককে কি হারে সাবসিডি দিয়ে থাকেন?

উত্তর

১ও২। ১৯৭২ সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৭৩ সনের অক্টোবর পর্যন্ত যতটা ব্লকে আর্টিশান টিউবওয়েল খনন করা হয়েছে, তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হল :—

ব্লকের নাম	লেঃ তার পাম্প-এর আর্টিশান টিউবওয়েল	বাঁশের আর্টিশান টিউবওয়েল	খরচের পরিমাণ
চামনু	২টি		১,৫৩০·০০
খোয়াই	১৬৭টি		১,৭৫,৩৩৭·০
তেলিয়ামুড়া	৩১৫টি		১,৭৪.৪৯৩·৬০
জিরানিয়া	১০০৩টি		৪,৪০,০৯৬·৫০
মোহনপুর	১১১টি	৫৬১টি	১,২৮,৭৪০·০০

বিশালগড়	১২৪টি	১২৫টি	৫,১৪,৯৪৭.৮০
মেলাঘর	২৯২টি		২,৭৬,০০০.০০
বগাফা	১৬টি		৩৯,৫০০.০০
রাজনগর	৫টি		২,৯০২.৫০
সাবরুম	৯০টি		১২,৯১০.০০

৩) ১৯৭২-৭৩ ইং সনে আর্টিশানওয়েল সম্পূর্ণভাবে সরকারী খরচে করা হয় এবং ১৯৭৩-৭৪ সালে কৃষকদের শতকরা সাড়ে সাতাশি টাকা ভুর্তুকী দেওয়া হয়।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে উদয়পুর ব্লকের জন্য এই বাবতে মোট কত টাকা খরচ করা হয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম : -১৯৭২-৭৩ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এই ব্লক-এর জন্য কোন খরচ নাই।

শ্রীতাপস দে : —মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে উদয়পুর ব্লকের জন্য এই বাবতে খরচ না হওয়ার কারণটা কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঐ ব্লকে এই সময়ের মধ্যে বাঁধ ইত্যাদি পরিকল্পনা দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল. সেজন্য এখানে টিউবওয়েলের ব্যবস্থা তখনকার মত করা যায় নি।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মশাই-এর যে কি জবাব দিলেন, আমি সেটা বুঝতে পারি নি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— এই টাইমের মধ্যে এই ব্লকগুলিতে টিউবওয়েলের কাজ করা হয় নি ?

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কেন করা হল না, তা জানতে পারি কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্লকগুলিতে এই সময়ের আগে ও পরবর্ত্তী সময়ে করা হয়েছিল।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ব্লকের জন্য কোন টাকা ধরা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্লকে জলসেচ করার জন্য টাকা ধরা হয়েছিল।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই উদয়পুর ব্লকের আণ্ডারে ব্লকের কাজ করার জন্য বি, ডি, সি, মিটিং-এ অথবা গাঁও প্রধানদের মাধ্যমে কোনও আবেদন সরকারের কাছে ছিল কিনা এই আর্টিশান টিউবওয়েল করার জন্য ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা ছিল।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে এই আর্টিশান টিউবওয়েল সব জায়গাতে সাক্সেসফুল হয় কি হয় না তা পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপারে এবং সেই পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য কোনও বরাদ্দ এই খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টিউবওয়েল করার জন্য যে খরচ হয়েছে, এখানে সেটাই বলা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে সরকারের এগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য কোন আর্থিক বরাদ্দ আছে কিনা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারী খরচেই পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা যে খোয়াইতে যে সমস্ত অ্যাডিশনাল টিউবওয়েল করা হয়েছে সেই টিউবওয়েল সিঙ্কিং এর খরচ যারা অ্যাডিশনাল টিউবওয়েল নিয়েছেন, তাদেরই বহন করতে হয়েছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাধারণতঃ সাব-সয়েল ওয়াটার আছে কিনা, সেগুলি পরীক্ষা করে দেখার জন্য সরকার কিছু পরিমাণে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তবে যদিও কোথাও চাষী তার নিজের উদ্যোগে করে থাকেন, তাহলে তার নিজেরই খরচ করতে হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই অবগত আছেন কি যে ব্লক থেকে লিখিত সার্কুলার দেওয়া হয়েছে যে তোমরা যদি অ্যাডিশনাল টিউবওয়েল বসাও এবং যদি সাকসেসফুল হও তাহলে আমরা সরকার থেকে দেব [illegible] নতুবা তোমাদেরকে সেই খরচ বহন করতে হবে। এভাবে হাজার হাজার টাকা সেখানকার কৃষকদের [illegible] হয়েছে ঐ ব্লকের লিখিত সার্কুলার অনুসারে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এটা খবর নিয়ে দেখব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ১৯৭২-৭৩এ খোয়াইতে যারা অ্যাডিশনাল টিউবওয়েল বসিয়েছেন, সিংকিং-এর খরচ তাদেরই বহন করতে হয়েছে কিনা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদেরই বহন করেছেন কিনা এই সম্পর্কে আমার কিছু জানা নাই। তবে ১৯৭২-৭৩এ সাধারণভাবে সেন্ট পারসেন্ট খরচ সরকারের দেওয়ার কথা, আর পরবর্তী সময় ৮০% পারসেন্ট সাবসিডি দেওয়ার কথা আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই তদন্ত করে দেখবেন কি যে অভিযোগটা আমি আনলাম ১৯৭২-৭৩এ সিংকিং-এর খরচ কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে, এটা সত্য কিনা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমি খবর নিয়ে দেখব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, এখানে যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তা হচ্ছে খরার সময় এবং ঐ খরার সময়ে কোন কোন ব্লকে অনেক বেশী টিউবওয়েল বসানো হয়েছে আর কোন কোন ব্লকে অনেক কম বসানো হয়েছে, এর কারণটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যেখানে প্রথম জলের সম্ভাবনা ছিল, সেখানে তাড়াহুড়া করে ঐ খরা পরিস্থিতিতে যেভাবে করার দরকার ছিল সেই ভাবেই করা হয়েছে এবং পরবর্তী বছরগুলিতে যেখানে আগে দেওয়া সম্ভব হয় নি, সেখানে এখন দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে উদয়পুর এবং অমরপুর ব্লকের দাবী ছিল এবং দাবী থাকা সত্ত্বেও কেন করা হল না, এটা দয়া করে জানাবেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে ১৯৭২ সনের জানুয়ারী থেকে অক্টোবর পর্যান্ত হিসাবটা দিয়েছি। তাছাড়া এখনও তো সেই কাজ চলছে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই, ১৯৭০-৭৩ সনের অক্টোবরের মধ্যে উদয়পুর এবং অমরপুর ব্লকের বি, ডি, সি, অথবা গাঁও প্রধানদের মাধ্যমে যে দাবী সরকারের কাছে ছিল এবং সেই দাবী থাকা সত্ত্বেও কেন হয় নি জানাবেন কি? সেটা এখন হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেটা কিন্তু আমার প্রশ্ন নয়।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই সময়ে মেটেরিয়েলসের অভাব ছিল। তাই তাড়াহুড়া করে যখন যেখানে করা সম্ভব হয়েছিল, সেখানেই এগুলি করা হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে মেটেরিয়েলসের অভাবে অন্যান্য ব্লকের কাজ বন্ধ রইল না, অথচ উদয়পুরে ব্লকের কাজ বন্ধ রইল কেন?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেখানে যেখানে দাবি উঠছিল সেখানেই তাড়াতাড়ি করে এগুলি দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীতাপস দে : মাননীয় মন্ত্রী মশাই তদন্ত করে এই রিপোর্ট জানাবেন কি কেন হয় নাই বা কি কারণে হয় নাই?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সব জায়গার মধ্যে সাব সয়েল ওয়াটার থাকে না, সুতরাং তাড়াতাড়ির মধ্যে পরীক্ষা করে যে সব জায়গায় পাওয়া গিয়াছে সেই সব জায়গায়ই দেওয়া হয়েছে। (ইন্টারাপশান)

Mr. Speaker :—No, No, you should give chance to some other Members (interruption)

Shri Kalipada Banerjee :—Investigatoin—কারা করেন?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :—ব্লকের ষ্টাফ করছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই সাব সয়েলের ইনভেষ্টিগেশান হয়েছে কি না এবং সব জায়গায় হয়েছে কি না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেগুলি ব্লক থেকে পরীক্ষা করে যেখানে যেখানে পাওয়া যায় সেখানেই দেওয়া হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই সাব সয়েলের সার্ভে ব্লক থেকে কি করে করবে? এর ক'দিন আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের জানিয়েছেন (ইন্টারাপশান) সাব সয়েল ওয়াটার সব জায়গায় থাকে না, সত্যি কথা সেটা আমরা মানি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন আণ্ডার গ্রাউণ্ড ওয়াটার বের করার জন্য গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া থেকে একটা বোর্ড তারা করেছেন আর উনি বলছেন ব্লক থেকে করছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটির কথা বলেছেন সেটি হচ্ছে সার্ভে সম্পর্কে। কিন্তু ব্লক থেকে যে সমস্ত ওভার ফ্লু টিউব ওয়েল দেওয়া হয় সেগুলি বোরিং করে করে যেখানে যেখানে পাওয়া যায় সেখানেই দেওয়া হয়। সেটার জন্য অন্য কোন পরীক্ষা তার মধ্যে হয় না।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি উদয়পুর এবং অমরপুর ব্লকে টেষ্ট বোরিং হয়েছে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার যতটুকু জানা আছে—উদয়-পুররে ১১টি পরীক্ষা করা হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :- তার রেজাল্ট কি ? পরীক্ষা করে কি পেয়েছেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোথাও কোথাও জলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

শ্রী তাপস দে : স্যার, মাই পয়েন্ট ইজ ক্লীয়ার। মাননীয় মন্ত্রী মশাই ক্লীয়ার জবাব দিন। দিস ইজ মাই লাষ্ট। মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যেখানে যেখানে ১১টি পরীক্ষা হয়েছে—তার মধ্যে সাকসেসফুল টিউব ওয়েলগুলি বসান হয়েছে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটি বার বার বলেছি। আমি বুঝতে পারি না (ইন্টারাপশান)

শ্রীতাপস দে :—স্যার, আমি আপনার কাছে ক্লীয়ার করছি। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ১১টি টেষ্ট বোরিং হয়েছে। সাকসেসফুল যেগুলি হয়েছে সেগুলি কেন বসান হয় নাই ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—বসান কেন হয় নাই তার সংগে বহু প্রশ্ন জড়িত। তার মধ্যে পাইপের প্রশ্ন রয়েছে, ম্যাটেরিয়েলসের প্রশ্ন রয়েছে (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—আপনারা দুইজন এক সংগে কথা বললে কি করে হবে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—আমি বলছি—যে যে জায়গায় যতগুলি বসান সম্ভব হয়েছে সেগুলি অক্টোবর ৩১ পর্যান্ত। তার পরবর্তী সময়েও বসান হচ্ছে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী একই কথা বার বার বলছেন। স্যার, আপনি সাহায্য করুন আমার প্রশ্নের জবাব পেতে। আমি স্যার, প্রশ্নটা ঘুরিয়ে করছি ক্লীয়ার হওয়ার জন্য। মাননীয় মন্ত্রী বার বার বলছেন ৩১শে অক্টোবর পর্যান্ত। পরে হয়েছে কি আগে হয়েছে সেটি আমার কোয়েশ্চান নয়। মাই কোয়েশ্চান ১৯৭২ ইং থেকে ১৯৭৩ ইং ৩১ শে অক্টোবর পর্যান্ত যেখানে অন্যান্য ব্লকে ৪ লাখ টাকা ৫ লাখ টাকা খরচ হয়েছে সেখানে উদয়পুরে কেন হয় নাই। এই হচ্ছে আমার প্রশ্ন। লাখ টাকা কি কোটি টাকার হিসাব সেটি আমার দরকার নেই। টিউব ওয়েল দিয়ে কি করব স্যার ? খরার সময়জল পেলাম না এখন কি করব ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দেবেন এটার ?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই সময় সেটা করা সম্ভব ছিল না সেজন্য সেটা করা হয় নাই।

শ্রীতাপস দে :—ভেগ অ্যানসার স্যার, সম্ভব ছিল না, কেন সম্ভব ছিল না। স্যার আমার প্রশ্ন যেটা ছিল সেটা ম্যাটার অব জাষ্টিস। আগে ক'টা ব্লকে ৫ লাখ ৭ লাখ টাকা খরচ হয়েছে সেখানে উদয়পুর এবং অমরপুর সম্ভব ছিল না। এটা জেনেশুনেই ইনজাষ্টিস করা হয়েছে অথবা ভেগ অ্যানসার দেওয়া হচ্ছে (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী আপনি অনুগ্রহ করে বলুন যে তদন্ত করে দেখবেন।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেখানে দেওয়া হয় নাই—ইট ইজ এ ফ্যাক্ট। কিন্তু কেন দেওয়া হয় নাই আমি বার বার বলেছি তাড়াহুড়া করে এগুলি দেওয়া হয়েছে—সব জায়গায় দেওয়া সম্ভব ছিল না। সব জায়গায় ম্যাটেরিয়ালস পৌঁছান সম্ভব ছিল না, ঠিক সময় লেবার পাওয়া যায় নি। এগুলি টেকনিক্যাল ওয়ার্কস সেজন্য (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—পরে করবেন আপনি। বলুন···

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি—এখানে দেখা যাচ্ছে বিশালগড় ব্লকে ১০০ ওভার ফ্লোর জন্য ৫ লাখ টাকা খরচ হয়েছে এবং জিরানীয়াতে ১,০০০ এর জন্য ৪ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এই খরচের ডিফারেন্সের কারণ কি কম্প্যারেটেভলি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জল সব সময় একই লেয়ারের মধ্যে পাওয়া যায় না সেজন্য পাইপ কোথাও কম লাগে, কোথাও বেশী লাগে এবং খরচের তারতম্য হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলতে পারবেন কি—এটা কি পরীক্ষা করে দেখেছেন বিশালগড়ে কত গজ নল দরকার হয় এবং জিরানীয়াতে কত গজ নল দরকার হয় এবং এই ডিফারেন্সটা জাষ্টিফায়েড কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সব জায়গায় সমান ডিপে জল পাওয়া যায় না···

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে গভর্ণমেন্ট এটা পরীক্ষা করে দেখেছেন কি না জিরানীয়াতে যত নীচে জল পাওয়া যায় তার থেকে কম নীচে বিশালগড়ে জল পাওয়া যায়। এই তথ্য গভর্ণমেন্টের কাছে আছে কি না জিরানীয়াতে আণ্ডার গ্রাউণ্ড ওয়াটার সেটা অনেক নীচে এবং বিশালগড়ে অনেক উপরে-এই তথ্য গভর্ণমেন্টের কাছে আছে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা ব্লকের এভারেজ বলা যেতে পারে প্রত্যেকটা জায়গায় সমান নীচে জল থাকে, তা নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—জিরানীয়ার এভারেজ এবং বিশালগড়ের এভারেজ মাননীয় মন্ত্রী মশাইয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে এখন নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—এই হাউসের সামনে মন্ত্রী মশাই এটা উপস্থিত করবেন কিনা কোথায় কি এভারেজ ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেপারেট কোয়েশ্চান করলে এর উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার :—সেপারেট কোয়েশ্চান করলে উত্তর দেবেন।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই ওভার ফ্লোর ব্যাপারটা বিশালগড়ে অনেক বেশী দুর্নীতি হয়েছে, চুরি হয়েছে···

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার ইট ইজ নট রিলিভেন্ট (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আমাদের গভর্ণমেন্টের টাকা নিয়ে চুরি হয়েছে। ৫ লাখ টাকার মধ্যে ৩ লাখ টাকা চুরি হয়েছে (ইনটারাপশান)

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি অমরপুরে ক'টি টেষ্ট রোরিং হয়েছে এবং সেজন্য কত টাকা ধরা ছিল ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার কাছে এখন নাই।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, জম্পুই জলাতে পরীক্ষা করার জন্য আর্টিজেন টিউব ওয়েল খনন করার পর—অর্ধেক কাজ করার পর টিউব ওয়েলগুলি কোথায় চুরি হয়ে গেছে। সেই সম্পর্কে তদন্ত করা হবে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় স্পীকার স্যার, নির্দিষ্ট জায়গার কথা যদি বলেন তাহলে, জম্পুইজলাতে অনেকগুলি ওভার কলো হয়েছে কোন জায়গায় স্রোটা যদি বলেন আমি তদন্ত করে দেখবো।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :— জম্পুইজলাতে হরিন্দ্র সরকার পাড়াতে একটা টিউবওয়েল খনন করা হয়েছিল এবং সেই সম্পর্কে জানানো হয়েছিল কিন্তু আজ পর্য্যন্ত করা হয়নি সেইটা মাননীয় মন্ত্রীমশায় তদন্ত করবেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— আগেইতো আমি বলেছি উনার প্রশ্নের জবাবে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় তাঁর জবাবে বলেছেন অমরপুর কতটা টেষ্ট রিলিফের কাজ হয়েছে এবং এই খাতে কত টাকা ছিল উনি এখন দিতে পারছেন না। কিন্তু আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই উনি এই হাউসে এইটার জবাব দিবেন কি না যে কত টাকা বরাদ্দ এবং কত টাকার টেষ্ট রিলিফের কাজ হয়েছে। আর যদি না হয়ে থাকে তার কারণ কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের কথা মাননীয় সদস্য তাপস বাবুর প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছি আর প্রথম অংশটা যদি প্রশ্নটা আলাদা ভাবে করা হয় তাহলে এইখানে জবাব দেওয়া হবে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার রোলিং চাই এইটা এই প্রশ্নের সংগে জড়িত আছে কি না ? এইটা আলাদা ভাবে প্রশ্ন করার প্রয়োজনীয়তা কি ?

মিঃ স্পীকার :— ঠিক এই প্রশ্নের উপরে রোলিং হয় না, ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীতাপস দে :— স্যার আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি স্যার, যেহেতু এইটা স্যার একটা ইম্‌পোর্টেন্ট ব্যাপার এইটা স্যার, আমার শেষ সাপ্লিমেন্টারী—

মিঃ স্পীকার :— আপনি তো বার বার বলছেন যে এইটা আমার শেষ সাপ্লিমেন্টারী

শ্রীতাপস দে :— এইটা একটা মোষ্ট ইম্‌পোর্টেন্ট ইস্যু স্যার, যদি সময় দেন স্যার আমরা আধঘন্টা ডিসকাশনের টাইম ডিমাণ্ড করি স্যার, এইটার উপরে। এই কোয়েশ্চান টার পরে আর সাপ্লিমেন্টারী করবো না স্যার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এই প্রশ্নের উপরে প্রায় আধ ঘন্টা আলোচনা হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :— স্যার, আরও আধ ঘন্টায় পারবো কি না জানি না স্যার, তবে স্যার আধ ঘন্টা ডিমাণ্ড করি স্যার।

মিঃ স্পীকার :— ওটা আমি পরে বিবেচনা করে দেখবো।

শ্রীবুলু কুকী :— মাননীয় মন্ত্রী মশায় বলেছেন যে অমরপুর বিভাগের অম্পি, তৈদো জায়গাতে কতগুলি বরিং হয়েছে এবং কতকগুলি অভার ফলো দেওয়া হয়েছে এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মশায় কিছু জানেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে অমরপুর তৈদু এবং অম্পিনগরে যে কতটি যে প্রশ্ন উনি করেছেন সেই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীবুলু কুকী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় খোঁজ করে দেখবেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যেহেতু বলেছেন আমি দেখবো।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা সাপ্লিমেন্টারী করছি মাননীয় উপমন্ত্রী কি জবাব দেবেন যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য সরকারী ব্যয় যেটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে আর্টিজেন টিউবওয়েলের জন্য উনি বলেছেন উত্তরে। পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য সরকারী ব্যয়ে এইটা করা হয়েছে কিন্তু যদি জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সরকারী ব্যয়ে না করে নিয়ে থাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সেইটা বে-আইনি কি না এবং বে-আইনি যারা করেছে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা নৃপেন্দ্র বাবুর প্রশ্নের জবাবে আমি বলেছি যে এইটা আমি দেখবো যদি এইরকম কিছু হয়েছে কি না ? আইনি কি বে-আইনি এর প্রশ্ন তো এখানে আসে না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি উত্তরে বলেছেন যে আর্টিজেন টিউবওয়েল বোরিং করার ব্যাপারের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে সেইটা সরকারী ব্যয়ে করা হয়েছে। এখন সরকারী ব্যয়ে করা হয়েছে মানে সরকারী খরচে। সরকারী খরচ ছাড়া জনসাধারণের খরচে যেইগুলি করা হয়েছে সেইটার মধ্যে কোন ফাঁক আছে কি না বা সেইটা আইনগত হয় নি, যারা করেছে সেইটার জন্য তাদেরকে শাস্তি দেবেন কি না এবং সেইটা গ্রামের মধ্যে তদন্ত করবেন কিনা, জিরানীয়া ব্লকে আমি অন্তত: একশোটি তিনশোটি নাম বলতে পারবো আর্টিজেন টিউব ওয়েলের জন্য টাকা নেওয়া হয়েছে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ব্লকে ব্লকে তাদের খরচে সেইগুলি করে কিন্তু কোন কৃষক যদি তার নিজের খরচে সেইটা করে তাহলে সেইটা ফেরত দেওয়ার প্রশ্ন আসে না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— ব্লক থেকে যা সেংশান করা হয়েছে আর্টিজেন টিউবওয়েল থেকে গাঁও প্রধান অথবা বি, ডি, সি, থেকে সেই টিউবওয়েলগুলি আর্টিজেন টিউবওয়েলগুলি বসানোর সময়েতে কৃষকদের থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে কোন ক্ষেত্রে রসিদ দিয়ে আবার কোন ক্ষেত্রে রসিদ ছাড়া এই রকম তিনশো থেকে ৪ শোটি নাম বলতে পারবো এবং তাদের কাছ থেকে যেটা নেওয়া হয়েছে সেইটা বে-আইনি। কাজেই এই বে-আইনি যারা করেছে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারবেন কি না এবং কত দিনের মধ্যে করবেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আইনি বে-আইনির প্রশ্ন নিয়ে নয় আমি সেইটা বলি নি যে সেইটা বে-আইনি হয়েছে। আমি বলছি এই কথা যে যদি নিয়ে থাকে সেইটা আমি দেখবো কেন নেওয়া হয়েছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এই বিষয়ে আমি মতামত চাই। কারণ তিনি এই ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ। কাজেই আমি জানতে চাই যে উনার কাছ থেকে প্রোটেকশন পাবো কি না। কারণ যারা করেছেন, টাকা নিয়েছে যারা, তারা কারা এবং তাদের শাস্তি বিধান করবেন কি না? নাম চাইলে আমি নিজে নাম দেবো।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর দুটো দিকে একটার গুরুত্ব রয়েছে। এইটার আইনকানুন যা আছে ১৯৭২ সনে একরকম ছিল সেখানে সরকারী খরচে সবটাই হতো। ১৯৭৩-৭৪ সনে সরকারী খরচে কিছুটা ৮৭ ভাগ সরকারী আর বাকীটা যাদের এখানে হয় সেই যে কৃষকদের জমি উপকৃত হয় তাকে দিতে হয়। এর মধ্যে এই পরীক্ষার ব্যাপারেও এই হারাহারিভাবে এই খরচটা নেওয়া হয় সরকারী খরচ এবং এই খরচ একটা হারাহারি ভাবে নেওয়া হয়।

শ্রীসমীর বর্মণ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই আর্টিজেন টিউবওয়েল নিয়ে স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা করাপশনের কথা বলেছেন। 'বনকাগড়' ব্লকে এবং অন্যান্য ব্লকে স্যার, কাজেই আমি এইখানে বলছি স্যার, একটা সি, বি, আইর তদন্ত করা হোক স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে আশ্বাস চাই। অনেক এলাকাতে এবং আমার এলাকাতেও করাপশন আছে স্যার, এবং যতীনবাবু যেটা বলেছেন এইটা এগ্রি করি স্যার, কাজেই একটা সি, বি, আইকে দিয়ে তদন্ত করা হবে কিনা স্ট্যাট গভর্নমেন্টকে না দিয়ে আমি জানতে চাই।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— এইটা ছিল স্যার, ১৯৭২-৭৩ সালে অনেক ব্লকে বসানো হয়েছে কোন কোন ব্লকে তার হিসাব, তার মধ্যে এইটা আসে না, কিন্তু তার মধ্যে যদি প্রস্তাব আসে এই প্রস্তাবের জবাব হয় না।

শ্রীসমীর বর্মণ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এইটা মাননীয় মন্ত্রীমশায় বিচার করবেন না স্যার, একটা সম্পূর্ণ আপনি এখন বিচার করবেন, এই নিয়ে আগে অনেক কারচুপির অভিযোগ এই হাউসে এসেছে স্যার, কাজেই কারচুপি কোথায় হয়েছে স্যার, সেইটাকে তদন্ত করা হবে কি না এবং সি, বি, আইকে দিয়ে তদন্ত হবে কি না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে যদি স্পষ্ট ভাবে কোন অভিযোগ আসে তাহলে বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যতগুলি এলাকায় এই সমস্ত অভার ফ্লো টিউবওয়েল পাইপ বসানো হয়েছে তার প্রায় অর্দ্ধেকটাই এখন নেই, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীমশায় তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইটা হচ্ছে একটা সাপোজিশন যে প্রায় অর্দ্ধেকটাই, কাজেই যখন কনক্রিটলি কোথায় কি হয়েছে বলা হবে, বলা হলে নিশ্চয়ই সেইটার তদন্ত করা হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমি নির্দিষ্ট ভাবে বলছি মহিষপুরের—

শ্রীসমীর বর্মণ :— আমি নিজে জানি স্যার, আমার নিজের নলেজ আছে স্যার, করাপ্ট প্রেক্টিস প্রত্যেকটা জায়গাতে হয়েছে কাজেই আমি নিজে অলিগেশন এনেছি স্যার, উনি এইটার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিবেন কি না আমি জানতে চাই।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইটাতো আমি বলেছি যে প্রশ্নাবাকারে আসলে সেইটা তদন্ত করা হবে।

শ্রীসমীর বর্মণ : – এই সম্পর্কে তদন্ত করবে কিনা আমি বলছি স্যার, আমি নিজে জানি যে এইটা হচ্ছে স্যার, আমি নিজে বলছি স্যার, সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে এই করাপশানের কথা বলছি স্যার।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— উনি যদি করাপশনের কথা জানেন সেই সম্পর্কে অভিযোগ আনলে আমি নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখবো।

শ্রীসমীর বর্মণ : – এইটাতো এইখানে প্রশ্ন আসে না স্যার, আমি বলছি স্যার, অ্যান্টায়ার এই জিনিষটাকে কারচুপির অভিযোগ বিভিন্ন মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে এসেছে স্যার, কাজেই এই আর্টিজেন টিউবওয়েল যখন বসানো হয়েছে স্যার, প্রত্যেকটা জায়গা থেকে করাপশনের অভিযোগ এসেছে এবং আমি নিজে জানি স্যার, এই হাউসে দাঁড়িয়ে বলছি স্যার, আবার উনাকে কি অভিযোগ পেশ করবো, এইটা সি. বি. আই কে দিয়ে তদন্ত করা হবে কিনা আমি জানতে চাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— এখানে দেখা যাচ্ছে খোয়াই ব্লক থেকে আমিও একই অভিযোগ করেছি, তিরুনীয়া ব্লক থেকেও মিঃ মজুমদার অভিযোগ করেছেন, বিশালগড় ব্লক থেকে মিঃ বর্মণ অভিযোগ করেছেন, সোনামুড়া থেকে মিঃ চৌধুরী অভিযোগ করেছেন। প্রত্যেকটা মেম্বার দায়িত্বশীল। অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ। কৃষকের জল নিয়ে চুরি জুচ্চুরি হচ্ছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে এর গুরুত্ব অনুভব করে তাঁরা এই সম্পর্কে যেটা এখানে দাবী উঠিয়েছেন, সি, বি, আই তদন্তাধীন বা অন্য কোন রকমের নিরপেক্ষ তদন্ত করুন, ডিপার্টমেন্টাল নয়, এই সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিন।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে সি, বি, আই, তদন্ত চলে কিনা এটা বলা যেতে পারে না এখানে এক্ষুনি। তবে মাননীয় সদস্যরা যে সমস্ত অভিযোগ করেছেন সেগুলি তদন্ত করে দেখা যাবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সি, বি, আই, না হলে বিধানসভার কমিটি করুন। এটাতো আপনারা করতে পারেন। তাঁরা যাক, গিয়ে দেখুন।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— কিভাবে সেই তদন্ত হবে সেটা সরকার যথাসময়ে সিদ্ধান্ত নিবেন।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১৬।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ৪১৬।

প্রশ্ন

১) আগরতলা সহরে পৌর নির্ব্বাচনের জন্য গত এক বৎসরে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ?

২) এই নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সময়সূচী স্থিরভাবে ধার্য্য হইয়াছে কিনা ?

৩) না হইয়া থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১) ১৯৬১ ইং সনের পৌর নির্ব্বাচন বিধি ১৯৭২ ইং সনের বংগীয় পৌর ত্রিপুরা সংশোধনী আইনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধন করা হইয়াছে।

২) না।

৩) প্রাথমিক কার্য্যসমূহ সম্পন্ন করিয়া অচিরে যথাসম্ভব নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান করা হইবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী:— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে শেষ নির্ব্বাচনটা আগরতলায় কোন্ সনে হয়েছে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— ১৯৫৫ ইং সনে মিউনিসিপ্যালিটি সুপারসেসন্ যায়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ১৯৫৫ থেকে ১৯৭৪ ১৯/২০ বছর সময় লাগে কিনা এই প্রস্তুতির জন্য ? একটা ইলেকশান করতে ১৯ বছর লাগে কিনা ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— ১৯৭২ ইং সনের ১১ ডিসেম্বর তারিখে ত্রিপুরা বিধান সভায় বংগীয় মিউনিসিপ্যাল (ত্রিপুরা সংশোধনী) বিল পাশ হয়েছে। তারপর এটা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে ১৯৭৩ ইং জানুয়ারী মাসে। এর পর থেকে এই সংশোধিত আইনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আরও কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার জন্য বিধি প্রণয়ন করার জন্য আইন দপ্তরে আমরা ওটা পাঠিয়েছি। আইন দপ্তর থেকে মিউনিসিপ্যালিটির অ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের কাছে একটা খসড়া বিধি তৈরী করবার জন্য পাঠিয়েছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে এমন কি জুডিশিয়াল কমিশনারের কোর্ট পর্য্যন্ত বলেছে যে নির্বাচন তাড়াতাড়ি হওয়া উচিত ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— সেজন্যই আমরা যে যে কথা বললাম এইগুলি গ্রহণ করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে নির্ব্বাচন করার জন্য কয়জন কর্ম্মচারীকে এর প্রস্তুতির জন্য আলাদাভাবে নিয়োগ করা হয়েছে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— আলাদাভাবে নিয়োগ করার প্রশ্ন এখানে আসে না। কারণ নূতন আইন যে সংশোধন করা হয়েছে তার জন্য একটা নির্ব্বাচন বিধির খসড়া করবার জন্য বলা হয়েছে। সেটার খসড়া পেলেই আমরা করব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর বিধি না থাকায় এই নির্ব্বাচনটা দেরী হয়ে যাচ্ছে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— নির্ব্বাচনের একটা বিধি থাকে। সবগুলি এখন আমার কাছে নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে ইলেকটরেল রোল আমাদের আগরতলা সহরের আছে এবং ইলেকটরেল রোল রিভাইজড করতে হয় প্রায় ইলেকশনেই, এমন কি যিনি ইলেকশনেও দেখা গেছে যে এক মাসের বেশী সময় লাগে না ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— সেই ইলেকটরেল রোল অনুযায়ী আমাদের ভোটার লিষ্ট হবে। সেই ভোটার লিষ্টের তালিকা নূতনভাবে প্রণয়ন করে তারপর ওয়ার্ডের সীমানা ঠিক করা তারপর তপশীল উপজাতির জন্য সংরক্ষিত আসন হবে কি হবে না, নির্বাচনের তারিখ ঠিক করা এবং নির্বাচন কবে হবে ঘোষণা করা ইত্যাদি অনেক ব্যাপার আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই সমস্ত ব্যাপারের প্রত্যেকটাতে রুলস দরকার হয় কিনা ? ডিভিশান অব ইলেকটরেল রুলসের জন্য আলাদা কোন রুলসের দরকার হয় কিনা ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— এইগুলি রুলসের মধ্যে থাকা দরকার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মাহোদয় জানাবেন কি তিনি কি জেনে বলছেন এটা কোন্ রাজ্যে আছে ?

শ্রীক্ষীতিশ চন্দ্র দাস :— রুলস্ প্রত্যেক রাজ্যেই আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, ইলেকটরেল রুলস অ্যাসেম্বলীর যা আছে মিউনিসিপ্যালিটিতেও তো একই রুলস প্রযোজ্য হতে পারে। তারজন্য কি আলাদা রুলস তৈরী করতে হবে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— নূতন এলাকাও সংযোজিত হবে। সেজন্য এটার দরকার আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই রুলস্ ফ্রেম আপ করা এবং অন্যান্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আর কয় বছর সময় তাদের লাগতে পারে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—যতদূর সম্ভব আমরা তাড়াতাড়ি করবার চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবুলু কুকী।

শ্রীবুলু কুকী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১২২।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ১০০।

প্রশ্ন

১) অমরপুর যতনবাড়ী থেকে শিলাছড়ি রাস্তা মেটেলিং এর কাজ শতকরা কতভাগ কমপ্লিট হইয়াছে ; এবং

২) কাজ শেষ হইতে যদি বিলম্ব থাকে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) অমরপুর হইতে যতনবাড়ী (১৬·৭৪ কি. মি.) পর্যন্ত রাস্তার অংশের সোলিং ও মেটেলিং এর কাজ ইতিপূর্ব্বেই মঞ্জুরীকৃত হইয়াছে এবং এখন কাজ চলিতেছে। যতনবাড়ী হইতে করবুক (৮·৩১ কি. মি.) পর্যন্ত প্রথম অংশের রাস্তার মেটেলিং এখনও শেষ হয় নাই যদিও উক্ত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ইট সরবরাহ ষোল আনা সম্পূর্ণ হইয়াছে। করবুক হইতে জলায় পর্যন্ত (৮·৩১ কি. মি.) মেটেলিং ষোল আনা শেষ হইয়াছে। রাস্তার বাকী অংশ জলয়া হইতে শিলাছড়ি একটি সুদিনে মটর চলার উপযুক্ত গ্রাম্য রাস্তা। এই অংশের উন্নতির জন্য বর্ত্তমানে কোন মঞ্জুরী নাই।

২) প্রয়োজনীয় সংখ্যক রোড রোলারের অভাবে এবং যে সব রোড রোলার আছে সেইগুলি ডাইকের মত অন্যান্য কাজে নিয়োজিত থাকায় মেটেলিংএর কাজ শেষ করা যায় নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই রাস্তার কাজটা কবে দেওয়া হয়েছিল কনট্রাকটারকে ; কোন বছর ?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কবে দেওয়া হয়েছে সেই সম্পর্কে আমার এখানে তথ্য নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি এটা অবগত আছেন, এই রাস্তার কাজ পাঁচ বছরেরও আগে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে মেটেল ইত্যাদি রাস্তার পাশে পড়ে আছে ?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি, রোড রোলারের অভাবে কাজটা শেষ করা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে রোড রোলার অন্য জরুরী কাজে নিয়োজিত হওয়ায় এই কাজটা পিছিয়ে গেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কবরুক—জলেয়ায় গভর্ণমেণ্টের একটা বিরাট স্কীম আছে এবং এই রাস্তাটা না থাকাতে কোন গাড়ী যাতায়াত করতে পারছে না ?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাজটা জরুরী মনে করেই এই রাস্তার কাজে হাত দেওয়া হয়েছিল, এবং অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে, কেবল এই অসুবিধার জন্য শেষ করাটা সম্ভব হয় নাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৯।

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৯।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকার আগরতলা সহর উপকণ্ঠের বন্যা নিরোধের জন্য সম্প্রতি কোন নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কি ?

২) যদি করে থাকেন, ঐ পরিকল্পনা রূপায়নের ফলে কতটি পরিবার ঐ এলাকা থেকে উচ্ছেদ হবে এবং সরকারকে কত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ মহাশয়। সরকার আগরতলার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন যাহার লক্ষ্য হল হাওড়া ও কাটাখাল নদীর জলস্রোত সহজতর করা।

২) প্রায় ৮০টি পরিবার ঐ এলাকা থেকে স্থানান্তরিত হওয়া সম্ভব। যেহেতু জমি খাস করার বিধি ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়নি, ঠিক কত টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে তাহা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই পরিকল্পনা যাতে প্রত্যাখ্যাত হয় এবং বিকল্প কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়, এই সম্পর্কে কোন প্রতিবেদন সরকার পেয়েছেন কি না ?

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে প্রতিবেদন ছিল এবং এটা আজকের নয়, এটা অনেক আগের। সেই সম্পর্কেও আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছি, তাতে যে পরিকল্পনার কথা সেই সময়ে উল্লেখ করা হয়েছিল, সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তার কারণ লেভেলিং-এর যে অবস্থা—হাওড়া নদী কিংবা কাটাখালের সংগে যে লেভেলিং আছে, সেটা ঐ জায়গা থেকে উঁচু বলে, জল প্রবাহিত করে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা যাতে সহজতর করা যায়, সেইদিকে নজর দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে কিনা এবং যদি নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে কি ধরণের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের লোকও আছেন এখানকার বিশেষজ্ঞ যাঁরা আছেন, তাঁরাও দেখেছেন, দেখে সাব্যস্ত হয়েছে যে ঐ দিকে করার চাইতে এদিক দিয়ে করা সহজতর হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে চান যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের যে ডাইরেক্টরেট পাবলিকেশান আছে [illegible] সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন তাঁদের সঙ্গে কনসাল্ট করে এই পরিকল্পনাটি নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইলেকট্রিক বা যেটুক এখানকার পক্ষে সম্ভব, সেটা ভবিষ্যতে করে দেখতে পারি ঐ দিক দিয়ে যাবে কি না। কিন্তু প্রিলিমিনারী যেটা করা হয়েছে তাতে দেখা যায় ঐ দিক দিয়ে সম্ভব হবে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি স্বীকার করবেন যে এই পরিকল্পনা হওয়ার পর হাওড়া নদীর জলস্ফীতি না কমলে পরে ঐ ৩০৬টি পরিবারকে অযথা বিপন্ন করা হচ্ছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি ঐ পথ দিয়ে সম্ভব হত তাহলে সেই পথই গ্রহণ করা হত, সেটা সম্ভব হচ্ছে না বলেই এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কেন্দ্রীয় সরকারের যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর, তাঁর কাছে এই ডাইভারশানের যে পরিকল্পনা—হাওড়া নদীকে অন্য পথে নিয়ে ফেলে দেওয়া, এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য পাঠাবেন কি না, এবং বিকল্প পরিকল্পনাটা পাঠাবেন কি না ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার যতটুকু খবর আছে, আলোচনা ওঁদের সঙ্গে হয়েছে। যদি মাননীয় সদস্য বলেন তাহলে ওঁদের এখানে আসতে বলতে পারি।

শ্রী বিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রশ্নোত্তরে বলেছেন যে ৩০৬টি পরিবারের স্থানান্তরিত হওয়ার আশংকা আছে। এই জায়গাটা হ্রাস করা যায় কি না সেটা যেমন ভাবছেন, তার সাথে ঐ ৩০৬টি পরিবারের প্রপার রিহ্যাবিলিটেশান যাতে হতে পারে, সেইদিকে উনারা চিন্তা করছেন কি না ?

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি, কতটা ক্ষতিপূরণ পাবে সেটা সম্পর্কে আমরা সঠিকভাবে বলতে পারছি না তবে পরিবার কতকগুলি এফেকটেড হবে সেই সম্পর্কে আমরা বলতে পারি এবং ক্ষতিপূরণ যে পরিমাণ পাবে তাতে হয়তো রিহ্যাবিলিটেশান হবে।

শ্রী অজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই পরিকল্পনার ফলে ৩০৬টি পরিবার যে উচ্ছেদ হবে, তাদের মধ্যে কতকগুলি সুইপার পরিবার আছে এবং তারা আজকে ২০/২৫ বছর ধরে সেখানে খাস জমিতে বাস করছে, তাদের অন্যত্র পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা হবে কি না ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা সুইপার-এর কাজ করছেন তাদের ব্যবস্থা অন্য রকম।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, সুইপার এবং অন্যান্য যারা আনঅথরাইজড অকুপেন্ট, তাদের পুনর্বসতির কোন ব্যবস্থা হবে কি না ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সুইপার যারা আছে, যেহেতু তারা কাজ করে তাদেরকে প্রপার জায়গায় রাখার দায়িত্ব ডিপার্টমেন্ট'এর রয়েছে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যারা, এবং যারা আনঅথরাইজড অকুপেন্টস আছে, তাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করবে কি না ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমাদের অন্য পরিকল্পনা আছে, যারা ল্যাণ্ডলেস আছে, তারা সেই স্কীমে যেতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান আউয়ার ইজ ওভার।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সুইপার ছাড়াও যারা আন-অথরাইজড অকোপেন্ট আছেন, ঘরবাড়ী করে দীর্ঘদিন যাবৎ, তাদের পুনর্বসতির বিকল্প কোন ব্যবস্থা হবে কিনা সেটাই আমি জানতে চাইছি ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :— এই সম্পর্কে আমাদের অন্য পরিকল্পনা আছে যারা ল্যাণ্ডলেস্ আছে, তারা সেই স্কীমে যেতে পারেন।

Mr. Speaker :— The question hour is over. There are 6 Unstarred Questions. The Ministers may lay on the Table of the House the replies to the Unstarred Questions and also to Starred Questions which were not answered orally.

Hon'ble Members, yesterday, the House gave leave to a motion of NO CONFIDENCE raised by Hon'ble member Shri Nripendra Chakraborty against the Council of Ministers. The House will take up discussion and disposal of the Motion tomorrow, the 29th March, 1974 under Section (3) of Rule 105 of the Rules of Proceedure & Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly. The programme for to-morrow (general discussion on the Budget for 1974-75) will be taken up on Monday the 1st April, 1974. The programme for the 1st April, 1974 will be suitably adjusted with the business of the subsequent days.

Leader of the House has agreed to extend the sitting by two hours to enable the Members to participate in the discussion. I hope the House will agree to this extension. The House will sit to morrow at 11 A M. and continue upto 7 P M. with recess of one hour between 1 P. M. to 2 P. M. Total time available for the dicussion and decision is 350 minutes of which the Opposition will get 107 minutes including 10 minutes for reply by the mover of the Motion at the conclusion prior to taking decision. The Ruling Party..

will get 175 minutes to reply to the charges on the Motion. I will request the Whips of the Parties to please give me lists showing names and the time that will be taken by each member for discussion on the Motion. All discussion will close 5 minutes before the House concludes its sitting to take a decision by the House on the Motion. The Whips are requested to submit their by lists 12-00 O'clock.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার অনাস্থার উপর আলোচনার যে সময়সূচী হয়েছে, এটার আমি তার প্রতিবাদ করছি। এর আগেও এখানে যখন অনাস্থা প্রস্তাব একবার উঠেছিল, তখনও আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম। কারণ এক দিনের মধ্যে অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনায়, না আমরা, না মন্ত্রী মহোদয়রা, কোন বক্তব্য রাখতে পারব না। গতবারেও দেখা গিয়েছে, অনেক মাননীয় সদস্যরাও বলেছেন যে আমাদের এত কম সময় দেওয়া হয়েছে যে আমাদের পুরো বক্তব্য আমাদের ডিফেন্সে রাখতে পারি নাই এবং আমাদের সদস্যরাও অত্যন্ত এগ্রিভড্ হয়ে তাড়াহুড়া করে একটা অনাস্থা প্রস্তাবকে এভাবে পাশ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, এটা কোন জায়গায় হবে না। নিয়ম আছে যেহেতু এটা একটা অনাস্থা প্রস্তাব, সেজন্য বক্তব্য রাখার সুযোগ যারা প্রস্তাব এনেছেন তাদেরকে দিতে হবে এবং যাদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে তাদেরকে তাদের ডিফেন্স-এর বক্তব্য রাখার সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে অন্যান্য বারের মত এক দলীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নিয়ম আছে যে প্রয়োজন হলে বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটিতে যাওয়া হবে, কিন্তু সেই এ্যাডভাইসরী কমিটিতে যাওয়া হয় নি। নিয়ম আছে লীডার অব দি হাউস, লীডার অব দি অপজিশানের সংগে আলোচনা করে এবং অন্যান্য পার্টিগুলির সদস্যদের সংগে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। সেখানে লীডার অব দি অপজিশান লীডার অব দি হাউসকে পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন যে একদিনের আলোচনায় আমরা রাজী নই। তারপরেও দেখা যাচ্ছে মাননীয় স্পীকার সেই এক দলীয় সিদ্ধান্ত জোর করে চাপাচ্ছেন এমন একটা ব্যাপারে যেখানে লীডার অব দি হাউসের বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব। এটা অত্যন্ত গুরুতর জিনিষ যে আমাদের বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব, সেটা যাতে কম আলোচনা হয়, যাতে কম সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ চার্জসীট তারা এখানে উপস্থিত না করতে পারে, যাতে এটাকে গ্যালোটিন করা যায়। এই রকম একটা সিদ্ধান্ত আমরা মানতে রাজী নই। মাননীয় স্পীকার যদি সিদ্ধান্ত করে থাকেন কালকের মধ্যেই আলোচনা শেষ হবে এবং ভোট হবে আরও দুই ঘন্টা সময় বাড়িয়ে দিয়ে তাহলে খুবই দুঃখের সংগে আমাকে বলতে হচ্ছে যে সেই আলোচনায় আমরা বিরোধী দল অংশ গ্রহণ করতে পারব না। সোমবার করুন, ১০ দিনের মধ্যে যে কোন দিন করুন, যে কোন দুইদিন করুন, আমাদের কোনও আপত্তি নাই। রুলসে আছে ১০ দিনের মধ্যে করতে হবে। মাননীয় লীডার অব দি হাউস বলেছেন—প্রধান মন্ত্রী আসছেন, আমরা ব্যস্ত থাকব, অনেক মেম্বার হয়তো থাকতে পারবে না। আমি সেখানে এই কথা বলেছি যে সোমবার করুন, মঙ্গলবার করুন অথবা বুধবার করুন ১০ দিনের মধ্যে করলেই হয়। কাজেই এর বিকল্প প্রস্তাব আমরা মানতে রাজী নই। আমাদেরকে কোন পুরা-পুরি বক্তব্য রাখবার সুযোগ দিতে রাজি নয়, এই যদি মাননীয় রুলিং পার্টি সিদ্ধান্ত করে থাকেন এবং অনারেব্যল স্পীকারও যদি এই রুলিং দেন, তাহলে দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে যে

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আপনি চাইছেন না যে আলোচনা হউক, এটা তো বুঝাই যাচ্ছে। আমি তো আপনার রুমে গিয়েও বলে এসেছি তারপরও যখন আপনার সিদ্ধান্ত আপনি আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছেন তখন এটা পরিষ্কারই বুঝা যাচ্ছে যে আপনি চান না আমরা এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করি।

Mr. Speaker :— This is not a fact. মাননীয় সদস্য এটা ঠিক কথা নয়। ৩ ঘন্টা সময় বাড়িয়ে দিলে দুই দিনের আলোচনার যে ফলশ্রুতি তাই হয়। আমি অন্য হাউসের কথাও আমি জানি—ইংল্যান্ড অল ইন ডে ডিবেট আলোচনা হয়। কাজেই সময় বাড়িয়ে দিয়ে হয়। তাহলে দুইদিনের (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : - আপনি যদি বলতে চান তাহলে শনিবার করুন শুক্রবার, শনিবার করুন আমরা রাজি আছি (ইন্টারাপশান) আপনি যদি বলেন যে শুক্রবার শনিবার হউক আমরা রাজি আছি (ইন্টারাপশান

মি: স্পীকার : - মাননীয় সদস্য ৩ ঘন্টা সময় যদি বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে দুই দিনেই হয় (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আমরা রাজি আছি। শনিবার মিটিং করতে রাজি আছি। শুক্রবার শনিবার করা হউক আমরা রাজি আছি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনি যা পূর্বে বলেছেন—শুক্রবার আপনি সময় দিয়েছেন সেই সময় আমি মানতে রাজি আছি। শুক্রবার সারাদিন সারা রাত্রি যদি করতে হয় তাতেও রাজি আছি। কিন্তু আমরা শুক্রবারের পর শনিবার যাব না।

মি: স্পীকার :— চীফ হুইপ এবং চীফ হুইপ পার্টি বলছেন তারা সারাদিন সারা রাত্রি মিটিং করতে প্রস্তুত (ইন্টারাপশান) আপনারা একজন কথা বলুন (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী : -- তাহলে হয় ও টাইম করতে হবে। সারা রাত্রি করব...

মি: স্পীকার :— না, না, একটা কথার কথা বলেছেন উনি। সময় ৩ ঘন্টা বাড়িয়ে দেওয়া যাবে (ইন্টারাপশান) পয়েন্ট করে আছেন এটা পর্যাপ্ত হবে (ইন্টারাপশান) উনি এর চেয়ে বেশী আর চলে না..

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—অনারেবল মিনিষ্টার বলছেন —কথার কথা অর্থ কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মিনিষ্টার সাজেশান দিতে পারেন এটা করা হবে কি না সেটা অধ্যক্ষের কাছে।

মি: স্পীকার :—বিরোধী দলের মাননীয় নেতার কাছে আমার আবেদন (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আমার অন্য কোন বক্তব্য নাই। আমি বলে রেখেছি যদি এক দিনের সুযোগ রাখতে চান এবং সেটি যদি শুক্রবারেই শেষ করতে চান তাহলে আমাদের পক্ষে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আমি অত্যন্ত দুঃখের সংগে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে মাননীয় স্পীকার চান না আমরা এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করি।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য this is not a fact আমি আলোচনা চাই না (ইন্টারাপশান)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—যেখানে বলা হচ্ছে দুই দিন সময়ের দরকার হচ্ছে তার সময়ের জন্য সেই সময়টা যদি এক দিনের মধ্যেই দেওয়া যায় তাহলে উঁরা রাজি হবেন না কেন? ৩ ঘন্টা বাড়তি সময় যদি ৪ ঘন্টা সময় দিতে হয়, ৪ ঘন্টা সময় দিতেও রাজি আছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—এটা যুদ্ধকালীন অবস্থা নয়। এটা হিউম্যানলী পসিবল নয় এটা কি যুদ্ধকালীন অবস্থা যে সারা রাত্রি ধরে মিটিং করতে হবে?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এটা যুদ্ধ কালীন অবস্থা নয়...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—তাহলে এটা কি হচ্ছে স্যার, আমি আপনাকে চিন্তা করতে বলছি। আমরা অন্যান্য হাউসে দেখেছি পার্লামেন্টেও দেখেছি যে তার যে টাইম টেবল সেটা এক্সটেণ্ড হয়। অনেক সময় ৩ দিন, ৪ দিন ৫ দিন এক্সটেণ্ড হয়। কিন্তু আমাদের এখানে আমরা দেখছি যে রুলিং পার্টি, ৪ দিন বললে ৪ দিনই—তার মধ্যে যতই আসুক ৫ দিনের মধ্যেই সেট কে করতে হবে। আমি কিছুতেই এটা বুঝতে পারছি না আমরা দুই দিন কেন আরও এক্সটেণ্ড করতে পারব না আমাদের সেখানে? কেন পারব না? যদি পার্লামেন্ট পারে যদি অন্যান্য বিধান সভায় পারে—কেন আমরা এখানে সারা রাত্রি বসব? কেন আমরা দুই দিন এক্সটেণ্ড করতে পারব না আমাদের সময়? আমিতো এই কথা বলছি না রুলিং পার্টিকে—তার অসুবিধা আছে আমরা নিশ্চয়ই দেখব। প্রধানমন্ত্রী আসছেন অসুবিধা আছে মঙ্গলবার করুন বুধবার করুন যে কোন সময় করুন আমরা সেই দিক থেকে রিজনেবল।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিজনেস শেষ না হলে দিনের শেষে ৮টা—৯টা পর্যন্ত অধিবেশন চলে আমরা দেখেছি। পার্লামেন্টেও দেখেছি...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—জরুরী অবস্থা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—জরুরী অবস্থার দরকার পরে না। একটা বিশেষ বিষয়ের উপর নো কনফিডেন্স মোশান এসেছে। আমি মনে করি এর গুরুত্ব রয়েছে। (ইন্টারাপশান) সময় বেশী দিতে চাই (ইন্টারাপশান) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অন্যান্য জায়গায় ৮টা ৯টা পর্যন্ত চলতে পারে। এখানে আমরা একদিন পারব না এটা আমি বুঝতে পারছি না। জরুরী—যেখানে নো কনফিডেন্স মোশান এসেছে সেখানে আমরা একদিন ৮টা পর্যন্ত চালাতে পারব না এটা চলতে পারে না। (ইন্টারাপশান)

শ্রীঅনিল সরকার :—শুক্রবার শনিবার করা হউক (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—কথাত একই হচ্ছে (ইন্টারাপশান) এক দিনেই দুই দিনের ফল পাওয়া যাবে (ইন্টারাপশান)

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সম্ভব নয়। শনিবার হবে না কেন?

মিঃ স্পীকার :—এটা প্রশ্ন করতে পারেন না। অনেক জায়গায় হচ্ছে। অনেক হাউসে হচ্ছে ৮টা ৯টা পর্যন্ত আলোচনা হয়েছে পশ্চিম বংগেও হয়েছে (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—শনিবার হবে না কেন (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—আমি আশা করি (ইন্টারাপশান—ভয়েস—আশা করি চলবে না)

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—এটা করুন—তারপর গাফ এন আওয়ার সময় আছে। সেই সময় মাননীয় স্পীকার চিন্তা করে দেখুন। (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার: :—আধ ঘন্টা পরে (ইন্টারাপশান) লিডার অব দি হাউসএর কি অপিনিয়ন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আধা ঘন্টা পর এই আলোচনাই হবে। আমরা কালকের মধ্যেই শেষ করতে চাই...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, উনি কি করে জানেন, স্পীকার কি চিন্তা করবেন (ইন্টারাপশান) লিডার অব দি হাউস আছেন তিনি বলতে পারেন (ইন্টারাপশান)

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চীফ হুইপ অব দি পার্টির দায়িত্ব নিয়েই বলছি (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :- দায়িত্ব নিতে পারেন আইনে নাই (ইন্টারাপশান)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা আপনার উপর ছেড়ে দিতে পারি, ঐ একই কথা ঘুরেফিরে আসবে আমরা একটা দিনের মধ্যে শেষ করতে চাই। ওরা বলছে দুইটা দিনের মধ্যে শেষ করবো এবং এইটার জন্য যদি আধ ঘন্টা সময় বেশী লাগে তাহলে সেইটা চিন্তা করে ঠিক করবেন তাহলে আপনি আধ ঘন্টা সময় দিতে পারেন।

মিঃ স্পীকার : — তাহলেআমি এইটা বিসেসের পরে বলবো

On 26-3-74 Hon'ble member Shri Nripendra Chakraborty given a notice of motion intending to have a statement from the Chief Minister on the question of purchase of land of Rajlaksmi Tea Estate by the Govt. The motion was admitted. I would now request Hon'ble Chief Minister to make a statement.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে স্টাটমেন্ট করার আগে আমার একটি বক্তব্য রয়েছে যে প্রশ্নটার আলোচনা করার অনেক সুযোগ এই হাউসের সামনে রয়েছে তথাপি যেহেতু স্পীকার এই মোশন টাকে অ্যাডমিট করেছেন সেই হেতু আমাকে ষ্ট্যাটমেন্ট করতে হচ্ছে। ত্রিপুরার মোট ৫৭টি চা বাগানের মধ্যে ১৮টির ক্ষেত্রে ১৯৬০ ইং টিএল. আর ৮ এবং এল. আর. ১৩৬ অ্যাক্ট এফ-এর ধারা অনুযায়ী আদেশ জারি করা হয়েছে এবং অন্য ৫টি বাগানের বেলায় ১৩৮ নং ধারা অনুযায়ী আদেশ বহাল করা হয়েছে। এই সম্পর্কে যেখানে জরীপ ও বন্দোবস্ত সংস্থার সুপারিশ রয়েছে, এই সুপারিশ ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে কিন্তু খচরা প্রকাশের পরে যখন বিভিন্ন অভিযোগের শুনানী চলে তখন দলিল পত্রের যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়। অতঃপর জমি ও বন্দোবস্ত অধিকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে অভিযোগের শুনানীর পরেই যেন তাঁর সুপারিশের অনুবদল করেন যাতে প্রশাসনের পক্ষে ১৩৬ অ্যাক্টের এফ. ধারা অনুযায়ী আদেশ দেওয়া সম্ভব হয়। তদোনুযায়ী উক্ত অধিকর্তা পূর্বোক্ত ১৮টির কেবল হলে মোট ৫৬টির ক্ষেত্রে তার সুপারিশ প্রেরণ করেন এবং ১৩৬ অ্যাক্টের এফ. এর ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হয়। বাকী দশটার ক্ষেত্রে খচরা প্রকাশের পর্যায়ে হয়েছে। ১৯৬১ ইং টি. এল. আর. এবং এল. আর বিধির ২১১ নং ধারা অনুযায়ী মুখ্যসচিব

হবে। কারণ অনেক সময় দেখা যায় অনেককে বাড়ীতে যাতায়াত করতে। আমি এখানে নাম করতে চাই না। যাই হোক অধিগ্রহণের প্রশ্নটা এসেছে কারণ এন, জি, সি, বলেছে যে তাদের জমির দরকার। এখন যদি রিটেনশানের জমি ড্রিলিং এরিয়াতেই হয় তাহলে আমরা অ্যাভ-রেড করতে পারব না। আর যদি সেই অ্যারিয়াটা রিটেনশান এরিয়ার মধ্যে না পড়ে তাহলে তিনি কমপেন্‌শেসান পাবেন না। জুটমিলের ব্যাপরেও আমি এই কথাই বলতে পারি যে কোন জায়গা যদি রিটেনশান এরিয়ার মধ্যে না পরে তাহলে কমপেনসেশান পাবে না। এটা অটোমেটিকেলী ভেস্টেড হবে গভর্ণমেন্টের উপর। কাজেই অগ্রিম এইরকম একটা আশঙ্কা অথবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হাউসের সামনে কোন কথা রাখা বোধ হয় ঠিক হবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথাটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি আলোচনা শুনেছি। আমি কনফার্ম হই নাই যে এই ধরণের আলোচনা হয়েছিল কিনা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আলোচনা উনাকে করতে বললে সুবিধা হবে। যদি সাপলিমেণ্টারী ষ্টেটমেণ্ট করতে চান তাহলে করতে পারেন। আলোচনাটা এই হয়েছিল যে একটি চা বাগান, ল্যাণ্ড রিফর্ম অ্যাক্টের যে সিলিঙ লিমিট, তার থেকে একজেম্‌পশান পায় এবং সেই একজেম্পশান অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর দেন অন সার্টেন কণ্ডিশান। সেকশান ১৭৮(৪) এ আছে—
"When any land in respect of which exemption has been granted under sub-section 1 or sub section 2 of section 3 wishes to be used or is not within the prescribed time used for the purpose for which exemption has been granted, the Administrator may after giving the person affected an opportunity of being heared withdraw such exemption." এর গলিতার্থ হল যে যদি অ্যাডমিনিষ্ট্রেটার কাউকে সিলিঙ লিমিট থেকে জমি ছেড়ে দেয় তাহলে যে উদ্দেশ্যে সেই জমি ছেড়ে দিয়েছে সেই উদ্দেশ্য যদি নির্দিষ্ট একটি সময়ের মধ্যে সাধিত না হয় তাহলে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর সেই জমিকে তার হাত থেকে নিয়ে নিতে পারেন। এখন দেখতে হবে ল্যাণ্ড ইন কোয়েশ্চান সেটা কি। ল্যাণ্ড ইন কোয়েশ্চান হচ্ছে টি এষ্টেট যেটা আছে সেটি একজেম্পশনে পড়ে কিনা এবং একজেম্পশনে পড়ে বলেই এই টি এষ্টেটের সিলিঙ লিমিটের উপর যে জমি সে রেখেছিল অন সার্টেন কনডি-শান হচ্ছে যে সেখানে আমি বাগান করব। সেখানে যদি বাগান থাকে তাহলে সেটা নেওয়ার কোন প্রশ্ন আসে না। বাগান আছে কিনা তার একটা চিঠি আমি পড়ে দিচ্ছি। ১৪—ব্র্যাবোর্ণ রোড, ক্যালকাটা—১ পোষ্ট বক্স ইত্যাদি। তারা বলছেন যে— 'We have not received any letter or return from the estate for a number of years" এবং এটা একজন নয়, এটা একটা কোম্পানী এটা হচ্ছে রাজলক্ষী টি কোম্পানী লিমিটেড। এটা দেখা যাচ্ছে ডিরেক্টর বোর্ডে আছেন—এ, মুখার্জী, এস, এম, চ্যাটার্জী, এস, পি, ভট্টাচার্য্য। এই যে কোম্পানী তার সমস্ত সম্পত্তি যদি একজনে বিক্রী করার চেষ্টা করে তাহলে গভর্ণমেন্টের দেখা উচিত যে এটা একজনের সম্পত্তি কিনা। দ্বিতীয়তঃ এই চা বাগান যদি অনেক বছর যাবত পটল তুলে থাকে যেটি এই চিঠি, যে চিঠি লিখেছেন মি: আর, কে, বসু, অ্যাসিসটেণ্ট কণ্ট্রোলার অব লাইসেনস। কাজেই চা যদি উৎপাদন হত টী বোর্ডের জানার কথা এবং তারা বলছেন যে

নাম্বার অব ইয়ার্স এদের কাছ থেকে আমরা কিছু পাচ্ছি না। তাহলে বুঝা যাচ্ছে চা বাগান নাম্বার অব ইয়ার্স বাবত পটল উঠেছে। কাজেই এটা এই হাউসের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ আছে। আমি এমন রিপোর্ট পেয়েছি স্যার, এই বছর তারা টাকা পেয়ে যাচ্ছে। আমি জানিনা এটা হচ্ছে কিনা যে উইদিন দিস ফিনান্সিয়াল ইয়ার তারা টাকা পেয়ে যাচ্ছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্যাটীসফাই করবেন যে জমি ভেষ্টেড না আণ্ডার দি ল্যাণ্ড রিফর্ম অ্যাক্টের এই ধারা অনুসারে, অ্যাডমিনিষ্টার নিয়ে নিয়েছেন কিনা। যদি না নিয়ে থাকেন, কেন নিবেন না? নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট। দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে যে বাগান এক জনের কিনা? সমস্ত কিছু স্যাটিসফাই হয়ে তারপর তার পেমেন্ট হওয়া উচিত।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে কমপেনসেশান যেটা দেওয়ার কথা সেটা এখনও দেওয়া হয় নি ডিসপুট আছে বলে। ডিসপুট মীমাংসা না হয় যদি আমরা অ্যাকোয়ার করি, আমি বলেছি যে রিটেনশানের একটা ক্ষমতা আছে যেটা অ্যাড-মিনিষ্ট্রেটারের রিটেনশান রুলে পড়ে যে কতটুকু পর্যন্ত রাখবে। তার একটা ডিমারকেশান করে দেয়। ডিমারকেশান হয়ে গেলে তারপর ঐ জায়গাটাই ওরা রাখবে না অন্য জায়গা রাখবে সেটা ওদের বক্তব্য। যদি এই জায়গা ছাড়া অন্য জায়গায় রাখে তাহলে অটোমেটিকেলী তার এই কমপেনসেশানের টাকা এই কোম্পানী পাচ্ছে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—ওয়ান মোর সাপলিমেণ্টারী ফর ইনফরমেশান। এই যে শ্রীঅমরেন্দ্র মুখার্জী, দেখতে হবে যে তার অন্য জায়গায় জমি আছে কিনা। কারণ যেখানে এক্সেস ল্যাণ্ডের প্রশ্ন আসে তখন এই বাগান শুধু নয়, তার সমস্ত জায়গায়, ত্রিপুরার যে কোন জায়গাতে তার যে জমি আছে, তার টোটাল ল্যাণ্ড দেখতে হবে এবং সেটা স্যার, খোঁজ করা খুব কঠিন যদি না সেটেলমেন্ট দপ্তর এটা ভাল করে খোঁজ করে। কারণ উনি একজন তালুকদার ছিলেন এবং খুব বড় তালুকদার। কাজেই একজন বড় তালুকদারের কোন্ কোন্ জায়গাতে জমি আছে এখানে তার নিজের দখলে দেখে তারপর টোটেল ল্যাণ্ড দেখে, এক্সেস ল্যাণ্ড কতটুকু পেতে পারে এবং সেই এক্সেস ল্যাণ্ড পাওয়ার ব্যাপারেও আমি জানি না আমাদের যে প্রেজেন্ট ল্যাণ্ড রিফর্ম বিল পাশ হল তার মধ্যে অ্যাপলিকেবল হবে কিনা দ্যাট ইজ অ্যানাদার পয়েন্ট। অ্যানি ওয়ে আমাকে সবকিছু চিন্তা করে তারপর কমপেনসেশান পে করতে হবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি আমার যেটা পাওনা আছে সিলিঙ রাইটের মধ্যে সেটাও পেতে পারে। আর সেটা কোথায় থাকাব না থাকবে সেটা সেই ঠিক করে নেবে। যদি ঐ জায়গার মধ্যে না হয় তাহলে অটোমেটিকেলী টাকা পাবে না। অন্য কোথায়ও আরও জমি আছে কি নেই এটা সম্পর্কে বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে এবং কম্পেন-সেশানের টাকা কে পাবে না পাবে সেটা কোর্ট উইল ডিসাইড।

মিঃ স্পীকার :—I have received the Calling Attention Notice from Shri Anil Sarkar, M. L. A, on the subject—গত ২৬শে মার্চ আগরতলা শহরে বোধজং স্কুলে ও অন্যান্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে বিদ্যুত বিভ্রাটের ফলে পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের দুর্ভোগ।

I have given consent to the Motion of Shri Sarkar. I would request the Minister-in-charge to make a statement to-day if possible. Otherwise he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the Order paper.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমার যতটুকু স্মরণ আছে, আমি আগে একটা ষ্টেটমেন্ট করেছিলাম কেরোসিনের ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার জন্য সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে। তারপরেও যদি কোন ষ্টেটমেন্ট করতে হয় তাহলে সোমবারের আগে দেওয়া যাবে না।

Mr. Speaker :—Hon'ble Minister will make a statemant on Monday next.

There is another Calling Attention Notice received from Shri Ajoy Biswas M.L.A. on the subject—সরকারী গোদামে গম না থাকায় রেশনসপ সমূহে গম ও আটা সরবরাহ সম্পর্কে।

I have given consent to the Motion of Shri Biswas. Now I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the department to make a statement if possible Otherwise he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the Order paper for a statement.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সম্পর্কে কলিং এ্যাটেনশান নোটিশ এসেছে, গম সম্পর্কে, সেই সম্পর্কে আমিও মাননীয় সদস্য-এর সংগে একমত যে গম পাওয়া যাচ্ছিল না কারণ আমাদের সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে এ্যালটমেন্ট হচ্ছিল না। এই সমপর্কে ওয়ারলেস মেসেজ আমরা পাঠিয়েছি, পাঠাবার পর আজকে খবর এসেছে ফাইভ হানড্রেড মেট্রিক টন গম এ্যালটমেন্ট করেছে। কাজেই গমের যে অসুবিধাটা সেটা আশা করি দূর হয়ে যাবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—অন পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান। কবে থেকে এই গম আমাদের গো-ডাউনে নেই সেটা জানাবেন কি? মন্ত্রী মহোদয় কি এই ষ্টেটমেন্ট করেছেন না আবার ষ্টেটমেন্ট করবেন ?

মিঃ স্পীকার :—তিনি ষ্টেটমেন্ট করেছেন।

Shri Nripendra Chakraborty :—But how he will be to clarifiy I do not know if he is not prepared. He will not be able to clarify the points if it is raised. He is not prepared.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমি বলছি আমাদের এখানে এফ, সি, আই গো-ডাউনে গম রয়েছে। গম থাকা সত্ত্বেও যেহেতু এ্যালটমেন্ট হচ্ছিল না—গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া থেকে এ্যালটমেন্ট অর্ডারের দরকার পরে সেইজন্য গমের কিছু শর্টেজ

হয়ে গেছে। এটা গত সাত আট দিন ধরে, অন্ততঃ আমার যতটুকু জানা আছে, আমরা অনুভব করছি এবং আমরা চেষ্টা করছি। গমের এ্যালটমেন্ট যদি এসে যায়, তাহলে আমরা এখান থেকে নিয়ে যেতে পারব, এফ, সি, আই গো-ডাউনে যথেষ্ট গম রয়েছে। এ্যালটমেন্ট অর্ডারের জন্য আমরা অপেক্ষা করেছিলাম।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন এফ, সি, আই গুদাম আগরতলায় আছে, ধর্মনগর আছে, কোন্ গুদামে আছে এবং কত দিন লাগবে সেই গমটা আগরতলায় পেঁছাতে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গম আসতে কয়দিন লাগবে না, আজকের মধ্যেই এই গম আনার ব্যবস্থা করতে পারব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মন্ত্রী বলেছেন যে, গম আনার ব্যবস্থা আজকের মধ্যেই করব। কিন্তু গমটা এসে পেঁছাবে কবে সেটা জানাতে পারেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আজকের মধ্যেই পৌছাবে।

General Discussion on Budget Estimates for 1974-75

Mr. Speaker :—Next Business of the day is discussion on the Budget Estimates for 1974-75. Now I would call on Shri Chandra Sekhar Dutta.

Shri Nripendra Chakraborty :—But yesterday he was in his leg e. g. Shri Bidya Chandra Deb Barma.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য টাইম চান নি। আমার যতটুকু মনে পড়ে আমি উনাকে ১৫ মিনিট সময় দিয়েছি। আজকে আমি আপনাকে আর পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। আপনারা আজকে সর্ব্বমোট ৯০ মিনিট সময় পাবেন।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে বলছিলাম কংগ্রেস দল, যাঁদের চেতনা নাই, সংবিধান সমপর্কে যাদের চেতনা নাই, তারা এই সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডগুলি করে থাকেন। কারণ আমরা শিক্ষা বাজেট যদি দেখি তাহলে দেখব যে বছর বছর আমরা শিক্ষা খাতে যে টাকাগুলি খরচ করি, প্রকৃত শিক্ষার দিক থেকে যদি চিন্তা করি তাহলে দেখব যে বাদোয়ারী থেকে আরম্ভ করে গ্রামে যে সমস্ত প্রাইমারী স্কুল, জুনিয়র বেসিক স্কুল, সিনিয়র বেসিক স্কুলগুলি আছে, সেইগুলিতে মাষ্টার আছে কি না, স্কুলঘর আছে কি না. সেইদিকে আমাদের সরকারের লক্ষ্য আছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। সেইজন্য এই টাকাগুলি খরচ হয় কিনা আমি জানিনা। আমি কল্যানপুরে হন খলার একটা বাদোয়ারী স্কুলে গিয়েছিলাম, সেই স্কুলে গিয়ে দেখি মাষ্টার আছে, কিন্তু স্কুল ঘর নাই। আর বেসিক স্কুলটা দেখলাম ঘর আছে মাষ্টার নাই। ঠিক তদ্রুপ প্রতিটি সিনিয়র বেসিক স্কুলের অবস্থা। গভর্ণমেন্ট রুলসে আছে যে সিনিয়র বেসিক স্কুল মাস্ট বি, এ বিল্ডিং। কিন্তু গ্রামের সিনিয়র বেসিক স্কুলের বিল্ডিং হয়েছে কি ? কোন প্রাথমিক স্কুল সরকার করে দিয়েছেন কি ? যদি করে থাকেন তাহলে কোথায় হয়েছে ? সেইদিক থেকে যদি চিন্তা করে দেখি তাহলে দেখব যে বাজেটটা সম্পূর্ণভাবে লুঠের বাজেট ছাড়া আর কিছুই না।

এছাড়া দেখছি যে চিকিৎসার জন্য বাজেটে টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু গ্রামের মানুষ কি এই সরকার থেকে কোন চিকিৎসা পেয়েছে, কোন ডাক্তার পেয়েছে না কোন ডিসপেন্সারী পেয়েছে? বাস্তবে সেই জিনিষটা আমরা দেখতে পাইনা। যে কোন গ্রামে ডিসপেন্সারী বা প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার হয়েছে। শুধু তাই নয়, শুধু মানুষের বেলায়ই নয়, গ্রামের মধ্যে পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছে কিনা তাও আমরা কোন দেখতে পাই না। আমরা দেখছি যে কুকুর পোষার জন্য যেভাবে টাকাগুলি খরচ হয়, ঠিক তদ্রূপ জলের মধ্যে সেই টাকাগুলি খরচ হয়, টাকাগুলি অপব্যয় করে পুলিশের কুকুরকে খাওয়ান হয়, নিজিদের পকেটস্থ করা হয় সেই টাকাগুলি, এইভাবে বাজেটের টাকাগুলি ধ্বংস করা হয়। তা না হয়ে গ্রামে স্কুল হত, কিন্তু কেন হয় না? উনারা সেখানে কতকগুলি ক্যাম্প লাগিয়ে রাখেন। যদি স্কুল করার ইচ্ছা থাকত, এলাকাবাসী যথেষ্ট সচেতন আছেন, উনাদের কাছে অনেক আবেদন নিবেদন করেছে। খোয়াই-সারা পশ্চিম খোয়াইর মধ্যে কোন হাই স্কুল নাই। উনারা সেখানে দলবাজী করছেন। মন্ত্রীরা বারবার সেখানে যাচ্ছেন, কিন্তু আমপুরার মত একটা জায়গায় যেটা সহর থেকে আট নয় মাইল দূরবর্তী স্থান, বিশেষ করে একটা ট্রাইবেল এলাকা, সেখানে আজ পর্য্যন্ত একটা হাইস্কুল দেওয়া হল না। এছাড়া দেখছি যে সমস্ত জায়গায়, যেমন ধরুন আমার বাড়ীতে একটা হাইস্কুল দিলেন অথচ মাষ্টার দেন নাই অথচ টাকা ভুরি ভুরি খরচ হচ্ছে। হাইস্কুল হওয়ার পর দেখি গভর্ণমেন্ট থেকে সেখানে এক পয়সাও খরচ করেন না এমন কি স্কুল ঘরটা পর্য্যন্ত করে দেন না। প্রাইমারী স্কুল থেকে আরম্ভ করে হাইস্কুল পর্য্যন্ত কোন ঘর তাঁরা করে দেন না সরকার থেকে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাষ্টার দেওয়া ছাড়া গভর্ণমেন্টের কোনকিছু করণীয় থাকে না শিক্ষা ব্যাপারেই বলুন, চিকিৎসার ব্যাপারেই বলুন বাজেটে যে সমস্ত টাকা রাখা হয়, সমস্ত টাকাগুলি পকেটস্থ করার জন্য উনারা বাজেট রাখেন। এছাড়া অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নয়ন সম্পর্কে উনারা সংবিধানের মধ্যে বড় বড় কথা বলে থাকেন, অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সংবিধানগত উনারা এদের জন্য অনেক কিছু করবেন যতদিন পর্য্যন্ত না তারা উন্নত সম্প্রদায়ের সমপর্যায়ে আসে, ততদিন পর্য্যন্ত তাদের সেইভাবে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। কিন্তু দিয়েছেন কি? এবং তাদের উচ্ছেদ করার জন্য সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করছেন, আরেকদিকে অরণ্যের ঘুম ভেঙেছে, একথাটা সিনেমা দেখিয়ে—কলিকাতা এবং ত্রিপুরায় দেখিয়ে মানুষকে জাগ্রত করে তুলবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখছি অরণ্যের ঘুম ভাঙাবার জন্য যেভাবে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই দিকে চিন্তা করে শুধু অরণ্যের মানুষ নয়, আজকে শহরের মানুষও একবাক্যে সবাই বলছে এই সমাজবাদ ঝুঁটা হ্যায়। এই সরকারকে গদিচ্যুত না করা পর্য্যন্ত আমরা কিছুতেই বাঁচতে পারব না, তাই আজকে বাঁচার জন্য চার দিক থেকে আহ্বান আসছে, ধর্মঘট ইত্যাদি ডাকা হচ্ছে। সেজন্য আমিও এই সরকারকে হুসিয়ার করে দিচ্ছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের যখন ঘুম ভাঙ্গছে, তখন তাদের কাছে এই সরকারকে অপরাধী হতে হবে এবং আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই মন্ত্রী সভা থেকে পদত্যাগ করে তাদের বাহির হয়ে আসা উচিত। কাজেই মাননীয় অর্থ মন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন, তাকে আমি সম্পূর্ণরূপে বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় ১৯৭৪-৭৫ সালের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ এই হাউসের সামনে রেখেছেন, সেটাকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি দেখছি যে এই বাজেট দেখে ত্রিপুরার এক শ্রেণীর লোক কিছু হতাশায় পড়ে যাচ্ছে। এবং এই হতাশার শুরু এই বিধান সভাতেও কিছু কিছু পাচ্ছি আর সেই হতাশার সংগে জড়িত আছে যারা, তারা সেই হতাশা রোগে ভুগছেন! এই রোগের চিকিৎসা বড় কঠিন। যারা কালো বাজারী, যারা মজুতদার, যারা দেশকে শোষণ করতে চায়, সেই শ্রেণীর লোকই এই বাজেট দেখে হতাশা বোধ করবেন। আর আমরা এখানে দেখছি এই শ্রেণীর লোকের সংগে তাদেরও যোগাযোগ আছে যারা সারা বছর ধরে দুই পয়সা কামাই করবার জন্য ফন্দিতে ঘুরেন, আর সেই ফন্দি হয়তো অদূর ভবিষ্যতে তাদের বন্ধ হয়ে যাবে এবং সেজন্য তাদের মধ্যে হতাশার রোগ দেখা দিয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী এখানে স্পষ্টভাবে সমস্ত খাতের ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন এবং আমরা দেখছি যে এখানে গ্রামীন অর্থনীতির উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে, আর জোর দিওয়া হয়েছে কৃষির উপর, জোর দেওয়া হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারত্ব মোচনের দিকে যাতে এখানে শিল্প কারখানা গড়ে উঠে তার উপর। কাজেই এই বাজেটকে যারা সমর্থন করবেন না বা যারা এই বাজেটের সংগে একমত হবেন না, তাদেরকে আমি ঐ শ্রেণীর সাথে ফেলতে চাই যারা ঐ কালোবাজারী, ঐ মজুতদার, ঐ ব্যবসায়ী, ঐ কোটিপতি ঐ প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সংগে জড়িত আছেন, কারণ তারাই এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারেন না। আর সাধারণ শ্রেণীর মানুষ এবং সাধারণ শ্রেণীর কৃষক, আর যারা গ্রামের মধ্যে খেটে খায়, সেই মানুষগুলি এই বাজেট পত্রিকাতে বের হওয়ার সংগে উত্ফুল্ল হয়ে যাবেন। আমরা গ্রামে গিয়ে দেখেছি যে এবারের বাজেটের মধ্য দিয়ে আমাদের মানুষের আশা আকাঙ্খার একটা প্রতিফলন পড়ার বিশেষ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী স্পষ্টভাবে বলে গিয়েছেন যে কৃষির উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো ছাড়াও উৎপাদন ভিত্তিক শিল্প প্রসার এবং বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি করা গেলে ত্রিপুরার পক্ষে এই হারে অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হবে। তাই বন ভিত্তিক শিল্প প্রসারের উদ্দেশ্যে বনায়নের জন্য উন্নত ব্যবস্থা অধিক উৎপাদন এবং খাদ্যে স্বয়ংভরতার জন্য কৃষি ও পশুপালন, আরো বিদ্যুৎ শক্তির জন্য গোমতী জল বিদ্যুৎ প্রকল্প সম্পদ বৃদ্ধি ও কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য একটি শিল্পায়ন কর্মসূচী জমি চাষের সমস্যা জল উপজাতি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিবিধ সমস্যার মোকাবিলা—প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পুষ্টি, গ্রামীণ জল সরবরাহ, গ্রাম্য রাস্তা, গ্রাম বিদ্যুতিকরণ, ভূমিহীনদের জন্য ও বস্তি উন্নয়নের জন্য বাস্তুভূমিসহ একটি ন্যূনতম চাহিদা ভিত্তিক কর্মসূচীর রূপায়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কাজেই যারা এই জিনিষগুলির উপর লক্ষ্য রাখেন না, যারা শুধু হতাশা রোগে ভোগেন, যারা ভারতের প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে চিৎকার করছেন, তাঁর কর্মসূচীকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে চান, তাদের মধ্যে ঐ একটি মাত্র রোগ আছে, সেটা হচ্ছে হতাশা রোগ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেও একবার বলেছি আবার এখনও বলছি যে বাজারে ২০ পয়সা দামের একটা ছোট বই পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে পাগলের তিন লক্ষণ এবং সেই বইতে লেখা আছে পাগলের তিনটি লক্ষণ আছে। প্রথম লক্ষণ

দেখা যায় যে পাগল উদাসভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে অথবা যে পাগল এলো মেলো ঘুরে বেড়ায় ঠিক স্পষ্ট করে তার মনের কথা প্রকাশ করতে পারে না, এটা হচ্ছে পাগলের প্রথম লক্ষণ এবং এটাকে যদি সুন্দরভাবে চিকিৎসা করা যায়, বটিকা সেবন করা যায়, তাহলে তার চিকিৎসা হয়। আর পাগলের দ্বিতীয় লক্ষণ হচ্ছে যে পাগল মানুষকে ঢিল ছুড়ে, মানুষকে কামড়াতে যায় অথবা মানুষকে অযথা হয়রানি করে, সেটা হচ্ছে পাগলের দ্বিতীয় লক্ষণ। তাকেও যদি ভাল ভাবে চিকিৎসা করা যায়, তাহলেও তার চিকিৎসা হয় অর্থাৎ তার ভাল হওয়ার একটা চান্চ আছে। আর যে পাগল মাকে বলে বৌ, বাবাকে বলে শালা, মামাকে বলে কাকা তার পাগলের পূর্ণ লক্ষণ হয়েছে বলতে হবে, কারণ, তার কোন চিকিৎসা হয় না। তার একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে উন্মাদ আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া। আজকে যারা ইন্দিরা গান্ধীর সমালোচনা করতে চান যেখানে সারা পৃথিবীর মধ্যে ভারতের একটা নিজস্ব ইমেজ আছে, তার বিরুদ্ধেও যারা সমালোচনা করতে চান তাদের মধ্যে পাগলের পূর্ণ লক্ষণ পাওয়া গিয়েছে, তাদেরকে পাগলা গারদে পাঠাতে হবে আর সেখানে না পাঠালে পরে তাদের কোন মতেই চিকিৎসা হবে না। কাজেই বুর্জুয়া শ্রেণীর যারা কোটিপতিদের সংগে দালালী করছেন, তাদের রোগ মুক্ত হবে না যদি না তাদেরকে গারদে না পাঠানো হয় এবং সেজন্য আমি তাদেরকে সেখানে পাঠাবার কথা বলছি, তাছাড়া তাদেরকে এখনই গারদে পাঠাবার সময় হয়ে গিয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষার খাতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে এখানে ১,৩৯২টি প্রাথমিক স্কুল, ২০৫টি সিনিয়র বেসিক স্কুল এবং ৮২টি হাই এবং হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল এই পর্যান্ত হয়েছে। তাছাড়া বর্ত্তমান বছরে যাতে শতকরা ৫৭·৫ ভাগ ছেলে মেয়ে স্কুলে লেখাপড়া করার সুযোগ পায়, তারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যারা বলে যেমন আমি দেখেছি নৃপেনবাবু বলেছেন যে ওয়ান ইয়ার ট্রেনিং দিয়ে গ্রামে ডাক্তার পাঠানো উচিত। কিন্তু আমি বলি যেখানে ডাক্তারী পড়ার জন্য ৫ বছরের একটা কোর্স রয়েছে, সেখানে যদি এক বছরের মধ্যেই কাউকে ডাক্তারী শিখিয়ে রোগীর রোগ চিকিৎসা করা হয়, তাহলে সেটা একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে যাবে। সেখানে গ্রামের কোন উপকার হবে বলে আমি মনে করি না। তারা হয়তো এই সব কথা বলে চিৎকার করতে পারেন, কিন্তু ভাল সাজেশান রাখার মতো তাদের কোন দৃঢ়তা আছে বলে আমি মনে করি না। কাজেই বিতর্ক করতে গিয়ে শুধু নাই নাই একটা কথা বলে গিয়েছেন। কিন্তু যে কাজ সরকার থেকে করা হচ্ছে, সেগুলির কথা একটি ও তারা বলেন নি বা যেগুলি করা হচ্ছে সেগুলির মধ্যে যে একটিও ভাল কাজ করা হয় নাই, এটা তারা স্বীকার করতে রাজি নয়। তারপরে উনি বলেছেন, কাগজের কল করার জন্য কোন সার্ভে করার দরকার নাই এখুনি কাগজের কল চাই, এক্ষুনি চাকরী চাই। কিন্তু সেই চাকরী দিতে গেলে ইণ্ডাষ্ট্রী করতে হবে এবং ইণ্ডাষ্ট্রি কার পরিকল্পনাও সরকার নিয়েছেন, কাগজের কল করার প্রচেষ্টাও চালানো হচ্ছে। এখানে মাননীয় মন্ত্রীরা বারবার বলে গিয়েছেন, যে আমরা জুট মিল করব এবং তার জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়ে গিয়েছে। তারপর খানুদেশ্বরী চিনির কলের কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। সেখানে ও এ্যামপ্লয়মেন্ট হবে। তাই আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তিনি যে একটা জামা বা সার্ট গায়ে দিয়েছেন, সেটা কি এক্ষুনি তৈরী করে গায়ে দিতে পেরেছেন? তা তো পারেন নি। কারণ তার আগে জামার কাপড় কিনতে হবে, দর্জির কাছে গিয়ে মাপ ঝোক ইত্যাদি দিয়ে আসতে হবে, তারপর দর্জি সেই জামা তৈরী করবে, তারপর তো সেই জামাটা গায়ে পড়া যাবে। কাজেই প্রত্যেক কাজের জন্যই কিছু সময় দিতে হবে এবং সেই সময় দেওয়ার দরকার আছে। কিন্তু এটা বোধ হয় তাদের বোধগম্য নয়। সেজন্য আমি বলছিলাম যে তাদেরকে গারদে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য, কারণ তাদের গারদে পাঠিয়ে দেওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। মাননীয়

উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রাস্তায় রাস্তায় চিৎকার করা যায়, কারণ এসব না করলে মানুষকে ভাওতা দেওয়া যাবে না, যেমন তাদের জ্যোতি বাবু তো বিলোনীয়াতে গিয়ে বলে এসেছেন যে প্রত্যেক বেকারকে সপ্তাহে ৪০ টাকা করে বেকার ভাতা দিতে হবে। কত দিয়েছিলেন— যখন যুক্তফ্রন্ট সরকারে ছিলেন? নানা রকম শ্লোগান দিয়ে, নানা রকম ভাঁওতাবাজী করে তো যুক্তফ্রন্ট সরকারে এসেছিলেন, কিন্তু মানুষ যখন আপনাদের সেই ভাওতাবাজীর ব্যাপার বুঝতে পারল, তখন তো দূরে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য অনিলবাবু বলেছেন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি। উনি কি কখনও দেখেন নি যে গত ২৬ বছর ধরে আমরা যে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি চালিয়েছি, তাদের দেশের কি হয়েছে। একথা বোধ হয় বোধগম্য নয়। সেজন্য এটা কি না ধনতান্ত্রিক না গণতান্ত্রিক সেটাই তিনি বুঝতে পারেন নি। আজকে যেখানে আমরা জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করলাম এবং এই সরকার জমির সর্ব্বোচ্চ সীমা যেখানে আগে ৫০ একর ছিল এখন সেটাকে কমিয়ে ১৮ একর করেছে এবং এই ১৮ একর করতে গিয়ে বহু জোতদারকে উচ্ছেদ করতে হয়েছে যাতে করে সাধারণ মানুষের হাতে জমি দেওয়া যায়...

The House stands adjourned till 3 p.m. to-day.

(আফটার রিসেস)

মিঃ স্পীকার :— রিসেস টাইমে আমাদের বিজনেস এ্যাডভাইজারী কমিটির মিটিং বসেছিল। বিজনেস এ্যাডভাইজারী কমিটির রিপোর্ট পরে আসছে—আমি হাউসের অনুমোদন নিয়ে নেব সেই রিপোর্টের। Hon'ble member Chandra Sekhar Dutta may resume his speech.

Shri Chandra Sekhar Dutta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে কথা আমি বলছিলাম জমির উচ্চ সীমা বেঁধে দিয়ে এই সরকার সমাজতান্ত্রিক চিন্তার কথা সাধারণ মানুষের উপর প্রতিফলিত করেছে। মাননীয় সদস্য অনিল সরকার ধান সংগ্রহের উপর উনি ব্যঙ্গউক্তি করেছেন। যেটা গ্রামের মাঠে বলা চলে সেটাই তিনি এসেম্বলীতে বলেছেন। এই সরকার ধান সংগ্রহ করেছে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছার উপর খাদ্য শস্য উদ্বৃত্ত আছে গ্রামের পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ধান সংগ্রহ করা হয়েছে সেখানে কোথাও পুলিশি জুলুমের কিছুই দেখি নাই। জানি না উনি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এই কথা বলেছেন। আমরা দেখেছি আজও গ্রামে গ্রামে ল্যাণ্ড রিফর্মের কথা উলটা ভাবে তারা বুঝাচ্ছেন। তারা গ্রামে বলছেন ট্রাইবেল রিজার্ভ উঠে গিয়েছে ট্রাইবেলদের এখান থেকে চলে যেতে হবে ট্রাইবেলদের এই দেশ থেকে চলে যেতে হবে। তার বলছেন ট্রাইবেলদের জন্য যে সংরক্ষিত নির্বাচন এলাকা সেটাও উঠে যাবে। ট্রাইবেল ছেলেদের বোর্ডিং উঠে যাবে! ট্রাইবেল ছেলেরা লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। এইভাবে অপপ্রচার তারা গ্রামে গ্রামে করছেন। তেমনই ধান সংগ্রহের ব্যাপারেও তারা অপপ্রচার করে যাচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গ্রামে রাস্তার উন্নতি হয়েছে এই রাস্তা শুধু কি সহরেই হয়েছে? মাননীয় সদস্য অনিল সরকার কেন বলেছেন জানি না—গ্রামে উনি যান কি না আমি বুঝতে পারি না। আজকে গ্রামে গ্রামে সুদূর পল্লী অঞ্চলে গ্রামের রাস্তা সোলিং ম্যাটেলিং হচ্ছে। আমরা দেখছি সাধারণ গ্রাম থেকে লক্ষীছড়া ট্রাইবেল বেল্ট থেকে ম্যাটেলিং হচ্ছে। কলসীতে সোলিং ম্যাটেলিং এর কাজ চলছে। ঐ মুহুরীপুরে সোলিংয়ের কাজ চলছে। গ্রামের উন্নতির জন্য এই সরকারের যে প্রচেষ্টা গ্রামের মানুষ সেটাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গতবার খুব হৈ হোল্লুড় করেছিলেন এয়ার কণ্ডিশান গাড়ীর কথা নিয়ে--

এবারতো একবারও বলছেন না? এই যে প্রতিটা কথা আস্তে আস্তে অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে সেই অপপ্রচার সেই অসত্য কথা এই এসেম্বলীতে উনারা বলেন কালের ঘারে আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে। আমি জানি না কেন ঐ সেদিন মাননীয় বিরোধী দলের নেতা নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—পরিমল সরকার মেম্বার ছিলেন, সেদিন সাউথে যাতে টি, আর, টি, সি. বাস না দেওয়া হয় সেই রিপোর্টই উনি করে গিয়েছেন—সেই রিপোর্ট আমরা পড়েছি। আর এখন বলছেন টি, আর, টি, সি'র বাস দিতে হবে। কমিটিতে তিনি সুপারিশ করেছেন যে টি. আর, টি, সির বাস সাউথে দেওয়া হবে না। অপপ্রচারের নমুনা—কেন দেওয়া হবে না। কারণটা কি? সাউথে কি মানুষ নেই? এইভাবে রিপোর্ট করে সাধারণ মানুষের জনজীবনকে স্তব্ধ করেছেন। সাউথের মানুষ টি, আর, টি, সি'র বাস পাচ্ছে না। আমরা দেখেছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেখানে তিনি ঐ বাস মালিক শ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষার জন্য টি. আর. টি. সি'র বিরোদ্ধে বলে গিয়েছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাস বলেছেন সুপ্রীম কোর্টের রুলিংয়ের কথা। কিন্তু রুলিংয়ের ডাইভেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্রমিকের কর্তব্য সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্ট যে রুলিং দিয়েছেন সেটাকে বাদ দিয়ে মাঝখানের একটা কথা উনি বলেছেন। সেখানে সুপ্রীম কোর্টের রুলিং ছিল শ্রমিকেরা দেশের স্বার্থে কাজ করবে এবং শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার জন্য মালিকদের উপর দিয়েছেন—সেটি আমি স্বীকার করি। কিন্তু শ্রমিককেও দেশের স্বার্থ, জাতীয় স্বার্থকে রক্ষার জন্য রুলিং দিয়েছিলেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পর্কে মাননীয় সদস্য বিদ্যা দেববর্মা বলেছেন উনি গ্রামে মফঃস্বলে বিদ্যুৎ দেখেন নি। জানি না উনি শান্তির বাজার গিয়েছেন কি না, জানি না উনি জোলাইবাড়ী গিয়েছেন কি না, জানি না উনি বিশালগড় গিয়েছেন কি না। বিদ্যুৎ কি শুধু আগরতলা সহরেই আছে (ইন্টারাপশান) সরকারের গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ইচ্ছা আছে এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ভাষণেও বলে গিয়েছেন এবং সেজন্যই ডম্বুর প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে। এই ডম্বুর প্রজেক্ট যদি সাকসেসফুল হয় গ্রামাঞ্চলে শিল্পের প্রসার হবে, বেকার সমস্যার সমাধান হবে এই পরিকল্পনাই সরকার নিয়েছেন। উনার কবিতা বলার একটা প্রবণতা গত কিছুদিন থেকে দেখছি। এই কবিতা বলার যে শিক্ষা সেটি এই কংগ্রেস সরকারই দিয়েছেন। কাজেই জানতে হবে, বুঝতে হবে। নিজেরা যে কথা বলছেন সেই কথা শিক্ষা পর্য্যন্ত কংগ্রেস দিয়েছে। আর কি করে বলছেন কংগ্রেস কিছু দেয় নাই যে কথা আমি বলছিলাম, যে চিন্তাধারা নিয়ে উনারা এই হাউসে কথা বলছেন, যে দেশের আদর্শ নিয়ে এই হাউসে কথা বলছেন সেই আদর্শ সেই দেশে আছে কি না, চীনে আছে কি না? কংগ্রেস আর কিছু করুক বা না করুক কংগ্রেস এই দেশের উন্নতি যেমন করেছে, তেমনই করেছে—এই বিরোধী দলের সমালোচনা করার অধিকার কংগ্রেস দিয়েছে তাদের গনতান্ত্রিক অধিকার, কংগ্রেস দিয়েছে তাদের কথা বলার অধিকার, কংগ্রেস দিয়েছে আজকে বিরোধী দলকে সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার অধিকার। কিন্তু সমালোচনা করুন আমাদের আপত্তি নেই—সমালোচনার সংগে সংগে বিধান সভার সদস্য হিসাবে মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়ে এসেছি—তাদের সরকারের কাছে সাজেশান দেওয়া উচিত ছিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা

দেখলাম না—সরকার জানিয়েছেন যে ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষ পাশবুকে টাকা রাখবে। পোষ্টাল ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে টাকাটা জমা হবে তার তিন ভাগের দুই ভাগ আমাদের ঋণ হিসাবে দেবে। এই ঋণ যদি দেওয়া হয় তাহলে আমাদের প্ল্যানিংয়ের বিশেষ সহায়তা হবে। প্ল্যানিংয়ের কাজে বিশেষ সাহায্য হবে। উনারাতো একটি বারও গ্রামে গিয়ে বলেন নি যে আপনারা স্বল্প সঞ্চয় করুন এটা আমাদের প্ল্যানিংয়ের কাজে আসবে, আমাদের দেশ গড়ার কাজে সহায়তা হবে, ত্রিপুরাকে গড়ার কাজে সাহায্য হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে সরকার পশু পালনের জন্য সুচিন্তিত। আজকে গ্রামের মানুষ পশুপালনের জন্য চিন্তিত। কাজেই এইটা অভিনন্দন যোগ্য। গ্রামের কৃষক আজকে আমাদের এখানে ট্রাক্টারের প্রচলন হয় নি, তাই গ্রামের কৃষক লাঙ্গল নিয়ে আমাদের পুরনো প্রথায় চাষ করছেন। কাজেই এই গরুকে এই পশুকে রক্ষা করার জন্য এবং উন্নয়নশীল গরু যাতে আমাদের দেশে আসে সেই চেষ্টা সরকার করে যাচ্ছেন সেইটা অভিনন্দন যোগ্য। আমরা দেখছি গ্রামে গ্রামে পশু চিকিৎসালয় গড়ে উঠেছে কিন্তু যে পরিমাণ হচ্ছে তার চেয়ে বেশী গ্রামের মানুষ চায়। আজকে মানুষের চিকিৎসার জন্য গ্রামে গ্রামে যেমন ডিসপেন্সারী হচ্ছে, আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করবো গ্রামে যাতে এই পশু চিকিৎসালয় আরও ব্যাপক-ভাবে হয়। কারণ চিকিৎসার অভাবে অনেক গরু মরছে এইটা ঠিক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৃষির উপর এই সরকার জোর দিয়েছেন, সমগ্র বাজেটে কৃষি চাষের উপর জোর দিয়ে-ছেন। এইখানে বলা হয়েছে উচ্চ ফলনশীল বীজের সরবরাহ, নিবিড় চাষ সম্পর্কে এবং সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ হবে। সেচ ব্যবস্থা কিছু কিছু হয়েছে গ্রামে, আরও জল সেচের দরকার আছে। আমাদের ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চল আছে যেখানে নদী ও ছড়াকে আমরা সেচের কাজে ব্যবহার করতে পারছিনা। সেই সব জায়গায় সেচ ব্যবস্থা সরকার করেছেন। সেখানে প্রচুর ফসল হচ্ছে তাতে আজকে আমরা ফসল পাচ্ছি যে ফসলের জন্য কৃষক স্বতঃস্ফূর্তভাবে সরকারের কাছে দান করে দেচ্ছেন। কাজেই এবারের বাজেটে চার হাজার জমিতে যাতে সেচের আও-তায় আনা যায় সেই চেষ্টা সরকার করেছেন। তাই আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং গ্রামের কৃষকরা অভিনন্দন জানাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য নৃপেন্দ্র বাবু রাজবাড়ী বিক্রির অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কি না একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন। উনি যে কথা বলেছিলেন রাজবাড়ী সম্পর্কে, রাজার সম্পদ সম্পর্কে, উনি কার প্রতিনিধিত্ব করেছেন বিটান সভায় কি সাধারণ না রাজা মহারাজার প্রতিনিধিত্ব করেছেন, এইটা অত্যন্ত স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে আস্তে, আস্তে। কাজেই সাধারণ মানুষের কথা উনি চিন্তা করছেন না, রাজা মহারাজা, জোতদার তালুকদার উপচাতার কথা উনি চিন্তা করছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বন্যা নিয়-ন্ত্রণের কথা বলছি। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার কুমার ঘাট, কাঞ্চনপুর এবং আরও কয়েকটা জায়গায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা নিয়েছেন। তাছাড়া আগরতলা, খোয়াই, কৈলাসহর, সোনামুড়া, বিলোনীয়ায় বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য বাঁধ নির্মান করা হচ্ছে এবং হয়েছে। যে সব বাঁধ হয়েছে তা না হলে বিলোনিয়া টাউন উড়ে যেতো। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে সরকারের

প্রচেষ্টা আছে, উনারা স্বীকার করছেন না কেন? যে উনারা প্রতিটি পয়েন্ট বলছেন যে সরকার যা করছেন, সরকার সাধারণ মানুষের জন্য যা করছেন এই সম্পর্কে উনারা কোন কথা বলেন না, শুধু নাই নাই। স্বাস্থ্যের জন্য গ্রামে গ্রামে ডিসপেন্সারী করা হয়েছে। তাছাড়া এই সরকার বর্তমান বৎসরে আরও ১০টি ডিসপেন্সারী গ্রামে করবেন এবং সেখানে যে ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেইটা অত্যন্ত অভিনন্দন যোগ্য। গ্রামের চিকিৎসার অভাবে কষ্ট পাচ্ছে এই সমপর্কে এই সরকার সজাগ তাই গ্রামে চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য হলো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৪—৭৫ সালে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য এই সরকার একটা হসপিটাল উন্নতির কথা চিন্তা করছেন। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বন সমপর্কে উনারা ক্ষেপ্পা। ত্রিপুরার বন সমপদ হচ্ছে সবচেয়ে বড়। ত্রিপুরার আয়ের একমাত্র পথ হচ্ছে বন। সেখানে রাবার চাষ হচ্ছে, সেই রাবার ত্রিপুরার আগামী দিনের ভবিষ্যত গড়বে, ত্রিপুরার আগামী দিনের যুবকের একটা কর্মসংস্থানের পথ খুলবে এই রাবার চাষ। কাজেই রাবার চাষ যাতে সরকার আরও ব্যাপকভাবে করেন তার জন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করবো। কিন্তু শুধু রাবার করলে হবে না সেখানে। অন্যান্য মূল্যবান জিনিষ যাতে সরকার করেন এবং যে সব জায়গা পড়ে আছে সব জায়গা আছে চাষের যোগ্য কৃষকদের কাছে যাতে এই সমস্ত জায়গা ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট ছেড়ে দেন। কিন্তু বিরোধী দলের নেতা নৃপেন্দ্র বাবু বলেছেন প্রচুর জায়গা আছে বন করতে হবে, আর সেখানে টীলা আছে, সেইটা জুম চাষের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। আমার কথা হচ্ছে সেইটা ঠিক নয় এমন জায়গায় রিজার্ভ করা হোক যার থেকে আমরা পাই ত্রিপুরার অর্থনৈতিক সাহায্য। ত্রিপুরার প্রচুর জায়গায় বন করে কোন লাভ হবে না। উনি একটা দৃষ্টি কোন থেকে বলেছেন যে ত্রিপুরার বন জঙ্গল ধ্বংস হয়ে যাক্ ত্রিপুরা ধ্বংস হয়ে যাক, ত্রিপুরার মানুষ না বাঁচুক এই পরিকল্পনা তিনি নিয়েছেন যাতে মানুষ আস্তে আস্তে অভাবের দিকে। এই সরকার চায় ত্রিপুরার মানুষ যাতে সুখস্বচ্ছন্দে থাকে, ত্রিপুরার কৃষক যাতে উপকৃত হয় ত্রিপুরার বেকারের যাতে কর্মসংস্থান হয়, সেই দিক থেকে এই বাজেট যা আমাদের হাউসের সামনে রেখেছে আমি সেইটাকে সমর্থন করছি এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার শ্রীতাপস দে

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট বিধানসভায় পেশ করেছেন আমি তা সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য সুরু করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই বাজেট নিয়ে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলেছেন যে বাজেটে কিছু নেই, কিছুই করা হয় নি, তাই আমাকে বলতে হয় বনের জন্তুরা যেমন নারিকেলের ভিতরে যে অংশ আছে সেইটা দেখেই, উপরটা দেখেই যেমন মনে করে এইটা কাচিম তেমনি ওরা বাজেটটা না দেখেই বলছেন কিছু হয় নি, কিছু করা হয় নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষের সদস্যরা আজকে যেভাবে সরকার পক্ষের বাজেট সমালোচনা করে বলেছেন যে ভারতবর্ষে পৃথিবীতে সব চেয়ে ধনতান্ত্রিক দেশ এবং ভারতের গড় আয় সব চেয়ে কম, এককথায় ভারতবর্ষ অনগ্রসর দেশ। আমি ঠিক তাদেরই মার্কসবাদী "সোভিয়েত দেশ" একটা পত্রিকার "সুখের ছায়ায়" নানা পরিসংখ্যানের সাহায্যে

প্রমাণ করেছেন যে মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে মার্কসবাদী চীন পৃথিবীতে সকলের নীচে পড়ে আছে। "সোভিয়েত দেশ" এই পত্রিকায় বলেছিলেন যে মার্কসবাদী শাসন ব্যবস্থায় শিল্প শ্রমিকদের মজুরী কমে গেছে এবং পাশাপাশি অত্যাবশ্যক পণ্যের দাম বেড়ে গেছে। শ্রমিকরা বেতন নিয়ে বাড়ীতে যেতে পারে না। চীনের মাথাপিছু খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৭২ সালে দেখা যাচ্ছে ১৯৫৮ সালের উৎপাদনের চেয়ে কম। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মার্কসবাদী চীনের বিদেশ মন্ত্রী মাওসেতুংকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে অভিহিত করেছেন। কাজেই আমার মনে হয় ওরা শুধু বক্তব্যের খাতিরে বলছেন আসলে ওরা চীনের অথবা রাশিয়ার কারোর না। আজকে ওঁরা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছেন আমাদের মার্কসবাদী দল, ওরা না জেনে-শুনে ওদের বক্তব্য রাখার চেষ্টা করছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা গত বাজেটে বলেছিলাম শিক্ষা সম্পর্কে যে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেগুলি চলে সেইগুলি সরকার যেন নিজের হাতে নিয়ে নেন। অতি আনন্দের সংবাদ যে সরকার কিছুটা নিয়েছেন কিন্তু অত্যন্ত ক্ষোভের সংগে বলতে হয় যে ছাত্র আন্দোলনের যে পুরোনো রামঠাকুর পাঠশালা, ওটাকে তার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমি এতটুকু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে আমি আশা করব রামঠাকুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যেন এটার সংগে ইনক্লুড করে ছাত্রদের যে দাবী, সেই দাবী যেন স্বীকার করে নেওয়া হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গতবারে আমরা বলেছিলাম ফিজিক্যাল এডুকেশানকে শিক্ষার সংগে এক করার কথা, কম্পালসারী করার কথা তাও আমার সরকার করেছেন। আজকে আমরা দেখছি বছর বছর শুধু বেকার বাড়ছে—শিক্ষিত বেকার বাড়ছে এবং কর্মসংস্থানের পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু এর যদি কারণ বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে দেখা যায় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাই তার প্রথম এবং প্রধান কারণ। আজকে যে শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে, সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু সার্টিফিকেট প্রডিউসিং অথবা কিছু কেরাণী প্রডিউসিং ফ্যাক্টরী না বলে উপায় নেই। আমি আবেদন রাখব শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে জব অরিয়েন্টেড শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয়। আজকে সরকার ষ্টাইপেণ্ড বিভাগে যারা শিক্ষায় অনগ্রসর, যারা নাকি লোয়ার ইনকাম গ্রুপ তাদের এল, আই, জি. ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন কিন্তু এল আই, জি, ষ্টাইপেণ্ডের যে লিমিট করা হয়েছে, ২ হাজার টাকা, সেটাকে বাড়িয়ে যাতে চার হাজার টাকা করা হয় তার জন্য আমি সরকারের কাছে আবেদন রাখব। কারণ তা না হলে আজকে ফোর্থ ক্লাস এমপ্লয়ীরাও এই ষ্টাইপেণ্ড থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষা ব্যাপারে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, শিক্ষা দপ্তর এমন একটা চক্রে রূপান্তরিত হয়েছে, যেখানে আমি জানি না মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না, আমি জানিনা চীফ মিনিষ্টার জানেন কিনা, সেখানে আজকে যদি মন্ত্রীও কোন লোককে ট্রান্সফারের কথা বলেন, সেখানে ধামা চাপা পড়ে যায় কিন্তু কিছু একটার মাধ্যমে বা অফিসারের মাধ্যমে বা কেরাণীর মাধ্যমে হলে পরে সংগে সংগে বদলী হয়ে যায়। আগরতলা শহরে চার পাঁচ জন করে শিক্ষক সারপ্লাস, আর মফঃস্বলে শিক্ষকের অভাবে ছাত্ররা ডিসকারেজ হচ্ছে শিক্ষার ব্যাপারে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যদি আমরা গণতান্ত্রিক সমাজবাদের কথা বলি, আজকের এই যে অভিশাপ নিরক্ষরতা দূর করা যদি না যায়, তাহলে আমার সন্দেহ রয়েছে আমরা কতটুকু সেটা বাস্তবায়িত করতে

পারব এবং কতটুকু গতিশীল হব। আজকে রয়েছে এভাল্ট লিটারেসী সেন্টার, জানিনা আমার পরিসংখ্যান ঠিক হবে কি না, সেখানে ৬০৭টি সেন্টার রয়েছে, অথচ তাদের যে প্রভাকশান, তাদের যে এচিভমেন্ট খুবই নগণ্য। সরকার যে হারে টাকা খরচ করেন, তার তুলনায় সেটা অনেক কম! মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সবগুলি ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কেই অভিযোগ রয়েছে, সেগুলি বলে শেষ করা সম্ভব নয়। বললে হয়তো মহাভারত রচনা হতে পারে, সুতরাং আমি খুব সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি।

আজকে যদি কো-অপারেটিভ সম্পর্কে বলতে হয়, তাহলে বলতে হবে যে কো-অপারেটিভে যে টাকা দেওয়া হয়েছে, ডিপার্টমেন্ট যে টাকা খরচ করছে, আজকে প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে অনেক কো-অপারেটিভ লিকুইডেশানে উঠেছে শুধু দলাদলি, গুপ গোষ্ঠির স্বার্থে এবং অন্যান্য কারণে। আজকে কো-অপারেটিভ, পঞ্চায়েত সি, ডি, এইসব সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, আজকে সরকার যে টাকা খরচ করেছে তা এনকোয়েরী করে দেখা দরকার আমরা কতটুকু এচিভ করেছি।

আজকে পূর্ত বিভাগ সম্পর্কে বলা হয়েছে রাজ্যপালের ভাষণে যে গণ্ডাছড়ায় প্রকল্পে যে টাকা ধরা হয়েছে সেটা খরচ করা যায় না অথচ বন্যার প্রকল্পে আজকে আমাদের সরকার খুবই বেকায়দায় পড়েছেন এই বন্যা নিয়ে। আজকে বিদ্যুৎ সম্পর্কে বলতে গেলে এইটুকু বলতে হয় যে আমাদের যে ডুম্বুর প্রজেক্ট আজকে এতদিনে শেষ করার কথা ছিল, কিন্তু তা আজ পর্যন্ত শেষ হয়নি, জানি না কবে পর্যন্ত শেষ হবে। বিদ্যুৎ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাদের ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এ্যাপ্লায়েড ইকনমিক রিসার্চ-এর টেকনিক্যাল সার্ভের কথা উল্লেখ করতে হয়, সেখানে বলা হয়েছে যে—'the Development programme should include construction of small Hydel Project during 3rd Plan to make Hydro power available. The site for the station may be either Gumti or Khowai river.

'Macro-hydro sets of 5 to 10 Kilo wats can be installed in the entire territory in such suitable places where small natural falls can be in harness and in such places which cannot be connected with the main rib in the Territorry. আজকে দেখা যায় বিদ্যুৎ সংকটের ফলে আমরা শিল্প করতে পারছি না, আজকে দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে যে আমাদের প্রসিডিংস পর্যন্ত আজকে ঠিকমত পাচ্ছি না। আজকে থার্ড প্ল্যানে যেটা করার কথা ছিল, আজকে সেটা যদি শেষ হতে পারত, তাহলে আমার বিশ্বাস আজকে আসামের উপর নির্ভর করতে আমাদের হতনা, আজকে বিদেশের কাছে আমাদের মাথা নত করতে হত না, আজকে বিদ্যুতের দিকে অন্ততঃ কিছুটা আমরা এগিয়ে যেতে পারতাম। কাজেই আমার মনে হয় এই যে বইগুলি, সার্ভে রিপোর্টগুলি দেওয়া হয়, সেইগুলি পূর্ত দপ্তর ঠিকমত পড়েন কি না আমার সন্দেহ রয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের কৃষির কথা বলা হচ্ছে যে আমরা কৃষিতে অনেক অগ্রসর হব বা অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু আমি একটা ছোট্ট ঘটনা দিয়ে বলি যে কিছুদিন আগে জোলাইবাড়ীতে একটা আলুর ক্ষেতে পোকা ধরেছিল। এফ, সি, আই'র জনৈক ভদ্রলোক সেটাকে দেখে বললেন এটা পোকা ধরেছে। কিন্তু জনৈক সাংবাদিক যখন আমাদের ডিপার্টমেন্টের সংগে যোগাযোগ করলেন, আমার

ডিপার্টমেন্ট বললেন, না এটা কিছুই না, অথচ রিচার্স করে পরে দেখা গেল যে, হ্যাঁ এমন পোকা ধরেছে যার ফলে আলুর ফলন কম হবে সেই সংগে এখানকার সদস্যরাও একই কথা বলছেন যে আগামীতে আলুর উৎপাদন কমে হবে। আমরা বছর বছর টাকা খরচ করি, বড় বড় ডিপার্টমেন্ট করি, বেশী পয়সা দিয়ে অফিসার রাখি, কিন্তু সাধারণ মানুষের ফসল পোকার আক্রমন থেকে রক্ষা করা, সেটা আমরা পারছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হর্টিকালচারের কথা বলা হয়েছে। আজকে দেখা যায় গভর্ণর খাদ্যের কথা বলেছেন কিন্তু নর্থ ডিসট্রিক্টে আমি যতটুকু জানি, কতগুলি লেবুর বাগান, আজ সেখান থেকে প্রায় দুই লক্ষ, আড়াই লক্ষ টাকার লেবু নষ্ট হয়ে যায়, সেটা প্রিজার্ভেশানের পথ নাই। আমাদের এখানে আনারস, লিচু, কাঠাল সেইগুলি ঠিকমত ব্যবহার করা যায়, তাহলে আমার বিশ্বাস ছোটখাট ইণ্ডাষ্ট্রি করলে পরে আজকে যেটা সবচেয়ে প্রয়োজন ভিলেজ ইকনমিকে এনকারেজ করা, ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রিকে ষ্ট্রেংদেন করা, সেইদিকে সরকার আরও বেশী নজর দেওয়া উচিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এখানে ইণ্ডাষ্ট্রী হউক, এ্যাগ্রিকালচার হউক, আমাদের এখানে টী বাগান রয়েছে সেইগুলি প্রায় আজকে নিঃশেষ হওয়ার পথে। কতকগুলি বাগানতো নামে মাত্র রয়েছে সেই নিয়ে আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। চা বাগান সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় যে চা বাগানের মেনেজমেন্ট ইজ নট ইনটারেসটেড টু গ্রো টি ইণ্ডাষ্ট্রি ইন ত্রিপুরা। আজকে দেখা যায় চা-বাগান সম্পর্কে এই বইতে রয়েছে যে লেবারের সংখ্যা কম যার ফলে চা-উৎপাদন কম হয়। আজকে দেখা যায় যে কোন সার্ভে করা হয় নি, কোনও সয়েল টেষ্ট করা হয় না, কোন রিফিলিং নাই। আজকে দেখছি যে একটা প্রস্তাবও হয়েছিল কো-অপারেটিভ বেসিসে একটা বা কয়েকটা বাগান নিয়ে একটা ফেক্টরী করা হবে ফর এনকারেজিং দি স্মল টি গার্ডেনার্স। তাও হয় নি। আমি আরও দেখছি এখানে একটা ইকনোমিক সার্ভে ব্যবস্থা রয়েছে, এটাকে কেন যে ঠিকমত করা হচ্ছে না, তা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। আর একটা আশ্চর্য্যের কথা বলি, যদি সত্য হয়, আজকে আমাদের দেশের কিছু তরুণ বৈজ্ঞানিক/ইঞ্জিনীয়ার একটা জিনিষ আবিষ্কার করেছে--হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দিয়ে যে একটা পাওয়ার হয়, যেটা দিয়ে পেট্রোলের কাজও চলতে পারে। আমি ওদের একজনের সংগে আলাপ করেছিলাম, ওরা বলেছে যে ডি, সির কাছে গিয়েছিলাম, ডি, সি, নাকি তাদের ইন্টারভিয়্যু পর্য্যন্ত নেন নি। তারপর ওরা ডি, সিকে একটা চিঠি দিয়েছিল, সেটারও কোন অনার দেওয়া হয় নি, অর্থাৎ তাদের চিঠিটার কোন রিপ্লাই দেওয়া হয় নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা যদি সত্য হয়, তাহলে এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে আজকে যেখানে ইণ্ডিয়াতে অথবা সারা বিশ্বের মধ্যে তেলের ক্রাইসিস, সেখানে অবহেলিত ত্রিপুরার বিজ্ঞানিরা আজকে যে জিনষটা ইনভেন্ট করেছে, সেটাকে এনকারেজ করার কথা, কিন্তু সেটাকে এনকারেজ না করে সেটাকে ডিস্কারেজ করা হচ্ছে। দুঃখের বিষয় আমার গভর্ণমেন্ট অথবা ডি, সি'র কাছে তারা গিয়েছিল কিছু সাহায্য সহায়তার জন্য, সেই সাহায্য সহায়তা না করে তাদেরকে ডিস্কারেজ করা হয়েছে। আর অন্য দিকে ওরা যেখানে ফরেইন এম্বেসীগুলিতে চিঠি দিয়েছিল, সেগুলির জবাব পেয়েছে, ওরা তাদেরকে ইনভাইট করেছে ওদের জিনিষটা পাঠানোর জন্য। এটা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার যেখানে আমাদের দেশের ইঞ্জিনিয়াররা একদিক

চাকুরী করে অন্য দিকে সারা দিন খাটুনি খেটে যে জিনিষটা ইনভেষ্ট করেছে, সেটাকে আমরা যেখানে এনকারেজ করার কথা, যেখানে শুধু মাত্র ত্রিপুরাই নয়, ভারতবর্ষের একটা বিভিনিয়ার প্রশ্ন বিশেষ করে যেখানে নাকি বিশ্বব্যাপী তেলের ক্রাইসিসের মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা একটা নজীর সৃষ্টি করেছে, সেখানে আজকে তাদের প্রতি অবহেলা, তাদের প্রতি আজ ডিস্কারেজমেন্ট। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য কালিবাবু সেদিন কয়লা খনি নিয়ে যে কথা বলেছেন, আমি দেখছি এই সার্ভে বইতে আছে—"clay deposits are extensive··· had been reported.

অথচ আজ যাবধি এটার কোন সার্ভে করা হয় নি যে এগুলি কোথায় কোথায় পাওয়া যাবে। আজকে আমাদের ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রি গ্রো করার জন্য যে জন-শক্তির প্রয়োজন। আমাদের দেশে যে সমস্ত স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রি রয়েছে, কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি রয়েছে, সেগুলিকে বাস্তবায়ণ করার, আর একটু পপুলারেট করার প্রয়োজন রয়েছে। অথচ ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্ট বলতে বুঝা যায় ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল লোন। তাও আবার যারা ইণ্ডাষ্ট্রি করবেন, তারা পাবেন না। আর যাদের ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাদের সংগে যোগাযোগ আছে, উনারা ছাড়া বাকী যারা, তারা ফিনান্সের অভাবে কোন ইণ্ডাষ্ট্রি করতে পারছেন না। এবং দুঃখের বিষয় যে কিছু সংখ্যক আনএ্যামপ্লয়েড, আন-এ্যামপ্লয়েড ওভারসীয়ার/ইঞ্জিনিয়ার সেই ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্টের দরজায় ধর্ণা দিয়েও লোন পান না। লোন পায় কিছু রাজনৈতিক প্রতিভাশালী ব্যক্তি বা কিছু অফিসারদের আত্মীয়-স্বজন অথবা যাদের সংগে আনহলি এ্যালায়েন্স আছে, তারা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা পাট কলের কথা বলছি, কাগজ কলের কথা বলছি এবং সুগার মিলের কথা বলছি। সত্যি আমাদের কিছু বড় বড় ইণ্ডাষ্ট্রি করার দরকার কিন্তু যেখানে বড় ইণ্ডাষ্ট্রি করা একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, সেখানে আমাদের যে সমস্ত স্মল ইণ্ডাষ্ট্রি রয়েছে, কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি রয়েছে, সেগুলিকে যদি আর একটু পপুলারেট করা যায় বা ফিনান্সিয়েল হেল্প দেওয়া যায়, তাহলে আমার বিশ্বাস যে আমাদের ভিলেজ ইকনোমি আরও কিছুটা স্ট্রেংদেন হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি আমাদের ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রিকে স্ট্রেংদেন না করা যায়, তাহলে বাজেট বলুন, প্লেন বলুন বা আর যা কিছুই বলুন না কেন, সে টাকাগুলি কর্পূরের মত উড়ে যাবে, সাধারণ মানুষের ভোগে সেগুলি লাগবে না। আজকে স্বাস্থ্য দপ্তর সম্পর্কে বলতে গিয়ে, এই জি, বি এবং ভি, এম, হাসপাতাল সম্পর্কে আমরা বার বার বলেছি যে সেখানে ডাক্তারদের মধ্যে একটা চক্রের সৃষ্টি হয়েছে, যারা ভিজিট না পেলে অথবা তাদের পেসান্ট না হলে পর কেবিন পান না কিম্বা ভাল ট্রিটমেন্ট পান না। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের এই দিক দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে তিনি যেন এই চক্রটাকে ভেঙ্গে দিয়ে এই মেডিক্যাল এ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্টের দিকে নজর দেন যাতে করে সাধারণ মানুষ এটা থেকে আর একটু বেশী পরিমাণে বেনিফিট পেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীতাপস দে — স্যার, আমাকে আরও ২ মিনিট সময় দিন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে দেখা যায় আমাদের এখানে সি, আর, পি, বি, এম, পি রয়েছে, অথচ আমাদের লোক্যাল বয়েজদের মধ্য থেকে কোন রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে না। আমরা জানি সি, আর, পি, বি, এম, পি যদি রিক্রুটমেন্ট হয়, তাহলে তারা যেখানে পোষ্টিং আছে, সেখান থেকে রিক্রুটমেন্ট করার ব্যাপারে ফার্ষ্ট প্রেফারেন্স দেওয়া উচিত। আমরা বার বার সি,

আর পি এবং বি, এস, পিকে রিক্রুয়েট করা সত্বেও, তারা তা করে না। বরং ওদের দেশ থেকে আবার এখানে চালান করে থাকেন। আর যদি বলি আমাদের এখানে যে সব নেশানালাইজড ব্যাংকগুলি রয়েছে, তার মধ্যেও আমাদের ছেলেরা কোন সুযোগ পায় না। তাই আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি আমাদের এখানকার ছেলেরা যাতে ঐসব ব্যাংকগুলিতে চাকুরীর করার সুযোগ পায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশ সম্পর্কে খুব বেশী না বলে, এটুকু বলা যেতে পারে যে আজকে পুলিশ-এর উপর তলায় যেভাবে ভারী করা হয়েছে, নীচের তলার দিকে নজর কম দেওয়া হয় যে কারণে পুলিশের মধ্যেও একটা বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। আমি আগেও বলেছি, আজও বলছি যে পুলিশ-এর প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তারপর এবারেও বলব রেশন দেওয়ার সম্পর্কে। আজকে দেখা যাচ্ছে আমাদের সরকার ওয়েষ্ট বেঙ্গল পুলিশ এ্যাক্ট অনুযায়ী চলবে এবং পশ্চিমবঙ্গের পুলিশেরা রেসনের সুবিধা পায়, অথচ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশেরা সেই সুবিধা পাবে না আর সেজন্য তাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই একটা বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছে। কাজেই, এই দিক দিয়ে আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তবে আমি শুনেছি যে সরকার নাকি এই বিষয়ে বিবেচনা করছেন এবং আমি আশা রাখছি যে তাদের অবিলম্বে সেটা দিয়ে দেবেন। আজকে আর একটা বিষয়ে দাবী উঠেছে, সেটা হচ্ছে আন-এ্যামপ্লয়েড যারা, অর্দ্ধ শিক্ষিত যারা তাদের কথা। আমরা সরকারকে অনুরোধ করব যে কো-অপারেটিভ সীষ্টেমে পলট্রি করে এবং পিগারী ইত্যাদি করে, তাদের যেন স্কোপটা দেওয়া হয়। আজকে পলট্রি রয়েছে, এ্যানিম্যাল হাজবেণ্ড্রি রয়েছে, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট রয়েছে আমাদের জি, বি, এবং ভি, এম হাসপাতালে যে রেশন সাপ্লাই করা হয়ে থাকে, আমি আগেও বলেছিলাম যে সেটা যেন গভর্ণমেন্ট নিজের দায়িত্বে করেন কারণ তাহলে পরে এ্যানিম্যাল হাজবেণ্ড্রি ডিপার্টমেন্ট সেই সাপ্লাইটা করতে পারে। না হলে আমি জানি যে যে সব জিনিষ সাপ্লাই দেওয়া হয়, সেগুলি অত্যন্ত নিম্ন মানের সাপ্লাই করা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আইন শৃঙ্খলার কথা বলতে গেলে এই কথাই বলতে হয়—মিজোদের কথা। আজকে যেভাবে মিজোরা অথবা রাইভেলড্রি শ্রেণীর লোকেরা ভারতবর্ষকে দখল করবার চেষ্টা করছে, তাদের হাত আজকে ত্রিপুরার দিকেও বাড়িয়ে দিয়েছে। কাজেই ঐ দিক দিয়ে নজর রাখা উচিত, যাতে আমাদের সীমান্ত রাজ্য ভারত-বাংলাদেশ-এর মধ্যে যে একটা মৈত্রী-ভাব আছে, সেটা যেন বজায় থাকে। আজকে আরও দেখা যায় যে বাংলাদেশের টাকার মান এই দেশে এলে পরে অর্ধেক-এর বেশী কমে যায়। যার ফলে সাধারণ বাংলাদেশবাসীর মনে একটা ক্ষোভ সঞ্চিত হচ্ছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে বাট্টার একটা সীষ্টেম রয়েছে, যারা বাংলাদেশের টাকা দিয়ে ইণ্ডিয়ান টাকা নিতে চায়, তাদের অর্ধেকেরও কম টাকা দেওয়া হয়। কাজেই এই যে একটা চক্র চলছে, এই চক্রের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে সরকারের যে পুলিশ বিশেষ করে আই, বি, ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, তাকে সাইন্টিফিক ওয়েতে আর একটু মডারেট করা উচিত। আর সব শেষে বলতে হয়—ওভার টাইমের কথা। এই ওভার টাইম খাতে যে টাকা ব্যয় হয়, সেটা এভাবে ব্যয় না করে নূতন নূতন এ্যামপ্লয়মেন্ট দেওয়া হউক। তারপরও যদি ওভার টাইম দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে সেটাকে ক্যাশ না দিয়ে তার পরিবর্তে ১ দিন, ২ দিন অথবা ৩ দিনের ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক। কারণ আজকে ক্যাশ দেওয়ার যে নিয়ম আছে, সেটা বন্ধ করে ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থা করলে পর অনেক আন-এ্যামপ্লয়েডকে এ্যামপ্লয়মেন্ট দেওয়ার স্কোপ হতে পারে অথবা সেই টাকাটা

আমাদের উন্নয়ন খাতে খরচ করা যেতে পারে। সরকার যে টাকা খরচ করে থাকেন বছরে কোটি কোটি টাকা খরচ করেছেন বলছে, খরচ হয়েছে সত্যি কথা কিন্তু সেগুলি ইউটিলাইজ হয়েছে কিনা সেটা তারা তদন্ত করে দেখেন নি। এগ্রিকালচারাল লোন নিয়ে যে পারপাসে লোন নেওয়া হয় সেই পারপাসে খরচ হয় না। আমি সরকারকে এইটুকু অনুরোধ করব যে, যে পারপাসে লোন নেওয়া হয় সেই পারপাসে যেন খরচ করা হয়। আমি এই বিষয়ে সরকারকে অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করেছেন। যে বাজেট ভাষণ রাখা হয়েছে এতে অনেক বাণী শোনাবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং বাণী শোনাবার চেষ্টা করতে গিয়ে কোথায় ব্যয় সংকোচ করা হয়েছে সেই কথাটাও শোনানো হয়েছে। ব্যয় সংকোচের কিছুটা নমুনা তুলে ধরতে চাই। বাজেট ভাষণে অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে "ভ্রমণ, আতিথেয়তা এবং মটর যান ক্রয়জনিত ব্যয় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করার বিধান রয়েছে"। স্যার, বাজেটে বিভিন্ন ডিমাণ্ডে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা আছে সেগুলি যদি যোগ দিই এক একটা হেড ধরে তাহলে আসল ব্যাপারটা ধরা পড়বে। এই ব্যয় সংকোচের নীতির কথার সংগে মুখ্যমন্ত্রীর আতিথেয়তা, এনটারটেনমেন্ট এ্যাণ্ড হসপিট্যালিটি একসপেন্সে—৭৩-৭৪ এ চার হাজার টাকা বরাদ্দ, ৭৪-৭৫ এ ১০,০০০ টাকা বরাদ্দ। কমছে না বাড়ছে- সেটা তো নিশ্চয়ই আমরা দেখতে পাচ্ছি, আতিথেয়তা কমানো হচ্ছে কি? আমরা ভ্রমণ খরচ যদি দেখি তাহলে দেখব যে ভ্রমণের নীচেই মন্ত্রীরা বহু টাকা ব্যয় করে থাকে এবং ঐ সংগে তাদের জনসংযোগের জন্য যে কত বার কত জায়গায় যেতে হয় তারও ইয়ত্তা নেই। স্যার, ভ্রমণ খরচের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ৭৪-৭৫ সালে বাজেট বরাদ্দ হয়েছে ১৮,০০০ টাকা। অন্যান্য মন্ত্রীদের এষ্টাব্লিশমেন্টের জন্য ৭৫,০০০ টাকা, মুখ্যমন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েট ২০,০০০ টাকা, এই ১,১৩,০০০ টাকা। এছাড়াও ১ নম্বর এবং ২ নম্বর ডিমাণ্ডে আরও যেসব ট্রেভেলিং একসপেনস রয়েছে সেইগুলি ২,৯৩,৫০০ টাকা, মোট ৪,০৬,৮০০ টাকা। সমাজতান্ত্রিক বাজেট? সমাজতন্ত্র কায়েম করছেন মন্ত্রী মহাশয়দের ভ্রমণ দিয়ে। আর ঐ সংগে আমরা আরও দেখছি স্যার, কে কতবার ভ্রমণ করেছে একটা প্রশ্নের উত্তরে বেরিয়ে এসেছে ১৯৭৩-৭৪ সালে এই জনসংযোগের জন্য। মুখ্যমন্ত্রী ২১ বার এবং সবচেয়ে বেশী গিয়েছে দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী এবং মনসুর আলী। বোধ হয় কমপিটিশান দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা। একজন দেবেন্দ্রবাবু ৮২ বার আর মনসুর আলী ৭০ বার। পাল্লা দিয়ে এধরণের জনসংযোগ করে টাকা নষ্ট করা হচ্ছে। যে জনসংযোগের অর্থ যদি হত মানুষের কল্যান তাহলে না হয় কথা ছিল। কিন্তু জনসংযোগের নামে যেখানে যাওয়া হচ্ছে সেখানে জনগণের পকেট থেকে ওঁদের খাওয়ার টাকা আসছে। অথচ তাঁরা জনসংযোগ করে বেড়াচ্ছেন, নিজেদের ট্রাভেল একসপেনস, এই জিনিষটা আমরা বাজেটে দেখছি। অন্যান্য ডিমাণ্ডে যে ভ্রমণ খরচের বিরাট অংক আছে আমি সেই দিকে যাচ্ছি না। কিন্তু সেই দিকে না গেলেও ৯ নম্বর ডিমাণ্ডে সেক্রেটারিয়েটের

বছর আগেও জানা ছিল যে ১৯৭৪ সালে চালু হবে। কিন্তু চালু করার আগে এটা রূপায়নের জন্য বিশেষ কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিছু নেওয়া হয়েছে? ফিজিকেল এডুকেশান, ওয়ার্কাস এডুকেশান এক্ষেত্রে ১০০ নম্বর। এটা রূপায়নের কোন উপায় রেখেছেন তারা? আমি জানি না শিক্ষা মন্ত্রী জানেন কি না ফিজিকেল এডুকেশান এবং ওয়ার্কস এডুকেশানের যে প্রোগ্রাম এবং যে সিলেবাস তার মধ্যে কি কি আছে? বিদ্যালয়ের মধ্যে ক'জন ফিজিকেল এডুকেশান ইনষ্ট্রাক্টার আছেন? আমি জিজ্ঞাস করতে পারি এখানে যে হাই স্কুল আছে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল চলছে তার ওয়ার্কস এডুকেশানের জন্য ক'জন শিক্ষক আছে? কোন ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা তারা করেছেন কিনা আমি সেটি জিজ্ঞাস করছি? কিছু নেই অথচ চালু হয়ে গিয়েছে। চালু করতে হবে চালু হয়ে গিয়েছে। স্যার, এত ত্রুটি রেখে কোন কিছুই আমরা আশা করতে পারি না উনাদের কাছ থেকে। মাধ্যমিক শিক্ষার একটা সিলেবাস করা হল আগ ও নাই পাছাও নাই। প্রাইমারী শিক্ষার সিলেবাস মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য সিলেবাস হয়েছে। তার সংগে কোন মিল রেখে করা হয়েছে? এই ত্রিপুরাতে কি হয়েছে, কত বছর আগে প্রাইমারী সিলেবাস করা হয়েছে এর পর কি কোন সংশোধন করা হয়েছে? সেটাতো হয়নি, কবে হবে? এর পিছনের দিকটা এখনও চিন্তা করা হচ্ছে না। অবশ্য তারা বলবেন যে এটা আমাদের চিন্তা করার বিষয় নয়। কারণ এটা কলিকাতা ইউনিভার্সিটি করবে। এই কথা তারা বলবেন। কিন্তু আমরা বলব শুধু ত্রিপুরা সরকার নয় এই নীতি রূপায়নের মধ্যে এবং প্রগ্রাম ঠিক করার মধ্যে ভারত সরকার এমন কোন উপায় দিতে পারেন কি এমন কোন সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারেন কি যাতে একটা স্তরের সংগে আর একটা স্তরের সঠিক যোগসাধন হতে পারে। এমন যদি না থাকে তাহলে শিক্ষা নীতি শিক্ষার পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই অবস্থা আমাদের দেশে চলছে। আমি স্যার, কলেজের কথা আমি উল্লেখ করেছিলাম। কলেজগুলিতে ভর্ত্তির ব্যবস্থা এবং কলেজগুলিতে যে সাধারণ ঘরের ছেলেরা আসতে পারছে না এবং যারা আসছে গ্র্যাজুয়েশান স্তরে—গ্র্যাজুয়েশান পরীক্ষাও পর্য্যন্ত দিতে পারছে না শেষ পর্য্যন্ত এই জিনিষটাই হল প্রশ্ন। স্যার, আমাকে আরও সময় দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— ৫ মিনিট সময় দিচ্ছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— তখন কলেজে এডমিশানগুলি হয়েছে সেই প্রশ্নের উত্তরে পরে আসছি। সেখানে আমরা দেখেছি যে ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্য্যন্ত হিসাব একটা প্রশ্নের উত্তরে দিয়েছেন—আমি বছর-ওয়াইজ হিসাব বলছি না—মোট ১১,৩০০ এডমিশান পেয়েছে। এর মধ্যে গ্র্যাজুয়েশান ফাইন্যাল একজামিনেশান এপিয়ার করেছে ৬,৯০৮। অবস্থাটা একবার কল্পনা করুন কত বাদ যাচ্ছে। নিশ্চয়ই এটা সংকটের কথা সেই সংকট অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। অপচয় কোন স্তরে নাই। প্রাথমিক স্তর থেকেই সুরু হয়েছে। ৭০ পার্সেণ্ট বাজেট হচ্ছে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা। সেখানে কলেজ এডুকেশান আমরা কি করে আশা করতে পারি। এই অবস্থা যেখানে হয়েছে সেখানে আমরা দেখছি তারা বলছেন আমরা অভিযান চালাচ্ছি। ব্যাপক ছাত্র ভর্ত্তির অভিযান চালাচ্ছি। সামান্য-তম লজ্জাবোধ থাকলেও এই কথা বলা যেত না। স্যার, আমি এই শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে

আরও দুই একটি দিকের কথা উল্লেখ করছি যেটি শিক্ষার কর্মচারী সংক্রান্ত। গতদিন উপশিক্ষা মন্ত্রী একটা প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন স্নাতকোত্তর শিক্ষকদের ২২৫ টাকা স্কেলই দেওয়া হয় ১৭৫ টাকার স্কেল দেওয়া হয় না। এত অসত্য কথা তিনি কি করে বলতে পারলেন আমি জানি না। ইদানিং কালে স্নাতকোত্তর যত শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে সবাইকে দেওয়া হয়েছে ১৭৫ টাকা স্কেল। ২২৫ টাকার স্কেল কাউকেই দেওয়া হয়নি। (ভয়েস—শেষ শেষ একজনের নাম বলেছিলাম—দেবতোষ দত্ত। এক দুইটা কেস নয় আরও বহু রয়েছে এই ধরণের যারা ১০০ ১৫০ স্কেল পাচ্ছে। এখন এই ধরণের অবস্থাতে আমরা কি করে বুঝি যে তারা সুষ্ঠভাবে নিষ্ঠার সংগে একটা দেশের উপকারের জন্য কাজ করছেন। স্যার, ডিফিকাল্ট এরিয়াতে যারা কাজ করছে তাদেরকে ডিফিকালট এরিয়ার অ্যালাউন্স দেওয়া হচ্ছে না। এই ধরণের সংখ্যা ভূড়ি ভূড়ি রয়ে গেছে। আমি দুই তিনটা কেসের কথা এখানে উল্লেখ করছি যেমন সত্যব্রত দাস, যে বিশ্রাবন রিয়াং পাড়ায় ১৯৭- সাল থেকে চাকুরী করছে আজ পর্যান্ত ডিফিকালট এরিয়াতে অ্যালাউন্স পায় নি। হরিদাস সরকার, গোপাল পাড়ার জে, বি, স্কুল, চিন্তাহরণ দেববর্মণ লেউল ছড়া জে, বি, স্কুল কুমার দেববর্মণ পানছড়া জে, বি, স্কুল, নিমাই দেববর্মণ, দসদত্ত। এই কয়েকটা কেস শুধু নয়, আরও বহু কেস আছে, ডিফিকালট এরিয়ার চাকুরী করছে, ডিফিকালট এরিয়ার অ্যালাউন্স পাওয়ার নিয়ম থাকা সত্বেও তাদেরকে বাঞ্চিত করা হয়েছে। এর মধ্যে কেউ কেউ আমি জানি বহু করেসপণ্ডেন্স করেছে এক দুইটা নয়, এমন কি ইন্সপেক্টোরেট থেকে ডাইরেক্টরেট করেসপণ্ডেন্স হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যান্ত তাদেরকে সেই অ্যালাউন্স দেওয়ার নাম গন্ধ নেই। এমন একটা অবস্থা আমরা দেখছি। স্যার, কেবল শিক্ষা ক্ষেত্রে নয় আমরা অন্যান্য জায়গায় যদি দেখি তাহলে দেখবো যে কিভাবে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য নয়, একমাত্র মন্ত্রী এবং উপরতলার কিছু কর্মচারীর জন্য সেই বাজেট রচিত হয়েছে তাদের পকেটে কিছু পয়সা দেওয়ার প্রয়োজন এই জন্যই এই বাজেট রচিত হয়েছে। জনসাধারণের কল্যাণের জন্য যদি হতো তাহলে কল্যাণ মূলক কিছু কাজ তারা হাতে নিতেন। ব্যয় সংকুচের নীতি যেটা ঘোষণা করেছেন বাজেট ভাষণে সেই নীতি তারা গ্রহণ করছেন? স্যার, কি অবস্থা দেখুন। ব্যয় সংকুচের নীতির একটা দিক আমি উল্লেখ করছি। কোথায় ব্যয় সংকোচ করছেন পূর্ত বিভাগ থেকে তো বিভিন্ন বিল্ডিং তুলা হচ্ছে বিভিন্ন অফিস বাড়ীর জন্য, এই সমস্তের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়, ভাংগা বাড়ীতে যে অফিসগুলি থাকে তার পরিমাণ আমি উল্লেখ করছি গত ৩,৬৭,৯১২.৮২ পয়সা ভাড়া দেওয়া হয়েছে বাড়ীর জন্য বিভিন্ন স্থানে এই রকম হয়েছে যে কোন কোন বাড়ীতে একটা অফিস বসিয়ে রাখা হয়েছে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে মালিককে উদ্দেশ্যমূলকভাবে। এই ধরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। স্যার, শিল্প ক্ষেত্রে আমি একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম, ডেভেলাপমেন্ট কমিশনারের, কাণ্ডারী পত্রিকায়, একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন ত্রিপুরার অর্থনীতির ফটো। সেখানে তিনিও স্যার, বহু আশারবাণী শুনিয়েছেন কারণ মন্ত্রী মশায়রা শুনান ডেভেলাপমেন্ট কমিশনার সেখানে না শুনালে চলবে কি করে। তিনি বলেছেন কি, এই তিনটা কলের কথা বলেছেন সেটা আমাদের সুখময়বাবু প্রায়ই শুনান আমাদেরকে এবং বলেছেন আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে মিলগুলির উৎপাদন সুরু

হয়ে যাবে, একমাত্র কাগজের কলেই প্রায় ১৪ হাজার লোক নিয়োগ করা সম্ভব হবে। তারপর দেখুন পাটের কলের ব্যাপারে এমন কোন ব্যবস্থা নাই, এমন কোন পরিবর্তন নাই যার ফলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বেকাররা কাজ পেতে পারে এমন একটা অবস্থা তো আমরা দেখছি। যেমন আজকে হোমগার্ডের বেতন ৯০ টাকা। এই যে পুলিশ কর্মচারীরা রয়েছে নীচের তলায়, আপনি বাবু কিছু আগে বলেছেন, তিনি তো রুলিং পার্টির সদস্য, তিনি বলেছেন যে নীচের তলার অবস্থাটা কি। শুধু, শেষের তিনটা বড় ভয়ংকর সেই দিনটা আসবে। বিচারের ব্যাপারে কথা মনে আছে কি? কিছুদিন আগে পরিবার বেরিয়েছিল ঘর বাড়ী যখন পুড়ছে পুলিশ তুরে দাঁড়িয়ে আছে। তারা সাহায্য চেয়েছিলেন কিন্তু সাহায্য পান নি। বিধানসভায় এসে কেঁদে পড়েছিলেন। মন্ত্রীরা তাই ভবিষ্যতে শেষের দিন যখন আসবে তখন কেউ রক্ষা করবে না। এমন কি যে পুলিশকে দিয়ে তাদের বাড়ীতে চাকর হিসাবে খাটানো হচ্ছে তার ও আসবে না এবং অন্যভাবে তাদের কাছ থেকে ব্যবহার আশা করতে পারেন। এই বাজেটের কোন ভবিষ্যত নেই, এই বাজেট মানুষের কল্যাণের জন্য নয় এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : শ্রীরাইমণি রিয়াং চৌধুরী।

শ্রীরাইমণি রিয়াং চৌধুরী :— মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করি। যে মন্ত্রী, যে অর্থমন্ত্রী বিভিন্ন দিকে লক্ষ্য রেখে যেমন শিক্ষা, কৃষি, জলের সুবিধার জন্য চিকিৎসার জন্য তারপর খাদ্য উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য রেখে বাজেট পেশ করেছেন সেইটা আপনারা বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা যে অর্থমন্ত্রী বাজেট করলো আরও তো আপনারা দাবী করছেন সেই দাবীটা কি দিকে বাজেট করবে সেইটা আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন।

আমি তো বুঝতে পারছি না। এত হচ্ছে না সেই হচ্ছে না, কি ভাবে করলে ভাল হবে, আপনারা যদি বাজেট না মানেন কেন মানেন না আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন, আমি তো লেখাপড়া জানি না। আপনারা কেউ তো আমাকে বুঝিয়ে দেন না কি কারণে বাজেট মানেন না আমি বুঝতে চাই। আমি যদি দেখি আমার ত্রিপুরাতে নানানতন উৎপাদন করে কৃষি উৎপাদন এইটা আমি চাই। আমাদের ত্রিপুরা সরকার অনেক কিছু করেছে। ভারত স্বাধীন হয়েছে ২৬ বছর হয়েছে। এক সংগে তো সব করা যায় না। আস্তে আস্তে হবে। একটা শিশুর জন্ম হলে তার জ্ঞান হতে বেশ কতক বছর লাগে। সেই তদ্রূপ এক সংগে করতে গেলে ব্যবসার দরকার হয় সেইটা আপনারা চিন্তা করেন না। আমাদের ত্রিপুরা সরকারেরও কোন-খানে ভুল হতে পারে, কাজেই ভুল করলে সেই ভুলটা সংশোধন করে নিতে পারে। আপনারা একদিকে দাবী করেন একটা আর অন্যদিকে ধাওয়া করেন, এখানে বিরোধী দলের নেতা মাননীয় নৃপেন্দ্র বাবু বলেছেন যে তুইসিমা কলোনীতে ট্রাইবেল সেখানে কেউ নেই। আপনারা কোনদিন গিয়ে দেখেছেন যে সেখানে ট্রাইবেল নেই। আমরা বলতে পারি সেখানে কি হচ্ছে। তুইসামা কলোনীতে অদ্বৈত চক্রবর্তী নামে একজন সি. পি. এম. ওয়ার্কার, সে সেই কলোনীতে কি করছে আপনারা জানেন? সে সেই কলোনীকে সেখানে ধ্বংস করতে চলেছে। এটাই কি তাদের নীতি? আরেকজন জয়নারায়ণ সাহা বলে একজন কমিউনিষ্ট

কর্মী সে দশদা বাজারে যে একটা কো-অপারেটিভ, সেই কো-অপারেটিভের সমস্ত টাকা লুট করছে, সেই কো-অপারেটিভে কোন টাকা পয়সা থাকে না, সে সেইগুলি নিয়ে যায়, কিন্তু কোন কাজ করে না। তিনি ধানের উপর টাকা দাদন দেন, কিন্তু মাপের সময় সে ওজনে বেশী নিয়ে যায়, ট্রাইবেলরা নিরীহ, তারা কিছু বুঝেনা, সেই জয়নারায়ণ সাহা হচ্ছেন একজন কমিউনিষ্ট লীডার দশদা বাজারে। প্রতি মণে তিনি ১০ কেজি বেশী নিচ্ছেন। এইভাবে মানুষের ক্ষতি করছেন। দশদা বাজারের একটা লোক থেকে জারামনী বাকী নিয়েছে, এখন পর্যান্ত তার টাকা দেন নাই। এই যে নীতি, মানুষকে ধ্বংস করার নীতি এবং তিনি মানুষকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করছেন। আর উনারা কংগ্রেস কর্মীদের নামে কুৎসা রটিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। আমি বুঝি কংগ্রেসও মানুষ, কমিউনিষ্টও মানুষ. যদি কেউ না বুঝে থাকে তাকে বুঝাবার চেষ্টা করুন। আমার যদি অসুবিধা থাকে বিধানসভায় মন্ত্রীর কাছে জানান হবে যে এটা আমার অসুবিধা, সেটা করার জন্য একবার না করলে আবার বলব। কিন্তু শুধু শুধু কর্মচারীদের কেন দোষ দেন, কংগ্রেসকে কেন দেন? কর্মচারীরাতো আমাদেরই লোক, তাদের ভুল হতে পারে। যদি ভুল হয়ে থাকে তা সংশোধন করা যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ত্রিপুরাতে ১৬ লক্ষ লোক বাস করে, সেই লোকের উপকারের জন্য ডুম্বুর বাঁধ দেওয়া হয়। এখন উনারা বলছেন এটা বন্ধ করে দাও। সেই বাঁধের দরুণ যারা উচ্ছেদ হয়েছে, তাদের জন্য সরকার জায়গা বন্দোবস্ত দিয়েছেন, ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন। ক্ষতিপূরণ প্রতি কানিতে এক হাজার দেওয়ার কথা, সেই ক্ষতিপূরণ যদি কেউ না পেয়ে থাকে, তাহলে সেটা সরকারকে জানাতে পারতেন। কিন্তু সেই জায়গা ছাড়ার জন্য তাদেরকে তিন বছর আগে নোটিশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার জায়গা ছাড়ে নাই। এই বিষয় নিয়ে যখন গোলমাল দেখা দিল, তখন আমার কংগ্রেস কর্মীরা গিয়ে দেখে এসেছে তাদের কি কি অসুবিধা আছে এবং সেই অসুবিধাগুলি দূর করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাদের জলের অসুবিধা, রেশনের অসুবিধা, তাদের চিকিৎসার অসুবিধা, তাদের গৃহনির্মাণের অসুবিধা, তাদের স্কুলের অসুবিধা, প্রভৃতি অসুবিধা দেখে সেগুলি দূর করার জন্য সরকার চেষ্টা করছেন। যদি কোথাও ভুল হয়ে থাকে, সেই ভুলের সংশোধন হতে পারে। কেউ যদি চুরি করে, তাহলে তার শাস্তি হবে। তারা পুলিশ চাননা, সি. আর. পি চান না। কারণ সি. আর. পি নাকি দোষ করেছে কিন্তু আমার এলাকার মধ্যে চৈজন লোকের উপর সি. আর. পি অত্যাচার করেছিল, তারা যখন বিচারের জন্য আমার সংগে দেখা করে তখন আমি তাদের নরসিংগড় সি আর. পি. কমাণ্ডান্টের কাছে নিয়ে যাই, তিনি বলেন যে আমরা সে খবর জানি, তখন আমি তার কাছে বিচার করে তার শাস্তি দাবী করি। আমি জোয়ান চাই না বললে হবে না, জোয়ান থাকবে দস্যু দমন করার জন্য, শত্রু ধ্বংস করার জন্য, মানুষকে শান্তি দেওয়ার জন্য, জোয়ান থাকা দরকার। যদি বেড়া ছাড়া ফসল করা যায়, সেই ফসল গরু খাবে। কাজেই জোয়ান না থাকলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। সব মানুষ যেমন ভাল নয়, জোয়ানরা মানুষ, তাদের মধ্যেও ভাল মন্দ থাকতে পারে। তাদেরও ভুলত্রুটি হতে পারে। সেগুলি সংশোধন করা যায়। কিন্তু সমস্ত কিছুর জন্য কংগ্রেস সরকারকে শুধু শুধু দোষ দেওয়া কেন। কংগ্রেস দলের একজন কর্মী দোষ করতে পারে, তারজন্য সমস্ত কংগ্রেস দলই কি দোষী হয়ে যাবে? আমি একজন

কংগ্রেস কর্মী। আমি যদি দোষ করি, আমাকে শাস্তি দেওয়ার বিধান আছে, কিন্তু সেইজন্য সমগ্র কংগ্রেস দলই কি দোষী হবে? তেমনি একজন জোয়ান দোষ করলেই জোয়ান দেশে থাকবে না, সেইটাতো হতে পারে না। আমি দোষ করলে আমার শাস্তি হবে, আমার দোষ সংশোধন করার চেষ্টা হবে, কিন্তু সমস্ত কংগ্রেস দল সেইজন্য শাস্তি পেতে পারে না। কাজেই আজকে অর্থমন্ত্রী যে শিক্ষা, এগ্রিকালচার ইত্যাদির জন্য বাজেট ভাষণ রেখেছেন, আমি সেটা সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Shri Usha Ranjan Sen, Deputy Speaker will now proceed to lay the report of the Business Advisory Committee allocating the business of the House for 29th March, 1974.

Dy. Speaker :— Mr. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table of the House the Report of the Business Advisory Committee allocating the business of the House for 29th March, 1974.

(Copies of the Report were distributed to the Members)

Mr. Speaker :— I would now request Shri Usha Ranjan Sen, Deputy Speaker designated by me to move the motion that this House agrees with the allocation of time proposed by the Business Advisory Committee.

Shri Usha Ranjan Sen :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that this House agree with the allocation of the proposed by the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker :— The question before the House is the motion moved by Shri Usha Ranjan Sen, Deputy Speaker, that this House agrees with the allocation of time proposed by the Business Advisory Committee was put to voice vote and carried.

Now Hon'ble member, Shri Hangshadawaj Dewan please start your discussion.

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট এখানে পেশ করেছে, সেই বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এবং বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এই বাজেটের যে বিরোধীতা করেছেন, সেই সম্বন্ধে আমি কিছু বলব। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা প্রথমে তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে খরার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে খরা ও বন্যার ফলে যে ক্ষতি হয়েছে, সেটা ত্রিপুরার একটা বিরাট ক্ষতি। কিন্তু এর জন্য আমাদের উন্নয়নমূলক কাজেরও যে একটা ব্যাঘাত ঘটেছে, সেটা তার বক্তব্যে অস্বীকার করে গিয়েছেন। এত বড় একটা বাস্তব ঘটনাকে তিনি কি করে অস্বীকার করলেন, আমি তা বুঝতে পারলাম না। তাছাড়া আমাদের খাদ্যনীতি সম্পর্কে এই বাজেটের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আরও কয়েকটা মন্তব্য করেছেন, যেমন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের খাদ্য-নীতি, সেই সম্পর্কে নানারকম মন্তব্য করেছেন, মন্তব্য করেছেন যে খাদ্য সংগ্রহ যেখান থেকে করা হয়েছে অর্থাৎ যে সমস্ত গ্রাম থেকে খাদ্য সংগ্রহ করা হল, সেগুলি কেন ঐ সব গ্রামের মধ্যে রাখা হয় না? কিন্তু কোন সরকারের পক্ষে যেখান থেকে খাদ্য সংগ্রহ

করা হল, সেখানে গুদাম ঘর তৈরী করে সেই সংগৃহীত ধান চাউল সেখানে সংরক্ষিত করা সম্ভব নয়। সরকার যেখানে এই সমস্ত সংগৃহীত ধান চাউল উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করা যায়, সেখানেই গুদামজাত করেছেন। কিন্তু এতেও তাদের নানা রকম সন্দেহ হচ্ছে, এটা তাদের বক্তব্যের মন্তব্যগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে। আসল কথা হল, আমার মনে হয় উনারা ভয় পাচ্ছেন যে সরকারের হাতে যদি খাদ্য মজুত থাকে, তাহলে তারা আর দলবাজী করতে পারবে না। দেশের মধ্যে সরকার যদি মানুষকে ঠিকমত তাদের খাদ্য দিতে পারেন, তাহলে উনাদের দলবাজী করা চলবে না, সেজন্যই বোধ হয় তারা সরকারের এই খাদ্য নীতির সমালোচনা করছেন। তারপর উনি তাঁর ভাষণের মধ্যে শিশু খাদ্যের কথাও উল্লেখ করেছেন। আমি জানি, আমাদের এই জন দরদী সরকার, গরীব যারা, আমাদের দেশের গরীব মানুষ যারা, তাদের ছেলে-মেয়েদের খাওয়ানোর জন্য জায়গায় জায়গায় নিউট্রেশান স্কীমে ফিডিং সেন্টার খুলেছেন। কারণ আমার ত্রিপুরা সরকার জানেন যে বড় লোকের ছেলেরা সকালে ঘুম থেকে উঠে নানা রকমের খাওয়ার খেতে পারেন, কিন্তু যারা গরীব মানুষ তাদের ছেলেরা কোন কিছুই খেতে পায় না এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই জনদরদী কংগ্রেস সরকার গরীব এলাকা দেখে, বিশেষ করে ট্রাইবেল এলাকা দেখে সেই সব ফিডিং সেন্টারগুলি খোলেছেন এবং সেখান থেকে ট্রাইবেল ছেলেমেয়েরা পুষ্টিকর খাওয়ার পাচ্ছে। কিন্তু তারা এক দিক দিয়ে বলবেন গরীবের কথা, অন্য দিক দিয়ে সরকার যদি সেই গরীব মানুষের সহায়তার জন্য যদি কোন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান করেন, তাহলেও তারা সেটার সমালোচনা করবেন। তারা আবার এখানে বলছেন শ্রমিকদের কথা। শ্রমিক সম্বন্ধে আমাদের কংগ্রেস সরকার কি করছেন, সেটা বোধ হয় তারা খবর রাখেন না। এই শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য আমরা দেখছি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বেশ কয়েকটা কমিটি করা হয়েছে এবং সেখানে যারা কৃষি শ্রমিক তাদের কথা পর্যান্ত আমার সরকার চিন্তা করছেন। এটা আমি বিভিন্ন জায়গাতে ঘুরে দেখেছি, বিশেষ করে মাননীয় বিরোধী দলের নেতার কনষ্টিটিউন্সী আশারাম-বাড়ীতে। তারই জন্য আমাদের সরকার কৃষি শ্রমিকদের মজুরীর হার কত হতে পারে, সেই বিষয়েও চিন্তা করছেন। আজকে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের চা-বাগানের শ্রমিকেরা এবং কৃষি শ্রমিকেরা দৈনিক ৩/৪ টাকা করে মজুরী পাচ্ছে। সরকার কর্তৃক এই নির্দিষ্ট রেট ফিক্সড করে দেওয়া হয়েছে বলে আজকে প্রত্যেকটি কৃষক পরিবারকে এই হারে মজুরী দিতে জোত-দারেরা পর্য্যন্ত বাধ্য হচ্ছে। সেজন্য বলি যে আমাদের সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত রকম শ্রমিকদের জন্যই চিন্তা করছেন। আর পুলিশ বাজেট দেখলেই উনারা আতঙ্কিত হয়ে যান। তারা পুলিশ বাজেট দেখলে এত ভয় পায় কেন, আমি কিছু বুঝি না। আমি জানি যে পুলিশকে তো ভাল মানুষ যারা, তারা ভয় পায় না। কিন্তু তাদের ভয় পাওয়ার কারণটা কি? আমি জানি যে যারা চুরি করে, ডাকাতি করে, বদমায়েসী করে অথবা দুষ্ট চরিত্রের লোক, তারাই পুলিশকে ভয় করে। ভাল মানুষ তো ভয় পেতে পারে না। তাদের তো ভয় পাওয়ার কোন কারণই থাকতে পারে না। সরকারের এই পুলিশ বাজেট থাকে কেন? আমাদের পুলিশ কাকে সাহায্য করে? আমাদের পুলিশ যাদের বাড়ীতে চুরি হয় কিম্বা ডাকাতি হয়,

তাদেরকে সাহায্য করে, আর সমাজের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করে আর সমাজের মধ্যে যাদের উপর অত্যাচার হয়, অনাচার হয় তাদেরকে সাহায্য করার জন্য আমাদের পুলিশ সব সময়ে এগিয়ে যায়। কিন্তু শান্তি রক্ষার জন্য এই যে পুলিশ বাজেট সরকার এখানে এনেছেন, এটারও তারা নানা রকম বিরূপ সমালোচনা করেছেন। ভাল মানুষদের তো এই পুলিশের প্রতি খারাপ মন্তব্য করার কোন কারণ থাকতে পারে না। কাজেই তাদের এই সব মন্তব্য এর মধ্যে কোন যুক্তি নাই, তারা শুধু বিরোধীতা করার জন্য এই বাজেটের বিরোধীতা করতে গিয়ে এই সমস্ত মন্তব্য রেখেছেন। তবে সরকারের নীতির মধ্যে হয়তো কোথাও কোথাও ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে, এটা আমি অস্বীকার করি না। সেজন্য আমি উনাদেরকে অনুরোধ করব য এই বাজেটের বিরোধীতা না করে যেগুলি বাস্তব সত্য এবং যে কাজগুলি করলে পর জনসাধারণের উপকার হবে সেই রকম সাজেশান আপনাদের রাখা দরকার। কারণ জনপ্রতিনিধি হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্যের সংখ্যুরের মানুষের কল্যাণের জন্য সরকার যে কাজগুলি করতে চাইছে বা করছে, তার মধ্যে যদি কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে, তাহলে সেগুলি আপনার সরকারের সামনে তুলে ধরুন। কিন্তু আপনারা তো সেই রকম কিছু করছেন না? আপনাদের মুখে শুনছি কেবল কিছুই হচ্ছে না, কিছুই হচ্ছে না—গত ২৬ বছরের মধ্যে কিছুই হল না। এই যদি আপনারা বলেন তাহলে ত্রিপুরার মানুষ সেটা কখনও স্বীকার করবে না, কারণ সরকার কি করছে না করছে, সেগুলি কি ভাল না মন্দ তারও সাক্ষী তারা দেবে। ভারতবর্ষের মানুষ এটা স্বীকার করবে। এটা তো জনতা সাক্ষী, ত্রিপুরার ১৫ লক্ষ মানুষ সাক্ষী। স্বাধীনতার পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কি ছিল? রাস্তা-ঘাট স্কুল কলেজ পানীয় জলের ব্যবস্থা কি ছিল? সব দিক দিয়ে দেশের মানুষ সাক্ষী। কংগ্রেস সরকার কিছু করেছে কিনা সেটা ত্রিপুরার জনতাই সাক্ষী দিবেন। তারা বললে তো চলবে না। কাজেই এই যে বিরোধীতা করেছেন তারা সেটা আমি স্বীকার করতে পারি না। বাজেটে যা আছে সেটা আমি স্বাগত জানিয়ে এই বাজেটের যে সব টাকা এবং যে পরিকল্পনা করা হয়েছে সেগুলি যদি ঠিক ঠিক ভাবে রূপায়িত হয় সেজন্য সরকার এবং মন্ত্রী মণ্ডলীর কাছে কয়েকটা প্রস্তাব রাখব। এই যে জুমিয়া পুনর্বাসন, সরকারের পরিকল্পনা অত্যন্ত সুন্দর। আজকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দিনে ৫০০ টাকার জুমিয়া পুনর্বাসন হয় না সেটা সরকার উপলব্ধি করে ১৯১০ টাকার যে পরিকল্পনা করেছেন সেটা অত্যন্ত সুন্দর। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে সমতল ভূমি বা লুঙ্গা জমি না থাকায় তাদের টিলা জমিতে পুনর্বাসন দিতে হচ্ছে এবং তার জন্য হরটিকালচার স্কীমের কথা ভাবছেন। সেই বাজেটে যে টাকা এর জন্য ধরা হয়েছে সেই টাকা যেন সঠিক ভাবে খরচ হয়। একটা জুমিয়া পরিবারকে যদি পুনর্বাসন দেওয়া হয় হরটিকালচার স্কীমে তাদের যদি ঠিক সময়ে জঙ্গল কাটার টাকা না দেওয়া যায় তাহলে তাকে শুধু টাকা দিয়ে কিছু লাভ হবে না। আমি দেখেছি আনারসের যে টাকা দেওয়া হয় ব্লক থেকে অনুদান দেওয়া হয় সেটা এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে দেওয়া হয়। এই আনারসের চারা পৌঁছতে পৌঁছতে আশ্বিন কার্তিক মাসে গিয়ে পৌঁছে। তাতে অনেক চারা নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য আমি বলছি ঠিক সময়ে যাতে নাকি আনারসের চারা, আমের চারা,

লেবুর চারা দেওয়া হয়। জঙ্গল কাটার সময় হল পৌষ মাঘ মাস। কিন্তু যদি সেই টাকা আষাঢ় মাসে দেওয়া হয় তাহলে কি জঙ্গল কেটে চাষ করতে পারবে? সেজন্য সরকার এবং ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে তারা যাতে চারা এবং টাকা ঠিক সময়ে দেয়।

আর একটা দেখছি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট। ত্রিপুরার সংরক্ষিত বন বিভাগ। একটা হল রিজার্ভ ফরেষ্ট, আর একটা হল প্রটেক্টেড ফরেষ্ট। এই যে প্রটেক্টেড ফরেষ্ট, এর যে আয় তার জন্য ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। ফরেষ্ট আমি চাই, বন না থাকলে মানুষ বাঁচতে পারে না, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসতে পারে বন না থাকলে। কাজেই বন থাকুক আমি চাই কিন্তু দেখা গেছে এই যে প্রটেক্টেড ফরেষ্ট, বহু পুরানো জায়গা, এমন খাস জায়গা সরকারের কাছে বন্দোবস্ত হয়েছে বার বার। কিন্তু সেই জায়গা খাস আবাদ করলেই বন্দোবস্ত না পাওয়ার জন্য সেখানে গাছগুলিতে তাদের অধিকার নাই। তারা হয়ত নিজের হাতে গাছগুলি রোপন করেছে। আজকে জুমিয়া পুনর্বাসন এর ব্যাঘাত হচ্ছে এই ফরেষ্টের জন্য। আমি জানি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে, তারপর ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার থেকে, তারপর সেটেলমেন্ট থেকে, তিন বিভাগ থেকে একত্র হয়ে হয়ত একটা কমিটি আছে সেই কমিটি যুক্তভাবে এনকোয়ারী করে যদি রিপোর্ট না দেয় তাহলে কোন জুমিয়া পুনর্বাসনের পরিকল্পনার প্রস্তাব সেখানে করতে পারে না। সেজন্য নানা রকম ব্যাঘাত হচ্ছে। আমার প্রস্তাব হল সেখানে প্রটেক্টেড ফরেষ্ট রাখার অর্থ কি? ভারতবর্ষে এইরকম আছে কিনা জানি না। আমি জানি হানলং রিজার্ভ, মইনি রিজার্ভ, সেখানে তো প্রটেক্টেড ফরেষ্ট নাই। রিজার্ভ ফরেষ্ট সেখানে আছে যেখানে দাও নিয়ে বা একটা দিয়াশলাই এর কাঠি নিয়ে ঢোকা যায় না। এখানেও সেইরকম হোক। কিন্তু প্রটেক্টেড ফরেষ্ট নাই। গত সেটেলমেন্টেও আমরা ম্যাপ পাই নি। তার ফলে কোনটা জোত, কোনটা খাস সেটা বুঝা যায় না। আমি কি করে বুঝব আমার জমিটা কোন জায়গায়। আমি হয়ত সেখানে একটা গাছ কাটলাম। সেই গাছটা হয়ত ফরেষ্ট গিয়ে সীজ করল। এতে নানা রকম বিপর্যয়ের সৃষ্টি হচ্ছে এই প্রটেক্টেড ফরেষ্টের জন্য। কাজেই আমি সাজেশান রাখছি এই প্রটেক্টেড ফরেষ্ট উঠিয়ে দেওয়া হোক। আর একটা ফাঁকির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সরকার হয়ত রয়্যালিটীর জন্য রেখেছেন। কিন্তু এই প্রটেক্টেড ফরেষ্টের জন্য কত টাকা ইনকাম হয়েছে সেটা আমি জানতে চাই। সেই প্রটেক্টেড ফরেষ্টে কি চলছে আমি দেখতে পাই। ঐখানে যে স্থানীয় রেঞ্জার অফিসার, ফরেষ্ট অফিসার, তাদের লাভ হচ্ছে। ঐখানে কন্ট্রাক্টরের সংগে চুক্তি করে ফাঁকি দিচ্ছে। তারা ৩ টাকা রয়্যালটি দিতে পারে। কিন্তু আইনে ১৪।১৫ টাকা। কাজেই সরকারের তো কোন লাভ হচ্ছে না। কাজেই যেখানে সরকারের লাভ নাই এবং জনসাধারণের অসুবিধা সেখানে আমি এই আইনটা উঠিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তারপর কৃষি সম্বন্ধে আমি এইটুকু সাজেশান রাখতে চাই যেখানে· যেখানে সীজন্যাল বাঁধ দেওয়া হয়েছে যেখানে যেখানে গত বছর খরার সময় সিজনেল বাঁধ দিয়ে ফসল ফলান হয়েছে যে সব মাঠে কৃষকেরা ফসল ফলাতে পেরেছে সেই জায়গাগুলিতে সেই ছড়াগুলিতে নদীগুলিতে পার্মা-নেন্ট বাঁধ করা হউক। রাস্তা, রাস্তার ব্যাপারেও—আমার সময় কম আমি সেজন্য খুব সংক্ষিপ্ত

ভাবে আমি বলছি। কিন্তু রাস্তার ব্যাপারে আমি জানি ত্রিপুরার এমন কতগুলি দুর্গম জায়গা আছে বিশেষভাবে আমার কনষ্টিটিউয়েন্সীর কথা বলব—আমার যে দামছড়া খেদাছড়া অঞ্চল সেটা সারা ত্রিপুরার মধ্যে দুর্গম অঞ্চল বলা চলে। সেখানে বিদ্রোহী মিজোর বার বার আক্রমণ হয় সেখানে কোন রাস্তা নাই। গত বছর আমি প্রশ্ন করেছিলাম এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এস্যুরেন্স দিয়েছিলেন যে ঐ জায়গাতে রাস্তা হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত রাস্তা করার কোন লক্ষণই আমি দেখলাম না। সেজন্য আজকে হাউসের মধ্যে মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে আমি আবার প্রস্তাব করছি এখানে—দামছড়া থেকে খেদাছড়া পর্যন্ত মোটর চলতে পারে এমন রাস্তা অনতিবিলম্বে করা হউক। (ইন্টারাপশান: সেখানে বহু লোকের বসতি হাজার হাজার লোকের বসতি কিন্তু একটা রাস্তা নাই। ব্লক থেকে একটা রাস্তা করা হয়েছিল। ব্লক থেকে একটা রাস্তা করা হয়েছিল। ব্লক থেকে পি, ডব্লিউ, ডি, যখন হাতে নিলেন— এখন ব্লকও করতে পারে না পি, ডব্লিউ, ডি, ও করে না। গত বর্ষার সময় বহু অনুরোধ করার পরেও মাননীয় এগ্রিকালচার মিনিষ্টার বলে এসেছিলেন সেখানে হবে—কিন্তু ব্রীজের কাজও হয় নি রাস্তার কাজও হয় নি। আমার মনে হয় এই বাজেটের মধ্যে নাই। বাজেট আমি পড়ে দেখেছি আমার সেই রাস্তাটা ধরা হয় নাই। কিন্তু আজকে যদি জনতার দুঃখ দেখে সাধারণ কৃষকের দুঃখ দেখে এই সাধারণ রাস্তাগুলি না করা হয় তাহলে দেশের ডেভেলাপমেন্ট কি করে হবে। সেজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষের মারফত প্রস্তাব রাখব যেখানে যেখানে ত্রিপুরার খুব দুর্গম অঞ্চল সেখানে তাড়াতাড়ি রাস্তার ব্যবস্থা করা হউক। এই বলে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর বাজেট আমি সমর্থন করে বিরোধী পক্ষের সমালোচনার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীপাখী ত্রিপুরা—মাননীয় সদস্য ১০ মিনিট বলবেন।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অর্থমন্ত্রীর যে বাজেট এই হাউসে পেশ করা হয়েছিল এই বাজেট—এই বাজেটের ন্যায় গতবারও একটা দেওয়া হয়েছিল। গত বারের বাজেটেও আমরা বলেছিলাম এই বাজেট ত্রিপুরার একটা হতাশাব্যঞ্জক বাজেট। কিন্তু অনুরূপ আর একটা, বছর বছর যখন একটা বাজেট দিতে হয় এই বাজেট সেই ভাবেই দিয়েছে। বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে রুলিং পার্টির সদস্যবৃন্দ যেভাবে বিরোধী সদস্যদের আলোচনাকে সমালোচনা করেছেন নাই, নাই, নাই—এটার উপর ভিত্তি করে। কিন্তু আমরাতো শুধু নাই বলি না, আছে এই বাজেটে আছে। এই বাজেটে কি আছে? বাজেটে আছে, গতবারের বাজেটের মতই বাজেট এসেছে—একমাত্র উপরতলার শ্রেণীর মানুষের আছে উপকার-এর জন্য অর্থ। এবং এই বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে যে সব মন্তব্য তারা করেছেন তাতে বাজেটের মধ্যে তারা প্রথম সমর্থন করে পরে সমালোচনা করেছেন। প্রত্যেকটি কংগ্রেসী সদস্য বলেছেন যে আমার এলাকায় এই নাই সেই নাই। তাহলে কোন কংগ্রেসী সদস্যের এলাকায় কি আছে? এইভাবে সমালোচনা করা নিরর্থক। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, একটা বিষয় আমি এখানে উল্লেখ করব। কারণ আমার সময়

খুব কম হতে পারে। কোয়েশ্চান হচ্ছে এই বাজেট করার পিছে যে ত্রিপুরার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে তার একটা দৃষ্টান্ত। ত্রিপুরার মধ্যে সবচেয়ে অনুন্নত এলাকা হচ্ছে ডম্বুরনগর এটা সবাই জানেন। রাইমাশর্মা—রাইমাশর্মায় আমাদের সমাজতান্ত্রিক সরকার কি ভাবে যে সমাজবাদ কায়েম করার চেষ্টা করছে তা হল ডম্বুর বাঁধের নামে — ডম্বুর বাঁধ দিলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের বিশেষ উন্নতি হবে —আলো পাবে, বাতাস পাবে ইত্যাদি ইত্যাদি অজুহাতে ডম্বুর বাঁধ করতে সুরু করল ১০ বছর আগে; এই ১০ বছর আগে যখন ডম্বুর বাঁধ করার জন্য সরকার কাজ হাতে নিয়েছেন। তারপর যে পুরোদমে কাজটা চলল ৭৩ আর্থিক বছরে। এই কাজ কি এই কাজ হচ্ছে সন্ত্রাস। সন্ত্রাস কিভাবে? আমি একটা দৃষ্টান্ত করছি। তারা অনেক কিছু বলেছেন এই সম্পর্কে, ক্ষতিপূরণ করা হচ্ছে, পুনর্বাসন করা হচ্ছে এবং করা হচ্ছে সহ করা হচ্ছে। কিন্তু তাদের এই ডম্বুর প্রকল্পের ফলে যারা উচ্ছেদ হতে হচ্ছে তাদের জন্য খোরাকী—১৫ হাজার মানুষের মধ্যে মাথা পিছু ১৩ টাকা। তারাই হিসাব দিয়েছে—এই বর্তমান সপ্তাহেও এই হিসাব দিয়েছে। মাথাপিছু ১৩ টাকা করে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবেন এই সমাজবাদ আর কিছুক্ষণ আগে মাননীয় নিখিল সদস্য মন্ত্রীদের কাছে যে ভাবে খরচের হিসাব দিয়েছেন এটা পুনঃ উল্লেখ দরকার নাই। এতে বুঝা যায় যে এই বাজেট কি। এবং বিশেষ করে এটা আমি এই জন্য বলতে চাই তারা যে জোতদারদের ক্ষতিপূরণ দিয়েছে এটাও মিথ্যা। এই কথা যে বলে মিথ্যাই বলেন। এই বিধান সভার মধ্যে বলে যে রাইমাশর্মার নরোত্তম রিয়াংয়ের ১৪ কাণি জমির জোত এখন পর্যন্ত কোন ক্ষতিপূরণ পায়নি। কোন নোটিশ না দিয়ে তার ঘরবাড়ী ভেঙ্গে ফেলা হয়। আপত্তি করে কোন ফল হয়নি। পরচা দেখিয়েছে সমস্ত রেকর্ড দেখিয়েছে খাজনা নজরের দাখিলাও দেখিয়েছে পাওয়া যায় নি। এর সংগে টাকাও চুরি হয়ে যায়। ঘরবাড়ী যখন উচ্ছেদ করে ঘরবাড়ী ভেংগে দিয়ে মানুষকে উচ্ছেদ করার সময়ে সি, আর, পি,র নেতৃত্বে সেখানে ডাকাতি হয়। সে নারায়ণ কামার বাড়ীতে একটা খুব গরীব নাম হলো তার চণ্ডীদাস ত্রিপুরা। তার ঘর ভাংগতে গিয়ে দুইশো টাকা চুরি করে নিয়েছে। আপত্তি করলে গুলি করবে। এইটা হলো সমাজবাদের বাজেটের প্রতিফলন। প্রচুর মানুষের পাটের ক্ষেত, শস্যের ক্ষেত এবং আম কাঁঠাল থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু একেবারে নির্মমভাবে কেটে ফেলা হয়েছে। আর এই সরকার বলছে আমরা পাট চাষের উন্নতির জন্য চেষ্টা করছি, কার্পাস চাষের উন্নতির চেষ্টা করছি। সুদীপ চন্দ্র চাকমা মোভাই ছড়া, দুই তারিখ ডিসেম্বর মাসে সি, আর, পি, রা চারটা মুরগীর ডিম কেটে খায় ঘর ভাংগতে গিয়ে এইটা বাঁধা দিতে গিয়ে একজন ভদ্রমহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার করার চেষ্টা করে, আর এইটা সাংঘাতিক ধরণের ব্যাপার এইটা যে মন্ত্রীসভা কিভাবে করতে পারলো তাদের মাথায় কি মানবিক চিন্তা আছে কি না, না নিজেরা মানুষকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এইটা আমি বুঝি না। আমার মনে হয় তাই হয়েছে। তারপর বাণীর পুকুরের কালাচাঁদ কারবারী চাকমা ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দের বাসিন্দা তার জমি নাই। আর বলছে আমরা অনবরত জমি দিয়ে যাচ্ছি, পুনর্বাসন দিয়ে দিচ্ছি ইত্যাদি। মানুষ আজ আর আগেকার সমাজ-বদ্ধ নয়, এইটাতো বুঝতে হবে। কাজেই কিভাবে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি করেছে তার মধ্যে আর

একটা জিনিস হচ্ছে রাইমা বাজারের একজন বিধবা মহিলা শ্রীমতি নিরদাবালা সুন্দরী সাহার বাড়ীতে তার বাড়ীর পাশের ঘরটা কাটতে গিয়ে, তার বাড়ীর উপরে ফেলে দিয়ে তার ঘরের সমস্ত আসবাব পত্র চুরমার করে দিয়েছে। ভদ্রমহিলা এখন একেবারে ভিখারী। এমন কি উপজাতি মন্ত্রী যখন এই এলাকায় গিয়েছিলেন তখন আপত্তি করেছে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী-সাহেব বলে এসেছিলেন কি, বলেছিলেন বাংগালীর জন্য তো এখানে কিছু নেই তোমরা যখন পালাতে চলে এসেছ তেমনি চলে যাও তোমাদের এখানে কোন দরকার নেই। সাহায্যের সহযোগিতার এবং কিছুদিন আগে এই সেশনের আগে, মাননীয় মন্ত্রী যখন বুলংবাসায় যান মাননীয় মন্ত্রী বুলংবাসায় প্রকাশ্য মাঠে জনসভায় এই কথা বলতে পারলেন না ভয়ে। বললেন এক দল বাংগালী তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। তিনি বলতে সাহস পান নি। পর দিন সকালে বাংগালী সর্দারের সংগে দেখা করলেন অফিসের কোণায়। বলেছে যে এইটা বাংগালীর জায়গা নয় তোমাদের কিছু হবে না। কাজেই (রেড লাইট) স্যার, আমাকে একটু সময় দিন। এই ভাবে শুধু নয় সমস্ত রাইমাশর্মার ধান, চাউল, পুলিশ দিয়ে ঘরে ঘরে ছিনিয়ে এনে ছিল। ফলে এখন এই সময়ে অর্থ মন্ত্রীর বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে সেই সময়ে এই রাইমাশর্মাতে সাড়ে তিন টাকা চাউলের কে, জি. অবাক, কেউ সহ্য করবে এইটা? স্যার, প্রত্যেকটা ঘরে যারা এখনও দেখেন নি রাইমাশর্মার চিত্র, গিয়ে দেখুন। আর তাদের ঐ রাইমাশর্মাতে যাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য বলেছেন বার বার হাতে ধরে, পায়ে ধরে যখন তারা ক্যাম্পে আসতে পারলো না তখন বললেন তোমরা বাংলাদেশের লোক। তোমরা বাংলাদেশের মানুষ। বাংলাদেশে ট্রাইবেল আছে স্যার, বাংলা দেশ থেকে ট্রাইবেল আসতে পারে এই জন্য তোমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমাদের নাগরিক না, তাই আমি মন্ত্রীসভাকে হুঁশিয়ার দিতে চাই আমার দেশের নাগরিকদেরকে যারা একশো শো বছর বাসিন্দা তুমি যখন নিজের দেশের নাগরিককে স্বীকার করতে পার না তখন সরকারের গদিতে বসে থাকার তোমার কোন অধিকার নাই। এবং যেভাবে এই এলাকায় অত্যন্ত জুলুম এবং অত্যাচার চালাচ্ছে এইটা মানবের দৃষ্টিতে কোন দিন হতে পারে না এবং আমি একটা পত্রিকায় দেখেছিলাম কোন এক সাক্ষাতকারে মুখ্যমন্ত্রী না কি এইটা ভুল স্বীকার করেছেন। ভুল স্বীকার করলে আমি তাকে বলবো যে ভুলটাকে ভুল না করে সংশোধন করে নিজের মগজটাকে পরিস্কার করে নিয়ে না নিতে পারেন তবে মন্ত্রীসভা ছেড়ে দিয়ে মাঠে নেমে আসুন, মাঠে ঐ জনসাধারণের আসল কাজে নামুন। মন্ত্রীর গদিতে বসে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে দিল্লী ঘুরে জিজ্ঞাসা করুন তো আপনারা যারা এখানে আছেন মুখ্যমন্ত্রী সাহেবকে উনি কয়বার রাইমা-শর্মাতে গিয়েছেন। একটা ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাইমাশর্মার মানুষ হারে হারে নির্যাতিত হয়েছে সেখানে একবার যাবারও সময় তিনি পান নি। কি ব্যাপার, কি হয়েছে? কেন গেল না? আসামী, জনসাধারণের আসামী। তার জন্য যায় নি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পুরোপুরি মন্ত্রীসভাকে হুঁশিয়ার করে দেওয়ার সময় পেলাম না। আমি বরাবরই সময় পাই না স্যার। আমার এলাকার গংগানগর সম্পর্কে বলতে গেলে, রাস্তাঘাট সম্পর্কে বলতে গেলে স্কুল সম্পর্কে বলতে গেলে, ঐ ডাক্তারখানা সম্পর্কে বলতে গেলে পোকায় খেয়ে ফেলছে

ডাক্তারখানা। সেখানে ঔষধ নেই, মানুষ দিনের পর দিন এই ম্যালেরিয়া রোগে ভোগছে। আমি সেইদিন এই বিধান সভায় প্রথম দিন ম্যালেরিয়া রোগে ভোগে আসতে পারি নি। ১২ তারিখে আমি উপস্থিত হয়েছি। এই রাইমাশর্মার সমস্ত মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমার এলাকায় এখন যে অবস্থা চলছে যদি এই সরকার পরিষ্কারভাবে এইটাকে মোকাবিলা না করতে পারে তাহলে আমি এই সরকারের যে, যে রাইমাশর্মার মানুষ আজকে ত্রিপুরার মানুষের চোখে আন্দোলনের রং দিয়েছে এই সরকারের চেহারা দেখিয়েছে রাইমাশর্মার মানুষ ২৫ তারিখ ২৫শে জানুয়ারীতে সমস্ত ত্রিপুরাকে ডাক দিয়েছে রাইমাশর্মার মানুষ সমস্ত ত্রিপুরার মানুষকে একত্র করতে পেরেছে তাই রাইমাশর্মার মানুষ এই হুঁশিয়ারী দিতে পারে যে সরকার তুমি হুঁশিয়ার। এই সাড়ে তিন টাকা চাউলের কে, জি, এখন কমানোর ব্যবস্থা না করতে পারলে তোমার গদিতে বসে থাকার কোন দরকার নেই, এইটা জেনে রাখুন। আর কি হচ্ছে খাজনা আদায়ের ব্যাপারে? ঐ এলাকায় প্রত্যেকটা গ্রামে গ্রামে পুলিশ দিয়ে খাজনা আদায় করছে অথচ জুম কাটতে পারবে না, আর, টি, ডি, ব্লকে কি হচ্ছে? খাজনা আদায় কিভাবে চলছে ঐ এলাকায়? প্রতিটি গ্রামে গ্রামে পুলিশ দিয়ে খাজনা আদায় করছে অথচ জুম কাটতে পারছে না। গোয়াই দেখুন আজকে জুম কাটার জন্য জুরছড়া দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। জুরীছড়া মুক্ত, সেখানে জুম কাটতে পারবে। কিন্তু ঐ ভিক্ষুরাম চৌধুরী, একজন কংগ্রেস নেতা তিনি ফরেষ্টের হয়ে ভূরি ভূরি টাকা প্রতি বছর দুইশ' আড়াই শ' তিনশ' টাকা করে এক একটি পরিবারের কাছ থেকে আনছেন, বাধা নাই, এই বছরেও এনেছেন। কই তাদের শাস্তি হয়েছে? এই ভিক্ষুরাম চৌধুরী খুনের আসামী হয়ে ধরা পড়েছিলেন, এখনও বোধ হয় খুনের আসামী আছেন। হয়েছে কি এই ভিক্ষুরাম চৌধুরীর কোন শাস্তি? কিন্তু এই সরকার গুণ্ডাদের জন্য আছেন অথচ ঐ গঙ্গানগরের মানুষের জন্য নেই। আমি গত তিন বছর ধরে বলে আসছিলাম যে গঙ্গনগরের মানুষের দিকে একটু তাকান। কিন্তু তা তাঁরা করেন নি। আজকে রাইমা শর্মার মানুষ প্রমাণ করেছে, যে জঙ্গলের মানুষ জঙ্গলে থাকে না। ঐ ভিয়েতনাম শিখিয়ে দিয়েছে কি করতে পারে জঙ্গলের মানুষ। এই যে সুখময় সেনগুপ্তের কালো শাসন, এই অপদার্থ মন্ত্রীদের পরিচয়, এটা বিচার করতে তারা জানে এবং আমি কোন দিন বিশ্বাস করি না যে এই মন্ত্রীসভা রাইমাশর্মা তথা ত্রিপুরার মানুষের জন্য কিছু উন্নয়ন করতে পারবে। তাই আমি এই বাজেটে মন্তব্য করব যে আগামী দিনে আমাদের স্বপ্ন এই বাজেটের উপর দিয়ে ভেসে এসেছে, সেটা খুন, সন্ত্রাস, গুম, উচ্ছেদ, নারী লাঞ্ছনা, লুঠ, অন্যায়, অত্যাচার, রাহাজানি, অনাহার, মৃত্যু, শোষণ, চুরি, ছিনতাই, অপহরণ, এটাই আমাদের ত্রিপুরার বাজেট হয়েছেও তাই। গত বছরের বাজেটের উপর আমরা যা দেখেছি—আমরা হারিয়েছি সুবলকে আমরা হারিয়েছি ক্ষীরগোপালকে, আমরা হারিয়েছি পরিমলকে, আমরা হারিয়েছি আমাদের দেশের অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রিয় নাগরিককে, এটার প্রতিশোধ আমরা বিধান সভায় নেব না, এটার প্রতিশোধ সমগ্র ভারতবর্ষ নেবে। রক্তের বদলে রক্ত। এর বিচার একদিন হবে, একদিন এর প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এটাই জেনে রাখবেন। এটা সুখময় সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভার আমলে হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—শেষ করছি স্যার।

কাজেই এই অপদার্থ সরকার চোখ বুঝে না থেকে সময় থাকতে ব্যবস্থা করুন, রাইমা শর্মার উচ্ছেদ মানুষের অস্তিত্বের সুব্যবস্থা করুন, নতুন টি, ডি, ব্লক নাম দিয়ে প্রহশন করা যাবে না। তাঁদের এই দলবাজী একটা প্রহশনের উপর করা যাবে না এবং এই বাজেট বাস্তবের সংগে সম্পূর্ণ অমিল এবং মানুষের বাঁচার যে পথ, এই বাজেটের মধ্যে খোলা নেই। এই মন্তব্য রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং বাজেটের বিরোধিতা করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—অনারেবল মিনিষ্টার শ্রীহরিচরণ চৌধুরী।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে আমাদের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী ১৯৭৪-৭৫ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন, তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি. আজকে তাদের যে বক্তব্য সেই বক্তব্যে তাঁরা বলেছেন যে গত ২৬ বছর ধরে কংগ্রেস সরকার কিছুই করে নি। এটা করছে না সেটা করছে না, আর মন্ত্রীদের পকেট গরম করছেন। এইসব কথা নিয়ে আজকে দুইদিন যাবত তাঁরা বাজেটে সমালোচনা করছেন। আমাদের মাননীয় সদস্য নিশিকান্ত সরকার বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস সরকার ২৬ বছর রাজত্ব করার ফলে সারা ত্রিপুরাতে বিভিন্ন রকমের পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে এবং মহারাজার আমলে এই দেশের উপজাতিরা টিউব ওয়েল কি জিনিষ দেখে নাই। আর আজকে সেই টিউব ওয়েল রিং ওয়েল গ্রামে গ্রামে—হাজার হাজার টিউব ওয়েল রিং ওয়েল করা হয়েছে, হাজার হাজার গ্রামীন রাস্তা করা হয়েছে, তবে আরও করার বাকী রয়ে গেছে আমরা মানি। রাইমা শর্মা আমরা দুর্গম এলাকা বলি. আজকে সেই দুর্গম এলাকায়ও এ্যাম্বাসাডার গাড়ী চলছে। নিশি বাবু আরেকটা কথা বলেছেন যে বিরোধীরা চোখের মধ্যে পর্দা পড়েছে তাই তাঁরা চোখে দেখেন না. এটা সত্য কথা। এই যে উপজাতি উন্নয়নের জন্য সরকার আজ পর্য্যন্ত দেখছি ১০,১৭৫টি পরিবারকে জুমিয়া পুনর্বাসন দিয়েছেন। তারপর ৫৯টি কলোনী হয়েছে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য, সরকার যথেষ্টভাবে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সেই ব্যবস্থা করে দেওয়ার পর বিরোধী দল তাদের কাছে যেয়ে বলেন যে তোমরা এখানে থাকলে মরে যাবে, তোমরা এখানে থেক না, এবং এইভাবে জমির দালালী করে তাঁরা নিজেরা বাড়ী করছেন। এইভাবে নানা কথা বলে সেই কলোনীগুলি ভাঙবার সব সময় চেষ্টা করে যাচ্ছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সব কার্য্যকলাপ তাঁরা করেন সেটা মানুষ চিন্তা করতে পারেন না, এই সব কাজ তাঁরা করেন

আর শিক্ষার ব্যাপারে যেখানে ট্রাইবেল এলাকার মধ্যে নিম্ন প্রাইমারী স্কুল দেওয়া হচ্ছে, বিশুর সিনিয়র বেসিক স্কুল দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সেখানে ট্রাইবেলের পড়ার সুযোগ পাচ্ছে না, তারা তাদের সেই সুযোগ দিচ্ছে না। কেন দেন না? কারণ তাঁদের আন্দোলন করার জন্য। সেইসব স্কুলের মধ্যে লেখাপড়া করে যদি উন্নত হয়ে যায়, তাহলে তাঁদের শান্তি (অশান্তি) বাহিনী তৈরী করতে অসুবিধা, তাই তাদের লেখাপড়া নষ্ট করে দেয়। আর অজয় বাবুর দলগুলি কি করে? তাঁরা যেসব কর্মচারী সমিতি আছে, তাদের পক্ষে যারা আছে, তাদের যেয়ে বলেন যে তোমরা মাষ্টাররা স্কুলে যেওনা, বসে বসে এখান থেকে বেতন নেবে, প্রয়োজন বোধে শ্লোগান দেবে, প্রয়োজন বোধে মিছিল করবে। তাদের কর্তব্য, তাদের যে কর্তব্য, সেটা করার জন্য তাঁদের কোন চিন্তা থাকবে না। অতএব বিরোধী দল যে বলেছেন ট্রাইবেলদের উন্নতির জন্য সরকার কিছু করছেন না, এটা অসত্য কথা এই হাউসে পেশ করেছেন। তারপর আজকে এই শিক্ষার ব্যাপারে আমরা বহু ছেলেকে শিক্ষা দীক্ষার জন্য উপজাতি দপ্তর থেকে, ট্রাইবেল কল্যাণ দপ্তর থেকে অনেক রকম সাহায্য দিচ্ছে—মেট্রিক স্কলারশিপ দেওয়া হচ্ছে মাসে ১০ টাকা করে। তারপর গত বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ত্রিপুরাতে যে ভিষণভাবে খরা চলছিল, সেই খরায় আমার বর্তমান সরকার দৃঢ় হস্তে মোকাবিলা

করেছেন। তখন আমরা জনসাধারণের কোন অসুবিধা হতে দেয় নাই। আজকে আপনারা জানেন যে বুলং বাসার কথা তারা এখানে বলেছেন যে সেখানে নাকি চাউলের কে, জি ৩ টাকা হয়েছিল এবং মানুষ সেখানে কোন রকম খাওয়ার পাচ্ছে না। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য সেখানে যে একটা পুল ছিল, সেটা ভেঙ্গে যাওয়াতে প্রথম দিক দিয়ে সেখানে খাদ্যের যোগান দেওয়াতে আমাদের বেশ কিছুটা অসুবিধা হয়েছিল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে আমরা সেখানে খাদ্য পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলাম এবং সেই খাদ্য পাঠানোর জন্য আমরা হেলিকপ্টার ব্যবহার করেছিলাম। অথচ তারা সরকারের এইসব কিছু চোখে দেখেও দেখে না। তারপর ডম্বুর পরিকল্পনায় বাঁধ দেওয়ার জনা আমরা সেখানে ৪/৫টি অতিরিক্ত প্রকল্প করেছি যাতে সেখানকার মানুষ এর কোন অসুবিধা না হয় এবং সেই এলাকায় যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সহজে পেতে পারে, সেজন্য আমরা কয়েকটি দোকান খোলেছি। তাছাড়া তাদের পাণীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাদের জনা ডাক্তারখানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারপর তাদের বিভিন্ন রকম উন্নয়নমূলক কাজের জন্য প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা আমাদের বাজেটেও ধরা হয়েছে। তারপর খরার সময়ে বিভিন্ন এলাকাতে মোট ৪৭০টি পুষ্টিকর খাদ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছিল এবং সেগুলির মাধ্যমে মোট ৪৭ হাজার শিশু ও প্রসূতি মা তাদের খাদ্য পাচ্ছে। কাজেই উপজাতির কল্যাণের জনা সরকার কিছু করেন নাই, এই কথা যদি তারা এখানে বলে, তাহলে আমি বলব যে তাদের চোখে পর্দা পড়েছে, যার জনা তারা সরকারের উন্নয়নমূলক কাজগুলি চোখে দেখেও দেখে না। কাজেই সরকারের এই সমস্ত কাজের ফলে তাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে বলে এমন কোন অভিযোগ আমরা তাদের কাছ থেকে এখন পর্যান্ত পাই নাই। কিন্তু এই বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যত সব অভিযোগের কথা শুনা যায়। কাজেই তারা এই সমস্ত অসত্য কথাগুলি এখানে বলে আমাদের এই হাউসকে বিভ্রান্ত করতে চান, আসলে তার মধ্যে কোন সত্যতা নাই। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মানুষগুলিকে বাঁচাবার জন্য সরকার যে সব পরিকল্পনা নিয়েছেন, সেগুলিকে ব্যর্থ করে দেওয়া। কাজেই তারা যে এখানে বলছেন সরকার কিছুই করছেন না, এটা আদৌ ঠিক নয়। অতএব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়, এখানে যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের সদস্যরা এই হাউসের মধ্যে বাজেটের বিরোধীতা করতে গিয়ে যে সব আজগুবি বক্তব্য রেখেছেন, আমি সেগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

কক বরক

শ্রী গুণপদ জমাতিয়া :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি যে অর্থমন্ত্রী, যে অর বাজেত পেশ খাইমানি, এই বাজেত-ন আও বিরোধীতা খাইঅ। তাই অর আও কয়েকটা কক মা ছানাই। তামনি ই বাজেতনি উপরে আও বিরোধীতা মা খালাই? আও যুগ-গত অধিবেশন চলিফরু ঠিক অমহাই বাজেত-ন যখন পেশ খাই-অ আরই কক ছা-অ শুধু গ্রামের উন্নয়ননি বাগুই, গ্রাম ন বাহাইথে সুন্দরথে তিহানাই, জলসেচনি বিভিন্ন রকমই চুও কৃষি উন্নতি খাইনাই, আর আর কক ছুইঅাক। কিন্তু শেষ পর্যান্ত তাম চুও মুক? চুও যুগ-গ্রাম অঞ্চল

নাগারপ্পে যেসব দুর্গম অঞ্চল-কুক, যেসব নাকি টাউন দূরবর্তী-কুক আরনি অ কৃষি উন্নতি হিমানি বনি কোন চিহ্ন কুরুই। এর ফল, আঙ ই বাজেত অর্থমন্ত্রী যে পেশ খাইমানি, বাজেত অর কুনুকমানি আবনি বিরোধীতা থাই-অ এই বাজেত-ন আঙ ছিন যে শুধু গরীবদের জন্য বাজেত-ম্না, ই বাজেত মুষ্টিমেয় জননি, বড় বড় কনট্রাক্টার আবরগনি ই বাজেত। তাম নুকথা চুঙ ? সাধারণতঃ আঙ কয়েকটা দৃষ্টান্ত মা রিনাই। আরনি-অ বক ছানা থাঙরলাই যে রাস্তাঘাটনি ব্যাপারে চুঙ তাম নুকখা : গতবার আরনি অন্তত পক্ষে উদয়পুর হইতে কিল্লা যে ক্র্যাস প্রোগ্রাম অঙনানি কক অ ব তাবুক পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অঙ-উরাখ। আব বাদে আধাআধি কাজ অঙগুই বন্ধ অঙ থাঙকা। এই যে অবস্থা কিন্তু আরনি-অ খুনাঅ যে ৭০ হাজার যেখানে খরচ অঙমানি ক্র্যাস প্রোগ্রামনি মাধ্যমে কিন্তু এই খরচ রিয়াঙ থাঙকা আব কোন পাট্টা কুরুই যে বরা মুষ্টিমেয় যারা কনট্রাক্ট থাইনাই বরগদা থাখা, বনি কোন দৃষ্টিভঙ্গি চুগইয়া। তাইব তাম নুক ? যে জম্পুইনি হইতে যে কিল্লা মৌজা আর যে রাস্তা থাঙমানি এই রাস্তাব তিনি আধা-মাধা খাই-অই যাতে গরীব কৃষকনি কিছুটা জাগা অঙমানি, জমি অঙমানি, তার কুয়া থাই-অই, আরনি তা তিক্ষ্ণ-অই সাধারণ কৃষকনি জাগা ব শেষ, রাস্তা-ন বরগ মায়া। কিন্তু এই কৃষক-রগ আশা থাইমানি যদি আর আনি জাগা তানরুই-খান যদি ঠিক ঠিক রাস্তা তুবুই মানগা তিনকাই তা আঙ জনসেবা খাই মানানু, আনি ভবিষ্যৎ উন্নতি-নি বাগই রাস্তা যদি অঙলাগা তিনকাই, আব আঙ রাস্তা খাইমানি। কিন্তু এই চিন্তাধারা বরগনি তিনি সরই থাঙকা। এই যে অবস্থা প্রত্যেকটি জাগা কাজ খাইনা থাঙতিনি আবরুই থুগ ই সরকারনি। আবনি বাগুই-ন আঙ ছিন এই বাজেত যারা বড় বড় কনট্রাক্ট থাইনাই-রগ, যারা মহাজনী খাই মানাই-রগ, আবনি স্বার্থনি বাগুই-ন ই বাজেত। কিন্তু বরগ চাঅ অর যে গরীব কৃষকনি বাগুই-ন ই বাজেত থাইকা। শিক্ষা বাগুই ফন, স্বাস্থ্যনি বাগুই উন্নতি খাইনা বাগুই ফন, রাস্তাঘাটি রুনাই ফন, জলসেচ রুনাই ফন, আব কক ছাঅই জনতান মোহ খাই মান। আরনি বাগুই তিনি মাঠে ময়দানে, সমাজঅ কক ছাকা।

সাধারণ মনুষ্য কৃষক পরিশ্রম কায়েম খাই-অই, যে ভিক্ষা ঝুলি খাই-অই, বরগ তিনি বীজ ধান কোনমতে সংগ্রহ খাই-অই কিছুটা উৎপাদন খাইক কে সরকার ছিন—এই দুঃ সমস্যা মোকাবিলা খাইকা। বরগনি বাগুই-ন তিনি কৃষক উন্নতি অঙগ। আব কক ছানাই বরগ। আবনি ছাড়া বরগনি কোন কক ছাজাক-নাই কুরুই। তাই ব তুইনি দিক দিয়া— গ্রামে গঞ্জে তুইনি ব্যবস্থা বাহাই নুক ? যেখানে তিনি কলোনী একটা, জম্পুই কলোনী, ই জাগাঅ, পাহাড় অঙগ বগ তিনি, কিন্তু আব তিনি কোন তুইনি সুষ্ঠ ব্যবস্থা কুরুই। বরগ তিনি তুই নাহানা তিনকাই নদীঅ থাঙগুইছে আরনি তুই মা নাহার, যেখানে এক মাইল, দুই মাইল হাচাল থাঙগুই-ছে। আব তিন-তুর—তুই রিখা, জলসেচ রিখা। যারা নাকি এই কক ছানাই রগ বরগ শুধু জনতাবাই মোহ খাই-অই, বাড়ি কক কাহাম আব তিরুই বরগ তিনি অ হাউস ই কক ছামানি ব জনতান ভাওতা রিনানি বাগুই। তিনি থাঙগুই নাইদি এলাকা ভিতরি-অ। বরগ-ন নুগ, কিন্তু বরগ তিনি ই বাজেত-ন সমর্থন খাই থাঙগ। সমর্থন খাইমানি বিছিঙগ চুঙ তাম নুক ? সমস্ত মনুষ্যানি সমস্যা, কিছু কিছু এলাকানি সমস্যা বরগ তিছাই না থাঙগ। যদি এই বাজেত ঠিক ঠিক মতে চালু

বরগনি চেষ্টা। কিন্তু এই চেষ্টা, এই যে সরকারনি যে চিন্তা খালাই-মুঙ তিনি মনুষ্য, প্রত্যেকটি মানুষনি থানিন সগাগ অঙথা। এই সরকার ঠিক ঠিক গরীবনি সরকার, না ধনীনি সরকার আবনি পরিচয় রিআনু যে সরকার বাহাইকে চেহারা আবনি অঙথা। তাই আঙ এই বাজেতনি উপর বিরোধীতা থাই অ। বিরোধীতা খাই-অই তেব আঙ কক মা ছাঅ— মা ছানাই। যে চিকিৎসানি ব্যাপারে প্রত্যেকটি গ্রাম অঞ্চল আঙ নুগ। যে তিনি আঙ বার বার ই কক-ন ছা-অ যে কিল্লানি এই অঞ্চল, বিরাট অঞ্চল যেখানে ১৩-১৪-১৫ হাজার জনতা বাস খাই তঙমা জাগা-অ সাধারণ একটা ডিসপেনসারী তঙগ। এই ডিসপেনসারী বাহাইকে ট্রিটমেন্ট খালাইরি? বরগনি কোন নক কুরুই, চক কুরুই। বরক মনুষ্যন ভাওতা রিঅই, ফাকি রিঅই, নরক-ন চিকিৎসা রিনাই, উন্নতি খালাই রিনাই, নরক-ন বিনা পয়সায় চিকিৎসা রিনাই—এই কক হাঅই তঙথা জনতা-ন ফাঁকি রিঅই। কিন্তু তাইব চুঙ তাম নুক? এই যে জম্পুই কলোনী একটা ডিসপেনসারী তঙগ, ছোট্ট ডিসপেনসারী। বিথি নায়া আর। গরীব অংশ বরক যখন বিথি নানা থাঙগাদ্ধি তুই গলাহা খুসুই তুবুদি হিনজাগ বিথি রিনানি হিনুই। এই অবস্থা খে তঙ আবনি অবস্থা তিনি। আবছে সরকার গরীবনা সরকার হিনুই কক ছাতে-অ। জলসেচনি ব্যবস্থা খাইনাই, তুইনি ব্যবস্থা খালাই, স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলক রিনাই এই যে কতরকম ভাওতা আছুক যে রিখাই সরকার। জনতান তে বাগা নারিখু মানাইয়া আবনি আঙ হুশিয়ার খে রিঅ। জনতা যারা গরীব অংশ মানুষ, বরগনি উন্নতিনি চেষ্টা খাইদি। তিনি এমন একটা নজীর তঙগ যে আজ ২৬ বছর বিছিঙগ, যে এলাকা নাকি একটা টিউব ওয়েল এবং একটা রিং ওয়েল আজ পর্যন্ত সারা অঞ্চল মৌজা যে কিল্লা, জম্পুই আয়াক উত্তান দিকে, কিল্লা মৌজা কাইছা, বর্মা মৌজা কাইছা এই দুইটা মৌজা আজ পর্যান্ত মৌজা ভিতরক-অ একটা টিউব ওয়েল, রিং ওয়েল কোন ব্যবস্থা কুরুইথ। এই সরকার এই ভাবে মানুষ-ন ধোকা রি-অই তঙথা। তাই-ব অর ছাতি অ, যে তিনি উপজাতি উন্নয়ন মন্ত্রী কক ছাই থাঙমানি ব ঠিক ঠিক বাস্তব ক্ষেত্র বাই মিলিরুই দা। ছা ছায়া যে উপজাতি-ন যে ৩০, ১০০ জন-ন যে পুনর্বাসন রিঅই বরগ সুষ্ঠ খাদ্য, সুষ্ঠ পুনর্বাসন রি-অই, জাগা আচুক-রুই বরগনি দুঃখ দারিদ্র্য সমস্ত মোচন খাইকা হিনুই কক ছামানি। অরনি-অ নুগ চুঙ বরগানি কাগজ হিসাব যে এত বছর পড়ে-অ ২৮ হাজার উপজাতি-ন ছে বরগ রি-অ হিনুই অব বান চুই জাক। বরগনি ই যেট্রমেন্ট-অ তিনি নুগ ৩০, ১০০ জন রিখা। এই যে মন্ত্রী এত দালা ছাঅই মানাই কক, এই মন্ত্রীনি উপর তামখে আস্থা নারিখু মানাই জনতা? তিনি তাইব ছাতির যে রাইমা শর্মানি উচ্ছেদ অঙ ফাইনাই-রগ আবনি ডালাক-অ একটা কলোনী রিমানি বরগ-ন সমস্ত সুখ সুবিধা রিখা, তুইনি রিবাহা, সমস্ত কিছু রিখা। হিমদি নজির নাই-য়ানু তাবুক। যদি হাই ইঙথাকে হিমদি তাবুক। আর আব তুমা বিরোধীদল, হিমদি থাঙ নাইলা-য়ানু নজির। এই যে দালা ছা-অই, মনুষ্য-ন ভাওতা রি-অই যে মানুষ-ন থকিনানি ছাড়া বরগনি কোন নীতি বুরুই। আবনি বাগই-ন আঙ ই বাজেতানি উপর সম্পূর্ণভাবে বিরোধীতা থাই-অই-ন আঙ আনি বক্তব্য ন অরনি জরাথে-ন শেষ থাইকা।

॥ বঙ্গানুবাদ ॥

শ্রীগুণপদ জমাতিয়া :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন, আমি এই বাজেটের বিরোধীতা করছি এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি এখানে কয়েকটা কথা বলছি। কেন আমি এই বাজেটের বিরোধীতা করছি? আমি দেখছি যে গত বাজেট অধিবেশনেও ঠিক অনুরূপ বাজেট পেশ করা হয়েছিল এবং সেই বাজেটে গ্রাম উন্নয়ণের জন্য, গ্রামকে কিভাবে সুন্দর করে গড়ে তোলা যায়, জলসেচের বিভিন্নরকম ব্যবস্থা নিয়ে কিভাবে কৃষি উন্নতি করা যায় ইত্যাদি পরিকল্পনার কথা লেখা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা কি দেখি? গ্রাম অঞ্চলের দিকে চেয়ে দেখলে আমরা দেখি যে যেসব অঞ্চল সবচেয়ে দুর্গম যে সব অঞ্চল টাউন থেকে দূরবর্তী সেখানে কৃষি উন্নতির কোন চিহ্ন মাত্র নেই। এই কারণেই আমি এই বাজেটের, অর্থমন্ত্রী যে এখানে পেশ করেছেন সেটার বিরোধীতা করছি। এই বাজেটকে আমি বলি এটা গরীবদের জন্য নয়, এই বাজেট মুষ্টিমেয় মানুষের এবং যারা বড় বড় কন্ট্রাক্টার তাদের জন্যই এই বাজেট। আমরা কি দেখলাম? আমি সাধারণ কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। রাস্তাঘাটের ব্যাপারে আলোচনা করতে গেলে বলতে হবে আমরা কি দেখলাম। গতবছর উদয়পুর থেকে কিল্লা পর্য্যন্ত ক্র্যাস প্রোগ্রামের মাধ্যমে যে রাস্তা হওয়ার কথা ছিল সেটা এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়নি। অর্দ্ধেক কাজ হয়ে এখন সেটা বন্ধ হয়ে আছে। এই যে অবস্থা, অথচ শুনেছি সেখানে এই ক্র্যাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ৩৫ হাজার টাকা খরচ হওয়ার কথা। কিন্তু এই এত টাকা কিভাবে কোথায় খরচ হলো তার কোন পাত্তা নেই এবং সেই টাকা কি মুষ্টিমেয় যারা কন্ট্রাক্টার তারাই গায়েব করেছে কিনা তারও কোন তদন্ত হয়েছে বলে জানি না। আরও কি দেখি? জম্পুই থেকে কিল্লা মৌজা পর্য্যন্ত যে রাস্তা হওয়ার কথা সেটাও আজ অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত হয়ে বন্ধ আছে। এতে যারা গরীব কৃষক, তাদের সামান্য যা জমি আছে, রাস্তা তৈরীর জন্য মাটি কাটার ফলে তাদের জমিও নষ্ট হলো, রাস্তাও তারা পেল না কিন্তু এই কৃষকরা আশা করেছিল যে নিজেদের জায়গা জমির ক্ষতি করেও যদি ঠিকভাবে রাস্তা করানো যায় তাহলে মানুষের উপকার হবে এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্যই এই রাস্তা হওয়া প্রয়োজন—তারা এটাই চিন্তা করেছিল। কিন্তু তাদের এই চিন্তাধারা মিথ্যে হয়ে গেছে। এই সরকারের প্রত্যেকটি কাজের বেলায় আমরা এই একই অবস্থা দেখে আসছি। এই জন্যই বলি যারা বড় বড় কন্টাক্টার কাজ করেন, যারা মহাজনী কাজ করেন তাদের স্বার্থের জন্যই তৈরী এই বাজেট। অথচ তারা এখানে বলেন যে গরীব কৃষকের উন্নতির জন্য এই বাজেট। শিক্ষা সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থার উন্নতি, রাস্তাঘাট, জলসেচের ব্যবস্থা ইত্যাদি করা হবে—এতসব কথা বলে জনগণের মধ্যে মোহ সৃষ্টি করা যায়। এই উদ্দেশ্যে মাঠে ময়দানে, রাস্তা ঘাটে তারা এতসব কথা প্রচার করেন। সাধারণ কৃষক যারা কায়িক পরিশ্রম করে এবং ভিক্ষার ঝুলি কাধে বয়ে বীজ ধান সংগ্রহ করে যদি কিছু ফসল ফলায় তখন সরকার বলেন আমরা সমস্যার মোকাবেলা করেছি। তাদের চেষ্টাতেই নাকি কৃষকদের উন্নতি হয়েছে। এই কথা তারা বলবেন। কারণ, এছাড়া তাদের বলার মত কোন কথা নেই। আর গ্রামে গঞ্জে জলের ব্যবস্থা সম্পর্কে কি দেখি? যেমন, জম্পুই কলোনী, পাহাড় এলাকায় সেখানকার

লোকদের বাস, কিন্তু বর্তমানে সেখানে জলের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। এক মাইল, দুই মাইল দূরবর্তী নদাতে গিয়ে তাদের জল আনতে হয় অথচ তাঁরা বলেছেন—জল দিয়েছি, জলসেচ দিয়েছি। যারা আজ এসব কথা এই হাউসে বলছেন তারা খুব ভাল ভাল কথার দ্বারা মোহ সৃষ্টি করে জনসাধারণকে ভাওতা দিচ্ছেন। আজ এলাকার ভেতরে গিয়ে দেখুন। তারাও দেখেন, তবুও আজ তারা বাজেটকে সমর্থন করে যাচ্ছেন। এই সমর্থন করতে গিয়ে আমরা কি দেখি? মানুষের সব সমস্যার মধ্যে এলাকার কিছু কিছু সমস্যা তাদের উল্লেখ করে যেতে হয়। যদি এই বাজেটটি ঠিক ঠিক কার্যকরী হয়, গত বছরের বাজেটটি যদি ঠিক ঠিক কার্যকরী হতো এবং বিগতদিনের এই বাজেটও যদি কার্যকরী হয় তাহলে আমাদের অবস্থা কি আজকে এই দাঁড়াতো? আজকে ২৬ বছরের শাসন, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বলে যে কংগ্রেসীরা আওড়ান, ইন্দিরাজীর যে গরীবি হটাও ডাক—এই কি তার নমুনা? আজ-তো ২৬টি বছর অতিক্রান্ত হলো। এখানে যে একজন মাননীয় সদস্য বলে গেছেন বাঁরে বাঁরে বড় হবে, উন্নত হবে, আস্তে আস্তে বড় হবে।' ২৬ বছরে জনতা কি চেয়েছিল? চিন্তা করেছিল—এই সরকারই আমাদের ভবিষ্যৎ, এই সরকারই আমাদের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলবে। কিন্তু এই আশা আকাঙ্খা থেকে মানুষ ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। বছরের পর বছর মানুষের দুর্ভোগ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। আজ আমরা এই সরকারের চেহারা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। গ্রাম অঞ্চলে গিয়ে দেখুন মানুষের চেহারা কি দাঁড়িয়েছে। আজ সামান্য গামছা কিনার মত সামর্থ্যও তাদের নেই। উপজাতিদের যে হস্তশিল্প, তারা যে নিজেদের হাত দিয়ে কাপড় তৈরী করে ব্যবহার করতো, সেটাও লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এখানে যারা ট্রাইবেল এম, এল. এ আছেন, তারা সেটা অস্বীকার করতে পারবেন কি? কেন তারা এই সরকারের সাথে তোয়াজ করে চলছেন? নিজেদের স্বার্থ কিছুটা উদ্ধার করা যায় কি না—এই হলো তাদের উদ্দেশ্য। বাস্তব অবস্থাকে চিন্তা করে দেখুন। তারপর এই বাজেটকে সমর্থন করতে হয় করুন। আমরা দেখতে পাই, আজ প্রত্যেকটি মানুষ, গরীব অংশের মানুষ, কি বাঙ্গালী, কি অবাঙ্গালী যারা গ্রাম অঞ্চলে বসবাস করছে, তারা কি অবস্থায় জীবন যাপন করছে এবং আমরা দেখেছি যে এই সরকার কতটুকু জন-দরদী এবং জনসাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করে কাজ করেছে কি না। আজ তারা শুধু কথায় কথায় বলতে পারেন আমরা জনসাধারণকে ভাত দেব, জল দেব, জল সেচের ব্যবস্থা করবো, রাস্তাঘাট করে দেব, কোন কিছুর অভাব হবে না। এসব কথা বলে থাকেন। আমরা আরো দেখেছি। স্বাস্থ্য সম্পর্কে তারা বলেছেন যে যারা আদিবাসী, অনুন্নত সম্প্রদায় তাদের উন্নতিকল্পে স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হবে, দুগ্ধ সরবরাহ করে তাদের পুষ্টি সাধনের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু গ্রামে গিয়ে তারা এই নজির দেখাতে পারবেন কি যে মানুষকে তারা পুষ্টিখাদ্য খাওয়াতে পেরেছেন? সেখানে একটা স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে এই রকম নজির দিতে পারবেন কি? আর কি করেছেন? যে সাধারণ টাকারজলা এলাকায়, জম্পুই থেকে আগরতলা পর্যন্ত যে রাস্তা তার অবস্থা কি? সামান্য একটু বর্ষা এলেই সে রাস্তা দিয়ে গাড়ী চলতে পারে না গাড়ী উল্টে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ভাংগা টীলাটক্করের উপর দিয়ে, মাঠের উপর দিয়ে গাড়ী চলছে। এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে

এই সরকার। অথচ কথা বলতে পারেন। আমি রাস্তার ব্যাপারে হাউসের আর একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে কাকরাবন থেকে তুলামুড়া পর্যন্ত একটা রাস্তা তৈরী হওয়ার কথা এবং গত বছরেই এই রাস্তা তৈরী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই রাস্তার জন্য বরাদ্দ সব টাকা খরচ হওয়া সত্বেও সেই রাস্তা হয়নি। আর একটি হলো যতনবাড়ী থেকে মহারাণী পর্যন্ত যে রাস্তা সেটাও হয়নি। এইভাবে এই সরকার মানুষকে শুধু ধাপ্পা দিয়ে চলেছেন। মানুষকে প্রলোভন করার জন্য তারা সুন্দর সুন্দর কথা বলেন যাতে মানুষকে দমিয়ে রাখা যায়—এই হলো তাদের চেষ্টা। কিন্তু এই চেষ্টা, সরকারের এই চিন্তাধারা সম্পর্কে আজ প্রত্যেকটি মানুষ সজাগ। এই সরকার সত্যিকারের গরীবের সরকার না ধনীদের সরকার এর পরিচয় পাওয়া যাবে এই সরকার কি নীতি গ্রহন করছেন তার উপর। তাই আমি এই বাজেটের বিরোধীতা করছি। বিরোধীতা করে আমাকে আরো কথা বলতে হয় –বলতে হবে। যে গ্রাম অঞ্চলে চিকিৎসার ব্যাপারে আমরা কি দেখি। আমি বার বার এই কথাই বলছি—সে কিল্লা অঞ্চল, বিরাট অঞ্চল, সেখানে ১৩/১৪/১৫ হাজার লোকের বসবাস, অথচ সেখানে একটি মাত্র ডিস্পেন্সারী আছে। এই ডিস্পেন্সারী কিভাবে চিকিৎসা করে? সেখানে কোন বাড়ী-ঘর নেই। তোমাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে, বিনা পয়সায় চিকিৎসা হবে, এই সব কথা বলে মানুষকে ধাপ্পা দেওয়া হয়, ফাঁকি দেওয়া হয়। কিন্তু এর পরও আমরা আর কি দেখি? এই যে জম্পুই কলোনীতে একটা ডিস্পেন্সারী আছে, ছোট্ট ডিস্পেন্সারী। ঔষধ পাওয়া যায় না সেখানে। গরীব জনসাধারণ ঔষধ আনতে গেলে তাদের বলা হয়। "এক কলস জল এনে দাও, তারপর ঔষধ পাওয়া যাবে।" বর্তমানে এই অবস্থা চলছে সেখানে। অথচ তারা বলছেন এই সরকার নাকি গরীবের সরকার। জলসেচের ব্যবস্থা করব, পানীয় জলের ব্যবস্থা করব, স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলব এই যে কত রকমের ধাপ্পা যে দিয়ে চলেছেন এই সরকার। জনসাধারণকে আর দমিয়ে রাখা যাবেনা—তাই আমি হুশিয়ার করে দিচ্ছি। গরীব অংশের জনসাধারণের উন্নতির জন্য চেষ্টা করুন। আজ স্বাধীনতার ২৬ বছর পরে এমন একটা নজির আছে যে জম্পুই-এর উজান কিল্লা মৌজা এবং আর একটি হলো বম্মা মৌজা, এই দুইটি মৌজায় মৌজা-ভিত্তিক একটিও টিউবওয়েল কিংবা রিংওয়েল দেওয়া হয়নি। এই সরকার এই ভাবে মানুষকে ধোকা দিয়ে চলেছে। এখানে তারা আরও বলেন যেমন, উপজাতি উন্নয়ন মন্ত্রী যে কথা বলেছেন সেটা তিনি বাস্তবের সাথে মিল রেখে বলেছেন কিনা জানি না। তিনি বলেছেন ৩১,১০০ জন উপজাতিকে সুষ্ঠু পুনর্বাসনের মাধ্যমে তাদের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তাদের সমস্ত দুঃখ দারিদ্র মোচন করা হয়েছে। অথচ এখানে তাদের কাগজপত্রের হিসাব মতেই আমরা দেখেছি এত বছর পরে তারা

মাত্র ২৮ হাজার উপজাতিকে পুনর্বাসন দিতে পেরেছেন। অথচ আজ মন্ত্রীর ষ্টেটমেন্টে দেখলাম ৩১,১০০ জনকে দেওয়া হয়েছে। এই যে মন্ত্রী হয়ে এত অসত্য কথা বলতে পারেন, কিভাবে জনসাধারণ তার উপর আস্থা রাখতে পারবেন? তিনি আরও বলেছেন যে রাইমাশর্মা থেকে যারা উচ্ছেদ হয়েছে তাদের জন্য ডালাক-এ একটি কলোনী তৈরী করে পানীয় জলের এবং অন্যান্য সমস্ত রকমের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চলুন, সত্যি কিনা গিয়ে দেখি। এতে বিরোধীদল আবার কি, চলুন সবাই সত্যিকারের নজির গিয়ে দেখি। এই যে অসত্য ভাষণ দিয়ে মানুষকে ভাওতা দেওয়া, মানুষকে ঠকানো ছাড়া তাদের আর কোন নীতি নেই। এই জন্যই আমি এই বাজেটের সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে এতটুকু বলেই আজকের মত আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় ডেঃ স্পীকার স্যার, কক-বরক থেকে ট্রেনস্লেট করার কোন ব্যবস্থা আছে কি না?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—ট্রেনস্লেটার আছে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—তাহলে স্যার কেন দেওয়া হয় না?

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—টেপ রেকর্ডার আছে। টেপ রেকর্ডার থেকেই নেওয়া হয়।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—তাহলে আমরা কেন মাতৃভাষায় বক্তব্য রাখতে পারব না? আমরা তো আগেও বলেছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীরাধারমন নাথ।

শ্রীরাধারমন নাথ :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট এই বিধান সভায় পেশ করেছেন আমি সেটাকে স্বাগত জানিয়ে আমার দুই একটি কথা এখানে রাখছি। এই যে বাজেট বিধান সভায় পেশ হয়েছে তাহা গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বাজেটের মধ্যে যে সমস্ত বিষয় আছে তা যদি ঠিক ঠিকভাবে রূপদান করা যায় তাহলে ত্রিপুরার দরিদ্র মানুষের বিশেষ উপকারে আসবে এবং ত্রিপুরার উন্নতিও যথেষ্ট হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বাজেটের আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের বিরোধী সদস্যেরা যে সমস্ত ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন আমি সেগুলির বিরোধীতা করে আমার কথা রাখছি। মাননীয় বিরোধী সদস্যেরা প্রত্যেকেই বলেছেন গত ২৬ বছর কংগ্রেস শাসনে ত্রিপুরার কিছুই হয় নাই। আবার কিছু যে হচ্ছে তার সম্পর্কে বিশেষ সমালোচনা করেছেন। তারা যে কি বলছেন তারা নিজেরাই জানেন না সত্যি কথা বলছেন না অসত্য কথা বলছেন। যদি কিছু না হত বিগত ২৬ বছরে তাহলে এই বিধান সভায় যখন অধিবেশন হয় তখন উনারা এর বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা কি কি করে করেন? তাহলে তাদের সমালোচনা কল্পনাপ্রসূত? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনাদের যে বিরোধীতা সেটা বিরোধীতা করতে হবে তাই করেন। সেটি উপলক্ষ্য করে আমি একটা গল্প বলছি এখানে। সেটি হচ্ছে বিরোধী দল (ইন্টারাপশান) নিরামিশ ভোজী এবং আমিশ

ভোজী একটা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন একটা মাঠের মধ্যে। প্রচুর লোকজন এবং সেখানে মাংসের ব্যবস্থাও হয়েছে। সেখানে নানা রকম পাক হচ্ছে এবং সেই পাক যখন খুব জোরে চলছে তখন হঠাৎ উপর দিক থেকে উড়ে যাওয়ার সময় একটা পাখী পেচ্ছাব করে এবং সেটি ঐ পাকের মধ্যে পড়ে যায়। সেখানে কিছু আমিষ ভোজী কিছু পণ্ডিত লোক ছিল এটা জেনে তারা বলল যে আরে এটা কি হল শাস্ত্র টাস্ত্র দেখ তো ঐ যে খাওয়ার উপর পাখীর পেচ্ছাব পড়ল সেটি খেতে শাস্ত্রে বাধা আছে কি না? তখন তারা শাস্ত্র ঘাটাঘাটি করে দেখলেন যে এই ব্যাপারে শাস্ত্রে কিছু লিখে নাই। কি করা যায় একটা কিছু করতে হবে তো? তখন তারা বলল যে নিরামিষ ভোজী পণ্ডিত যারা আছে তাদের জিজ্ঞাসা কর। সেখানে বিশিষ্ট কজন নিরামিষ ভোজীও ছিলেন। তাদের জিজ্ঞাসা করলেন--পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তারা বললেন না বাপু আমরা এইসব খাই না। উরা রিপোর্ট দিলেন যে নিরামিষাশীরা বলেছেন যে না আমাদের এই রকম কোন আইন নাই। তবে তারা বলেছেন যে এসব খাই না। তখন উরা বললেন যে এটাই আইন তারা যখন এটা খায় না সেটাই আমরা খাব। আজকের বাজেটের বিরোধীতা হচ্ছে এই রকম এক জাতীয়--একটা বিরোধীতা করতেই হবে যাতে কংগ্রেস যেটা ভাল করবেন সেটা কিছুতেই তারা মেনে নেবেন না। এটাই আইন। কাজেই আজকের যত সমালোচনা সবকিছুই তাদের বিপক্ষে যাচ্ছে। উদের প্রদীপ নিভে আসছে। কাজেই সেই প্রদীপ নিভে যাওয়ার জায়গায় যে রকম একটা চমক লাগিয়ে নিভে যায় ঠিক সেই রকম একটু তর্জন গর্জন করছেন বিরোধীতা করে। একটা উল্লেখ করার বিষয় উনারা যখন ভাষণ রাখেন তখন ট্রেজারী বেঞ্চের কেউ কোন বাধা দেয়নি। আর আমাদের পক্ষ থেকে যখন কেউ ভাষণ রাখেন তখন উনারা যে রকম হৈচৈ করেন সেটি নিশ্চয়ই ভদ্রতার কথা নয়—আমি এটা স্বীকার করব না। আর একটা কথা উনারা বিরোধীতা যতই করুন কিন্তু কোন সাজেশান তাদের কথার মধ্যে তারা রাখেন নাই--দোষ ত্রুটি থাকতে পারে দোষ ত্রুটির সমালোচনা করুন কিন্তু সাজেশান তো রাখবেন যে এই রকম করলে ভাল হবে সে রকম কোন অভিজ্ঞতা উনাদের নাই। কাজেই সেখানে আমি বিশেষ কিছু বলছি না। এই বলেই আমি শেষ করব। এবং বলব যে শুধু বিরোধীতা করলেই চলবে না তার সংগে ভাল সাজেশানও রাখা চাই সেটাই হবে বিরোধীতার মূল্য। এই বলে বর্তমান বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :--শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী--মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার যে বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে পেশ করেছেন সেই বাজেট সম্পর্কে অনেকে অনেক বক্তব্য রেখেছেন এবং আমার বন্ধু যারা তারাও এই সম্পর্কে অনেক হিসাব রেখে আলোচনা করেছেন। আমি আর এই হিসাবে যাচ্ছি না। আমি শুধু এইটুকু বলছি যে এই বাজেটে উদের তরফ থেকে কারও কারও কনফিউশান আছে যে পুলিশী বাজেট। এক দিকে পুলিশী বাজেট সারা ভারতবর্ষে যেখানে কংগ্রেসের মুমূর্ষু অবস্থা রাজ্যে রাজ্যে ভাংগন চলছে জনসাধারণের প্রতিরোধে যখন পুলিশ মিলিটারী দিয়েও কায়দা হচ্ছে না ঠিক সেই পরিস্থিতিতে তারা নিজেদের আরও আত্মরক্ষার জন্য আরও

যত বেশী নিজেদের ডিফেন্সের ব্যবস্থা করতে পারেন তার প্রস্তুতিতে যে বাজেট হওয়া উচিত এই বাজেট। সেই বাজেট। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বাজেটে কি দেখছি ? একটা বিষয় উল্লেখ করব। পুলিশ—৩ হাজার নতুন পুলিশ নিয়োগ করা হবে। আমরা শুনেছি এই সরকার পরিকল্পনা নিয়েছেন যে প্রতিটি মৌজায় একটি করে পুলিশ ক্যাম্প দেওয়া যায় কিনা। যে ওরা বলে দেশে আতংক সেটা আমাদের প্রশ্ন নয়। গ্রামের মানুষ যখন দেখে কোথাও পুলিশ ক্যাম্প করলেই গরু চুরি বাড়ে ডাকাতি বাড়ে লুঠতরাজ বাড়ে—হাঁা, সেখানে নিশ্চয়ই পুলিশ সম্পর্কে আতংক হওয়ার কথা। পুলিশ—যদি রাস্তায় গেইট করা হয় যদি সেখানে বাঁশ ফেলা হয় তাহলে প্রতিটি পুলিশের লুটের ব্যবস্থা হয়। প্রতিটি রাস্তায় যতগুলি বাঁশ ফেলেছে—দেখুন স্যার, প্রতি গাড়ীর ড্রাইভারদের এক টাকা করে দিতে হয়—মানুষদেরও দিতে হচ্ছে। এই হচ্ছে জনসাধারণের সামনে পুলিশের চেহারা। পুলিশের চেহারা হচ্ছে—আমাদের কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কিছু চাঁপোষা লোক আছে তারা গ্রামে গ্রামে ডাকাত বাহিনী গড়ে তুলছে। প্রতিটি বাড়ীতে ডাকাতি শুরু হয়েছে। গত এক সপ্তাহে ৮টি বাড়ীতে ডাকাতি হয়ে গেল সোনামুড়া মহকুমায়। এই সমস্ত ডাকাতদের গ্রুপ এই সমস্ত গুণ্ডাদের গ্রুপ তাদের রক্ষার জন্যই এই পুলিশ বাহিনী। আমরা এই কথাটাই শুনেছি এই বাজেটে ১ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। প্রতিটি মৌজায় মৌজায় প্রাইমারী স্কুল খোলা হবে। প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় প্রতিটি মানুষকে তাদের স্বাক্ষরতা জ্ঞানসম্পন্ন করে তোলা হবে। তাহলে প্রতিটি ছেলেকে এবং প্রতিটি মেয়েকে এমন কি বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব এই সরকার নিয়েছেন—না সেই পরিকল্পনা নেই। সেই বাজেটের বরাদ্দ নেই বাজেটের বরাদ্দ হচ্ছে পুলিশের ব্যবস্থার জন্য। তারপর পুলিশ—পুলিশের ভিতরের অবস্থা কি ? পুলিশের ভিতরের অবস্থা দেখুন স্যার, সি. আর. পি. রাখা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ—আমি জানি না কি প্রয়োজনে কতটুকু ত্রিপুরা রাজ্যের কি নিরাপত্তার প্রশ্ন। সি. আর পি. কি করবে ? বাংলাদেশের সংগে যুদ্ধ হয়েছিল সৈন্যের প্রয়োজন ছিল সি. আর. পি'র কোন প্রয়োজন ছিল না বি, এস, এফ, এবং সি, আর, পি, দিয়ে যত বেশী গজন দেখানো হচ্ছে তত বেশী চোরাকারবার আর ব্ল্যাক মার্কেটিং বেড়েছে। আগে যেত মাথায় মোট বয়ে, বোঝা বয়ে পাকিস্তানে পার করতো আর এখন গাড়ী বোঝাই করে ট্রাক বোঝাই করে প্রকাশ্য সদর রাস্তা দিয়ে পার হয়ে যায়। এমন কি বাংলা দেশ থেকে কালো গাড়ী আনে। কোন মন্ত্রী এইরকম খবর, সমস্ত জনসাধারণ সাক্ষ্য দিচ্ছে ওদের লজ্জা নাই, কোথায় মুখ দেখাবে তারপর। স্যার, ওরা সি, আর, পি'র যে ইউনিট এখানে দুই ইউনিট আছে ত্রিপুরা রাজ্যে সেই দুই ইউনিটের জন্য দুই ইউনিটের ১২ শ পারসন্যাল সেই দুই ইউনিট রাখা হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে। সেই বারশো পারসোনেলের জন্য খরচ কত ? আগে ছিল ৭৪,৫০,০০০ টাকা। ১৯৭২-৭৩ এ আমরা দেখেছি। এই বৎসর তার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে ষাট লক্ষ টাকা। সেই ষাট লক্ষ ছাড়া আরও বরাদ্দ আছে সেইটা কি ৬০ টাকা করে তাদেরকে ডেপুটেশন অ্যালাউন্স দেওয়া হয় প্রতিটি নন-গেজেটেড যারা সি, আর, পি, তার মানে এই সীপাহীদের প্রত্যেকটা সিপাহীকে ৪০ টাকা করে ডেপুটেশন অ্যালাউন্স দেওয়া হয়। [illegible] টাকা করে প্রতি মাসে তাদের রেশন ভর্তি

রয়েছে। এই দিকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশগুলি না খেয়ে মরছে প্রত্যেকটা থানায়। হোমগার্ডগুলি, হোমগার্ডদের বেতন সেই বেতন দিয়ে এক মাসের খোরাকের চাউল পর্যন্ত কিনতে পারে না। এই হচ্ছে অবস্থা। অন্য জিনিস তো দূরের কথা। বাইর থেকে সি. আর. পি, এনে শুধু কি সি আর. পি.? বি, এস, পি. এক ইউনিট বি, এস, পি. রাখা হয়েছে সেই এক ইউনিট বি. এস. পিতে ৫ শো পারছোনেল আর তার জন্য ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এইতো বাজেট। স্যার, এত বি, এস, পি, সি. আর. পি. কেন আনা হচ্ছে? এত ভয় কেন ভয় কাকে? ভয় এই জনসাধারণকে, ভয় ঐ কৃষকদেরকে, ভয় ঐ ভূমিহীনদেরকে ভয় ঐ জুমিয়াদেরকে, ভয় ঐ সাধারণ মেহনতি মানুষকে। তাই ভয়ে সমস্ত মন্ত্রীরা ধীরে ধীরে তাদের চার দিকে পুলিশ বেষ্টনী গড়ে তুলছে এই ভাবে এই বিধান সভায় দেখানো হচ্ছে কি ভাবে মন্ত্রীদের নিরাপত্তার খরচ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে এই তো হচ্ছে অবস্থা। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমি আরও লক্ষ্য করেছি এই বাজেটে আট জন আই. এ. এস, কেডার সব সাদা হাতী তাদের বেতন দেওয়া হচ্ছে [illegible]। যে কথা সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। কোন সাধারণ কর্মচারী কল্পনাও করতে পারে না। এই ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে ৯০ টাকায় একজন কর্মচারী কাজ করে, ৭০-৮০ টাকায় একজন কর্মচারী কাজ করে সেখানে তাদের হাজারের উপর বেতন সেই অবস্থায় তাদেরকে আবার তিনশো টাকা করে মাসিক স্পেশাল পে দেওয়া হচ্ছে। কেন? কিসের জন্য স্পেশাল পে দিয়ে তাদেরকে রাখা হচ্ছে? তারজন্য প্রতি মাসে ৪শো টাকা করে এবং বছরে কত টাকা হয় তাহলে? কিন্তু এই একটা গরীব কৃষকের জমিতে জলসেচ কি করে দেওয়া যাবে সেইটা নাই, কোন ছড়াটায় বাঁধ দিয়ে, কোন নদী ঘুরিয়ে দিয়ে কিভাবে মাঠের ভিতর জলসেচের ব্যবস্থা করা যায় সেই জলসেচ দ্বারা সমস্ত মাঠে আরও বেশী ফসল হলে প্রত্যেকটা কৃষকের পকেটে আরও বেশী পয়সার ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় যে পয়সা নিয়ে সে বাজারে আসতে পারে, বাজারে এসে সে তার দোকানের জিনিস কিনবে, দোকানের চাহিদা বাড়বে তাতে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল প্রডাকশান বাড়বে ফলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের একটা সুস্থ অর্থনীতি গড়ে উঠবে। কিন্তু না সেই চিন্তা তাদের নাই। তাদের চিন্তা হচ্ছে কিভাবে বড় বড় অফিসার, সি, আর. পি. পুলিশ তাদের সমস্ত কিভাবে বাড়িয়ে দেওয়া যায় এই হচ্ছে তাদের পরিকল্পনা। আর সেই পরিকল্পনার একটা নির্দিষ্ট একটা বাস্তব রূপ দিতে যাচ্ছেন তারা বাজেট করে, তাই পুলিশ বাজেট আমরা দেখছি, এই আই. এ. এস, কেডারদের বাজেট আমরা দেখছি। আর কি দেখেছি, চীফ মিনিষ্টারের ষ্টাফের খরচ কত বাড়ানো হলো. এই গভর্ণরের ষ্টাফের খরচ কত বাড়ানো হলো, এইগুলি সমস্ত বাজেটে রয়েছে। স্যার, এই জনবিরোধী সরকার, জনবিরোধী নীতি বছরের পর বছর চালিয়ে যাচ্ছে, শুধু এই কাজের মধ্যে নয়, গত বছরও এই রকম বাজেট ছিল এই বছর আরও বাড়লো। জনসাধারণকে কিভাবে আরও বেশী করে রিপ্রেশন করা যায়, কিভাবে তাদেরকে অত্যাচারে জর্জরিত করে তাদের আন্দোলনের শক্তিকে দমন করা যায় তার জন্য তৈরী হচ্ছে এই বাজেট। স্যার, আরও লক্ষ্য করছি যে মটরকারের জন্য কনভেয়েন্স মটর ভেহিক্যালস কিনবে তারা, এডভান্স লোন নেওয়া হবে, কাদেরকে দেওয়া হবে? কোন

তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী মটর গাড়ী কিনতে পারে, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী মটর গাড়ী কিনতে পারে, ওদের কোন সময়ে মটর গাড়ী কিনার সুযোগ হয়, ওদের পেছনে পেছনে বেহারাগিরি করতে করতে ওদের পেছনে চাকরের মত সেবাদাসীর মত ঘুরে যদি তাদের জন্য একটা সুযোগ হয়ে থাকে, সেইটুকুই তাদের সুযোগ। গাড়ী কেনার ব্যবস্থা হয়েছে কত টাকার ত্রিশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার গত বছর ছিল। সেইটাকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩৫,০০,০০০ হাজার টাকা এই বৎসরের বাজেটে। মটর ভেহিকেলস কিনবেন বড় বড় অফিসাররা। অনেক কীর্তিকারখানা জেনেছি ত্রিপুরা রাজ্যে বড় বড় অফিসার দিল্লী থেকে না বোম্বে থেকে এসে এসে গাড়ী কিনে সেখান থেকে পাচার, চলে গেলেন। এমন কি কোন খবর পর্যন্ত নেই। সেই গাড়ীর টাকা পারচেজ হলো কি না সেই এডভান্স লোন তার কোন হিসাব নেই। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে এবং বড় বড় অফিসারদেরকে তৈরী করার জন্য তাদেরকে দিয়ে একটা শাসন বিভাগ তৈরী করা হচ্ছে এবং সরকারের মাথার উপরে। স্যার, বিভিন্ন অফিসগুলিতে সোনামুড়ায় ফুড সেকশনে আমি লক্ষ্য করেছি হাজার হাজার রেশন কার্ড দুইজন তিনজন কর্মচারীর উপর তৃতীয় শ্রেণীর আর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। তারা রাতে বসে [illegible] হুকুম পালন করছেন, রেশন কার্ড তৈরী করছে, সারা রাত তারা হুকুম তামিল করছেন। ওভারটাইম, রাতদিন ওভারটাইম তার একটা লিমিটেশন আছে। ওভার টাইমের উপর তাদেরকে কাজ করতে হয় পয়সা মিলে না। কিন্তু তাদেরকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে সেখানে ছাঁটাই নেই [illegible] হাজার, এরা বলে এবং মন্ত্রীদের কাছ থেকে আমরা জেনেছি ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে কত ভেকেন্সি তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সেই ভেকেন্সি পূরণ হয় না। কিন্তু পূরণ হয় বড় বড় অফিসারদের যারা এই মন্ত্রীবাবুদের, মন্ত্রী সাহেবদের, অথবা বড় বড় মহাজনদের বড় বড় ব্যবসায়ীদের তাদেরকে তোয়াজ করে চলতে হবে, তাদের স্বার্থকে রক্ষা করতে হবে এই হচ্ছে বাজেট। আমি যদি ৯টা মহকুমা ধরি তাহলে ৯-১০ করে প্রতিটি মহকুমায় পড়ছে এক একটি টুর, বাড়ীতে বাড়ীতে তাঁরা ঘুরেছেন আর পিঠে হাত বুলিয়েছেন, ত্রিপুরা রাজ্যের গত এক বছরের চিত্র। এইতো হচ্ছে তাদের গণতন্ত্র। স্যার আপনি চিন্তা করে দেখুন তো, কোন মহকুমায় অফিস চলতে পারে? এক মাস ত্রিশ দিনে। তার ভিতর চারটি রবিবার, একটা সেটারডে আছে, এখানে অফিস বন্ধ থাকে, তারপর যদি মন্ত্রীরা যদি ক্রমাগত টুর করতে আরম্ভ করেন, মহকুমা শাসক থেকে আরম্ভ করে, বি, ডি, ও, পুলিশ সমস্ত কিছু তাঁর পেছনে পেছনে দৌড়ান। আগরতলা শহর থেকে তাঁর পেছনে গাড়ী নিয়ে দৌড়ান, সেখানে পেট্রোলের কোন অভাব নেই। স্যার তাঁরা পাবলিসিটি করার জন্য বেড়িয়েছেন। এবং পাবলিসিটির জন্য বাজেট বরাদ্দ করেছেন সেই বাজেটে ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ডিমাণ্ড করা হয়েছে। স্যার খুব সঠিক হিসেব বলতে পারছি কি না জানিনা, হয়তো বাজেটের পাতা উল্টালে আরও অনেক জায়গায় তথ্য বেরুবে, তবুও ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পাবলিসিটি এক বছরের জন্য, শুধু তাতে তাঁরা সন্তুষ্ট নন আরও কিছু কিছু প্রতিটি ডিমাণ্ডের ভিতর'এ ভিতরে ঢোকান হয়েছে সেই পাবলিসিটির জন্য, সমস্তটা যোগ করে দেখলাম ১নং

ডিমাণ্ড থেকে আরম্ভ করে ৪৭নং ডিমাণ্ড পর্যন্ত এক একটা হিসেব করে দেখলাম মোট হচ্ছে ১৯ লক্ষ ১৫ হাজার ৩ শ', হয়তো ফাঁকে আরও থাকতে পারে। (শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—৫৫ কোটি টাকাই পাবলিসিটির জন্য)। এটা একেবারে তিনি মিথ্যা কথা বলেননি স্যার, খুবই সত্যি কথা ঐ পরিকল্পনা কমিশনের কাছে যা চাওয়া হয়েছিল, সেটা পাবলিসিটির জন্যই টাকা চাওয়া হয়েছে, প্রায় ৫৫ কোটি টাকাই পাবলিসিটির জন্য, ঠিকই বলেছেন।

স্যার সেলফ এমপ্লয়মেন্ট'এর কথা বলেন এই সম্পর্কে আমি খুব বেশী বলতে চাই না, আমি গতকাল গিয়েছিলাম একটা সেলফ এমপ্লয়মেন্ট কেন্দ্র দেখতে ক্যাটল ফার্মিং দুর্গা চৌধুরী পাড়া, সেখানে দেখলাম নয় জনকে এ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য ডাকা হয়েছে, তাদের ট্রেনিং দেওয়া হবে ৬ মাস। এরাও জানেনা কত মাস ট্রেনিং। ওখানকার অফিসার তিনিও বলতে পারেননা কতদিন ট্রেনিং চলবে কি চলবেনা। যাই হউক শেষ পর্যন্ত অনুমানে বোঝে যে হয়তো ৬ মাস তাদের থাকতে হবে। ক্যাটেল ফার্মিং ট্রেনিং'এ কি শেখানো হচ্ছে—নানা জায়গা থেকে সেই জরসি ক্রস, নানারকম বিদঘুটে সব নাম সব, সেগুলি ১০ কে. জি., ১২ কে. জি করে দুধেল গরু, সেই সমস্ত গরুর নার্সিং শেখান হচ্ছে। তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে ক্যাটেল ফার্মিং করবে, টাকা কোথায় পাবে? ব্যাংক থেকে টাকা পাবে। একটা গরুর পেছনে—ইদানীং কালে যে গরু কেনা হয়েছে, ৬টি গরুর জন্য ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা, সেই গরু কিনতে হলে ব্যাংক থেকে টাকা আনতে হবে। কিন্তু তাদের কত জমি আছে? কত জমি মর্গেজ দিয়ে তারা সেই ব্যাংক থেকে টাকা আনতে পারবে, তারপর ক্যাটেল ফার্মিং করবে? স্যার, আগরতলা শহরে ডেইরী ফার্ম থেকে যে দুধ দেওয়া হয়, সেই দুধ কতজন কিনতে পারেন? মন্ত্রীরা হয়তো পেতে পারেন, বড় বড় পয়সাওয়ালা অফিসাররা হয়তো পেতে পারেন এবং এই বিধান সভায় দুই বছর আগে যে তথ্য চাওয়া হয়েছিল তাতে দেখেছি কিভাবে দুধের টাকা বাকী ফেলা হয়েছে এবং সেই বাকী টাকা কিভাবে মেরে দেওয়া হয়েছে। কোন হিসেব নেই, মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে বড় বড় অফিসার পর্যন্ত। কাজেই এই গরু পালনের দ্বারা সেলফ এমপ্লয়মেন্ট? কাজেই হাফ এ মিলিয়ন জোক যেটা বলা হয়েছে এটা কতখানি সত্য আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি। একশ' টাকা করে প্রত্যেককে দেওয়া হয় মাসে। কি হিসেবে? প্রতিদিন হাজিরা দিতে হবে। মাষ্টার রোলে আছে, ট্রেনিং এ এসেছে, সকলকে প্রতিদিন হাজিরা দিতে, ৩·৩৩ পয়সা করে দেওয়া হবে তাদের হুকুম মেনে চললে, তাদের পায়ের জুতো পলিশ করলে, কাপড় চোপড় কেচে দিলে, ৩.৩৩ পয়সা পাবে, আর যদি না করে তাহলে তাদের থেকে পয়সা কেটে নেওয়া হবে, এই হচ্ছে সেলফ এম্পলয়মেন্টের ব্যবস্থা। প্রতিটি জায়গায় সেল্‌ফ এম্পলয়মেন্টের নাম করে নানাভাবে টাকা নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত ছেলেদের, যুবকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। স্যার, এই বিধান সভায়ও গত দুই তিন দিনের ভিতর মাননীয় সদস্য যদুপ্রসন্ন বাবু একটা ঘটনাকে উলঙ্গ করে দিয়েছেন এই মন্ত্রীরা গণতন্ত্র কেমন করেন। ইন-চার্জ মিনিষ্টার—তাঁকে প্রশ্ন করে, তার উত্তর তাঁর মুখ থেকেই বের করেছেন, একেবারে নাকে, মুখে, চোখের জল পড়ে-

ছিল, তখন কি অবস্থা. রিক্রুটমেন্টস রুলস নেই টি. আর, টি, সি তে। আগরতলার ছেলেকে খোয়াইর মিথ্যা ঠিকানা দিয়ে চাকুরীতে ঢুকান হয়েছে, সেটা স্বীকার করে ফেলেছেন বাধ্য হয়ে, উপায় নেই। এই হচ্ছে ওঁদের ইতিহাস। এখানে আরেকজন গণতন্ত্রের প্রহরী মানিক লাল গাঙ্গুলী, মিউনিসিপ্যালিটির বড় অফিসার, তিনি ভ্রাতৃবধূকে জাল সার্টিফিকেট দিয়ে চাকুরীতে ঢুকালেন, তার প্রমোশনও হল, সেই জাল সার্টিফিকেট এর অধিকারিণীর, এই হচ্ছে স্যার প্রমোশনের অবস্থা। তার ভ্রাতৃবধূর ডেট অব বার্থ কোশেনে ১৯৫৭, আর ডেট অব জয়েনিং হল ১৫ই জুন, ১৯৭১। ১৪ বছরে তিনি এম, এ, পাশ করে ফেলেছেন? ভদ্রমহিলা চাকুরী পেয়েছেন, চাকুরী পাওয়া সম্পর্কে আমার প্রশ্ন নয় কিন্তু জাল কেন, জোয়াচুরী কেন? এই মন্ত্রীদের প্রতিটি পদক্ষেপই জাল এবং জোয়াচুরীর। স্যার আমার বক্তব্য আমার যে সময় টুকু পাওনা আছে, তার মধ্যে শেষ করতে পারছিনা। তবুও আমি চেষ্টা করব শেষ করতে। স্যার এই পরিস্থিতে দেখে ১৯২৯ সালে নেহেরুজীর একটা কথা বলতে চাই, নেহেরুজী সীজম্যানকে বলেছিলেন—সট্রাইক ইংমেলক ইজ এন একস্ট্রা অর্ডিনারী একজাম্পল অব সলিডারিটি। আজকে সারা ভারতবর্ষের মানুষ লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ ঐ কর্মচারী, ঐ গ্রামের কৃষকরা, ঐ মধ্যবিত্ত যুবকরা, ঐ ছাত্ররা, সবাই মিলে আজকে হরতালের দিকে এগুচ্ছেন। আজকে সারা ভারতবর্ষ হরতালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এখনও তাদের হুঁশিয়ারী আসছে না। ঐ স্ট্রাইকের দিকে যে এগুচ্ছে সেই স্ট্রাইককে ভাঙবার চেষ্টা ওঁরা করছেন ষড়যন্ত্র করছেন আমরা লক্ষ্য করছি। নেহেরুজীর কথা ওঁরা ভুলে গেছেন, নেহেরুজী নিজেও ভুলে গিয়েছিলেন, কারণ ১৯২৯ সালের নেহেরু আর ১৯৪৭ সালের নেহেরু—এক নেহেরু নন। স্যার আমি বলতে চাই কার্ল মার্কস একটা কথা বলেছিলেন যে মানুষের ইতিহাসে প্রতিশোধ বলে একটা ব্যবস্থা আছে আর ইতিহাসের একটা নিয়ম হচ্ছে এই যে, হাতিয়ার তৈরী করে আঘাত হয়েছে যে সেই নয়, আঘাত করেছে যে সে নিজে। ওঁরা নিজেরা ওঁদের অস্ত্র তৈরী করছেন, ওঁরা নিজেরা ওঁদের মরণাস্ত্র তৈরী করেছেন, আজকে তাই বীর চন্দ্র দেববর্মা বিরোধী প্রতিনিধি রাজ্যসভার নির্বাচিত হয়ে যায়। কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙন ধরেছে, ঐ প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে দিল্লী থেকে দৌড়ে এয়ার বাস দিতে হয় ত্রিপুরা রাজ্যে নিজেদের দলাদলির পরিণতিতে নিজেরাই ভেঙে যাচ্ছে, জনসাধারণের মার খাওয়ার অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে, বিহার, গুজরাটের মত যে অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে, সেই অবস্থা সামলাতে চেষ্টা করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তাদের কাছ থেকে জবাব নেবে, উত্তর নেবে এবং সেই উত্তর নেওয়ার জন্য যদি প্রয়োজন হয় কার্ল মার্কস বৈজ্ঞানিক যে প্রতিশোধের কথা বলেছেন, সেই প্রতিশোধের জন্য তাঁরা তৈরী থাকুন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ—পাহাড়ি, বাঙালী, ছাত্র, যুবক, ঐ শিক্ষক, কর্মচারী, তাঁরা সেই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তৈরী হয়েছে, একথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy Speaker :—The House stands adjourned till 11 A. M. on Friday the 29th March, 1974.

Annexure—'A'

STARRED QUESTION NO. 167.

by—Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) গত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় P. W. D. এর ব্যয় খাতে কত টাকা মঞ্জুর ছিল ?

২) মঞ্জুরীকৃত টাকা হইতে কত টাকা খরচ হইয়াছে এবং কত টাকা খরচ করিতে না পারায় ফেরৎ গিয়েছে ?

উত্তর

১) ১০,৪৭,৪৮,০০০ (দশ কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার) টাকা মাত্র।

২) ৯,৬২,১৫,০০০ (নয় কোটি বাষট্টি লক্ষ পনের হাজার) টাকা মাত্র, ৮৫,৩৩,০০০ (পঁচাশি লক্ষ তেত্রিশ হাজার) টাকা মাত্র খরচ করা সম্ভব হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 181

by Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ঋষ্যমুখে একখানা পূর্ণাঙ্গ পশু চিকিৎসালয় খোলার জন্য সরকারের পরিকল্পনা আছে কি ?

২) থাকিলে এ পশু চিকিৎসালয় কখন খোলা হবে ?

উত্তর

১) বর্তমানে নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 246

by Shri Subal Chandra Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

গত ১৩-৭-৭২ তারিখে বিধান সভার ৬০৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী বলেছিলেন, "কুমারঘাট হইতে ফটিকরায় ভায়া Nedelie রাস্তাটির ল্যাণ্ড একুইজিশন করার জন্য আণ্ডার প্রসেস আছে এবং প্রসেস শেষ হলে কাজ আরম্ভ হবে।"

১) সরকার বলতে পারেন কি উক্ত রাস্তার মাত্র ১২ মাইলের ল্যাণ্ড একুইজিশনের প্রসেস করতে কত দিন লাগবে ?

২) উক্ত রাস্তাটির গুরুত্ব অনুযায়ী রাস্তার কাজ আরম্ভ করায় এত বিলম্বের কারণ কি ?

৩) ১৯৭৪ সনের মার্চ মাসের মধ্যে কাজ শেষ হবে কি ?

উত্তর

১) ল্যাণ্ড একুইজিশন প্রসিডিংস চলিতেছে। জমির মালিকদের কাছ থেকে অনেক আপত্তি পাওয়া গিয়েছে। এইগুলি যথাযথ ভাবে বিবেচনা করিতে হয়। এই কাজ স্বাভাবিক ভাবে কিছু সময় নেয়। এইগুলি শীঘ্রই সুরাহা করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

২) পর্ষদপুরের কাছে জমি হস্তান্তরিত করার পরই কাজ আরম্ভ করা হইবে।

৩) না।

STARRED QUESTION No. 357

by Shri Subal Chandra Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা অফিস কুমারঘাটে করার জন্য সরকার বিভিন্ন ধরনের কোয়ার্টার করতে কত টাকা খরচ করিয়াছেন ?

২) উক্ত নির্মাণ কার্যের মাধ্যমে ডি, এম মহোদয়ের আবাস বা অফিস করার মত ঘর হয়েছে কি ?

উত্তর

১) ৩৪,৬,৮৬৭ টাকা।

২) হাঁ, কুমারঘাট আই, বি, এবং বি, ডি, ও, অফিসকে যথাক্রমে ডি, এম: এর আবাস এবং অফিসে রূপান্তরিত করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 901

by Shri Baju Ban Riyan

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) অমরপুরের চেলাগাং এলাকার শ্রীহরিহর দাস, শ্রীধনঞ্জয় দাস প্রমুখ ৯ জন গ্যাং লেবারদের ৮/১০/৭৩ হইতে ১৬/১০/৭৩ তারিখ পর্যন্ত মজুরী দেওয়া হয় নাই—ইহা সরকারের জানা আছে কি ?

২) জানা থাকিলে এ ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন ?

উত্তর

১) হাঁ।

২) গ্যাংম্যানগণ কার্যস্থলে উপস্থিত ছিল না তাই উক্ত দিবসের বেতন প্রদান সম্ভব হয় নাই। উক্ত নয় জনের মধ্যে ২ জনে অর্জিত বিদায়ের জন্য দরখাস্ত দেওয়ায় তাহাদের ছুটী মঞ্জুর করিয়া বেতন দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্যদের বেলায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 793

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour Department be pleased to state : —

Question

1. Number of factories closed down during last 5 years.
2. Total number of workers and employees rendered unemployed due to these closures.
3. Steps taken to re-open these industries and factories.

Answer

1. 6 (six) factories.
2. 296 in all.
3. The factories/industries are private units. Govt. can not directly intervene to re-open these private industries/factories.

STARRED QUESTION NO. 795

By Shri Nripendra Chakroborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। আসাম রাইফেলস মাঠে এসেম্বলী কমপ্লেকস ও সেক্রেটারিয়েট কমপ্লেকস্ নির্মাণের এখন পর্যান্ত কি অগ্রগতি হইয়াছে, এবং

২। সরকার ঐ কমপ্লেকস গুলি কখন শেষ হইবে বলিয়া আশা করেন ?

উত্তর

১। বিস্তৃত প্ল্যান ও এষ্টিমেট মঞ্জুরীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রেরিত হইয়াছে। আসাম রাইফেলস্ কর্তৃপক্ষ তাদের জায়গায় একটি অংশ পূর্তদপ্তরের কাছে অর্পণ করিয়াছেন। লে আউট প্ল্যান পাকাপাকি ভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে। বিস্তারিত প্ল্যান প্রস্তুত করা হইতেছে।

২। অর্থের অসংকুলান ও ভারত সরকার কর্তৃক কড়া ব্যয় সংকোচন নীতি গৃহীত হওয়ায় এই মুহূর্ত্তে বলা যাইবে না।

STARRED QUESTION NO. 787

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। অমরপুর ফটিক সাগরের পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ পাড়গুলিতে আর্থ ফিলিং করার জন্য প্রায় ছয় মাস আগে pallasiding করা হয়েছিল কি ?

২) ইহা কি সত্য যে এখনও আর্থ ফিলিং করা হয় নি, যদি সত্যি হয় তার কারণ;

৩) Pallasiding এর Bally গুলি অধিকাংশ নষ্ট হয়েছে ইহা কি সত্য?

উত্তর

১) না, প্যালাসাইডিং এর কাজ প্রায় ৪ মাস আগে ৪/১২/৭৩ ইং তারিখে শেষ হইয়াছে।

২) হাঁ, প্রথম দিকে মাটি ভরাটের কাজ পূর্ত্ত বিভাগ নিজেরা করিবেন ঠিক ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে ঐ বিভাগের ট্রাকগুলি অন্য জরুরী কাজে নিয়োজিত হওয়ায় ঐ কাজ ঠিকাদা'র মারফত করা স্থির হয়। এই কাজ শীঘ্রই আরম্ভ করা হইবে।

৩) না।

STARRED QUESTION NO. 737

By Sri Naresh Ch. Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, কৈলাশহর সাবডিভিশানের ছা-মনু টি. ডি. ব্লকের অধীন গয়নামা মৌজার গাগড়াছড়া ও গয়নামা মাঠে জলসেচের ব্যবস্থার জন্য সরকার ১৯৭৩-৭৪ সনে একটি সার্ভে করিয়াছেন;

২) যদি সত্য হইয়া থাকে তবে কখন হইতে সেচ কার্য্য আরম্ভ করা হইবে?

উত্তর

১) হাঁ।

২) সার্ভে রিপোর্টটি বিশেষজ্ঞ পর্য্যায়ে পরীক্ষাধীন আছে পরীক্ষান্তে প্রকল্প প্রস্তুত হওয়ার পর এবং তাহা রূপায়ণ শেষ হইলে জলসেচ কার্য্য আরম্ভ হইবে।

STARRED QUESTION NO. 752

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) ধর্ম্মনগর শহরের জল নিকাশের জন্য পয়ঃ প্রণালীর যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায় বর্ষায় শহরের বিভিন্ন স্থানে অল্প বৃষ্টিতেই জল জমে মানুষের দুর্ভোগের চূড়ান্ত হয় বলে এই সংবাদ সরকার অবগত আছেন কি?

২) অবগত থাকিলে জল নিকাশের জন্য সুষ্ঠু কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কি?

উত্তর

১) হাঁ, উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালীর অভাবে জনসাধারণের অসুবিধা হয়।

২) হাঁ।

STARRED QUESTION No. 753

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state —

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর শহরে পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য এ পর্যন্ত কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে ?

২) হাসপাতাল (অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগ) ধর্মনগর বাজারের বিভিন্ন অংশ এবং বিদ্যালয় সমূহে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে কি ?

উত্তর

১) নয়া পাড়াতে একটি গভীর নলকূপ খনন করা হইয়াছে এবং ধর্মনগর শহরে জল সরবরাহের জন্য ১০,০০০ গ্যালন ক্ষমতা বিশিষ্ট মঞ্চস্থিত জলাধার নির্মাণ করা হইয়াছে। বর্তমানে রাস্তার পাশে সকসাধারণের জন্য স্থাপিত "কল" হইতে (হাইড্রেন্ট) নয়াপাড়া এলাকা, বাজার এলাকা, থানা এলাকা এবং অফিস টিলাতে জল সরবরাহ করা হইতেছে। আরও দুইটি গভীর নলকূপ খনন করা হইয়াছে এবং এইগুলি শীঘ্রই চালু করা হইবে। একটি ১,০০,০০০ গ্যালন ক্ষমতা বিশিষ্ট জলাধার তৈরী করা হইবে এবং ইহার নির্মাণ কার্য্য শেষ হইলে হাসপাতাল ও ডাক বাংলোসহ শহরের সর্বত্র জল সরবরাহ করা সম্ভব হইবে।

২) হাঁ, বর্ত্তমান স্কুল এবং হাসপাতালে নিজস্ব জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। ১,০০,০০০ গ্যালন ক্ষমতা বিশিষ্ট জলাধার ও সরবরাহ লাইন নির্মাণের পর এই প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মনগর জল সরবরাহ প্রকল্পের সংগে সংযুক্ত করা হইবে। বাজার এলাকাতেও রাস্তার পাশের কল হইতে জল সরবরাহ করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 758

By Shri Naresh Ch. Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower Employment Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩-৭৪ইং মধ্যে Half a Million job (graduate দের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা ও H.S. passed দের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা) এই Schemeএ ত্রিপুরায় কতজন শিক্ষিত বেকারকে কাজ দেওয়া হইয়াছে এবং

২) তাহাদিগকে regular করা হইবে কি বা এ যাবত কাহাকেও regular করা হইয়াছে কি ;

৩) যদি regular করা হয় বা হইয়া থাকে তবে কি কি নিয়মের ভিত্তিতে হইবে বা হইয়াছে ?

উত্তর

১) ১৪৭০ জনকে কাজ দেওয়া হইয়াছে (তন্মধ্যে কার্য্যে যোগদান করিয়াছে ১৩৪৮ জন)

২) পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণকালে বিভিন্ন বিভাগে যে সকল পদ সৃষ্ট হইবে সেই সকল পদে শিক্ষানবিশদের যোগ্যতা অনুসারে নিয়োগ করা হইবে। এযাবত কাহাকেও রেগুলার করা হয় নাই।

৩) ট্রেনিং এ প্রেরিত ব্যক্তিদের ট্রেনিং কালীন কার্য্যাদি ও কর্মকুশলতা বিচারপূর্ব্বক তাহাদিগকে নূতন চাকুরীতে নিয়োগ করা হইবে।

STARRED QUESTION NO. 765
By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self Government Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) আগরতলায় মোট কয়টি বাজার ও প্রস্তাবিত বাজার আছে এবং তাদের নাম ;

২) এই সকল বাজার উন্নয়নের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১) আগরতলা মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে বর্তমানে মোট ৬টি বাজার আছে। নিম্নে তাদের নাম দেওয়া গেল। বর্তমানে আর কোন প্রস্তাবিত বাজার নাই।
ক) মহারাজগঞ্জ বাজার খ) বটতলী বাজার গ) দুর্গা চৌমুহনী বাজার ঘ) ধলেশ্বর বাজার ঙ) লেইক চৌমুহনী বাজার চ) হকার্স কর্ণার

২) মহারাজগঞ্জ বাজার উন্নয়ন কল্পে আগুনে বিধ্বস্ত দোকান ঘরের জন্য পাকা দালান তৈরী হচ্ছে। ঐ স্থানে ২৫টি কোঠার মধ্যে ১১টি কোঠার কাজ শেষ হয়েছে। ইহা ছাড়া ঐ বাজারে শীঘ্রই পাকা সব্জী বাজার, লাকড়ী বাজার ও সেনিটারী পায়খানা ইত্যাদি আরম্ভ করা হবে। পি, ডব্লিউ, ডিপার্টমেন্ট মারফত প্রস্তাবিত সপিং সেন্টারের কাজ আরম্ভ হয়েছে। বর্তমানে মাটি ভরাটের কাজ চলেছে। বটতলা বাজার উন্নয়ন কল্পে সেখানকার এঁদো পুকুর ভরাট করা হয়েছে। ঐস্থানে পাক্কা দোকান ঘরের কাজও বাজারে সেনিটারী পায়খানার কাজ শীঘ্রই হাতে নেওয়া হবে। ধলেশ্বর বাজারে দোকান ঘরের জন্য দোতালা দালান নির্ম্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। লেইক চৌমুহনী বাজারের জন্য সেখানকার নীচু জমি, ডোবা, ইত্যাদি ভরাট করা হয়েছে ও পার্শ্ববর্তী জমি খাস করার প্রস্তাব আছে। হকার্স কর্ণার দোকান ঘরের জন্য একটি সেড তৈরীর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

STARRED QUESTION No. 769

By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) পলট্রি ডেভেলপমেন্ট স্কীমে ১৯৭৩-৭৪ এ মোট কত টাকা আয় হয়েছে এবং কত টাকা ব্যয় হয়েছে তার হিসাব।

২) আয় থেকে ব্যয় বেশী হলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) ১৯৭৩ ১৯৭৪ সনের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মোট ৩৮,৯৭৩.২২ পঃ আয় হয়েছে ও ২,৫৭,৫০১.০৫ পঃ ব্যয় হয়েছে।

২) পলট্রি ডেভেলপমেন্ট স্কীমে বাণিজ্যিক ব্যবসাদারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে চালু করা হয় নাই। ইহার মূল উদ্দেশ্য হইল এ রাজ্যে জনসাধারণের মধ্যে মুরগী চাষের ব্যাপক প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ। ইহার জন্য প্রয়োজন হয় উন্নত জাতের মুরগী, স্বল্প খরচে মুরগীর সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা এবং মুরগী পালন সম্বন্ধে জনসাধারণের প্রাথমিক জ্ঞান। এইগুলির ব্যবস্থার জন্য নানাপ্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন এবং এই পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য হয় প্রচুর খরচ। সেই হেতু পলট্রি ডেভেলপমেন্ট স্কীমে আয়ের থেকে ব্যয় বেশী হয়ে থাকে।

STARRED QUESTION NO. 822

By Shri Madhusudan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বড়দোয়ালী, অরুন্ধতীনগর, পুলিশ লাইন ও বাধারঘাট এলাকায় water supply এর ব্যবস্থা করার বিষয় দেওয়ার সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি ;

২) যদি থাকে, তবে কবে পর্যন্ত সেই কাজ আরম্ভ হইবে ; এবং

৩) ১৯৭২-৭৩ সালে আগরতলায় কোন কোন এলাকায় water supply এর ব্যবস্থা করা হইয়াছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ

২) ১৯৭৪-৭৫ সালে

৩) নিম্নলিখিত এলাকায়ঃ—

১) অভিয় সাগর ২) ডিম সাগর ৩) লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ীর দিঘীর পুব পার

৪) সেন্ট্রাল জেলের পূর্বদিকে (প্রাচ্যভারতী স্কুলের সন্নিকটে ৫) কামার পুকুর পাড় ৬) রামনগর পোষ্ট অফিসের পূর্বদিকে ৭) মধ্য পাড়া ৮) কৃষ্ণনগর কালী বাড়ী লেইন ৯) জয়নগর ক্রস রোড নং ২ এবং ৪ ১০) আখাউড়া—রামনগর ক্রস রোড নং ২ ১১) রামনগর রোড নং ৯ এবং ১১।

STARRED QUESTION NO. 823
By Shri Madhusudan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ডম্বুর জল বিদ্যুৎ প্রকল্প কবে পর্যান্ত চালু হইবে এবং কত ম্যাগাটন বিদ্যুৎ পাইবে বলিয়া সরকার আশা করিতেছেন ; এবং

২) ডম্বুর প্রকল্প চালু হওয়ার পর ত্রিপুরার বিদ্যুৎ চাহিদা কতটা পর্যান্ত cover করিবে ; এবং

উত্তর

৩) বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ চাহিদা কত মেগাটন ?

১ এবং ২) গোমতী জল বিদ্যুৎ প্রকল্পটি ১৯৭৫ সনের মাঝামাঝি শেষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইহার মোট উৎপাদন ক্ষমতা (ইনষ্টলড কেপাসিটি) ১০ ম্যাগাওয়াট এবং আশা করা যায় যে মোট ৮·৬ মেগাওয়াট (পঞ্চাশ শতাংশ লোড ফেক্টার) বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যাইবে।

৩) বর্ত্তমানে বিদ্যুতের চাহিদা আনুমানিক ৪ ম্যাগ ওয়াট।

STARRED QUESTION NO. 845
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower & Employment Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালিত যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে তাতে লোক নিয়োগের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কি রাজ্য সরকারের মতামত নিয়ে থাকেন ?

২) যদি নেন কি ভাবে ?

৩) এই ব্যাপারে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য কোটা নির্দ্ধারিত আছে কি না ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) না।

STARRED QUESTION NO. 874

By Shri Ajit Ranjan Ghosh

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) গত বৎসর আমন ধান অধিক বৃষ্টির ফলে কত নষ্ট হয়েছে, তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১) গত বৎসর (১৯৭৩ইং) অধিক বৃষ্টি পীড়িত হইয়া যে পরিমাণ আমন ধান নষ্ট হইয়াছে তার মহকুমা ভিত্তিক আনুমানিক হিসাব এইরূপ :—

মহকুমার নাম	বিনষ্টকৃত আমন ধানের আনুমানিক পরিমাণ (মেট্রিক টনে)
ধর্মনগর—	১০,২৭৯
কৈলাসহর—	১,২৭৩
কমলপুর—	৪২৬
খোয়াই—	৩,৮৭১
সদর—	৪,১১২
সোনামুড়া—	৩৭০
উদয়পুর—	৫৮০
অমরপুর—	৬১২
বিলোনিয়া—	১,৭৭২
সাব্রুম—	১,৩৮৯

Annexure—"B"

UNSTARRED QUESTION NO. 191

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the P.W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় ১৯৭৩ অক্টোবর মাসে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ কত এবং তাহা প্রাইভেট হাউস হোল্ড, কমার্শিয়াল এবং সরকারের হাতে কত পরিমাণ ব্যয় হয়েছে ?

২) ত্রিপুরার কোথায় কত আউটপুট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র আছে এবং তাহা হইতে কোথায় কত পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে ?

উত্তর

১) পরিমাণ ৬,৫৫,৯৮৩ কিলোওয়াট আওয়ার, ব্যয় যথাক্রমে ৭,৭৭,০৬৩ কিলোওয়াট আওয়ার, ৩,৬৬,১৩৭ কিলোওয়াট আওয়ার এবং ২ ৭৮,২২৯ কিলোওয়াট আওয়ার (আসাম পাওয়ার সহ)।

২) নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ক্রমিক নং	স্থানের নাম	বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা	১৯৭৩ইং অক্টোবর মাসে উৎপন্ন বিদ্যুৎ
		কিলোওয়াট	কিলোওয়াট আওয়ার
১।	ধর্মনগর	১৩১	৮,৭৮০
২।	কৈলাশহর	১৫০	১,২০৯
৩।	আমবাসা	৮১	৩,৫৮৬
৪।	আগরতলা	৩৯৬৭	৪,০৮,৭৮৬
৫।	উদয়পুর	৩৭৫	১,৯৭,১৬০
৬।	বগাফা	২৭২	৩৫,৯২৮
৭।	খোয়াই	৭৫	৫৩৪
		৫,০৫১	মোট— ৬,৫৫,৯৮৩

UNSTARRED QUESTION NO. 447

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ১৯৩৬ সালের পেমেন্ট অব ওয়েজেস এ্যাক্টের অধীনে কয়েকটি চা বাগিচা ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ?

২) সত্য হয়ে থাকলে কত পরিমাণ বকেয়া পাওনা আদায়ের দাবী করা হয়েছে ;

৩) চা-বাগিচা ও ম্যানেজমেন্ট সমূহের নাম এবং অভিযোগ সমূহের বিবরণ ;

উত্তর

১) হাঁ মহাশয়

২) ১৯৭৩ইং সনে মোট ৮৭,৫৮৮.১১ পয়সা বকেয়া পাওনা আদায়ের দাবী করা হইয়াছে।

৩)

	চা বাগানের নাম	ম্যানেজমেন্টের নাম	অভিযোগের বিবরণ
১।	বাংক চা বাগান	ডাঃ রজত গুপ্ত কলিকাতা—২৯	শ্রমিকদের বোনাস আদায়ের ব্যাপারে।
৩।	বাংক চা বাগান	ঐ	শ্রমিকদের বকেয়া মজুরী আদায়ের ব্যাপারে।
২।	সোনামুখী চা বাগান	ত্রিপুরা টি কোং লিমিটেড কলিকাতা—২৯	শ্রমিকদের বোনাস আদায়ের ব্যাপারে।
৪।	সোনামুখী চা বাগান	ঐ	শ্রমিকদের বকেয়া বর্দ্ধিত মজুরী আদায়ের ব্যাপারে।

৫।	সোনামুখী চা বাগান	ঐ	ঐ
৬।	নোটিদছড়া চা বাগান	ঐ	শ্রমিকদের বকেয়া মজুরী ও বোনাস আদায়ের ব্যাপারে।
৭।	হালাইছড়া চা বাগান	ওমর হাজী শঙ্কর পার্টিনার, হালাইছড়া চা বাগান। কলিকাতা—২৯	শস্য ক্ষতিপূরণ ভাতা আদায়ের ব্যাপারে।
৮।	হালাইছড়া চা বাগান	ঐ	শ্রমিকদের বোনাস আদায়ের ব্যাপারে।
৯।	হালাইছড়া চা বাগান	ঐ	শ্রমিকদের বকেয়া মজুরী আদায়ের ব্যাপারে।
১০।	দেবস্থল চা বাগান	ত্রিপুরা টি কোং লিঃ কলিকাতা—২৯	শ্রমিকদের বোনাস আদায়ের ব্যাপারে।
১১।	হীরাছড়া চা বাগান	দি সিলকট টি কোং লিমিটেড, কলিকাতা—১১	শ্রমিকদের বকেয়া মজুরী আদায়ের ব্যাপারে।
১২।	চাঁবাছড়া চা বাগান	ঐ	কর্মীদের বেতন আদায়ের ব্যাপারে।
১৩।	মদনগর চা বাগান	বিক্রমপুর টি কোং লিঃ কলিকাতা—২৬	শ্রমিকদের বোনাস আদায়ের ব্যাপারে।
১৪।	হরিশনগর চা বাগান	শ্রীকিরীটবিক্রম কিশোর দেববর্মা, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, আগরতলা।	শ্রমিকদের বকেয়া মজুরী আদায়ের ব্যাপারে।

UNSTARRED QUESTION NO. 641

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

QUESTION

1. Name of occupants in the Tulatali Forest Reserve area and land in possession of each of them and period of occupation of those lands.
2. Whether any Settlement officer was engaged to inquire into and determine unauthorised occupations in that area for inclusion the lands within the reserve forest area ;
3. If so, then the officer was engaged and what was his recommendations ?

ANSWER

Minister-in-charge of the forestDepartment—Shri K. C. Das.

1. Forest Department, Tripura is the occupant of the Tulatalibari Reserved Forest area of which is 29.292 Sq. K. M. (11.31 Sq. miles). It was originally proposed and notified U/S 4 of Indian Forest Act, 1927 to constitute Tulatalibari Reserved Forest with an area of 40.15 Sq. Km. (15.50 Sq. miles).

However, there are some unauthorised occupaints in the said Reserved Forests whose particulars are given below :—

Name of unauthorised occupants.		Land in possession	Period of possession.
1.	Shri Amir Huda	2.14 Acres.	Prior to 1961.
2.	,, Mendi Miah	5.48 ,,	,,
3.	,, Abdul Hakim	4.72 ,,	,,
4.	,, Joykrishna Paul	3.09 ,,	,,
5.	,, Sunatan Paul	1.28 ,,	,,
6.	,, Barendra Kishore Nath ,, Jatindra Mohan Nath	2.25 ,,	,,
7.	,, Chandramani Noatia	0.35	,,
8.	,, Chhabi Kr. Noatia	0.22 ,,	,,
9.	,, Satya Kr. Tripura	1.38 ,,	,,
10.	,, Kumari Tripura	3.18 ,,	,,
11.	,, Budhai Kr. Tripura	0.47 ,,	,,
12.	,, Deb Kumar Tripura		
13.	,, Naba Kr. Noatia	0.82 ,,	,,
14.	,, Katarai Noatia		
15.	,, Srekumar Noatia		
16.	,, Balaram Noatia	1.93 ,,	,,
17.	,, Krishnamani Noatia		
18.	,, Bashi Chandsa Noatia		
19.	,, Bashisingh Noatia		
20.	,, Khalssingh Noatia	1.48 ,,	,,
21.	,, Gandhisingh Noatia		
22.	,, Hatakumar Noatia		
23.	,, Halkumar Chowdhury		
24.	,, Aswini Kr. Noatia		
25.	,, Balaram Noatia		
26.	,, Karanashingh Noatia	1.48 ,,	,,
27.	,, Indra Kr. Noatia		
28.	,, Judhbubari Noatia		
29.	,, Judhbasing Noatia		
30.	,, Bal Chandra Noatia		
31.	,, Budha Kr. Noatia		
32.	,, Padhmabashi Noatia		

33.	Shri Ramesh Majumder	1 Kani	1968.
34.	,, Dinanath Majumder	,,	,,
35.	,, Badal Majumder	,,	,,
36.	,, Binode Behari Sarkar	,,	,,
37.	,, Debendra Biswas	,,	,,
38.	,, Haripada Kar	,,	,,
39.	,, Monoranjan Kar	,,	,,
40.	,, Haran Biswas	,,	,,
41.	,, Gopal Kar	,,	,,
42.	,, Sachindra Ch. Deb	,,	,,
43.	,, Makhan Malakar	,,	,,
44.	,, Nibaran Ch. Dey	,,	,,
45.	,, Nepal Deb Nath	,,	,,
46.	,, Anil Ch. Datta		
47.	,, Kala Mia	(6 Kani)	1973-74
48.	,, Indra Mohan Dey		,,
49.	,, Haripada Kar		,,

The land under unauthorised occupations as aforesaid are surrounded by the natural forests, plantations and lands allotted to the forest villagers. The occupants of the land concerned had no right or title over the said land nor they occupied the said land through any grant or succession. Therefore, having due regard to the provisions of the relevent sections of chapter II of the Indian Forest Act, 1927.

The Forest Settlement Officer could not recommend exclusion of the said unauthorised occupied lands from the limits of the said Reserved Forest.

Besides, the particulars of the land allotted to the forest villagers by the Forest Department are given below. The legal status of such land is reserved forest. The quantum of land under possession of each of the forest villagers as per Settlement records is as follows :—

Sl. No.	Name of Forest villagers.	Land in Possession.	Period of Possession.
1	2	3	4
1.	Shri Barna Kr. Noatia	1.66 acres.	Prior to 1961
2.	,, Durgaram Noatia	0.29 ,,	,,
3,	,, Barnasingh Noatia	0.82 ,,	,,
4.	,, Banamali Noatia	1.43 ,,	,,
5,	,, Aswini Noatia	0.69 ,,	,,
6.	,, Barna Hari Noatia	2.24 ,,	,,

1	2	3	4
7.	Shri Dewan Ch. Noatia	1.13 acres	Prior to 1961
8.	„ Chanmani Noatia	0.56 „	„
9.	„ Nim Kumar Noatia	1.29 „	„
10.	„ Guran Ch. Noatia	1.85 „	„
11.	„ Parbasingh Noatia	0.82 „	„
12.	„ Ashi Kumar Noatia	0.88 „	„
13.	„ Sashi Kr. Noatia	1.73 „	„
14.	„ Bindu Kr. Noatia	0.98 „	„
15.	„ Subal Noatia	2.37 „	„
16.	„ Aswini Kr. Noatia S/o. Joy Mohan Noatia	1.46 „	„
17.	„ Anna Hari Noatia	1.75 „	„
18.	„ Aswini Kr. Noatia S/o. Joy Kr. Noatia	0.78 „	„
19.	„ Mohini Noatia S/o. Lakshamani Naotia	0.12 „	„
20.	„ Jyostha Mohan Noatia	1.78 „	„
21.	„ Brindaram Noatia	0.26 „	„
22.	„ Chaitra Kr. Noatia	1.43 „	„
23.	„ Karna Kr. Noatia	0.76 „	„
24.	„ Mohini Noatia S/o. Singh Kr. Noatia	0.87 „	„
25.	„ Fullmali Noatia	0.33 „	„
26.	„ Hana Kr. Noatia	0.54 „	„
27.	„ Mukalia Noatia	0.06 „	„

2. Forest Settlement Officer was appointed to inquire into and determine the existance, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land fallen within the notified boundary U/S 4 of I. F. Act, 1927 of the aforesaid Tulatalibari P. R. F. and also to perform other duties as envisaged in the chapter II of the Indian Forest Act, 1972.

3. Forest Settlement Officer was appointed on 7.2.61. After due enquiry the F. S. O. submitted his report on 28 11.1969 recommending constitution of Tulatalibari R. F. Comprising an area of 29.292 Sq. K. m. (11.31 Sq. miles) though it was proposed and notified U/S 4 of I. F. Act, 1927 for constitution of the said Reserve Forests with an area of 40.15 Sq. K. M. (15.50 Sq. miles)

The Forest Settlement Officer also recommended for release of the following lands from Tulatalibari P. R. F. and accordingly all such lands were exeluded from the limits of the said R. F.

1.	Settled land.	1514.23 acres.
2.	Departmental land other than Forest Department.	11.77 „
3.	Common rights including Devustan, Hat etc,	32.81 „
4.	Unauthorised occupation surrounded by settled land proposed for release.	364.24 ..
5.	Un occupied Govt. land surrounded by settled land proposed for release.	172.75 ,'
		2095.80 acres.
		or
		8.47 Sq. K.M.
		or
		3.27 Sq. miles.

The Tulatalibari R. F. was finally constituted on 23.5.70 after exclusion of the area recommended by the Forest Settlement Officer as aforesaid.

UNSTARRED QUESTION NO. 247

By Shri Subal Ch. Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কৈলাশহর ফটিকরায় (ভাগাছাওর) রাস্তাটিকে মটর চলাচলের উপযোগী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকলে কতদিনের মধ্যে উক্ত রাস্তায় মটর চলতে পারবে ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। আশা করা যাইতেছে যে ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে রাস্তাটি ছোট গাড়ী চলার উপযুক্ত হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 283

By Shri Baju Ban Riyan

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ এর ১৯৭৩ এর অক্টোবর পর্যন্ত সরকার কোন ব্লকে জলসেচের জন্য মোট কতটি পাম্পিং সেট দিয়েছেন এবং তার জন্য প্রতি ব্লকে মোট কত টাকা খরচ হয়েছে ;

২। পাম্পিং সেট ক্রয়ের জন্য একজন কৃষক কি হারে সাবসিডি পেয়ে থাকেন ;

৩) প্রতি ব্লকে এখন কতটি পাম্পিং সেট অচল আছে, তার হিসাব ?

উত্তর

১) ১৯৭২-৭৩ সন হইতে ১৯৭৩ ইং সনের অক্টোবর পর্য্যন্ত দেওয়া পাম্পসেটের সংখ্যা এবং কৃষকদের প্রকৃত ভর্তুকি ও সরকারী পাম্প চালানো ইত্যাদি সম্যক খরচের মোট পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

ব্লকের নাম	পাম্পসেটের সংখ্যা	ভর্তুকি ইত্যাদি খরচের মোট পরিমাণ
১) পানিসাগর	৩০	টা, ৫৪,৫৫৫·০০
২) কাঞ্চনপুর	৩২	,, ৪০,৬৪০·০০
৩) কুমারঘাট	৫০	,, ৫২,৯৮২·০০
৪) ছামনু	৩৫	,, ১৯,৫০০·০০
৫) সেলেমা	৪৬	,, ৬৩,০৭২·০০
৬) খোয়াই	৩৪	,, ১৯,৪০৪·০০
৭) তেলিয়ামুড়া	৭৫	,, ১,০৩,৭৬৭·০০
৮) জিরানীয়া	১০৫	,, ১,৫৬,৪৯৩·০০
৯) মোহনপুর	৩৫	,, ২৯,০৮৪·০০
১০) বিশালগড়	৭৩	,, ১,৯১,৮৭২·০০
১১) মেলাঘর	৮৮	,, ৭২,৮৯৮·০০
১২) উদয়পুর	৫৪	,, ৬৮,৮০২·০০
১৩) রাজনগর	৩০	,, ৩৫,০০০·০০
১৪) বগাফা	৪৫	,, ৬২,৫৯৩·০০
১৫) সাতচাঁদ	৩০	,, ৩৪,৯৩৯·০০
১৬) ছমুরনগর	১৭	,, ২৪,৬১০·০০
১৭) অমরপুর	৩০	,, ৩৪,৮১৯·০০
মোট :—	৮১১	১০,৬৭,০৪০·০০

২) প্রতি পাম্পিংসেট ক্রয়ের জন্য নিম্নহারে কৃষকদের ভর্তুকি (সাবসিডি) দেওয়া হয় :—

ক) ৩ অশ্বশক্তি :— ক্রয়মূল্যের ৫০ শতাংশ অথবা ১৬০০ টাকা যাহা কম হইবে।

খ) ৪ ,, :— ক্রয়মূল্যের ৫০ শতাংশ অথবা ১৭০০ টাকা যাহা কম হইবে।

গ) ৫ ,, :— ক্রয়মূল্যের ৫০ শতাংশ অথবা ১৭৫০ টাকা যাহা কম হইবে।

৩) ব্লকগুলির সর্ব্বমোট পাম্পসেটের মধ্যে বর্ত্তমানে অচল পাম্পসেটের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

ব্লকের নাম	অচল পাম্পসেটের সংখ্যা
১) পানিসাগর—	৪২
২) কাঞ্চনপুর—	১৪
৩) কুমারঘাট—	৫
৪) ছামনু—	৪
৫) সেলেমা—	৯
৬) খোয়াই—	১
৭) তেলিয়ামুড়া—	১
৮) জিরানীয়া—	—
৯) মোহনপুর—	৬
১০) বিশালগড়—	২৩
১১) মেলাঘর—	১৩
১২) উদয়পুর—	২২
১৩) রাজনগর—	১৮
১৪) বগাফা—	১৫
১৫) সাতচাঁদ—	২১
১৬) ডম্বুরনগর—	—
১৭) অমরপুর—	৪
মোট—	২০১ টাকা

UNSTARRED QUESTION NO. 772.

By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২—৭৩ সালে Timber, ফায়ার উড, বাঁশ, পারমিটে ছন এবং কুমিড়া পাতা থেকে কত রাজস্ব আদায় হয়েছে তার দফাওয়ারী হিসেব ?

২) এই রাজস্ব ১৯৭১—৭২ থেকে কম হলে তার কারণ ?

উত্তর

১) ১৯৭১—৭২ এবং ১৯৭২—৭৩ সালে নিম্ন লিখিত বনজ বস্তু হইতে নিম্ন লিখিত পরিমাণ রাজস্ব আদায় হইয়াছে :—

ক্রমিক নং	বনজবস্তুর নাম	আদায়ীকৃত ১৯৭১—৭২ সনে	রাজস্বের পরিমাণ ১৯৭২—৭৩ সনে
১)	টিম্বার	টাকা ২২,০৫,১৩৪·৯৫	টাকা ১৯,৫৪,৯৪১·৩৫
২)	ফায়ার উড্	,, ৪,৩৮,৫৩৬·৫৯	,, ৩,১৩,৯৭৬·৭২
৩)	বাঁশ	,, ১১,২৪,৯৩২·৭৫	,, ৪,৬৬,৩৮২·০০
৪)	ছন	,, ৪,৩৯,৪১৬·৮৩	,, ১,৩৭,৫৭১·৫৬
৫)	কুমিড়া পাতা	,, ৫৬,৭৬২·১৮	,, ৯৫,১১৯·৬৩
		টাকা ৪২,৬৪,৭৮৩·৩০	টাকা ২৯,৬৭,৯৯১·২৬

এতদ্ব্যতীত, ১৯৭১—৭২ ও ১৯৭২—৭৩ সালে নিম্নলিখিত খাতে নিম্নলিখিত পরিমাণ রাজস্ব জমা হইয়াছে :—

ক্রমিক নং	কোন খাতে জমা হইয়াছে	রাজস্বের পরিমাণ ১৯৭১—৭২ সালে	১৯৭২—৭৩
১)	অন্যান্য বনজবস্তু	টাকা ১,৩১,৪২৬·৭৫	টাকা ৮৯,৩৬৪·৮৮
২)	জরিমানা ও বাজেয়াপ্ত করণ	,, ৫৫,০১৩·৭৩	,, ৪০,৬৭৯·২৩
৩)	অন্যান্য	,, ১,১৪,১৭৩·২১	,, ৭০,৬৬৮·৪৬
৪)	চাঙ্গী	,, ২,৯৯৪·০৫	,, ১০,৭৯৭·৫৪
		টাকা ৩,০৩,৬০৭·৭৪	টাকা ২,১১,৪৭১·১১

২) ১৯৭১—৭২ সালের তুলনায় ১৯৭২—৭৩ সালে রাজস্ব কম আদায় হওয়ার কারণ হইল যে ঐ বৎসর (১৯৭১—৭২) তদানীন্তন পূর্ব্ব পাকিস্থান (বর্ত্তমানে বাংলাদেশ) হইতে প্রচুর পরিমাণে শরনার্থীর আগমনে তাহাদের আশ্রয়ের জন্য বহু অস্থায়ী শিবির স্থাপন করিতে হইয়াছিল ও তাহাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জ্বালানী কাঠ এবং অন্যান্য বনজবস্তু ও স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় অতিরিক্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। তাছাড়া ১৯৭১—৭২ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি Army corps এখানে থাকাতে তাহাদের নিজ প্রয়োজনীয় জ্বালানী কাঠ, বাসা নির্মানের জন্য ছন, বাঁশ, খুটি এবং সামরিক প্রয়োজনে প্রচুর কাঠ বিক্রয় করিয়া রাজস্ব পাওয়া গিয়াছিল। উপরোক্ত কারণে ঐ বৎসর প্রচুর পরিমাণে বনজবস্তু আহারিত হয় এবং তৎকালীন অতিরিক্ত মাশুল ও আদায় হয়। সেই জন্যই ঐ বৎসর অন্যান্য বৎসরের তুলনায় বেশী রাজস্ব আদায় হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 781
By Shri Bhadramani Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কোন রিজার্ভ ফরেষ্ট থেকে ১৯৭২—৭৩ সালে কত রাজস্ব আদায় হয়েছে—তার হিসেব ?

২) এই আয় ১৯৭১—৭২ এর তুলনায় কম হয়ে থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১) ১৯৭১—৭২ এবং ১৯৭২—৭৩ সালে নিম্নলিখিত সংরক্ষিত বন হইতে নিম্নলিখিত পরিমান রাজস্ব আদায় হইয়াছে।

ক্রমিক নং	সংরক্ষিত বনের নাম	আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ১৯৭১—৭২ সালে	১৯৭২—৭৩ সালে
		টাকা	টাকা
১)	উনকোটি	,, ১৩,৯১৯·৯৫	,, ১২,২৮৬·৮৪
২)	সমরুহালাই	,, ৬,৯৫৯·৯৭	,, ৯,৬৪৩·৪২
৩)	উনকোটি একটেনশান	,, ২৬,৬৭০·৯১	,, ৯,৭৮৮·১২
৪)	দেও	,, ৮১,২৩৭·১৯	,, ৪১,১২৩·৪৫
৫)	জুরি	৪,১৫২·৫৫	,, ৪,৫০২·৯৮

১	২	৩	৪
৬)	চোরাইবাড়ী	টাকা ৪১,৯৫৩·১৫	টাকা ১৭.৫৫৩·২৫
৭)	সেনট্রাল ক্যাচমেন্ট	,, ৩৮,৩৯২·৬৬	,, ১৫,৫৫৮·০৩
৮)	দাঁমছড়া	,, ২,১০০০৪·২৬	,, ৮,০০৫·৯৭
৯)	উজান মাছমারা	,, ১৪,৫০৫·০৩	,, ১০,৩১১·১৯
১০)	মনু ছৈছেংটা	,, ১৯,৬৯৪·৩২	,, ১৩,২০৮·০৩
১১)	আঠারমুরা কালাঝরা	,, ৮৪,৩২৭·৭৪	,, ৪১,২৪২·৭৮
১২)	চাকমাঘাট	,, ৯৩,৫৯৫·৭৮	,, ৫৪,৩০৩·০৩
১৩)	রামচন্দ্রঘাট	,, ৭৮,৮৩·০৫	,, ১৯·১১৬·২৮
১৪)	রাধাকিশোরপুর	,, ১,০১,১০০·১০	,, ১৭,৫৭২·০৫
১৫)	কাচিগাঙ	,, ১,১০০·০০	,, ৭৭১·০০
১৬)	কুলাই	,, ৯৩,৩৫০·৪৫	,, ২৫,৫৭৫·৬৬
১৭)	সালেমা	,, ৩৪,০৬২·৪৩	,, ৬,৩২৩·৫১
১৮)	কুলাই একষ্টেনশন	,, ২৩,৬৯৯·৭৮	,, ১৫,৭১১·৪১
১৯)	খোয়াই ক্যাচমেন্ট	,, ৮,৩২৫·৪০	,, ১১,৯৭৪·১৮
২০)	চাম্পামুড়া	,, ৪,৭৬১·০০	,, ১,৭৭৭·০০
২১)	তুলাকোনা	,, ৩,১৭৭·১৩	,, ৩,৯১৫·৮৭
২২)	তুলাতলিবাড়ী	—	—
২৩)	চড়িলাম	,, ১,৬৬,০৭৪·২৯	, ১,৮৩,৩৯৯·১৫
২৪)	টল টাছড়া	,, —	—
২৫)	হাতীপাড়া	,, —	,, —
২৬)	বড়মুরা দেওতামুরা	,, ২,৯১,৪৪১·৭০	,, ১,৭৭,১৭৩·৮০
২৭)	মহরীপুর	,, ৮,১১০·২৭	,, ৬,০২৬·৩৩
২৮)	টেক্‌ কাতুলসী	,, ৫৪,৫৯৫·৫৯	,, ৩৯,৬০১·৬৩
২৯)	বেতাগা লুধুয়া	,, ৮,৩৫৬·৭৮	,, ৬,১৯৮·৪৮
৩০)	পাথালিয়া ফুয়েল	—	—
		টাকা ১০,৫২,৪৫১·৫৭	টাকা ৭,৫২,৬৬৭·৪৫

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বন হইতে নিম্নলিখিত পরিমান রাজস্ব আদায় হইয়াছে।

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনের নাম	আদায়কৃত রাজস্বের পরিমান ১৯৭১—৭২ সালে	১৯৭২—৭৩ সালে
১)	ত্রাইপাড়া	টাকা ৭১,০০৮·৪৪	টাকা ১১,৫৬৩·৬০
২)	রাংথরাই	, ৫০,৭১০·৩২	,, ৩৩,৩৭১·২৪
৩)	তলিয়ামুড়া	,, ১,২১,৩০১·৫১	,, ৫০,৯০০·৮৭
৪)	হরিশনগর	,, ২১ ৭৫৫·২৯	,, ১৬,০৪৬·৬৯

১	২	৩	৪
৫)	পাথালিয়া	টাকা ১৪,৬৩০·৪০	টাকা ১৯,৮৩৮·৫৪
৬)	করচাথলা	,, ৬৪,৯৪৮·৪৬	,, ৫১,২৩৪·৫২
৭)	সাউথ সোনামুড়া	,, ১,২৯,৩৯৬·৯৮	,, ১,০২,৪৬৯·১০
৮)	নর্থ সোনামুড়া	,, ১,৩৩,০৫৭·২৭	,, ১,৩৫,৩৭৪·০৭
৯)	চন্দ্রপুর	,, ৬,২৩,১৫৬·৪৭	,, ৫,৭০,৮৪৪·১৫
১০)	গর্জি	,, ৩.৯১.৩৮৮·৩৩	,, ২,২৯,৭৫৬·১১
১১)	কালা গাঙ্গরাই	,, ৪১,৬৫৯·৯৮	,, ২৮,২০৭·৫২
১২)	কাসারী	,, ২৯,০৫৮·৫২	,, ২২.০৩৯·১৩
১৩)	তৃষ্ণা	,, ২৫,৬১৯·৮১	,, ১৯,১১২·০৭
১৪)	জগন্নাথ দিঘী	,, ২৪,৫৬১·৭৯	,, ১৮,২৫১·১৬
১৫)	কালা পানিয়া	,, ৭৩১২·৭৪	,, ৫,৫০৯·৮০
		টাকা ১৭;৪৯,৩২৬·৩১	টাকা ১৩,১৪,৫২৮·৫৭

ইহা ছাড়া রক্ষিত বন হইতে ১৯৭১-৭২ সালে মোট ১৪,৯৪,৪৩০·১৭ টাকা এবং ১৯৭২—৭৩ সনে মোট ৯,৯০;১৬১·১২ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছে।

তাহা ছাড়া ১৯৭১-৭২ সনে অন্যান্য খাতে মোট ১,৭২,২০৬·৯৯ টাকা এবং ১৯৭২-৭৩ সনে মোট ১.২২'১০৫·২৩ টাকা রাজস্ব হিসাবে জমা হইয়াছে।

২) ১৯৭১-৭২ সালের তুলনায় ১৯৭২-৭৩ সালে রাজস্ব কম আদায় হওয়ায় কারণ হইল যে ঐ বৎসর ১৯৭১-৭২) তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্থান (বর্ত্তমানে বাংলাদেশ) হইতে প্রচুর পরিমানে শরণার্থীর আগমনে তাহাদের আশ্রয়ের জন্য বহু অস্থায়ী শিবির স্থাপন করিতে হইয়াছিল ও তাহাদের দৈনান্দিন প্রয়োজনীয় জ্বালানীকাঠ এবং অন্যান্য বনজবস্তুত ও স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় অতিরিক্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহাছাড়া ১৮৭১-৭২ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি Army corps এখানে থাকাতে তাহাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জালানী কাঠ বাসা নির্ম্মানের জন্য ছন বাঁশ, খুটি এবং সামরিক প্রয়োজনে প্রচুর কাঠ বিক্রয় করিয়া রাজস্ব পাওয়া গিয়াছে।

উপরোক্ত কারণে ঐ বৎসর প্রচুর পরিমানে বনজবস্তু আহারিত হয় এবং তৎকালীন অতিরিক্ত মাশুল ও আদায় হয়। সেইজন্যই ঐ বৎসর অন্যান্য বৎসরের তুলনায় বেশী রাজস্ব আদায় হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 825

By Shri Madhusudan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self Government Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সম্প্রতি আগরতলা পৌর এলাকা Extention করার পর কোন্ কোন্ গ্রাম পৌর এলাকার অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে ?

২) যে সব গ্রাম পৌর এলাকার অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে সেই সব গ্রামের অধিবাসীদের উপর কোন কর ধার্য্য হইয়াছে কি ?

৩) অদূর ভবিষ্যতে আর কোন গ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত হইবে কি? যদি হয় তার সেই গ্রামগুলির নাম কি ?

উত্তর

১) জয়পুর ২) পশ্চিম জয়নগর ৩) রামসুন্দরপুর ৪) কালিকাপুর ৫) রঞ্জিত নগর ৬) টাউন প্রতাপগড় ৭) পশ্চিম প্রতাপগড় ৮) টাউন বড়দোয়ালী ৯) বড়দোয়ালী ১০) ভট্ট পুকুর ১১) বাধার ঘাট ১২) রামঠাকুর পাড়া ১২) সূর্য্যপাড়া ১৪) অরুনন্ধতিনগর ১৫) ধলেশ্বর নুতন পল্লী ১৬) টাউন ইন্দ্রনগর ১৭) চন্দ্রপুর ১৮) ধলেশ্বর ১৯) ভাটি অভয়নগর ২০) রাধানগর ২১) কুঞ্জবন ২২) উজান অভয়নগর ২৩) জগতপুর ২৪) ইন্দ্রনগর ২৫) কুমারী টিলা ২৬) ৭৯নং টীলা

২) ১৯৭৪ ইং সনের ১লা এপ্রিল হইতে কর ধার্য্য হইবে।

৩) না এই প্রশ্ন উঠেনা।

UNSTARRED QUESTION NO. 834

By Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বর্তমান বৎসরে বিশালগর ব্লক অন্তর্গত টাকারজলা ঘনিয়ামারা, জম্পুইজলা সাংকাংমা গাঁওসভা এলাকায় কৃষি উন্নয়নের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করিয়াছেন ?

উত্তর

(১) কৃষি উন্নয়নের জন্য গাঁও সভাগুলিতে যে সব ব্যবস্থা বর্তমান বৎসরে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ :—

জম্পুইজলা ও সাংকাংমায়

(ক) বরো ও আগুয়ান আউশ চাষের জন্য ১৫টি অস্থায়ী বাঁধ তৈরী করা হইয়াছে ;

(খ) একটি ১৫ অশ্ব শক্তির ও একটি ৫ অশ্ব শক্তির সরকারী পাম্প-সেট বসানো হইয়াছে ;

(গ) একটি ৫ অশ্ব শক্তির পাম্পসেট সরকারী ভর্তুকীতে বিক্রয় করা হইয়াছে ; এবং আরও ১০টি ৫ অশ্ব শক্তির পাম্পসেট ভর্তুকী দিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইতেছে ;

(ঘ) উপজাতি কৃষকদের ১৮ শত কে: জি: জুম ধানের বীজ বিনা মূল্যে বিতরণ করা হইয়াছে এবং আরোও প্রায় ৫৬০ কে: জি: জুম ধানের বীজ বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

(ঙ) ৮৮৪ জন ব্যক্তিকে মোট ৩৮,০৫৭ টাকা কৃষিদাদন হিসাবে দেওয়া হইয়াছে ;

(চ) সরকারী ভর্তুকীতে প্রায় ২·৫ মেট্রিকটন কৃষি উৎপাদন সহায়ক দ্রব্যাদি কৃষকদের মধ্যে বিক্রয় করা হইয়াছে এবং আরোও বিক্রয়ের জন্য মজুত আছে।

(ছ) উন্নত প্রথায় আলু চাষের জন্য একটি প্রদর্শনী ক্ষেত্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(জ) ধানী জমি পুনরুদ্ধারের জন্য টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে ব্যবস্থা করা হইতেছে :—

(ঝ) সরকারী ভর্তুকীতে কৃষি যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

টাকারজলা ও ঘনিয়ামারায় }:— —: (ক) বরো ও আশুয়ান আউশ ধান চাষের জন্য ৮টি অস্থায়ী বাঁধ তৈরী করা হইয়াছে।

(খ) জলসেচের জন্য একটি ৫ অশ্বশক্তির সরকারী পাম্পসেট বসানো হইয়াছে এবং একটি ১৫ অশ্ব শক্তির পাম্পসেট বসানোর কাজ চলিতেছে।

(গ) উপজাতি এলাকায় ৭টী প্রদর্শনী ক্ষেত্রে উন্নত প্রথায় বরো ধানের চাষ এবং উন্নত প্রথায় আখ চাষের ২টি প্রদর্শনী ক্ষেত্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(ঘ) উপজাতি কৃষকদের বিনামূল্যে ২ হাজার ৮ শত কে: জি: জুমধানের বীজ বিতরণ করা হইয়াছে এবং আরোও ৫ শত ৬০ কে: জি: জুম ধানের বীজ বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(ঙ) ৩২০ জন ব্যক্তিকে মোট ১৪ হাজার ৮ শত টাকা কৃষিদাদন দেওয়া হইয়াছে।

(চ) সরকারী ভর্তুকীতে প্রায় ৩ দশমিক ৮ টন কৃষি উৎপাদন সহায়ক দ্রব্যাদি কৃষকদের মধ্যে বিক্রয় করা হইয়াছে এবং আরও বিক্রয়ের জন্য মজুত আছে।

(ছ) টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে ধানী জমি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

(জ) সরকারী ভর্তুকীতে কৃষি যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 873
By Shri Ajit Ranjan Ghosh

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বর্তমান বৎসরে ত্রিপুরায় কত একর জমিতে বোরো ধানের চাষ হয়েছে তাহার মহকুমার ভিত্তিক হিসাব।

২। কত একর জমিতে উচ্চ ফলনশীল ও সাধারণ বুরো ধানের চাষ হয়েছে (পৃথক পৃথক হিসাব) ?

উত্তর

১। বর্তমান বছরে ১৯৭৩-৭৪ ইং সালে যে পরিমাণ জমিতে বুরো ধানের চাষ হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক আনুমানিক হিসাব নিম্নরূপ :—

মহকুমার নাম	বুরো ধানের জমির পরিমাণ	
	একরে	হেক্টরে
ধর্মনগর	২,৪৭০	১,০০০
কৈলাশহর	৬,১২৫	২,৪৭৯
কমলপুর	১,৫২৫	৬১৭
খোয়াই	৭,১৭৩	২,৯০৩
সদর	২০,৮১৬	৮,৪২৪
সোনামুড়া	১০,৭০০	৪,৩৩০
উদয়পুর	১৫,০৮৪	৬,১০৪
অমরপুর	৪,৮৭০	১,৯৭০
বিলোনীয়া	৮,৫০১	৩,৪৩০
সাবরুম	৩,৫০০	১,৪১৬
সর্ব্বমোট—	৮০,৭৬৫	৩২,৬৮৩

২। ১৯৭৩-৭৪ সনে ত্রিপুরায় যে পরিমাণ জমিতে উচ্চ ফলনশীল ও সাধারণ বুরো চাষ হইয়াছে তাহার পৃথক পৃথক আনুমানিক হিসাব এইরূপ :—

উচ্চ ফলনশীল বুরো ধানের চাষের পরিমাণ	৬৪,৯১০ একর (২৬,২৬৮ হেক্টর)
সাধারণ বরো ধানের চাষের জমির পরিমাণ	১৫,৮৫৫ একর (৬,৪১৫ হেক্টর)

UNSTARRED QUESTION NO. 910

By Sri Purnamohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কৈলাশহরের তারাবন ছড়া উপজাতি কলোনীর জমি ফরেষ্ট রিজার্ভ মুক্ত করা হইয়াছে কি, এবং

২) রিজার্ভ মুক্ত না করা হইয়া থাকিলে বিলম্বের কারণ কি ?

উত্তর

১) ১১-৩-৬৮ ইং তারিখের এক সভায় তদানীন্তন ল্যাণ্ড ইউটিলাইজেশন এণ্ড সয়েল কনজারভেশন বোর্ড তারাবনছড়া উপজাতি কলোনীর জন্য ৯০৩.৯০ হেক্টর বা ২২৩৩.৫৮ একর ভূমি লংথরাই প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বন হইতে মুক্ত করার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। তাহার পরিপ্রেক্ষিতে ২২-১০-৭০ ইং তারিখে সরকার এই বিষয়টি অনুমোদন করিয়াছেন। সেই অনুসারে তারাবনছড়া উপজাতি কলোনী স্থাপিতও হইয়াছে।

২) যেহেতু ভারতীয় বন আইন অনুসারে ১৯৬১ সনে নিযুক্ত ফরেষ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার লংথরাই প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বন তদন্ত করিতেছেন এবং তদন্ত শেষে সরকারের নিকট তদন্ত বিবরণীতে ঐ বনভূমি হইতে সম্ভাব্য রিজার্ভ মুক্ত উপযুক্ত জায়গা সমূহেরও সুপারিশ থাকিবে, সেহেতু তাহার উপরোক্ত তদন্ত বিবরণী ও সুপারিশ প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করা হইতেছে। সুপারিশ প্রাপ্তির পর সরকার ৯০৩.৯০ হেক্টর বা ২২৩৩.৫৮ একরে অবস্থিত তারাবন ছড়া কলোনী সমেত অন্যান্য সুপারিশকৃত জায়গা বিবেচনাক্রমে ছাড়িয়া দিয়া লংথরাই সংরক্ষিত বন চুড়ান্তভাবে সংগঠন করিবেন।

———

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.*

Friday, the 29th March, 1974.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A.M. on Friday, the 29th March, 1974.

PRESENT

Shri Usha Ranjan Sen, Deputy Speaker in the Chair, Chief Minister, 4 Ministers, 3 Deputy Ministers, Deputy Speaker and 47 members.

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Dy. Speaker :—To-day in the list of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question—Shri Achaichi Mog.

Shri Achaichi Mog : -Starred question No. 219.

Shri Sukhamoy Sengupta :—Starred question No. 219, Sir.

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া মহকুমার বিভিন্ন তহশীল অফিসের জন্য কতটা বে-সরকারী বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইয়াছে ?

২) ঐ সকল বে-সরকারী বাড়ী ভাড়া কি ভাবে নিরূপন করা হয় ?

উত্তর

১) ১৪টি

২) ঐ সকল বাড়ীর ভাড়া পি, ডবলিউ, ডি, দ্বারা নিরূপণ করা হয়।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :— ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বছরে কয়টা বাড়ীর জন্য কত টাকা ভাড়া দেওয়া হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মোট হিসাবটা আমার কাছে নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ১৪টি তপশীল অফিসের জন্য বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে সেগুলির নাম জানতে পারি কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— সেগুলি হচ্ছে—১) সারাসীমা, ২) মাইছড়া, ৩) কৃষ্ণনগর, ৪) মতাই, ৫) দক্ষিণ ইচাছড়া, ৬) বড়পাথরী, ৭) রাঙ্গামুড়া, ৮) পূর্ব বীরচন্দ্রনগর, ৯) থাম্বেছড়া, ১০) পূর্ব পিলাক, ১১) পশ্চিম পিলাক, ১২) কলসী, ১৩) জোলাইবাড়ী এবং ১৪) শান্তিরবাজার।

শ্রীসুনীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ১৪টী বাড়ীর মধ্যে কতটা বাড়ীর ভাড়া পরিষ্কার আছে এবং কতটা বাড়ীর ভাড়া পাবলিক পাওনা আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— বাড়ীর ভাড়া কত করে সেটা বলতে পারব। কিন্তু কোন কারণে যদি বাড়ীর ভাড়া বাকী পড়ে থাকে, সেটা এখন আমার জানা নাই।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ১৪টী বাড়ী তহশীল অফিসের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়েছে, সেগুলিকে সরকারী পর্যায়ে তৈরী করার কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কিনা জানাতে পারি কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এগুলির জন্য ধীরে ধীরে নিজেদের বাড়ীর ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন যে বিভিন্ন জায়গায় জমি নেওয়ার পরও দীর্ঘকাল ধরে বাড়ী তৈরী হচ্ছে না। যেমন খোয়াইতে এ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রির জন্য ১০ বছর আগে জমি নেওয়া হয়েছে এবং সেই জমিতে এখন অন্য লোক চাষ করছে এবং ঘর তৈরী করছে। কিন্তু সরকার থেকে বাড়ী তৈরী করার কোন প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা তহশীল কাছারীর অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে যদি এই রকম হয়ে থাকে, তাহলে তার নিশ্চয় অন্য কোন কারণ রয়েছে যেমন মাল মশলা ইত্যাদি আগে জোগাড় করে তবেই বাড়ী তৈরী করতে হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কারণটা কি প্রধানতঃ এই যে কিছু পেটোয়া বাড়ীওয়ালাকে বাড়ী ভাড়া পাইয়ে দিতে হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মালিকের সংগে কার কতটুকু যোগাযোগ আছে, তা আমার জানা নেই কিম্বা কার পেটোয়া কে সেটা এখন পর্যান্ত জানা যায় নি। তবে যদি নাম দেওয়া হয়, তাহলে কোন তরফের পেটোয়া দেখে নিতে পারি।

শ্রীসুনীল রঞ্জন সাহা :— ইহা কি সত্য যে কলসীর হরিচরণ মগের বাড়ী ঐখানকার তহশীল কাছারীর জন্য ভাড়া নেওয়া হয়েছে, কিন্তু বেশ কিছুদিন যাবত ভদ্রলোক তার বাড়ীর ভাড়া পাচ্ছেন না, যদি সত্য হয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি যে কি কারণে তিনি বাড়ীর ভাড়া পাচ্ছেন না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এই সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখা হবে

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে এস, ডি, ও, এই বাড়ীগুলি ভাড়া নেওয়ার আগে থেকে বার বার পি. ডবলিউ, ডিকে অনুরোধ করে আসছেন এ্যাসেসমেন্ট করবার জন্য, কিন্তু পি, ডবলিউ, ডি, সেটা এ্যাসেসমেন্ট করছেন না যার ফলে তারা বাড়ী ভাড়া পাচ্ছে না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ;— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাড়ীর ভাড়া মোটামুটি ভাবে নিরূপন করা হইয়াছে পি, ডবলিউ. ডির এ্যাসেসমেন্ট অনুযায়ী।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্নটা ছিল পি, ডবলিউ, ডি এ্যাসেসমেন্ট না করলে এস, ডি, ও বা ডি, এম, বাড়ীওয়ালাদের বাড়ী ভাড়া পেমেন্ট দিতে পারেন না এবং এত পি, ডবলিউ. ডিপার্টমেন্টকে বছরের পর বছর অনুরোধ করার পরেও তারা এ্যাসেসমেন্ট করছে না যার ফলে এই সব বাড়ীর ভাড়া বাকী পড়ে আছে এবং এর জন্য ডিপার্টমেন্টের অনেক বদনাম হচ্ছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে যতটুকু তথ্য আছে, তাতে বাড়ীর ভাড়া নিরূপণ করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন যে পেটোয়া লোক না হলে বাড়ী ভাড়া বাকী থাকে, যেমন বাচাইবাড়ীতে ডাক্তারখানার জন্য যে বাড়ী আছে, সেটার ভাড়া গত ১০ বছর যাবত পাওয়া যাচ্ছে না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্যার, ডাক্তারখানাটা তহশীল কাছারীর অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে কেন বাড়ী ভাড়া বাকী পড়েছে, সেজন্য আলাদা ভাবে ডাক্তারখানার ব্যাপারে প্রশ্ন আসলে, সেটা দেখতে পারি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ভরসা দিতে পারেন কি যে সমস্ত বাড়ীগুলির ভাড়া বাকী পড়েছে, পি, ডবলিউ, ডি, থেকে এ্যাসেসমেন্ট না হওয়ার দরুণ এবং পি, ডবলিউ, ডিপার্টমেন্টকে এমন একটা সার্কুলার দিবেন কিনা যে তুমি ইমিডিয়েটলী সেগুলির এ্যাসেসমেন্ট করে দাও, যাতে জনসাধারন সাফার না করেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অন্য ডিপার্টমেন্টের কথা বলতে পারি না। তবে এই প্রশ্নের সংগে যেটা জড়িত, তাতে বাড়ী ভাড়া পি, ডবলিউ, ডিই নিরূপণ করে থাকে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আশ্বাস দিতে পারেন কি যে আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে এই ১৪টি তহশীল অফিসের জন্য যেগুলি বে-সরকারী বাড়ীতে এখন আছে, সেগুলির জন্য সরকারী পর্যায়ে কনষ্ট্রাকশন করা হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে এ্যাসুরেন্সের কোন প্রশ্ন উঠে না। কারণ সব সময়ে সরকারের লক্ষ্য থাকে নিজের বাড়ী তৈরী করার জন্য।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে বিলোনীয়ার বাড়ীগুলি পি, ডবলিউ, ডি, দিয়ে এসেসমেন্ট করান হয়েছে। উনি কি বলতে পারেন কোন্ কোন্ সালে ঐ বাড়ীগুলি এসেসমেন্ট করা হয়েছে এবং এসেসমেন্ট করা হয়ে থাকলে পি, ডবলিউ, ডি, থেকে কত টাকায় বাড়ী ভাড়া ঠিক করা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি তারিখগুলি বলে যেতে পারি কোন্ কোন্ তারিখে বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে এবং কি রেট ভাড়া ঠিক হয়েছে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা :— কোয়েশ্চান নম্বর ৩১৬।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নম্বর ৩১৬।

প্রশ্ন (১) ত্রিপুরার কোন্ মহকুমায় বর্তমানে কি পরিমাণ জিরাতিয়া জমি আছে ?

উত্তর (১)—	মহকুমার নাম	জমির পরিমাণ
	সদর	২২৫·৭০ একর
	খোয়াই	৭·৯৪ একর
	সোনামুড়া	৩৯৭·১৮ একর
	কমলপুর	৮৫·৪২ একর
		মোট—৭১৬·২৪ একর

প্রশ্ন (২)—এই জমির মধ্যে মোট কতটি ভূমিহীন কৃষক পরিবার বসবাস অথবা চাষবাস করছেন ?

উত্তর (২)—১১১টি ভূমিহীন পরিবার চাষাবাদ করছেন।

প্রশ্ন (৩)—এই জিরাতিয়া জমি সরকার কি ভাবে বন্দোবস্ত দিচ্ছেন।

উত্তর (৩)—জিরাতিয়া ভূমি সাধারণতঃ বাংলাদেশের নাগরিকগণের জোত ভূমি। ঐ সকল ভূমির জোতদার পাওয়ার-অব-এটর্ণীর মাধ্যমে তাহাদের ভূমি ভারতীয় নাগরিকদের সংগে এক্‌চেঞ্জ করিয়াছে। এই সমস্ত ভূমি যদি আইন সংগত ভাবে একসচেঞ্জ হইয়া থাকে তবে ঐগুলি জোত ভূমি হিসাবে গণ্য করিতে হইবে এবং একসচেঞ্জের দরখাস্ত মূলে তাহাদের পক্ষে নামজারী করা হইবে।

যে সমস্ত জিরাতিয়া ভূমি আণ্ডার রায়তের (ভারতীয় নাগরিক) দখলে তাহা ১৯৬০ইং সনের ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার নন-রিজিউমেবল ভূমি বলিয়া ঘোষণা করা হইবে এবং পরিশেষে এরূপ আণ্ডার রায়তগণকে সরাসরি সরকারের অধীনে রায়ত হিসাবে ঘোষণা করা হইবে।

যে সমস্ত জিরাতিয়া ভূমি বকেয়া ভূমি রাজস্বের দায়ে খাস করা হইবে ঐ সমস্ত ভূমি ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার (ভূমি বন্টন) নিয়মাবলী অনুসারে ভূমিহীন কৃষক এবং অন্যান্যদের সহিত বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি, যে সবটাই হবে কেন ? যেহেতু আমাদের ভারতবর্ষ ভাগ হয়েছে অনেক দিন হয়েছে জিরাতীয়া ল্যাণ্ড অনেক দিন যাবত হয়েছে সবটাই হবে কেন ? হয়েছে এটা হল না কেন ? হোয়াই ইন দি ফিউচার ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হবে এই কথা বলার অর্থ হচ্ছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে আইনগত বাধা না থাকলে সেখানে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। আর হবে এই কথা বলার অর্থ হচ্ছে এটা একটা প্রসেসের মধ্যে রয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, এটা বন্ধ করে রাখা হয় কেন ? মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি যে ধর্মনগরের গ.জন্দ্রনগর তহশীলে আজকে দীর্ঘদিন যাবত এই ল্যাণ্ড-এ ডিসপ্যুট চলছে। এখন যে কথা বলছেন যে একটা জাল এক্সচেঞ্জ করে সেখানে একদল লোক জমিটা ক্লেম করছে আর একদল লোক সেখানে বসে আছে চাষ বাস করছে ভূমিহীনরা এবং সরকারের দৃষ্টিতে এসেছে। বহু মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদি হয়েছে। তেমনি বিলোনীয়ার পশ্চিম পাকাড়ের কৃষ্ণনগরে—বিভিন্ন এলাকায় আজকে ১০/১২ বছর যাবত এই ল্যাণ্ড ডিসপ্যুটগুলিকে শেষ করার জন্য গভর্ণমেন্ট কি করেছেন সেটা বলবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কারণেই বলা হয়েছে যেহেতু অনেকগুলি ডিসপ্যুট এরাইজ করেছেন সেই ডিসপ্যুটগুলির মিমাংসা না হওয়া পর্যান্ত এই সম্পর্কে কিছুই বলা সম্ভব হচ্ছে না বলেই এই হবে কথাটা ব্যবহার করা হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আমি জানতে চাইছি কি কি করা হয়েছে—তাহলে স্যার, আমরা বুঝতে পারব এটা হচ্ছে। এই জিরাতিয়া জমি কিছু আছে যেটা ভেস্টেড. কিছু আছে যেটা রিজিউমেবল, নন-রিজিউমেবল-এর প্রশ্ন আছে। কাজেই যারা আগার রায়ত তারা এটা পাবে—আমাদের ল্যাণ্ড রিফর্মসের প্রভিশান অনুসারে এবং আর কিছু আছে হয়তো একসচেঞ্জ করে এসেছে তারা তাতে রাইটস পাবেন। এই বিষয়টা সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট কি করছেন, এখন কি কি কংক্রিট স্টেপ নেওয়া হচ্ছে সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রতিটি ক্ষেত্রেই অন মেরিট দেখার জন্য ইনকোয়ারী করা হচ্ছে এবং ইনকোয়ারী রিপোর্ট নেওয়া হচ্ছে। তারপর আইনগত ভাবে যেটা করা পসিবল সেটাই করা হবে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই ত্রিপুরা রাজ্যে ল্যাণ্ড সেটেলমেণ্টের জন্য বাংলা এবং ভারতবর্ষের ম্যাপ ঠিক না হওয়া পর্য্যন্ত এই জিরাতীয়া প্রজাকে এই জমি কার দখলে আছে এটা সেটেলমেণ্ট অফিসাররা ঠিক করতে পারছে না ইহা সত্যি কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সবটাই সত্যি নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই ধরণের ডিসপ্যুট থাকতে পারে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সোনামুড়ার মতিনগর তহশীলে সরকারের ভেষ্টেড জিরাতীয়া জমি আবার গোপনে একসচেঞ্জ হয়ে ওখানে যে সমস্ত বর্গাদার আছে তাদের সরকার থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী সেই খবর রাখেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারি নাই।

শ্রী সমর চৌধুরী :--- সরকারের ভেস্টেড জমিতে সরকার থেকে বর্গাদার নিযুক্ত করা হয়েছিল, সেই বর্গাদারদের উচ্ছেদ করে সেখানে গোপন দলিল করে বাংলাদেশ থেকে একসচেঞ্জ ডিড করে সেই জমি আবার পুনর্দখলে নিয়েছে এটা সত্যি কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :-- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আগেই বলেছি যে একসচেঞ্জ কোন কোন ক্ষেত্রে হয়েছে এবং ওখানকার জমি যেগুলি খালি পড়ে ছিল তাতে ওখানকার কিছু লোক চাষবাস করছে। কিন্তু একসচেঞ্জ করার সময় তারা যখন এসেছে—তারা এসে যখন ভূমি রাজস্ব দিয়ে দিয়েছে তখন ডিসপ্যুট এরাইজ করেছে। এই সব ক্ষেত্রে আমাদের ইনকোয়ারী হচ্ছে যদি রিলেল ডকমেণ্ট হয়ে থাকে তাহলে সেই সম্পর্কেও বিবেচনা করা হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :-- মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে--কি হচ্ছে এটা আমি বুঝতে পারছি না স্যার, যখনই আমি দাঁড়াই এটা বন্ধ থাকে ব্যাপারটা কি ? মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে সমস্ত জমি ভেস্টেড সেগুলি নিলামে ডাকা হয় কি না এবং সেগুলি যারা ভোগদখল করছে তাদের কাছ থেকে কোন খাজনা আদায় করা হয় কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :-- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনেক সময় জিরাতিয়া জমি যেখানে যারা আ্যকসচেঞ্জ করে এসেছেন তাদের মধ্যে অনেকেই খাজনা সেটা বাকী ছিল, যে কারণে খাজনা আসে সেই কারণে খাজনাটা পরিষ্কার করে দিলে পরে তখন সেই ডিসপিউটটা আ্যরাইজ করতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাই কোয়েশ্চেন হজ নট দ্যাট স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, যে সমস্ত জমি অলরেডি ভেস্টেড, যেমন আমি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি আসারাম বাড়ীতে নরেশ সেনের জমি ভেস্টেড সেই জমি একজন করছেন কিন্তু তার জন্য তহশীল অফিসে জমা হচ্ছে, এই রকম জমি কতগুলি যেগুলি ভেস্টেড এবং কি উদ্দেশ্যে সেই জমিগুলির চাষাবাদ করা হয় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইগুলি পার্টিকুলার কেসে ডিটেলস বলাটা বড় কঠিন তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে যেখানে কোন রকম জিরাতিয়া জমি নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে সেইটার ডিসপিউট আ্যরাইজ করার সংগে সংগে সেইটা খাসের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসা হয়। যাতে ডিসপিউটটা না থাকে কিন্তু ফসলটা আমাদের সরকারী হিসাবে নিয়ে আসা হয়। তারপর যখন ডিসপিউটের মীমাংসা হয়ে যায় তখন সেইটা যার পজেশনে আইনত: যেটা সেইটা দেওয়া হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে বিলোনীয়ায় কৃষ্ণনগরে যেখানে ভূমিহীনদেরকে বসানো হয়েছিল, জমিগুলি নীলামে বিক্রী করা হয়েছিল কোন লোকের কাছে, গভর্ণমেন্ট ডাকে, নীলামে সেই জিরাতীয়া জমি যেটা গভর্ণমেন্টের ভেস্টেড সমারে সেই জমি বিক্রী করে দিয়েছে অথচ সেখানে ভূমিহীনদের কলোনী তাও গভর্ণমেন্ট বসিয়েছে, সেইটা সত্যি কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পার্টিকুলার ঘটনার কথা আমি জানি না কোনটা উনি মিন করছেন তবে ওখানকার ঘটনা সম্পর্কে আমার যতটুকু জানা আছে সেইটা হলো তাদেরকে যখন বসানো হয়েছিল সেই জায়গার মালিকরা না থাকার ফলে যাদের নামে অ্যালটমেন্ট করা হয়েছিল তারা অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন তাদের ৫/৭ বৎসর সেখানে না থাকার ফলে এই অবস্থাটার সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কথা হচ্ছে এখন যখন বন্ধু রাষ্ট্র হয়ে গেল পূর্ব বাংলা কতদিনের মধ্যে আমাদের এই যে জমির ব্যাপারে যাহাই হোক, ল্যান্ডের ব্যাপারটা কত বছরের মধ্যে আমরা আশা করতে পারি যে আমাদের ল্যান্ড ডিসপিউট যেটা আমরা দুই রাষ্ট্র বন্ধু রাষ্ট্র, এইটা কত দিনের মধ্যে মীমাংসা হবে এই উত্তর মন্ত্রী বাহাদুর দিতে পারবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দুই বন্ধু রাষ্ট্র হলেই কথাটা বলা কঠিন হয়েছে যে কত দিনের মধ্যে এইটা শেষ হবে।

শ্রীরাজুবন রিয়াং : পার্লিয়ামেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে জিরাতিয়া জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট রুলসে যে প্রায়োরিটির কথা বলা হয়েছে যে ফার্স্ট প্রায়োরিটি সিডিউল ট্রাইবস এবং সিডিউল কাষ্ট এবং আদার্স এই প্রায়োরিটি মানা হচ্ছে কিনা এবং ভবিষ্যতে হবে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যতটুকু সম্ভব এই রুলসটাকে ফলো করার চেষ্টা করা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— পার্লিয়ামেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় অবগত আছেন কি যে সমরেন্দ্রগঞ্জের জমি, জিরাতিয়া জমি সেইটা মজুবাজারের লোকেরা কি করে পেলো, সেখানকার ভূমিহীনদের দখলের জায়গা যেটা ভেসটেড সেইটা মজুবাজারের মহাজনরা কি করে পেল ভাইওলেটিং অল দি অ্যালটমেন্ট রুলস?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এইটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বার বার যদি কোন পার্টিকুলার ঘটনার কথা উল্লেখ থাকে ডিটেলসটা তো বলা কঠিন। এইটা যদি এইরকম হয় মজুবাজারের কেউ থাকে যে যারা অ্যাক্সচেঞ্জ করে এসেছে এই যেখানে তাহলে—

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, ইজ নট অ্যাক্সচেঞ্জ, ডাকে নীলামে পেয়েছে তারা।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ওখানে কোর্টের নীলামের পরে কারা পেলো, কোর্ট থেকে নীলাম করার পর যদি এই অবস্থা হয় তাহলে তো বলার কিছু নেই। কোর্টের উপরে আমাদের কতটুকু হাত আছে সেইটা বিবেচনা করা দরকার।

শ্রীসমর চৌধুরী :— পার্লিয়ামেন্টারী স্যার, জিরাতিয়া জমি এই যে ১১১টি ভূমিহীন পরিবারের দখলে আছে তাদের হাতে কতটুকু জমি আছে এবং তার বাইরে কতটুকু আছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কতটুকু জমি কাদের হাতে আছে এই প্রশ্নটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— না না, ল্যাণ্ডলেসের হাতে যেটুকু আছে বলেছেন তার বাইরে কতটুকু আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা এখন আমি দিতে পারছি না যদি সেপারেট কোয়েশ্চন হয়ে আসে তাহলে বলতে পারবো।

শ্রীপার্থ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে এখানে জিরাতিয়া জমির একটা লিষ্ট দিয়েছেন অমরপুরের জিরাতিয়া জমি থাকা সত্বেও সেখানে দেওয়া হলো না কেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের রেকর্ড অনুযায়ী অমরপুরে কোন জিরাতিয়া ল্যাণ্ড নেই।

শ্রীশাজুবন রিয়াং :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে এই যে জিরাতিয়া ল্যাণ্ডের বন্দোবস্ত দেওয়ার কথা রাইমাশর্মা থেকে যারা উচ্ছেদ হয়েছেন তাদেরকে প্রায়রিটি দেওয়া হবে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের মধ্যে আর যাতে কাউকে ল্যাণ্ডলেস করতে না হয় সেই সব ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫৭।

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫৭ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বিলোনীয়া মহকুমার একিমপুর অঞ্চলে কি পরিমাণ খাস ভূমি ভূমিহীন কৃষক দখল করিয়া আছে	২০৪.৯৫ একর।
২) ঐ সকল খাস ভূমি ভূমিহীন কৃষকদেরে বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়াছেন ?	ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের ভূমি বন্টন নিয়মাবলী অনুসারে কিছু ভূমি এ্যালট করা হয়েছে এবং আরও বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যাপারে অনুষ্ঠান কাজ চলিতেছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে কিছু পরিমাণ লোককে এ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছে। কত পরিমাণ জমি এবং কত লোককে এ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ? মাথা পিছু ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১১৭.৬০ একর জমি ৩৪৭টি হোমলেস ফেমিলীকে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— ৩৪৭টি পরিবারকে ১১৭.৬০ একর জমি দেওয়া হয়েছে। পার হেড কত একর করে দেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :— সাধারণতঃ ১০ একর।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে সাধারণতঃ মাথাপিছু ১° একর করে দেওয়া হয়েছে। তাহলে ২৩২৪.৯৫ একর জমি যে ভূমিহীন দখল করে আছে, কতজন ভূমিহীন ঐ জমিটা দখল করে আছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীএস এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কতজন দখল করে আছে সেই সম্পর্কে অনুষ্ঠান কাজ চলছে, সেই সম্পর্কে এখন ডিটেলস্ বলা মুস্কিল।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—এই ২৩২৪,৯৫ একর জমি যে ভূমিহীন কৃষক দখল করে আছে, এই জমিগুলি তাদের মধ্যে এ্যালট করা হচ্ছে না কেন?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা যদি সরকারী কোন কাজে না লাগে তাহলে এ্যালটমেন্ট দেওয়া হবে। সমস্ত দিকগুলি দেখা হচ্ছে, দেখার পর বন্দোবস্ত দেওয়া হবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই জায়গা ঠিক সীমান্ত অঞ্চলে লুঙা জমি, সেখানে সরকারের কোন কাজে লাগবে বলে আমার মনে হয় না। ওরা নিতান্ত ভূমিহীন, দীর্ঘদিন তাদের ভূমিতে চাষ করছে, ওদের সেখানে বন্দোবস্ত দেবার ব্যবস্থা অতি সত্তর করবেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে সরকারের কোন কাজে না লাগলে পরে তদের বন্দোবস্ত দেওয়া হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন, ভূমিহীনদের জায়গা বন্দোবস্ত না দেওয়ায়, যশমুড়ায় অকৃষক, সহরের টাকাওয়ালা অনেক লোক ঐগুলি দখল করেছেন এবং বিভিন্ন ধরণের জাল দলিল ইত্যাদি করে ভূমিহীনদের সেইসব জায়গা থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে ল্যাণ্ডলেস বলে যারা অনেক জায়গায় বসে আছে, তাদের অনেকেই জোতদারদের পেটোয়া লোক।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সরকারের কাজে লাগতে পারে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই লুঙা জমি সরকারের কোন কাজে লাগতে পারে বলতে পারেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারের অনেক কাজে লাগতে পারে এটা। সরকারী বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সংগে আলোচনা করে দেখা হচ্ছে এই জায়গায় প্রয়োজন আছে কি না। যদি থাকে তাহলে সরকারী কাজে ব্যবহৃত হতে পারে নয়তো সেটা বন্দোবস্ত দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—আমরা জনপ্রতিনিধি, আমরা যাতে জনসাধারণের কাছে বলতে পারি যে এই জায়গাটা ফিশারির জন্য দরকার বা এ্যাগ্রিকালচারের জন্য দরকার বা সরকারী অফিসের জন্য দরকার, সেজন্য কি পারপাসে সেটা লাগবে সেটা আমাদের জানা দরকার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—জনস্বার্থে যদি দরকার পরে, সরকারী দপ্তর থেকে তা করা হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এখানে কি জমি ভূমিহীন কৃষক দখল করে আছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছু কিছু আছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী:—তাদের কি উচ্ছেদ করা হবে সরকারের প্রয়োজনের নামে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার আগে দেখে নেওয়া হয় যে সরকারের কাজে সেই জমি লাগবে কি না, তারপর বন্দোবস্ত দেওয়া হয়।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে বিলোনীয়া এলাকায় কত একর জমি আছে, কত খাস জমি আছে, কত রিজার্ভ ফরেষ্ট আছে, কত ভূমিহীন দরখাস্ত করেছে, তার উত্তর মন্ত্রী মহাশয় থেকে চাইছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—প্রশ্নে একিমপুর সম্পর্কে আছে, সেই সম্পর্কে বলতে পারেননা।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—এই যে খাস জমি ভূমিহীনরা দখল করে আছে, ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে তাদের চাষ করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের থেকে টাকা পয়সা নিচ্ছে, সেখানে কি রিজার্ভ ফরেষ্ট করা হবে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে টাকা নিচ্ছে কি না আমার জানা নেই। ফরেষ্টের প্রয়োজন'এ লাগবে কি না আমি জানি না। সব ডিপার্টমেন্টের সংগেই আলোচনা করা হচ্ছে, সেটা দেখে তারপর বন্দোবস্ত দেওয়া হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৭০ স্যার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৭০ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে আগরতলা টাউন সিট মৌজাস্থিত (কৃষ্ণনগর) নূতন পল্লীর প্রায় (৫০) পঞ্চাশ পরিবারের দখলীকৃত বসতভূমি এখনও তৌজি স্থাপন হয় নাই,

২। যদি সত্য হইয়া থকে, ইহার কারণ কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ, মহাশয়। তৌজি স্থাপন হয় নাই।

২। খাসভূমির আইনে দখলকারীর নামে কোন তৌজি তৈরী হয় না।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সরকারের যে ল্যাণ্ডলেস-দের ভূমি দেওয়ার প্রস্তাব আছে, সেই ভূমি তাদের নামে তৌজিভুক্ত করে দেওয়া হবে কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ল্যাণ্ডলেস কিনা আমি জানি না। এখানে প্রশ্নটা যা ছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলেছি যে এখন পর্য্যন্ত তৌজি হয় নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যারা খাস জমিতে ৩০ বছর বা তার বেশী দিন বসবাস করে তারা সেই খাস জমির মালিক হয় কি না আইনতঃ এবং সেখানে তৌজি স্থাপন করা উচিত কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এমন কোন সিসটেম আছে কিনা আমি জানি না।

শ্রী **নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :— সিষ্টেম নয়, আইন। আইনের কথা। যদি বে-সরকারী জমি হয় তাহলে ১২ বছর, আর সরকারী জমি হলে ৩০ বছর। কাজেই যারা চাষ বাসের পজিশানে রয়েছে ৩০ বছর পর্যন্ত কিংবা তারও বেশী দিন ধরে তাদের জমিতে যাতে রেকর্ডস অব রাইট স্থাপন হয় এবং তৌজী স্থাপন হয় সেই সম্পর্কে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এই প্রশ্ন এখানে উঠে না এই জন্য যে যদি হোমলেস হয়, আর সেইসব ক্ষেত্রে এইসব বিবেচনার প্রশ্ন আসে। যদি বে-আইনী ভাবে কেউ দখল করে বসে থাকে বছরের পর বছর এবং যদি আইনত: সিদ্ধ হয় কিন্তু ব্যাপারটা হল ল্যাণ্ডলেসকে না দিয়ে যাদের জন্য জমি রয়েছে তাদের জন্য এই আইনটা প্রযোজ্য হবে কিনা।

শ্রী **নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে ল্যাণ্ড রিফর্মস অ্যাক্ট এবং রুলসে যদি পারমিট করে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে যাদের জমি এইরকম দখলে আছে সেগুলি সম্পর্কে কি করা হবে? যদি ৩০ বছর বা বেশী এই সরকারী জমি তার দখলে থাকে সেইরকম ক্ষেত্রে তিনি কি করবেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইসব জায়গায় কিছু কমপ্লিকেশান আছে। থার্টি ইয়ার্স ধরে সে আছে কিনা সেটা তাকে এষ্টাব্লিশড করতে হবে এবং সেটা এষ্টাব্লিশড করতে গেলে পরে গভর্ণমেণ্টের কাছে রেকর্ড দেখিয়ে, হয়ত আর একজনের ডিসপুট থাকতে পারে। কাজেই এটা তখন কোর্টের সিদ্ধান্তের দরকার হবে।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :— গত ১০ বছর আগে নজরানা দেওয়ার পরেও কেন এই ব্যাপারে তাদের জোত স্বত্ব দেওয়া হয় নি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা বিচার বিবেচনার মধ্যে রয়েছে যে অন্যান্য ডিসপুট নিশ্চয়ই এই জায়গায় রয়েছে। আমি ডিটেলস বলতে পারছি না যার জন্য এটা শেষ হতে পারছে না।

শ্রী **নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :— অনুমান করে কোন জবাব হতে পারে না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এখানে যদি কোন ডিসপুট থেকে থাকে তাহলে বলতে পারছি না। আর যদি নজরানা নিয়ে থাকে এবং তারপরে সেটা কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে সেটাও দেখা দরকার।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীরাধারমণ নাথ।

শ্রীরাধা রমণ নাথ :— ৫৪৮।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ৫৪৮।

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to refer to the reply of Sarred Question No. 1332 as given in the House on 6-4-73 regarding short of 2 (two) Bi-cycles in the stock and to state—

১) উক্ত দুইটি বাইসাইকেল ষ্টকে না থাকায় তদন্ত কত তারিখ থেকে চলছে এবং তদন্ত কাজ শেষ হয়েছে কি;

২) শেষ হলে ঐ তদন্তের রিপোর্টের সারমর্ম ?

উত্তর

১) ১৮-৫-৭৩ ইং তারিখ আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহা শেষ হইয়াছে।

২) রিপোর্টের সারমর্ম জন স্বার্থে প্রকাশ করা যায় না।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে বাইসাইকেলগুলি চুরি হয়েছিল, কত তারিখে চুরি হয়েছিল বা খোয়া গিয়েছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা কত তারিখে চুরি হয়েছে সে সম্পর্কে এনকোয়ারী না করার আগে পর্যন্ত বোঝা যায় না।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে দুটো সাইকেল চুরি হয়েছে, সেই চুরির রিপোর্টটা যদি জনস্বার্থের খাতিরে প্রকাশ না করা হয়, তাহলে চোর পোষাটা জনস্বার্থ না রিপোর্ট প্রকাশ করাটা জনস্বার্থ আমাদেরকে বুঝিয়ে বলবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিপোর্টের ভিত্তিতে যতক্ষন না ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে ততক্ষণ রিপোর্ট প্রকাশ করা চলে না জনস্বার্থের খাতিরে, কারণ তাহলে সতর্ক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই কেসটার কতদিন পর্য্যন্ত তদন্ত হচ্ছে এবং এই সম্পর্কে কোন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৮-৫-৭৩ইং তে শুরু হয়েছে এবং রিপোর্টটা আমরা পেয়েছি ১৫-৩-৭৪। এটা ইনকোয়ারী করা হয়েছে ডিপার্টমেন্ট থেকে এবং সেটাই সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীতাপস দে :— ডিপার্টমেন্টাল রিপোর্টটা কবে পেশ হয়েছে জানতে পারি কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ১৫-৩-৭৪ইং তারিখে।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— স্যার, এখানে দেখা যাচ্ছে এটা একটা ডিপার্টমেন্টাল ইনকোয়ারী। এই যে চুরিটা হল তার জন্য থানাতে কোন ডায়েরী করা হয়েছে কিনা এবং ডায়েরী করা হলে তার ভিত্তিতে কোন লোককে এরেষ্ট করা হয়েছে কিনা এবং থানাতে কেসটা কি ধরণের অবস্থায় আছে বা তার জন্য কোন একশন নেওয়া হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দয়া করে জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আসলে চুরি হল কি হল না অথবা ডিপার্টমেন্টের কোথাও পড়ে আছে কিনা বা চোরে ছিল কিনা, সেই সমস্ত তদন্ত করে ডিপার্ট-মেন্ট থেকে দেখা হয়েছে এবং দেখার পর একটা রিপোর্ট সাবমিট করা হয়েছে। এটা এখন সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, যে রিপোর্টটা গভর্ণমেন্টের বিবেচনাধীন আছে, সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি গোচর হয়েছে কিনা এবং যদি দৃষ্টি গোচর হয়ে থাকে তাহলে তিনি এ্যাসুরেন্স দিতে পারেন কি যে অন্ততঃ চুরি হয়েছে না ডিপার্টমেন্টের অন্তর্ধানে পড়ে আছে, এইটুকু ইনফরমেশন তিনি এই হাউসের সামনে দিতে পারেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ভাল করে বিবেচনা করে দেখতে হবে যে এই রিপোর্টের ভিত্তিতে কি এ্যাকশন নেওয়া যাবে, এটুকুই আমি এখানে বলতে পারি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চান যে সরকারী জিনিষ যদি খোয়া যায় তাহলে এটা কি পদ্ধতিতে—পুলিশকে না জানিয়ে শুধু ডিপার্টমেন্টাল ইনকোয়ারী করা হবে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কি এই নীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চুরির খবর যতদিন পর্য্যন্ত না তদন্ত হচ্ছে, ততদিন চুরির খবর ছিল না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যর, গভর্ণমেন্টের যখন একটা প্রপার্টি লষ্ট হয় তখন কি পদ্ধতিতে —পুলিশকে না জানিয়ে আগে তদন্ত করে তারপর পুলিশকে জানাতে হবে, এইরকম কোন নিয়ম আছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যিনি রিপোর্ট করেন খোয়া গিয়েছে, তারটা ঠিক কিনা বা তিনি ঠিক বলছেন কিনা সেই সম্পর্কে আগে না জেনে আগেই পুলিশের কাছে এই ব্যাপারে রিপোর্ট করা যায় না।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— স্যার যেখানে ৪টি সাইকেল চুরি গিয়েছে, তার মধ্যে ৩টি সাইকেল-এর খুঁজ ছিল না। এখন সেই ৩টি সাইকেল কি অবস্থায় আছে, সেগুলি কি চুরি হয়েছে এবং চুরি হলে তার জন্য ডিপার্টমেন্ট থানায় কোন ডায়েরী করেছেন কিনা, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ৩টি খোয়া গেছে বলে যে কথাটা বলা হচ্ছে, এটা সত্যি এবং তার কারণেই তদন্ত করা হয়েছে এবং সেই রিপোর্ট বর্তমানে পাওয়া গিয়েছে। এখন সেটার উপর বেসিস করে কি এ্যাকশন নেওয়া হবে কি না হবে, এবং সেগুলি ব্যবহার করা যাবে কি যাবে না বা কোথায় কি অবস্থায় আছে, সেটা অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— স্যর, আমরা রিপোর্টের সারমর্ম জানতে চাই না। কিন্তু যে তথ্যটা তিনি আমাদেরকে জানালেন, যে এই ৩টি সাইকেলের ভাগ্যে ঐ রিপোর্টে কি লেখা আছে, সেগুলি কি পাওয়া গেছে না হারানো অবস্থায় আছে, সেটাতো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পরিষ্কার করে বলতে পারেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ষ্টোরে ছিল না বলে খোয়া গিয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

শ্রীরাধারমণ দেবনাথ :— স্যার, এই যে সাইকেল চুরির কেসটা, এটার সংগে ৬-৪-৭৩এ আরও চুরির প্রশ্ন জড়িত ছিল এব এর একটা রিপ্লাইও দেওয়া হয়েছিল যে সাড়ে আট হাজার টাকা দামের মেসিন পার্টস চুরি হয়েছিল আর সেটাতে বলা হয়েছিল যে বিভাগীয় তদন্ত হচ্ছে —সেই চুরিটা হয়েছিল ১৯৭০ সালে। কাজেই এই যে চুরি হল, এটার তদন্ত রিপোর্ট পেতে আর কত বছর সময় লাগবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাতে পারেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ষ্টোর দেখে ষ্টোরের সমস্ত অবস্থা দেখে যেটা মনে হল, সেটা হল যে এটা খোয়া গিয়েছে অথবা চুরি হয়েছে। এই পর্য্যন্তই আমি এখন বলতে পারি, রিপোর্টের কথা বলতে পারি না।

শ্রীমধুসূদন দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ষ্টোর থেকে খোয়া যাওয়ার আর চুরি হওয়ার মধ্যে তফাতটা কি জানতে পারি কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চুরি করার ইচ্ছায় চুরি করা হলে, সেটা চুরি। আর খোয়াটা ভুল বশতঃ হতে পারে বা অন্য কোন ভাবেও হতে পারে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এত বছর হয়ে গেল যে সেটা চুরি গেল না খোয়া গেল, সরকার সেটা বের করতে পারছেন না। কাজেই এটা সরকারের পক্ষে খুব একটা বাহাদুরীর বিষয় কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দয়া করে বলবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে এটুকু বলা যায় যে কিছু ঘটিত আছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নাই। বিভিন্ন ষ্টোরে যে সব জিনিষপত্র থাকে, তার সমস্ত হিসাব নিকাশ করা এখন পর্য্যন্ত অনেক ডিপার্টমেন্টের পক্ষে সম্ভব হয় নি। কাজেই কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু একটা গলদ হয়ে থাকতে পারে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— এই যে ইণ্ডাষ্ট্রী ডিপার্টমেন্টটা আছে এতে গত বছর মাননীয় সদস্য রাধারমণ বাবুর একটা প্রশ্ন ছিল যে তালা দেওয়া অবস্থায় সাড়ে আট হাজার টাকার মাল চুরি হয়ে গেছে। তাই আমি জিজ্ঞাসা করব, এই সমস্ত চুরির পিছনে কার হাত আছে, তা খোঁজ করে বের করার জন্য একটা ইনকোয়ারী কমিটি গঠন করা হবে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা এ্যাসুরেন্স দেওয়ার মত কোন প্রশ্ন নাই। প্রত্যেক সরকারই এই সম্পর্কে সচেতন যে কোন জায়গায় যদি চুরি হয়, তাহলে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিহিত ব্যবস্থা সরকার নিতে পারেন।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে ২টি সাইকেল চুরির ইনকোয়ারী করতে যদি সরকারের এত সময় লেগে যায়, তাহলে আমরা কিভাবে বুঝব যে সত্যিই চুরির জন্য একটা ইনকোয়ারী হচ্ছে। আর সেজন্য আমরা দাবী করছি যে এর জন্য একটা ইনকোয়ারী কমিটী গঠন করা হউক, কারণ হাজার টাকার জিনিষপত্র ইণ্ডাষ্ট্রী ডিপার্টমেন্ট থেকে চুরি হয়ে গেছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে বিহিত ব্যবস্থা অলরেডী গ্রহণ করা হয়েছে। ষ্টোর ভেরিফিকেশনের ব্যবস্থা সমস্ত জায়গাতেই করা হয়েছে, কিন্তু এটা এত বছরের ব্যাপার যে এরজন্য একটু সময় লাগবে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, জিনিষটা আমাদের কাছে মোটেই পরিষ্কার হয় নি। আমি মনে করি এর জন্য হাফ-এন-আওয়ার ডিসকাশনের সুযোগ দেওয়া উচিত।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে ষ্টেটমেন্ট করেছেন স্টোরের ব্যাপারে—এই রকম ঘটনা ঘটছে এবং যেহেতু আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিষ থাকে ষ্টোরের মধ্যে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ষ্টেটমেন্টটা অত্যন্ত সিরিয়াস, তাই আমিও মনে করি যে এর উপর হাফ এন হাওয়ার ডিসকাশনের সুযোগ দেওয়া উচিত এবং এটা এ্যাডমিশিবাল আণ্ডার পার্লামেন্টারী রুলস।

Mr. Speaker :— Hon'ble member, I would consider for this matter.

Question hour is over. The Ministers concerned may lay on the table of the House the replices to the Unstarred Questions and also to the Starred questions which were not answered orally.

Hon'ble Members, now the Motion of No Confidence to which the House granted leave on the 27th March, 1974 has now taken for discussion and decision of the House (interruption)

Shri Nripendra Chakraborty :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ...

Mr. Speaker :— Let me finish it......

Shri Nripendra Chakraborty :— স্যর, আমার বক্তব্য রাখতে দিন, তাহলে আর শেষ করতে হবে না সম্ভবতঃ......

মিঃ স্পীকার :— আমি ফিনিশ করে নিই তারপর শুনব (ইন্টারাপশান) on the recommendation of the Business Advisory Committee the House has fixed to-day, the 29th March, 1974 for discussion and disposed of the No Confidence Motion (interruption)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আমিতো শুনলাম আপনারটা (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— শেষ হয়নি (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আমি শেষ করে দিচ্ছি (ইনট্যারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— আমি শেষ করে নিই (ইনটারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আমার বক্তব্য শুনে নিন, তারপর আপনি অফুরন্ত সময় পাবেন (ইনটারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আশা করি (ইনটারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আমরা শনিবারও আলোচনা করতে চেয়েছি। আমার মনে হচ্ছে এমন কোন ইমার্জেনসী কনডিশান আছে যে ইমার্জেনসীর জন্য রাত্রিতে আলোচনা করতে হবে (ইন্টারাপশান) আমি জানি এখানকার পার্লামেন্টারী ডেমক্রেসী হত্যা করা হচ্ছে (ইন্টারাপশান) যে বিজনেস এডভাইজারী কমিটি — কমিটিতে অপজিশানের কোন বক্তব্য রাখতে দেওয়া হয়নি, আমরা কমিটি (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— What is being done is being done according to Parliamentary practices (interruption) আপনি যেটা বলছেন এটা পার্লামেন্টারী প্রেকটিস নয় (ইন্টারাপশান)।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :– উদের রিজাইন করা উচিত (ইন্টারাপশান)

(বিরোধী সদস্যরা সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন – শেম শেম ধ্বনি)

মিঃ স্পীকার :— Order please—

Hon'ble Members,

To-day in the list of business, a motion expressing No-Confidence in the Council of Ministers has been shown which the House is to dispose of. The House on 27th March, 1974 granted leave for disposal of the motion. According to Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly as well as in the Lok Sabha, on the appointed day for discussion, the Speaker is either to put the question or he may also allow discussion on the motion. I am sorry that the Members of the Opposition including their Leader are not present in the House, to exercise their rights to take part in the debate. But I may express my sorrow and regret to the state of affairs but I cannot interfere to the jurisdiction of the House. The House granted leave to the motion of No—Confidence in the Council of Ministers and accordingly the motion has been the property of the House and now the House is to dispose of either by accepting or by rejecting ; it is to be determined by the House.

The other question which comes, is as to its withdrawal. But as the leave was granted by the House, the question of wirhdrawal also rests with the House. I think the House may decide on this question. If the House does not agree with the withdrawal, the motion must be proceeded with according to Parliamentary practices. I may again state the background which resulted in absence of the opposition party to take part in the proceedings of the debat on the motion expressing No-confidence in the Council of Ministers. According to rules of procedure, I wanted to determine the time schedule for discussion on this item, and in determining so, I tried to discuss with the Leader of the House and Leader of the Opposition. The main responsibility of allotment of time rests with the Leader of the House, but he may also take the Leader of the Opposition in confidence. But Leader of the Opposition did not agree with the allotment of 345 minutes time and after having consent of the Leader of the House I alloted 345 minutes for disposal of the business. The Leader of the Opposition while I was about to announce the time schedule objected to it and he opined that the matter should have been processed through the Business Advisory Committee. Thereafter I agreed with the suggesion. Business Advisory Committee met immediately and prepared the time schedule ear-marking 425 minutes (7 hours 20 minutes) for disposal of the Business of which 205 minutes was allowed to the Opposition and 215 minutes for the Ruling

Party Members. From my part I have tried my best to adjust both the Opposition and the Ruling Party but I am sorry none of the opposition members are here. I have no other alternative but proceed with the motion.

Here it may be mentioned that even in U. K. the House of Commons (British Parliament) allot one day to decide such a motion and in 1968-69 such a motion was disposed of in about 5 hours. Please see page 277—"Opposition Motion" —May's Parliamentary Practice, 18th Edition.

Now I will request the Ruling Party Members if they like to start discussion on this motion.

Shri Kalipada Banerjee : — আমাদের ডিসকাশানের প্রশ্ন নয়…………

Mr. Speaker :— I am first disposing of the motion. The question before the House (interruption)

Shri Debendra Kishure Choudhury :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে হাউসের সামনে নো-কনফিডেনস মোশান এসেছিল সেটি এখন হাউসের প্রপার্টি। আজকে যারা এই মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে নো-কনফিডেন্স মোশান এনেছিল তারা হাউস ত্যাগ করে চলে গিয়েছে। আজকে হাউসে থেকে জনসাধারণকে বুঝাতে পারে নাই যে এই মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে তাদের কোন বক্তব্য রয়েছে। জনসাধারণের স্বার্থ নিয়ে তারা যে এই খেলা খেলে সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমরা চাই আজকেই ফাইনাল ডিসিশান হয়ে যাবে এবং এটা ভোটাভোটি হয়ে ঠিক হয়ে যাবে নো-কনফিডেনস এই হাউস চায় কি না।

শ্রীমন্মথ সেনগুপ্ত — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে আপনার রুলিংয়ের ব্যাপারে আমি একমত। অন্তত: মাননীয় স্পীকার-এর তরফ থেকে যতটা এডজাষ্ট করা সম্ভব ছিল সেটার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে at the cost of the Ruling Party. Ruling Party-র স্বার্থের বিনিময়েও স্পীকার মহোদয়, যতখানি এগিয়েছিলেন তারপরও এই ধরণের দুঃখজনক ঘটনা মাননীয় বিরোধী পক্ষের তরফ থেকে আসবে এটা ভাবতে পারি নাই। রোলিং পার্টির স্বার্থের বিনিময়ে স্পীকার মহোদয় যতখানি এগিয়ে গিয়েছিলেন তারপরও এই ধরণের দুঃখজনক ঘটনা মাননীয় বিরোধী পক্ষের তরফ থেকে আসবে এইটা আমরা ভাবতে পারিনি। আমাদের তরফ থেকে আমরা শুধু এই কথা বলতে চাই নো-কনফিডেন্স মোশন এসেছে এবং সেশনের আগে আমরা ভেবেছিলাম যে হাউসের সামনে যখন নো-কনফিডেন্স মোশন এসে গেছে তখন এই মিনিষ্ট্রির উপর কনফিডেনস আছে কি না হাউসে এটার বিচার আগে হোক। বাজেট ডিসকাশন আমরা পরে করবো। সেই ভাবে আমরা এইটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা সেইভাবে এইটাকে মনে করেছিলাম যে আগে হয়ে যাক এবং সেই ভাবে মাননীয় স্পীকার বিরোধী পক্ষের নেতার সংগেও আলোচনা করেছেন। এর পরে যে বিজনেস আছে সেই বিজনেস থেকে যায় তার পরে বাজেট ডিসকাশন শুরু হবে। বাজেটের ব্যাপারে আমরা চেয়েছিলাম যে বাজেটের আগে এইটার ডিসিশান হোক, হাউসের আপনিয়ন

নেওয়া হোক। কারণ একটা নো-কনফিডেনস মোশন এসেছে, নো-কনফিডেনস মোশনের পক্ষে যদি রায় হয় তাহলে সেখানে এই বাজেট প্লেস করার নোটিশ আর এই মন্ত্রী পরিষদের নেই। কাজেই সেজন্য আমরা অন্ততঃ পার্লিয়ামেন্টারী রীতি অনুযায়ী আমরা ভেবে নিয়েছি যে আমরা হাউসের অপিনিয়ন নিয়ে নেবো তার পর আমরা পুরাপুরি বাজেট ডিসকাশনে আলোচনা করবো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি জানি না তাদের দুর্বলতাটা কোথায়, তারা মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা এনে হয়তো তারা বুঝতে পেরেছেন যে এই অনাস্থা প্রস্তাবের সার কিছু নেই। কাজেই তারা একটা অজুহাত সৃষ্টি করে হয়তো' তারা সরিয়ে গেলেন। এ ছাড়া এই অবস্থার মধ্যে ঠিক এই ধরণের একটা ঘটনার কোন কারণ ছিল না। যেটা বিজনেস এ্যাডভাইজারী কমিটি থেকে পাশ করানো হয়েছে যেটা বিজনেস অ্যাডভাইজারী কমিটি থেকে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে যে কোন তারিখে হবে, তারপর তারিখ পরিবর্তন করার অধিকার এবং হাউসে যেখানে অপিনিয়ন নেওয়ার পর যখন তারিখ ঠিক হয়েছে সেই জায়গায় পার্লিয়ামেন্টারী গণতন্ত্রে সম্ভবতঃ কোন প্রার্থী এইভাবে হাউসের অপিনিয়নের অ্যাগেনস্টে যেতে পারে এইখানে না দেখলে হয়তো বিশ্বাস করতে পারতাম না। যাহাই হোক, এইটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমরা যা চেয়েছিলাম আমরা যেভাবে চেয়েছিলাম সেইটা ওরা আনতে সাহস পেলনা, কাজেই এখন আমার মনে হয় যে হাউসের প্রোপার্টি যেটা হয়ে গেছে এইটা এখন হাউসের কাছে আছে, নো-কনফিডেন্স মোশন থাকবে কি থাকবে না হাউসই সেইটা ঠিক করবে।

Mr. Speaker :—Now, I like to decide the decision of the House. Now the question before the House is the motion that the Tripura Legislative Assembly expresses want of confidence in the Council of Minsters headed by Sri Sukhamoy Sen Gupta.

(Then the motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker ;—The House stands adjourned till 12-30 P. M. on Monday the first April, 1974.

PAPERS LAID ON THE TABLE 95

Annexure 'A'

STARRED QUESTION NO. 372

By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া মহকুমার রাজনগর ও বগাফা ব্লক অধীন কতটা আর, সি, সি, ওয়েল (রিংওয়েল) আছে?

২। প্রত্যেকটি আর, সি, সি, ওয়েল ব্যবহারের যোগ্য আছে কি?

উত্তর

১। বিলোনীয়া মহকুমার রাজনগর ব্লকে মোট ১১০টী এবং বগাফা ব্লকে মোট ১১৬টী রিংওয়েল আছে।

২। রাজনগর ব্লকের ৩০টী এবং বগাফা ব্লকের ১২টী ছাড়া বাকী সব রিংওয়েল ব্যবহারে আছে।

STARRED QUESTION NO. 501

By Shri Subal Chandra Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকার গত ১০ বৎসরে কতটি পাওয়ার লুম খরিদ করিয়াছেন ;

২। তন্মধ্যে কতটি তাঁতীদের দেওয়া হইয়াছে ;

৩। কতটি পাওয়ারলুম ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থাগুলিতে দেওয়া হয়েছে ; এবং

৪। কতটি এখনও সরকারী গুদামে পড়ে আছে ?

উত্তর

১। ২৪টি।

২। একটিও না।

৩। একটিও না।

৪। একটিও গুদামজাত অবস্থায় নাই ; সব কয়টিই বসান (installed) হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 549

By Sri Subal Ch. Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সম্প্রতি কিছু সংখ্যক senior অভিজ্ঞ কানুনগোদের পদাবনতী ঘটানো হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে যে সব কানুনগো Junior এবং কম অভিজ্ঞ তাদের Revnue Inspector পদে বহাল রাখা হইয়াছে ?

২। যদি সত্য হয় তাহলে ইহার কারণ ?

উত্তর

১। কোন কানুনগোর পদাবনতি ঘটানো হয় নাই। সুতরাং কোন জুনিয়ার এবং কম অভিজ্ঞ কানুনগোকে রেভিনিউ ইন্সপেক্টার পদে বহাল রাখার প্রশ্ন উঠে না।

২। প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO, 600

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় ভূমি সংস্কার আইন চালু হওয়ার পর কি পরিমাণ উপজাতির জমি অ-উপজাতির নিকট বে-আইনী ভাবে হস্তান্তর হইয়াছে ?

উত্তর

১। কোন পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোন অভিযোগ না আসাতে সঠিক পরিমাণ বলা সম্ভব নয়।

STARRED QUESTION NO. 623

By Shri Naresh Chandra Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে নরসিংগড় উদ্বাস্তু মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ-এর Tailoring Industry-র জন্য ১।২।৭৩ ইং তারিখে ৪০,০০০, (চল্লিশ হাজার) টাকা Sanction হইয়াছিল? এবং ১।৪।৭৩ ইং তারিখে ঐ টাকার মাত্র ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে? এবং

২) যদি সত্য হইয়া থাকে, তবে বাকী টাকা না দেওয়ার কারণ কি?

উত্তর

১) ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এড্ভাইসারি বোর্ড মং ৪০,০০০, টাকা রিকমেণ্ড করিয়াছিল। তন্মধ্যে মং ১৫,০০০ টাকা গত বৎসর দেওয়া হইয়াছিল। বাকী টাকা দেওয়ার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 750

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Reveuue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৪ সালের ২৩শে জানুয়ারী রাত্রি বেলা এক অগ্নি কাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মনগর বাজারের কয়েক জন দরিদ্র দোকানদারকে তাহাদের ব্যবসা পুনরায় চালু করার জন্য কোন ঋণ বা সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে কি?

২) করা হলে, এসব দোকানদার কত টাকা করে ঋণ বা সাহায্য পেয়েছেন।

৩) করা না হলে অবিলম্বে তাহাদের ঋণ সাহায্য মঞ্জুর করা হবে কি?

উত্তর

১) সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, ঋণ দেওয়া হয় নাই।

২) প্রতি পরিবার পিছু মং ৫০ টাকা হারে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

৩) এই কেইসগুলি এখনও তদন্তাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 757

By Shri Naresh Chandra Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) সদর মহকুমার চাম্পাকাঞ্চন গাঁওসভা, বিক্রমনগর গাঁওসভা ও কাঠালতলী মধুবন গাঁওসভাগুলিতে কতটি উদ্বাস্তু পরিবার সরকার কর্তৃক পুর্নবাসন প্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে ?

২) ইহা কি সত্য যে সকল ভূমিতে পুর্নবাসন দেওয়া হইয়াছে সেগুলি অনুর্বর টিলা ভূমি এবং

৩) ঐসকল ভূমিকে চাষাবাদ দ্বারা বিভিন্ন ফসল উৎপাদন উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, বিশেষ করে জল সেচের কি ব্যবস্থা আছে ?

উত্তর

১। ১৫৬টি উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসন প্রাপ্ত হইয়াছিল তন্মধ্যে ৬৬টি পরিবার সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে।

২। না। যে ভূমিতে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে তাহা টিলাভূমি বটে, তবে অনুর্ব্বর নহে।

৩। কৃষি বিভাগ চাম্পাকাঞ্চন গাঁওসভায় এই বৎসর ১২টি ১৫ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট Pumping set বসাইয়াছেন। তা ছাড়া Soil Canservation প্রকল্পের মাধ্যমে ঐ এলাকায় কিছু ভূমির উন্নতি সাধন করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 768

By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কোন চা বাগানের নিকট ১৯৭৪-এর জানুয়ারী পর্যন্ত মোট কত টাকা ভূমি রাজস্ব পাওনা আছে তার হিসাব।

২। এই রাজস্ব যদি নির্দ্ধারিত না হয়ে থাকে তার কারণ।

উত্তর

১। ৫৬টি চা বাগানের মধ্যে সোজা চা বাগান স্রোত ভূমিতে অবস্থিত। বাকী ৫৫টি চা বাগানের ভূমি তালুকী স্বত্বে ছিল। ১৯৬০ইং সনের ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের ১৩৪ ধারার বিধান অনুসারে মধ্যসত্ব সরকারে ন্যস্ত হইয়াছে। উক্ত

চা বাগানের মধ্যে ৫৪টি চা বাগানের ...

ত এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। লালাগড় চা বাগানের ভূমি রাজস্ব ভেষ্টিং-এর খ হইতে ধার্য্য হইয়াছে। জোত স্বত্ব বিশিষ্ট শোভা চা বাগানেরও খরচ া হইয়াছে। ৫৪টি চা বাগানের মধ্যে ২৭টি বাগানের ভেষ্টিং ডেটের পূর্ব পর্য্যন্ত া রাজস্ব ও লালাগড় ও শোভা চা বাগানের ১৯৭৩ইং পর্য্যন্ত রাজস্ব (বকেয়াসহ) য় দেওয়া গেল। বাকী ২৭টি চা বাগানের বকেয়া ভূমি রাজস্বের পরিমাণ সংগ্রহা- আছে।

সদর মহকুমা	টাকা
কৃষ্ণপুর	৩০,১৬২·৬৭
মনতলা	১৩১·৩৬
মোহনপুর	১৩,৭৮০·৭৮
উত্তর কলকলিয়া	৪৪৬·৮৭
সাউথ কলকলিয়া	১৩·৪৮
সেণ্ট্রাল টিপারা টি. কোং	৫,১৮৬·৮২
লক্ষ্মালোঙ্গা	১৬৭·১০
) আদর্শিনী	৫৪·৭৫
) মেঘলীপাড়া	১২৩·৩৭
) হরিশনগর	১১,৬২১·৩২
) মেঘলীবন্দ	১২৪·০৮
) ঈশানপুর	১১০·৩৮

খোয়াই মহকুমা	টাকা
) খোয়াই	১৬,৯৬৪·৬৬
) কল্যাণপুর	১,৯৭৪·৫৪

কৈলাশহর মহকুমা	টাকা
) হীরাছড়া	১২,৬০৭·৮০
) দেবস্থল	১৩,৭৬০·৭০
) মনুভ্যালি	২৬,৩৭৯·১০
৪) মুর্তিছড়া	৮,৮৮০·৩১
) হালাইছড়া	১১,২০৪·৮৮
৬) অনিলা (সমরুরপাড়)	৫,৫৫৪·৮০
) জগন্নাথপুর	২৮,৭৪০·৮৮

৮)	সোনামুখী	১,১২,০০১·৩২
৯)	গোলকপুর	১৮,৬৮০·০০
১০)	বাংরুং	৯,২০৮·৬০
১১)	নটিংছড়া	৪,৭৭৫·০০
১২)	কালীশাসন	৮,১২৬·৫০
১৩)	শোভা	৩,৪৪৮·৩৭
	সাবরুম মহকুমা	
১)	লুধুয়া	৯৪·৮৯
২)	লীলাগড়	১,৪১৪·০৬

২। ৫৪টি চা বাগানের ভূমি রাজস্ব ধার্য্য হয় নাই, কারণ ১৯৬০ইং সনের ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের ১০৬(১)(এফ) ধারা অনুসারে চা বাগানের প্রয়োজনীয় ভূমি রাখা সম্পর্কে আদেশ হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 783

By Shri Bhadra Moni Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণের ফলে স্বর্ণ শিল্পীদের মধ্যে এ পর্যন্ত মোট কতজনের পুনর্বসতি হয়েছে এবং মোট কতজনের পুনর্বসতি বাকী আছে?

উত্তর

১) ৪৭১ জন স্বর্ণ বেকার শিল্পী পুনর্বাসনের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১৪৮ জন পুনর্বাসন পাইয়াছেন।

STARRED QUESTION NO. 801

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

QUESTION

1. Whether venues for District Headquarters of Tripura North and Tripura South have been finally elected.
2. If so, names of the venues.
3. If not, reasons th refore.

ANSWER

1) Yes.
2) Kumarghat area for North Tripura District and Udaipur area for South Tripura District.
3) Question does not arise in view of reply given against item 1 of the question.

STARRED QUESTION NO. 818

By Shri Madhusudan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিশালগড় ব্লকে B. D. C. গঠনের কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কোন সনে তা বাস্তবে রূপায়িত হইবে।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। এই সনেই তা গঠিত হইবে।

STARRED QUESTION NO. 827

By—Shri Madhusudan Das

Will the Hon,ble Minister-in-charge of the Revenue Depurtment be pleased to state—

প্রশ্ন

১) বিগত পাক ভারত যুদ্ধের সময় কতজন ভারতীয় নাগরিক নিহত হইয়াছেন,

২) নিহতদের মধ্যে নাবালকের সংখ্যা কত ?

৩) নিহতদের মধ্যে কতজন ক্ষতিপূরণ পাইয়াছেন ?

উত্তর

১) ১১০ জন,

২) ২৫ জন নাবালক

৩। ১১০ জন নিহত ব্যক্তির পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION No. 975

By Shri Sunil Ch. Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state —

প্রশ্ন

ক) চা বাগানগুলির ও আগরতলা শহরের Settlement কার্য্য সম্পন্ন না হওয়ার ফলে সরকার এ পর্যান্ত মোট কত টাকার Revenue হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন ?

উত্তর

ক) আগরতলা টাউন এবং চা বাগানগুলির বন্দোবস্ত কার্য্য সম্পন্ন না হওয়ায় সরকার কোন টাকা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। রেকর্ড অব রাইটস ফাইনেল পাবলিকেশনের পরে বকয়া ভূমি রাজস্ব আদায় করা হইবে।

Annexure—"B"

UNSTARRED QUESTION NO. 203

By Shri Samar Choodhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

QUESTION

1) What was the target for settlement of landless Agriculture labourers and t .e poor kishan khasland occupents during the year 1973-74.
2) To what extent the targets were fulfilled upto 31st October, 1973 ;
3) Details of the targets for Sonamura Division and extent of fulfilment within the 1972, April fo October, 1973 ?

ANSWER

1) & 2) There was no target for 1973-74 10,852 landless families have been allotted lands upto October, 1973.

3) There was no target for Sonamura Sub-Division during 1973-74. 924 landless families have been settled in Sonamura Sub-Division.

UNSTARRED QUESTION NO 211

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার মোট বকেয়া ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ১৯৭২-৭৩ সন পর্য্যন্ত।
(বৎসর ভিত্তিক এবং মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১) ১৯৭২-৭৩ সন পর্য্যন্ত বকেয়া রাজস্বের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

সদর—	৩৬,২৭,২০৫·৬১
সোনামুড়া	৪,৪৩,৪১৩·০০
খোয়াই	৬,৫৩,৫৫৪·৬৭
অমরপুর	৩,৫৪,৪০১·৯২
বিলোনীয়া	৫,১২,০৭৯·৫৬
সাবরুম	৯৯,০২৪·৪৪
উদয়পুর	৯,৮৮,৬৯৫·৩৫
কৈলাসহর	৫,৯৯,০১৯·১৫
কমলপুর	২,৯৩,০০৯·২৯
ধর্ম্মনগর	৯,২৬,৭১৯·৬০

(বৎসর ভিত্তিক বিবরণ সংগ্রহাধীন আছে)

UNSTARRED QUESTION NO. 449

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় সাবান তৈরীর কয়টি কারখানা আছে তাহাদের নাম ও ঠিকানা ?

২) প্রত্যেকটি কারখানায় গত পাঁচ বৎসরের বৎসর ভিত্তিক উৎপাদন ?

উত্তর

১) ত্রিপুরায় ১৮টি (রেজিষ্টার্ড) সাবান তৈরীর কারখানা আছে। উহাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে দেওয়া হইল :-

১) মেসার্স মুক্তা কেমিক্যেলস ওয়ার্কস্. মটর ষ্ট্যাণ্ড, আগরতলা।

২) মেসার্স স্টার সোপ এণ্ড কেণ্ডেল ওয়ার্কস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড. চিত্তরঞ্জন রোড, আগরতলা।

৩) মেসার্স সন্তোষ দত্ত, মটর ষ্টেণ্ড আগরতলা।

৪) মেসার্স সেন কেমিকেল কোং, মটর ষ্টেণ্ড, আগরতলা।

৫) মেসার্স দত্ত সোপ ওয়ার্কস নেতাজী সুভাষ রোড, আগরতলা।

৬) মেসার্স সত্যনারায়ণ সোপ ফেক্টরী, ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল এস্টেট অরুন্ধতীনগর, আগরতলা, ত্রিপুরা।

৭) মেসার্স শ্রীগোপাল সোপ ফেক্টরী, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

৮) মেসার্স পোদ্দার কেমিকেলস, বড়দোয়ালী, আগরতলা।

৯) মেসার্স জনতা সোপ ওয়ার্কস, মসজিদ রোড, আগরতলা।

১০) মেসার্স শ্রীমা কেমিকেল ওয়ার্ক, এ. এ. রোড, তেলিয়ামুড়া, ত্রিপুরা।

১১) মেসার্স পাল কেমিকেলস ওয়ার্কস, মহারাজগঞ্জ বাজার, গুড় পট্টি, আগরতলা।

১২) মেসার্স মলয় কাঞ্চন সোপ ফেক্টরী, কৈলাশহর, উত্তর ত্রিপুরা।

১৩) মেসার্স ঢাকা সোপ ওয়ার্কস, নেতাজী সুভাষ রোড, আগরতলা।

১৪) মেসার্স শঙ্কর সোপ ফেক্টরী, ধর্মনগর বাজার, ত্রিপুরা।

১৫) মেসার্স বিশ্বকর্মা সোপ ফেক্টরী. দাস পট্টি, আগরতলা।

১৬) মেসার্স বিউটি সোপ ওয়ার্কস, বাধারঘাট, ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেট, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।

১৭) মেসার্স ঢাকেশ্বরী সোপ ফ্যাক্টরী, কুন্তি রোড, ধর্মনগর।

১৮) মেসার্স শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাবান কারখানা, গাংগাইল রোড আগরতলা।

২)

ফ্যাক্টরীর নাম	বৎসর	উৎপাদনের পরিমাণ
১) মেসার্স মুক্তা কেমিক্যাল ওয়ার্কস	১৯৬৮-৬৯	২০ মেঃ টন
	১৯৬৯-৭০	৯.৭ ,, ,,

ফেক্টরীর নাম	বৎসর	উৎপাদনের পরিমাণ
	১৯৭০-৭১	২৪·৩ ,, ,,
	১৯৭১-৭২	১১ ৯ ,, ,,
	১৯৭২-৭৩	১০·৮ ,, ,,
২) মেসার্স ষ্টার সোপ এণ্ড কেণ্ডেল ওয়ার্কস	১৯৬৮-৬৯	৮৪·০ ,, ,,
	১৯৬৯-৭০	৪৫·০০ ,, ,,
	১৯৭০-৭১	৮৪·২ ,, ,,
	১৯৭১-৭২	৮৫·০ ,, ,,
	১৯৭২-৭৩	নাই
৩) মেসার্স সন্তোষ দত্ত	১৯৬৮-৬৯	৭৫·০০ ,, ,,
	১৯৬৯-৭০	৮০·০০ ,, ,,
	১৯৭০-৭১	১০৫·০০ ,, ,,
	১৯৭১-৭২	৭৭·০০ ,, ,,
	১৯৭২-৭৩	৬৫·০০ ,, ,,
৪) মেসার্স সেন কেমিক্যাল কোম্পানী	১৯৬৮-৬৯	৮৭·৫ ,, ,,
	১৯৬৯-৭০	৮৬·০০ ,, ,,
	১৯৭০-৭১	১৬৪·০০ ,, ,,
	১৯৭১-৭২	১১৭·০০ ,, ,,
	১৯৭২-৭৩	৯০·০০ ,, ,,
৫) মেসার্স দত্ত সোপ ওয়ার্কস	১৯৬৮-৬৯	১৬৬·২৬ ,, ,,
	১৯৬৯-৭০	১২০·০০ ,, ,,
	১৯৭০-৭১	১৫০·০২ ,, ,,
	১৯৭১-৭২	১১৭·০০ ,, ,,
	১৯৭২-৭৩	৬৯·৬০ ,, ,,
৬) মেসার্স সত্যনারায়ণ সোপ ফ্যাক্টরী	১৯৬৮-৬৯	১৮·০০ ,, ,,
	১৯৬৯-৭০	২০·০০ ,, ,,
	১৯৭০-৭১	২১·০০ ,, ,,
	১৯৭১-৭২	২৫·০০ ,, ,,
	১৯৭২-৭৩	নাই
৭) মেসার্স শ্রীগোপাল সোপ ফ্যাক্টরী	১৯৬৮-৬৯	১·৫ ,, ,,
	১৯৬৯-৭০	৬৯·০০ ,, ,,
	১৯৭০-৭১	৯২·০০ ,, ,,
	১৯৭১-৭২	১৫০·০০ ,, ,,
	১৯৭২-৭৩	১৫৪·০০ ,, ,,

৮) মেসার্স পোদ্দার কেমিকেল্স	১৯৬৮-৬৯	১৩·০০ মে. টন
	১৯৬৯-৭০	১৩·০০ ,, ,,
	১৯৭০-৭১	নাই।
	১৯৭১-৭২	,,
	১৯৭২-৭৩	,,
৯) মেসার্স জনতা সোপ ওয়ার্কস	১৯৬৯-৭০	নাই।
	১৯৭০-৭১	৩৩·৬ মে. টন
	১৯৭১-৭২	৪৬·৫ ,, ,,
	১৯৭২-৭৩	নাই।
১০) মেসার্স শ্রীমা কেমিকেলস্ ওয়ার্কস	১৯৬৯-৭০	২৪·০০ মে. টন
	১৯৭০-৭১	২৭·০০ ,, ,,
	১৯৭১-৭২	১৯·০০ ,, ,,
	১৯৭২-৭৩	২·০০ ,, ,,
১১) মেসার্স পাল কেমিকেল ওয়ার্কস	১৯৭১-৭২	৩৪·৫ মে. টন
	১৯৭২-৭৩	১৫·০০ ,, ,,
১২) মেসার্স মলয় কাঞ্চন সোপ্ ফেক্টরী	১৯৭১-৭২	৪·০০ মে. টন
	১৯৭২-৭৩	নাই।
১৩) মেসার্স ঢাকা সোপ্ ওয়ার্কস	১৯৭০-৭১	নাই।
	১৯৭১-৭২	১৯·১ মে. টন
	১৯৭২-৭৩	১৮·১ ,, ,,
১৪) মেসার্স শংকর সোপ ফেক্টরী	১৯৭০-৭১	নাই।
	১৯৭১-৭২	৫·০০ মে. টন
	১৯৭২-৭৩	নাই।
১৫) মেসার্স বিশ্বকর্মা সোপ্ ফেক্টরী	১৯৭০-৭১	নাই।
	১৯৭১-৭২	,,
	১৯৭২-৭৩	,,

১৬) মেসার্স বিউটি সোপ ওয়ার্কস	১৯৭০-৭১	৫'১ মে. টন
	১৯৭১-৭২	৮২'৫ ,, ,,
	১৯৭২-৭৩	৪৯'১ ,, ,,
১৭) মেসার্স ঢাকেশ্বরী সোপ ফেক্টরী	১৯৭১-৭২	নাই।
	১৯৭২-৭৩	২৭'০০ মে. টন
১৮) মেসার্স শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সাবান কারখানা	১৯৭১-৭২	নাই।
	১৯৭২-৭৩	১৭'০০ মে. টন

UNSTARRED QUESTION No. 599

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state : —

প্রশ্ন

১) বোম্বাই মহাজনী আইন অনুযায়ী ত্রিপুরায় কতজন মহাজন-লাইসেন্স করিয়াছে।

২) তাহাদের নাম ও ঠিকানা।

উত্তর

১) ২৫ জন

২) ১) নিত্যানন্দ ধর s/o. ৺ শ্যামাচরণ ধর
কাসারীপট্টি, আগরতলা।

২) গোপাল চন্দ্র দেব s/o. ৺জয়কুমার দেব
কাসারী পট্টি, আগরতলা।

৩) ক্ষীরমোহন দেবনাথ s/o. ৺বঙ্কবিহারী দেবনাথ
বনমালীপুর, আগরতলা।

৪) কৃষ্ণধন বর্ধন s/o, নরেশ চন্দ্র বর্ধন
কাসারীপট্টি, আগরতলা।

৫) গৌর চন্দ্র সাহা s/o. শ্যামলাল সাহা
হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা।

৬) নৃপেন্দ্র চন্দ্র বণিক s/o. নরেশ চন্দ্র বণিক
বনমালীপুর, আগরতলা।

৭) যোগেন্দ্র চন্দ্র দাস s/o. ৺প্রসন্ন কুমার দাস
বিলোনীয়া টাউন।

৮) শ্রীমতি হরেমোহিনী বৈদ্য w/o. স্বকুমার বৈদ্য
দক্ষিণ বিলোনীয়া।

৯) দুর্গাচন্দ্র সাহা s/o রামদাস সাহারায়
বিলোনীয়া টাউন।

১০) শ্রীমতি জ্যোৎস্নারাণী সাহারায় w/o দুর্গাচরণ সাহারায়
বিলোনীয়া টাউন।

১১) কালাচান্দ সাহা s/o. যোগেন্দ্র কুমার সাহা
শান্তিরবাজার, বিলোনীয়া।

১২) শ্রীমতি স্বলেখা বৈদ্য w/o. বলাইচান্দ বৈদ্য
রাধাকিশোরপুর, উদয়পুর।

১৩) গোপাল চন্দ্র দে s/o. হরিচরণ দে, উদয়পুর।

১৪) শ্রীমতি রেনুকা ভৌমিক, পানিচৌকী বাজার,
কৈলাসহর।

১৫) শান্তিলাল প্রমরলাল জৈন, পানিচৌকী বাজার,
কৈলাসহর।

১৬ নরেন্দ্রনাথ দাস, পানিচৌকী বাজার,
কৈলাসহর।

(১৭) শ্রীপ্রভাবতী কর, ফটিরায়, কৈলাসহর।

(১৮) শ্রীঅধর চন্দ্র পাল, ধর্মনগর।

(১৯) শ্রীযোগেশ চন্দ্র ধর, চুরুয়া, ধর্মনগর।

(২০) শ্রীবীরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী, পনিছরা, ধর্মনগর।

(২১) শ্রীব্রজ কুমার নাথ, রাধাপুর, ধর্মনগর।

(২২) শ্রীপকুল চন্দ্র সিন্‌হা, রাজবাড়ী, ধর্মনগর।

(২৩) শ্রীমতি নিরদা সুন্দরী দেবী, রাধাপুর, ধর্মনগর

(২৪) শ্রীমনোরঞ্জন গোস্বামী, কদমতলা, ধর্মনগর।

(২৫) শ্রীযামিনী রায়, কমলপুর।

UNSTARRED QUESTION NO. 683

By Shri Radharaman Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Relations & Tourism Department be plesed to State :—

প্রশ্ন

১। মোহনপুর ব্লকের অধীনস্থ মোহনপুর সাব-ইনফরমেশন সেন্টারটি চালু আছে কিনা :

ক) যদি চালু থাকে তবে তাহা রীতিমত খোলা হয় কিনা এবং ঐ সাব-ইনফরমেশান সেন্টার এ রীতিমত পত্র পত্রিকা থাকে কিনা এবং পাঠোপযোগী কোন বই পত্র সেখানে আছে কি ?

খ) যদি সেখানে পাঠোপযোগী বই থাকিয়া থাকে তবে সেইগুলি পাঠেচ্ছু ব্যক্তিদের সুলভ প্রাপ্য কিনা ?

গ) উপরিউক্ত সেন্টার এ পত্র পত্রিকা পাঠেচ্ছু ব্যক্তিদের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা আছে কি ?

ঘ) যদি না থাকে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১। মোহনপুর সাব-ইনফরমেশান সেন্টার নামে প্রচার বিভাগের অধীনে একটি সাব-ইনফরমেশান সেন্টার আছে।

ক) সাব-ইনফরমেশন সেন্টারে আপাতত পত্রিকা সরবরাহ ব্যবস্থা বন্ধ আছে। সাব-ইনফরমেশান সেন্টারে কোন বই দেওয়া হয় না।

খ) প্রশ্ন উঠে না।

গ) পত্রিকা সরবরাহ ব্যবস্থা ছাড়া আর অন্যান্য সব ব্যবস্থা সাব ইনফরমেশান সেন্টারের কমিটি কর্তৃক ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 892

Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কৈলাশহর ছৈলেংটা বাজারটি উন্নয়নের কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ?

২) থাকিলে কোন অর্থ বছরে কার্যাকরী করা যাইবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ১৯৭৪-৭৫ ইং সনে তার কার্য্য গ্রহণ করা যাইতে পারে।

UNSTARRED QUESTION NO. 904

By Shri Baju Ban Riyan.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় রেশম শিল্পের পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়ার পর থেকে ১৯৭৪ ইং সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত যতটা রেশম শিল্পকেন্দ্র খোলা হইয়াছে তার নাম ; এবং

২) প্রতিটি শিল্পকেন্দ্রের গত তিন আর্থিক বছরের উৎপাদন ব্যয় ও উৎপাদনের হিসাব।

উত্তর

১)

ক্রমিক নং	নাম	কবে খোলা হইয়াছে
ক)	সিল্ক ওয়ারম্ রিয়ারিং এণ্ড ডেমনেষ্ট্রেশন সেন্টার, বিশ্রামগঞ্জ, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা।	অক্টোবর, ১৯৫৯ ইং
(খ)	সিল্ক ওয়ারম্ রিয়ারিং এণ্ড ডেমনেষ্ট্রেশন সেন্টার, চম্পকনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা।	অক্টোবর, ১৯৫৯ ইং

গ) সিল্কওয়ারম্ রিয়ারিং এণ্ড ডেমনষ্ট্রেশন সেণ্টার, করমছড়া, উত্তর ত্রিপুরা জিলা। — জানুয়ারী, ১৯৬১ ইং

ঘ) সিল্কওয়ারম্ রিয়ারিং এই ডেমনষ্ট্রেশন সেণ্টার, বগাফা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা। — ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২ ইং

২। ক) সিল্কওয়ারম্ রিয়ারিং এণ্ড ডেমনষ্ট্রেশন সেণ্টার গুলির জন্য পৃথক পৃথক ভাবে কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয় না। সেই জন্য প্রতি ফার্মের খরচ পৃথক ভাবে রাখা হয় না।

খ) উৎপাদনের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল —

ক্রমিক নং	নাম	১৯৭০-৭১	১৯৭১-৭২	১৯৭২-৭৩
ক)	সিল্কওয়ারম্ রিয়ারিং এণ্ড ডেমনষ্ট্রেশন সেণ্টার, বিশ্রামগঞ্জ, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা।	লেইংস্ এরি ৯৫৫০ রোগ মুক্ত লেইংস্ মালবেরি ১১৫ ,, গুটি এরি ৩০ কে, জি মালবেরি ৩০ ,, ,, ভেরণ বীজ ১২ ,, ,,	লেইংস্ এরি ১২,৬০৯ রোগ মুক্ত লেইংস্ মালবেরি ৭০ ,, গুটি এরি ৩০ কে, জি, মালবেরী ৪ ,, ,, ভেরণ বীজ ১০ ,,	লেইংস্ এরি ১২,৬৮১ রোগ মুক্ত লেইংস্ মালবেরি ১০৫ লেইংস্ গুটি এরি ৩ কে, মালবেরি ২০ কে,জি, ভেরণ বীজ ১২ ,,
খ)	সিল্কওয়ারম্ রিয়ারিং এণ্ড ডেমনষ্ট্রেশন সেণ্টার চম্পকনগর পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা	লেইংস মালবেরি ১৪০ রোগ মুক্ত লেইংস্ তরস ১৫ ,, গুটি মালবেরি ৫৫ কে,জি, তরস ৫টি	লেইংস মালবেরি ২৮০ রোগ মুক্ত লেইংস্ তরস ৫৯ ,, গুটি মালবেরি ৩৫ কে,জি, তরস ২৯৫ টি	লেইংস মালবেরি ২১০ রোগ মুক্ত লেইংস গুটি মালবেরি ৪১ কে, জি,

ক্রমিক নং	নাম	১৯৭০-৭১	১৯৭১-৭২	১৯৭২-৭৩
গ)	সিল্কওয়ারম রিয়ারিং এণ্ড ডেমনষ্ট্রেশন সেণ্টার করমছড়া উত্তর ত্রিপুরা জিলা।	লেইংস এরি ৬,৭১৫ রোগ মুক্ত লেইংস মালবেরি ১২৫ লেইংস তরস ৫ ,, গুটি এরি ২২ কে, জি, মালবেরি ২০ ,, ,, ভেরণ বীজ ১৩ ,,	লেইংস এরি ৬,৮০০ রোগ মুক্ত লেইংস মালবেরি ৩০ ,, তরস ১০ ,, গুটি এরি ২৫ কে, জি, মালবেরি ৪ কে, জি, তরস ১০টি	লেইংস এরি ৮,৪৯৪ রোগ মুক্ত লেঃ মালবেরি ৩৫ ,, গুটি এরি ৩১ কে, জি, মালবেরি ৯ কে, জি, ভেরণ বীজ ১০ কে,জি,

ঘ) সিল্কওয়ারম্ রিয়ারিং এণ্ড	লেইংস এরি ৯,২১১	লেইংস এরি	লেইংস এরি ৯.৩৮০
ডেমনষ্ট্রেশান সেণ্টার	রোগ মুক্ত লেইংস	৭,২৬২ রোগ	রোগ মুক্ত লেইংস
বগাফা, দক্ষিণ	মালবেরি ১১৫ ,,	মুক্ত লেইংস	মালবেরি ৪০ ,,
ত্রিপুরা জিলা।	গুটি এ র ৩৭ কে,জি,	মালবেরি ৭৬	গুটি এরি ৩১ কে, জি
	মালবেরি ৩০ ,,	লেইংস	মালবেরি ১১ ,,
	এরি সূতা ১ ,,	গুটি এরি ২৫	ভেরণ বীজ ১০ ,,
	ভেরণ বীজ ১২ ,,	কে, জি	
		মালবেরি ৭ কে, জি,	
		ভেরণ বীজ ১৭ ,,	

UNSTARRED QUESTION NO 829

by Shri Madhusudan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিশালগড় ব্লককে বিভাজন করার কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি ?

২। যদি বিভাজন করা হয় তবে সে ব্লককে কখন এবং কয় ভাগে ভাগ করা হইবে।

উত্তর

১। আপাতত নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

the 1st April 1974.

The House met in the Assembly House (Ujjwyanta Palace), Agartala at 12-30 P. M. on Monday, the 1st April, 1974.

PRESENT

Shri Usha Ranjan Sen, Deputy Speaker in the Chair, Cheif Minister, 4 Ministers, 2 Deputy Ministers and 56 Members.

Mr. Speaker :--To-day in the List of Buisness are the following Questions to be answered by the Ministers concerned. Starred question—Shri Chandra Sekhar Duttta.

Shri Chandra Sekhar Dutta:—Starred Question No. 232.

Shri Basana Chakraborty ;— . Starred Question No. 232.

প্রশ্ন

১। বর্তমানে বিলোনীয়ার রাজনগর ও বগাফা ব্লকাধীন-এ কোথায় কোথায় সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র আছে ?

উত্তর

নিম্নলিখিত সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রগুলি রাজনগর ব্লকাধীন অবস্থিত :—

(১) রাজনগর (২) দুর্গাপুর (৩) বড় পাথারী (৪) বল্লামুখা (৫ শিশুবিহার, বিলোনীয়া (৬) সারাসীমা (৭) আর্য্যকলোনী (৮) কলাবারিয়া (৯) ঈশানচন্দ্রনগর (১০) উত্তর মির্জাপুর (১১) চিত্তামারা (১২) ইউ. বি, সি, নগর (১৩) মোতাই, রাজ-নগর ১৪) চবিপুর (উত্তর) (১৫) চবিপুর (দক্ষিণ) (১৬) শিবপুর (১৭) কৃষ্ণনগর (১৮) আজগর বহমানপুর (১৯) বাংগামুড়া (বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র) এবং (২০) জগপুর বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র)।

প্রশ্ন

২। ঐ সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রগুলি জিলা পরিদর্শক মহাশয় পরিদর্শন করেছেন কি ?

নিম্নলিখিত সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রগুলি বগাফা ব্লকাধীন অবস্থিত :—

(১) বীরচন্দ্রনগর (২) মনু (৩) কাঞ্চননগর (৪) পূর্ব বগাফা (৫) সুভাষ কলোনী (৬) বেতাগা (৭) লক্ষীছড়া (৮) পূর্ব্ব চরকবাই (৯) পশ্চিম চরকবাই (১০) উত্তর মুহুরীপুর (১১) মুহুরীপুর (১২) দক্ষিণ মুহুরীপুর (১৩) কালসা (১৪) কলসী (১৫) বাগানবাড়ী (১৬) জোলাইবাড়ী (১৭) পশ্চিম জোলাইবাড়ী (১৮) মধ্য পিলাক (১৯) টাকমাছড়া (২০) পশ্চিম পিলাক (২১) সাহাপাপর এবং (২২) দেবদারু :

ঐ কেন্দ্রগুলি পরিদর্শক মহাশয় পরিদর্শন করেন নাই কারণ এ সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রগুলি সংশ্লিষ্ট ব্লক ডেভেলাপমেন্ট অফিসার মহোদয় পরিদর্শন করেছেন। পূর্বে পরিদর্শক নিযুক্ত না হওয়ায় এই ভাবেই কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করা হত। তবে বর্তমানে পরিদর্শক নিযুক্তির পর সেই কেন্দ্রগুলি পরিদর্শক মহাশয় দেখতে সুরু করেছেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয়া মন্ত্রী মহাশয়া জানাবেন কি যে রাজনগর ব্লকের যে সেন্টারের কথা বলেছেন মাননীয়া মন্ত্রী কি উত্তর দেবেন খয়মুখের শিবপুরে কোন সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র ছিল কি না এবং আছে কি না?

শ্রীবাসনা চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খয়মুখে কোন কেন্দ্র নেই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয়া মন্ত্রী মহাশয়া, ১৯৭০ ইং সাল পর্যন্ত এটা চালু ছিল সেই সেন্টারটা এখন কোথায়?

শ্রীবাসনা চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এমন কোন তথ্য এখন আমার কাছে নেই। তবে খয়মুখে কোন কেন্দ্র নেই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয়া মন্ত্রী মহাশয়া সেন্টার আগে ছিল এখন সেন্টারটা চালু করার ব্যবস্থা করবেন কিনা?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছি এইরকম কোন কেন্দ্র —আমার কাছে যে সমস্ত সংবাদ আছে—এমন কোন কেন্দ্র নেই। কাজেই সেটা পুনরায় চালু করা সম্ভব কিনা সেই প্রশ্ন আসে না। তবে নূতন করে কোন কেন্দ্র হতে পারে কি না তা যদি প্রশ্ন হয়, তাহলে আমি চিন্তা করে দেখতে পারি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয়া মন্ত্রী মহাশয়া সেখানে সেন্টার ছিল মাষ্টারও একজন ছিল —একজন এস, ই, ও, ছিলেন অনেক দিন পর্যন্ত এখন সেই সেন্টারটা কোথায় এবং যদি কোন কারণে সেটা বন্ধ থাকে তাহলে সেটা পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা করবেন কি না/ আমি নূতনভাবে চাইছি না স্যার। আমি পুরানটাই চাইছি।

শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যেখানে কেন্দ্রই নাই সেখানে আবার কেন্দ্র চালু করার প্রশ্ন ওঠে কি না—যদি মাননীয় সদস্যের কোন খবর জানা থাকে সেখানে একটা কেন্দ্র ছিল সরকারী প্রচেষ্টায় তবে সেই সম্পর্কে আমি খোঁজ খবর নিতে পারি (ইন্টারাপশান)

শ্রীসুশীল সাহা :—মাননীয় সদস্য যেখানে বলেছেন যে ১৯৭০ সাল পর্য্যন্ত সেখানে সেন্টার ছিল, সেখানে ছিল কি না এই প্রশ্ন উঠে না যেখানে একজন সদস্য বলছেন যে ১৯৭০ সাল পর্য্যন্ত ছিল সেটা এখন কেন বন্ধ এই কথা উনি জানাবেন কি না?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করছি এই সম্পর্কে তিনি যদি পৃথক প্রশ্ন করেন (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয়া মন্ত্রী তদন্ত করে দেখুন সত্যি সত্যি ছিল কি না এবং এবং এখন সেটা কোথায় গেল...

শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্তী :—এই রকম কেন্দ্র আছে বলেও আমার কাছে খবর নেই—কাজেই এই সমস্ত খবর এসেম্বলীতে—অসত্য তথ্য আমি দিতে পারি না, সেই জন্যই এই কথা বলছি (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এই বিষয়ে তদন্ত করে দেখবেন কি না (ইন্টারাপশান) উনি তদন্তের কথা বলেন নি উনি বলেছেন অসত্য তথ্য—আমরা অসত্য তথ্য পরিবেশন করতে বলছি না। তদন্ত করে দেখুন

শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্তী :—মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীসুশীল সাহা :—মাননীয়া মন্ত্রী বলেছেন জেলা পরিদর্শক স্কুল ভিজিট করতে সুরু করেছেন। দয়া করে জানাবেন কি এ পর্যন্ত জেলা পরিদর্শক কয়টা স্কুল এবং কোন কোন স্কুল পরিদর্শন করেছেন ?

শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, জেলা পরিদর্শক মহাশয় ১৯৭৮ সালে নতুন এপয়েন্টমেন্ট পেয়েছেন এবং এপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার পর তিনি অসুস্থ হয়ে বেশ কিছুদিন সেখানে থাকতে পারেন নি। এর পর উনি কোন কোন স্কুল দেখেছেন ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর যদি আমাকে দিতে হয় তাহলে সমস্ত তথ্য আনতে হবে তারপর সেই উত্তর দিতে পারব।

শ্রীসুশীল সাহা :—আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—জেলা পরিদর্শক স্কুল পরিদর্শন করতে আরম্ভ করেছেন। কোন কোন স্কুল পরিদর্শন করেছেন সেটা না থাকাটা কি রকম কি রকম মনে হচ্ছে স্যার।

শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি প্রত্যেক ব্লকেই যাচ্ছেন সেই খবর পেয়েছি। তবে কোন কোন স্কুলে গিয়েছেন সেই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয়া মন্ত্রী মহাশয়া, এই সমস্ত শিক্ষা কেন্দ্রগুলি যে বিভিন্ন জায়গায় বসান হয়—কি ভিত্তিতে স্থান নির্বাচন করা হয় বা এলাকা নির্বাচন করা হয় ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সাধারণত যেখানে জনসাধারণ নিজেরা উৎসাহী হয়ে জায়গা এবং ঘর করে দেন সরকারী স্পেসিফিকেশান অনুযায়ী অথবা তারা প্রতিশ্রুতি দেন যে আমরা সরকারী স্পেসিফিকেশান অনুযায়ী ঘর করে দেব সেখানেই স্কুল করে থাকি। তবে পপোলেশানেরও মূল্য আছে। যেখানে পপোলেশান বেশী থাকে সেখানেই সাধারণত আমরা দেওয়ার চেষ্টা করে থাকি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয়া মন্ত্রী মহাশয়া কি কি কণ্ডিশান ফুলফিল করলে এই ধরনের একটা কেন্দ্র স্থাপন করা হয় ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আগে নিয়ম ছিল অন্তত: পক্ষে ৬ কানি জায়গা থাকলে—গ্রামাঞ্চলেই আমরা স্কুলগুলি করি সহরে করি না। কাজেই গ্রামাঞ্চলে ৫ কানি জায়গা দেওয়ার নিয়ম ছিল। যদি স্কুল সংলগ্ন জমি না থাকলেও অনেক সময় আমরা সেখানে খাস জমিও বন্দোবস্ত করার নির্দেশ দেওয়া আছে—এবং যারা সেই সমস্ত পূরণ করতে পারেন সাধারণত সেখানেই স্কুল করি। এমনও দেখা যায় যে গরীব জনসাধারণ অনেক সময় এতটা জায়গা দিতে পারে না—আমরা এই বছর থেকে কিছুটা রিলাক্স করার চিন্তা করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী:— ওয়ান সাপ্লিমেন্টারী, স্যার, মাননীয়া মন্ত্রীমহাশয়া জানাবেন কি যে এই যে দুইটি ব্লক সেখানে কয়টা আবেদন পত্র আছে গ্রামবাসীর থেকে যে আমরা কণ্ডিশন ফুলফিল করবো এবং সেইগুলি বিবেচনাধীন কয়টা আবেদন পত্র আছে সেইটা জানাবেন কি?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী:—মাননীয় সদস্য যদি এই প্রশ্ন জানতে চান তবে আমাকে আলাদাভাবে প্রশ্ন করতে হবে। কারণ আমার কাছে সম্পূর্ণ আবেদন পত্রগুলির হিসাব নেই। কাজেই আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে আমি সেইটুকু বলে দেবো।

শ্রীনরেশচন্দ্র রায়:—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কি যে যদি জনসাধারণদের চাহিদা থাকে এবং জায়গা দেয়, ঘর দরজা করে দেয় তাহলে এই রকম ক্ষেত্রে উনি সোসিয়েল সেন্টার দেবেন কি?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী: — ফান্ডের কথাটাও আমাদেরকে চিন্তা করতে হয় সব জায়গায় আমরা সব সময় পারি না তবে যতটুকু সম্ভব আমরা এইদিকে দৃষ্টি রেখেই চলি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত:— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয়া মন্ত্রী মহাশয়া যে সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রগুলির হিসাব দিয়েছেন ঐ সব সেন্টারগুলিতে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকে পড়ানোর জন্য কি ধরণের শিক্ষা চালু করার প্রভিশন আছে।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী:— সাধারণতঃ ১৯৭১ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে হাইয়ার সেকেণ্ডারী পাশ করা ছেলে অথবা মেয়ে এই সব কেন্দ্রের শিক্ষার দায়িত্ব নেন। এর আগে পর্যন্ত নন-মেট্রিকদেরকে নেওয়া হতো এবং তাদেরকে একটা শর্ট কোর্স ট্রেনিং দেওয়া হয় ডিপার্টমেন্ট থেকে।

শ্রীসুধন্য দেববর্মা:— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কি যে কোন জায়গায় যে সমস্ত কণ্ডিশনের কথা বললেন তা পূরণ করার পরও অতিরিক্ত ঘর তৈরী করার পরও দেওয়া হয় নাই এমন কোন জায়গা যদি থাকে তা তদন্ত করে দেখবেন কি না এবং সেই রকম একটা ঘটনার কথা আমি বলছি বিশ্রামগঞ্জের শিলাছড়াতে এই রকম একটা ঘটনা হয়েছে তারা ঘর তৈরী করেছিল কিন্তু সেন্টার পায় নাই।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী:— এই রকম যদি খবর থাকে আমি মাননীয় সদস্যর কথা শুনেছি আমি সেই সম্পর্কে কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার:— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয়া মন্ত্রী মহাশয়া বলেছেন যে রাজনগর ও বগাফা ব্লকাধীন যে সমস্ত জায়গায় সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র আছে, অনেকগুলির নাম উনি বলেছেন সেই কেন্দ্রগুলিতে কয়টাতে মনটেচাড়ী পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী: — প্রায় সবটাইতে একই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয় আলাদা ভাবে মনটেচাড়ী বলে আলাদা কিছু নেই তবে মনটেচাড়ী পদ্ধতির মতই সবগুলিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার: — তাহলে কি মাননীয়া মন্ত্রী মহাশয়া জানাতে পারেন যে সবগুলি স্কুলই মনটেচাড়ী পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে পারে এই রকম এ, সি, ডবলিউ আছে, এ, সি, ডবলিউ সব স্কুলগুলিতে আছে কি না যারা মনটেচাড়ী পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে পারে?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :— মাননীয় সদস্য আমি এইটুকু বলেছি যে যারা নাকি টীচার'রা আছেন তাদেরকে একটা শর্ট কোর্স ট্রেনিং দেওয়া হয় তবে যাদেরকে দেওয়া হয় নাই তাদেরকে ধীরে ধীরে ট্রেনিং দেওয়ানো হচ্ছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয়া মন্ত্রী মহাশয়া বলেছেন যে বিলোনিয়ার যে সব সংখ্যা দিয়েছেন এতে গঙ্গারিয়া ধম্মনগর সমাজশিক্ষা নামে কোন কেন্দ্র আছে কি না ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :— মাননীয় সদস্য আমি বুঝতে পারি নি প্রশ্নটা।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— আমার এখানে একটা লিষ্ট আছে যে লিষ্ট পড়েছেন সেখানে ধম্মনগর গঙ্গারিয়া ধম্মনগর নামের কোন উল্লেখ নাই তাই আমি জিজ্ঞাসা করছি যে গঙ্গারিয়া, ধম্মনগর নামে কোন সেন্টার আছে কি না ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :— মাননীয় সদস্য আমি তো সম্পূর্ণ লিষ্ট হাউসের সামনে পরিবেশন করেছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত : - মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা প্রশ্ন ১৯৭৩ ইংরেজীতে জানুয়ারী মাসে ধম্মনগরের শীতল দত্ত নামে একজন মাষ্টারকে পোষ্টিং দেওয়া হয়েছে এ, সি, ডবলিউ তিনি যে সেই শিক্ষক এখন কোথায় আছেন ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যদিও সেটা সেপারেট প্রশ্ন তবুও আমার জানা আছে তাই বলছি যে শিক্ষককে আগরতলা রহমানপুর স্কুলে দেওয়া হয়েছে সেখানে ধম্মনগরে দেওয়া হয় নি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবুলু কুকী।

শ্রীবুলু কুকী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৫৬৭।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নং ৫৬৭।

প্রশ্ন	উত্তর
১) গত ২৬-১২-১৯৭৩ ইং তারিখে কাঞ্চনপুর থানার সাতনালা গ্রামে দুজন সি, আর, পি, হামলা দিয়ে নারী নির্যাতনের চেষ্টা করে সরকার তাহা জানেন কি এবং	১) না মহাশয়।
২) যদি অবগত থাকেন, এই সি, আর, পি, দুজনের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?	২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে এই কাঞ্চনপুর সাতনালা গ্রামে ডিসেম্বর মাসে কোন সি, আর, পি,র হামলা হয়েছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্পেসিফিক কোয়েশ্চনের উত্তর আমি দিয়েছি এরপর ডিসেম্বর কিংবা সেই বছরের খবর যদি জানতে হয় তাহলে অন্যভাবে নোটিশ দিতে হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় কি অস্বীকার করছেন যে সাত নালা গ্রামে কোন সি, আর পি,র হামলা হয় নাই ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে ২৬ তারিখের কথা যেটা বলা হয়েছে সেইটা হয় নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আমার প্রশ্নটাতো তা নয়, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে সাতনালা গ্রামে কোন সি, আর, পি,র হামলা হয়েছে কি না ?

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মূল প্রশ্নটা ছিল ২৬ তারিখের —

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— তাহলে উনি বলুন যে এইটা সেপারেট কোয়েশ্চন। আমি ২৬ তারিখের কথা জিজ্ঞাসা করিনি, আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম যে সাতনালা গ্রামে কাঞ্চনপুর সাতনালা গ্রামে কোন সি, আর, পির হামলা হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানেন কি ?

শ্রী সুব্রময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন সনে কোন ইয়ারে কোন তারিখে সেইটা না বললে আমি কি করে বলবো ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেনটারি স্যার, ১৯৭৩ সালে এই রকম কোন হামলা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানেন কিনা।

শ্রী সুব্রময় সেনগুপ্ত : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৩ সালে এই ধরণের ঘটনা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

মি: স্পীকার : — শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নাম্বার ৭৩৯।

শ্রীসুব্রময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চন নাম্বার ৭৩৯।

প্রশ্ন

১) সরকারী সরকারী কর্মচারীগণের রিটায়ারমেনটের সময় অতিক্রম হয়ে গেলেও যে সকল ক্ষেত্রে অ্যাক্সটেনশন দেওয়া হইয়া থাকে তাহা কি কি নিয়মের ভিত্তিতে হইয়া থাকে ?

উত্তর

১) জনস্বার্থের খাতিরে বিশেষ বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মচারীদের দক্ষ অভিজ্ঞতা ও বিবেচনায় উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে সরকারী কর্মচারীগণের অবসর প্রাপ্তির পর চাকুরীর মেয়াদ বর্ধিত করা হইয়া থাকে। পদ রাজ. প্রাপ্তির পর অভিজ্ঞ কর্মচারীর প্রযোজনীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। উপরন্তু সরকার প্রাক্তন নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মীগণের (স্বাধীনতা সংগ্রাম) ক্ষেত্রে যাহারা নিম্ন লিখিত সর্তগুলি পূরণ করে থাকেন, তাহাদেরও চাকুরীর মেয়াদ বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন :—

(ক) যে সকল কর্মচারী রাজনৈতিক কারণে অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন (তন্মধ্যে নজর বন্দী বা দণ্ডভোগী অথবা বিচারাধীন আসামী বা অন্তরীন অবস্থা সহ)।

(খ) যাহারা ৩০ (ত্রিশ) বৎসর বয়সের পর সরকারী চাকুরীতে যোগদান করিয়াছেন।

(গ) যাহারা শারিরীক সক্ষম এবং সরকারী চাকুরীতে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত।

প্রশ্ন

এইরূপ অ্যাক্সটেনশন প্রাপ্ত কর্মচারীর সংখ্যা কত এবং তাহারা কোন কোন ডিপার্টমেন্টে কি কি কাজে নিযুক্ত আছেন ?

উত্তর

২) বর্তমানে এইরূপ চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত (অ্যাক্সটেনশন) মোট ২৩ জন কর্মচারী বিভিন্ন বিভাগে চাকুরীতে রত আছেন। উক্ত অ্যাক্সটেনশন প্রাপ্ত ২৩ জন যারা ত্রিপুরার মোট ৩১০৪৫ জন কর্মচারীর মাত্র শতকরা প্রায় ০০·৭৫ ভাগ। উপরোক্ত ২৩ জনের মধ্যে ৮ জন রাজনৈতিক নির্যাতিত ব্যক্তি। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সংশ্লিষ্ট তালিকায় দেওয়া হইল।

বিভাগ		পদ	
১) নিয়োগ ও সেবা বিভাগ	—৫	বি ডি ও,	১
		অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সি আই. ডি)	১
		উপ-পুলিশ সুপার (সি আই ডি)	১
		উপ-পুলিশ সুপার (এস. বি)	১
২) স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ	—৭	ডাক্তার	৪
		টেকনিসিয়ান	১
		কম্পাউণ্ডার	১
		ষ্টোর কিপার	১
৩) শিক্ষা বিভাগ	—৭	উপশিক্ষা অধিকর্তা	১
		অধ্যক্ষ, এম বি বি কলেজ	১
		ইংরাজীর প্রধান অধ্যাপক	১
		বি টি এস, টি, টি কলেজ অধ্যক্ষ, বি, টি, টি, আই	১
		সহ শিক্ষক	২
		ডেমোনষ্ট্রেটর এম, বি, বি, কলেজ	১
৪) পূর্ত বিভাগ	—১	হেড এষ্টিমেটার	১
৫) পশুপালন বিভাগ	—১	হেড ক্লার্ক	১
৬) সমবায় বিভাগ	—১	সমবায় পরিদর্শক	১
৭) বন বিভাগ	-১	ফরেস্ট রেঞ্জার	১
৮) জেলা ও দায়রা আদালত	—১	পিয়ন	১

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এইসকল এক্সটেনশান দেওয়া কর্মচারীগণ এক নাগারে কতদিন এক্সটেনশান পেয়ে থাকেন? একবারের টার্ম পার হয়ে গেলে, দুই বা ততোধিক এক্সটেনশান নেওয়া হয় কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। যদি রিপেলস করবার মত যোগ্য লোক না থাকে, তাহলে একবার বা দুইবার দেওয়া হয়, তা না হলে ৬ মাস দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এক্সটেনশানের জন্য কতজন প্রেয়ার করেছিল?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ফিগার আমার কাছে নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এক্সটেনশানের জন্য যারা দরখাস্ত করেছেন এমন কাউকে সরকার থেকে রিজেক্ট করেছেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এই সম্পর্কে আমার কাছে কোন তথ্য নেই।

শ্রীমধুসূদন দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এক্সটেনশান এবং রি-এমপ্লয়মেন্টের মধ্যে তফাৎ কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক্সটেনশান এক্সটেনশানই, সার্ভিস কন্টিনিউড এবং রি-এমপ্লয়মেন্ট'এ সার্ভিস কন্টিনিউ করলেও উইদ ব্রেক।

শ্রীমধুসূদন দাস :— এই যে এক্সটেনশান দেওয়া হল, তাদের মধ্যে রি-এমপ্লয়মেন্ট কতজন পেল এবং এক্সটেনশান কতজন পেল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন করা হয়েছে এক্সটেনশান এর ব্যাপারে এবং সেখানে এক্সটেনশানের কথাই বলা হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এটা পৃথক প্রশ্ন।

শ্রীবঙ্কুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এক্সটেনশানের যে সর্তগুলি দিয়েছেন, সেই সর্তগুলি আছে, সেই সর্তগুলি ফুলফীল হয়, এমন একজন কর্মচারী যার নাম বাইহরণ, বয়েজ হোমের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, সে এ্যাপলাই করা সত্বেও সেটা বিবেচনা করা হয়নি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এটা পার্টিকুলার কেস, আমি দেখে বলব।

শ্রীবঙ্কুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— যদি কণ্ডিশানগুলি ফুলফীলড হয় তাহলে তার কেসটা বিবেচনা করতে মন্ত্রী মহাশয় রাজী আছেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কণ্ডিশান ফুলফীল করলে এক্সটেনশান দেওয়া হয়ে থাকে। এটা পার্টিকুলার কেস, সেটা না দেখে বলতে পারছি না।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এক্সটেনশানের জন্য বর্তমানে কোন কর্মচারীর দরখাস্ত আছে কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর প্রশ্নের জবাব আগেই দিয়েছি।

শ্রীবিমল ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, একসটেনশান এক নাগারে কতদিন পেতে পারে এবং কয়বার একসটেনশান পেতে পারে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এটা নির্ভর করে অবস্থার উপর। রিপেসমেন্ট করতে কতটা সময় লাগবে, অভিজ্ঞ কর্মচারী আছে কিনা, সেইদিকে বিবেচনা করে সেটা এক বছরও হতে পারে, ছয় মাসও হতে পারে আর দুই বছরও হতে পারে। সাধারণতঃ দুই বছরের উপর দেওয়া হয় না।

শ্রীনরেশ রায় :— একসটেনশান দেওয়ার আগে শারীরিক সক্ষমতা আছে কি না সেই বিষয়ে মেডিক্যাল একজামিনেশান করা হয় কি না ?

এস, এম, সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শারীরিক সক্ষমতা আছে কিনা সেটা একজামিন করে দেখা হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একসটেনশানটা সরকার পলিসী হিসাবে গ্রহণ করেছেন কি যে পিওন, হেডক্লার্ক, ওভারসীয়ার, তাদেরও একসটেনশান দিয়ে রাখতে হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টেকনিক্যাল লোকের অভাব থাকলে আমরা একসটেনশান দিয়ে থাকি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ড্রাইভার, ওভারসীয়ার, কম্পাউণ্ডার, এইগুলি পেতে পারে। কিন্তু পিওন, হেডক্লার্ক, তারাও কি টেকনিশিয়ানের পর্যায়ে পড়ে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে কোন্ কোন্ ভিত্তির উপর একসটেনশান দেওয়া হয়ে থাকে। সেটা টেকনিশিয়ানও হতে পারে অভিজ্ঞতা হতে পারে আবার নির্যাতিত লোক হলেও হতে পারে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রশ্নোত্তরে বলেছেন নির্যাতিত কর্মীর সংখ্যা মোট ৩ জনের মধ্যে ২ জন। ডি, এস, পি, পিওন এরাও কি টেকনিশিয়ান ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে যে তাদের অভিজ্ঞতা, কর্মকুশলতা ইত্যাদি বিবেচনা করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কোন কুশল ব্যক্তিকে কি এই সরকার ছাটাই করে দেননি ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটার মাপকাঠি গভর্ণমেন্ট বিবেচনা করবেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শ্রী জি, এন, চাটার্জী, যিনি এডুকেশান ডিরেক্টার-কাম সেক্রেটারী ছিলেন, তিনি মিজোরামে চাকুরী পেয়ে চলে গেছেন, তিনি কি সরকারের বিবেচনায় কুশল ব্যক্তি বলে গৃহীত হতে পারেন না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওর একসটেনশান হয়েছিল, তারপর আর রাখা যায় না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে একসটেনশান দেওয়া হয় কিনা ? কম্পেনসেটারী ক্ষেত্রে একসটেনশান দেওয়া হয় কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— কোন কোন ক্ষেত্রে দেওয়া হয়।

শ্রীনরেশ রায় :— ২৭ জন কর্মচারীর মধ্যে দুবারের অধিক একসটেনশান দেওয়া হয়েছে এইরকম কর্মচারীর সংখ্যা কত ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— রাজনৈতিক বন্দী ছাড়া এবং বর্তমান অবস্থায় যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যে রাজ্য পর্যায়ে আসার প্রথম অবস্থায় এরকম করেছে এখন সরকার বিবেচনা করবেন কি যে আর এই ধরণের যাতে একসটেনশান না দেওয়া হয় সেইরকম কোন নীতি সরকার গ্রহণ করার কথা বিবেচনা করছেন কি ?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিপ্লেস করার মত অবস্থা হলেই এই নীতি বদলানো হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীসুধন্বা দেববর্মা।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৩।

শ্রীএস এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৩।

প্রশ্ন

১) জম্পুইজলা (সদর দক্ষিণ) এলাকার সরকারী ধান সংগ্রহকারীদের দুর্নীতি সম্পর্কিত স্থানীয় জনতার এক আবেদনমূলে ত্রিপুরা সরকার ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কোন তদন্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিনা ;

২) তদন্ত হইয়া থাকিলে দুর্নীতির কোন ঘটনা সম্পর্কে সরকার অবহিত হইয়াছেন কিনা ?

উত্তর

১) না, এই ধরণের কোন প্রতিবেদন বা অভিযোগ পাওয়া যায় নি।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে একটা গ্রামের কথা যেটা আমি বলি যে সেখানে হয়েছে তাহলে সেখানে তদন্ত করবেন কিনা। জলাইয়া পাড়াতে এইরকম একটা ঘটনা হয়েছিল আমি জানি এবং স্থানীয় লোকেরা আমার কাছে বলেছে। যাদের উপর ধান্য সংগ্রহের ভার দেওয়া হয়েছিল তারা পাচার করেছিল। এক বাড়ীতে তারা ধান জমা করে রেখেছিল এবং তারা ধরা পড়ে। ফুড ইন্সপেক্টারও সেখানে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পার্টিকুলার কোন ঘটনার কথাটি আমি জানিনা। তবে একটা ঘটনা আছে যেখানে ট্রাকে করে মাল আনা হচ্ছিল, সেই ট্রাক সীজ করা হয়েছিল এবং মালিককেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯০।

শ্রীশ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯০।

Question	Reply
a) Whether a section of the Boarderc of Hostel No. 2 of M. B B College, Agartala are staying out side the Hostel from January, 1974	ক) হ্যাঁ
b) If so, the reasons therefore and	খ) ইহারা নিজেরা হোষ্টেল ছেড়ে চলে যায়।
c) Steps taken to bring this consumption down ?	গ) তাদের হোষ্টেলে ফিরে আসবার জন্য বলা হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যারা বাইরে রয়েছে তাদের নাম কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তপন চক্রবর্তী বলে একজন ছাত্র অ.২ এবং সেই সংগে ২৩ জন ছাত্র হোষ্টেল থেকে চলে গেছেন।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন তারা কি কারণে হোষ্টেল ছেড়েছেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—দুই নম্বর কলেজ হোষ্টেলে ছাত্র কাউন্সিলের নির্বাচন উপলক্ষে একটা ঝগড়ার সৃষ্টি হয় এবং সেই উপলক্ষে তপন চক্রবর্তী এবং পরে আরও ২৩ জন চলে যায়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই গুণ্ডাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তপন চক্রবর্তী সহ ২৬ জন ছাত্র সুপারিনটেনডেন্ট, প্রিন্সিপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রটেকশান দাবী করেছিল কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কোন গুণ্ডাদের হাত থেকে সেটা ক্লীয়ার নয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—যারা দুই নাম্বার হোষ্টেলে নির্বাচনের সময়ে ছাত্র পরিষদের প্রার্থী হয়ে না দাঁড়িয়ে নির্দলীয় হিসাবে দাঁড়িয়েছিল এবং তার জন্য তপন চক্রবর্তীর উপর প্রেসার সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাদের কথা বলছি।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে গুণ্ডা আসামীকে ভর্তি করা হবে না এই অপরাধে দুইজন সুপারিনটেনডেন্টকে ঐখান থেকে বদলী করা হয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—স্যার, এই কথা সত্যি নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ঐসব ছেলেদের বিরুদ্ধে পুলিশের রেকর্ডে কেস আছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম : স্যার, কার বিরুদ্ধে পুলিশের কেস আছে, না আছে সেটা আমাদেরকে জানালে পরে, আমরা সেটা জেনে নিতে পারি। কিন্তু এখানে যেভাবে বলা হচ্ছে, সেটা খুঁজে বের করা মোটেই সম্ভব নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এমন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন কি যে ঐ সব ছেলেরা সেখানে গেলে তাদের উপর কোন রকম গুণ্ডামি হবে না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—যেহেতু সেখানে সুপারিনটেনডেন্ট রয়েছেন এবং আমরাও রয়েছি, সেহেতু আমরা এটা সব সময় চেষ্টা করব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮০৩

Shri S. M. Sen Gupta

STARRED QUESTION NO. 804

Question

1) Total monthly consumption of a) Petrol and b) Diesel by Government Motor Vehicles and a month wise break up of it, for 1973 and

2) Steps taken to bring this consumption down ?

উত্তর

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দুঃখিত যে প্রশ্নটা এত ব্যাপক যে এটার মেটেরিয়েলস কালেক্শান করা সম্ভব হয় নি।

শ্রীঅজিত কুমার ঘোষ :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৭৫।

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার. ৮৭৫; স্যার,

প্রশ্ন

১) সরিষা তৈলের অভাব দূর করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১) ত্রিপুরার হোল সেল কন্‌জিউমার্স কো অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ আগরতলা এবং অত্র এলাকায় পাইকারী ব্যবসায়ীদের মারফত প্রচুর পরিমান সর্ষার তেল আমদানী করা হয়েছে। বর্ত্তমানে সর্ষার তেল খোলা বাজারে সহজ পাওয়া যায়।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে বর্ত্তমানে এই সর্ষার তেলের বাজার দর কত এবং সেই দর সর্বত্র সমান কিনা?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা বোধ হয় সেপারেট কোয়েশ্চান?

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ত্রিপুরাতে মাসিক সর্ষার তেলের কন্‌জাম্পশান কতটুকু?

শ্রীএস. এম সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা এর অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা, আমি জানি না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার প্রশ্নটা ছিল, সর্ষার তেলের অভাব দূর করবার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সমস্ত রকম ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু তিনি যে ব্যবস্থা করেছেন, সেটা আমাদের মান্থলী কন্‌জাম্পশান কতটুকু সেটা জেনে তা করেছেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত— স্যার, আমি বলেছি যে এখন প্রচুর তেল আছে. কাজেই অভাব নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে সরকার নির্দ্ধারিত এই তেলের দর এখন কত?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত —স্যার. এটা ভেরী করে কিছুটা— সাড়ে নয় টাকা থেকে ১০ টাকার মধ্যে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার আমি জানতে চেয়েছিলাম সরকার নির্দ্ধারিত সর্ষার তেলের দাম কত?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—স্যার এখন যেহেতু বাজারে প্রচুর সর্ষার তেল পাওয়া যায়, সেহেতু সরকার সর্ষার তেল কি দরে দিচ্ছে, এখন সেটা বলতে পারছি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এটা ৬,৮৫ পয়সা থেকে ৮,৫ পয়সা কতদিনের মধ্যে হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দরটা নির্ভর করে সোর্ষের রেটের উপর। সোর্ষের রেট যদি বাড়ে তাহলে তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সরকার থেকে যেটা আনা হয়, তারও দর বাড়ে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সাপ্লাই বাড়ার পর এই দরটা কমিয়ে এনে অন্য কোন দর পাবলিককে জানিয়েছেন কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্যার আমি বলেছি যে সোর্ষের দাম যদি বাড়ে তাহলে এখানেও সঙ্গে সঙ্গে কিছু দাম বাড়ে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে আপনি কলকাতায় একবার বলেছেন যে সর্ষার তেলের জন্য আমাদের আর বাইরের উপর নির্ভর করতে হবে না, এবং এই খবর বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে বের হয়েছে অথচ আপনার দিক থেকে সেটার কোন প্রতিবাদ করেন নি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই ধরনের কোন খবর বেরিয়েছে কিনা, আমি জানি না। তবে একটা কথা আমি বলেছি যে আগামী বছর সর্ষার তেলের জন্য যাতে আমাদের বাইরের উপর নির্ভর না করতে হয় সেজন্য আমরা রাজ্যের মধ্যে সর্ষার উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে আমাদের এখানে পরিমাণ সর্ষা হয় তাতে আমাদের সর্ষার তেলের চাহিদার কত অংশ আমরা পূরণ করতে পারি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—স্যার, কতটা পূরণ করা যায়, সেটা আমি এক্ষুনি বলতে পারছি না।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই সর্ষার তেল টা এ্যাসেন্সিয়েল কমোডিটিজের মধ্যে পড়ে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এটা এ্যাসেনসিয়েল কমোডিটিজের ডিক্লারেশনর মধ্যে পড়ে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমি জানতে চাইছি যে এ্যাসেন সিয়েল কমোডিটিজের যে লিষ্ট এই বিধান সভার সামনে উপস্থিত করা হয়েছে, তার মধ্যে এই সর্ষার তেল টা অন্তর্ভুক্ত কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—স্যার এটা লিষ্টের মধ্যে আছে কিন্তু এটাকে এখনও কনট্রোল করা হয় নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সরষের তেলটা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে পড়ে কিনা, এটা আমরা জানতে চাই?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্যার, আমি বলেছি যে এটাকে আমরা এখনও কনট্রোল করি নাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লিষ্টের মধ্যে আছে কিন্তু এটাকে এখনও কন্ট্রোল করা হয় নাই (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—সরষের তেল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে পড়ে কি না। যদি দোকানদার সরষের তেল বিক্রী করবে তার জন্য লাইসেন্স লাগে কিনা? সরকারের কন্ট্রোল আইটেম এটা—মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী কি বলছেন এখানে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা কনট্রোল করি ...

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— জিনিষটা কনট্রোল—লাইসেন্স ছাড়া বিক্রী করতে পারে না এটা সত্যি কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লাইসেন্সের কথা একটা আর সরিষার তেলের দাম কনট্রোল করা আর একটা (ইন্টারাপশান)

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—যেহেতু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন সরিষার দাম যদি বেড়ে যায় তাহলে ত্রিপুরাতেও দাম বেড়ে যায়। যখন সরিষার দাম বাড়ে আমাদের ত্রিপুরাতেও দাম বাড়ে এবং আমাদের ত্রিপুরাতে কি দাম বাড়ে সেটা সরকার লক্ষ্য রাখেন কি না এবং ব্যবসায়ীরা যাতে অতিরিক্ত মুনাফা না করতে পারে সেজন্য কোন ব্যবস্থা সরকার নেন কিনা বা বর্তমান পর্যায়ে এই যে তেল এল তার সরিষা তারা কত করে কিনেছিল এবং আগরতলায় কত করে বিক্রী করছেন সেটা অবজার্ভ করার জন্য এবং সেই দামটা দেখার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না, নিলে সেই ব্যবস্থাটা কি সেটা মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনেকগুলি প্রশ্ন এক সংগে করা হয়েছে। যাই হউক এই সম্পর্কে যতটা সম্ভব—যেহেতু এটা কনট্রোল করা হয় নি করা যায় না মাল এলে পরে আমরা সাধারণতঃ সরষে এখানে কি রেটে বিক্রী হতে পারে যারা লাইসেন্স হোল্ডার যারা মাল আনেন তারা কি রেটে বিক্রী করবে সেটা মোটামোটি দেখা হয় এই ব্যাপারে আমি বলতে পারি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এই হাউসের সামনে এই তথ্য পরিবেশিত হয়েছে—অথচ সরিষার তেল যেটা বাইরে থেকে আসে তার মেজর পার্ট ব্যবসায়ীদের হাতে রেখে মাইনর পার্ট গভর্ণমেন্টের হাতে রাখা হয় এর কারণটা কি? অধিকাংশ সরিষার তেল বিজনেসম্যানদের হাতে রেখে অল্প কিছু সরিষার তেল সরকারের হাতে রাখার কারণটা কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু এটা ফ্রি করা আছে সেজন্য সবটাই কনট্রোল এর প্রশ্ন নাই। যেহেতু মার্চেন্টরা এখানে আনেন তাদের উপর কিছুটা কনট্রোল রাখা হয় দাম নির্দ্ধারন করার সময়। এর বেশী আমরা এখন পর্যন্ত কনট্রোল করতে পারি নি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এটা অবগত আছেন কি এস, ডি, ও,দের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা ব্যবসায়ী ঠিক করে দেবে যারা সমস্ত তেল আগরতলা থেকে এসে সেগুলি নিয়ে যাওয়ার জন্য। যেমন খোয়াইর এস, ডি, ও, এবং অন্যান্য সহরের এস, ডি, ও,দের এই রকম নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে কি না ব্যবসায়ী ঠিক করে দেওয়ার জন্য?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন কোন ক্ষেত্রে করা হয় যদি কোথাও দেখা যায় যে সরিষার তেল ঠিকমত পৌছাচ্ছে না সেখানে এস, ডি, ও,দের বলা হয় বিলাইবল ব্যবসায়ী যদি থাকে তাহলে পার্টি ঠিক করে সরিষার তেল জনসাধারণের পৌছাবার জন্য ব্যবস্থা করার বিধান আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এই ব্যবসায়ীরা সরিষার তেল নিয়ে যাওয়ার পর তাদের উপর গভর্ণমেন্ট কোন কনট্রোল রাখতে পারেন? যেখানে সেই ব্যবসায়ীরা সরিষার তেল নিয়ে যায় যেমন আগরতলা থেকে খোয়াই নিয়ে গেল তারপর সেই ব্যবসায়ীদের উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা আছে কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কতটা তেল কোথায় যাচ্ছে সেই সম্পর্কে বলতে পারি তেলটা কি করে বিক্রী হচ্ছে না হচ্ছে, কেউ যদি কোন অসৎ উপায় নেয় ত হলে রিপোর্ট পাওয়ার সংগে সংগে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকি (ইন্টারাপশান)।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি :—সরিষার তেল রেশান সপের মারফত বিক্রী করা হয় কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সময় সময় করা হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী : — তারপর মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে সরকারের কোন কনট্রোল নেই—তারপরও মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে সরকারের কোন কনট্রোল নেই...

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত: মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা রেশন সপে তেল তখনই দিই যখন এখানে সাপ্লাইটা খুব কম থাকে। তখন এটা যে অস্থায়ীভাবে কিছুটা ঠিক রাখার জন্য— জনসাধারণের যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য কনট্রোলের মধ্য দিয়ে বিলি করা হয়— (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এটা আপনি মত হচ্ছে, না নতুন করে হচ্ছে বলেই করছেন। আইন মারফত করছেন না তাই কি বুঝতে হবে আমাদের?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আইনগতভাবে দেখতে গেলে হয়ত সবটা ঠিক আইনমত হচ্ছে কি না জানি না। তবে আমরা এটা করে থাকি জনসাধারণের স্বার্থে।

শ্রীতাপস দে —মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে কিছু সংখ্যক সরিষার তেলের টিন পুলিশ উদ্ধার করেছে এবং যদি এটা এসেনশিয়েল কমোডিটিজ এর আওতায় না হয়ে থাকে তাহলে কোন কারণে উদ্ধার করা হয়েছে? কোন আইনের ভিত্তিতে করা হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কার কাছে কত ষ্টক আছে সেটা রিপোর্ট করার নোটিফিকেশান আছে। সেটা যদি না দেয় কেউ ত হলে তার স্টকটা সিজ করা হয়— (ইন্টারাপশান)

শ্রীসমর চৌধুরী :—এটা কোন আইনে বলে নোটিশ দেওয়া হয়?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ডি, আই, আর,

শ্রীসমর চৌধুরী :—ভারত রক্ষা আইনে? বাজারে যে সমস্ত খোলা বাজারে তেল পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি কি সরিষার তেল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন সরিষার তেল (ইন্টারাপশান) সূর্য্যমুখীরও নয় রেপ সীডও বোধ হয় এখন নই। রেপ সীডও এসেছে হয়ত পরে দেওয়া যাবে। গভর্ণমেন্টের মারফতই দেওয়া হবে। সরিষার তেলই বাজারে চলছে।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস : - মাননীয় মন্ত্রী মশাই সরিষার তেলের যখন অভাব থাকে তখন কনট্রোল করার প্রশ্ন। কিন্তু সরিষার তেল বাজারে পাওয়া যায় কিন্তু অস্বাভাবিক দর পরে সেটাকে কনট্রোল করার কোন রকম ব্যবস্থা সরকারের আছে কি না জিজ্ঞাসা।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দর যখন বাড়ে তার মানেই তেল সাপ্লাইটা কমে এসেছে মার্কেটে। তখনই সেটা রেশন সপের মারফত বিলি করা হয়।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ৬ টাকা ৮৫ পয়সা থেকে ৮ টাকা ৮৫ পয়সা তেলের দাম পড়ছে সেটি সারা ত্রিপুরায় চালু আছে কি না ? মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ৬.৮৫ পয়সা থেকে ৮.৮৫ পয়সাতে সরিষার তেল —যে কথা এখানে বলেছেন এই দর কোথায় কোথায় ? সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই দর চালু আছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের যে ইনষ্ট্রাকশান ছিল সেটিতে ৮.৮৫ পয়সায় সব জায়গায়ই পাওয়ার কথা।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই ৮ ৮৫ পয়সায় কোন রেশন সপে আপনারা কত তেল সাপ্লাই করেছেন বলতে পারেন ?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমার কাছে কোন রিপোর্ট না থাকাতে আমি বলতে পারি যে মফঃসলের সর্ব্বত্রই বিক্রী হচ্ছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে সারা ত্রিপুরায় ৮.৮৫ পয়সায় সরিষার তেল দেওয়া হয়। কিন্তু রেশন সপের ডিলাররা উখানে তেল নেন না এবং গতকাল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি জম্পুইজলাতে ১০ টাকা লিটার দরে তেল কিনেছি আর মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে সর্ব্বত্র ৮.৮৫ পয়সায় তেল দেওয়া হচ্ছে। তিনি অসত্য বলছেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আগের কথা হয়েছে—আগে ৮.৮৫ পয়সায় বিক্রী করার কথা ছিল। এখন সরিষার দাম বেড়েছে। এখন যে তেলটা তার দামকিছু বেড়ে থাকতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি সরিষার দাম বাড়ার পর যে ব্যবসায়ীরা কিনেছে তার কষ্টিং করে ব্যবসায়ীরা কি দামে বিক্রী করতে পারে সেটি গভর্ণমেণ্ট ফিক্‌সআপ করে—৮.৮৫ পয়সার পর গভর্ণমেণ্ট কোন দ্বিতীয় দাম ফিক্‌স আপ করেছেন কি না ব্যবসায়ীদের জন্য ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার পর একটা ষ্টেজ গিয়েছে সাড়ে নয় টাকা করে বিক্রী করার কথা তারপর ১০ টাকা করে বিক্রী করার কথা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমার কোয়েশ্চানটা ক্লীয়ার হল না। ৮ টাকা ৮৫ পয়সা দাম নির্ধারিত হওয়ার পর গভর্ণমেণ্ট কি দ্বিতীয় কোন দাম নির্দ্ধারিত করেছেন যে এই দরেই সরিষার তেল বিক্রী করতে হবে ? ব্যবসায়ীরা যে সব সরিষার তেল নিচ্ছে তাদের বিভিন্ন খরচা ইত্যাদি মিলিয়ে যে কষ্টিং গভর্ণমেণ্ট করে দেন— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলতে পারেন শেষ কষ্টিং—শেষ দর নির্ধারিত কবে হয়েছে এবং কত হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি আমার কাছে যতটুকু ইনফর্মেশান আছে তাতে ১০ টাকার মধ্যেই বিক্রী হওয়ার কথা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি বলছেন, ১০ টাকা করা হয়েছে ? একবার বলছেন ৯ টাকা ৫০ পয়সা আর একবার বলছেন ১০ টাকা তাহলে কি আমাদের বুঝতে হবে—ব্যবসায়ীরা, মুনাফাখোররা যা বলছে সেটিই সরকারী দাম? এই কথাই বুঝতে হবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ৯ টাকা ৫০ পয়সা বলেছি এবং ১০ টাকা কোথাও কোথাও মফঃস্বলে যেতে পারে সরকার থেকে বলা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— এস. ডি. ও. রা বলছেন ১০ টাকাও যেতে পারে...

Mr. Dy. Speaker :—Hon'ble Members the question hour is over. Ministers may lay on the table of the House the replies to the Unstarred Questions and also to the Starred Questions which are not answered orally.

I have received Calling Attention Notices from the following Members :- (1) Shri Sunil Ch. Dutta (2) Shri Kalipada Banerjee & (3) Shri Tapash Dey , on :-

"উত্তর ত্রিপুরাতে ভয়ংকর এলাকায় অতি সম্প্রতি ঝড় শিলাবৃষ্টি হানা ও তজ্জনিত ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে" and from Shri Ajoy Biswas & Shri Bajuban Riyang, on—গত ৩১শে মার্চ ১৯৭৪ ইং কমলপুর শালিকভাণ্ডারে শ্রীঅনিল চক্রবর্তী নামক একজন শিক্ষকের উপর ছোরা ও বল্লম দিয়ে আঘাত করা সম্পর্কে।

I have given consent to Motions of Shri Sunil Ch. Dutta, (2) Shri Kalipada Banerjee (3) Shri Tapash Dey and (1) Shri Ajoy Biswas (2) Shri Bajuban Riyang

I would request the Hon'ble Minister-in charge of the Department to make a statement to day. If he is not in a position to make statement to day, he may kindly give me a date when the Calling Attention Notices will be shown on the order paper for a statement.

Shri Sukhamoy Sengupta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ৩ তারিখ উত্তর দেব।

শ্রীসমর চৌধুরী :—আমার একটা কলিং এটেনশান নোটিশ ছিল সেটার কি হল কিছুই জানতে পারলাম না। স্যার, আমরা দেখেছি যে পত্র পত্রিকায় এফ, সি, আই, এর গোডাউনে বাতিল করে দিয়েছে যে গম সেই গম রাস্তা ..

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— এটা রিজেকটেড হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, এটা অত্যন্ত জরুরী। গম বাতিল হওয়ার পর সেই পোকা খাওয়া গম রাস্তা থেকে ধরে এনে আবার পেশাই করা হচ্ছে। স্যার, এই কলিং এটেনশান নোটিশ কেন রিজেকটেড হল বুঝতে পারলাম না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, এইটা সাধারণতঃ নিয়ম আছে যে একটা কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ যদি রিজেকটেড হয় তাহলে মেম্বারকে তা জানানো, কেন জানানো হচ্ছে না আমি বুঝতে পারছি না ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : যেগুলি অ্যাডমিটেড হয় সেইগুলি জানানো হয় আর যেগুলি—

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী:— না অ্যাডমিটেড তো একটা হাউসে জানানো হয়, কিন্তু যেটা রিজেকটেড হ, সেইটাকে জানানো দরকার মেম্বারকে ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার: — সেইটা অবশ্য —

শ্রীসমর চৌধুরী: — স্যর, এইটা কেন রিজেকটেড হলো ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:— এইটার অপরচুনিটি পাবেন, আবার ডিসকাশনের সুযোগ আছে, সুতরাং সেইটা বিচার করা হবে।

শ্রীরজনীশ রঞ্জন সাহা:— স্যার, আমার একটা কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ ছিল, গম সংকট নিরসনে এফ. সি. আই. এর পোকায় কাটা গম রেশন দোকানের মাধ্যমে বিক্রয় সম্পর্কে। কিন্তু এইটার কি হলো আমি বুঝতে পারছি না। এইরকম একটা ইমপরট্যান্ট ব্যাপার। আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি স্যার, সেইটা মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় একটা স্ট্যাটমেন্ট দেবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার: - এইটা যখন ফুড সম্পর্কে আলোচনা হবে তখন আপনারা আলোচনা করবার সম্পূর্ণ সুযোগ পাবেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী:— সেইজন্য কি, সেইটা তো মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কলিং অ্যাটেনশনের উদ্দেশ্য বলছেন না কি? কলিং অ্যাটেনশন কলে তা নয়। (গণ্ডগোল)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার — এক জন একজন করে বলুন। সকলে বললে কিছুই বুঝি না।

শ্রীসমর চৌধুরী: - স্যার, রেশন দোকানগুলিতে সমস্ত পোকায় খাওয়া গম রাস্তা থেকে ধরে এনে গোপনে রেশন দোকানে এইগুলি দেওয়া হচ্ছে অথচ মুখ্যমন্ত্রী দুদিন আগে এইখানে স্টাটমেন্ট দিয়েছেন। আমরা ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝতে চাই যে ব্যাপারটা কি: লোক সংবাদ পত্রে শুধু পত্রিকায় আমরা খবর পেয়েছি স্যার, এটার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এইটার উপর আমরা মুখ্যমন্ত্রীর স্টাটমেন্ট চাই, যে কেন এই অবস্থা, কেন এই ধরনের খবর বেরোচ্ছে এবং আর যাতে না হয় তার দিকে নজর রেখে থাকে মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার —এ ধরনের ব্যাপার নিয়ে এইখানে আলোচনা হবে না। আপনারা পরে সুযোগ পাবেন তখন আলোচনা করবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী: — মুখ্যমন্ত্রী এইখানে উপস্থিত আছেন, মুখ্যমন্ত্রী স্টাটমেন্ট দিন, বলুন কবে স্টাটমেন্ট দেবেন। আজকেই স্টাটমেন্ট চাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:— যেটা রিজেকটেড হয়েছে সেইটা সম্পর্কে এখন আলোচনা করে সময় নষ্ট করে লাভ নাই।

শ্রীতাপস দে:—স্যার, একটা কথা শুনুন স্যার, যেহেতু এইটা খাদ্যের ব্যাপার, কিছুদিন আগে আমি দেখেছি গোয়াহাটি, উদয়পুর এবং আরও বিভিন্ন জায়গায় আটা খেয়ে মানুষ মারা গেছে। সেখানে স্যার, আমি জানতে চাই যে কি নম্বরটা সাপ্লাই করা হচ্ছে স্যার, বললে আমি স্যাম্পল দিতে পারি স্যার, যে এইগুলি অনুপযুক্ত কি না জানি না, এইটা টেকনিক্যাল ব্যাপার। তবে আমার দৃষ্টিতে মনে হয় স্যার, খাদ্যের অনুপযুক্ত রেশন সাপ্লাই এইটা বন্ধ করা হোক। কাজেই ইণ্ডিপেন্ডেন্টলি আক্রমণ দেওয়া হোক যে এইগুলি যেন সাপ্লাই বন্ধ করা হোক। না হয় মিনিষ্টার এইটার তদন্ত করে হাউসকে জানান যে এইটা এই ব্যাপার কি না ? বললে স্যার, আমি কালকে হাউসে স্যার, প্লেস করতে পারি, এই আটা গম যেগুলি না কি স্যার, পোকায় কাটা আমি প্লেস করতে পারি। এইটা আমার দৃষ্টিতে স্যার, মানুষের খাওয়ার অনুপযুক্ত।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— এইটা এক কথায় সেরে যায়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি বলতে পারেনযে না পত্রিকায় যা বেড়িয়েছে তা ঠিক নয়। তিনটা ওয়ার্ড বল্লেইতো শেষ হয়ে যায়। এইটার জন্য এতো লম্বা বক্‌তৃতার তো দরকার হয় না। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় যদি না বলেন তাহলে এই হাউস এই সম্পর্কে কনভিন্সড হবে যে পত্রিকায় যা বেড়িয়েছে—

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— যেটা রিজেক্টেড হয়েছে সেইটা সম্পর্কে এইখানে তো স্ট্যাটমেন্টের কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— কলিং অ্যাটেনশন না, উনি তো একটা স্ট্যাটমেন্ট দিতে পারেন। অনারেবল মিনিষ্টার মে মেক এ স্ট্যাটমেন্ট উইথ দি পারমিশন অব দি স্পীকার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— যেটা রিজেকটেড হয়েছে সেইটা সম্পর্কে বলার কিছু নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, খাদ্য একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এবং পাবলিক এই খবর পাওয়ার পর অত্যন্ত উদবিগ্ন আছে। আটা কিনলে কি হবে বলা যায় না এবং এইরকম ব্যাপারে যদি কলিং অ্যাটেনশন না হয় আমি জানি না যে কলিং অ্যাটেনশন কি হতে পারে এবং তারপর মুখ্যমন্ত্রী নিজে তো বলে দিতে পারেন যে রিসেসের পরে আমি স্ট্যাটমেন্ট দেবো, কি ব্যাপারে উঠেছে স্ট্যাটমেন্ট আমি পরে দেবো এই ব্যাপারে এবং পাবলিককে এই সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করা দরকার যে এই খাদ্য খেলে আমাদের কোন বিপদ নেই। উদয়পুরে মানুষ মারা গেছে গম খেয়ে, পোয়াংচেতে মারা গেছে। কাজেই গমের মত খাদ্যের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এবং এইখানকার একটা লীডিং দিল্লীতে সেই খবর বেড়িয়েছে, পাবলিকের অবিশ্বাস করার কোন কারণ নাই। স্যার, এই সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যটা আমরা শুনতে চাই। স্যার, শুধু আমরা না আমরা এবং ওরা সবাই মিলে সমস্ত হাউসের ইচ্ছা যে মুখ্যমন্ত্রী একটা স্ট্যাটমেন্ট করুন এইটা তো কোন দলীয় ব্যাপার না যে সি, পি. এম, বলছে তাই আমরা স্ট্যাটমেন্ট করবো না। আমরা দেখছি হাউসের সব অংশ থেকে দাবীটা উঠেছে।

শ্রীতাপস দে : –উনি যা বললেন স্যার, আমি সেইটাতে একমত। যে মিনিষ্টার ষ্ট্যাটমেন্ট করুন। আর সি, পি, এম, আর কংগ্রেস বুঝি না স্যার। এইটা পাবলিকের ব্যাপার স্যার, পাবলিকের পক্ষ থেকে আমরা এসেছি কথা বলতে স্যার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সম্পর্কে কলিং অ্যাটেনশন আনা হয়েছে সেইটা রুলিং অনুযায়ী। জানা যায় যে ডিসকাশন চলছে এখন এর মধ্যে ডিসকাশনের মধ্যে আসতে পারতো এইজন্য এইটা রিজেক্ট করা হয়েছিল। যাহাই হোক মাননীয় সদস্যরা

যখন খুব পীড়াপিড়ী করছেন আমি এই কথা বলতে পারি যে আগরতলায় আটা দেওয়া হয় না, গম দেওয়া হয় এবং সেই গমটা অন্তত: আমাদের জানা মত এইটা কোন অবস্থাতেই পোকায় খাওয়া কিংবা খারাপ নয়।

শ্রীতাপস দে :—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার—

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—না, এইটা কলিং অ্যাটেনশন না, এইটাতে কোন ক্লারিফিকেশন হতে পারে না। (গণ্ডগোল)

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, এইটা অত্যন্ত সাংঘাতিক কথা। উনি বলেছেন আমাদের জানা মত। একটা গভর্ণমেণ্ট একটা খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষা করবেন না, জানামত বলবেন এইটা সাংঘাতিক কথা। আমরা গভর্ণমেণ্টের কাছে জানতে চাই যে এর রিপোর্ট পাওয়ার পর এই গম অ্যানালিষ্টের কাছে পাঠানো হয়েছে কিনা এবং এইটা আনফিট্ ফর হিউম্যান কনসামশন কি না? এই সম্পর্কে স্পেসিফিকেলি ষ্টেটমেণ্ট চাই, জানামত ঐ কথা আমরা শুনতে চাই না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে অভিযোগ এখানে করা হয়েছে 'পোকায় খাওয়া' সেটা সত্য নয়, ভাল গম দেওয়া হচ্ছে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আনফিট ফর হিউম্যান কনজাম্শন কি না সেটা আমি জানতে চাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—হিউম্যান কনজাম্শানের উপযুক্ত বলেই দেওয়া হয়েছে। আমার কাছে যদি মাননীয় সদস্যরা কেউ দেখাতে পারেন যে এই গমটা দেওয়া হয়েছে, তাহলে হয়তো আমি বলতে পারতাম যে এই গমটা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা যে গমটা দিচ্ছি, তার নমুনা দেখাতে পারি।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী —পাবলিক এ্যানালিষ্টের কাছে পাঠিয়েছেন কি না?

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— দেয়ার ইজ এ কলিং এ্যাটেনশান নোটিশ... .. .

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আমার একটা সেনসার মোশানের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, এই সম্পর্কে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছ থেকে তাঁর কি বক্তব্য আমরা শুনতে চাই।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— সেটা ডিসএ্যালাউ হয়েছে। আমার রুলিং এই সম্পর্কে আমি পড়ছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আপনার রুলিং দেওয়ার আগে আমার বক্তব্য রাখতে চাই। কারণ আপনার রুলিং দেওয়ার পরতো আমি বক্তব্য রাখতে পারব না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুনিল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কয়েক দিন আগে মাত্র তাঁরা একটা নো-কনফিডেন্স মোশান এনেছিলেন, তাঁদের প্রচুর সময় দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা কোন আলোচনা করলেন না। এটার অর্থ সুযোগের অপব্যবহার করা…

(গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আপনি রুলিং দেওয়ার আগে আমি এম, এন, কাউল সেনসার মোশান সম্পর্কে কি বলেছেন সেটা একটু পড়ে সোনাতে চাই। (গণ্ডগোল)

P/592—'Censure motion can be moved against the Council of Minister or on individual Minister or a group of Ministers for their failure to act or not to act or for their policy and may express regret indignation or surprise of the House at the failure of the Minister or Ministers. The motion shoud be specific and self explanatory so as to record the reasons for the censure, precisely and briefly মোশানটা স্পেসিফিক এবং সেলফ একসপ্লেনেটরী হওয়া দরকার। আমার মোশানটা হচ্ছে, এই কারণে সেন্সার করতে চাই।

(a) For abolition of Sch. Tribal Reserve areas.

(b) For forcible eviction of Tribals from R/S Hydel Project areas with the help of C.R.P.

(c) For sharp rise in prices of foodgrains due to pre-landlord and pre-hoarder food policy.

(d) For rocketting the prices of all essential commodities due to soft attitude of the Ministry towards the black marketeers.

(e) For their utter failure to provide jobs to the unemployed.

(f) For serious deterioration in law and order situation, and for failure to give protection to students in M. B. B. College Hostel. Agartala.

(Interruption)

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :—আমার বক্তব্য শুনুন (গণ্ডগোল)

Hon'ble Members,

I have not given consent to the Censure Motion of Shri Nripendra Chakraborty on the ground that Censure Motion expressing no confidence against the Council of Ministers headed by Shri Sukhamoy Sengupta and Motion expressing No confidence in the Council of Ministers headed by Shri Sukhamoy Sengupta are identical. Both the motions, if accepted by the House has the same effect. According to May's Parliamentary Practice vide page 396 (7th Edition) under Caption "Matter already decided in the same Session" can not be raised again in the House. No confidence Motion on the other

day was negatived by the House and as such the Motion for censure to the Council of Ministers headed by Shri Sukhamoy Sengupta has not been allowed. Besides, the Motion given notice of by Shri Nripendra Chakraborty contravenes the Rule 93 of the Rules of procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly.

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার একটা মোশান ছিল, আমার মোশানটা হল—'The Tripura Legislative Assembly expresses great concern over the misuse of Govt. money, as well as Govt. Machinery, in connection with the State Congress sponsored mass meetings, organised on 31-3-74, at Agartala, Khowai, Dharmanagar and Belonia.

মিঃ ডেপুটী স্পীকর :—এই বাজেটের উপর আপনার ডিসকাশনের অনেক সুযোগ থাকবে।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোথায় কি করতে হবে সেটা আমরা জানি। আমার এই মোশানটা আনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কারণ লক্ষ লক্ষ টাকা আগরতলায় প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আগমন উপলক্ষে কংগ্রেস যে জনসভা করেছিলেন সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে এবং সেই বেলোনীয়, ধর্মনগর, খোয়াই প্রভৃতি জায়গায় যেখানে তিনি যান নি অথচ যাওয়ার প্রোগ্রাম করে সেখানে যান নি। যে দেশের জনসাধারণের খাওয়ার ব্যবস্থা নেই, তখন দেখছি (গণ্ডগোল) লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে, সেট আমরা কেন করিব মিসইউজ এবং সরকারী যন্ত্রকে ব্যবহার করা হয়েছে। সি, আর, পি, বি, এস, পি (গণ্ডগোল)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ—আপনারা বাজেটের সময় এই বিষয় আলোচনা করবেন।

CALLING ATTENTION

Mr. Dy. Speaker :—There is one Calling Attention Notice to which the Minister concerned agreed to make a statement today, the 1st April, 1974.

I would call on the Minister-in-charge of the Public Works Department to makes statement on the Calling Attention Notece of Shri Anil Sarker on :—

"গত ২৮শে মার্চ আগরতলা সহরে বোধজং স্কুল ও অন্যান্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের দুর্ভোগ।"

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :--স্যার আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে যখন এখানে কোন একটা প্রশ্ন উঠে আমি লক্ষ্য করেছি যে আমাদের এ্যাসেম্বলীর সেক্রেটারী তিনি স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার না ডাকতেই তিনি উঠে এ্যাডভাইস করেন, এটা অত্যন্ত পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিসের বিরুদ্ধে। স্পীকার নিশ্চয়ই তাঁর সাহায্য নিতে পারেন, ডিপুটি স্পীকার নিশ্চয়ই তাঁর সাহায্য নিতে পারেন কিন্তু তিনি আন হিজ ওউন—আমি দুঃখিত, আমি দেখলাম তিনি বার বার তাঁর চেয়ার থেকে মুখ পাল্‌টে ডেপুটি স্পীকারকে বলছেন এটা অমুক ধারায়, ওটা অমুক ধারায়, বে-আইনী। এটা আমি কোন জায়গায় দেখিনি, পার্লামেন্টে দেখিনি এবং এখানে এটা চলতে দিতে পারি না। এর আগেও আমি এই সম্পর্কে

মাননীয় স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে এই ঘটনা আর ঘটবে না। স্পীকার যখন চাইবেন তখন নিশ্চয়ই তিনি সাহায্য করবেন। কিন্তু তিনি নিজে মুখ ফিরিয়ে স্পীকারের ভূমিকা নিবেন, আমি আশা করেছিলাম যে এটা অবিলম্বে বন্ধ হবে। কিন্তু হয় নি। যদি তা না হয় তাহলে আমাদের এই সম্পর্কে অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

শ্রীঅখিল সরকার :— স্যার, আমি যখন কথা বলছিলাম তখন তিনি সংগে সংগে মাইকটাকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য বলেছেন। তিনি এইভাবে কাজ করছেন যেন তার ফেসের উপর হাউসটা চলছে। যেন তিনিই স্পীকার। আজকে আমি লক্ষ্য করলাম তিনি ডিক্টেট করছেন মাইকটাকে বন্ধ করবার জন্য। হু ইজ হী?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আপনি হাউসের প্রসিডিংস এক্সপাঞ্জ করতে পারেন। কিন্তু মাইক বন্ধ করতে পারেন না। এটা অনবরত চলছে। এর মধ্যে হয়ত তিনি ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন যে ঐ মাইকটা বন্ধ করে রেখে দিও।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— বিজ্ঞপ্তি যেটা দেওয়া হয়েছে, গত ২৮শে মার্চ আগরতলা শহরে বোধজং ও অন্যান্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে পরীক্ষার্থীদের দুর্ভোগ।

গত ২৮শে মার্চ তারিখে আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে যান্ত্রিক গোলযোগ হেতু আসাম থেকে দুপুরায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকে। এইজন্য আগরতলা সহ সমগ্র ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ সরবরাহের বিঘ্ন ঘটে। স্থানীয় পাওয়ার হাউসে যে উৎপাদন হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট না হওয়ায় হাসপাতাল, জল সরবরাহ কেন্দ্র, টেলিফোন একসচেঞ্জ, বিধানসভা ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ চালু রাখার পর বিদ্যুতের অভাবে অন্য জায়গায় বিদ্যুৎ চালু রাখা সম্ভব হয়ে উঠে নি। ফলে ঐদিন বোধজং ও অন্যান্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভ্রাট সম্পর্কে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের আয়ত্বাধীন ছিল না। আসাম হইতে পুনরায় বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু হওয়ায় ২৯ তারিখের পর পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হইয়াছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই হাউসের সামনে তিনি এই ষ্টেটমেন্ট করেছিলেন যে জানুয়ারীতে ১৩২ কে, ভি, লাইনের তিনি আগরতলায় পত্তন করতে পারবেন, যার ফলে আমাদের বিদ্যুতের যে চাহিদা সেটা আমরা মেটাতে পারব এবং তারপরেও এই অবস্থা চলছে কেন এবং এই ১৩২ কে, ভি, লাইন এখনও কমিশন করার বা পারে কি অবস্থা আমরা জানতে পারি কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটাও নির্ভর করে আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহের উপর। কাজেই আসামে যদি বিদ্যুৎ সরবরাহ মেশিনের মধ্যে কোন গোলমাল হয়ে যায় তাহলে এখানে ১৩২ কে, ভি,ই দিই আর যা-ই দিই এটাও আমাদের পক্ষে চালু রাখা সম্ভব হয় না। আর ১৩২ কে, ভি চালু করা সম্পর্কে যটা বলা হয়েছে এটা বিভিন্ন কারণে, সিমেন্ট ইত্যাদি পৌছানোর ব্যাপারটা যেটা আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম জানুয়ারী মাসে হয়ে যাবে,

কিন্তু সেটা হয়নি। হতে হতে হয়ত আরও ২/৩ মাস সময় লাগতে পারে। তারপরে যদি আসামের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা চালু থাকে ঠিকমত তাদের মেশিনারী তাহলে এখানে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে আসামের যে সাপ্লাই পজিশান, সেই সম্পর্কে এই সরকারের কোন তথ্য সেটা সরবরাহ বাড়ার কোন সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে দেখছেন কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ট্রান্সফরমার যেটা এখানে বস ব র পর য প বস ন বিদ্যুৎ অ স ম থেকে পাওয়ার কথা সেটা পেয়ে গেলে এখানকার যে অসুবিধাটা আছে সেই অসুবিধাটা থাকবেনা যদি আসামে কোনরকম ফাল্টুর না হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—ট্রান্সফরমারের কি হয়েছে? ট্রান্সফরমার ধর্মনগর এসেছে শুনেছি। এতদিন কেন লাগে ট্রান্সফরমার আসতে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— বাস্তার বীজগুলি মেশিনটা আনার পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। এত ভেভী মেশিন যে রাস্তার ব্রীজগুলি সংস্কার করার প্রয়োজন হয়েছে। সেজন্য দেরী হয়েছে। নতুনভাবে আবার রাস্তা ঠিকঠাক করে সেটা আনতে হয়েছে। এখন আশা করা যাচ্ছে যে আগামী দুই মাসের মধ্যে হয়ত চালু করা সম্ভব হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এটা কি এসেছে? যদি না আসে, যদি ধর্মনগর পর্যন্তও এসে থাকে তাহলে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে আনার ব্যবস্থা করা যায় কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এটা অলরেডি ধর্মনগর থেকে আনা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান। মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে আসামে কি ধরণের গোলযোগের ফলে আমাদের সাপ্লাইটা ব্যাহত হচ্ছে, এই সম্পর্কে সরকারের কোন তথ্য আছে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যতদূর জানা যায় ওদের মেশিনে গণ্ডগোল হয়েছে, সেজন্য এখানেও অসুবিধা হয়েছে।

Mr. Deputy Speaker :— Next Business before the House is Presentation of Eighth Report of the Committee on Petition. I would request Shri Samir Rn Barman, Chairman of the Committee to present the Report to the House.

Shri Samir Rn. Barman :— Mr. Speaker, Sir, I beg to present before the House the Eighth Report of the Committee on Petitions.

Mr. Deputy Speaker :— I would request the Hon'ble Members to collect their copies of the Reports from the Notice Office.

Mr. Deputy Speaker :— Next Business before the House is General Discussion on Budget Estimates for 1974-75. I would call on Hon'ble Deputy Minister Shri Sailesh Chandra Some to resume his discussion.

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৪-৭৫ সালের যে বাজেট অর্থ মন্ত্রী এই বিধান সভার সামনে পেশ করেছেন এবং যার জেনারেল ডিসকাশন ক্রমাগত তিনদিন যাবত হয়েছে, আজকে চতুর্থ এবং শেষ দিন, এই উপলক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তি নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। এই প্রসঙ্গে বাজেটের মূল যে বিষয় সেই বিষয়ের মধ্যে আলোচনা খুব অল্প পরিমাণে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অনেক কথা যে কথা এই বাজেটের মধ্যে আসে না তারই কথাই বেশী হয়েছে। তবু গত দিনের আলোচনার মধ্যে শিক্ষা প্রসংগে মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্মা মহাশয় যে কথাগুলি বলেছেন আমার মনে হয় এই তিন দিনের বাজেট আলোচনার মধ্যে এর কিছুটা পার্লামেন্টারী অ্যাটিচ্যুড ছিল এবং তিনি শিক্ষা প্রসংগে মূলতঃ চারটি কথা বলেছেন। এইগুলি আমি একটু আলোচনা করব। চারটি প্রসংগের মধ্যে তিনি প্রথমেই বলেছেন ১৯৭৩-৭৪ সনে প্ল্যানের যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ১৯৭৪-৭৫ সনের প্ল্যানে তার টাকা কমতি হয়েছে বলেছেন তিনি বলেছেন যে পশ্চিমবংগ শিক্ষা পর্ষত, মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামোর যে পুনর্বিন্যাস করেছেন এবং যে সিলেবাস তাঁরা তৈরী করেছেন তার মধ্যে ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েনস সম্পর্কে ওয়ার্ক এড়ুকেশান সম্পর্কে বাস্তব অবস্থার অভাব। তৃতীয় প্রসংগে বলেছেন ফিজিক্যাল এডুকেশানকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবার থেকে বাধ্যতামূলক করেছেন। কিন্তু তার যথাযথ সুযোগ সুবিধা না থাকা সম্পর্কে। চতুর্থ প্রসংগে তিনি অবতারনা করেছেন যে প্রাইমারী এডুকেশানের বহু দিনের যে সিলেবাস, এই সিলেবাস রয়েছে। তাকে পুনর্বিন্যাস করা হয় নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আলোচনা প্রসংগে তিনি এই চারটি প্রসংগের অবতারণা করেছেন। এই চারটি প্রসংগের মধ্যে আমার আলোচনাকে আনতে চাই। প্রথম প্রসংগে আমি বলতে চাই যে একথা সত্যি যে ১৯৭৩-৭৪ সালের প্ল্যানের যে টাকা তার চেয়ে ১৯৭৪-৭৫ সালের খরচ করার জন্য যে টাকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে অঙ্কের হিসাবে তার পরিমাণ কম। কিন্তু এই প্রসংগে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে ১৯৭৩-৭৪ সালে যে টাকা খরচ করা হয়েছে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বছর বলে অনেক টাকা সেখানে ক্যারিড অভার হয়েছে। এইজন্য এই অঙ্ক বড় হয়েছে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে প্ল্যানের প্রথম বছরে যে কাজগুলি হয় তার চাইতেও পরবর্তী বছরগুলিতে কাজ বেশী হয়। তার জন্য টাকার অঙ্কের পরিমাণ হয় এবং এই সমস্ত কারণে ১৯৭৩-৭৪ সাল চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বছর বলে এখানে টাকার অংক বেশী হয়েছে এবং এজন্যই বেশী টাকা খরচ হয়েছে। এর সংগে সংগে পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু করার জন্য প্রাথমিক যে উদ্যোগ এবং আয়োজন তার জন্যও কিছু টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এর ফলে ১৯৭৩-৭৪ সালে টাকার অংক যে পরিমাণ হয়েছে ১৯৭৪-৭৫ সালে স্বভাবতই সেই অংক হবে না। কেন হবে না? কারণ এটা হচ্ছে প্লেনিং এর প্রথম বছর সেজন্য টাকার সংস্থানও কম থাকবে, কাজ আরম্ভ হতে কত টাকার প্রয়োজন প্রথমাবস্থায় কিছু অসুবিধা থাকার দরুণ সেটা হবে না। কিন্তু এই কথার অর্থ এই নয় যে প্লেনের টাকা কাট ছাঁট হওয়ার দরুণ আমরা শিক্ষার সংকোচ করেছি, শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রসারিত করছি না, প্লেনকে কাট ছাঁট করে দিয়ে আমরা চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে ৫ম পঞ্চ বার্ষিকী

পরিকল্পনায় আমরা টাকা খরচের পরিমাণ কম ধরেছি। তুলনামূলক ভাবে যদি বিচার করা যায়, তাহলে তার সত্যতা ধরা পড়বে। কারণ যে কথা তিনি বলেছেন, সেটা যে অসত্য, তার বিচার যে যথাযথ নয়, তার বিচারের মধ্যে যে ত্রুটি রয়েছে, সেটা ধরা পড়বে। চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বছরে যে টাকার বরাদ্দ ধরা হয়েছিল তার পরিমাণ হয়েছে ১৯ লক্ষ টাকার কিছু বেশী। যে পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বছরে যে টাকার অংক ধরা হয়েছে, সেটা হচ্ছে ৪০ লক্ষ ১৯ হাজার টাকার মত। স্বভাবতই চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বছরে যে টাকা খরচ হয়েছে তার থেকে পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থাৎ চলতি বছরে তার পরিমাণ দ্বিগুণের চেয়েও বেশী হবে। সুতরাং যে কথা তিনি বলেছেন সংকোচন করা হচ্ছে তা নয়। চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বছরে ১৯ লক্ষ টাকার কিছু বেশী খরচ করা হয়েছে আর এবার হচ্ছে পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বছরে ৪০ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেটের মধ্যে তিনি যেটা বলেছেন পরিকল্পনার জন্য ব্যয় সংকোচ করা হচ্ছে শিক্ষার জন্য ব্যয় সংকোচ করা হচ্ছে, সে কথা আদৌ সত্য নয়। শিক্ষার জন্য যে টাকা খরচ করার কথা, তা যথাযথ ভাবে খরচ করা হচ্ছে। সুতরাং তাঁর কথা সত্য নয়। আর ওয়ার্ক এডুকেশানটা কি? কতগুলি সাবজেক্ট নির্ধারিত করা হয়েছে, অলটারনেটিভ সাবজেক্ট হিসাবে, প্রতিটি স্কুলে তার যে কোন একটা পড়ানো হবে, তাকে গ্রহন করা হবে, সেই সাবজেক্টগুলির মধ্যে আছে—কিচেন, গার্ডেনিং, স্পিনিং এ্যাণ্ড উইভিং, হর্টিকালচার, বুক বাইণ্ডিং, ক্লে মডেলিং, বুক বাইণ্ডিং, মিউজিক এ্যাণ্ড আদার্স। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরাতে প্রায় ১২/১৫ বছর পূর্ব থেকেই ক্রাফট টিচার্স নিযুক্ত রয়েছেন কোন কোন স্কুলে এবং সেই ক্রাফট শিক্ষার জন্য কোন কোন স্কুলে ব্যবস্থাও রয়েছে। তাই যে সাবজেক্টগুলির কথা এখানে বলা হল, সেগুলি পশ্চিম বংগের মধ্য শিক্ষা পর্ষদ সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করেছে, তার অনেকগুলি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে শিখাবার ব্যবস্থা রয়েছে এবং তার জন্য ট্রেণ্ড টিচার্সও রয়েছে। তা ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত এ্যাপলায়েন্সের দরকার, তার জন্য যে সমস্ত মেটেরিয়েলসের দরকার, সেগুলিও রয়েছে। সুতরাং তিনি যে কথাটা বলেছেন যে ওয়ার্ক এডুকেশান সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা নাই, সেটা হচ্ছে হয় তিনি জেনে অসত্য কথা বলছেন আর না হয় তিনি তার গভীরে প্রবেশ করেন নি এবং সেটা না করে উক্তরাজির দ্বারা তাকে শুধু সমালোচনার সুরে টেনে আনার চেষ্টা করছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় প্রতিটি স্কুলের মধ্যে না হলেও অধিকাংশ স্কুলের মধ্যে এই সমস্ত ক্রাফট টিচার্স রয়েছে এবং ইনিসিয়েল ষ্টেজ এগুলিকে যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় এবং ইমপ্লিমেন্টের জন্য যাতে ব্যবস্থা করা হয়, তার জন্য নেসাসেরী ইনষ্ট্রাকশান দেওয়া হয়েছে এবং এর সম্পর্কে আমাদের শিক্ষা বিভাগ সচেতন বলেই এটা সম্পর্কে তারা নিশ্চেষ্ট ভাব নন। আর তার জন্য ১৯৭৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে যখন এই সিলেবাস ইনট্রোডিউস করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের শিক্ষা বিভাগ ১৯৭৩ সালের এই সেপ্টেম্বর থেকে একটা সার্কুলার ইস্যু করে সমস্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের অবহিত করে দিয়েছেন। কাজেই এই নিউ সিলেবাসের পরিপ্রেক্ষিতে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তার সেজন্য তাদের চিন্তাধারা রয়েছে। শুধু তাই নয়, এবার সমস্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের একটা

সেমিনারে আহ্বান করা হয়েছে এই নূতন সিলেবাস সম্পর্কে তাদের অভিমত চাওয়া হয়েছে। ২।৩ দিনের এই সেমিনারের মধ্যে নূতন সিলেবাস সম্পর্কে আগাগোড়া সমস্ত দিকগুলি বিবেচনা করে তারা যে রিকমেণ্ডেশান করেছেন, সেই রিকমেণ্ডেশান একটা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে বিতরণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি জানিনা যে সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকেরা এর মধ্যে যোগ দিয়েছেন কিনা, যদি যোগ না দিয়ে থাকেন তাহলে তাদের জন্য আর একটা সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং যে সমস্ত রিকমেণ্ডেশান করা হয়েছে তাদের কাছে সেগুলিও পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ফিজিক্যাল এডুকেশান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এটাকে কম্পালসরি সাবজেক্ট হিসাবে নিতে হবে। আমি এটাকে গৌরবের সংগে এখানে উল্লেখ করতে চাই যে ফিজিক্যাল এডুকেশানের দিক দিয়ে ত্রিপুরা মোটেই পশ্চাদপদ নয়। সারা ভারতের মানচিত্রের মধ্যে ত্রিপুরার স্কুল গেমস বিশেষ গৌরবের না হতে পারে কিন্তু এই খেলাধুলার জন্য ত্রিপুরার নাম আজকে সারা ভারতের মধ্যে বিস্তৃত, তা নয়, ভারতের বাইরেও বিভিন্ন দেশের মধ্যে ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা সেই গৌরবের পতাকাকে বহন করে উড্ডীন করে নিয়ে আসছে। এটা আমাদের সকলের কাছে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। কিন্তু এটা তো আকাশ থেকে তৈরী হয়ে আসে নি। ফিজিক্যাল এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট থেকে তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমি সেন্ট্রাল এ্যাডভাইসরি বোর্ড অব এডুকেশানের সামনে স্বগর্বে বলেছিলাম এবং এটা ডাঃ নুরুল হাসানও স্বীকার করেছেন যে ত্রিপুরা খেলাধুলার ক্ষেত্রে অন্ততঃ স্কুল/কলেজ গেমসের ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ নয়, সারা ভারত বর্ষের ক্ষেত্রে তারা যে চেম্পিয়ান হয়ে আসে কি এথেলেটিক্সে, কি জিমন্যাষ্টিকে, তার অনেক প্রমাণ করেছে। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে তারা কৃতিত্বের স্বাক্ষর নিয়ে এসেছে যেমন আমাদের রাজ্যের এক তরুণ মন্টু দেবনাথ রাশিয়াতে, আর জাপানে লোপা মুদ্রা ঘোষ নামে এক তরুণী। কাজেই আমরা খেলাধুলায় ক্ষেত্রে মোটেই পশ্চাদপদ নই। এবং এই খেলাধুলার ক্ষেত্রে যে তিনটি জিনিষ এ্যাসেনসিয়েলী দরকারী হচ্ছে সেগুলি হল উপযুক্ত ক্রিড়া শিক্ষক, উপযুক্ত খেলাধুলার সরঞ্জাম আর উপযুক্ত খেলার মাঠ ইত্যাদি। আমাদের যে সমস্ত স্কুল রয়েছে সেগুলিতে যথেষ্ট শিক্ষা প্রাপ্ত শিক্ষক রয়েছেন। তবে কিছু শিক্ষকের হয়তো অভাব রয়েছে এবং তার জন্য আমরা চাইছি যে এবার সামার ভেকাশানে পানিসাগর, কৈলাশহর, মোহনপুর, মেলাগড় এবং বগাফা এই ৫টি জায়গাতে ৫টি কেন্দ্র করে আন-ট্রেণ্ড টিচার্স দের প্রাভিশন্যাল ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, যাতে তারা সর্ট কোর্স ট্রেনিং নিয়ে সেটাকে আরও ত্বরান্বিত করতে পারেন। তাছাড়া ফিজিক্যাল এডুকেশানে যে সমস্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রয়েছেন, যে সমস্ত এ্যাসিষ্টেন্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট রয়েছেন বা যে সমস্ত লেকচারার রয়েছেন তাদের একটা সম্মেলন মার্চ মাসের ১৮ তারিখ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত ডাকা হয়েছে এবং তাদের সমস্ত ব্যাপারটা, যেটা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাকে যথাযথ ভাবে যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা যায়, তাদের সম্পর্কে তারা রিকমেণ্ডেশান রেখেছেন। সুতরাং এই সম্পর্কে সরকার আদৌ উদাসীন নয়। প্লে গ্রাউণ্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে—ত্রিপুরার অধিকাংশ স্কুলেই প্লে গ্রাউণ্ড রয়েছে এবং তা হয়েছে সরকারী অর্থানুকুল্যেই। অন্য কেউ এগিয়ে আসেনি

সেজন্য। এবং যে জায়গার মধ্যে তার ত্রুটি রয়েছে সেগুলিকে দূর করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কাজেই কাজ চালানোর মত খেলার মাঠ নাই তা নয়। এমন কোন স্কুল নেই—ম্যাক্সীমাম সাইজের প্লে গ্রাউণ্ড না থাকতে পারে এবং যেখানে নেই ক্রমে ক্রমে প্ল্যানিংয়ের আওতার মধ্যে পূরণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ইকুইপমেন্ট-এর বেলায় হতে পারে—ত্রিপুরার ফিজিক্যাল এডুকেশানের ইকুইপমেন্টের অভাব অন্যান্য রাজ্য থেকে অনেক পরিমাণে কম। সুতরাং ক্রমেই সেই স্কুলগুলিকে দেওয়া হচ্ছে এবং ফিজিক্যাল এডুকেশান বাধ্যতামূলক—কম্পালসারী সাবজেক্টের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাতে আমরা খুশী হয়েছি। আমরা খুশী হয়েছি এই জন্য আমরাও চিন্তা করছিলাম যে আমাদের যে মধ্য শিক্ষা পর্ষত এই পর্ষদের অধীনে ফিজিক্যাল এডুকেশানকে একটা কম্পালসারী সাবজেক্ট হিসাবে রাখব। ৪র্থ প্রসংগে তিনি যা অবতারণা করেছেন সিলেবাস সম্পর্কে এই কথা সত্য নয়। কারণ মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের যে শিক্ষা সেই শিক্ষার যে সিলেবাস সেই সিলেবাস মধ্যশিক্ষা পর্ষত করে না। যেহেতু ত্রিপু-রাতে এতদিন পর্যন্ত মধ্য শিক্ষা পর্ষত পশ্চিম বঙ্গের অধীন ছিল—পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের অধীনে এখানকার স্কুল-এর সমস্ত সিলেবাস তৈরী হত তার উপর কোন খবরদারী করার কোন অধিকার আমাদের ছিল না। এবার নতুন করে আমাদের বোর্ড হচ্ছে এবং সেই বোর্ড এটা করবে। কিন্তু যে কথাটা শুনে আমি বিশেষ ভাবে বলছি—তার অভিযোগ যেখানে পুঞ্জীভূত হয়েছিল সেটা হচ্ছে প্রাইমারী এডুকেশানের সিলেবাস-এর কোন পরিবর্তন হয়নি। তিনি এই সম্পর্কে জানেন না বলেই অজ্ঞতা প্রসূত তিনি এই কথা বলেছেন। কারণ আমরা নূতন করে প্রাইমারী এডুকেশানের সিলেবাস প্রণয়ন করেছি। শুধু করিনি আমরা তাকে রিকাষ্ট করে তাকে প্রেসেও দিয়েছি। নতুন সিলেবাস যা হবে তা একেবারে যুগোপযোগী একেবারে কালোপযোগী আমাদের ত্রিপুরার উপযোগী। তাকে রিকাষ্ট করে আমরা তৈরী করেছি আমরা তাকে প্রেসে দিয়েছি এবং প্রেস থেকে প্রিন্টেড হওয়ার সংগে সংগে আমরা [illegible] করব এবং বই আকারে করে তাকে দেব। সুতরাং এই যে অভিযোগগুলি আনা হয়েছিল যে আতংকের কথা বলা হয়েছিল যে অসুবিধার কথা বলা হয়েছিল সেগুলির একটাও সত্য নয়। সেগুলি হচ্ছে হয় অজ্ঞানতা প্রসূত নতুবা একটা আলোচনার কারণেই আলোচনা করতে হবে এই জন্য। বাজেটের সম্পর্কে বলা হয়েছে, নন-প্ল্যান বাজেটের কথা আমি পূর্বেই বলেছি। প্ল্যান বাজেটের কথা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই ডিমাণ্ড যখন প্লেস করা হবে তখন আমি তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, তথ্য তালিকায়, পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে আমি তা দেখাতে পারব যে এই সম্পর্কে তারা যে সমস্ত কথা বলেছেন তার কোন কারণ থাকতে পারে না। শুধুমাত্র একটা প্রসংগে একটা পয়েন্ট আমি বলছি—বিগত বছরের ১৯৭৩-৭৪ সালের যে বাজেট যে বাজেটের সংগে ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট এখানে প্লেস করা হয়েছে তাকে যদি এতটুকু তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে ৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার সংস্থান করা হয়েছে যা বিগত সালের বাজেটের থেকে ১৩ শতাংশ বেশী—থারটিন পার্সেন্ট বেশী। সুতরাং এখানে শিক্ষার সংকোচন হচ্ছে যে কথা বলা হয়েছে সেই কথা অবাস্তব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সভার মধ্যে কিছু কথা, কটু কথা অন্যায় কথাও বলা হয়েছে। নানা দেশের প্রসংগ বলা হয়েছে কিন্তু ত্রিপুরার বাজেট সম্পর্কে কিছুই বলা

হয়নি। একঘেয়ে কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে মন্দ কথা বলা হয়েছে, আনপার্লামেন্টারী কথাও সময় সময় বলা হয়েছে। যার প্রতিবাদও করা হয়েছে। আমি সেই প্রসংগে যেতে চাচ্ছি না। কারণ কারও উপর দোষারূপ করে কারও উপর কটু মন্তব্য করার মধ্য দিয়ে এই বাজেটের কিছু মাত্র উন্নতি হবে না। সুতরাং শিক্ষা সম্পর্কে বাজেটের যে সমালোচনা করা হয়েছিল আমার জবাব আমি তার মধ্যে দিয়েছি। এবং যে কাটমোশানগুলি আসবে এবং তার ডিমাণ্ডগুলি সম্পর্কে যখন দফাওয়ারী আলোচনা হবে তখন সেই প্রসংগেও আমি আলোচনা করব। মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন বিভিন্ন বক্তা যাকে কেউ ধনতান্ত্রিক বাজেট কেউ স্বৈরতান্ত্রিক বাজেট কেউ প্রজাতান্ত্রিক বাজেট কেউ লোকতান্ত্রিক বাজেট নানা কথা তারা বলেছেন একেবারে কথার ফুলকুড়ি সাজিয়েছেন। কিন্তু তার ভিতরে তারা প্রবেশ করেন নি। আমি সেই কনট্রাভার্সির মধ্যে যাচ্ছি না। আমি শুধু বলছি যে বাজেট তা বাজেটই। আমি এই কথা বলছি না এটা স্বর্গরাজ্য তৈরী করার একটা সিড়ি করা হয়েছে। এটা একদিনের সম্ভবপর নয়। সুতরাং একজন মার্কসবাদীর দৃষ্টিভঙ্গীতে এই বাজেট ঠিক নাও হতে পারে ব্যক্তিগত চিন্তার দৃষ্টিকোন থেকে এক একটা কনষ্টিটিউশনাল বেসিসে চিন্তা করে তাকে পছন্দ নাও হতে পারে। কিন্তু একটা গণতান্ত্রিক দৃষ্টি নিয়ে আমাদের দেশের যে অপ্রমেয় দারিদ্র রয়েছে, অশিক্ষা রয়েছে, রোগজীর্ণতা রয়েছে সর্ব্বোপরী আমাদের অর্থ সংস্থানের যে ভয়ানক ভাবে অভাব রয়েছে তার দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করে আমরা এই কথা বলতে পারি যে এর থেকে অন্তত পক্ষে এই পরিস্থিতিতে এর থেকে ভাল বাজেট করা সম্ভবপর ছিল না। এজন্যই এই বাজেট সমর্থন করে আমি আমার আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার মাননীয় অর্থ মন্ত্রী ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট পেশ করেছেন, ৫৫ কোটি ২৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। ২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার মত ঘাটতি দেখান হয়েছে। এই বাজেট ত্রিপুরার বর্তমান সমস্যা, বিশেষ করে বেকার সমস্যা, শিল্পের ক্ষেত্রের সমস্যা, যোগাযোগের সমস্যা এই সমস্ত এবং সাধারণ মানুষের বাঁচার দিক থেকে যে সমস্ত সংকট সেই সমস্ত সংকটের দিক থেকে এই বাজেট—১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট পেশ করা হয়েছে তা ত্রিপুরার প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে এবং ত্রিপুরার মানুষের আশা আকাঙ্খার দিক থেকে এই বাজেট সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, বাজেটে শিক্ষার কথা, এবং কারিগরী চিকিৎসা ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে বাজেটে গত বছরের তুলনায় এই বাজেট কমান হয়েছে এবং আজকের প্রয়োজন ত্রিপুরার যে ব্যাপক বেকার সমস্যা সেই দিক থেকে শিল্পের প্রয়োজনে এবং অন্যান্য দিক থেকে একটা গণতান্ত্রিক স্থিতাবস্থার বাজেট আজকের চাহিদা পূরণে সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ। কারণ আমাদের দেশের আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন দিক থেকে আজকে যা প্রয়োজন বিশেষ করে আমি বর্তমান বেকার সমস্যার কথা বলছি। আজকে প্রচণ্ড ভাবে যদি বেকার সমস্যার সমাধানের পরিকল্পনা নেওয়া না হয় এবং বাজেটে পরিপূর্ণভাবে যদি প্রতিফলন না থাকে— আজকে সারা রাজ্যে যে প্রচণ্ড বেকার সমস্যা সেই বেকার সমস্যার মোকাবিলা না করতে পারলে

দেশ জোড়া বিক্ষোভের জন্য মানুষকে বুঝান যাবে। কাজেই সেই দিক থেকে যেখানে ক'টা শিল্প স্থাপনের কথা অনেকদিন থেকেই শুনে আসছি। দক্ষিণ ত্রিপুরায় শান্তির বাজারে একটা খান্দসারী চিনির কল করার জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এবং বিলোনীয়ার শান্তির বাজার এলায় প্রায় ৪ হাজার কৃষক আছে। চাষীরা ব্যাংক থেকে ঋণও নিয়েছে। এখন এই মেসিন যদি আগামী মরসুমে না চলে তাহলে এই সমস্ত কৃষক প্রায় ৪ হাজার পরিবারের এই যে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হবে তা কল্পনা করাও মুস্কিল। কাজেই যেখানে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নের জন্য শিল্প ইত্যাদির প্রয়োজন। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের যুবকদের যুবতীদের শিক্ষিত অশিক্ষিত গ্রামাঞ্চলের যে ব্যাপক ভাবে কাজের চাহিদার জন্য প্রতিদিন ঘুরাফেরা করছে তাদের যে এই দুরবস্থার তারতে' কোন সুব্যবস্থা এই বাজেটে কোন একটা প্রতিশ্রুতির মধ্যে থেকে যে সমস্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যেমন এই খান্দসারী মেসিন আখের কলের উপলক্ষ্য করে আমি বলছি এতগুলি কৃষক পরিবার সাধারণ ভাবে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে ধানের দর, পাটের দর, গুড়ের দর, এই সমস্ত জিনিসের দর কৃষকদের উৎপাদন খরচের অনেক নীচে। যখন কৃষকরা বিক্রী করে তখন চলে যায়। কৃষকরা যখন ধান বিক্রী করে তখন কৃষকদের ধানের দরও সাংঘাতিক ভাবে উৎপাদন খরচের নীচে চলে যায়। কাজেই খান্দসারী চিনির কলের উপলক্ষ্য করে তারা একটা ভবিষ্যত সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি রেখে যেভাবে আখ চাষ করছে সেই আখ চাষের য খান্দসারী মেসিন আখের মরশুমে যদি না তৈরী হয় তাহলে প্রত্যেকটা পরিবারকে ব্যাংকের ঋণ শোধ করার জন্য তাকে জমি বিক্রী করতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই একটা সমস্যা শুধু মাত্র একটা খান্দসারী ছোট মেসিনকে উপলক্ষ্য করে আমি দেখতে পাচ্ছি। কাজেই আজকে এই বাজেট সেই মেসিন সেই মেসিনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে সেই মেসিনকে আশা করে হাজার হাজার কৃষক বাড়তি আখের চাষ করেছে, ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন এই ঋণ পরিশোধের কোন প্রতিশ্রুতি শিল্পের কোন প্রতিশ্রুতি এই বাজেটে না থাকার ফলে আজকে এই সমস্যা এবং যে সমস্ত পাটকল বা চটকল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করার ভিতর দিয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন। সেই কলগুলি স্থাপন করার কোন প্রতিশ্রুতি এই বাজেটের মধ্যে নেই। এই দিক থেকে বেকার সমস্যা সমাধানের কোন প্রতিশ্রুতিতো নেই-ই বরং এই সমস্ত ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে পাল্টা আরও নানান রকম সমস্যা দেখা দিয়েছে। বাজেটে প্রতিশ্রুতি না থাকার ফলে বাজেটতো কতকগুলি স্থিতাবস্থা নয়, মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রতি বছর একটা চলমান অবস্থা চালিয়ে যাওয়ার জন্য এই বাজেট নয়। বাজেট প্রত্যেকটা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রত্যেকটা বৎসরের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিদিন ডেভেলাপমেন্ট রাজ্যের উন্নয়নকে অগ্রগতির দিকে না নিয়ে যেতে পারলে শুধু স্থিতাবস্থা দিয়ে একটা রাজ্যের বা

একটা দেশের অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। এবং অগ্রগতিকে কন্টিনিউ করা যায় না এবং তাতে একটা প্রচণ্ডভাবে একটা সংকট দেখা দেয়। আজকে যে দ্রব্যমূল্য অবশ্য শুধু ত্রিপুরার মানুষেরসমস্যা নয় সারা ভারতের সমস্যা। কিন্তু যেহেতু ত্রিপুরা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা রাজ্য সেই রাজ্যে এই দ্রব্যমূল্য কন্ট্রোল করার জন্য এই মূল্য বৃদ্ধি রোধ করার জন্য জিনিস পত্রের দর নামানোর জন্য কোন পরিকল্পনা, কো-অপারেটিভের মারফত বা সরকারী বিক্রয়-কেন্দ্রের মারফত ব্যাপক ভাবে বিলি যেমন তেল, সাবান, তামাক লাক্সারী গোডস্ ছাড়া যেসমস্ত অ্যাসেনসিয়েল কমুডিটিস এইগুলি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র সরবরাহ যদি না করতে পারা যায় তাহলে আজকে ত্রিপুরায় এবং সারা ভারতের আজকে ত্রিপুরার মানুষ সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে, বিক্ষুব্ধ হবে এবং নানা দিক থেকে নিজেরা সাংঘাতিক ভাবে উৎপীড়িত বোধ করছে। এর প্রতিকারের জন্য যদি আমাদের ব্যবস্থা না থাকে এর প্রতিকারের জন্য যদি বাজেটে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় তবে স্বাভাবিক ভাবে এই সমস্যা দেশের সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খা ব্যর্থ হয়ে যাবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, যোগাযোগ, ত্রিপুরার মানুষ রেলগাড়ীতো কবে হবে তারতো কোন ভরসা নেই, রেলগাড়ী বাদই দেওয়া যাক। আগরতলা থেকে কলিকাতা এখন ১২৫ টাকা, শুনছি আরও ফিফ্টিন পার্সেন্ট বাড়বে। আবার মানুষকে জব্দ করার জন্য, আমি কিছু দিন আগে কলিকাতা গিয়েছিলাম। ব্রেকফাষ্টের টাইমে, ১২৫ টাকা করে প্লেনের ভাড়া নেয় রেলের মত তিনখান বিস্কুট আর একটা চা দিয়েছে ব্রেকফাষ্টের সময়েতে ১টা ২০ মিনিটে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সেখানে বলেছি এবং আমি একটা প্রতিবাদ লিখে দিয়েছি গত ২২ তারিখে। কাজেই এই সমস্ত ঘটনা এবং যাতে রেলগাড়ী চালু হয় তার জন্য আমাদের কোন বাজেট বরাদ্দ কোন পরিকল্পনা কোন প্রতিশ্রুতি নেই এবং কবে ত্রিপুরা রাজ্যে রেল যোগাযোগ হবে তার কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু অন্ততঃপক্ষে ত্রিপুরার মানুষকে কলিকাতা যাওযার জন্য এই যে বিমান ভাড়া বেড়েছে তার তো একটা পরিকল্পনা সরকার নিতে পারতেন যে বিমান ভাড়া হয় সাবসিডি দিয়ে না হয় অন্য কোন ব্যবস্থা করে এই ভাবে মানুষ সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত কলিকাতা যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আজকে এই ভাবে যে প্রতিদিন ভাড়া বাড়ছে এবং শুধু ভাড়া বাড়ছে আবার এখান থেকে সিটি অফিস থেকে এরোড্রাম যেতে ভাড়া আবার দম দম থেকে সিটি অফিস যাওয়ার যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়ার হয়েছে (রেড লাইট) মাননীয় স্পীকার স্যার আমাকে একটু সময় দিন কাজেই এই দিক থেকে বাজেটের দুর্বলতা এবং সাধারণ শিক্ষাখাতে বাজেট কমেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেখানে আমাদের অনেকগুলি কলেজের প্রয়োজন এবং ত্রিপুরা ষ্টেটের মেডি-কেল স্টুডেন্টের প্রিমেডিকেল যারা পড়ছে সেইসমস্ত প্রি-মেডিকেল স্টুডেন্টদের বাইরে গিয়ে পড়ার কোন ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত আমাদের ত্রিপুরা সরকার করতে পারছেন না। কাজেই এই সমস্ত প্রিমেডিকেল স্টুডেন্টদের যারা মেডিকেল কলেজ তো দূরের কথা প্রি-মেডিকেল স্টুডেনদের বাইরে পড়ার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা করা দরকার সেখানে শিক্ষাখাতে কলেজের প্রয়োজনীয়তা যেখানে বাড়ছে গ্রামাঞ্চলে যেখানে বিভিন্ন জায়গায় প্রাইমারী স্কুল, হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ইত্যাদির চাহিদা বাড়ছে কলেজের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে সেখানে

আজকে শিক্ষাখাতে বাজেট কমানোর কোন তাৎপর্য্য আমি বুঝি না। এই দিক থেকে সা ঘাতিকভাবে ত্রিপুরার ছাত্রদের পক্ষে ক্ষতিকারক, এবং এই বাজেট কমানোটা মানুষ সাংঘাতিকভাবে মর্মাহত হবে। চিকিৎসা খাতেও বাজেট কমেছে। বিভিন্ন জায়গায় গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টারগুলি আছে খাভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সেই সমস্ত প্রাইমার সেন্টার-গুলিতে এখন পর্যান্ত পাশ করা ডাক্তার নাই। অনেকগুলি প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার পাশ করা ডাক্তার ছাড়া একজন কম্‌পাউণ্ডার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। কাজেই যেখানে প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টারগুলিতে ডাক্তারের প্রয়োজন সেখানে চিকিৎসা খাতে বাজেট কমানো হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে বাজেট কমানো হয়েছে। যখন চাষ ব্যবস্থার উন্নয়নের দরকার যখন কৃষকরা প্রয়োজন মত সার পাচ্ছে না সাবসিডি দিয়ে কৃষকদেরকে সার সরবরাহ করা দরকার উন্নত ধরণের চাষের জন্য ধান উৎপাদনের জন্য সেইখানে বাজেট কমানো হয়েছে। কাজেই এই সমস্ত দিক থেকে বাজেটে বিদ্যুতের বাজেট বাড়ানো হয়েছে কিন্তু যা বাড়ানো হয়েছে আমাদের এখানে বিদ্যুতের সংগে—

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— The house stands adjourned till 2 P. M. to-day.

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— আই উড কল অন শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস। পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাকে ৬০ ভাগ করে যদি এক ভাগ সময় দেন, তাহলে মুস্কিলের কথা আমিতো কমিউনিষ্ট পার্টির একজন মাত্র সদস্য।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলছিলাম সেচ ও বিদ্যুত বাজেটের উপর। সেচ ও বিদ্যুত বাজেট কিছু বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু আমাদের এই রাজ্যে সেচের সমস্যা কৃষিক্ষেত্রে একটা প্রচণ্ড সমস্যা। এমন বহু জায়গা আছে, সেখানে স্লুইস গেট দিয়ে প্রচণ্ডভাবে কৃষি উৎপাদন বাড়ান যায় এবং বাজেটে যে সমস্ত টাকা উৎপাদনক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়, বলা যায় সেচ আমাদের রাজ্যে কৃষি এই সমস্ত'এর জন্য টাকা শুধু মাত্র ইমপ্রেশান সৃষ্টি করেনা, উৎপাদনও বাড়ায়, সেই দিক থেকে, সেচের দিকথেকে সাধারণ যেটুকু বাজেট বরাদ্দ দেখছি, ভাল কথা, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই বাজেট বরাদ্দ কোন প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে কোন কার্যকরী বরাদ্দ নয়। কারণ আজকে সেচের সারা রাজ্যে প্রচণ্ডভাবে প্রয়োজন এবং বিভিন্ন জায়গায় স্লুইস্ গেট ইত্যাদি দিয়ে ত্রিপুরাতে সারা বর্ষায় যে সমস্ত জল নিকাশনের কাজ, সেই সমস্ত নদী, ছড়া ইত্যাদির উপর বাঁধ দিয়ে, স্লুইচ গেট সৃষ্টি করে, বিভিন্ন জায়গায় সেচের ব্যবস্থা বাড়ান যায়, তাহলে কৃষির অগ্রগতি হতে পারে, কিন্তু সেইদিক থেকে প্রয়োজনের তুলনায় বাজেটে অর্থ কম ধরা হয়েছে।

তারপর অনুন্নত সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে, গত ১৯৭৩-৭৪ সনের বাজেটে ছিল ৬০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, এবার সেটা ৫০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে উপজাতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজকে যে প্রচণ্ডভাবে তাদের ভাষার উন্নতির জন্য, তাদের নানান্তা র ডেভলাপমেন্টের জন্য যে বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন, এদিক থেকে সাধারণভাবে যে বাজেট গত বছর ছিল, সেই বাজেটও প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম কিন্তু এবার আরও কমানো হয়েছে। রাইমা শর্মার যে সমস্ত উপজাতি বিরাট একটা অংশ

আছে, যদি সাধারণভাবে উপজাতির জন্য যে সমস্ত বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে, সেই বাজেট বরাদ্দ দিয়ে রাইমা শর্মার উপজাতিদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন, তাহলে উপজাতি উন্নয়নক্ষেত্রে প্রচণ্ড অসুবিধা দেখা দেবে। রাইমা শর্মায় যে সমস্ত উপজাতিরা উচ্ছেদ হচ্ছে, তাদের পুনর্বাসনের জন্য, তাদের বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরিত করার জন্য যে ব্যাপক বাজেট প্রয়োজন, সেইদিক থেকে এই বাজেট সাংঘাতিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে, এবং আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে উন্নয়ন ক্ষেত্রে গতবারের তুলনায় এবার অনেক কমিয়ে ধরা হয়েছে। এই সমস্ত দিক থেকে আজকে শিল্পের অগ্রগতি করে, বেকার সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন। বিভিন্ন এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেট আপের, বিভিন্ন রকম উন্নয়ন সৃষ্টি করা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জিনিসপত্রের ইকনমি করা দরকার। আজকে মূল্য বৃদ্ধির ফলে সারা রাজ্যের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছে জনসাধারণের মধ্যে, সেই মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ, দ্রব্যমূল্য কমানোর জন্য ব্যাপকভাবে সরকারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত ছিল। কারণ এই সমস্ত দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি যদি রোধ করা না যায়, তাহলে মানুষের দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধি পাবে এবং সংগত কারণেই তাদের মনে বিক্ষোভ বাড়বে। আজকে মানুষের যে দুঃখ দুর্দশা বাড়ছে, তার প্রতিকারের কোন প্রতিফলন এই বাজেটে নেই। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সমস্ত দিক থেকে আমি একটা কথা বলছি, আমরা যদি শুধু এই ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি তাহলে আজকে চাহিদা বাড়ানোর পক্ষে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। বেকার সমস্যা, উপজাতি ক্ষেত্রে সমস্যা, কৃষিক্ষেত্রে সমস্যা, সিডুল কাস্ট ইত্যাদি অনুন্নত সম্প্রদায় যারা আছে তাদের সমস্যা। শিক্ষাক্ষেত্রে কলেজ ইত্যাদি বাড়ানো দরকার, সেচ ব্যবস্থা, যোগাযোগ ক্ষেত্রে রেলওয়ে ইত্যাদি না হওয়ায় মানুষের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে। প্রত্যেকটি জিনিষ—মানুষ খেতে বসল, ইলেক্ট্রিক লাইট চলে গেল। মানুষের প্রচণ্ড প্রয়োজনীয়তার সময় হঠাৎ বিপর্যয় দেখা দিল, ইলেকট্রিসিটি সংকট দেখা গেল। এই যে যাতায়াতে, কৃষিতে, খাদ্যে, বেকারী এই সমস্ত ক্রমেই মানুষকে উত্যক্ত করে তুলেছে এবং আজকে এই সমস্ত ঘটনা সমাধানের জন্য একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। বলা যেতে পারে যে আমাদের রাজ্যের বেশীর ভাগ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই পশ্চাদপদ রাজ্যের শিল্প, বেকার সমস্যা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ, এই সমস্ত দিক থেকে বিবেচনা করে আজকে এই বাজেটকে একটা কার্যকরী রূপ দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু সেই সমস্ত দিক থেকে এই বাজেট জনসাধারণে আশাপূরণে ব্যর্থ হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলছি যে আজকে সমস্ত গণতান্ত্রিক, দলমত নির্বিশেষে সমস্তের কাছে বলছি যে আজকে সারা ভারতবর্ষে, শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, মানুষ বিভিন্ন সমস্যা, বিভিন্ন দুরবস্থায় জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি, বেকার সমস্যা ইত্যাদি সব কিছু মিলে এমন উত্যক্ত অবস্থার মধ্যে আছে, এমন কি পার্লামেন্ট, বিধানসভা ইত্যাদি। গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং অনেকে এই কথা বলতে শুরু করেছে যে দূর এ দিয়ে কি হবে? পার্লামেন্ট ইত্যাদিতে কি হবে, বিধানসভা দিয়ে কি হবে? এরকম একটা অবস্থা ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হচ্ছে এটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, এবং আজকে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি খুবই মারাত্মক এবং এটা পরিবর্তন করা দরকার। সাধারণ মানুষের আস্থা পার্লামেন্টের উপর,

বিধানসভার উপর ফিরিয়ে আনা দরকার। এই সমস্ত ঘটনার ফলে মানুষের মধ্যে যে বিক্ষোভ হচ্ছে, এই সমস্ত বিক্ষোভ, যারা এই সমস্তকে পরিচালনা করে একটা বিপ্লবী পরিবর্তন আনতে চায় তারা শুধু এটাকে ব্যবহার করার জন্যই বসে নাই, এমন সমস্ত শক্তি—জনসঙ্ঘ যা বিহারে দেখছি, যা গুজরাটে দেখছি, এমন সমস্ত শক্তি আজকে খেলায় নেমেছে যারা মানুষের এই স্বাভাবিক বিক্ষোভকে, মানুষের ন্যায় সংগত বিক্ষোভকে অত্যন্ত কুৎসিত পথে পরিচালিত করে ভারতবর্ষে পার্লামেন্ট, আইন সভা, ইত্যাদি সমস্তের উপর একটা প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্র চালানোর জন্য আজকে তারা পরিকল্পনা করেছে। তার প্রতিফলন বিহারে এবং গুজরাটে দেখা যায় এবং যা সাধারণ গণতন্ত্রপ্রিয় এবং যারা বিপ্লবী ধারণা দেশের মধ্যে চালাতে চায় এবং দেশের মধ্যে এই সমস্ত দুর্ঘটনাকে এই সমস্ত এনার্কিক বা অরাজকতাকে কোনকালেই দেশ সমর্থন করতে পারে না। কাজেই আমি দলমত নির্বিশেষে, কংগ্রেসের মধ্যেও যারা এই ধরণের প্রগতিশীল চিন্তায় নিযুক্ত এবং অন্যান্য বামপন্থী দল যারা আছেন এবং সমস্ত মানুষের কাছে, আমাদের এই হাউসের কাছে আবেদন করব যে আজকে মানুষের হতাশাকে, আজকের মানুষের দুঃখ দুর্দশাকে যদি আমরা রোধ করতে না পারি, সমস্ত বামপন্থী সমস্ত বামপন্থী শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে ভাবে তাহলে এই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য ভারতবর্ষে যা দুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আছে যারা এই ঘটনাকে অপব্যবহার করে একটা প্রতিবিপ্লবী কাণ্ড কারখানা ঘটাবার চেষ্টা করবে। কাজেই আজকে এই সমস্ত ঘটনাকে অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। আজকে আমাদের স্থিতাবস্থা নীতির মারফতে ভারতবর্ষের মানুষ সন্তোষ্ট নয় এবং এই অসন্তোষ্ট মানুষকে ব্যবহার করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিও আছে। কাজেই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই ঘটনাকে বিচার করে দেখতে হবে। সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের জীবনে একটা সচ্ছলতা আনার জন্য যদি আমাদের এই বাজেটে ব্যবস্থা না থাকে, যদি আমাদের অর্থনীতির মধ্যে ব্যবস্থা না থাকে, তবে মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। আমি আশা করি ভারতবর্ষের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে এটা রুখে দাঁড়াবে। কিন্তু যাতে প্রতিক্রিয়াশীলরা এই ঘটনার সুযোগ না নিতে পারে তার জন্য পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য আমি অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— আই উড কল অন অনারেবল মেম্বার শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৫ই মার্চ ত্রিপুরার অর্থমন্ত্রী মহাশয় ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট উপস্থিত করেছেন। এই বাজেটে আমরা দেখব ত্রিপুরার মানুষের আশা আকাঙ্খা রূপায়িত করতে পারবে কিনা। আমরা দেখেছি এই বাজেট যে সময়ে উপস্থিত করেছেন সেই সময়ে ত্রিপুরার অবস্থা কি? আমরা দেখেছি ত্রিপুরার অবস্থা হচ্ছে যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে এবং বেকারত্বের জ্বালায় যুব সমাজ বিক্ষুব্ধ হচ্ছে। কর্মচারীদের মধ্যেও জীবন ধারণের ন্যূনতম ব্যবস্থা না থাকার দরুণ তারাও বিক্ষুব্ধ হচ্ছে। ঠিক তেমনি সময় এই বাজেট উপস্থিত করেছেন

এবং রুলিং পার্টির সদস্য বন্ধুরা এই বাজেটকে সমাজতান্ত্রিক আখ্যা দিয়েছেন যা বাস্তবের সংগে কোন মিল নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে চাই এইবার সরকার লেভীর নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ধান আদায় করেছে। সেই লেভি আদায়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম ধর্মনগর থেকে মাত্র ১০০ মেট্রিক টন তারা আদায় করতে পেরেছেন। এখন আমাদের দেখতে হবে অমরপুরের উপজাতিরা হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এদের একটা বিরাট সংখ্যা হচ্ছে রাইমা সরমায় যেখান থেকে ১৫,০০০ হাজার মানুষ উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। সেখানে আমরা দেখলাম লেভি করে ১২০০ মেট্রিক টন আদায় করা হয়েছে। তাদের গলা টিপে তাদের খাদ্য আদায় করেছে এই সরকার। আমরা সংগে সংগে দেখলাম এই উপজাতি জনসাধারণকে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে কিভাবে উৎখাত করা যায় তার জন্য আমরা দেখলাম মহারাজার রিজার্ভকে তারা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। যা সামান্যতম নির্ভর ছিল উপজাতিদের তাও তারা নষ্ট করে দিয়েছে। আর আমরা দেখেছি যে আটার কেজি ৩৫ পয়সা দাম বৃদ্ধি করেছে। সাধারণ মানুষের যে কনট্রোলের খাবার তাও শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি করে দিয়েছে। ঠিক এমনি সময়ে ত্রিপুরার বাজেট আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু এই বাজেটের বাস্তবের সংগে কোন সঙ্গতি নাই। ত্রিপুরার মানুষের আশা আকাঙ্খাকে পূরণ করার মত ন্যূনতম ব্যবস্থাও বাজেটের ভিতর নাই। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ঠিক এই সময়ে আমরা কি দেখব? ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয়া ইন্দিরা গান্ধী ত্রিপুরাতে এলেন। এই আসার সংগে আমরা কি দেখলাম? ত্রিপুরার প্রশাসন যন্ত্র প্রধান মন্ত্রীকে স্বাগত জানাবার জন্য কি একটা হুলুস্থুল কাণ্ড জুড়ে দিয়েছেন। এই অবস্থার মধ্যে আমরা দেখছি রাইমা সরমাতে ৩ টাকা থেকে সাড়ে তিন টাকা কেজি চাল। এই রাইমা সরমা এবং অমরপুর থেকে আদায় করেছে ১২০০ মেট্রিক টন ধান। আর সেখানে কনট্রোলের চাল যাচ্ছে না, আটা যাচ্ছে না, আটার দাম বৃদ্ধি করতে করতে এই সরকার শেষ পর্য্যন্ত দুই টাকায় গিয়ে ঠেকাবে। চালের দামতো প্রায় দুই টাকা ছুঁই ছুঁই অবস্থায় গিয়েছে। খুব তাড়াতাড়িই দুই টাকার অতিক্রম করবে। এই অবস্থার মধ্যে গেছে। তার মধ্যে আমরা কি দেখলাম ঐ সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টগুলি এ, সি. বিলে টাকা অগ্রিম ড্র করে রেখেছে। আর ঠিক তার পরবর্তী কালে আমরা কি দেখব ? ঐ হাফ এ মিলিয়ন জবের নাম করে কিছু লোককে তাঁরা চাকরী দিয়েছিলেন যার মেয়াদ হচ্ছে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। সেই ১০ লক্ষ টাকা যদি আজকে ত্রিপুরার যুব সমাজের যারা হাফ এ মিলিয়ন জবের মধ্যে নিয়োগপত্র লাভ করেছে যার মেয়াদ হচ্ছে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সেই টাকা যদি সেই খাতে খরচ না করত তাহলে পরে এই যুবকদের জন্য আরও ২ বছর কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকত। কিন্তু তা করল না এই সরকার। তারপর আমরা কি দেখেছি? প্রধান মন্ত্রী এই সময়ে ত্রিপুরাতে আসলেন কেন? কিন্তু গত বছরে আমরা যখন দেখলাম ত্রিপুরাতে খরা দিয়েছিল, তখন মানুষ খেতে পায় নি, শিয়াল কুকুরের মত যখন মরতে আরম্ভ করল, পথে পথে যখন পেটের জ্বালায় ঘুরতে আরম্ভ করল, কৈ তখন তো কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিপুরার দিকে একটি বারের জন্যও তাকিয়ে দেখলেন না, ত্রিপুরার মানুষের ঐ দুর্দ্দিনে তারা কেউ ত্রিপুরার মাটি স্পর্শ করেনি। কিন্তু আজকে যখন তাদের নিজের ঘর

ভাঙ্গতে শুরু করল, তখন ঐ পন্থজী থেকে আরম্ভ করে প্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত ত্রিপুরাতে আসতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু যে সময়ে এখানে মানুষের কোন খাদ্য নাই, আটা নাই, চাকুরী নাই. মানুষ একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে আছে, ঠিক এই সময়ে তিনি আমাদের এখানে আসলেন এবং এসে আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে দিয়ে গেলেন। আমরা এখানেও কি দেখলাম ? আমরা দেখলাম যে ঐ রাজভবনের মধ্যে একটা সেনিটারী পায়খানা করতে এবং তার হেলিকপটর তৈরী করতে গিয়ে সরকার ৪০ হাজার টাকার মত খরচ করেছেন। কিন্তু আমরা সাধারণ ভাবে জানি যে তিনি যখন কোন সভা করার জন্য যেখানে যাবেন, তার ব্যয় ভার বহন করবেন ঐখানকার প্রদেশ কংগ্রেস। আর এখানকার প্রদেশ কংগ্রেস শুনেছি যারা সামনে বসবেন তাদের ১০ টাকা আর যারা পিছনে বসবেন তাদের ৫ টাকা করে ঐ বিলো-নীয়াতে নাকি সার্কাস এর টিকিট বিক্রি করার মত নিমন্ত্রণ পত্র বিলি করেছেন। জানি না, সেখানকার লোকদের কাছ থেকে এভাবে কোন প্রকার প্রমোদ কর আদায় করা হল কিনা ? আর আগরতলাতে আমরা কি দেখছি, আমরা দেখছি যে নিমন্ত্রণ পত্র বিলি করতে গিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেকের কাছ থেকে ১০ টাকা করে আদায় করা হয়েছে। এটা আবার কোন্ দেশের গণতন্ত্র ? আমরা তো জানতাম যে প্রধান মন্ত্রী যদি সত্যিই সাধারণ মানুষের দুঃখ, দারিদ্র্য এবং অভাব সম্পর্কে এতটা সচেতন হতেন, তাহলে নিশ্চয় তাদের সেই অভাব অভিযোগ পূরণ করার জন্য চেষ্টা করতেন। গত ২৬ বছরের মধ্যে সেই রকম কোন প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে বলে আমাদের জানা নাই। কাজেই এর জন্য ১০ টাকা করে নিমন্ত্রণ পত্র বিলি করতে হত না। আর আমরা বামপন্থীরা যখন কোন মিটিং করি এবং তার জন্য ট্রাকে করে বিভিন্ন জায়গার থেকে মানুষকে নিয়ে আসার জন্য সরকারের কাছে পিটিশান করি, তখন আমাদেরকে বলা হয় যে ট্রাকে করে লোক আনা নেওয়া করা বে-আইনী, কাজেই তোমাদেরকে পার্মিশান দেওয়া গেল না। আর সেই জায়গাতে এবার দেখছি যে প্রধান মন্ত্রীর জনসভাতে লোক আনার জন্য ঐ টি, আর, টি, সির ট্রাকগুলি এভাবে বিভিন্ন দিকে ছুটাছুটি করেছে। এটা শুধু আমরাই দেখি নি, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষও দেখেছে। কাজেই কত বড় বেইমান ওরা, কত বড় বিশ্বাসঘাতক ওরা এবং তারা যে কত রকমভাবে মানুষের উপর জুলুম চালাতে পারে, তার নজীর আমরা দেখছি এই প্রধান মন্ত্রীর ত্রিপুরায় আগমনের মাধ্যমে। কাজেই মাননায় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৩১শে মার্চে আমরা এবং ত্রিপুরার মানুষ এই সমস্ত ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ করেছি। সেখানে আরও দেখছি যে সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আছে—যেমন পি, ডবলিউ, ডিপার্টমেন্ট, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট আর পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট, তারা প্রধান মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে কত রকমের রঙ্গিন পোষ্টার ছাপিয়ে দিয়েছে। তারপরে আমরা দেখছি এই ওমেন্স কলেজের প্রিন্সিপাল হীরালাল চাটার্জি মহাশয়, তিনি কিভাবে নিজেকে ব্যবহার করেছেন এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীদিগকে কিভাবে ব্যবহার করেছেন, এই সব ঘটনা আগরতলার মানুষ ভালভাবে প্রত্যক্ষ করেছে। তাই বলছিলাম যে এই সরকার প্রধান মন্ত্রীর সফরের নাম করে কিভাবে লুটের রাজত্ব চালিয়েছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সামান্য একটা কাজে যেভাবে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে, অথচ

আমাদের ত্রিপুরাতে বেকারের অভাব নাই, ত্রিপুরাতে সমস্যার কোন অন্ত নাই, ত্রিপুরাতে রাস্তা ঘাটের কোন ব্যবস্থা নাই, স্কুল কলেজের কোন ব্যবস্থা নাই, সেই জায়গাতে তারা আজকে অহেতুক এই টাকাগুলি ব্যয় করেছেন। আমরা আরও দেখব যে আমাদের অনেক সমস্যা আছে, সেগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে আমাদের খাদ্য সমস্যা, এই খাদ্যের বিলি বণ্টন করার ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে ডিলারেরা ঠিক মত চাউল সংগ্রহ করতে পারছে না, তাদের কোটার চাউল ঠিকমত পায় না বরং তার পরিবর্তে তারা কি করে? না কিছু চাউল, কিছু আটা, কিছু ধান মিলিয়ে তাদের কোটা সংগ্রহ করতে হচ্ছে। যে ধান সংগৃহীত হয়েছিল ২৯ টাকায়, আজকে দেখছি সেই ধান ৩৯.২০ পয়সায় মানুষকে তারা দিচ্ছে। কাজেই ত্রিপুরার মানুষের নামে খাদ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তারা ত্রিপুরার মানুষকে কিভাবে শোষণ করছে, এটা আমরা খুব ভাল ভাবে লক্ষ্য করছি। এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যারা অ-উন্নত, পিছিয়ে পড়া উপজাতি সম্প্রদায়কে রক্ষা করার জন্য আমরা বাজেটের মধ্যে কি দেখছি? আমরা দেখছি সেখানে কিছু কথা ছাড়া আর অন্য কিছু নাই। একটা সুষ্ঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে এই উপজাতিকে রক্ষা করার কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তার কোন ইঙ্গিত এই বাজেটের মধ্যে নাই। এটাকে অনেক কৌশল করে এড়িয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে আমরা কি দেখব? সরকার শুধু বলেছে যে তাদের সমস্যার সমাধানের জন্য সরকার খুব গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করছেন কিন্তু এই গুরুত্ব সহকারে চিন্তাটা কি? এবং সেটা কি ভাবে এই উপজাতিদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্য্যকরী করা হবে বা তার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সরকার তার কোন ইঙ্গিতই এই বাজেটের মধ্যে দেন নি। শুধু বলা হয়েছে যে আমরা গুরুত্ব সহকারে তাদের কথা চিন্তা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের রুলিং পার্টি'র অনেক মাননীয় সদস্য ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতির ইতিহাস জানেন না। কিন্তু আমরা দেখেছি যে যখন ত্রিপুরা সমস্ত রাজাদের দ্বারা শাসিত হত, তখন ত্রিপুরার উপজাতিদের উপর কি ভাবে সেই সব সামন্ত রাজারা শোষণ করত। আমি এখানে শুধু একটা নজীরই দেব, যে নজীরের মধ্য দিয়ে আপনারা অনুমান করতে পারবেন, ঐ সামন্ত রাজারা কি ভাবে তাদের উপজাতি প্রজাদের শোষণ করত। আমরা তখন দেখেছি যে ঐ সামন্ত রাজারা তখনকার সময়ে গ্রামাঞ্চলে জিজ্রিয়া বাহিনী পাঠিয়ে দিয়ে সুন্দর সুন্দর যুবতী মেয়েদের কালেকশান করে এই রাজ বাড়ীর পিছনে যে অন্দর মহল আছে, তার মধ্যে এনে সাজিয়ে রাখত। এর চাইতে বড় নজীর আর কি হতে পারে, আমি জানি না। সেই সমস্ত রাজারা যে অকথ্য শোষণ তাদের প্রজাদের উপর করত, তারই ফলস্বরূপ এই বিলাস বহুল রাজপ্রসাদ যেটার নাম উজ্জয়ন্ত পেলেস এর সৃষ্টি হয়েছিল। এখানে যেই সব সুন্দর সুন্দর উপজাতি নারীদের কালেকশান রাখা হত ফুলের বাগানের মত করে, তাদের কান্নার প্রতিধ্বনি আজও এই রাজপ্রসাদের ওয়ালে দেয়ালে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজকে এই কংগ্রেস সরকার সেই সামন্ত শোষকদের স্মৃতি বিজড়িত এই রাজপ্রসাদের নাচে বিধান সভা বসিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের কল্যাণের কথা আমাদেরকে শুনাচ্ছেন। কাজেই পার্থক্যটা কোথায়? আজও আমরা যদি গ্রামাঞ্চলে যাই, তাহলে দেখি যে একজন সি, আর, পি, ঐ উপজাতি নারীকে ধর্ষন করে, এই রকম ঘটনা ত্রিপুরাতে বিরল নয়। এবং এই ধরণের বহু ঘটনার কথা আমরা বহুবার এই বিধানসভায় উপস্থিত করেছিলাম। কিন্তু এই মন্ত্রী সভায় কোন মাননীয় মন্ত্রী বলতে পারেন, বা মুখ্যমন্ত্রী

বলতে পারেন যে অত্যাচারীকে আমরা এভাবে শাস্তি দিয়েছি। তারা এটা বলতে পারেন না, কারণ এমন কোন নজীর নাই, আজকে যদি উপজাতি অধুষিত গ্রামে যান যেমন সদরের ধুমাছড়াতে যান, তাহলে দেখতে পাবেন, সেখানকার মানুষগুলির বাস্তব চিত্র কি ? সেখানকার মানুষের বাস্তব চিত্র হচ্ছে, পরনের কাপড় নাই, পেটে ভাত নাই, কংকালসার দেহ, অথচ তাদের দৈনন্দিন জীবনের পুরস্কার হচ্ছে কি ? না ঐ ফরেষ্টের জুলুম, সন্ত্রাস আর মামলা মকোদ্দমা। কল্পনা করতে পারেন মন্ত্রী মশাইরা, কল্পনা করতে পারেন রুলিং পার্টির সদস্যরা যারা এই বাজেটকে সমাজতন্ত্রের বাজেট বলেন এবং সেটাকে ত্রিপুরার উন্নতির বাজেট বলে স্বপ্ন দেখছেন আর এই বিধানসভায় উপস্থিত করেছেন। তারা এই সব চিন্তা করতে পারেন না। যান ঐ বড় মুড়ায় আমি আর বেশী ভিতরের কথা বলব না, মন্ত্রীরা তো সেখানে যান গাড়ী চড়ে এবং রাস্তার দুই পাশের উপজাতি পল্লীগুলির অবস্থা দেখেন। কিন্তু আঠার মুড়ার ৩১ মাইল অথবা ৪২ মাইলে যান, অথবা বিশালগড়ের কাঞ্চনপুর কিংবা দশদার দিকে যান, সেখানকার উপজাতিদের বাস্তব জীবনের সমস্যটা কি ? সেখানে তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা আছে কি ? তা নাই। তারা আজকে বাস্তুচ্যুত ; তারা নিজেদের বাস্তু থেকে চ্যুত হচ্ছে। বাস্তু ছাড়া হচ্ছে, তাদের বাঁচার ব্যবস্থা নাই তাদের জন্য পরিকল্পনার নাম করে এই শাসক গোষ্ঠী কি করছে ? কিছু গ্রামের মধ্যে টাউট সৃষ্টি করেছে। যেমন একজন টাউটের কথা আমি কিছুদিন আগে উপস্থিত করেছিলাম—অর্জুন দেববর্মা, বেলবাড়ী এবং তার পরোক্ষ মদত দিচ্ছে উপজাতি মন্ত্রী। এবং সেখানে গিয়ে তিনি খানা পিনা করেন। ঐ উপজাতিদের কল্যাণের নাম করে উপজাতিদের জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য যে টাকা তার অংশ এই মন্ত্রী পায়। নইলে এতবড় জুলুমবাজী এতজন টাউট তৈরী করতে পারে না। সেই অত্যাচারের কথা যে টাকা নেওয়ার কথা এই সরকারের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে তথাপি আজ পর্যান্ত তার বিরুদ্ধে কোন একশান নেওয়া হয়নি। এই মন্ত্রী ডাইরেক্ট মদত দেওয়ার জন্যই এই ঘটনাগুলি ঘটছে। ঐ সাব্রুমের দিকে যান দেখবেন—আমি সমস্ত বিভাগের চিত্র তুলে দিতে চাই—পূর্ব সাব্রুমে সেখানকার উপজাতিদের বাস্তব চিত্র কি ? সেখানকার উপজাতিরা কি ভাবে কাটায় ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা আছে কি না ওদের জুম কাটার অধিকার আছে কি না ওরা জুম চাষ করতে পারে কি না দেখুন ত্রিপুরার মানুষ উপজাতিদের বাস্তব সমস্যা কি এবং তা সমাধানের জন্য এই কংগ্রেস সরকার কি করেছে। সেটা আপনারা তুলনমূলক ভাবে দেখুন তা দেখবার প্রয়োজন আছে। কেন আজকে উপজাতিরা বিক্ষুব্ধ কেন আজকে এই উপজাতিরা কংগ্রেস সরকারকে স্বীকার করে নিতে পারছে না কেন এই সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছে ? এই জিনিষগুলি দেখার প্রয়োজন আছে। এটা শুধু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে নয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের দিকেও তাকিয়ে দেখুন। আমরা দেখি আসামের খাসিয়া মেয়ে বিক্রীর ঘটনা উড়িষ্যার উপজাতি নারী বিক্রীর ঘটনা কেন আজকে এই অনুন্নত পিছিয়ে পড়া পশ্চাদপদ উপজাতিদের উপর শাসক গোষ্ঠীর নির্মম অত্যাচার ? কেন এই ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে তাদের উচ্ছেদ করার জন্য। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর একটা ঘটনার কথা বলতে চাই ওরা ট্রাইবেল রিজার্ভ ভেংগে দিয়েছে। এবং ট্রাইবেলদের কমপেক্ট এরিয়াগুলি ভাংগার সুপরিকল্পিত ভাবে ষড়যন্ত্র তৈরী করছে। আপনারাতো জানেন যে সদর বিভাগের বুড়াখানা কথা অনেকেই হয়ত শুনে থাকবেন। সেটা হচ্ছে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা...

উপজাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা। এই এলাকা ভাগের জন্য এই সরকার কি করেছে? সেখানে প্রায় ৩০০ পরিবারের মত অ-উপজাতি ভূমিহীনকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। এবং যার উদ্দেশ্য হচ্ছে উপজাতি এলাকা ভেংগে চুরমার করে দেওয়া যাতে তারা সংবিধানের ৫ম বা ৬ষ্ঠ তপশীলের কথা না তুলতে পারে। সেজন্যই ষড়যন্ত্র করছে তারা। যান ঐ চম্পকনগরে সেখানে মিলিটারী ক্যাম্প করার নাম করে ৯০০ একরের মত জমি দেওয়া বন্দোবস্ত করেছে। যান তেলিয়ামুড়ার দিকে ঐ তুইসিন্দ্রা এলাকার কয়েকশত কৃষক পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে—প্রতিরক্ষার নাম করে এয়ারপোর্টের নাম করে তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। তারপর আরও যান—আমরা প্রশ্নের উত্তরের সময় জানতে পারলাম যে পাবিয়াছড়ার প্রায় দেড়শ পরিবার অউপজাতি পরিবারকে নালকাটার দিকে তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এক দিকে উরা শুধু ট্রাইবেল রিজার্ভ ভেংগেই শান্ত হচ্ছে না অপর দিকে এই ট্রাইবেল এলাকগুলি কি ভাবে ভাংগতে পারে সেজন্য পরিকল্পনা মাফিক ষড়যন্ত্র করে সেখানে অউপজাতির লোক ঢুকিয়ে দেওয়া চেষ্টা করছে। এই সংগে সংগে আবার কি দেখব? ঐ জলাইয়ার উপজাতি এলাকার বাইমাশর্মাতে কিছু অ-উপজাতি ব্যবসায়ী লোকদের পুনর্বাসন দেওয়ার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। জানিনা সেখানে তারা কি ধরণের ব্যবস্থা করবে? মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কি, মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এক দিকে ব্যবসার নাম করে লোক পাঠিয়ে ঐ উপ-জাতিদের জমি কি ভাবে তারা তাদের হাত থেকে আনা যবে তার জন্য এই ষড়যন্ত্র করে এই ব্যবস্থা করছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই অবস্থার ভিতর দিয়ে উপজাতিদের উতখাত করার চেষ্টা হচ্ছে। এই উপজাতিরা তারা লেখাপড়া জানে না তারা কোন ব্যবসাতে নেই যেখানে প্রায় ৫ লক্ষের মত উপজাতি সেখানে একজনও উপজাতি ব্যবসায়ী খোঁজে পাওয়া যায় না। কাজেই এই উপজাতিদের তাড়াতাড়ি ধ্বংস করার জন্য এই সরকার উঠে পড়ে লেগেছে তাদের কি ভাবে আরও তাড়াতাড়ি ধ্বংস করা যায়। তার পরিবর্তে তারা বলছেন সমাজবাদী রাজ্য এখানে এই রাজ্যে দুঃখের কোন স্থান নাই। কিন্তু আমরা কি দেখি উপজাতির মাতৃভাষায়—ঐ রাজার আমলের কথা ছেড়ে দিন—মানুষ আশা করেছিল যখন ঐ রাজার অমল থেকে মুক্ত হয়ে যখন এই কংগ্রেস রাজ্যে প্রবেশ করল তখন এই উপজাতি তারাও আশা করেছিল তারাও তাদের মাতৃভাষায় লেখাপড়া নিজের ভাষাকে উন্নত করতে পাববে সভ্য জগতের সংগে আমবার সঙ্গে স্থান করে নিতে পারব। কিন্তু এই ২৬ বছরেও কি আমরা স্থান করে নিতে পেরেছি? কি নিজের ভাবে আমাদের মাতৃ-ভাষাটাকে চালু করার জন্য কোন প্রচেষ্টা সরকার গ্রহণ করে নাই। তারপর আবার কি বলেছে। আমাদের শিক্ষা মন্ত্রী মশাই কি বলেন, না আমরা পরিকল্পনা করেছি যে ৩০টা দিয়েছি দিয়েছি। মাষ্টারও দিয়েছি। সেখানে উপজাতির ছেলে মেয়েরা মাতৃভাষায় লেখাপড়া শিখতে পারবে। লজ্জার কথা। যখন আমরা জানতে চাইলাম কোন এলাকার কোন মাষ্টারকে ককবরক শিখানোর জন্য তুমি নিযুক্ত করেছ, তখন তিনি তা বলতে পারেন নাই। লজ্জার কথা নয় কি? এই ২৬ বছরেও এই ৫ লাখ উপজাতি তারা তাদের মাতৃভাষায় লেখা পড়া শিক্ষা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত যেখানে তাদের লেখাপড়া শিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থাই করা হচ্ছে না কোন

প্রচেষ্টা করা হচ্ছে নাই শুধু ধাপ্পা দিয়ে যাচ্ছে সেই সরকারকে আমরা কি বলব ? ভদ্রলোকের সরকার বলব না বন্দর সরকার বলব ? কি বলব আমি জানি না। তবে এই হচ্ছে অবস্থা। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি এই উপজাতি ক্ষেত্রে আরও কি কি ব্যবস্থা তারা নিচ্ছেন ? এক দিকে তারা তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে লেখা পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে লেখা পড়া তারা শিখতে পারছে না এবং জুম কাটার অধিকার হরণ করা হচ্ছে তাদের জীবন জীবিকার পথ বন্ধ সেজন্য আজকে তাদের অনাহারে অর্ধাহারে থাকতে হচ্ছে। এটা আমাদের মুখের কথা নয়। যারা উপজাতি লোকদের সঙ্গে পরিচিত যারা উপজাতি সম্পর্কে জানতে চায় তারাই দেখবেন উপজাতিদের অবস্থা কি আজকে বড়মুড়ার দিকে যান সেই এলাকার লোকেরা স্ত্রী পুরুষ বনজ সম্পদ—লাকড়ী সংগ্রহের জন্য তারা যাচ্ছে। এক মাত্র জীবিকা তাদের সেখানে লাকড়ী। ঐ ছন আজকে পাওয়া যাচ্ছে না বাঁশও পাওয়া যাচ্ছে না। এটাই তাদের একমাত্র পথ। আজকে তারা অনাহারে অর্ধাহারে থাকতে থাকতে তারা শেয়াল কুকুরের মত পথে ঘাটে মরবে মনে হয়। এ ছাড়া তাদের আর কোন দ্বিতীয় পথ নেই। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে একটা বাস্তব ঘটনা এবং এই বাস্তব ঘটনার ভিতর দিয়ে তাদের বাঁচানোর জন্য কোন ত্রিপুরা অর্থমন্ত্রী উপস্থিত করতে পেরেছেন, তিনি কি উপস্থিত করতে পেরেছেন এই ত্রিপুরার অন্নহীন মানুষ বস্ত্রহীন মানুষ তাদের বাঁচানোর জন্য কোন পরিকল্পনা এই বাজেটে মধ্যে আছে কি ? এই বাজেটের মধ্যে নাই শুধু মাত্র কিছু কথার মালা ছাড়া আর কিছুই নাই। কাজেই এই বাজেট উপজাতির বাজেট বলে অভিহিত হতে পারে না। এই বাজেট কাদের, এই বাজেট হল যারা সমাজের মধ্যে শাসক শ্রেণী তাদের বাজেট। তাই আজকে উপজাতিদের মধ্যে এটা দেখছি যে তারা তাদের রেশন কার্ডও সংগ্রহ করতে পারে না। রেশন কার্ড থেকে উদের বঞ্চিত করা হয়। গত বছরেও আমরা কি দেখলাম ভুয়া রেশন কার্ড ধরার নাম করে বহু লোকের রেশন কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হলো এবং শেষ পর্যন্ত তারা রেশন কার্ড পেলো না। আজকে মানুষ এই রেশন কার্ডের অভাবে ভোগছে অভাবের তাড়নায় তারা ভোগছে কিন্তু তার পাশাপাশি আমরা কি দেখব তার পাশাপাশি আমরা দেখবো মন্ত্রীদের যারা স্নেহের পাত্র এই সমস্ত লোকেরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভুয়া রেশন কার্ড রাখতে পারে তার একটা ঘটনা আমি এখানে উপস্থিত করছি সেটা হচ্ছে খয়ামুখের রেশন সোপের ঘটনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খয়ামুখের একটা ঘটনা এইখানে আমি উপস্থিত করবো কিভাবে কংগ্রেসের পেটোয়া লোকেরা এই মন্ত্রীদের স্নেহের ফলে আজকে তারা দুর্নীতি করে যেতে পারে। আমরা শুনেছি এই খয়ামুখের হরকুমার মজুমদার, যিনি সেখানকার এক জন বিরাট কংগ্রেসী আমাদের এই মুখ্যমন্ত্রী যদি খয়ামুখ বা বিলোনীয়া যান সেখানে তার বাড়ীতে খানাপিনা করেন ভাল ভাল ব্যবস্থা না কি সেখানে হয়। তার বাড়ীতে কি হয়েছে জানেন স্যার, তার বাড়ীতে ৪টা ভুঁয়া কার্ড রেশন কার্ড পাওয়া গেছে। তেমনি সুরেশ মজুমদার, এই ভদ্রলোকের কাছ থেকে ৫টা রেশন কার্ড এইভাবে কয়েকজনের কাছ থেকে ৪।৫টা ভুয়া রেশন কার্ড সেখানে ধরা পড়েছে গত ১২।১।৭৪ইং তারিখে। ফুড ডিপার্টমেন্ট সেখানে তদন্তে যায় এবং তদন্তের সময়েতে সেই জিনিসগুলি ধরা পরে। আর ধরা পরেছে সেই পরিমল দত্ত। তিনি নাকি কংগ্রেসের একজন হোমরা-চোমরা তার রেশন সোপ নাকি দুইশো ভুয়া রেশন কার্ড ধরা পরেছে এই হচ্ছে ঘটনা। কাজেই

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ঘটনাগুলিকে আমরা হেয় করে দেখতে পারি না যেখানে আজকে ভূয়া রেশন কার্ডের নাম করে এই গ্রামের যারা গরীব যারা অভাবি তাদের ক্ষেত্রে রেশন কার্ডের উপরে করাকরি কিন্তু এই দালাল যারা এই চোমরাচোমরা তাদেরকে দীর্ঘদিন পর্যান্ত ভূঁয়া রেশন কার্ড করে রাখার সুযোগ কে দিয়েছে ? এই সরকার আমরা আরও জানি এই এই এলাকায় সমস্ত গরীব এবং উপজাতি মানুষের জমিজমা ওদের হাতে নাকি বেশীর ভাগ। কাজেই এই এলাকা ওদের হাতে, ওদের হাতে পান, ওদের হাতে জমি, ওদের হাতে জায়গা। কাজেই আজকে এই কংগ্রেসের নীতির ফলে এই হচ্ছে অবস্থা। এই অবস্থার ভিতর দিয়ে আজকে ত্রিপুরার মানুষ যারা গরীব, যারা শোষিত, এই উপজাতিদের মত যারা বঞ্চিত এই মানুষেরা কোন দিন এই সরকারকে ক্ষমা করতে পারবে না। তাই আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দেওয়ালের লিখন ওদেরকে পড়তে বলবো। আমি জানি না ঐ প্রধান মন্ত্রী ত্রিপুরা থেকে ঘুরে ফিরে গেলেন তাঁর জন্য এত আয়োজন এতো লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ এতো ধুমধাম তথাপি তার বক্তৃতার মধ্যে আমরা শুনিনি যে ত্রিপুরার বেকারদের চাকুরী হবে ত্রিপুরার অনাহারী মানুষদের খাদ্যের ব্যবস্থা হবে ত্রিপুরায় রাস্তাঘাট হবে চিকিৎসার জন্য ডিসপেনসারীগুলিতে ডাক্তার নাই কম্পাউণ্ডার চলাচ্ছে সেই সমস্ত ডিসপেনসারী-গুলিতে ডাক্তার মহাশয়রা যাবেন এমন কোন বাস্তব ইঙ্গিত তিনি দিয়ে যেতে পারেন নি। শুধু মিলেমিশে থেকো মন্ত্রীরা কাজ চালিয়ে যাও গরীব মানুষকে যাতে আরও বেশী করে শোষণ করা যায় এই ধরণের বক্তৃতা ছাড়া আমরা অন্তত: ত্রিপুরার মানুষ এই প্রধান মন্ত্রীর কাছ থেকে শুনি নি। কারণ প্রধান মন্ত্রী মহাশয়া তো আজকে ত্রিপুরার মন্ত্রীসভাকে বাদ দিয়ে নয়। ত্রিপুরার মন্ত্রীসভা যে শ্রেণীর স্বার্থ দেখে যাদেরকে শোষণ করার সুযোগ দেয় এই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়াও এই ভারতবর্ষের যারা পুঁজিপতি যারা কোটি কোটি টাকা নিয়ে যারা গরীব মানুষের গলাকাটে তাদের প্রধান মন্ত্রী। কাজেই এইখানকার অবস্থা, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বোলিং পার্টির সদস্য বন্ধুরা আমাদের কথাগুলিকে নানাভাবে অভিহিত করেছেন বাস্তব সংগতি-হীন করেছে আমি ওদেরকে স্মরণ করে দিতে চাই সেইটা হচ্ছে কি আপনারা এলাকায় গেলে বলেন দারিদ্র্যের কথা, অভাবের কথা এবং নির্বাচন সভায় আসলে আরেকটা কথা বলেন। যারা আজকে ক্ষুধার কথা বুঝে না শোষণের কথা যারা বুঝে না সেই কংগ্রেস এম, এল, এ,দেরকে সেখানে কি করা হয়েছিল আমি বলতে চাই না। সে ঘটনা যাতে ওরা মনে রাখে। যদি মনে না রাখে এই গ্রামের বঞ্চিত নীপিড়িত মানুষদের ওরা যদি ভুলে যায়, তাহলে পরে ওদেরকে ক্ষমা করবে না ওদের রোষানলে ওরা দগ্ধ হবে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট আলোচনা করছি। আমাদের এই বাজেট ৫ম যোজনার লক্ষ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক স্বয়ংবরতা কাজেই আজকে থেকে যে ৫ম যোজনা আরম্ভ হলো, প্রারম্ভে আমাদের বাজেট সেইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে সেই বাজেটের যে অর্থ বরাদ্দ আমরা চেয়েছি সেই অর্থ নিপীড়িত, বঞ্চিত, শোষিত, দরিদ্র মানুষের কল্যাণে যাতে ব্যয়িত হয় তার দিকে আমাদের ট্রেজারী বাঞ্চের রোলিং পার্টির সদস্য, মন্ত্রী তেমনি করে অপোজিশন ব্যাঞ্চের

সদস্য নেতারা যারা আছেন সকলেই সরবেতভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। তাহলে আমাদের অর্থ যতই কম হোক না কেন সেই অর্থের প্রয়োগ যদি সঠিকভাবে আমরা করতে পারি কাজে লাগাতে পারি তাহলে যতদূর চেচামেচি আমরা করছি না কেন মানুষের কিছু কল্যাণ আমরা করতে পারবো। এখানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে অপোজিশন দলের মাননীয় সদস্যরা যে বক্তব্য রেখেছেন তাদের কাছ থেকে যে সমস্ত কনসট্রাকটীভ যে গঠনমূলক সমালোচনা আমরা পেয়েছি সেইগুলি ধরে না রাখার বা সেইগুলির দাম না দেওয়ার পক্ষপাতি আমি নই। তাদের কাছ থেকে যে কনসট্রাকটিভ সমালোচনা হয়েছে সেইটাকে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। তবে তাদের কাছ থেকে আমরা যে ডেসট্রাকটিভ সমালোচনা যেগুলি পেয়েছি সেইগুলিকে আমরা বরদাস্ত করতে পারি না। মাননীয় সদস্য অভিরামবাবু কয়েকটা কথা বলেছেন, তিনি অত্যন্ত দরদ দিয়ে বলেছেন আমরা তা বুঝি। তাহলে আমাদের দরদ নেই সেইটা আমি স্বীকার করি না। তিনি হয়তো মনে করছেন তিনি নানা জায়গা ঘুরেছেন উপজাতিদের, আদিবাসীদের কথা তিনি উপলব্ধি করেছেন তার জন্য তিনি সেইসব কথা বলতে পেরেছেন। আমরা উপজাতিদের কথা বুঝি, দরিদ্র সমাজের কথা আমরা বুঝি। আমরাও ঘুরাফেরা করি আমরাও লক্ষ্য রাখি। সেই সমস্ত কথা বলতে গিয়ে তিনি কয়েকটা জায়গায় আঘাত হেনেছেন সরকারের প্রতি সেইটা ঠিক বলে আমি ধরে নিতে পারি না। উদাহরণস্বরূপ আমি বলতে পারি তিনি বলছেন যে উপজাতিকে উৎখাত করার চেষ্টা সরকার করছেন। আমি এইটা স্বীকার করতে পারি না, তিনি যে উদাহরণ দিয়েছেন তার উদাহরণ হচ্ছে এই যে ডোবা একটা জায়গার নাম তিনি উল্লেখ করেছেন সেখানে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল সেখানে ষড়যন্ত্র করে কিছু অউপজাতিকে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে উপজাতিরা উচ্ছেদ হয়। এইটা মাননীয় সদস্য আপনি নিজেও জানেন সেখানে যারা গেছে আজকে নতুন নয় অনেক দিন থেকে তারা সেখানে উপজাতি ভাইদের সঙ্গে মিলেমিশে আছে, কোন উপজাতি ভাইয়ের জমি তারা দখল করেনি, জোর করে কারও বাড়ীতে হামলা করেনি তারা উপজাতি ভাইদের সঙ্গে মিলেমিশে সুষ্ঠুভাবে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বভাব রেখে সেখানে বসবাস করছে যাদেরকে আজ পর্যন্ত আমরা কোন সুযোগসুবিধা পুনর্বাসন কোন সুবিধা আমরা দিতে পারিনি। মাননীয় সদস্য অভিরামবাবু আপনি জানেন যে ১৯৫ সাল থেকে তারা সেখানে অনেকেই আছেন তারা ভূমিহীন দরিদ্র মানুষ তারা সামান্য কতটুকু জায়গা নিয়ে পাটের জায়গা নিয়ে সেই জায়গায় পরিশ্রম করে উৎপাদন করছে, ফসল ফলাচ্ছে। কিন্তু আজকে তারা সেই ফসল সম্পূর্ণ ভোগ করতে পারছে না তার কারণ সেখানে তারা পাট করেছে কিন্তু পাট ভিজাবার জায়গা নেই, পাট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। আমরা জানি তাদেরকে সুযোগ সুবিধা দিতে পারি নি দেওয়া উচিত। সেখানে আদিবাসীদেরকে উৎখাত করার জন্য নয় বলে আমরা জানি। যেহেতু আমি, অভিরামবাবু এবং আরও অনেকেই তাদের সঙ্গে আমরা অনেকেই সভা সমিতি করেছি, মিছিল করেছি তাদের কল্যাণের জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। তারপর কথা হতে এইটুকু, তিনি আমাদেরকে সমালোচনা করতে গিয়ে আরেকটা কথা উল্লেখ করেছেন যে ইন্দিরা গান্ধী এসেছেন তার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে, দরিদ্র জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়া হয়েছে। না এমন কোন ঘটনা ঘটে নি। শুধু কংগ্রেস সদস্য যারা তারা চাঁদা দিয়েছেন সেইটা দরিদ্র জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়া হয় নি। আরেক কথা হচ্ছে এইটুকু যে প্রধানমন্ত্রী আসলে কিছু খরচ করা হয়। কারণ তাকে দেখার জন্য হাজার হাজার লোক আসবে সেইটা মেইনটেন করা দরকার সেইটার শৃঙ্খল রক্ষা করার জন্য টাকা পয়সা খরচ হয়েছে। এইটার জন্য এই সমালোচনার আমি পক্ষপাতি নই। যদি মিসঅ্যাপ্রোপিয়েশন কিছু হয়ে থাকে সেইটার আমি পক্ষপাতি। ইন্দিরা গান্ধীর আসার উপলক্ষ্য করে যদি কেউ টাকা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করে থাকে সেইটার সমালোচনা করার অধিকার আছে, আমাদেরও আছে, সকল ভারতবর্ষের নাগরিকেরই আছে।

আজকে আরেকটা কথা উল্লেখ করতে চাই সেটা হচ্ছে এই বাজেটে আমরা দেখতে পেলাম কৃষি সম্পর্কে কথা রয়েছে। আজকে আমাদের ত্রিপুরায় সরকারের হিসাব মতে ১৫ লক্ষ লোক, আর বেসরকারী ভাবে সেটা আমরা জানি ১৯ লক্ষের মত, সেখানে দুই তৃতীয়াংশ হবে চাষী—ক্ষুদ্র চাষী এবং মাঝারী ধরণের চাষী এবং মাত্র ২০ ভাগ হচ্ছে সেখানে বড় জোত-দার'এর সংখ্যা, সরকারী হিসেব মতে পাওয়া গেছে। তাহলে আজকে আমাদের যেখানে সমাজের বৃহত্তর অংশ যেখানে জনসাধারণের বৃহত্তর অংশ কৃষি কাজে নিয়োজিত আছে, কাজেই সেইদিকে আমাদের বিশেষ নজর দেওয়া দরকার এবং নজর দেওয়ার জন্য সরকারকে এবং মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। আজকে আমরা বলছি খাদ্যে স্বয়ংভর হতে হবে—সেল্ফ সাফিশিয়েন্ট হতে হবে, যদি তা না হতে পারি, তাহলে ত্রিপুরার মানুষকে অন্যের দিকে চেয়ে থাকতে হবে, অন্য ষ্টেটের কাছ থেকে বা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে খাদ্য চেয়ে আনতে হবে, সেই পরি-প্রেক্ষিতে সরকার কৃষির উন্নতির জন্য ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে বটে কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় সেচের দিকে যতই চেষ্টা করা হউক না কেন, কৃষক মানুষের যতই আগ্রহ বেড়ে থাকনা কেন, উন্নত ধরনের চাষ করার জন্য কিন্তু উন্নত ধরণের চাষের জন্য আমরা ঠিক ঠিক মত এখনও ত্রিপুরাতে সেচের ব্যবস্থা করতে পারিনি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় প্রকৃতি এত সহৃদয় এবার যে এখন থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে, তা না হলে আমাদের যে বোরো এবং আর্লি ভেরাইটীজ মানুষ করছে আগ্রহ সহকারে, সেখানে প্রত্যেক জায়গায় আজকে ডিজেল নেই, মবিল নেই, মেশিন ম্যান নেই এবং মেকানিকস নেই এবং ঠিক ঠিকভাবে পারচালনা করার যে অভাব এইজন্য বোরো এবং আর্লি ভেরাইটীজ নষ্ট হয়ে যেত যদি না প্রকৃতি দয়া করে কয়েকদিন বৃষ্টি না দিত। আমি দেখেছি, যে প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে, ৮০ কানি, ৯০ কানি, ১০০ কানির মত, সেখানে সরকার থেকে পাম্প সেট দেওয়া হয়েছে, সেটা অস্বীকার করা যায় না, সরকার আগ্রহ সহকারে নদী থেকে জল তোলার জন্য পাম্প সেট দিয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ডিজেলের অভাব আমি মানি সেটা কি করা যাবে কিন্তু মানুষ নিজে টাকা দিয়েছে—ছোট ছোট কৃষক চাঁদা করে টাকা সংগ্রহ করে ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছে যে আমরা জল পাব সেইজন্য কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, দেখা গেল যে মেশিন গেল মাঠে, কৃষক তার ভরসায় চাষাবাদ আরম্ভ করল, চারা বেরুল, কিন্তু জল নেই। কেন নেই? শুধু কি ডিজেলের অভাব? আমি সেটা স্বীকার করিনা, সেখানে পরি-চালনার অভাব রয়েছে। আমি জানি জিরানীয়া ব্লকে ছোট ছোট পাঁচ অশ্ব শক্তি বিশিষ্ট পাম্প সেট আছে, কিন্তু একটা মেকানিকসও সেখানে নেই, কি আশ্চর্যের ব্যাপার সেই মেশিন যখন নষ্ট হয়ে যায়, কৃষক তার ক্ষেতে জল দিতে পারেনা, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট বলছে, বি ডি. ও বলছেন আমাদের মেকানিকস নাই, তারা কোথায় মেকানিকস পাবে সাধারণ মানুষ তার কিছুই বুঝেনা, মেসিন বন্ধ হয়ে যায়। আমরা উন্নত প্রথায় চাষাবাদ করার জন্য, আর্লি ভেরাইটীজ করার জন্য টাকা পয়সা খরচ করব, কিন্তু তার ইমপ্লিমেন্টেশানের দরুণ সেটা ব্যর্থ হয়ে যায়, তার ফলে কৃষক নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। কাজেই আমাদের সবদিক দেখতে হবে, ইমপ্লিমেন্টেশানে কি অসুবিধা আছে, সেটাও দেখতে হবে। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমার আর খুব বেশী সময় নেই। আমি তাড়াতাড়ি বক্তব্য শেষ করছি।

পি, ডবলু. ডি সম্পর্কে আমি দুই একটি কথা রাখব। এই এ্যাসেম্বলীর আগের এ্যাসেম্ব-লীতে আমরা প্রস্তাব করেছি যে আমাদের ষ্টেট বাজেটে পি, ডবলু, ডিপার্টমেন্টে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম ধরা হয়েছে, তার জন্য আমরা গ্রামীন রাস্তা ঘাট করতে পারিনা। কাজেই আসাম—আগরতলা রোড সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের হাতে যদি দিতে পারি অর্থাৎ তারা সেটার ব্যয়ভার গ্রহণ করে তাহলে এই ষ্টেট বাজেটের টাকা আমরা গ্রামীন রাস্তা ঘাটের জন্য খরচ করতে পারব। তার পরিপ্রেক্ষিতে সেই রাস্তা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট নিয়েছে এবং খরচ হচ্ছে তাদের। কিন্তু আমাদের ষ্টেট বাজেটে টাকা আছে সেটা দিয়ে আমরা

গ্রামীন রাস্তা ঘাট, সরকারী অফিস আদালত, কাচারী ইত্যাদি করব, কিন্তু ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ সন, এই দুই বছর চলে যাচ্ছে, আমার কনষ্টিটিউয়েন্সীর কথাই আমি বলব, আমার জিরানীয়া ব্লকে সাধারণ একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি যে একটা রাস্তাও করা হয়নি। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে কেন সেখানে নজর দেওয়া হচ্ছে না। কি কারণে আমি বুঝতে পারিনা, টাকা পয়সা কি এতই অভাব? বাজেটে টাকা আছে লিংক রোড করা হবে, পুল দেওয়া হবে, ভানমুনে রাস্তা হবে, সেই সমস্ত রাস্তার দরকার। কিন্তু গ্রামীন রাস্তাওতো করতে হবে তা না হলে জনসাধারণকে কি করে বুঝাব? তারপর মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তিনি এখানে নেই, তিনি নিজে ১৯৭২ সনের মাঝামাঝি সময়ে জিরানীয়া ব্লকে যান। তিনি আসাম—আগরতলা রাস্তা থেকে জিরানীয়া ব্লকে অথবা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাওয়ার যে সামান্যটুকু রাস্তা—দেড় হাজার হাত লম্বা, সেইটুকু করার জন্য ডিপার্টমেন্টকে বিশেষ ভাবে দিয়েছেন, আমি দেখেছি কিন্তু কোথায়? আজকে দুই বছর চলেছে, এতটুকু রাস্তা হচ্ছে না, সেটা কি টাকার আটকায়, না আগ্রহ এবং আন্তরিকতার অভাব না অন্য কোন কারণ? আমরা আরেকটা প্রস্তাব দিয়েছি জিরানীয়া থেকে জম্পুইজলা একটা রাস্তা হবে এবং সেখানে হাওয়াবের উপর একটা পুল হবে কিন্তু আজকে দুই বছরের মধ্যে তার কোন ব্যবস্থা দেখছি না। আরেকটা কথা বলেছি জারুলবাচাই থেকে রানীরগাঁও একটা রাস্তা। কতবার বলেছি। এটা জিরানীয়ার ওলডেষ্ট রোড, ব্লকের প্রথম রাস্তা, এবং পি ডব্লু. ডিপার্টমেন্টের রাস্তা, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বলা সত্বেও সেটা হচ্ছে না, সেটা কি টাকার অভাবে না দৃষ্টির অভাব? তাই আমি সরকারকে বলে দিচ্ছি যে যখন যেটা করা হয় সেটা সেইভাবে কাজ করলে আমাদের বাজেটের বরাদ্দ অর্থ সার্থক হবে এবং জনতার কল্যানে ঠিক ঠিকভাবে ব্যয়িত হবে। এই বলে আমি সময় নাই বলে বাজেটের সমর্থনে বক্তব্য রেখে শেষ করছি।

শ্রীমৌলানা আবদুল লতিফ:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী যে ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট উপস্থিত করেছেন সেই বাজেটকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। এখানে বলা হয়েছে যে এই বাজেটে [illegible] আমি বলব [illegible] এই বাজেটে যা আছে তা শুধু এই কাগজের মধ্যেই আছে। আমাদের [illegible] সাহেবের সংগে বলেছেন যে এবার আমাদের অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে চলতে হয়েছে। আমরা যে কাজগুলি শুরু করেছিলাম তা শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত কাজ এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি শেষ করতে পারব তবে আমাদের অভাব অনটন অনেক দূর হবে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী ব্যাখ্যা করেছেন যে খরা ও বন্যার জন্য এবং হরতাল, ধর্মঘট, লক-আউট ইত্যাদির জন্য উৎপাদন এবং সরবরাহে বিঘ্ন ঘটেছে। আমি বলব মাননীয় স্পীকার স্যার যদি বৎসরে ১০ দিনও হরতাল হয় তবে উৎপাদন নিশ্চয়ই বিঘ্নিত হয়, কৃষকেরা মাঠে কাজ করতে পারে না। শ্রমিকেরা তাদের কাজ করতে পারে না। এতে নিশ্চয়ই অসুবিধা হবে। যারা এই কাজ করে তারা দেশের সর্বনাশ করছেন না আমরা করছি এটাই চিন্তা করে দেখা দরকার। মাননীয় স্পীকার স্যার, বলা হয় কিছুই হয় নাই। আমি বলব এখানে যে আমরা কৃষিতে উন্নতি করেছি, আমরা শিক্ষায় অনেক কিছু করেছি, রাস্তা ঘাটের অনেক উন্নতি করেছি, সেটা এখানেও আছে। এটা তো আমি দেখতে পাচ্ছি। আমাদের অর্থ মন্ত্রী বলছেন কৃষিক্ষেত্রে ১৯৭৩-৭৪ সালে প্রধান প্রধান ফসল উৎপাদনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং আনুমানিক উৎপাদন ১৯৭৪-৭৫ সালে লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ। মাননীয় স্পীকার স্যার, যেখানে ১৯৭২-৭৩ সালে ছিল ৩ লক্ষ মেট্রিক টন সেখানে দেখা যায় লক্ষ্যের উপর গেছে—৩,৪০০ মেট্রিক টন। এতে যদি কেউ বলে যে আমাদের উন্নয়ন হচ্ছে না তবে তা কতদূর সত্যি এই সভা সেটা বিচার করে দেখতে পারেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রী সেচ প্রকল্প সম্পর্কে বলেছেন যে শুধু বাঁধের জন্য ৬৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। সাব্রুমাল বাঁধের জন্য। যেখানে ৬৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে সেখানে যদি আমরা বলি কিছুই হয় নি সেটা আমরা বলতে

পারি এই সভাতে, কিন্তু গ্রামে গিয়ে যদি আপনি বলেন কিছুই হয় নাই তাহলে লোকে বলবে যে তাঁরা অসত্য বলছেন। আমরা বলব সব কিছু করিনি, অনেক কিছু করার বাকী আছে। কিন্তু এটা স্বীকার করতে হবে যে ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট অনেক কিছু করেছেন। আমরা যখন কুমারঘাট থেকে আগরতলায় আসি তখন দেখি বনবিভাগের বাশ, গামাইর গাছ, শাল গাছ অনেক হয়েছে। তখন যদি আমরা বলি কিছুই হয় নাই এটা কি সত্যি হবে? কিন্তু আমরা চক্ষে দেখছি বনবিভাগ কিছু করছে না, আমি বলব বনবিভাগের কার্যকলাপে হয়ত আমাদের কিছু লোক কষ্ট পেতে পারেন। কিন্তু বনবিভাগের কার্যকলাপে পয়সা হচ্ছে। এটাতো আমরা অস্বীকার করতে পারি না। শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে ১৩০০ স্কুল হয়েছে, ৮ টা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল হয়েছে, ৫ | ৬টা কলেজ হয়েছে। তবুও যদি আমরা বলি তা সত্যি নয়, তবু যদি আমরা বলি কিছুই হয় নি সেটা কি ঠিক হবে? মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে বলা হয়েছে যে ধান সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক জুলুম করা হয়েছে। আমি জানি না জুলুম কোথায় করা হয়েছে। আমি জানি না ত্রিপুরায় এত বড় জোতদার কোথায় আছে যার ঘরে শত শত মণ ধান আছে। আমি ত্রিপুরার কৃষক, কিন্তু আমি জানি না ত্রিপুরায় এত বড় জোতদার কোথা থেকে এসেছে। ত্রিপুরায় জমি কোথায় যে হাজার হাজার মণ ধান করতে পারে? তবে ত্রিপুরায় এই যত্রাসভা ধান সংগ্রহ করছে, তাতে আমি বলব একেবারে সত্যি কথা যে গরীব বেঁচেছে। যদি ঐ সময়ে ধান সংগ্রহ না করত, যেখানে কুইন্টাল ৭২ টাকা, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে তারা কোনাসহরে এই দামে বিক্রি করতে পারত না, সাবরুমে এই দরে বিক্রি করতে পারত না, বিলোনীয়াতে এই দরে বিক্রি করতে পারত না। আমার মাননীয় সদস্য বললেন যে ধান সংগ্রহ করা হয়েছে কিন্তু সমস্ত ধান নিয়ে যাচ্ছে অন্য জায়গায়। আমি মাননীয় সদস্যকে বলব যে আমাদের কটা গুদাম গোডাউন আছে? এই ধান যখন সংগ্রহ করা হয়েছে তখন কি গভর্ণমেন্ট এইভাবে কাজ করবেন যে গুদামে না নিয়ে যেখানে খুশী রেখে দেবেন? কাজেই যেখানে যত গুদাম আছে সব গুদামে রাখা হয়েছে। বলা হয় যে সেচের জন্য কিছু করা হয় নি। আমি দেখেছি সেচের জন্য এই গভর্ণমেন্ট ২,৬ ,০০০ টাকার উপর টাকা রেখেছেন। আমি বলব না যে সেচের সম্যক ব্যবস্থা হয়েছে। ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট আলাউদ্দিনের প্রদীপ নয় যে সেই দুই এক বৎসরে আমাদের যত সমস্যা আছে সমস্ত সমস্যা শেষ করে দেবেন। বলা হয় ২৬ বৎসরে কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট, এই অপদার্থ গভর্ণমেন্ট কিছু করে নাই। আমি বলব এই সদস্যদের যে আপনারা তো গভর্ণমেন্ট করেছেন একবার কয়দিন সেই গভর্ণমেন্ট ছিল? সারা দেশের লোক কেন কংগ্রেসকে ভোট দেয়? যদি কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট কিছু না করে থাকে তবে কেন আসামে, বিহারে, উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসকে ভোট দেয়? আমি বলব সরকার সব কিছুই করতে পারে নাই। আমরা বলছি যে আমরা আস্তে আস্তে করতে পারব। একসঙ্গে সবকিছু করা যায় নাই, একসঙ্গে সবকিছু হয় না। তবে ধাপে ধাপে ত্রিপুরার উন্নতি হচ্ছে কি না সেটা দেখতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে বনের ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে। তবে আর একটু এগিয়ে যাওয়া দরকার এটা বলব। আমরা বলব ডিমাণ্ড সম্পর্কে। বলব রাস্তাঘাটের সম্পর্কে, যা হয় নাই তা বলব। সত্যি যেটা সেটা বলব, আর যা হচ্ছে না সেটা বলব যে এটা হচ্ছে। গ্রামে গ্রামে স্কুল আছে, কিন্তু সব জায়গায় মাষ্টার নাই। আর যেখানে স্কুল আছে সেখানেও মাষ্টার থাকলেও তারা ছাত্রদের কতটুকু পড়ান, তারা কয়দিন স্কুলে যান সেটাও দেখতে হবে। এই যে সমালোচনা করা হয় সেটা

ঠিকভাবে করলে ভাল হয়। আমাদের উচিত হবে যেরকম সমালোচনা করেন ঠিক তেমনি-ভাবে যাতে আমরা সহযোগিতা করি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি অর্থ মন্ত্রীর এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি এই বক্তৃতা শেষ করছি।

শ্রীসুধন্য দেববর্মা:— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী এখানে বাজেট পেশ করতে গিয়ে প্রথমে এই কথা বলতে চাইছেন যে উনারা ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য অনেক উন্নতি করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তার প্রতিবন্ধক হল বন্যা, খরা আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জনতা। জনতা হরতাল করে, ধর্মঘট করে লক-আউট ইত্যাদি করে এবং তার জন্য অনেক কিছু করতে গিয়েও তারা কিছুই ত্রিপুরার জন্য করতে পারেন নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে কংগ্রেসের এই ২৬ বৎসরের রাজত্বে প্রত্যেক বছরই কি বন্যা এবং খরা লেগে থাকে? এই যে গত বছর বন্যা আর খরা হয়েছে, তার ফলে যে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির কাজ ব্যাহত হল, তার সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে তার পূর্বে চতুর্থ পরিকল্পনা পর্যন্ত তারা কি করেছিলেন? ত্রিপুরাতে চতুর্থ পরিকল্পনা পর্যন্ত তাদের কি কিছু করার ছিল না? এই খরা আর বন্যার মোকাবিলা করার মত তাদের কি কিছু করার ছিল না। তাদের তা নাই। আমি বলব, ত্রিপুরাতে আমাদের এটা মনে রাখা উচিত যে ভারতের বিভিন্ন অংশের চাইতে আমাদের এই ছোট ত্রিপুরাতে অনেক কিছু করার সুযোগ আছে — অন্ততঃপক্ষে কৃষির ক্ষেত্রে। এটা পাঞ্জাব নয়, এটা রাজস্থান নয়, সেখানে নাকি বৃষ্টি কম হয় সেখানে নাকি নদী, নালা এবং ছড়া এই সমস্ত সুযোগ খুব সীমিত। ত্রিপুরা রাজ্যের মত সেখানে এইসব নাই। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরাতে নদীর অভাব নাই, নালার অভাব নাই, ছড়ার অভাব নাই, অথবা জলাভূমির অভাব নাই, অথচ সেগুলিকে কাজে লাগানো হচ্ছে না। মাননীয় সদস্য একজন বলেছেন যে আমরা সিজনাল বাঁধ করেছি, এই করছি, সেই করছি। কিন্তু এই বাঁধ করার কি পরিকল্পনা তারা নিয়েছেন? আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে বড় বড় অফিসার আছে, বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার আছে, তাদের মুখে আমরা শুনেছি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের নদী নালাকে নাকি বাগে আনা যায় না, সেগুলি খুব খরস্রোতা বৃষ্টি হলে, বন্যা হলে সেগুলিতে অনেক বেশী জল হয় এবং বাঁধ দিলে পরে সেগুলি টিকানো যায় না। এই কথা শুনে আমাদের অবাক হতে হয়। কারণ, এই সম্পর্কে আমি আগেও একবার বলেছিলাম যে বৈজ্ঞানিক যুগে সামান্য একটা নদীতে আমরা বাঁধ দিতে পারি না, এর চাইতে লজ্জার বিষয়, আর কি হতে পারে। আসলে বাঁধ তারা দেবে না। কারণ সেই বাঁধ যদি দেওয়া হয় তাহলে ওদের রাজত্ব থাকবে না। আমরা জানি, অনেক প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি এবং তা পাশও করে দিয়েছি, কিন্তু দেখছি যে সেখানে এক একটা বাঁধের নাম করে তিন তিনটা বিল পাশ করে টাকা নেওয়া হয়েছে। এই রকম অনেক ঘটনা আছে, যেগুলির প্রমাণ আমরা তাদের দিয়েছি এবং তদন্তের দাবী করেছি। কিন্তু তারা তার তদন্ত করবেন না, কারণ তাহলে তাদের অনেক বড় বড় রাঘব বোয়াল ধরা পড়বে। আমরা জানি যে কয়েকটা জায়গাতে তারা স্লুইজ গেট করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু জমিতে সেচ ব্যবস্থা করার আগেই সেগুলি ভেঙ্গে গিয়েছে। কেন এটা হল? এটার কি কোন তদন্ত করবেন? না তা করবেন না। কারণ যে টাকা খরচ করা হয়েছে, তার অর্দ্ধেক টাকাও ঐ বাঁধ করার পিছনে খরচ হয়েছে কি না, তাতে অনেক সন্দেহ আছে।

আমি নিজেও কয়েকটা জায়গাতে গিয়ে দেখেছি, যেমন বিশ্রামগঞ্জ, প্রমোদনগর এবং চিচিমা ছড়াতে, এগুলির কথা আমি আগেও বলেছিলাম যে সেখানে কনট্রাক্টারেরা কি ভাবে কাজ করছেন। সাধারণ যে একটা নদী, তাতে বাঁধ দিতে পারেন না, সেটা জলের স্রোতে ভেংগে যায়, এটা কি কেউ বর্তমান যুগে বিশ্বাস করবে? এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই নদী নালা এবং ছড়া, এগুলিতে যদি আগে থেকে বাঁধ দেওয়া যেত তাহলে কি আমাদের খরার সময়ে জলের অভাব হয়, তা হয় না। চতুর্থ পরিকল্পনার থেকে আমরা যদি এইসব নদী, নালা এবং ছড়াতে সীজন্যাল বাঁধ না দিয়ে স্থায়ী বাঁধ করার চেষ্টা করতাম, তাহলে আমাদের এই হত না। এমন কি বন্যাকে প্রতিরোধ করার মত বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের শক্তি আছে, কিন্তু তারা তা করবে না। অথচ ঐ খরার মোকাবিলা করার জন্য তারা সীজন্যাল বাঁধ করবেন এবং এজন্য প্রত্যেক বছর এর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হবে। মাননীয় সদস্য লতিফ মিঞা সাহেব এই সীজন্যাল বাঁধ সম্পর্কে অনেক উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন যে আমরা ৪৬ লক্ষ টাকা খরচ করে ত্রিপুরাতে খাদ্য সমস্যার সমাধান করেছি। তাই মাননীয় সদস্যকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এই সীজন্যাল বাঁধ না দিয়ে এবং তার জন্য প্রত্যেক বছর বছর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ না করে যদি স্থায়ী বাঁধ দেওয়া যায়, তাহলে আমাদের এই যে এত বেশী টাকা খরচ হচ্ছে, এই টাকাটা কি বাঁচে না? এবং এখানে খরাই হউক আর অনাবৃষ্টিই হউক, সেটাকে মোকাবিলা করার জন্য ত্রিপুরা সরকার তার শক্তি অর্জন করতে পারেন। তারা পারে, কিন্তু সেটা করবেন না, এটা আমি আগেও বলেছি। আজকে শুধু এই বাঁধের ব্যাপারই নয়, আমি কংগ্রেস পার্টির সদস্যদের বলব যে গত বছরে বিশালগড় ব্লকে একটা বি. ডি. সি'র মিটিং হয়েছিল, আমিও সেখানে একজন সদস্য হিসাবে উপস্থিত ছিলাম এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, সেদিন আমাদের কৃষি মন্ত্রী মাননীয় মনছুর আলী সাহেবও উপস্থিত ছিলেন, যে পরীক্ষামূলকভাবে আপনারা যে সীজন্যাল বাঁধ দেন, তার পরিবর্তে পাইপ দিয়ে একটা নদীকে কিভাবে আয়ত্ত করা যায়, তার একটা পরীক্ষা করা হউক যাতে সেটাকে একটা স্থায়ী বাঁধ করা চলে। উপস্থিত মাননীয় মন্ত্রী নিজেও সেটা স্বীকার করেছিলেন এবং বি, ডি, ও সাহেবও সেটা স্বীকার করেছিলেন এবং সেখানে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন, তারা সেভাবে কাজ করবেন বলে আমাদেরকে কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু এর পরে আর এই সম্পর্কে অগ্রসর হন নি। তারা হবেন না, কারণ তাতে অনেক অসুবিধা আছে। এরপরও দেখছি যে জায়গায় জায়গায় সীজন্যাল বাঁধ দেওয়া হচ্ছে এবং সেই সীজন্যাল বাঁধ দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা লুট করা হচ্ছে এবং সেই সব বাঁধ দিয়ে জল সেচ করার আগেই সেগুলি ভেংগে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। একটা বাঁধও কৃষি কাজে লাগে নি। আমি নিজেও কৃষকের ছেলে, এটা আমি জানি যে ছড়াগুলিকে কাজে লাগানো যায়, এই রকমের কাচ্চা বাঁধ না করেও বা স্লুইজ গেট না করেও এবং লাগানো যে যায়, তার দৃষ্টান্ত আছে গত খরার সময়ে অনেক জায়গাতে অনেক চাষীরা করেছেও, তারা নিজেরা টাকা খরচ করে, সেই খরার দিনেও ভাল ফসল তুলে নিয়েছে। তারা কিন্তু এর জন্য ব্লক থেকে টাকা নেয় নি। তারা নিজেদের তাগিদে, নিজেরাই এইসব বাঁধ তৈরী করেছে এবং

তারা এটাও জানে যে সেটাকে কি ভাবে স্থায়ী করা যায় কিন্তু এই যে আপনারা সীড্যাল বাধ করেন, তার মারফতে গরীবদের পয়সা লুটের জন্য তারা বখরা বা ভাগ বাটরা আছে। কিন্তু আমাদের কৃষকেরা যদি সুযোগ পায়, তারা যদি তাদের জমিতে জল পায়, তাহলে এক ফসল কেন, তার থেকে ২/৩ ফসল উঠিয়ে আনতে পারে। উৎপাদন বাড়াবার জন্য এ্যাডভারটাইজমেন্ট লাগে না, আপনারা তাদেরকে সুযোগ দেন, তাহলে কৃষকেরা লক্ষ লক্ষ মণ ফসল ফলাবে, এর জন্য তাদের কাছে প্রচার করতে হয় না। কিন্তু আমরা সেচের ব্যাপারে কি দেখছি, এটা সেই অঞ্চলের সচ নং, সেচের নামে টাকা লুটের একটা ব্যবস্থা মাত্র, এটা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। অথচ আমাদের শাসক দলের লোকেরা বলছে আমরা এই করেছি আমরা অনেক কিছু করেছি এই বাহানা দেখাতে চায় এই প্রজেক্টের ভিতর দিয়ে। টাকা খরচ হয়েছে যদিও প্রয়োজনের তুলনায় খুব বেশী নয় তাহলেও টাকা খরচ করা না হয়েছে তা নয়। সেটা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু প্রকৃত কাজে লেগেছে কি না সেই প্রশ্নই আজকে এসেছে কাজেই এই ত্রিপুরায় অন্তত: আমি মনে করি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যে পরিমাণ টাকা খরচ হয়েছে যদি তা ঠিকভাবে খরচ করা হত তাহলে ত্রিপুরার বর্তমান অবস্থার চেহারা তা থাকত না। আমি আগেও বলেছি যে উনি যা চেষ্টা করছেন কিন্তু পারেন নি শুধু জনতার জন্য। এই কর্মচারীরা আজকে স্কুল করছে ধর্মঘট করেছে, প্রজারা দলে দলে ছিঃ ছিঃ করছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনারা যদি উন্নয়নমূলক কাজ করতে চান তার বিরুদ্ধেও কি তারা হরতাল করে তার বিরুদ্ধেও কি তারা ধর্মঘট করে, বিক্ষোভ প্রদর্শন করে? তারা কি আপনাদের উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগিতা করতে চায় না? আপনারা যদি বাঁধ দিতে চান অথবা অন্য কোন উন্নয়নমূলক কাজ করতে চান ত্রিপুরার মানুষ কি তা লুফে নেবে না? নিশ্চয়ই নেবে। কিন্তু তার নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে এটাই তারা দেখে সেখানে যা চলছে তা লুটের বাজার ছাড়া আর কিছুই নয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট ভাষণ দেখেছেন এ অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতি যে দরদ বা কর্তব্য বোধ দেখাচ্ছেন তাদের আর কথার বলবার কিছুই নেই। কারণ এটা নতুন কথা নয়। অনেকেই এই সব কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা কি দেখি? এখানে বলেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়—এটা আমি একটু পড়েই শুনাতে চাই যে দেখা কত বড় দরদ তপশিলী উপজাতি ও তপশিলী জাতির উন্নয়নের উপর রাজ্য সরকার প্রচুর গুরুত্ব দিয়েছেন। এদের এবং অপরাপর দুর্বল শ্রেণীর লোকদের দুর্ভোগ লাঘব করে অগ্রগতির দিকে না নিয়ে যেতে পারলে আমাদের উন্নতির কোন অর্থ থাকবেনা দরদ উছলে পড়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি। আমার পূর্বে মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মা বিস্তৃতভাবে আবেগপূর্ণ ভাষায় তিনি তার বক্তব্য রেখেছেন। আমি তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না কিন্তু কি ভাবে ষড়যন্ত্র বিভিন্ন ক্ষেত্রে করা হয়েছে আমি তার কটা দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে রাখছি (ক্ল্যারিফিকেশন) হ্যাঁ আমি ষড়যন্ত্রই বলব। তারা সম্পর্কেই বলেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কিছুদিন আগে আমাদের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরাজী এখানে এসেছিলেন এবং আমরা কজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেদিন প্রধান মন্ত্রীর মুখেও

শুনেছি—তিনি কি বলেছেন এই ভাষা সম্পর্কে। ত্রিপুরার যে ককবরক ভাষা সেই সম্পর্কে তিনি কি মত প্রকাশ করেছেন। তিনি এই কথা বলেছেন ত্রিপুরাতে আপনাদের ত্রিপুর ভাষায় শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা অসুবিধা আছে। আমরা বললাম কিসের অসুবিধা? তিনি বল-লেন আছে, হ্যা সেখানে যদি ত্রিপুরা ভাষা দেওয়া হয় তাহলে অন্যান্য ভাষা ও আছে তারাও দাবী করবে। কাজেই কাকে দেব কাকে দেব না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এ দিল্লীতে বসেই আমাদের প্রধান মন্ত্রী ও [illegible] এই কথা বলা কি করে সম্ভব। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই কথা কি ভাবে তিনি জানতে পারলেন যে ত্রিপুরাতে জমাতিয়া রিয়াং, নোয়াতিয়া, ত্রিপুরী এদের ভাষা ভিন্ন, ভিন্ন ভাষায় তারা কথা বলে এই রিপোর্ট তিনি কি করে পান? সেটা মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে না কারা এই সব কথা বলেন। তার প্রমাণ আমরা দেখেছি ত্রিপুরাতেও মাননীয় প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রী শচীন বাবু তিনি এ লোকশিক্ষালয়ে যখন দিল্লী থেকে লোক আসলেন তখন তিনি কি বলেছেন, সেটা রিপোর্টেই লিখা আছে। ত্রিপুরাতে বিভিন্ন উপজাতীয় ভাষা আছে কোন ভাষাতে শিক্ষা দেওয়া অর্থ বিপদ হবে অসুবিধা আছে। এই কথা আমাদের প্রধান মন্ত্রীও বলেছেন। এটা কি ষড়যন্ত্র নয়? শচীন বাবু তিনি বিদেশী লোক নন ভারতবর্ষের বাইরের লোক নন তিনি এই ত্রিপুরাতেই তাঁর জন্ম এবং আমাদের সুখময় বাবুরও এই ত্রিপুরাতেই জন্ম। তারা নিশ্চয়ই জানেন ত্রিপুরী ভাষা কি এই ককবরক ভাষা কি। আজকে রিয়াং জমাতিয়া, নোয়াতিয়া বলে তারা কি ভাষায় কথা বলে। পার্থক্য কিছু আছে সেটা তো বাংলা ভাষায়ও হয়। এ নোয়াখালী, সিলেট [illegible] ভাষা তার মধ্যেও ত বড় পার্থক্য। একজন কলিকাতার লোকের নোয়া-খালীর ভাষায় কথা বুঝতে অসুবিধা হয়। কিন্তু আমাদের এখানে তাদের পার্থক্য খুব সামান্য। অথচ এটা জানা সত্ত্বেও তারা এই শাসকগোষ্ঠী এটাকে পৃথক ভাষা বলে প্রচার করা হচ্ছে এই ভাষা যাতে লেখাপড়ার মাধ্যম ও তার উন্নতি হউক এটা তারা চান না। কিন্তু ভারতের সংবিধানে সেখানে সেবার কথা বলেছেন। আমরা ষড়যন্ত্র বলছি অন্যান্য দিক থেকে। আজকে যখন প্রশ্ন উঠল এই ভাষার উন্নতির জন্য এডভাইজরি কমিটি গঠন করা হউক। তারা গঠন করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু কাদের দিয়ে? বীরচন্দ্র বাবু তিনি উপজাতি বটে, তিনি শহরে থাকেন ত্রিপুরী ভাষা তিনি বলতে পারেন না। অথচ এই কমিটিতে রাখা হল। আর এ মোহন চৌধুরী? একজন ত্রিপুরা মেয়েকে বিয়ে করলেই ট্রাইবেল হয়ে যায় না। এটা জানা উচিত। ([illegible]) অথচ ত্রিপুরী ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোক খুঁজে পেলেন না। এমন লোককে নিয়ে বোর্ড গঠন করলেন যাদের সেই ভাষা সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই। এটা কি আমরা বলব না ষড়যন্ত্র? প্রশ্ন যখন আমরা করি এই বিধান সভায় দাড়িয়ে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী উত্তর দেন কতটা স্কুলে ট্রাইবেল ভাষা ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে তার একটা হিসাবও দিয়েছেন তিনি। অথচ আমরা যখন প্রশ্ন করলাম কই স্কুলের নাম করুন যেখানে এটা ইন্ট্রোডিউস হয়েছে তা তিনি বলতে পারেন না। আমরা বলব না এটা ষড়যন্ত্র মূলক এটা প্রচার মূলক? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা দেখব ট্রাইবেল-দের উন্নতির জন্য যে সমস্ত টাকা খরচ করা হয় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলব যে তার

পারে। কিন্তু বিধ্বংসী বন্যা, যে বন্যার কবলে পড়ে ত্রিপুরার লাখ লাখ মানুষ দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিল তাদেরকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সরকার শক্তি নিয়োগ করেছেন। এই কথাটা তারা কি করে অস্বীকার করেন। ত্রিপুরার মানুষ কি তাদের এই কথা চিন্তা করবেন না? এমনিতর বিভ্রান্তিকর উক্তি তারা কি ভাবে করতে পারেন? আর আন্তর্জাতিক তৈল সংকট যে সংকট সারা বিশ্বকে নাড়া দিয়েছে এই কথাটাও তারা বেমালুম উড়িয়ে দিতে চেয়েছে। কাজেই আমরা বুঝতে পারছি তারা শুধু বিভ্রান্তিকর বক্তৃতা মাঠে, ময়দানে দিচ্ছেন এবং এই বিধান সভায়ও সেই পন্থা অবলম্বন করে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন যেমন আর একটা ব্যাপার তারা উল্লেখ করেছেন কর্মসংস্থানের ব্যাপার। আমার মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্মসংস্থানের যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন এইটা অস্বীকার করতে গিয়ে বিভ্রান্তিকর বক্তৃতা করছেন যে রাজ্যপালের ভাষণের সংগে নাকি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ভাষণের কোন মিল নেই। কোথায় তারা অমিল পেলেন আমি বুঝতে পেলাম না। আরেক ক্ষেত্রে বলেছেন যে বেকার সমস্যা সমাধানের একটা সহজ উপায় তারা বের করতে চেয়েছেন যেমন গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিতের হার বাড়াইয়া তাহার গ্রাজুয়েট ছেলের চাকুরী কর্মসংস্থানে করা যায় তার জন্য আবার কলকারখানার কিসের প্রয়োজন? ঠিক এমনি ধরণের এক উক্তি করেছে। তার কারণ আমরা বুঝতে পারলাম না। গ্রামে যারা আছে শিক্ষিত, অশিক্ষিত বেকারদের দল তারা যে আশায় জীবন যাপন করছে তাদের কথা কি তারা চিন্তা করবেন? তাদের কথা চিন্তা করে আমার সরকার কলকারখানা করার জন্য চেষ্টা করছেন অথচ তারা এই কথাটাও বেমালুম চেপে যাচ্ছেন? আরেক দিকে তারা সমালোচনা করছেন পুলিশ বাজেটে অধিক অর্থ কেন ধরা হয়েছে? কেন ত্রিপুরায় টি, এ, পি, ব্যাটেলিয়ান খোলা হচ্ছে? ত্রিপুরায় একটা নিজস্ব ব্যাটেলিয়ান খোলার চেষ্টা আমার সরকার করছেন। কারণ ত্রিপুরা এমন একটা রাজ্য যার বেশীর ভাগ অঞ্চলেই জুড়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত। সীমান্তে দরিদ্র কৃষকরা যারা আছে তাদের ধন সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য এবং আভ্যন্তরীণ দুস্কৃতকারী এবং বহিরাগতদের দুস্কৃতকারীদের দ্বারা যে সব দুর্ঘটনা ঘটে তাদের ধন সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য আমাদের পুলিশ বাহিনী মজুত করতে হবে। এমন কি গ্রামাঞ্চলে শিল্পের, শিক্ষিত বেকার, কৃষকদের ছেলেদের তাদের কর্মসংস্থানের জন্য আমার সরকার নিজস্ব একটা ব্যাটেলিয়ান খোলার চেষ্টা করছেন। যেখানে তিন হাজার লোকের চাকুরীর সংস্থান হবে। গ্রামের কথাটা তারা একেবারেই চিন্তা করলেন না। আরেক ক্ষেত্রে একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে জন্ম নিয়ন্ত্রণের খাতে অধিক অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এইটাকে তিনি বিকৃত করে বলতে চেয়েছেন একটা নোনসেন্স ইস্যুতে আমাদের সরকার অধিক অর্থ বরাদ্দ করেছেন। আজকে সারা বিশ্ব চিন্তা করছেন যে কিভাবে

সরকার এবং অন্য রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন, তাঁরা যে নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে এখানে এসেছেন, তাঁরা কি একবারও একথা চিন্তা করেছেন যে তাঁদের সেই রাজ্যে তাঁরা কি এমন মুক্ত কণ্ঠে এই ভাবে গলা ছেড়ে সমালোচনা করতে পারতেন, সরকারের বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনা করতে পারতেন? সেখানে কেউ যদি [illegible] হিসাবেও সমালোচনা করেন, তাহলে দেশ থেকে তাঁকে বের করে দেওয়া হয়। এমনি ভাবে যেখানে নাকি গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে রাখা হয়, সেই নীতিতে যারা বিশ্বাসী, তাঁরা যখন গলা ছেড়ে বলেন যে গণতন্ত্রকে রক্ষা করা হচ্ছে না, গণতন্ত্রকে বলি দেওয়া হচ্ছে, সেটা বড় হাস্যকর ব্যাপার। ত্রিপুরার জনসাধারণ, ভারতবর্ষের জনসাধারণ তাঁকে মাপ করবে না। জনসাধারণ জানেন গণতন্ত্র কি জিনিষ। কারণ জনসাধারণ জানেন আজ কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নানা উন্নয়নমূলক কাজ করছেন। তাঁরা এখানে বক্তৃতা দিতে উঠে বাজেট প্রসংগে বলেছেন ৬ বছর যাবত কংগ্রেস সরকার কিছু করছে না, কংগ্রেস সরকার কোনদিকে চিন্তা করছেন না দেশের উন্নয়নের জন্য। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন্ব দেববর্মা ১৯৫৭ সন থেকে — টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের আমল থেকে তিনি সদস্য হিসেবে কাজ করছেন, তিনি কি অস্বীকার করতে পারেন যে ১৯৫৭ সালে ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের কি দক্ষিণাঞ্চলের, কি পাহাড়ের বা সমতলের ঠিক একই অবস্থা আছে, কোন পরিবর্তন হয় নাই, ২৬ বছরে কোন পরিবর্তন হয় নাই? রাস্তাঘাট যা ছিল তাই আছে, পুল যা ছিল তাই আছে, ১৯৫৭ সালে যা দেখেছেন আজকেও তাই আছে? বাজেটে আজকে তাঁরা জনতাকে বিভ্রান্ত করছেন এতকাল অসত্য কথা পরিবেশন করে এবং জনতাকে ভুল পথে পরিচালনা করছেন। তবে জনতাকে যদি এভাবে ভুল পথে পরিচালনা করেন তবে জনতাও তার জবাব দেবেন এবং দিয়েছেনও গত নির্বাচনে। মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন যে হরিজনদের জন্য কিছু করা হয়নি। [illegible] জাতির জনক বাপুজী আরও অনেক আগে, স্বাধীনতার আগে থেকেই এই [illegible] এবং [illegible] করেন নি, তিনি তাদের [illegible] এবং কংগ্রেস এখন তার রূপ দিচ্ছেন, [illegible] তাদের [illegible] প্রতিষ্ঠিত করছেন শিক্ষা দীক্ষায়, তাদের ঘর বাড়ী তৈরী করে দেওয়া সমস্ত দিক দিয়ে তারা আজকে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে ঠিক সেই সময়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে, তাদের নরম মনে আঘাত দিয়ে, তাদের জন্য দরদ দেখিয়ে এখানে বলা হচ্ছে হরিজনদের জন্য কিছু করা হচ্ছে না। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। হরিজনদের জন্য কিছু করা হচ্ছে না, একথা ঠিক নয়। আরও বলা হয়েছে এখানে যে বাজেট করা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ জমিদারদের বাজেট। ত্রিপুরাতে যে রাস্তাঘাট করা হচ্ছে সেই রাস্তা দিয়ে কি শুধু জমিদাররাই হাটেন, গরীব কৃষক, দীন মজুর যারা, দীন দরিদ্র যারা, তারা তাহলে কোন্ রাস্তা দিয়ে হাটেন? যে সমস্ত স্কুল করা হচ্ছে সেই সমস্ত স্কুলে জমিদারদের ছেলে মেয়েরাই পড়াশুনা করে, আর কৃষক, দীন মজুর তাদের ছেলে মেয়েরা কি সেখানে যায় না, হরিজনদের ছেলে মেয়েরা কি সেখানে যায় না? বাজেট বলেই তবে বিরোধীতা করতে হবে, তাই এখানে এসে এই তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেট

আলোচনার মাধ্যমে আমাদের অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন যে আমরা যতটুকু আমাদের চাই, ত্রিপুরার উন্নয়ন করব, কি রাস্তাঘাট, কি পানীয় জলের, বিভিন্ন রকমের উন্নয়ন করব, কিন্তু আশানুরূপ আমরা করতে পারিনি, তবে আমরা চেষ্টা করছি। কাজেই সেখানে আমরা সব করে ফেলেছি, সোনার ত্রিপুরা গড়ে ফেলেছি, সেকথা আমরা বলিনি। আমরা বলেছি যে দেশে অভাব আছে, অভিযোগ আছে, আমরা ধাপে ধাপে দূর করতে চেষ্টা করছি সেটা এক দিনে হয়ে যায় না, ধীরে ধীরে হয় এবং সেটা সকলের সহযোগিতায় হয়। মাননীয় স্পীকার, বিরোধী পক্ষ বলেছেন প্রধানমন্ত্রী এখন এসেছেন, খরার সময় কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আসেন নি। কিন্তু আমরা জানি বিগত খরায়, পর পর দুই বছর ত্রিপুরা রাজ্যের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা যখন চলে সেই সময়ে কেন্দ্র থেকে সাহায্য পাঠিয়েছিলেন এবং কেন্দ্র ত্রিপুরার জনসাধারণের প্রতি অত্যন্ত দরদী বলেই বহু টাকা দিয়ে গেছেন রিলিফের জন্য, যে টাকা এর আগে ত্রিপুরার জন্য খরচ করা সম্ভব হয়নি। কেন্দ্র থেকে মন্ত্রী আসেন নি কেন এখন বলছেন। আবার কেন্দ্র থেকে মন্ত্রী যদি আসতেন তাহলে বলতেন যে এত টাকা খরচ করে মন্ত্রী কেন এলেন। কাজেই মন্ত্রী এলেও দোষ, না এলেও দোষ।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার সোশ্যাল এডুকেশান এবং রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই সম্পর্কে বলব হবে বিস্তারিত ডিসকাশান করব না। কারণ এগুলির উপর ডিমাণ্ড-ওয়াইজ যখন ডিসকাশান হবে, তখন আমি বিস্তারিত আলোচনা করতে চেষ্টা করব। কিন্তু এই সম্পর্কে কিছু বলা দরকার তাই বলছি। জল সম্পর্কে বিগত বৎসরে আপনারা দেখেছেন যেখানে নাকি প্লান কোডে মাত্র ৬ লক্ষ টাকা ছিল, সেখানে আমরা ৩৫ লক্ষ টাকার মত খরচ করেছি। সহজেই অনুমান করতে পারে অংকের ধারাটা কতখানি বেশী করতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, যদিও আমাদের পক্ষে সমস্ত গ্রামকে জল দেওয়া সম্ভব হয়নি, তথাপি আমরা চেষ্টা করেছি এবং মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করেছি পূর্ণ সহযোগিতা করতে। মাননীয় সদস্যদের সার্বিক সহযোগিতা পাওয়া যায়নি তাই সব ক্ষেত্রে সুন্দর ভাবে করা যায় নি। বাঁধ নিয়ে এখানে খুব সমালোচনা হয়েছে, কেন এত টাকা খরচ করে স্থায়ী বাঁধ করা হল না, অস্থায়ী বাঁধ কেন করা হল? কিন্তু খরা পরিস্থিতিতে যেখানে কৃষক খালি মাঠে হাহাকার করছে, সেই সময়ে যদি ইমিডিয়েট স্টেপ হিসেবে সেই বাঁধগুলি দেওয়া না যেত, তাহলে যতটুকু ধান আমরা পেয়েছি, সেইটুকুও পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। কাজেই সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং সেটা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে এবং ভবিষ্যতে স্থায়ী বাঁধ করার কথা যে চিন্তা করিনি তা নয়, মাননীয় সদস্যরা যেমন চিন্তা করেন, আমাদেরও সেই চিন্তা আছে কিভাবে স্থায়ী বাঁধ গড়ে তুলতে পারি। তবে এই টাকাটা দিয়ে ত্রিপুরার সর্বত্র স্থায়ী ব্যবস্থা করা সম্ভবপর ছিল না, তাই এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা বাজেটের যে বিরূপ সমালোচনা করেছেন, তাকে আমি মোটেই সমর্থন করতে পারি না। বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবুলু কুকী।

শ্রীবুদ্ধু কুকী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৪-৭৫ সালের যে বাজেট এই বিধান সভায় উপস্থাপিত করেছেন এই বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি শুধু এই কথাই বলব যে এই বাজেট হল এই ধরণের বাজেট যে গরীবকে শোষণ করে ধনীদের হাতে টাকা কিভাবে তুলে দেওয়া হয় এই ধরনের একটা বাজেট। তার মানে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কিভাবে জোরদার করা যায় আমাদের অর্থমন্ত্রীর বাজেটের মূল সারমর্ম এটাই। কারণ অতীতে আমাদের বাজেট এই বিধান সভায় আলোচনা হয়েছে এবং সেই বাজেট অনুযারী কাজও হয়েছে। কিন্তু কাজ হওয়ার ফলে আমরা কি দেখতে পাই? গরীব জনসাধারণ দিনের পর দিন গরীব হচ্ছে এবং ধনীরা দিনের পর দিন ধনী হচ্ছে এই বাজেটের ফল স্বরূপে। আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা ৭০ জন হল দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে। অর্থাৎ মাসে তারা ২০ টাকার বেশী উপার্জন করতে পারে না। তাই আজকে আমাদের সামনে অর্থ-মন্ত্রী যে বাজেট উত্থাপন করেছেন তার মানে হল ধনীদের উপরে তুলে গরীবদের কিভাবে নীচে ঠেলে দেওয়া যায়, তাছাড়া আর কিছুই নয়। কয়েকটি ঘটনার দ্বারাই ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষানীতি পরিষ্কার হয়ে যাবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, অম্পিতে একটা হাই স্কুল আছে। সেটা কি অবস্থায় আছে সমস্ত বাজেট আলোচনার মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী তা উল্লেখ করেন নাই। এইভাবে একটা হাই স্কুল চলতে পারে কিনা জানি না। ছোট একটা পুকুরের পাশে ঘর করা হয়েছে। তার কোন কমন রুম নাই। হাই স্কুলের জন্য যা দরকার তার কোন কিছুই নাই। একটা খেলার মাঠ পর্যন্ত নাই। যে সমস্ত জিনিষপত্রের প্রয়োজন আছে সেটা আমি বাদই দিলাম মেয়েরা যে বিশ্রাম করবে তার জন্য পর্যান্ত কোন ব্যবস্থা নাই। শুধু ছোট্ট একটা ঘরে স্কুল চলছে। কাজেই এই ভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা নির্ভর করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, অন্যান্য স্কুলে আমরা দেখতে পাই যে কতগুলি স্কুল তৈয়ার হয়েছে। কিন্তু ছয় মাসও চলে না। দুইটি স্কুল সম্পর্কে আমি কমপ্লেন করেছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছেও বলেছি। কিন্তু ছয় মাস পরেও স্কুলটা ভাঙা। ছেলেরা, মাষ্টাররা বসতে পারে না। গত বৎসর স্কুলটা তৈয়ার হয়েছে। আজকে সেই স্কুলটা নাই। এইভাবে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাতে শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের নেগলিজেন্সীর প্রমাণ। আর বড় বড় গলায় অনেক রুলিং পার্টির সদস্যরা বলেছেন যে আমরা এন করেছি তেন করেছি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী একটা প্রচার করেছেন যে এই বছর আমরা ত্রিপুরায় খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়েছি। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে ত্রিপুরার প্রতিটি গ্রামে অনাহারে কেন মানুষ? চালের দর আড়াই টাকা তিন টাকা কেন? কারণ আমরা জানি গরীব কৃষকদের ভাওতা দিলে বুঝবে এবং কাজ করবে এবং তাদের দিয়ে ফসল ফলাবার চেষ্টা করবে, কিন্তু তার ফল তারা পাবে না, তার ফল পাবে ধনীরা। ধান সংগ্রহ নীতির ভিতরে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাদের ধান সংগ্রহ নীতি যারা হল যারা বিক্রী করতে চাইবে তাদের কাছ থেকেই কিনবে। কিন্তু আসল ঘটনা তা নয়। সেখানে তহশীল থেকে গ্রামে ঢোল পিটিয়ে বলেছে যে একটা ধানও বিক্রী করতে পারবে না। হাঁড়ি পাতিলের ভিতরে করে যদি ধান নিয়ে আসে সেই ধান পর্যন্ত আটক করা হয়। যাতে করে ঐ এলাকায় জনসাধারণ অন্য জায়গায় বিক্রি করতে না পারে তারা যেন বাধ্য হয় সরকারের কাছে বিক্রি করতে। তারপরেও তাদেরকে বলা হয় যে তোমরা যদি সরকার

ধান না দাও, তাহলে পরবর্ত্তী সময়ে সরকার তোমাদেরকে আর কোন রূপ সাহায্য দেবে না। এভাবে যেসব কৃষকের ধান বিক্রি করার প্রয়োজন নাই বা ধান বিক্রি করতে চায় না, তাদের কাছ থেকেও জোর করে ধান আদায় করা হয়। এই রকম ঘটনা অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে, সেটা আমরা জানি। এরপরেও সরকার বলছে যে উৎপাদন বাড়াবার জন্য আমরা অনেক কিছু করেছি এবং আমাদের চাহিদার অতিরিক্ত আমরা উৎপাদন করেছি। এখন আমরা যদি আমাদের চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদন করে থাকি, তাহলে সেই ধানের দর আজকে আকাশ ছোঁয়া কেন? কিন্তু এর মধ্যেও একটা জিনিস আছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। কারণ আমরা জানি যে এই সরকারের ধান সংগ্রহ নীতিটা হচ্ছে, কিভাবে ধনী লোকের হাতে সেই ধান তুলে দেওয়া হবে, তার জন্যই এই নীতি। কারণ আমরা আরও জানি যে যারা সরকারকে ধান দেবে, তাদেরকে একটা স্লিপ দেওয়ার কথা, কিন্তু তৈদু এলাকায় যে ধান সংগৃহীত হয়েছে, তার শতকরা ৭৫ জনকে কোন স্লিপই দেওয়া হয় নি এবং আমার ধারণা যে ঐ সংগৃহীত ধানের শতকরা ৩০ ভাগও সরকারের ঘরে জমা পড়ে নি। কারণ যে এজেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে, তারাই সেগুলি পাচার করে নিয়ে গেছে যেহেতু তারাই টাকার মালিক। আমি তাই মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর কাছে একটা কম্‌প্লেইন করেছিলাম যে এই সম্পর্কে যেন একটা তদন্ত করা হয়, কিন্তু আমি দেখছি যে সেটার কোন তদন্তই করা হয় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আর আমরা যদি রাস্তার কথা বলি, তাহলে বলতে হয় যে কংগ্রেসের বিগত ২৬ বছরের রাজত্বেও অমরপুর অম্পি রাস্তা দিয়ে এখন পর্য্যন্ত কোন গাড়ী চলতে পারে না। কারণে সেই রাস্তার উপর যে একটা পুল করার দরকার, সেটা এখন পর্য্যন্ত করা হচ্ছে না। অথচ ঐ রাস্তাটা হচ্ছে অমরপুর এবং অম্পির মধ্যে একমাত্র রাস্তা যার উপর ঐ এলাকার লোকজনকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয়। আর যদি স্বাস্থ্য এর কথা বলি, তাহলে দেখা যায় যে অম্পিতে একটা প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার আছে, নগরাইতে একটা ডিস্‌পেনসারী আছে, কিন্তু সেখানে কোন ডাক্তার নাই। বেশ দীর্ঘদিন ধরে ডাক্তার নাই এবং যদি ডাক্তারই না থাকল, তাহলে রোগীর রোগ চিকিৎসা করবে কে? কাজেই ডিস্‌পেনসারী করলেও এই সরকারের সেগুলিতে ডাক্তার দেওয়ার মত কোন ক্ষমতা নাই। অথচ উনারাই বলে যাচ্ছেন যে আমরা সব কিছু করছি। কিন্তু আমি বলি নূতন না হউক, অন্ততঃ পুরানো যে চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি আছে, সেগুলিতে ডাক্তার দেওয়া দরকার আর যদি ডাক্তার না দেওয়া হয়, তাহলে সেখানে রোগীর রোগ চিকিৎসা হবে কি করে? আর বন সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে এটা হচ্ছে উপজাতি বিতাড়নের একটা মস্ত বড় পরিকল্পনা, এটাকে আমরা আর কিছু মনে করতে পারি না। কারণ, বন মন্ত্রী তাঁর নিজের বন আইন যেমন ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্টটা কি, সেই সম্পর্কে কিছুই জানেন না। আর যদি কিছু কিছু জানেনও তাহলে তিনি সেটাকে কার্যকরী করতে চান না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি আপনার বক্তব্য এখানে শেষ করুন।

শ্রীবুলু কুকী :— স্যার, আমাকে আর দুই মিনিট সময় দিন। গত সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের সময়ে কয়েকজন সদস্য বলেছিলেন যে আমরা নাকি গণতন্ত্র মানি না এবং সেই গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্য উনারা এখানে উঠে পড়ে লেগেছেন। তারপর এই বাজেটের

মধ্যে আমি দেখছি যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি করবার জন্য কিছু সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু উদুরে প্রত্যেক বছর চৈত্র মাসে যে বড় মেলা হয়, তার জন্য সরকার থেকে কোন কিছুর ব্যবস্থা করা হয় না। অথচ যেখানে মানুষ সেটাকে তাদের পবিত্র স্থান বলে মনে করে এবং বছরে একটা সময়ে তারা সেখানে সমবেত হয় পুণ্য অর্জন করার জন্য, সেটাকে কিভাবে নষ্ট করা যায়, সেই পবিত্র স্থানকে কিভাবে অপবিত্র করা যায়, তার কলাকৌশল সবই তাদের জানা আছে। কাজেই যেখানে জনস্বার্থের প্রয়োজনে সরকারের কাজ করা উচিত, তারা সেটা করছে না। তাই বলছিলাম এই যে বাজেট যেটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন, সেটাকে আমরা কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। তার কারণ হচ্ছে আমরা গরীব জনসাধারণের প্রতিনিধি এবং তাদের স্বার্থেই আমরা কাজ করি, আর তারা ধনী লোকদের জন্য কাজ করেন। কাজেই এটা হচ্ছে ধনী লোকের বাজেট, গরীবের দরকার এই বাজেট নয়, তাই আমি এটাকে আপোজ করছি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৪-৭৫ আর্থিক বছরে যে বাজেট এই হাউসের সামনে উপস্থিত করেছেন, সেটাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। এই বাজাটের যে যে খাতে যে পরিমিত টাকা ধরা হয়েছে সেটা যদি আমরা যথাযথ ভাবে খরচ করতে পারি, তবে আমরা জনসাধারণের জন্য কিছুটা কাজ করতে পারব. এই বিশ্বাস আমার আছে। তবে এক বছরের মধ্যে যে আমরা এমন কিছু করতে পারব বা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত রকম সমস্যা যেটা আছে, সেগুলির সমাধান করতে পারব, এটা সম্ভবপর নয়, এবং কোন রাজ্যেই তা সম্ভব হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিরোধী পক্ষের নেতা বলেছেন যে স্বাস্থ্য বিভাগ ফোর্থ প্লেন থেকে ফিফর্থ প্লেনে টাকা কমিয়ে দিয়েছে অর্থাত ১৯৭৩-৭৪ সন থেকে ১৯৭৪-৭৫ সনের যে আর্থিক বছর, তাতে এই বিভগের জন্য টাকার অংক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্যার, তাদের বক্তব্য হল সত্যের অপলাপ করা, হাউসকে বিভ্রান্ত করা এবং জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা আর সে জন্যই তারা এই সব কথাগুলি বলে থাকেন। ফোর্থ প্লেনে সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্পনসর্ড স্কীম এবং ফেমিলী প্লেনিং স্কীমে ধরা হয়েছে ৩৩'৫৮ লক্ষ টাকা আর ফিফথ প্লেনে সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্পনসর্ড স্কীম এবং ফেমিলী প্লেনিং-এ ধরা হয়েছে ৬৭'০৩ লক্ষ টাকা অর্থাত ফোর্থ প্লেনে যে টাকা ধরা হয়েছে ফিফথ প্লেনে তার ডাবল টাকা ধরা হয়েছে। কাজেই তাদের সত্যের অপলাপ করতে হবে, তাদের এখানে কিছু বলতে হবে, মানুষকে বিভ্রান্ত করতে হবে, সেজন্য এই সব কথা বলে গিয়েছেন। সুতরাং তাদের কথাগুলির মধ্যে কোন যুক্তি নাই। আর ১৯৭৩-৭৪ সনের বাজেটে ছিল ৭৪'৩৬ লক্ষ সেখানে ১৯৭৪-৭৫ সনে ধরা হয়েছে ৭৭'৩৬ লক্ষ টাকা অর্থাত গত বছরের চেয়ে এই বছরে বেশী টাকা ধরা হয়েছে। সুতরাং সত্যের যে অপলাপ করা, এটা তাদের স্বভাব। এবং স্বভাববশতঃ তারা এটা করে গিয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ফিফথ প্লেনে যে যে স্কীম রেখেছি, সেই সম্পর্কে আমি এখানে একটু আলোকপাত করছি। আমাদের ফিফথ প্লেনে নিউ ডিসেপেনসারী হবে ৩৩টি, আপ গ্রেডেশান অব ডিসপেনসারী করা হবে ২৪টি; রুরাল হসপিট্যাল সিক্স বেড হবে ৮টি এবং কেনসার ট্রিটমেন্ট সেন্টার করা হবে ১টি। এই স্কুলগুলি ফিফথ প্লেনে করব বলে আমরা

এগুলি রেখেছি। ফলে যদি আমরা এই সমস্ত পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত করতে পারি তাহলে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের দিকে আমরা যথেষ্ট কিছু করতে পারব। গত ২৬ বছর ধরে তারা বলেছেন এই কংগ্রেস সরকার কিছুই করেন নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলছি যে গত ২৬ বছর আগে যে কি ত্রিপুরা ছিল স্বাস্থ্যের দিকে ? আমি বলব যে একমাত্র ভি, এম, হাসপাতাল ছিল আর কোন হাসপাতাল ছিল না। সমগ্র ত্রিপুরার ৯টি ডিসপেনসারী ছিল। আর সেই জায়গাতে আমরা করেছি কত ? আমরা ১০৯টি ডিসপেনসারী করেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দুটি হাসপাতাল করেছি। সাবডিভিশনে ৯টি প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার করেছি এবং ডিসপেনসারী করেছি ১০৯টি। যেখানে বেড ছিল ৪৪টি এই ২৬ বছর পরে আজকে হয়েছে ১,০৩১টি। সুতরাং ২৬ বছরে এই কংগ্রেস সরকার কিছুই করেনি। তারা সত্যের অপলাপ করে সত্যের বিকৃতি করা তাদের স্বভাব তাই তারা করেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখি টি, টি. সি'র আমলকেই বিধান সভায় আমরা দেখেছি উরা যে ভাষায় কথা বলেছেন আজকেও সেই ভাষাতেই কথা বলছেন। যদি তখনকার দিনে কোন রেকর্ড করে রাখা যেত তাহলে দেখা যেত আজকের সেই রেকর্ডের সংগে তাদের কথার সুর মিলছে। তবে একটা কথার পরিবর্তন করেছে তারা। আমি লক্ষ্য করেছি এতদিন ছিল ধর্মনগর থেকে সাবরুম আর এখন প্রত্যেক কথাতেই ২৬ বছর ২৬ বছর। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আউট ডোর ডিসপেনসারীর ট্রিট্‌মেন্ট হয়েছে ১৯৭০ সালে ৪০ লক্ষ ৯ হাজার এবং ইনডোর ট্রেটমেন্ট হয়েছে ২ লক্ষ ৩৪ হাজার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এভারেজ এক্সপেনডিচার হয়েছে পার বেড ৮ হাজার থেকে ১০ হাজার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফার্মাসী ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছি। ফার্মাসী ট্রেনিংয়ে আছে ৪০টি ছেলে। আমাদের ত্রিপুরাতে কম্পাউণ্ডারের সর্ট আছে। আমরা সব ডিসপেনসারীতে কম্পাউণ্ডার দিতে পারি নাই। এই জন্য আমরা চিন্তা করে এই ফার্মাসী ট্রেনিং আরম্ভ করেছি। এক বছর পরেই আমরা ৪০টি ছেলেকে দেব তখন এই সমস্যার সমাধান হবে। এবং আমরা আরও ছাত্র এই কম্পাউণ্ডার ট্রেনিংয়ের জন্য নেব। বি, এস, সি, নার্সিং ট্রেনিংয়ে আমরা দিল্লীতে মেয়ে পাঠাব। সিনিয়ার নার্সিংয়ের জন্য নূতন কোর্স আরম্ভ করেছি ২৪টি মেয়েকে নিয়ে। এই কাজ ক'দিনের মধ্যেই আরম্ভ হবে। লেবরেটরি ট্যাকনিশিয়ানের জন্য আমরা কোর্স কিছুদিনের আরম্ভ করছি। ফুড এডালটারেশন পরীক্ষার জন্য লেবরেটরীও আমরা আরম্ভ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বিরোধী পক্ষের একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ফেমিলি প্ল্যানিংয়ে যথেষ্ট টাকা রাখা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি বলেছেন ত্রিকোনেই সমস্ত মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের টাকা চলে গিয়েছে এবং তিনি বলেছেন যে ফেমিলি প্ল্যানিং একটা সুইসেস ইস্যু। আমি বলব যে বিরোধী পক্ষের নেতা যে কথা বলেছেন—তিনি মাও সে তুংয়ের কথা নিয়ে কিছুদিন আগে যে বক্তৃতা দিয়েছেন—মাও সে তুং কি বলেছেন তা তিনি জানেন না। আমি সেই সম্পর্কে কিছু বলতে চায় (ইন্টারাপশান) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফেমিলি প্ল্যানিং সমগ্র ভারতবর্ষ এবং প্রত্যেক দেশেই ফেমিলি প্ল্যানিং গ্রহণ করেছে। এশিয়ার ১১টি দেশে-ভারত, বাংলাদেশ, পাক, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি জায়গাতেও ফেমিলি প্ল্যানিং অবজার্ভ করেছে। আফ্রিকা, আরব, দেশগুলির ৮১টি

দেশে এবং আমেরিকা এবং রাশিয়াও সমর্থন করেছে। সুতরাং ফেমিলি প্ল্যানিং একটা সুইসেল ইস্যু এই কথা তিনি বলতে পারেন আমরা জানতাম তিনি একজন শিক্ষক ছিলেন তিনির মুখে এই সব কথা হবে আমরা কল্পনাও করতে পারি নাই। সুতরাং তিনি বলেছেন এই সমস্ত অবান্তর কথা বলা তাদের স্বভাব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফেমিলি প্ল্যানিং সমাজের প্রত্যেকটি পরিবারের কথা চিন্তা করেই আমাদের ফেমিলি প্ল্যানিং করা দরকার এবং বিশেষ করে ট্রাইবেল যারা তাদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে। সুতরাং সেদিক দিয়ে ফেমিলি প্ল্যানিংয়ের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে তারা বলেছেন এটা নৈরাশ্যজনক বাজেট। সুতরাং আমি বলব এটা নৈরাশ্যজনক বাজেট নয়। বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে আমরা যদি সেই টাকা উপযুক্তভাবে খরচ করতে পারি তাহলে আমরা ত্রিপুরার জন্য কিছুটা করতে পারব। তারা বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে ভিয়েতনাম, চীন, রাশিয়া—কতকগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশের কথা আলোচনা করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলব আমরা ভারতবর্ষে বাস করি ভারতের মাটিতেই আমরা বড় হয়েছি, ভারতের অন্ন খেয়েই আমরা জীবন ধারণ করছি। আমি বলব ভারতের কথাই চিন্তা করুন এবং ত্রিপুরার আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করুন এবং ত্রিপুরার আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করেই এই বাজেট রচনা করা হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা বলেছেন যে চীন এবং রাশিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে ইত্যাদি কথা বলে তারা খুব গৌরব অনুভব করেন। আমি বলতে চাই গত বছর চীন এবং রাশিয়া খাদ্যে স্বয়ম্ভর হয়েছে কি না। গত বছর চীন ১ কোটী ৮০ লক্ষ রুবলের ৫ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী করেছে। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রার ২৪ কোটি টাকার খাদ্য খরিদ করেছেন আমেরিকা থেকে। সেই চীন অষ্ট্রেলিয়া থেকে কিনছেন। রাশিয়া গত বছর ৪০ কোটি রুবলের প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ টন খাদ্য খরিদ করেছেন অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় ৪৮০ কোটি টাকা তারা সয়ম্ভর হয়েছে। তারা রাশিয়া এবং চীনের কথা চিন্তা করে গর্ব বোধ করতে পারেন। তারা এই খবর রাখেনও না বা রাখবার চিন্তাও করে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা গণতন্ত্রের মাসী হয়েছেন। চুন থেকে পান খসলে পান থেকে চুন খসলে তারা চীৎকার সুরু করেন। আমি বলতে চাই চীন পিপলস রিপাবলিক সেই চীনের প্রেসিডেন্ট (ইন্টারাপশান) সেই লিও সাউ চী ১৯৬৪ সালে মারা যায় কিন্তু আজ পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্ট হয় নি। তারা গণতন্ত্রের মাসী বলে চীৎকার করেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, (ইন্টারাপশান) লিন পিয়াও ১৯৭১ সালে নিহত হন আজ পর্য্যন্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হয় নাই। সুতরাং তারা গণতন্ত্রের মাসী আর ভারতে কিছু হলেই তারা চীৎকার আরম্ভ করে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়—

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার ইউর টাইম ইজ ওভার—

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— আমার বক্তব্য আমি লম্বা করব না, সময় কম। সুতরাং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ডিমাণ্ডগুলি যখন আলোচনা করা হবে তখনই আমি বিস্তারিত আলোচনা করব। এই বলে বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কিছু বক্তব্য রাখব, আমাকে ১০ মিনিট সময় দিন।

মিঃ স্পীকার :— আপনি ৬টার সময় বলবেন (ইন্টারাপশান) মাননীয় সদস্য আপনি অনুগ্রহ করে বসুন। মাননীয় মন্ত্রীকে বলার সুযোগ দিন।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যেরা এই বাজেটের উপর যে সব বক্তব্য রেখেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে এবং আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট—১৯৭৪-৭৫ সালের পেশ করেছেন তার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। তারা ধান বানতে শিবের গীত গায়। কাজেই আজকে তাদের বক্তব্য—যদি আগের থেকে তাদের পার্টির সে বক্তব্য রেখেছিলেন আমরা? যদি হাউসের প্রসিডিংস দেখি তাহলে দেখব যে এই ২৬ বছরে তাদের বক্তব্যের কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। এটা ঠিক। কাজেই তাদের এই বক্তব্য—উদের বিরোধীতা হবে বিরোধীতা করাই তাদের ব্যবসা, বিরোধীতা ছাড়া তাদের অন্য কোন চিন্তা নাই কাজেই তারা বিরোধীতা করেন। কারণ এই লাল চোখের চশমা দিয়ে লাল ছাড়া আর কিছুই মালুম হয় না। কাজেই ত্রিপুরার কিছুই হয় নাই—এই সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের ক'টা নজির তুলে ধরছি। ত্রিপুরায় বন—বন সম্পর্কে বললেই তারা আৎকে উঠে। তার বড় কারণ হল যখন ত্রিপুরার আদিবাসী জুমিয়া ভাইয়েরা—বনের আমাদের উন্নতি হয়েছে। ত্রিপুরার মহারাজার আমলে বনের উন্নতির পয়েন্ট ছিল 'জিরো' পারসেন্ট। এখন আমরা অনেক কিছু উন্নতি করেছি। এবং রাজস্ব এর দিকে অনেক উন্নতি করেছি। আমরা রবার বাগান করেছি (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য, আপনারা শুনুন—

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— ৩ হাজার টাকা এবং এই বছরে ৪৭ হাজার টাকা রাবার থেকে পেয়েছি এবং এই ত্রিপুরার যারা আদিবাসী সেই আদিবাসীরা এই রবার বাগানে কাজ করছে এবং রাবার বাগান থেকে যে শিল্প হবে তাতে আরও প্রচুর লোকের কাজ করবার যে সম্ভাবনা তাতেই তারা আতংকে গেছে। মূল কারণ হলো যে তারা যদি এই দিকে কাজে অগ্রসর হয় তাহলে তাদের এই যে বিভ্রান্তি করার আর সুযোগ থাকবে না। গত সিজনে আমরা দেখেছি রাবার গাছ কেটে রাবার বাগান নষ্ট করার জন্য নারী বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছে। এই অ্যাসেম্বলির ফ্লোরে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা বলেছিল যে রাবার দিয়ে কি হবে, রাবার দিয়ে আমাদের খাওয়া হয়? রাবার খেলে কি আমাদের পেট ভরে? কিন্তু ওরা জানে না যে রাবার খেলে পেট ভরে না কিন্তু রাবার থেকে যে শিল্প সৃষ্টি হবে ভবিষ্যতে যে সম্ভাবনা আছে সেই সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দিলে সেই আদিবাসী ভাই বোন তাদের অর্থনীতিকে

ব্যাহত না করতে পারলে তাদেরকে তারা দলে টানতে পারবে না। যেমন আজকে ডম্বুর প্রকল্প নিয়ে তারা জেহাদ ধরেছে সেখানে এই প্রকল্পের জন্য যাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে তাদেরকে গিয়ে বলেছেন যে তোমরা উঠ না এখানে কোন পরিকল্পনা হবে না, পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেছে। আমাদেরকে কিছু টাকা পয়সা দাও আমরা দরবার করি। তারা চাঁদা নিয়েছে ইলেকশনের সময়ে চাঁদা নিয়ে এই সমস্ত লোককে বিভ্রান্ত করেছে। ট্রাইবেল পরিবারে গিয়ে তাদেরকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে এবং সেই বিভ্রান্তির দরুণ আজকে এই লোকগুলি বিপন্ন হয়েছে, বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে তারা ট্রাইবেলদেরকে বলেছে, ট্রাইবেলদেরকে লেলিয়ে দিয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই তারা কি বাঙ্গালীর ভোট পায় নাই, তারা বলছে যে ট্রাইবেল ছাড়া তাদের রক্ত মাংসে আর কোন চিন্তা নাই। কাজেই তাদের এই যে বিভ্রান্তিকর কথা, এই বিভ্রান্তিকর উক্তিতে সাধারণ মানুষ নিরক্ষর যারা তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। কাজেই সত্যিকারের কথা বলতে গেলে আজকে এই যে আমাদের বাজেট এক বৎসরের বাজেট দিয়ে এমন কিছু করা যায় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক বৎসরের বাজেটে সবকিছু হবে না এইটা ঠিক। সেই জন্য আমাদের সরকার ধাপে ধাপে পরিকল্পনার মাধ্যমে সেখানে আমরা ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাস উনি বাজেট সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে এই বাজেট ধনী, কালোবাজারীর বাজেট। লোকসংখ্যার কথা তিনি উল্লেখ করেছিলেন লোক সংখ্যা তুলনা করে তিনি বলেছিলেন যে ১৯৬২ ইংরাজীতে বেকারের সংখ্যা ছিল ৪ হাজার আর এখন ১৯৭৪ সালে তা হয়েছে ৪০ হাজার। এইটাতে তিনি কি দেখাতে চেয়েছিলেন তা আমি বুঝি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার জনসংখ্যা ১৯৩১ ইংরাজীতে ছিল ৩,৮২ ৪৫০, ১৯৪১ ইংরাজীতে ছিল ৫,১৩,০১০ আর ১৯৫১ ইংরাজীতে হলো ৬,৩৯,০০০, আর ১৯৬১ ইংরাজীতে হলো ১১ লক্ষ। এই যে ১৯৬১ ইংরাজীতে যে ১১ লক্ষ হয়েছে ৬ লক্ষ থেকে এই যে সংখ্যাটা এইটাতে জন্ম হার বাড়ছে এমন কোন রিপোর্ট আমাদের সরকারের কাছে নেই ওরাও বলে না কাজেই এই সংখ্যা কোথা থেকে আসলো। হ্যা, এই সংখ্যা এসেছে আমাদের এই মানে পাকিস্তান থেকে যারা নাকি নিরাশ্রয় হয়ে এসেছে যাদেরকে আমরা স্থান দিয়েছি এইভাবে যে এই সংখ্যাটা বেড়েছে অজয়বাবু সেইটার দিকে খেয়াল রাখেন নাই। আমরা যারা এসেছি, আগে আমাদের লোকসংখ্যা যা ছিল তারপর যারা নাকি বিপন্ন হয়ে আমাদের কাছে এসেছে তাদের যে একটা সংখ্যা হঠাৎ যে বেড়ে গেছে, এবং তাদের সন্তান সন্ততি এই সংখ্যাকে আর বাড়িয়ে দিয়েছে। তারপর আমার আজকে গ্রামে গ্রামে মানে আমরা স্কুল করেছি সেই স্কুলগুলিতে শিক্ষালাভ করছে তারপর ক্রমশঃ প্রথমে প্রথমিক স্কুল তারপর সিনিয়র বেসিক স্কুল তারপর হাইয়ার সেকেণ্ডারী এমনিতে ত্রিপুরায় এত কলেজ ছিল না। কাজেই আজকে আমরা এইভাবে ধাপে ধাপে উন্নতি লাভ করছি সেই কথা অস্বীকার করার তাদের কোন জো নেই। কাজেই তারা আবার ঐ ১৯৪৮ ইংরাজীতে তাদের আন্দোলনের কথা, হ্যা তাদের আমাদের হুঁশিয়ার করবার প্রায়োজন পরে না এই বিধান সভার ভিতরে যে দেখ গুজরাটে

হচ্ছে, বিহারে হচ্ছে, ইউ, পি-তে কি হচ্ছে। জনসাধারণ যদি ক্ষেপে যায় তাহলে তোমরা কোন দলে থাকতে পারবে না, এইটা স্বাভাবিক। এই জন্য বিধান সভার ভিতরে চীৎকার করবার কোন কারণ পরে না। আজকে যদি জনসাধারণের উপকার আমরা না করি, তাদের কি বলার আছে, তাদেরতো বলার কিছু নেই, তারা বলবে কি? জনসাধারণের যদি আমরা কল্যাণ করতে না পারি, জনসাধারণের উপকারে যদি আমরা না লাগি তাহলে জনসাধারণ যে আমাদেরকে দেখিয়ে দেবে সেই কথা তাদের বলার কোন দরকার নেই। তাদের জন্য যে পরীক্ষা আমাদের জন্যও ঠিক সেই পরীক্ষা। কাজেই তারা যে বলছে জনসাধারণ দেখাবে তার কারণ একটা নয়। কারণ তারা এই কল্যাণপুরে ১২৯টা খুন করেছিল, ঐ জন্যই খুন করেছে, সেই খুন কারা করেছিল ১৯৫০-৫১ ইংরাজীতে? কিন্তু তারা যে বক্তৃতা করে সেই ১৯৫০ ইংরাজীতে যে খুন হয়েছিল সেই খুনের জন্য তারা বক্তৃতা কোন করে না, যে তখন কার খুন করেছিল? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপর তারা বলছে যে গরুর কথা। গরুর উন্নতির যে দরকার তারা সেইটা ভুলে গেছে। আমরা পুরানো পদ্ধতিতে, আমরা যে গরু পালন করছি সেইজন্য আমাদেরকে উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে সেই লক্ষ্যের দিকে ত্রিপুরা সরকার ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছেন তার জন্য আমরা পশু চিকিৎসালয় করেছি সদরে ৪টা, সোনামুড়ায় ২টা, খোয়াই ৩টা, ধর্মনগর ৩টা. কৈলাসহর ৩টা, কমলপুর ৩টা, অমরপুর ৩টা, এই রকমভাবে আমাদের ডিস্পেনসারী আছে ২৮টা এবং ষ্টকম্যান সেন্টার এবং ভেটেরিনিয়ারীর যে ইউনিট তা ৪০টা এবং এই কংগ্রেসের ক্ষমতায় আসার আগে এখানে ভেটেরিনিয়ারী ডিস্পেনসারী বলতে কিছু ছিল না। এবং আমাদের বিভিন্ন পরিকল্পনা আছে সেইগুলি আমরা যাতে নাকি কৃষকের গো পালন সম্বন্ধে আমরা আরও উন্নত ধরণের গো সম্পদ সৃষ্টি করতে পারি সেইজন্য আমাদের এই ৫ম যোজনায় এইটা বাজেটের সময়ে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আলোচনা করবো। তারপরে (রেড লাইট) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে একটু সময় দিতে হবে। তারপর অনেক সদস্য বলেছেন যে ত্রিপুরার সংরক্ষিত এই যে বন সেই বনে মূল্যবান গাছ আছে এবং এই যে বন সেই বনে মূল্যবান গাছ আছে এবং এই যে বন সেই বনের থেকে যেসব জায়গা আছে সেখানে কলোনী হতে পারে, রিহেবিলিটেশন হতে পারে। সেইসব জায়গায় আমরা পুনর্বাসন দেওয়ার কমিটি করেছি ডিষ্ট্রিক্ট লেভেল এবং ষ্ট্যাট লেভেলে। সেই কমিটি থেকে যদি মানে রিকমেণ্ডেশন আসে তাহলে আমরা সেইগুলি বিবেচনা করি এবং তার মধ্যে যে ছন, বাঁশ, মুলি এইগুলি আছে সেইটা থেকে আমাদের যে রয়েলিটি আদায় হয়, কোন কোন সদস্য বলেছেন যে এই সংরক্ষিত বন থেকে আমরা কিছুই আদায় করি না এইটা ঠিক নয়। ১৯৭১-৭২ ইংরাজীতে ৯৪ হাজার, ৭২-৭৩ ৯,৯০,০০০ এবং এইভাবে প্রতি বৎসর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ১০ লক্ষ থেকে ১১ লক্ষ টাকার মত মানে আমাদের শুধু সংরক্ষিত বন থেকে আমরা রয়েলিটি আদায় হয়েছে। কাজেই এইসব বন থেকে যে ইনকাম হয় না তা নয়। কাজেই এই যে ষ্ট্যাট লেভেল কমিটি করা হয়েছে, সেই ষ্ট্যাট লেভেল কমিটিতে যদি কোন প্রস্তাব আসে তাহলে

এই পর্যাস্ত ৪০ হাজার একর জায়গা এইরকমভাবে আমরা ছেড়ে দিয়েছি, কোন কোন জায়গা রিজার্ভ ফরেষ্ট থেকে পর্যাস্ত ছেড়ে দিয়েছি। ওঁদের কথা হল একবার বলছেন বন সংরক্ষণ কর, আরেকবার বলবেন যে তাঁরা বন দপ্তরে কর্মসংস্থান করতে পারেনা। একদিকে বলবেন যে বনকে সংকোচন কর, অন্যদিকে বলবেন যে বন দপ্তর লোক নিয়োগ করতে পারে না। এক মুখে তাঁরা দুইরকম কথা বলে থাকেন, কন্ট্রাডিক্ট্রী কথার তা তাঁরা বলেন। একদিকে বলেন যে হাজার লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে বন দপ্তরে, আবার বলবেন বন থেকে জায়গা ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে না, বনকে সংকোচন করা হচ্ছে না। কথায় কথায় তাঁরা ভিলেজ ফরেষ্ট বলে থাকেন। আমাদের ত্রিপুরার ফরেষ্টকে সংকোচন করার জন্য তাঁরা জনসাধারণকে প্ররোচিত করেন যে তোমরা যে যেখানে বসে আছ, সেখানে থাক, সেখান থেকে উঠনা, এটা ফরেষ্ট ভিলেজ হয়ে গেছে। এইভাবে আমাদের ফরেষ্টকে সংকোচন করে বৃষ্টিপাত কমিয়ে দেশকে মরুভূমি পর্যায়ে নিয়ে এসে, লোককে বলবেন আসুন আমাদের সঙ্গে। এই হচ্ছে তাঁদের উদ্দেশ্য। এখন পুলিশ দেখলে তাঁরা ভয় পায়। পুলিশ বাজেট সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁরা বলেছেন বড় গলায় যে পুলিশ বাজেট বড় হয়েছে, অন্যসব বাজেট কমতি হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার, ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এরা পুলিশ দেখলে কেন ভয় পায় সেকথা বলছিলাম। আপনি সময় যখন এলাও করবেন না, আমি এখানেই শেষ করছি। মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন, সেটা বাস্তবিকই সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য এই বাজেট মানুষের কাজে লাগবে, কাজেই এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— নাও আই উড কল অন ফিনান্স মিনিষ্টার টু গিভ হিজ রিপ্লাই টু দি ডিবেট।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিরোধী দলের নেতা মহাশয়ের ভাষণ আমি শুনেছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের প্রতিদিন ৯০ মিনিট দেওয়ার কথা ছিল......... (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার, প্লীজ টেক ইউর সিট ফর এ ফিউ মিনিটস।

যে সময়ে আপনাদের বলার কথা ছিল, যতটুকু সময় আপনাদের ছিল, তার চেয়েও বেশী সময় আমি আপনাদের দিয়েছি। অতএব আপনাদের প্রতি অবিচার করা হয় নি। ...(গণ্ডগোল)...

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— সব সময়ে এইভাবে কি চালিয়ে যাবেন ? ...(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনাদের যতটুকু সময় পাওনা ছিল, তার চেয়ে বেশী সময় নিয়েয়েছেন...... (গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :— আমরা কেন এসেছি এখানে ?…

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এ্যাকরডিং টু বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটির ডিসিশান—আপনাদের যে সময় পাওনা ছিল, তা আমি আপনাদের দিয়েছি……(গণ্ডগোল)…

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— আমরা যতটুকু সময় পেয়েছি, সেটা বুঝিয়ে দেবেনতো ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :— এইভাবে বাজেট ডিস্কাশান শেষ হতে পারে না। আমাদের অনেক সদস্য রয়েছেন, ঐ তরফেও রয়েছেন ……(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার — আপনারা ২৯ তারিখে সাত ঘন্টা সময় নষ্ট করেছেন, এখন কি করে আমরা সময় দেব ? …(গণ্ডগোল)…

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— …এইভাবে জোর করে আপনি চালিয়ে যাবেন ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :— এইভাবে ডিস্কাশান শেষ হতে পারে না। প্রথম দিন থেকে এটা বলা হচ্ছে… (গণ্ডগোল)…

শ্রীবুলু কুকী :—ছয় মাস পরে একটা সেশান ডাকা হয় …(গণ্ডগোল)… …

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের যে টাইম এ্যালট করে আপনি দিয়েছিলেন তা দিয়ে আমরা শেষ করেছি। উনাদের যদি আপনার দরদ দেখাতে হয়, তাহলে আমার আরও ১০ জন মেম্বার আছেন, তাঁদেরও সময় দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার প্লিজ গো অন উইথ স্পীচ।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলের নেতার যে ভাষণ আমরা শুনেছি, তাতে দেখতে পাই আমরা, প্রথমে অসত্য ভাষণে যার আরম্ভ, বিকৃত তথ্য দিয়ে যার লালিত্য, বিভ্রান্তি করা যার উদ্দেশ্য, শোনতে যত মধুরই লাগুক না কেন, বাস্তবে তার হদিশ পাওয়া যায় না। বাজেট ভাষনের পরিশিষ্টে যে লেখা আছে তা যদি তিনি সাদা চোখে দেখতেন, তাহলে তিনি দেখতে পেতেন অর্থমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, স্বীকার করেছেন যে আমরা সব কিছু করতে পারিনি। কিন্তু তিনি যদি সাদা চোখে দেখতেন, তাহলে তিনি দেখতেন যে কত অসত্য তথ্যে তাঁর ভাষণ লালিত্যময় হয়ে উঠেছে। আজকে আমরা বলেছি যে আমরা গত বাজেটে ত্রিপুরার উন্নতির জন্য যা যা আমরা করতে চেয়েছিলাম, সেইগুলি সম্পূর্ণ করে, নূতনভাবে আমরা ত্রিপুরাকে গড়ে তুলতে চাই। নতুনভাবে গড়ে তুলতে গেলে আমাদের নতুনভাবে কাজ নিতে হবে। মানুষের যা প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন-এর ভিত্তিতে আমাদের নূতন করে বাজেট তৈরী করতে হবে। আমাদের কাজের শেষ নেই। নূতন করে জনসাধারণ আমাদের যে কাজ দেবেন, সেই কাজ আমরা সম্পূর্ণ করতে প্রস্তুত। অর্থ কমিশনের কাছে আমরা যে অভাব অভিযোগ পেশ করে যা আদায় করতে পেরেছি, তার প্রতি তাঁরা কটাক্ষপাত করেছেন। আজকে আমি বলতে চাই যে আমরা যে বাজেটে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি অগ্রগতির জন্য টাকা রেখেছি, সেই টাকা জন-

সাধারণের উন্নতির জন্য ব্যয় করতে তাঁরা সাহায্য করতেন, তাহলে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের যে উন্নতি করতে পেরেছি, তার চেয়ে বেশী করতে পারতাম।

(এই সময়ে বিরোধী পক্ষের সমস্ত সদস্য, একমাত্র জীতেন্দ্রলাল দাস মহাশয় ছাড়া, সভা কক্ষ ত্যাগ করে চলে যান)।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— বিরোধী দলের সদস্যরা মায়া কান্না ছাড়া আর কিছু কি করেছেন? আজকে আমরা যখন ত্রিপুরাকে নূতন রূপে রূপদান করতে চাই, উনারা আজকে বলতে পারবেন কি না, ত্রিপুরা রাজ্যের লোকের কাছে বলবার তাদের সাহস আছে কি না যে সরকার এর যে কর্মপন্থা, একটা কর্মপন্থার পালনের জন্য আমাদের সংগে সহযোগিতা করে ত্রিপুরার মানুষের উন্নতির জন্য তারা চেষ্টা করেছেন? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর্থিক দুনিয়ার কথা তুলতে গিয়ে, বিরোধী দলের সদস্যরা ইকনমিস্ট হয়ে গেছেন, অর্থনীতিবিদ হয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন যে ভারতবর্ষ আজকে বিদেশ থেকে মাল রপ্তানি করে, রপ্তানির প্রতি তিনি কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করেছেন। আমি বলতে চাই যাঁরা নাকি বলেন দুনিয়ার মজুর এক হউ, দুনিয়ার মানুষ এক হউ, তাঁরা আজকে ব্যাঙের মত কূপে থাকতে চান কেন? তাঁরা কি জানেন না যে মানুষের প্রয়োজনে দ্রব্য আমদানি করতে হয়, রপ্তানি করতে হয়। তবে হ্যাঁ, এই আমদানী এবং রপ্তানির মধ্যে পার্থক্য আছে তারা আমদানি করেন কি ভাবে মানুষকে খুন করতে হবে, কি ভাবে রক্তক্ষয় করতে হবে, বিদেশ থেকে তাঁরা সেই নীতি আমদানি করেন, আর আমরা আমদানী করি কল কব্জা, যার দ্বারা মানুষের উপকার হতে পারে, মানুষের উপকারে লাগবে মানুষ বাঁচবে এবং ভবিষ্যত তাদের গড়ে উঠবে। আজকে রপ্তানির প্রতি তাঁরা যে কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করেছেন, আজকে তাঁরা ভুলে গেছেন তাঁদের যে স্বপ্নের দেশ, যে স্বপ্নের দেশে একটা রুটি নিয়ে চারদিকে বেয়নেট দিয়ে দিনের পর দিন কাজ করে যে দেশ গড়ে তোলা হয়েছে, আজকে সেই দেশেও আমদানি করতে হয় খাদ্য। আমরা তো তা চাইনি। আমরা চাইনি মানুষের বিবেক বুদ্ধির কাছে, মানুষের জ্ঞানকে হেয় করে মানুষকে পশুর রূপ দিতে। আমরা মানুষের কর্তব্য জ্ঞানের কাছে নতি স্বীকার করেছি। আমরাতো বিশ্বাস করেছি, আমরা জানি মানুষ সৃষ্টি করতে পারবে। তার জন্য বেয়নেটের প্রয়োজন হয় না। আমরা আজকে যে দেশে কর্মযজ্ঞ আরম্ভ করেছি, আজকে যদি কেউ তাতে বাঁধা দেয় তাহলে সাবধান করে দিচ্ছি যে তাহলে হয়ত আজকে সেই বেয়নেটেই আমাদের জানতে হবে তাদের কুকীর্তিগুলি থেকে তাদের বিরত করতে। তারা সেই বেয়নেটের যুগ চায় না কংগ্রেস যে গণতন্ত্র নিয়ে সবার উপর বিশ্বাস রেখে চলেছে সেই নীতি অবলম্বন করে দেশকে উন্নত করতে চায়? তাদের বলে দিচ্ছি যে আমরা দুই ভাবেই প্রস্তুত। আমরা জানি আমাদের দেশকে যদি রক্ষা করতে হয় আজকে বিদেশের যারা এজেন্ট আছে তাদের কাছ থেকে যদি দেশকে রক্ষা করতে হয় তাহলে কি করতে হয় আমরা জানি। আমরা জানি দরকার হলে বেয়নেট চালাতে হবে, দরকার হলে কোলে তুলে আদর করতে হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে তারা বলে যে কলকারখানা গড়ে উঠেনি। আজকে কৃষি ভিত্তিক ইণ্ডাষ্ট্রি হয় নি। আমরা স্বীকার করি। আমরা কাজ আরম্ভ করেছি। সম্পূর্ণ করতে পারি নি। তবে আমরা জানি ত্রিপুরায় কৃষি ভিত্তিক ইণ্ডাষ্ট্রি যদি গড়ে উঠে, কতটুকু

মানুষকে বাঁচাবার যে সৃষ্টি, কলকারখানা সৃষ্টি প্রত্যেকটিতে পদে পদে বাধা দিয়ে তারা জনসাধারণকে বুঝাতে চেষ্টা করছে, এই সরকার কিছু করছে না। কিন্তু তাদের সেই দিন ফুরিয়ে এসেছে। আজকে জানি তাদের কবর তারাই রচনা করবে। আজকে আমরা জানি কিভাবে তাদের মোকাবিলা করতে হয়। ভারতবর্ষের জনসাধারণের ধৈর্য্যের সীমা আছে, আমাদের ধৈর্য্যের সীমা আছে। তারা যেমন সাংস্কৃতিক বিপ্লব করে যুবকদের রক্তের উপর নাচতে জানে আমরাও তেমনি জানি যে যারা দেশের বিরোধীতা করে দেশের শত্রু তাদের রক্তের উপর নাচতে জানি। সেই পরীক্ষাও আমরা দিয়েছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে কর্মচারীদের জন্য আমরা কিছু করিনি, তাদের কষ্টে ফেটে কান্না আসে। আমরা দুই বছরে অ্যানোম্যালি যতগুলি আছে সবগুলি দূর করেছি। আর বোধ হয় ৩/৪টি অ্যানোমেলি বাকী আছে। আর কর্মচারীদের আর্থিক অভাব শুনে তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিতে পে কমিশন বসানো হয়েছে। নূতন করে রিপোর্ট পেশ করবার আগে প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে আমরা ইনটারিম রিলিফ দিয়েছি। আজকে কর্মচারীদের যখন যা প্রয়োজন হয় আমরা করে যাচ্ছি। পে কমিশন যখন ফাইনাল রিপোর্ট দিবে তখন আমরা বিচার বিবেচনা করে দেখব কতটুকু তাদের দেওয়া যায়। পে কমিশনের রিপোর্ট যদি আমরা এইরকম কিছু দেখতে পাই যে আমাদের সরকারের কর্মচারীদের মেটে নি তবে সেটা রেকটিফিকেশান করবার ক্ষমতা আমাদের কেবিনেটের আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা চাই বিরোধীরা আমাদের ভুল ত্রুটির বিরোধীতা করুক। কিন্তু আমরা মানুষকে রাজনীতির বলি করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে প্রশ্রয় দিতে পারব না। মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্মা বলেছেন যিনি নির্দল সদস্য, ব্র্যাকেটে যদিও আছে সি, পি, এম সমর্থিত, তিনি আমাদের ট্যুরের উপর কটাক্ষ করেছেন। উনাকে বলতে চাই বিপ্লবের প্রয়োজনীয় কাজগুলি রূপায়নে উনারা যদি বাধা সৃষ্টি করেন আমাদেরও তত বেশী জনসংযোগ করে তাদের রূপটা জনসাধারনের সামনে তুলে ধরতে হয়। ট্যুর করেছি খরার সময়ে, বন্যার সময়ে, ধান সংগ্রহ করার সময়ে। তাই আজকে আমাদের জনসংযোগ যদি বেড়ে যায় তাদের ভয়ের কারণ তো হবেই। কারণ আমাদের ঘরে বসিয়ে রেখে মানুষকে যত বিভ্রান্ত করতে পারে সেই চেষ্টাই তারা করতে চায়। কিন্তু আজকে কেবিনেটে যারা আছেন তারা ঘরে বসে থাকতে রাজী নন। তারা জনসাধারণের কাছে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে দিয়ে যারা চলে আসে, সেই জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিয়ে ঠিকভাবে পরিচালিত করবার ক্ষমতা আমাদের আছে এবং আমরা সেইভাবে কাজ করে চলেছি। উনাদের ভয় করবার কোন কারণ নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই অস্বস্তিবোধ করবেন না তিনি, যে অনুরোধ আমি এখানে নাকি করছি। তবু আমাদের কর্তব্য আমরা করব সেই জনসংযোগের মাধ্যমে, এই বাজেটের পূর্ণ সদ্ব্যবহার আমরা করব। এই বলে বিরোধীদলের অসার বক্তব্যগুলি শুনে এবং বাজেটের সঠিক পথ অনুধাবন করে আমি সমস্ত সদস্যদের অনুরোধ করব আজকে এই বাজেটকে সমর্থন করে যাতে নাকি আমরা এই বাজেটের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারি তার জন্য সহযোগীতা এবং সমর্থন যেন তারা করেন।

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 12-30 P M. of to-tmorrow, the 2nd April, 1974.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—'A'

STARRED QUESTION NO. 365

By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া মহকুমাতে ১৯৭৩ ইং সনে কতজন মুদি দোকানদারকে ফুডষ্টাফ লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে :

২। ঐ সনে ঐ মহকুমায় কতজন মুদি দোকানদার ফুডষ্টাফ লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিয়াছিল ;

৩। মুদি দোকানদারগণকে প্রতি বৎসর কি হারে এই লাইসেন্স ফিস সরকারকে দিতে হয়।

উত্তর

১। ৫টি

২। ৭টি

৩। লাইসেন্স মঞ্জুরের ফিস পাঁচ টাকা মাত্র। পরবর্তী বৎসরসমূহে লাইসেন্স নবীকরণ ফিস দুই টাকা মাত্র।

STARRED QUESTION NO. 524

By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। গত ২১-১-৭৪ ইং তারিখে বিলোনীয়া হইতে নলুয়াগামী কোন বাস দুর্ঘটনায় জনৈক ব্যক্তি মারা গিয়াছে বলিয়া সরকার অবগত আছেন কি :

২। ঐ বাসে কতজন মোট যাত্রী ছিল এবং কতজন আহত হইয়াছে ?

উত্তর

১। হাঁ মহাশয়, বাস দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হইয়া বিলোনীয়া হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায়।

২। বাসটিতে প্রায় ৩০।৩১ জন যাত্রী ছিল। প্রথম প্রশ্নোত্তরে বর্ণিত মৃত ব্যক্তি ব্যতীত আরও পাঁচজন যাত্রীও আহত হইয়া ছিল।

STARRED QUESTION NO. 589

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। অম্পিনগর High School-এর Building Construction করার সরকারের কোন পরিকল্পনা বর্তমান আর্থিক বৎসরে আছে কি ; এবং—

২। না থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরেই হইবে কিনা তাহা চূড়ান্তভাবে স্থির হয় নাই।

২। উক্ত কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন।

STARRED QUESTION NO. 590

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। জম্পুই পাহাড়ে লুসাই এলাকায় সরকার পরিচালিত High Senior/Junior Basic School গুলিতে কি কি ভাষায় ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হয়;

২। যে ভাষার মাধ্যমে ঐ এলাকায় শিক্ষা দেওয়া হয় সেই ভাষা শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের স্বীকৃত ভাষা কি না, এবং

৩। অন্যান্য স্কুলে প্রয়োজন অনুযায়ী তাহা চালু করা হবে কি ?

উত্তর

১। জম্পুই পাহাড় এলাকায় কোন সিনিয়র বেসিক স্কুল নাই। সেখানকার জুনিয়র বেসিক প্রাইমারী স্কুলগুলিতে ১ম হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যান্ত লুসাই ভাষার মাধ্যমে এবং জুনিয়র হাই স্কুলগুলিতে ১ম হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যান্ত লুসাই ভাষা এবং ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যান্ত ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান করা হয়। জম্পুই হাই স্কুলে সকল শ্রেণীতেই লুসাই ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে।

২। হাঁ।

৩। অন্যান্য স্কুলের ক্ষেত্রে যে ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন সে ভাষায় প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক পাওয়ার উপরে তাহা নির্ভর করিতেছে।

STARRED QUESTION NO. 740

By Shri Naresh Ch Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা বিভাগ হইতে এমন কোন নির্দেশ আছে কি যদি কোন ছেলে একই শ্রেণীতে ক্রমান্বয়ে ২ (দুই) বার অকৃতকার্য্য হয়, তবে তাহাকে ঐ স্কুলে ঐ শ্রেণীতে আর পড়াশুনার সুযোগ দেওয়া হইবে না,

২। সত্য হইয়া থাকিলে, ইহার কারণ ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। স্কুলসমূহে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য।

STARRED QUESTION NO. 744
By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ধর্মনগরের কাঞ্চনপুর অঞ্চলের দামছড়া, লালজুরি, দশদা, আনন্দবাজার প্রভৃতি অঞ্চল "ডিফিকাল্ট এরিয়া" হওয়া সত্ত্বেও ঐসব স্থানের কয়েকটি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকের 'ডিফিকাল্ট এরিয়া এলাউন্স' পাচ্ছেন না বলে কোন সংবাদ সরকারের জানা আছে কি?

২) জানা থাকলে কোন কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ঐ এলাউন্স দেওয়া হয়নি এবং কেন?

উত্তর

১) হাঁ।

২) (১) [illegible]ইয়াছড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, আনন্দবাজার

(২) [illegible] নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, দামছড়া

(৩) সুবল পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, আনন্দবাজার

(৪) কুকিলা আর এস পি, নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, দামছড়া

(৫) বগিচাদ এস, পি, নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, আনন্দবাজার

ঐসব বিদ্যালয় প্রকৃতপক্ষে ডিফিকাল্ট এরিয়াতে পড়ে তাহা সরেজমিন তদন্ত ক্রমে অবগত হওয়ায় ঐসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ডিফিকাল্ট এরিয়া এলাউন্স দেওয়ার জন্য সরকারী আদেশ শিক্ষা বিভাগের ১০/৩/৭৪ইং তারিখের এফ ১১(৩৭)-ই-/৭০ নং চিঠিতে দেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO 748
By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ধর্মনগরের চন্দ্রপুর উচ্চ বুনিয়াদী, কৃষ্ণপুর উচ্চ বুনিয়াদী এবং কালাছড়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিকে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ের ভর্তি সমস্যা দূর করিবার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে উন্নত করার কোন প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করেন কিনা।

২) করিয়া থাকিলে, কবে তাহা কার্যকরী হইবে?

উত্তর

১) চন্দ্রপুর ও কৃষ্ণপুর অঞ্চল দুইটি ধর্মনগর শহরের বিদ্যালয়গুলির সুযোগ পায়। কালাছড়া অঞ্চলের কাছাকাছি কোন উচ্চ বিদ্যালয় না থাকায় ও ঐ অঞ্চলের জন সংখ্যা ১০,০০০ এর কাছাকাছি হওয়ায় একমাত্র কালাছড়া জুনিয়ার হাই স্কুলের উন্নীত করণের প্রস্তাব বর্তমানে বিবেচনাধীন আছে।

২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 774
By Shri Sudhanya Deb Barma, M L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) গত ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৭৪ ইং টাকারজলায় (সদর দক্ষিণ) স্থানীয় পুলিশ ধান্য বে-আইনী ভাবে বহনকারী টাটা T. R. L. ২৩৭ ট্রাক আটক করিয়াছিল বলিয়া কোন সংবাদ ত্রিপুরা সরকার পাইয়াছেন কিনা ?

উত্তর

১) না মহাশয়।

STARRED QUESTION NO. 893
By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) কৈলাশহর বিভাগের কতটি স্কুলে উপজাতি ভাষায় প্রাথমিক স্তরে পড়াশুনা করার সুযোগ আছে ; এবং

২) বিগত শিক্ষা বছরে কতজন উপজাতি ছাত্রছাত্রী তাহাদের মাতৃভাষায় পরীক্ষা দিয়াছে এবং পাশ করিয়াছে ?

উত্তর

১) }
২) } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে

PAPERS LAID ON THE TABLE
Annexure—'B'

UNSTARRED QUESTION NO. 304
By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Appointment & Services Depertment be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ এবং ১৯৭৩এ (১০ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত) ত্রিপুরা সরকারের কোন ডিপার্টমেন্টে মোট কতজন নূতন লোক নিয়োগ করা হয়েছে তার হিসেব ;

১) ইহাদের মধ্যে এ্যামপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জ মাধ্যমে নিযুক্ত হয়েছেন কতজন ?

উত্তর

১) ১৯৭২ সালে মোট ১৮৯১ জন এবং ১৯৭৩ সালে (১০ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত) মোট ২৪৫৩ জন নূতন লোক নিয়োগ করা হইয়াছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

২) ইহাদের মধ্যে মোট ২৭৮১ জন এ্যামপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জ -এর মাধ্যমে নিযুক্ত হইয়াছে।

STATEMENT SHOWING THE PARTICULARS OF FRESH APPOINTMENTS MADE DURING 1972 AND 1973 (UPTO 10-12-73)—DEPARTMENT-WISE :

Sl. No.	Name of Departments/ Offices	No. of fresh appointment made during 1972	1973 (upto 10-12-73)	Total	How many of them appointed through Employment Exchange
1	2	3	4	5	6
1.	Governor's Secretariat	11	7	18	2
2.	Chief Mini ter's Secretariat	—	1	1	1
3.	Tripura Public Service Commission	—	14	14	14
4.	Tripura Pay Commission	—	8	8	8
5.	Apptt. & Services Deptt.	2	5	7	—
6.	Education Department	1059	782	1841	1385
7.	Secretariat Admn. Deptt.	27	11	38	10
8.	Public Relations & Tourism	19	28	47	18
9.	Inspector General of Police	223	230	453	393
10.	Health & Family Planning	102	314	416	180
11.	Law Department	1	2	3	3
12.	Agriculture Dep.t.	54	115	169	10
13.	Employment Services & Manpower Planning Deptt.	6	4	10	6
14.	District Registrar, South Tripura	—	1	1	1
15.	Animal Husbandry Deptt.	31	63	94	88
16.	Tribal Welfare & Welfare for Sch. Castes Deptt.	15	16	31	15
17.	Labour Department	12	5	17	15
18.	Directorate of Fire Services	—	46	46	39
19.	Food & Civil Supplies Deptt.	20	41	61	7
20.	Panchayat Raj Deptt.	35	6	41	11
21.	Printing & Stationery Deptt.	5	12	17	11
22.	Settlement & Land Records	2	2	4	—
23.	Conservator of Forests	17	230	247	228
24.	Asstt. Transport Commissioner	—	3	3	3
25.	Prisons Directorate	9	15	24	20
26.	District & Sessions Judge	6	31	37	37

27.	Regi trar, Co-operative Societies	4	25	29	25
28.	L. S. G. Deptt.	1	—	1	1
29.	Industries Department	124	96	220	98
30.	Public Works Department	65	173	238	113
31.	Election Department	—	9	9	9
32.	Directorate of Pilot Research Project in Growth Centres	—	2	2	2
33.	D. M. & Collector, West Tripura	3	43	46	11
34.	D. M. & Collector, North Tripura	18	69	87	6
35.	D. M. & Collector, South Tripura	21	42	63	11
36.	Enforcement & Anti-corruption Organisation	—	2	2	—
	TOTAL :	1892	2453	4345	2781 **

** Th: figure in Column 6 includes the appointments made through the Special Selection Committee.

UNSTARRED QUESTION NO. 723
By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৩ এর মধ্যে কোথায় কোথায় নূতন হাই বা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল খোলা হয়েছে ?

২। ঐ সকল স্কুলে প্রযোজন মত শিক্ষক, গৃহ, ছাত্রাবাস, শিল্প ও খেলার জিনিষপত্র আছে কিনা ;

৩। যদি না থাকে, উহা কবে দেওয়া হবে ?

উত্তর

১। প্রশ্নোক্ত সময়ে ত্রিপুরায় কোন হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল খোলা হয় নাই। মাধ্যমিক স্তরের স্কুলকে পরবর্তী স্তরে উন্নীতকরণের মাধ্যমে ঐ সময়ে ২২টি সরকারী এবং ২টি বেসরকারী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলির তালিকা সংগে দেওয়া হইল।

২। স্কুলসমূহের প্রয়োজনানুসারে এবং বাজেটে অর্থ বরাদ্দের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট স্কুলের এই সকল জিনিষের অভাব মিটাইবার জন্য পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

৩। এই বিষয়ে কোন সময়সীমা দেওয়া এখনই সম্ভব নয়।

UNSTARRED QUESTION NO. 408

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত দুই বছরে পঞ্চায়েত গাঁওসভা এলাকাগুলিতে বণ্টিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ কি (বৎসর ভিত্তিক) ?

২। কোন পঞ্চায়েত গাঁওসভা এলাকায় কয়টি ফেয়ার প্রাইস শপ খোলা হয়েছিল এবং কোন্ কোন্ গাঁওসভাতে আদৌ খোলা হয় নাই ?

৩। কি কি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ফেয়ার প্রাইস শপের মাধ্যমে বণ্টিত হয়েছে এবং সেই সকল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের দর কত ?

উত্তর

১। ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ ইং সনের গাঁওসভা এলাকাগুলিতে বণ্টিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

বছর	বণ্টিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ (কেজিতে)			
	চাউল	ধান	গম	আটা
১৯৭২—	১,৭১,৩৯,৩০৮	২,২৩,০২০	৭,৫৯,১৫৩	১২,৯৫ ৪১০
১৯৭৩—	২,০৮,১০,০৫০	—	২৬,৩১,৫৮২	৮৩,৭৪,৩১৩

২। পঞ্চায়েত গাঁওসভা ভিত্তিক ফেয়ার প্রাইস শপের একটি তালিকা 'ক' ক্রোড়পত্রে দেওয়া গেল।

Name of the Sub Division.	Name of Gaon Sabha	No. of fair price Shops opened
SADAR	Jogendranagar	3
	Krishnakishorenagar	2
	Ratanpur	2
	Purathalrajnagar	1
	Pratapgarh	2
	Dukli	2
	Ishanchandranagar	1
	Bishalgarh	4
	Bikramnagar	1
	Barjala	3
	Champakanchan	1

1	2	3
	Takurjala	2
	Madhuban	2
	Rangapanisa	1
	Kamalasagar	2
	Jampaijala	2′
	Laxmibil	1
	Bishramganj	1
	N, C. Nagar	1
	Ujanpathalia	1
	Anandanagar	2
	Bandabpur	1
SADAR	Pravapur	2
	Badarghat	2
	Champamura	1
	Madhayaghaniamara	1
	Padmanagar	1
	Kunaban	1
	Ramnagar	1
	Amarendranagar	1
	Pathaliabari	1
	Southcharilam	1
	Srinagar	1
	Brajapur	2
	Gopinagar	1
	Gokulnagar	1
	North Charilam	1
	Durganagar	1
	Ghaniamora	1
	Arundhatinagar	2
	South Badarghat	2
	Samberbazar	1
	Pekuarjala	1
	Purbasimna	1

1	2	3
SADAR	Gandhigram	2
	Bamutia	2
	Kalkalia	1
	Budhjungnagar	1
	Kalacherra	1
	Kamukcherra	1
	Batkathal	1
	Megliban	1
	Sebalsing	1
	Laksmimura	1
	Uttar Debendranagar	2
	Taranagar	2
	Debendranagar	1
	Poschim Somna	2
	Sachubazar	1
	Fatikcherra	2
SADAR	Takakari	1
	Mohanpur	3
	Uttadashgaria	1
	Indranagar	2
	Lankamura	1
	Singarbil	2
	West Bhubanban	1
	Narsinggarh	1
	Kunjaban	1
	Mandhainagar	1
	Binakuprapara	1
	Champaknagar	1
	Mashlishpur	2
	Bhrighudasbari	1
	Bankimnagar	1
	Purbabarjala	1

1	2	3
	Sibnagar	1
	Devinagar	-
	Purbanoagaon	2
	Meghlipara/Tulakona	1
	Ashigarh	1
	Haricharanpara	1
	Khashnoagoan	1
	Radhakishornagar	1
	Gurupadacoloy	1
	Janmejoynagar	3
	Radhakishorepur	1
	Noabadi	1
SADAR	Purba Debendranagar	1
	Patnipara	
	Ramchandranagar	1
	Joynagar	1
	Bhridhayanagar	1
	Khayerpur.	1
	Uttar Champamura	1
	Belbari	1
	West Barjala	1
	Noagoan, Balurbandh, Surendranagar, Baikunthyapur, Southdasgharia	Now drawing ration from Hezamara F. P. Shop under Kamuk-cherra Gaonsabha.
	Dumakaridak	Now drwaing ration from Battala F. P. Shop under Tamu-kuri Gaonsabha.
	Meglipara, Kathirambari	Now drawing ration from Tolakona and Mandhainagar F. P. shop.
	Radhapur, Wakinagar	Now drawing ration from Janmejoynagar and Patni.

1	2	3
KAILASHAHAR	Bilaspur	1
	Gournagar Kaulikua	1
	Shamrulper Srirampur	1
	Chantail Fultali Jaruiltala	1
	Goldharpur	1
	Ichabpur Laxmipur	1
	Tillagau Rangauti	1
	Srinathpur Irani	1
	Uttarlingthorai Purba Chowmanu Pachim Chowmanu	1
	Gobindabari Manikpur	1
	Sonaimuri Radhanagar Gakulnagar Krishnanagar Rajkandi	1
	Fatikroy	
	Kumarghat	1
	Pabiacherra	1
	Kanchanbari Mashauli	1
	Dudpur	1
	Kathalcherra	1
	East Ratacherra	1
	West Ratacherra Manu	1
	Chailengta Tarabancherra [illegible]	1

1	2	3
	Durgacherra	
	Lalcherra	
	East/West Masli East/West Karamcherra	1
	North/South Dhumacherra Longthorai	1
	Mainama	1
	Kanchancherra	1
	Betcherra	1
UDAIPUR	Gakulpur	1
	Jamjuri	1
	Bagma	1
	Khupilong	1
	Kakraban	1
	Amtali	1
	Gorji	1
	Mirja	1
	Mog Puskarani	1
	Tainani	1
	Shalgarha	1
	Photamati	1
	Khilpara	1
	Dhuptali	1
	Tulamura	1
	Moharani	1
	Chandrapur	2
	Fulkumari	1
	Pitra	1
	Killa	1
	Thalakung	1
	Rani	1

1	2	3
	South Maharani	Yet to be opend.
	Silghati	Yet to be opend.
	South Barmura	Yet to be opend.
	West Brajendranagar	Yet to be opend.
	Palatana	Yet to be opend.
BELONIA	Ishanchandranagar	1
	Sarasima	1
	Sonaichari	1
	Motai	1
	Hrishyamukh	1
	Krishnanagar	2
	Barpathari	1
	Rajnagar	2
	Rangamura	1
	Srirampur	2
	Kamalpur	1
	Kalabaria	1
	Paikhola	1
	West Bagafa	1
	Jolaibari	2
	Birchandranagar	2
	Patichari	1
	Muharipur	1
	Debdaru	1
	Kalashi	1
	Lowgong	1
	East Charakbari	1
	West Charakbari	1
	Birchandrapur	1
	Madhya Pilak	1
	Kathaliacherra	1
	Ratanpur	1
	Pipiriakhola	1
	Gareong	1

1	2	3
SABROOM	Manubazar.	1
	Ghorakapa.	
	Silachari.	
	Doulbari	2
	Ludhua	
	Brajendranagar (partly)	1
	Gardang.	1
	Uttar Taichama.	
	Buratali,	
	South Kalamania.	1
	Fulchari.	
	Chailtachari.	1
	Harina.	1
	Guachand	
	Sonaichari.	1
	Manu-bankul	
	Chalita-bankul	1
	East/West Jalefa.	1
	Sreenagar.	1
	Krishnanagar.	
	Baisnabpur.	
	Rajdharpur	1
	Purba Sabroom.	
	Baisnabpur (partly)	1
	Madhabnagar	1
	Amlighat.	1
	Chailtacharia (Partly)	1
	Brajendranagar. (partly)	
	Sinehukpather.	1
	Magurcherra.	
DHARMANAGAR.	Hurua.	2
	Anandabazar.	1
	Padmabil.	1
	Taichama.	1
	Seimlong.	1
	Phuldugsai.	1
	Dasda.	2
	Satnala.	1

1	2	3
	Ramnagar	1
	Tilthai.	2
	Kanchanpur.	1
	Tlangsag.	1
	Choraibari.	1
	Bagbasa	1
	Rowa.	1
	Bilthai.	1
	Dhupirband.	1
	Baruakundi.	1
	Amtilla.	1
	Dewanpassa	1
	Ichai Nutanbazar.	1
	Kalikapur.	1
	Brajendranagar.	1
	Ragna.	1
	Dhamcherra.	1
	Bhagapur.	1
	Paticherra	1
	Setudwar.	1
SONAMURA.	N C Nagar.	
	Kulubari.	
	Aralia.	
	Khedabari.	
	Matinagar.	
	Sovapur.	
	Bejimara.	
	Dhanpur.	
	Nidaya.	
	Birendranagar.	
	Anandanagar.	
	Kalamcherra.	
	Boxanagar.	
	Kalshimura.	Covered by 23 F. P. Shops.
	Choumuhani.	
	Jumerdhepa.	

1	2	3
SONAMURA	Melaghar.	
	Grantali.	
	Telkajla.	
	Bagarbasa.	
	East Nalchar.	
	West Nalchar.	
	Maheshpur.	
	Kathalia.	
	Birampur.	
	Paharpur.	
	Chandul,	
	Rujijala.	
	Chandigarh,	
	Durlavnarayan,	
	Bordwal.	
	Khashhoumuhani.	
	Taksapara.	
KAMALPUR.	Noagoan	1
	Halhuli. (partly)	
	Mohanpur.	1
	Kalacherri.	1
	Chotosurama.	1
	Bilashcharra.	1
	Bamacharra,	1
	Lambocharra (partly)	
	Duraicherra.	1
	Manikbhander.	1
	Nag Bagnshi,	
	Lambocherra (partly)	1
	Halahali (partly).	1
	Apareshkar.	
	Debicherra.	1
KAMAPUR.	Avanga	
	Baralutma.	1
	Salema.	1
	Maharani	
	Mechuria.	1
	Kachucherra.	1

1	2	3
	West Dalucherra.	
	Nalicherra.	1
	Kulai.	1
	Kanchanpur.	1
	Kamalacherra.	2
	Kathalbari.	1
	Harincherra,	1
	Chankup.	1
AMARPUR.	Rangamati	1
	Malbassa.	1
	Duluma.	1
	Laria.	
	Lebacharra.	1
	Karbook.	1
	Jalaya.	1
	Bampur	1
	Sonacherra.	1
	Ompi	1
	Changong.	
	Taidu.	1
	Jam-bukcherra.	1
	Birganj.	1
	Natunbazar	1
	Uttar Chellagong.	1
	Taislong.	1
	R. P. C. Colony.	1
	Gandacharra	
	Laxmipur,	1
	Bolongbassa	
	Ramnagar	
	Taichakma	1
	Kamalakhal	
	Ratannagar.	
	Mukcharri	
	Purba Potacharra	
	Paschim Potacharra	1
	Purba Raima	
	Purbasingh bari	
	Dalapatipara.	1
	J. B. Para.	1
	Bhagirathpara.	1

1	2	3
KHOWAI.	South Ramchandraghat.	1
	Shikaribari Purba Champacherra Pachim Champacherra.	1
	Uttar Padmabil West Singhicherra East Singhicherra.	1
	Chebri.	
	Assarambari Paschim Karangicherra	1
	Belcharra.	1
	Sunatala.	1
	South Padmabil.	1
	North Ramchandraghat.	1
	East Ramchandraghat.	1
	Ratanpur.	1
	Bogabil.	
	Purba Rajnagar Paschim Rajnagar	1
	Gayamanibari.	1
	Badlabari.	1
	Ganki.	2
	Paharmura Gournagar.	1
	Purba Laksmicherra Paschim Lakshmicherra	1
	Purba Bachaibari Paschim Bachibari	1
	Darikapur.	1
	Kunjaban.	1
	Ghilatali.	2
	Madhya Kalyanpur.	
	Ramdayalbari.	1
	North Maharanipur. Tuichingram.	1
	South Maharanipur.	1
	Uttar Pulinpur.	1

1	2	3
	Moharcherra.	2
	Sardu Karkari	2
	South Pulinpur.	1
	Teliamura.	5
	Lakshmipur.	2
	Krishnapur.	2
	Atharamura.	10
	Radharambari.	1
	Karnamanipur.	2
	Ganganagar.	1
	Sidhapara.	2
	North Gokulnagar.	2
	Manacherra,	2
	Karmapara.	2
	Durgapur.	1
	Kamalnagar.	1
	Tetaiya.	1

৩) নিম্নলিখিত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ফেয়ার প্রাইস শপের মাধ্যমে বণ্টন করা হইয়াছে।

১) চাউল
২) ধান
৩) গম
৪) আটা
৫) চিনি
৬) সরিষার তৈল
৭) ডাল

বিক্রয় মূল্য সময় সময় পরিবর্তিত হয়। বিশদ বিবরণ 'খ' ক্রোড় পত্রে দেওয়া গেল।

ANNEXURE—B.

STATEMENT SHOWING THE RETAIL ISSUE PRICE OF VARIOUS ESSENTIAL COMMODITIES RELEASED FROM THE GOVT. STOCK THROUGH F. P. SHOPS DURING 1972 AND 1973.

(1) Rice (Medium) :— Rs. 1·26 per kg. upto 31. 10. 73 and
Rs, 1·50 per kg. from 1. 11. 73 to 31. 12. 73.

(2) Wheat ;— Rs. 0·89 per kg. upto 31. 10. 73 and
Rs. 1·05 per kg. from 1. 11. 73 to 31, 12, 73.

(3) Atta :— Rs. 0·95 per kg. upto 31. 10. 73 and
Rs. 1·14 per kg. from 1. 11. 73 to 31. 12. 73.

(4) Paddy (Local) :— Rs. 0·70 per kg. upto 31. 10. 73 and
Rs. 0·86 per kg. Aush and Rs. 0·28 per kg.
for Aman from 1. 11. 73 to 31. 12. 73

(5) Salt :— Rs 0·37 per kg. from 1. 1. 72 to 17. 8. 72.
Rs. 0·29 per kg. from 18. 3. 72 to 10. 4. 72.
Rs. 0·37 per kg. from 11. 4. 72 to 29. 5, 72.
Rs. 0·35 per kg. from 30. 5. 72 to 13. 6. 73.
Rs. 0·34 per kg. from 14. 6. 72 to 28. 9. 72.
Rs. 0·36 per kg. from 29, 9. 72 to 14. 3. 73 and
Rs. 0·31 per kg. from 15. 3. 73 to 31. 12. 73.

(6) M. Oil :— Rs. 5·55 per kg. from 1. 1. 72 to 17. 3, 72,
Rs. 5·90 per kg. from 18. 3. 72 to 21. 5. 72,
Rs. 5·65 per kg. from 30. 5, 72 to 13. 6. 72,
Rs. 5·95 per kg. from 14. 6. 72 to 28. 9. 72,
Rs. 6·15 per kg. from 29. 9. 72 to 14. 3, 73 and
Rs. 6·45 per kg. from 15. 3. 73 to 31. 12. 73.

(7) Masurdal :— Rs. 2·33 per kg. from 1. 1. 72 to 17. 3. 72,
Rs. 2·24 per kg. from 18, 3. 72 to 10. 4. 73,
Rs. 1·85 per kg. from 11. 4. 72 to 29. 5. 72,
Rs. 1·70 per kg. from 30. 5. 72 to 13. 6. 72,
Rs. 1·90 per kg. from 14. 6. 72 to 29. 8. 72,
Rs. 2·03 per kg. from 29. 9. 72 to 14. 3. 73 and
Rs. 1·89 per kg. from 15. 3. 73 to 31. 12. 73.

(8) Moogdal :— Rs. 2·35 per kg. from 1. 1. 72 to 10. 4. 72.

UNSTARRED QUESTION NO. 487

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

QUESTIONS

১। গত এক বছরে কোন ব্লকে কত পরিমাণ সূতা ও কাপড় তাঁতী ও গরীবদের মধ্যে বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করা হইয়াছে, তার পৃথক পৃথক হিসাব।

২। যদি কোন ব্লকে উহা বন্টন না হয়ে থাকে তার কারণ।

ANSWERS

১। বিনা মূল্যে বা অল্পমূল্যে কাপড় ও সূতার বন্টনের বিশদ বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

ব্লকের নাম	সূতা সরবাহের পরিমাণ বিনামূল্যে	সূতা সরবাহের পরিমাণ স্বল্পমূল্যে	কাপড় সরবরাহের পরিমাণ বিনামূল্যে	কাপড় সরবরাহের পরিমাণ স্বল্পমূল্যে
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১। খোয়াই	১৪০ পাইট	—	—	—
২। তেলিয়ামূড়া	১৪০ পাইট	—	—	—

১	২	৩	৪	৫
৩। বিশালগড়	—	২৬০ গাইট	২২০টি সার্ট ও ফ্রক	—
৪। মোহনপুর	--	২৬০ গাইট	—	—
৫। জিরানীয়া	—	২৬০ গাইট	—	—
৬। মেলাগড়	১৪০ গাইট	—	৬৬০ খানা ফ্রক ৪০০ ,, ধুতি	—
৭। অমরপুর	৬৮ গাইট	—	—	—
৮। সান্তচাঁদ	তিন হাজার একশত টাকা মূল্যের	২,১৯৭'৫০ টাকা মূল্যের	এক হাজার টাকা মূল্যের	—
৯। কৈলাসহর	—	৫৪০ কেজি পরিমাণ	—	১৫ জোড়া + ধুতি ও শাড়ী এবং ৪১০ মিটার লংক্লথ
১০। সালেমা	—	৫৪০ কেজি পরিমাণ	—	৭৫০ জোড়া ধুতি ও শাড়ী
১১। পানিসাগর	—	১৪৯ কেজি পরিমাণ	—	—

২। সুতা ও কাপড় সরবরাহের পরিবর্তে অথবা উহার অতিরিক্ত কৈলাসহর সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক, কাঞ্চনপুর উপজাতি উন্নয়ন ব্লক এবং ছা'মনু উপজাতি উন্নয়ন ব্লকের কিছু সংখ্যক মহিলা সমিতিকে আর্থিক অনুদান মঞ্জুর হইয়াছিল। ডম্বুরনগর উপজাতি উন্নয়ন ব্লক, উদয়পুর ব্লক, রাজনগর ব্লক ও বগাফা ব্লকে বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে কোন কাপড় ও সুতা বণ্টন করা হয় নাই, কারণ সে ধরণের কোন প্রকল্প গত বছরে উক্ত ব্লকগুলিতে ছিল না।

UNSTARRED QUESTION No. 489

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

QUESTIONS

১। ১৯৭৪-৭৫ সনে ত্রিপুরায় মোট কত খাদ্যের প্রয়োজন ?

২। ১৯৭৪-৭৫ সনে ত্রিপুরায় খাদ্য শস্য আমদানী করিতে হইবে কি ? যদি হয় তাহার পরিমাণ কত, চাউল ও গমের হিসাবে।

৩। ঐ পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠান হইয়াছে কি ?

ANSWERS

১। আনুমানিক ২,৫৫,০০০ মেট্রিক টন কেবলমাত্র মনুষ্য খাদ্যের প্রয়োজন।

২। হাঁা, আনুমানিক ১২,০০০ মেট্রিক টন চাউল এবং ১০,০০০ মেট্রিক টন গম।

৩। হাঁা।

UNSTARRED QUESTION NO. 642

By hr Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩-৭৪ সালে সরকার কর্তৃক খরিদ করা মজুত আউস ও আমন ধান ভাঙ্গানোর জন্য কোন ব্যবস্থা হয়েছে কিনা ?

২) হয়ে থাকলে কোন চালের কলে কত পরিমাণ ধান কি ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। এবং

৩) কোন চালের কল কত পরিমাণ ধানের পরিবর্তে কত পরিমান চাল সরকারের মজুতে ফেরৎ দিয়াছে ?

৪) বর্ত্তান সময় পর্য্যন্ত কোন কোন চালের কলের মালিককে কত টাকা কমিশন বা ধান ভাঙ্গানোর মজুরী বাবদ দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) টেণ্ডার এবং প্রত্যিটি মিলের ধান ভাঙ্গানোর ক্ষমতা অনুযায়ী ভাঙ্গানোর জন্য ধান দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন মিলকে কি পরিমাণ ধান ভাঙ্গানোর জন্য দেওয়া হইয়াছে তার হিসাব সঙ্গীয় ষ্টেটমেন্টের ৪নং কলমে দেখানো হইয়াছে।

৩) যে পরিমাণ চাউল বিভিন্ন মিল হইতে ফেরত পাওয়া গিয়াছে তাহার হিসাব সঙ্গীয় ষ্টেটমেন্টের ৫ম কলমে দেখানো হইয়াছে।

৪) যে পরিমাণ টাকা ধান ভাঙ্গানোর খরচ বাবদ বিভিন্ন মিল মালিককে এ পর্য্যন্ত তাহা-বিল অনুযায়ী দেওয়া হইয়াছে তাহার হিসাব সঙ্গীয় ষ্টেটমেন্টের ৬নং কলমে দেখান হইয়াছে।

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	যে সকল মিলকে ধান ভাঙ্গানোর জন্য দেওয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নাম	যে পরিমাণ ধান দেওয়া হইয়াছে	যে পরিমাণ চাউল ফেরৎ পাওয়া গেছে	ভাঙ্গানোর খরচ বাবত কত টাকা দেওয়া হয়েছে
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	সদর	১) রাণীরবাজার সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিমিটেড রাণীরবাজার।	৩,১৫,৬২১ কেজি	২,৪১,৭৮১ কেজ	৮,৭৭৭ টাকা ১৭ প:
		২) গঙ্গাপ্রসাদ রাইস এণ্ড অয়েল মিলস দেবীনগর, রাণীরবাজার।	৫৫,৮০০ কেজি	৩৬,৮০৮ কেজি	এখনো বিল দাখিল করে নাই।
		৩ তারক রাইস মিল নলগড়িয়া, রাণীরবাজার।	৫৪,৯০০ কেজি	৩৬,২৩৪ কেজি	ঐ
		৪) শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, রাণীরগাঁও, রাণীরবাজার।	৪৮,০০০ কেজি	৩১,৬৮০ কেজি	ঐ
		৫) শ্রীগুরু রাইস মিল, নলগড়িয়া, রাণীরবাজার।	৩২,১০০ কেজি	২১,১৮৬ কেজি	ঐ
		৬) শ্রীকৃষ্ণ রাইস মিল, দেবীনগর, রাণীরবাজার।	৬৫,৮০০ কেজি	৪১,৭৬৮ কেজি	ঐ
		৭) শ্রীগৌরাঙ্গ রাইস মিল, দেবীনগর, রাণীরবাজার।	২৫,৩২৫ কেজি	১৬,৭১৪,৫০০ কেজি	ঐ
		৮) মহাদেব রাইস মিল, দেবীনগর,			

১	২	৩	৪	৫	৬
		রাণীরবাজার।	১,১১,৮১০ কেজি	১৩,৭৯৫ কেজি	ঐ
		৯) ভোলানাথ রাইস মিল, দেবীনগর, রাণীরবাজার।	৩৩,৯০০ কেজি	২২,৩৭৪ কেজি	ঐ
		১০) জনকল্যাণ রাইস মিল, দেবীনগর, রাণীরবাজার।	২৪,৯৫০ কেজি	১৬,৪৬৭ কেজি	ঐ
		১১। যোগেশ চন্দ্র সাহা, দেবীনগর, রাণীরবাজার।	৭২,৩০০ কেজি	৪৭,৭১৯ কেজি	ঐ
		১২) যুগল রাইস মিল, আসামপাড়া, রাণীরবাজার।	৪৮,৯২৫ কেজি	৫২,২৯০ কেজি	ঐ
		১৩) নয়নরঞ্জন রাইস মিল, নলগড়িয়া, রাণীরবাজার।	২৩,৪০০ কেজি	১৫,৪৪৪ কেজি	ঐ
		১৪) শঙ্কর রাইস মিল, মোহনপুর, রাণীরবাজার।	২২,২০০ কেজি	১৪,৬৫২ কেজি	ঐ
		১৫) রাণীরবাজার কো: অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড।	২৫,৩৫০ কেজি	১৬,৭৩১ কেজি	ঐ
		১৬) লক্ষ্মীনারায়ণ রাইস এণ্ড আটা মিল, মোহনপুর।	৪০,৮০০ কেজি	২৬,৯২৮ কেজি	ঐ
		১৭). গন্ধেশ্বরী রাইস মিল, নলগড়িয়া, রাণীরবাজার।	৩৮,৭০০ কেজি	২৫,৫১২ কেজি	ঐ
২।	কমলপুর	১) কে, আর, দত্ত	১৭,০০০ কেজি	২,০০০ কেজি	ঐ
		২) মোহনলাল গোস্বামী	৩৯,০০০ কেজি	১৬,০০০ কেজি	ঐ
		৩) কনক রঞ্জন ঘোষ	২২,৬২২ কেজি	৮,৬০৮ কেজি	ঐ
		৪) এম, চক্রবর্তী	২,০০০ কেজি	১,০০০ কেজি	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬
৩।	সোনামুড়া	—	—	—	—
৪।	বিলোনীয়া	—	—	—	—
৫।	উদয়পুর	১) ত্রিপুরা রাইস এণ্ড অয়েল মিলস, উদয়পুর।	২৫,০০০ কেজি	১৫,০০০ কেজি	১,২০০·০০ টাকা
৬।	অমরপুর	—	—	—	—
৭।	কৈলাসহর	—	—	—	—
৮।	সাব্রুম	—	—	—	—
৯।	খোয়াই	১) শ্রীসাধন চন্দ্র ঘোষ, মিল মালিক তেলিয়ামুড়া।	২,২১,৩৬৯ কেজি	১,৪১,৬০৩·৫০০ কেজি	এখনো বিল দাখিল করে নাই।
		২) শ্রীভৃগুমণি জমাতিয়া, তেলিয়ামুড়া।	৪৭,৩১২ কেজি	২৯,৭৬৫·৫০০ কেজি	ঐ
১০।	ধর্মনগর	১) প্রাণেশ রাইস মিল	২,০০০ কেজি	১,২৪০ কেজি	ঐ
		২) ধর্মনগর রাইস এণ্ড অয়েল মিলস।	৪,০০০ কেজি	২,৪৮০ কেজি	ঐ
		৩) সুনীল রাইস এণ্ড অয়েল মিলস।	৪৪,০০০ কেজি	২৮,৭৬০ কেজি	ঐ
		৪) কামিনী রাইস এণ্ড অয়েল মিলস।	২,০০০ কেজি	১,২৪০ কেজি	ঐ
		৫) লক্ষ্মীনারায়ণ রাইস মিলস।	২,০০০ কেজি	১,২৪০ কেজি	ঐ

UNSTARRED QUESTION NO. 650

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। মেলাঘর হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের গত তিন বছরে কয়দিন ক্র্যাফ্ট ক্লাস নেওয়া হয়েছে ?

২। ইহা কি সত্য যে কোন ক্র্যাফট ক্লাশ ছাড়াই নিয়মিত বৎসরে শেষে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে এবং ক্র্যাফট টিচারকে ক্র্যাফট ক্লাশ এর পরিবর্ত্তে উচ্চ শ্রেণীগুলিতে পড়ানোর জন্য নিযুক্ত করে রাখা হয়েছে ; এবং

৩। যদি সত্য হয়, তবে ক্র্যাফট টিচারকে কোন ক্র্যাফট ক্লাশে পড়ানোর দায়িত্ব না দিয়ে তার শিক্ষাগত যোগ্যতার উর্দ্ধে দায়িত্ব অর্পনের কারণ কি ?

উত্তর

১। প্রায় দুইশত পিরিয়ড নেওয়া হইয়াছে।

২। মেলাঘর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রীতিমত ক্র্যাফট ক্লাশ নেওয়া হয় এবং সংশ্লিষ্ট ক্র্যাফট শিক্ষক সন্তোষজনক ভাবেই তাহার দায়িত্ব পালন করিতেছেন। তবে সংশ্লিষ্ট ক্র্যাফট শিক্ষক একজন স্নাতক হওয়ায় তাহাকে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে অন্যান্য বিষয়েও ক্লাশ নিতে দেওয়া হইতেছে।

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 653

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। (ক) ইহা কি সত্য যে গত ১১ই নভেম্বর ১৯৭৩ইং মেলাঘর হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষক শ্রীমৃণাল সেনগুপ্তকে পরীক্ষা নকল নিষেধ করার ফলে কতিপয় সমাজ বিরোধী লাঠি ও ছুরি হাতে আক্রমণ করেছিল ;

(খ) ১৮ই নভেম্বর ১৯৭৩ রাত্রে ঐ স্কুলের অপর শিক্ষক শ্রীশুভেন্দু ভৌমিকের এবং শ্রী সেনগুপ্তের বাস ভবনেও সমাজ বিরোধীরা আক্রমণ করেছিল ;

(গ) ১৯শে নভেম্বর ১৯৭৩ এ স্কুলের পরীক্ষা চলাকালীন ইনভিজিলেটরদের ভীতি প্রদর্শন করে শাসানো হয় ;

(ঘ) ৩১শে জানুয়ারী ১৯৭৪এ স্কুল ভবনে এ স্কুলের শিক্ষক শ্রীরনজিত মজুমদারকে অপমান করা হয় এবং প্রাণ নাশের ভীতি প্রদর্শন করা হয় ;

(ঙ) উল্লেখিত শিক্ষকগণ পুলিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নির্দিষ্ট সমাজ বিরোধীদের নাম উল্লেখ করে থানায় এজাহার দেয়।

২। যদি এই সকল ঘটনা সত্য হয় তবে উল্লিখিত সমাজ বিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সকল ঘটনা তদন্ত করা হয়েছে কি না তদন্ত হয়ে থাকলে তার রিপোর্ট ?

উত্তর

১) (ক) এইরূপ কোন অভিযোগ কেহই সরকার সমীপে পেশ করেন নাই।

(খ) এইরূপ কোন অভিযোগ সরকার পান নাই।

(গ) না।

(ঘ) না।

(ঙ) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION No. 654.

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে গত ১১ই ফেবরুয়ারী রাত্রে সোনামুড়া মহকুমার বগাবাসা গ্রামের আবদুল হামিদ তালুকদারের বাড়ীতে খাদ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত জনৈক কর্মচারী পুলিশ বাহিনীসহ তল্লাসী চালিয়ে শতাধিক মণ ধান আটক করে। পরদিন মাত্র ৫০ মণ ধান সরকারী সংগ্রহে জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়,

২) ২৫০ মণ ধান জমা দেওয়ার নির্দেশ থাকা সত্বেও কি ভিত্তিতে ঐ আটক করা ধান ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে।

২) প্রশ্ন উঠে না। এইরূপ কোন নির্দেশ ছিল না।

UNSTARRED QUESTION NO. 553

By Shri Radharaman Deb Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) বর্তমান আর্থিক বছরে বড় কাটাল উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়টিকে হাই স্কুলে উন্নীত করিবার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১) না।

UNSTARRED QUESTION NO. 805

By Shri Radharaman Deb Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। মোহনপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রাবাস না থাকার কারণ কি -

উত্তর

১। বাজেটে অর্থ সংস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে স্কুল সমূহে ছাত্রাবাস নির্মানের বিষয়টি পর্য্যায়ক্রমে বিবেচনা করা হয়। মোহনপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটি ছাত্রাবাস নির্মানের জন্য যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 806

By Shri Radharaman Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) মোহনপুরে উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) থাকিলে, কখন কার্য্যকরী করা হবে -

উত্তর

১) বর্ত্তমানে নাই।

২) প্রশ্ন উঠেনা।

UNSTARRED QUESTION NO. 631

By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Suppliers Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৩ইং—১৯৭৪ইংসনের মার্চ্চ মাসের পূর্ব্বে বিলোনীয়া মহকুমায় কত বাণ্ডিল টিন বিলি করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। ৩৭০ বাণ্ডেল।

UNSTARRED QUESTION NO. 859

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩ সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৭৪ সালের ২০শে ফেবরুয়ারী পর্য্যন্ত কতজন মন্ত্রী এবং কতজন সচিব পর্যায়ের অফিসার দিল্লী ও কলিকাতা গেছেন তার পৃথক পৃথক হিসাব ?

২) এই সফরে মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ের অফিসারদের জন্য কত টাকা ব্যয় হয়েছে তার পৃথক পৃথক হিসাব।

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর	দিল্লী ভ্রমণ	কলিকাতা ভ্রমণ
১) শ্রী এস, সেনগুপ্ত, মুখ্যমন্ত্রী	১১	৬
২) ,, এম, নাথ, মন্ত্রী	৫	[illegible]
৩) ,, এইচ, সি, চৌধুরী, মন্ত্রী	২	—
৪) ,, কে, দাস, মন্ত্রী	১	১
৫) ,, ডি, কে, চৌধুরী, মন্ত্রী	১	৭
৬) ,, এস, সি, সোম, উপমন্ত্রী	১	[illegible]
৭) ,, এম, আলী, উপমন্ত্রী	[illegible]	—
৮) শ্রীমতী বি চক্রবর্তী, উপমন্ত্রী	২	৭
৯) শ্রী ডি, পি, সিংঘল, মুখ্য সচিব	১৩	১
১০) ,, এ, সিন্হা, উন্নয়ন সচিব	৪	৪
১১) ,, কে, ডি, মেনন, সচিব	[illegible]	[illegible]
১২) ,, ডি, এন, বড়ুয়া, সচিব	৪	৪
১৩) ,, এস, কে, ঘটক, সচিব	২	৪
১৪) ,, এস, চক্রবর্তী, সচিব	২	৭

২নং প্রশ্নের উত্তর	হিসাব
১) শ্রী এস, সেনগুপ্ত, মুখ্য মন্ত্রী	মং ১০,২৩৭·৮৫ পঃ
২) ,, এম, নাথ, মন্ত্রী	মং ৪,৫০৪·৮৫ ,,
৩) ,, এইচ, সি, চৌধুরী, মন্ত্রী	ম ২,৪৫২·১০ ,,
৪) ,, কে, দাস, মন্ত্রী	মং ১,৫০০·৭৫ ,,
৫) ,, ডি, কে, চৌধুরী, মন্ত্রী	মং ৩,৬৭৬·০০ ,,
৬) ,, এস, সি, সোম, উপ-মন্ত্রী	মং ১,৭৩৫·০০ ,,
৭) ,, এম, আলী, উপ-মন্ত্রী	মং ৩,৫০০·০০ ,,
৮) শ্রীমতী বি, চক্রবর্তী, উপ-মন্ত্রী	মং ৪,২৮১·৩০ ,,
৯) শ্রী ডি, পি, সিংঘল, মুখ্য সচিব	মং ১৫,১০৩·৪০ ,,
১০) ,, এ, সিন্হা, উন্নয়ন সচিব	মং ৭,৩৯০·০০ ,,
১১) ,, কে, ডি, মেনন, সচিব	মং ৩,৯০১·০১ ,,
১২) ,, ডি, এন, বড়ুয়া, সচিব	মং ৫,৮৬৮·৪০ ,,
১৩) ,, এস, কে, ঘটক, সচিব	মং ৩,৬৯২·২৫ ,,
১৪) ,, এস, চক্রবর্তী, সচিব	মং ৪,৫৫৪·৯০ ,,

UNSTARRED QUESTION No. 898

By Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কৈলাসহর বিভাগের মানিকপুর ও ভাই-বোনছড়া জুনিয়র বেসিক স্কুলের ঘর নাই ইহা সরকারের জানা আছে কি ;

২) জানা থাকিলে কবে পর্য্যন্ত স্কুলঘর মেরামত করা হইবে ?

উত্তর

১) স্কুলগুলির নিজস্ব ঘর আছে, তবে সেগুলির সংস্কার প্রয়োজন।

২) বর্ত্তমান (৭৪-৭৫) আর্থিক বৎসরে স্কুলগুলির প্রয়োজনীয় সংস্কারের ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

———

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

2nd April, 1974.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 12-30 P.M. on Tuesday, the 2nd April, 1974.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Ministers, 4 Ministers, Deputy Speaker, 2 Deputy Ministers and 48 members.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখতে পাচ্ছি ট্রেজারী ব্যাঞ্চের পেছন থেকে অফিসাররা দাঁড়াচ্ছেন। এইটা আমি আগেও বলেছি, এই হাউসে যে তাদের দাঁড়ানোটা ঠিক হচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার :—The Officers should not stand while Speaker will make entrance in the House.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যা বলছেন যদি তারা দাঁড়িয়ে যায় তাহলে তো কিছু করা যায় না।

মিঃ স্পীকার :—এই সম্বন্ধে আমি আমার রোলিং দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Short Notice question asked by Shri Samar Choudhury.

Shri Samar Choudury :—Questiod No. 1070.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নাম্বার ১০৭০।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে কিছুদিন পূর্বে আগরতলার ১৯ নং টিলার দক্ষিণে কয়েকটি কোয়ার্টার হইতে হরিজনদের উচ্ছেদ করা হইয়াছে।	১) উচ্ছেদ করা হয় নাই। তাহাদের অন্য কোয়ার্টার দেওয়া হইয়াছে।
২) যদি সত্য হইয়া থাকে তবে তাহার কারণ এবং উচ্ছেদ প্রাপ্ত হরিজনদের বাসস্থানের কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে?	২) জেনারেল নার্সিং শিক্ষার্থীদের হোস্টেল না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের বাসস্থানের সাময়িক ব্যবস্থা করার প্রয়োজনে ইহা করিতে হয়। হরিজনদের বিকল্প বাস্থান দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে এই হরিজন পরিবার কত এবং কয়টা পরিবার ছিল এবং কোন কোয়ার্টারে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— স্যার, ১০টি পরিবার ছিল এবং নিকটেই সিমিলার কোয়ার্টারে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে জি, বি, হসপিটালের হরিজনদের জন্য আলাদা কোয়ার্টারস তৈরী হয়েছিল কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা টাইপ ওয়ান কোয়ার্টারে ছিল এবং টাইপ ওয়ান কোয়ার্টারেই তাদেরকে দেওয়া হয়েছে, জি, বি,রই কোয়ার্টার গুলিতে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে, জি, বির এই কোয়াটারটার একটা বড় অংশ ও, এন, জি, সিকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ .—জি, বির কোন কোয়াটার ও, এন, জি, সি, নিয়েছে কি না আমার জানা নেই. এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি এই হাউস-কে যে হরিজনদের জন্য যে সমস্ত কোয়ার্টার তৈরী হয়েছিল সেই কোয়ার্টারগুলি ও, এন, জি, সি, ভাড়া নিয়ে এখন পর্য্যন্ত এক পয়সা ভাড়া দেয় নি ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ও, এন, জি, সি, কোন কোয়ার্টার নিয়েছে আমি বলেছি যে সেই তথ্য এখন নেই, নার্সদের হোষ্টেল করার জন্য যে কোয়াটারের দরকার হয়েছিল সেই জন্য তাদেরকে ঐ কোয়ার্টারগুলি থেকে সিফ্‌ট করে অন্য কোয়ার্টারে দেওয়া হয়েছে ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় এইটা অবগত আছেন কি না যে হরিজনদের এই কোয়ার্টারগুলি এই গুলি হরিজনদের উপযুক্ত নয় বলে তারা যে সমস্ত একটু জায়গা ইত্যাদি চায় সেইজন্য এই হরিজনদেরকে এই কোয়াটারের মধ্যে রাখা হচ্ছে না । সেইটা ও, এন, জি, সি, দখল করেছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে তারা টাইপ ওয়ান কোয়াটারে ছিল এবং টাইপ ওয়ান কোয়াটারেই তাদেরকে দেওয়া হয়েছে ।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রীমশায় কোন কোয়াটারে তাদেরকেরাখা হয়েছে সেইটা পরিষ্কার বলেন নি । কোন কোয়ার্টারে রাখা হয়েছে তাদেরকে, আমি যতটুকু জানি এদের কোয়াটারের কোন ব্যবস্থা করা হয় নি এবং তারা কোন কোন কোয়াটারের বারান্দায় তাদেরকে থাকতে হচ্ছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে যতটুকু তথ্যআছে তারা টাইপ ওয়ান কোয়াটারে ছিল এবং টাইপ ওয়ান কোয়াটারেই তাদেরকে দেওয়া হয়েছে । এই কোয়াটার থেকে এক ফার্লং বা তার চেয়ে একটু দূরে হবে ।

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার. কোয়েশ্চন নাম্বার ৮৪৭।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৮৪৭।

প্রশ্ন

১) নুতন কর্মচারী নিয়োগের উপর বিধি নিষেধ অরোপ করে কেন্দ্রীয় সরকার কি ১৯৭৩-৭৪ সালে রাজ্য সরকারকে কোন নির্দ্দেশ দিয়েছেন ?

২) যদি নির্দেশ দিয়ে থাকেন তবে তার সারমর্ম কি ?

উত্তর

১) কেন্দ্রীয সরকার এইরূপ কোন নিদেশ দেন নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যদি এই রকম কোন নির্দেশ না দিয়ে থাকে তাহলে ত্রিপুরার যে সমস্ত কর্ম্মচারী ইতিমধ্যে ছাঁটাই হয়ে আছে তাদেরকে পুনঃনিয়োগ করতে বাধা কোথায় ? কেন তাদেরকে করা হচ্ছে না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কর্মচারী ছাঁটাই হয় যখন না কি কোন টেম্পোরারী ডিপার্টমেন্টে যদি তাদের কাজ না থাকে এবং তাদের সেই কাজ ফুরিয়ে গেলে এবং নুতন কোন পোষ্ট হলে পরে তাদেরকে তখন অ্যাবজর্ব করা হয়।

শ্রীসমর চৌধুরী — সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে সমস্ত ডিপার্টমেন্টের পোষ্টগুলি খালি পরে রয়েছে। কর্মচারী ছাঁটাই করা হয়েছে সেই সমস্ত পোষ্টগুলি কেন এখনও পূরণ করা হচ্ছে না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টেম্পোরারী ডিপার্টমেন্টে তাদের কাজ যখন ফুরিয়ে যায় সেইটাকে ছাঁটাই করা বলা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় স্বীকার করবেন কি যে প্রত্যেক দপ্তরেই পোষ্ট ভেকেন্ট আছে এমন কি ক্লাশ ফোরের পোষ্ট পর্য্যন্ত ভেকেন্ট আছে যেমন ক্রেশ প্রোগ্রামের চাকুরী আজ থেকে শেষ হয়ে গেল এই ধরণের যারা নাকি টেম্পোরারীলি অ্যাপয়েন্টেড হয়েছিলেন বিভিন্ন কাজে টেম্পোরারী পোষ্টের মধ্যে তাদের একটিও কি জন্য ভেকেন্ট পোষ্টগুলিতে দেওয়া হচ্ছে না, কেন তাদেরকে নেওয়া হচ্ছে না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ক্রেশ প্রোগ্রামে যারা নাকি ছিল তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। তাদের ট্রেনিং শেষ হয়ে গেছে ৩১ মার্চ এবং তাদের ট্রেনিং কি রকমভাবে হয়েছে আমরা সেইটা খোঁজ নিয়ে আমাদের যে সমস্ত পোষ্ট আছে এই-গুলিতে তাদেরকে আনবার বন্দোবস্ত সরকার করছেন।

শ্রীমধুসূদন দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যাদের ট্রেনিং নেওয়া হয়েছে তারা ট্রেনিংএ উত্তীর্ণ হলো কি হলো না এই সার্টিফিকেট কে ইস্যু করবেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে যেখানে কাজ করেছেন সেখানকার রেসপেকটিভ অফিসার যাদের আণ্ডারে কাজ করেছেন উনারা সেইটা দেখবেন যে উনারা কিরকম ভাবে কাজ করেছেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি :—ক্রেশ প্রোগ্রাম কত দিনের ট্রেনিং নেওয়া হয়? ক্র্যাশ প্রোগ্রাম থেকে যারা ছাঁটাই হয়ে গেল তারা কত দিনের ট্রেনিং দিয়েছে?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে প্রশ্নটা করা হয়েছে এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে পারি যে এইটা বোধ হয় আলাদা প্রশ্ন করলে ভাল হয়।

মিঃ স্পীকার :— নো, ইট ইজ কোয়াইট রিলেভেন্ট।

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— ইট রিলেভেন্ট? কারণ আমার প্রশ্ন ছিল নুতন কর্মচারী নিয়োগের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করে কেন্দ্রীয় সরকার কি ১৯৭৩-৭৪ সালে রাজ্য সরকারকে কোন নির্দেশ দিয়েছেন?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী নিজেই বললেন যে ক্র্যাশ প্রোগ্রামে যারা ছাঁটাই হলো তারাও ট্রেনিং দিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাইছি ক্র্যাশ প্রোগ্রাম আসলে উনি ব্যাপারটা গুলিয়ে ফেলেছেন, আসলে ট্রেনিংটা ক্র্যাশ প্রোগ্রামের ট্রেনিং নয়।

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ক্র্যাশ প্রোগ্রাম হলো এইটা সেন্ট্রাল স্কীম। সেন্ট্রাল স্কীম অনুসারে তাদের যত দিন নাকি ট্রেনিং দেওয়া প্রয়োজন ততদিনই ওরা ট্রেনিং দিয়েছেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কতদিনের ট্রেনিং?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— ৬ মাসের।

শ্রীকালী পদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী ভুল তথ্য পরিবেশন করছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিন চার বছর সেখানে কোয়ালি-ফায়েড লোক কাজ করছেন, মাননীয় মন্ত্রী এটা ভুল তথ্য দিয়েছেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ট্রেনিং প্রোগ্রামের সংগে ক্র্যাশ প্রোগ্রামের প্রশ্নটা যে রকম ভাবে এসেছে, সবটা জগা-খিচুরীর ব্যাপার হয়ে গেছে। প্রশ্নটার মধ্যে যা ছিল, তার মধ্যে ছিল যে যারা কর্মচ্যুত হয়েছে বা যাদের কাজ নেই, তাদের কি করে পুনর্নিয়োগ করা যায় সেই সম্পর্কে। কাজেই ক্র্যাশ প্রোগ্রামের ব্যাপারে—এটা সেন্ট্রাল স্পন্সরড্ স্কীম যেহেতু এবং সেন্ট্রাল স্কীম যেহেতু এবং সেন্ট্রাল স্কীম যতদিন পর্যন্ত ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত তাদের চাকুরী ছিল। ৩১শে মার্চ্চ সেন্ট্রাল স্কীমটা উঠিয়ে দিয়েছে। যেহেতু ষ্টেট গভর্ণমেন্টের কর্মচারী আমাদের এখানে রয়েছে, সেইজন্য তিনি বলতে গিয়ে বলেছেন যে বিশেষ কাজের জন্য লেবার ফোর্স ক্রিয়েট করতে পারেন কিনা? এই স্কীমটা একটা প্রসেস ছিল, যেহেতু সেন্ট্রাল স্কীমটা কন্টিনিউড হচ্ছে না হচ্ছে না, সেই স্কীমটা এখানে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যারা কর্মচ্যুত হলেন, তাদের কি করে অন্যো অন্যভাবে ব্যবস্থা করা যায়, সেই সম্পর্কে সরকার বিবেচনা করছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, গ্রামাঞ্চলে যে বিভিন্ন স্কুলগুলিতে শিক্ষকের পোষ্ট ভেকেন্ট পড়ে আছে, সেইগুলি কেন পূরণ করা হচ্ছে না?

মিঃ স্পীকার :— এই প্রশ্নের সঙ্গে এটা আসে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ভেকেন্ট পোষ্ট যেগুলি আছে, সেইগুলি ফিল আপ করার ব্যাপারে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট কোন রেস্‌ট্রিকশান ইমপোজ করেছেন কি না, সেটা পি, ডব্লু, ডি-ই হউক, স্কুলেই হউক ? সেই সম্পর্কে কোন আপত্তি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে আছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ধরণের রেস্ট্রিকশান আপাততঃ নেই। নূতন এ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারে রেস্ট্রিকশান যাতে নূতন এ্যাপয়েন্টমেন্ট ইমিডিয়েট না করা হয়। নূতন পদ বিশেষ পার্মিশান ছাড়া করা যায় না, যেটা একেবারে না করলে নয়, সেইরকম ক্ষেত্রে সেট্টা করা যেতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর জবাবে বলছেন যে রেস্ট্রিকশান নূতন নিয়োগের ব্যাপারে আছে, আর এরআগে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে রেস্ট্রিকশান নেই। কোন্‌টা সত্য ? মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য সত্য, না অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য সত্য ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটা ছিল যে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭৩-৭৪ সালে রাজ্য সরকারকে কোন নির্দেশ দিয়েছেন কি না ? আমি বলেছি নির্দেশ দেয়নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— তাহলে কোন্ ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে আমাদের এ্যাপয়েন্টমেন্ট ব্যাপরে দেখতে হবে, সে ক্ষেত্রে না দিলে নয়, সেই ক্ষেত্রে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইকনমিক ড্রাইভ চলছে কান্ট্রীওয়াইজ, সেই পরিপ্রেক্ষিতে নূতন এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে গেলে অনেক বিবেচনা করে দিতে হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কোন্ কোন্ দপ্তর সম্পর্কে এই যে রেস্ট্রিকশান, তার কথা বলা হয়েছে ।

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন নির্দিষ্ট ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে নয়, ইন জেনারেল সেটা বলা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রতিশ্রুতি দেবেন কি যে নূতন এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে যারা ক্রাশ প্রগ্রামে বা অন্যান্য প্রগ্রামে যাদের চাকুরী টার্মিনেট হয়েছে, তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিবেচনা করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসমর চৌধুরী এবং শ্রীঅনিল সরকার (বেকেটেড)।

শ্রীঅনিল সরকার :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৪৯ স্যার।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৪৯ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে গত ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে অসুস্থ হয়ে একদল শিক্ষার্থী নার্স জি, বি, হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ?	হ্যাঁ।
২) উক্ত ঘটনার কোন তদন্ত হয়েছে কি না এবং খাদ্যে ভেজালকারীদের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে ?	তদন্ত করিয়া জানা গিয়াছে যে ভেজাল খাদ্যের জন্য এই দুর্ঘটনা হয় নাই, কাজেই ভেজালকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅনিল সরকারঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে খাদ্য বিষ ক্রিয়ার জন্য, এই ঘটনা ঘটেছিল। আবার এখানে বলছেন যে খাদ্যে ভেজাল নয়, বিষ ক্রিয়া, বিষ ক্রিয়া কিসের ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথঃ— ১১/২/৭৪ তারিখে নার্সদের হোষ্টেলে খাদ্য বিষ ক্রিয়ার ফলে মোট ৩৯ জন অসুস্থ হইয়াছিল। ইহাদের ২১ জনকে (তন্মধ্যে একজন পাচক) ১১/২/৭৪ এবং ১৮/২/৭৪ তারিখের বিভিন্ন সময়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে যাহাদের ভর্তি করা হয়, তাহাদের ৭ জনকে দুই দিন পর, ১২ জনকে তিনদিন পর এবং ২ জনকে ৪ দিন পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

প্রকাশ থাকে যে ঐ দিন দুপুর বেলা দেড়টায় হোষ্টেলের মেয়েরা ডাল, আলু বেগুন ও সিমের তরকারী সহ ভাত খাইয়াছিল। রোগের উপসর্গ দেখা দেয় রাত্রি প্রায় ১০টার সময়। ঐ সময় আহার্য বস্তুর কিছুই অবশিষ্ট ছিলনা, তাই এগুলি পরীক্ষা করা সম্ভব হয় নাই।

খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণ অনুসন্ধান করা হইয়াছে এবং রান্নার জন্য ব্যবহৃত দ্রব্যগুলিতে ভেজালের কোন প্রমাণ পরীক্ষায় পাওয়া যায় নাই। সন্দেহ করা হইতেছে যে রান্নার পরে কোন বিষাক্ত কিছু মিশ্রিত হওয়ার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিতে পারে পরীক্ষার্থী নার্সেরা ১৯৭১ সালের মে মাস হইতে মাসে ৭৫ টাকা করিয়া ষ্টাইপেণ্ড পায় এবং নিজেরা নিজেরাই মেস চালায়।

শ্রীঅনিল সরকারঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, একটা ক্রিয়া যে খাওয়ার পরে হয়েছিল, সেটা কিসের থেকে হয়েছিল ? আপনি বলছেন যে খাদ্য ভেজাল পাওয়া যায়নি, কাজেই আমি জানতে চাই যে কি পাওয়া গেছে ? রোগটা কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় খাদ্য খাওয়ার পর তাদের ভাত, তরকারী যা ছিল সমস্তই শেষ হয়ে গিয়াছিল। যে সমস্ত তরকারী যেমন সিম, ডাল, তেল ইত্যাদি ছিল, সেই সমস্ত টেষ্ট করা হয়েছে, লবন টেষ্ট করা হয়েছে, তার মধ্যে কোন ভেজাল প্রমাণিত হয় নাই। সন্দেহ হচ্ছে পাকের পর কোন জিনিষ বাইরের কোন বিষাক্ত জিনিষ এই খাদ্যের মধ্যে মিশ্রিত হয়েছে।

শ্রীবি. দাস :— সীম, বেগুন ইত্যাদি দিয়ে যে তরকারী তৈরী করা হয়েছিল, খেলেন দুপুর বেলা. অসুস্থ হলেন রাত্রি ১০টায়। পরীক্ষা হল, কোন ভেজাল পান নি। কিন্তু ঘটনা একটা হয়েছিল সত্যি কথা। সেই ঘটনা কেন হল সেটা তদন্ত করে দেখা হয়েছিল কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্বেই বলেছি যে যে সমস্ত জিনিষ পরীক্ষা হয়েছিল তার মধ্যে কোন ভেজাল হয় নাই। তারা সন্দেহ করে বাহিরের কোন পাকের জিনিষ খেয়ে এটা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এটা বলতে চান যে বাইরের কোন ফলিডল ইত্যাদি বিষাক্ত জিনিষ মিশ্রিত হযেছে ? খাদ্য যেখানে রাখা হয় সেখানে কি এইরকম কোন জিনিষ পাওযা গেছে যেটা বিষাক্ত ?

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইরকম কোন জিনিষ পাওয়া যায় নি। আমি আগেই বলেছি ভেজাল পাওয়া যায় নাই। অনুমান করা হচ্ছে যে পাকের পর কোন বিষাক্ত জিনিষ এই খাদ্যে মিশেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয, সেই এলাকার সমস্ত জিনিষ দেখে কি এমন কিছু পেয়েছেন যে জিনিষটা রান্না হওয়ার পর মশান সম্ভাবনা। এমন কোন পোকার ঔষধ পাওয়া গিয়াছে কি যা থেকে এই রকম হয়েছে, এমন কি কোন প্রমাণ আছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি একটা টিকটিকি পাকের মধ্যে পড়ে তাহলেও এটা হতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী .— ডাক্তার মহাশয় কি এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে টিকটীকি পড়লে বিষাক্ত হয় ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইরকম কোন কথা নয় যে টিকটিকি পড়লে বিষাক্ত হবে। আমি বলেছি কোন বিষাক্ত জিনিষ হয়ত মিশেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— তাহলে কেন আমি এই সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারব না যে খাদ্যের থেকেই এটা বিষাক্ত হযেছে এবং এই খাদ্য কি আমাদের পাবলিক এনালিষ্টের কাছে পাঠানো হয়েছিল তার রিপোর্ট পেশ করা হবে কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— আমি বলছি ডাল, তেল, লবন ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়েছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— যে সমস্ত রোগীরা ছিল তাদের ষ্টমাক ওয়াশ করে কিংবা ভেদ বাম ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়েছে কিনা এবং পরীক্ষা করে তার মধ্যে কোন কিছু বিষাক্ত পেয়েছেন কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের পায়খানা পরীক্ষা করা হয়েছে এবং তার মধ্যে কোন বিষাক্ত কিছু পাওয়া যায় নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— তাহলে কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে চান যে বিষক্রিয়া হয় নি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— আমি বলেছি যে পায়খানা পরীক্ষা করে ভেজাল ধরা পড়ে নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে রোগীরা বমি করেছেন কিনা এবং সেই বমিটা পরীক্ষা হয়েছে কিনা?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পায়খানা পরীক্ষা করা হয়েছিল, সেই তথ্য আমার কাছে আছে।

শ্রীবি. দাস :— তেল, ডাল, লবন, চাল ইত্যাদি আলাদা আলাদাভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে, যা রান্না করা হয়েছিল সেটা পরীক্ষা করা হয়েছিল কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে এটুকু বলা যেতে পারে যে যতটা গভীরভাবে এটা তদন্ত করা দরকার ছিল ঠিক সেইভাবে তদন্ত করা হয় নি। (শেম্ শেম্ ফ্রম অপোজিশান) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি হাউসকে মিসলীড করতে চাই না। যে কথাটা বলা হচ্ছে, যেটা খেয়েছে, তেল ডাল সাধারণভাবে এটা পরীক্ষা হয়ে থাকে। বিশেষ-ভাবে যেটা করা উচিত ছিল বলে পরীক্ষা করা ইত্যাদি হয় নি এটা সম্পর্কে হাউসকে আমি মিসলীড করতে চাই না, এই সম্পর্কে স্বীকৃতি আমি দিচ্ছি।

ডেঃ স্পীকার :— শ্রীঅজিতরঞ্জন ঘোষ।

শ্রীঅজিতরঞ্জন ঘোষ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৭০।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৭০।

প্রশ্ন	উত্তর
১) মির্জা ভাদুরপাথর (রাণী), শামুকছড়া তারপাধুম, কুলামুড়া এবং ধূপতলী অঞ্চলের জনসাধারণের চিকিৎসার সুবিধার্থে একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?	১) এক্ষুনি নাই।
২) যদি থাকে, তবে তাহা কবে নাগাদ কার্যকরী হবে?	২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ :—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভিতরে ঐ অঞ্চলে কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র কিংবা ডিস্পেনসারী খোলার কথা আছে কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যখন অন্যান্য জায়গায় প্রাইমারী হেলথ সেন্টারের কথা বিবেচনা করা হবে তখন সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ঐসব অঞ্চলের কথাও বিবেচনা করব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই এলাকাটা একটা উপ-জাতি অধ্যুষিত এলাকা কিনা এবং এই এলাকাটা থেকে কাকড়াবন হাসপাতালটা কয় মাইল?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাকড়াবন থেকে ঐ এলাকা ৪/৫ মাইল দূর হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই অবগত আছেন কি যে কাকড়াবন এবং ঐ এলাকার মধ্যে একটা সমুদ্র আছে যাকে বলা হয় ছড়ি ছলা এবং সেখানে কোন রাস্তা ঘাট নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কোন সমুদ্র নাই।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঐ এলাকায় বর্ষার সময়ে যখন বন্যা হয়, তখন দেখা যায় যে সেই এলাকাটা ৫/৭/১০ দিন ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, তখন যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে সেই রোগীকে অন্যত্র সরিয়ে এনে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে আগামীতে অর্থাৎ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্যান্য জায়গায় ডিস্পেনসারীগুলি যখন করা হবে, তখন এই জায়গাটার কথাও আমরা বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট কয়টি প্রাইমারী হেলথ সেন্টার বা ডিস্পেনসারী হবে, সে সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী আমাদের কিছু আভাস দিবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে আমাদের ফিফথ প্ল্যানে মোট ৩০টি সাব-সেন্টার খোলার পরিকল্পনা আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সাব-সেন্টার বলতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বুঝেন আমাদেরকে জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এক একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টারের আণ্ডারে কতগুলি সাব-সেন্টার থাকে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেই সাবসেন্টারগুলিতে কি কোন ডাক্তার থাকবে না নার্স দিয়ে চালানো হবে জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নার্স দিয়ে কোন ডিস্পেনসারী বা সাব-সেন্টার চলতে পারে না।

শ্রীঅনিল সরকার :— তাহলে কিসের দ্বারা সেই সব সাব-সেন্টারগুলি চলবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যখন সাব-সেন্টারগুলি করা হবে, তখন নিশ্চয় রোগীর রোগ চিকিৎসা করার জন্য ঔষধ থেকে আরম্ভ করে যে সমস্ত জিনিষের প্রয়োজন হয়, সেগুলি থাকিবে।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৭১।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৯৭১ স্যার।

পশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে তপশিলীভুক্ত জাতির তালিকা প্রস্তুতের ভিত্তি কি ?

২) মোট কতগুলি জাতি তপশিলী তালিকাভুক্ত হয়েছে ?

৩) তালিকাভুক্ত সবগুলি জাতির লোকই ত্রিপুরায় বসবাস করেন কি।

উত্তর

১) অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় ত্রিপুরাতেও রাষ্ট্রপতি/রাজ্যপালের সংগে পরামর্শক্রমে গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে তপশিলীভুক্ত জাতির তালিকাভুক্ত জাতির তালিকা নির্দিষ্ট করেন।

২) সর্বমোট ৩২টি জাতি ত্রিপুরা রাজ্যের তপশিলী জাতি সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছে।

৩) না, উপরোক্ত তালিকাভুক্ত জাতির মধ্যে বিগত ১৯৭১ সালের আদম শুমারী অনুসারে বর্তমানে মোট ৩০টি তপশিলী জাতি ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করিতেছেন

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন, যে ৩৭টি জাতিকে তপশিলী জাতির তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে ৩০টি জাতি আমাদের ত্রিপুরাতে বসবাস করেন আর বাকী ৭টি জাতি ত্রিপুরাতে বসবাস করেন না। এখন এই ৭টি জাতি কারা ত্রিপুরাতে বসবাস করেন না, তিনি মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে ৩০টি জাতি এখানে বসবাস করে আমি তাদের নাম বলব—(১) বাগদী, (২) ভুইমালি

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— স্যার, যারা এখানে বসবাস করে না, আমরা শুধু তাদের নামটাই চাই।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন্ কোন্ জাতি বাস করছে আর কোন কোন্ জাতি বাস করছে না, তার আলাদা কোন হিসাব আমার কাছে এখন নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :- মাননীয় মন্ত্রী মশাই এটা অবগত আছেন কি যে যে হিন্দুস্থানী শ্রমিক যারা এখানে আছে তারা অন্যান্য রাজ্য থেকে এসেছে এবং তাদের মধ্যে বহু জাতি আছে যারা সেখানে সিডিউল্ড কাষ্ট অথচ আমাদের এই রাজ্যে তারা সিডিউল্ড কাষ্ট বলে স্বীকৃত নন।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকম তথ্য আমার জানা নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই যদি এইরকম লিষ্ট দেওয়া হয় যে তারা অন্যান্য রাজ্যে সিডিউল্ড কাষ্ট অথচ এখানে সিডিউল্ড কাষ্ট বলে স্বীকৃত হন নি, বিশেষ করে চা বাগানের শ্রমিক হিন্দুস্থানী যারা আছে, তাদের মধ্যে, তাদেরকে এই সিডিউল্ড কাষ্টের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য চেষ্টা করবেন কি ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সব জাতি যদি এখানে থেকে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা বিবেচনা করা হবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ত্রিপুরায় বসবাসকারী শঙ্খকর অথবা শাঁখারী সম্প্রদায় যারা আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যে তপশিলী বলে স্বীকৃত তাদেরকে এখন পর্যন্ত কেন রাজ্যে তপশিল জাতিভুক্ত করা হল না, কেন জানাবেন কি ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পার্শ্ববর্তী রাজ্যে এই রকম আছে কিনা, আমার কাছে সেই রকম কোন তথ্য নাই। তবে আমাদের এখানে নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই শঙ্খকর কমিউনিটি থেকে তপশিলী জাতির লিষ্টটাকে রিভাইজড করে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোন রিপ্রেজান-টেশান তাদের কমিটি থেকে সরকারের কাছে দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমার জানা নাই।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে ৩২টি জাতির নাম দিলেন তারা কবে তপশিলী জাতির তালিকাভুক্ত হয়েছিল জানাবেন কি ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— ২-১১-৫৬ ইং সনে তারা তপশিলী জাতিভুক্ত হয়েছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—শঙ্খকর অথবা বাগ্ধকর সম্প্রদায় আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যে তপশিলীভুক্ত আছে, অথচ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে নাই এবং আমি জানি যে এই সম্প্রদায় বিভিন্ন সময়ে তাদেরকে তপশিলীভুক্ত করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কাজেই পার্শ্ববর্তী রাজ্যে যদি থেকে থাকে, তাহলে আমাদের এখানেও তাদেরকে ইনক্লোশান করার ব্যবস্থা করবেন কি না, মাননীয় মন্ত্রী মশাই আমাদেরকে জানাবেন কি ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী : -মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকম যদি থেকে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা বিবেচনা করা হবে।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :--মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে শঙ্খকর সম্প্রদায়কে তপশীল ভুক্ত জাতি করা হবে বলে অনেকবার বলা হয়েছে এবং এই সম্প্রদায়ের থেকে বার বার মন্ত্রী পরিষদ বা সরকারের কাছে দাবী রাখা হয়েছে আর তাই আমরা বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন করেছি এবং উত্তরে বলা হয়েছে যে তাদের কথা বিবেচনা করা হবে এবং আজকেও আবার বলা হচ্ছে যে বিবেচনা করা হবে। কাজেই আমি জানতে চাই তাদের কত শীঘ্র তপশিলী জাতি হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং ওখান থেকে রিয়্যাকশন এলে পর সেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত : —মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে ভারত সরকারের এই রকম নির্দেশ আছে যে পার্শ্ববর্তী রাজ্যে যদি কোন জাতি তপশিলভুক্ত থাকে এবং তারা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা সরকার থেকে পায়, এখানেও সেই রকম জাতি থাকলে তারাও সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি পাবে। কাজেই এর জন্য পৃথক করে ভারত সরকারের কনকারেন্সের প্রয়োজন নাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে ষ্টেট গভর্ণমেন্টের লিষ্ট করা যায় কি না সেই সম্পর্কে আমি বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ইতিপূর্বে আমারও একটা প্রশ্ন ছিল—ত্রিপুরার যারা মল্ল বর্মণ যারা মালো বলে কথিত তাদের ইনক্লুড করার জন্য সেটা দেখাতে গিয়ে আমি গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার একটা সার্কুলারের অংশ কোট করে বলেছিলাম সেখানে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া প্রত্যেকটি ষ্টেটে সার্কুলার দিয়েছেন যে অন্যান্য রাজ্যে যদি তারা যে সব বেনিফিটগুলি পায় তাহলে এই রাজ্যেও সেই বেনিফিটগুলি পেতে পারে—সেই সার্কুলারের ডেইট ১৯৭১ সনের আগেই। এই যে এত বড় একটা সার্কুলার রয়ে গেল তারপরেও এই [illegible] ত্রিপুরায় এই সম্পর্কে পূর্ণ সমাপ্তি [illegible] কেন? এই লিষ্টটা ১৯৫৬ সালে হয়েছে এবং ১৯৭১ সালের সেনসাসে দেখা গেল এদের মধ্যে সুপারফ্লুয়াস জিনিষ আছে—যে সমস্ত লোক এই রাজ্যে বাস করছে তারা দিনের পর দিন দাবি করে যাচ্ছে তাদের সম্পর্কে কংক্রিট কি ব্যবস্থা নিয়েছেন সেই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আলোকপাত করবেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লিষ্ট আমরা করতে পারি কিন্তু সেটি বোধ হয় প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাগে—কারণ প্রেসিডেন্টের নামেই লিষ্টটা হয় সেজন্যই করতে বিলম্ব হচ্ছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—বোধ হয় কথা বললে হবে না যেহেতু স্পেসিফিক চিঠি আছে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার। সেই চিঠি তারা কি ভাবে ডিসপোজ অব করেছেন। সেই চিঠিতে আছে পার্শ্ববর্তী রাজ্যে যারা থাকবে তাদেরটা ষ্টেট গভর্ণমেন্ট করতে পারবে। সেই সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট অব ত্রিপুরা কি ডিসিশান নিয়েছে, কোন ডিসিশান নিয়েছেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে কনষ্টিটিউশানাল প্রভিশান রয়েছে। তার মধ্যে বলা হয়েছে সিডিউল্ড কাষ্ট সম্পর্কে "The President may with respect to any State or Union Territory and where it is a State, after consultation with the Governor thereof by public notification specific caste, race or tribes or part of or group with the caste, race or tribe which shall for the purpose of constitution to be deemed to scheduled castes in relation to other State or Union Territory as the case may be".

Shri Bajuban Riyan :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭[illegible] সাল-এর মধ্যে এই ৩৭টি জাতির লিষ্ট সংশোধন করার জন্য ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সংশোধিত লিষ্ট দাখিল করেছেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে (ইন্টারাপশান)

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে সংশোধিত লিষ্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে যেহেতু আমার সামনে কাগজ পত্র নাই—আমি যতটুকু স্মরণ করতে পারি ১৯৬৭ সালেই পাঠান হয়েছিল এবং সেটা পার্লামেন্টে আইন করার অপেক্ষায় ছিল। তখন ইউনিয়ন টেরিটরি ছিল বলে পার্লামেন্টের আইনের অপেক্ষায় ছিল। কাগজপত্র আমার সামনে নাই আমি খুব ডেফিনিটলী বলতে পারছি না। তবে আমি এই কথাই বলতে পারি ১৯৬৭ সালেই পাঠান হয়েছিল। এখন পর্যন্ত পার্লামেন্ট থেকে কোন আইন হয় নাই। তারপরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এখন ষ্টেট হয়েছে এখন হয়ত তাড়াতাড়ি হয়ে যেতে পারে।

শ্রীমধুসূদন দাস : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমরা জনপ্রতিনিধি, কারা সিডিউল্ড কাষ্ট, কারা সিডিউল্ড কাষ্ট নয় সেই সব সার্টিফিকেট আমাদের ইস্যু করতে হয়। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে জানাতে চাই এই যে ৩৭টা জাতি তার মধ্যে কারা কারা সিডিউল্ড কাষ্ট তাদের নামের একটা লিষ্ট প্রত্যেক জনপ্রতিনিধির নিকট দেওয়া যায় কি না ?

মিঃ স্পীকার :—দিস ডকোমেন্ট হজ এক্সেসেবল টু ইউ।

শ্রীঅনিল সরকার : মাননীয় মন্ত্রী মশাই আপনার কাছে কিছুক্ষণ আগে বিরোধী দলের নেতা বলেছিলেন যে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের মধ্যে যারা তপশিলীভুক্ত অথচ ত্রিপুরার তপশিলভুক্ত নয় তাদের তপশিল হিসাবে গণ্য করা হবে কিনা সেই সম্পর্কে আপনি বিবেচনার কথা বলে ছিলেন। আমি সেই প্রসংগে আমি ৩০টা হিন্দুস্থানী জাতির নাম পড়ছি তারা ত্রিপুরায় আছে এই সম্পর্কে তাদের তপশিলভুক্ত করবেন কি না ? আমি নামগুলি পড়ছি (১) কুর্মী (২) ভুমিজ (৩) ভুঞ্জরু (৪) বিন্দ (৫) ভাওয়া (৬) মুণ্ডা, (৭) দেশালী (৮) দেশাদ (৮) নুরগাই (১০) বড়াইক (১১) কোচাই (১২) গোয়ালা (১৩) লোধা (১৪) লোহার (১৫) গোদিন (১৬) নাইকো (১৭) নায়ক (১৮) ভুঁইয়া (১৯) পাইক (২০) তেলেংগা (২১) গাঞ্জু (২২) মাটোয়াল (২৩) পাশি (২৪) তুতী (২৫) বুনাজী (২৬) কর্মকার (২৭) নাগাচী (২৮) বাউড়ী (কোদালদাস, বাল্মিকী দাস) (২৯) বিন (৩০) বেদিয়া—তাদের ত্রিপুরায় তপশিল হিসাবে গণ্য করবেন কিনা এই আর্থিক বছর থেকে ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—এর সব সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত এরা এই রাজ্যে ৫০ বছর যাবত আছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অন্যান্য ষ্টেটে যে বেনিফিট আছে সেটা এই ষ্টেটেও যাতে পেতে পারে সেজন্য সরকার বিবেচনা করবেন।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই হাউসের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে—মল্লবর্মণ, শব্দকর এবং অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায় দীর্ঘকাল যাবত তপশিল সহ সম্পর্কে তারা রিপ্রেজেন্টেশান দিয়েছে।' এবং বলতে হয় অনেক সময় ইলেকশানে দাঁড়ানের জন্য জাল সার্টিফিকেট দিয়ে তপশিলী হিসাবে চালানোর ঘটনা ত্রিপুরায় আছে। কাজেই তারা যে সব রিপ্রেজেন্টেশান দিয়েছে অবিলম্বে তাদের তপশিল ভুক্ত করার জন্য এত আন্তরিক বছরে চেষ্টা করা হবে কি না। বগত ১০ বছর যাবত তপশিল ভুক্ত করার জন্য আবেদন করে আসছে।

তড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—যেহেতু এর বিষয়ে অনেক জটিলতা বাদ পড়ে গিয়েছে সেজন্য এর ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি করার জন্য ত্রিপুরা সরকার থেকে এম, এল, এ, দের নিয়ে একটা কমিটি করে এর সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হবে এই রকম এস্যুরেন্স মাননীয় মন্ত্রী মশাই দিতে পারেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা যখন গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে রয়েছে সেই সম্পর্কে আপাততঃ কোন কমিটি করার প্রয়োজন হবে না এটা যাতে তাড়াতাড়ি করা হয় সেজন্য তাগিদ দেওয়া দরকার সেটা আমরা করব।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, মল্লবর্মণ, শব্দকর তাদের নামগুলি ইনক্লুড করার জন্য গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে অলরেডি প্রপোজাল গিয়েছে এইটাই কি বুঝব আমরা এই কথার দ্বারা? অন্তত শব্দকর, মল্লবর্মণ এবং অন্যান্য যারা আছে অলরেডি রিপ্রেজেনটেশান দিয়েছে তাদের নাম ইনক্লোড করার জন্য গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে অলরেডি রিকমেণ্ডেশান গিয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর সম্পর্কে আগেই বলেছি আমার সামনে কাগজ পত্র না থাকার জন্য কোন কোন লিষ্ট পাঠান হয়েছে বলতে পারছি না। যদি বাদ পরে থাকে তাহলে তাদের ইনক্লোড করে নূতন প্রপোজাল দেওয়া হবে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এই যে নামগুলি আছে সেগুলি অনতিবিলম্বে ইনক্লোড করে ভারত সরকারের কাছে প্রপোজাল দেওয়া হবে এই কি, মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলতে চান? এবং যদি ত্রিপুরা সরকার নিজেই করতে পারেন তাহলে ত্রিপুরা সরকার অবিলম্বে করবেন কিনা? যদি ভারত সরকারের কাছে পাঠানোর প্রয়োজন না পড়ে যদি ত্রিপুরা সরকারের ইনক্লোড করার ক্ষমতা থাকে তাহলে ত্রিপুরা সরকার অবিলম্বে করবেন কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা কনষ্টিটিউশনাল প্রভিশানের কথা। আমি আগেই বলেছি প্রেসিডেন্টের কাছে যেতেই হচ্ছে লিষ্ট করবার জন্য। কাজেই সেখানে পাঠাতেই হবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আইনের কথা বলেছেন সেটা পুরানো কথা। মাননীয় তড়িত দাশগুপ্ত মশাই যে সার্কুলারের কথা রেফার করলেন যেটা প্রশ্ন হয়েছিল হাউসে সেটা পরবর্তী কালের কথা। সেই সার্কুলারে আছে পার্শ্ববর্তী কোন রাজ্যে কোন জাতিকে তপশিলভুক্ত করে যে সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় তাহলে পার্শ্ববর্তী রাজ্য নিজেরাই

পারে এবং সেই এস্যুরেন্সই চাইছি মাননীয় মখ্যমন্ত্রীর কাছে। এবং স্পীকার মহোদয়, যদি নিজ ক্ষমতায় মুখ্যমন্ত্রী বা ত্রিপুরা সরকার করতে পারেন তাহলে তারা করবেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রত্যেকটা ষ্টেটের জন্য আলগা আলগা লিষ্ট আছে। সেইটা প্রেসিডেন্টের, অন্তত কনষ্টিটিউশন্যাল প্রভিশন যা আছে সেইটার দ্বারা যা বুঝা যায় এইটা সার্কুলারের দ্বারা এই প্রভিশনের কোন রেফারেন্স হয় বলে আমি জানি না। সেই জন্য আমি বলেছি যে প্রত্যেকটা ষ্টেটের জন্য প্রেসিডেন্টকে অথরিটি নিয়ে লিষ্ট এইটা হয়ে থাকে। কাজেই আমাদের এই বাজেটের জন্য নতুন কোন লিষ্ট যদি করতে হয়, ইনক্লোড করতে হয় তাহলে সেই লিষ্ট ইনক্লোডেড হবে বাই দি প্রেসিডেন্ট।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, আমি বলছিলাম যে আপনারা এই ব্যাপারটা এক্‌জামিন করে দেখবেন কি না? আপনাদেরকে এই ক্ষমতা ভারত সরকার কোন চিঠিতে দিয়েছেন কিনা এবং যদি দিয়ে থাকে তাহলে সেইটা করবেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বারবার বলছি এই কথা যে কনষ্টিটিউশনেল প্রভিশন যেটা রয়েছে সেইটা আমার হাতে দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না. কনষ্টিটিউশনেল প্রভিশনে যেখানে পরিষ্কার মেনশন করা হয়েছে যে প্রেসিডেন্ট ছাড়া এই লিষ্ট অ্যাপ্রোভ হতে পারে না সেখানে আমরা কোন অবস্থাতেই অন্যরা করতে পারবো না।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত — স্যার, আমি বলছি যে প্রেসিডেন্ট হ্যাজ অলরেডি গিভেন হিজ কনসেন্ট ইন রেস্পেক্ট অব এ পারটিকুলার ষ্টেট। এবং আর একটা ষ্টেট আছে বাংলাদেশ, প্রেসিডেন্ট অর্ডার দিয়েছেন বলেই তারা পাচ্ছেন যারা রেস্পেকটিভ রাজ্য যদি এই সুযোগ নিয়ে অন্য রাজ্যকে কিছু দিতে পারে সেইটা আপনারা নিয়ে আছে তার বেনিফিটটা দেবেন কিনা? সেইটা ভালো জিনিস। গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এই কনফিডেন্সটা প্রত্যেক ষ্টেটের কাছে দিয়েছেন এইটা দেবেন কিনা। সেইটা ভালো প্রশ্ন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকম যদি ঢালাও হুকুম প্রেসিডেন্ট দিয়ে থাকেন আমার সেইটা জানা নেই। তবে আমি দেখবো।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানবেন কি যে মাননীয় সদস্য তড়িত মোহন দাশগুপ্ত যে ডাইরেকটিভের কথা বলেছেন সেই ডাইরেকটিভ সেই সরকারের পজেশনে আছে কিনা? এইটা সেই ডাইরেকটিভে এমন কথা আছে কিনা যে যদি কোন রাজ্যে রিকগনিশন দেওয়া হয়ে থাকে এই রাজ্য থেকে রিকগনিশন দেওয়া যেতে পারে এই রকম কোন ডাইরেকটিভ আমাদের রাজ্য সরকারের পজেশনে আছে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমি দেখতে পারি যে আমাদের হাতে আছে কি না আমি দেখে বলতে পারি। তবে কনষ্টিটিউশনেল প্রভিশনে যা আছে তাতে প্রেসিডেন্টকে, এখন আমরা করে দিলেই যে এইটা প্রেসিডেন্টের অ্যাপ্রোভেল হয়ে গেল কি না আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

শ্রীসুনীল দত্ত :— স্যার, এইটা অত্যন্ত পরিষ্কার আছে যে পার্শ্ববর্তী রাজ্যে যে লিষ্ট রয়েছে আমি আসামের কথা বলেছি, মিজোরামের কথা বলেছি এই সব রাজ্যে প্রেসিডেন্টের অ্যাপ্রোভেল নেওয়া হয়েছে। কাজেই প্রেসিডেন্টের অ্যাপ্রোভেল যদি এই জায়গায়, প্রেসিডেন্টের অ্যাপ্রোভেল এই সব রাজ্য পেয়েছে এবং সেইটাকে এই রাজ্যে কার্যকরী করা সেই কথাটাই আমরা জিজ্ঞাসা করছি, আমি লিষ্ট দেখেছি। আসাম, মিজোরাম এইসব ষ্টেট তারা সিডিউল কাষ্টের ভুক্ত। এইটা একটু অ্যাকস্টেনশন করা বা এই রকম যে সব সম্প্রদায়ের কথা বলা হলো জালমাক নট ইত্যাদি তাদেরকে এই রাজ্যে সেই সুযোগ সুবিধা দেওয়া। এইটার জন্য আমরা যে সারকুলারের কথা উল্লেখ করছি সেই সারকুলার আছে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি একটু কষ্ট করে দেখেন তাহলে সেই সারকুলার পাওয়া যাবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে যদি এই রকম কোন সারকুলার থাকে তাহলে আমি এইটা দেখবো।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় এইটা পরীক্ষা করে দেখবেন কি না যে যদি এই রকম একটা ডাইরেকটিভ কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে থাকে নিশ্চয়ই কনষ্টিটিউশনেল প্রভিশনকে অ্যাকসেপ্ট করে দিয়েছে, এমন একটা নির্দেশ নিশ্চয়ই দেন নি যেটা ইন ভায়লেশন টু দি প্রভিশন অব দি কনষ্টিটিউশন। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই রকম নির্দেশ দিয়ে থাকেন যে পার্শ্ববর্তী রাজ্যে যেটা স্বীকৃত সিডিউলড কাস্ট সেইটা এই রাজ্যেও তাদেরকে সেই সুযোগ সুবিধা দেওয়া হোক তাহলে মনে করতে হবে যে উইদিন দি কনষ্টিটিউশনেল ফ্রেম ওয়ার্ক এই ডাইরেকটিভ দেওয়া হয়েছে এবং সেই ডাইরেকটিভ তারা মানবেন কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে আমি যদি দেখি যে এই রকমভাবে কনষ্টিটিউশনেল সেই অধিকার আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে কোন রকম অসুবিধা নেই তাহলে করতে বোধ হয় আপত্তি হবে না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে মল্ল বর্মণ আমাদের এখানে সিডিউল কাস্টের লিষ্টে ধরা হয় না। তা যদি ধরা না হয় তাহলে জেলিয়ামুড়াতে দাঁড়িয়েছেন বরচন্দ্র মল্লবর্মণ তিনি সিডিউলড কাষ্ট হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন? এই ভাবে মল্লবর্মণ সিডিউলড কাষ্ট হিসাবে দাঁড়ালেন কি ভাবে?

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, ইজ ইট রিলেভেন্ট টু দিস কোয়েশ্চান? আই থিংক দ্যাট ইট ইজ নট রিলেটেড টু দিস কোয়েশ্চান।

শ্রীমধুসূদন দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কারা কারা সিডিউল কাষ্ট এটার পরিষ্কার চিত্র ত্রিপুরা সরকারের কাছে নাই এই জন্যই লোক গণনায় সিডিউল কাষ্টের সংখ্যা খুব কম দেখানো হয়, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মশায় স্বীকার করবেন কি না?

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার আপনি যে প্রশ্ন করেছেন এইটা হবে কোয়েশ্চান অব ওপিনিয়ন। আই থিংক ইট কেন নট বি এ সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চান। শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৬২।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নং ৯৬২।

প্রশ্ন

ক) সাবরুম মহকুমার বৈষ্ণবপুরে একটি চিকিৎসালয় খোলার বিষয়ে সরকার কোন সিদ্ধান্ত নিয়াছেন কিনা ?

খ) ক-এর উত্তর হ্যাঁ হইলে কবে পর্যান্ত খোলা হইবে ?

গ) 'ক' এর উত্তর না হইলে কারণ কি ?

উত্তর

ক) না।

খ) প্রশ্ন উঠে না।

গ) সীমিত সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব হয় নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আমি তো কিছু বুঝলাম না। উনি বলেছেন যে না, প্রশ্ন উঠে না, আর তারপর বলছেন যে সীমিত টাকা পয়সা নাই সেই জন্য। এইটা একটা উত্তর হলো ? আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে ওখানে ডাক্তারখানা খোলা হবে কিনা ? উনি বলবেন হ্যাঁ বা না এবং একটা কারণ দেখাবেন যে কি কারণে সেখানে খোলা হবে না। যদি টাকা না থাকে তবে সেখানে সরকার খোলার চিন্তা করবেন কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এইটা ফিফ্থ প্লেনে দেখবো।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— ফিফথ প্লানে কত জায়গায় হবে, কত জায়গায় ডাক্তারখানা ফিফথ প্ল্যানে হবে ? ঐটা ডাক্তারখানা কোন জায়গায় হবে ? এবং মাননীয় মন্ত্রী মশায় স্বীকার করবেন কি না যে এইটা একটা ট্রাইবেল অধ্যুষিত জায়গা এবং তার আশেপাশে কোন ডাক্তারখানা নেই ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাবরুম হসপিটাল থেকে বৈষ্ণবপুর প্রায় ৭/৮ কিলোমিটার।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানতে চাইছি, এখানে কোন ডাক্তারখানা নেই। এইটা একটা ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকা, তার কাছাকাছি কোন ডাক্তারখানা নেই। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে একটা ডাক্তারখানা হওয়া উচিত সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেন কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— এটা পরবর্তী সময়ে চিন্তা করে দেখা হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা চিন্তার কথা নয়। মাননীয় মন্ত্রী তার উত্তরে হ্যাঁ বা না বলুন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বৈষ্ণবপুর তহশিলে ৩৫৩০ লোকের বাস। সধারণতঃ প্রতি ১০ হাজার পপুলেশানে একটা ডিসপেনসারী দেওয়া হয়। এটা হচ্ছে নিয়ম।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, অবগত আছেন কি যে সমগ্র পূর্ব সাবরুমে কোন ডাক্তারখানা নেই?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্যান্য জায়গার সংগে এই জায়গার কথাও বিবেচনা করা হবে।

Mr. Speaker :— The question hour is over. The Ministers may lay on the Table of the House the replies to the Unstarred Questions and also the Starred Questions which were not answered orally.

অনারেবল মেম্বারস, গতকাল মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয় যখন প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে কাজ করছিলেন, তখন সেক্রেটারীর পজিশান এবং কনভেনশান সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছিল। প্রশ্ন করেছিলেন বিরোধী দলের নেতা মাননীয় শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় এবং বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল সরকার মহাশয়। এই বিষয়ে আমার মনে হচ্ছে রিগার্ডিং ফাংশান এণ্ড পজিশান অব দি সেক্রেটারী আমাদের ধারণা কিছুটা অস্পষ্ট, সেই জন্যই মাননীয় সদস্যের কাছে সেক্রেটারীর পজিশান এবং ফাংশান সম্পর্কে আজকে আমি রুলিং দিতে চাই। সেক্রেটারীর যে পজিশান, সেটা একটা আনইউজাল পজিশান। হিজ পজিশান ইজ এ ভেরী ইউনিক পজিশান। পার্লামেন্টারী প্রেকটিসে আছে—"The Secretary is the adviser to the Speaker in the matter of exeicise of all the powers and functions that belong to the Speaker and to the House through the Speaker. This is very responsible and respectable position. কাজেই এই সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্যের কাছে আমার রুলিং উপস্থিত করছি

Recently I have noticed a tendency of some of the Members questioning the functions and authority of the Secretary of the Assembly. Here, I would like to give in brief the position and the function of the Secretary of Assemblies. Secretary is responsible for the efficient and proper working of the House. He acts under the authority and in the name of the Speaker. Secretary is the person who can advice the Speaker regarding interpretation of rules and also precedents and previous ruling of parliamentary authorities etc. His functions are breadly classified in two categories.

Parliamentary and Administrative. In functioning in Parliamentary charact er· Secretary occupies a seat below the dias of the Speaker in the Chember of the House in order to be constantly available for consultations. During discussion in the House now facts emerges and now information comes forth. In the light of such circumstances it is the duty of the Secretary to immediately advice the Presiding Officer regarding what rules would be attracted so that Speaker may give prompt ruling.

Beside this Secretary's advice is available to all Members who seeks any clarification and interpretation of rules of Procedure and Parliamentary Convention etc. He, however, never volunteers advice unless sought for. Secretary's Parliamentary duties are laid down in the rules but many others are performed by practice and convention. He is also responsible for arrangement of Government Business in such order as the Speaker may determine and preparation of List of Business etc. In his capacity as Secretary of House he enjoys certain privilages. If anybody obstructs him in exccution of his duties, it amounts to contempt of the House

Lastly. Members may please take note that the Seeretary is answerable only to the Speaker and his actions cannot be discussed either inside or outside the House.

In view of avobe possition, I expect the members to allow us to follow the above Parliamentary practice.

মিঃ স্পীকার :— আরেকটা কথা বলার ছিল, সেটা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, যে স্পীকার যখন কথা বলেন হাউসে বা রুলিং দেন, তখন স্পীকারের মাইক ছাড়া অন্যদের মাইক অফ থাকে। দ্যাট ইজ দ্য ইনসট্রাকশান গিভেন টু দি অপারেটারস। মাননীয় সদস্য শ্রীসরকার বলেছিলেন যে আমরা যখন কথা বলি তখন আমাদের মাইক অফ করে দেওয়া হয়। হোয়েন দি স্পীকার স্পীকস অর গিভস হিজ রুলিং এট দ্যাট টাইম অ দারস মাইকস কেপট অফ। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, স্পীকার স্যুড বি হার্ড ইন সায়লেনস।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমর বাবু যখন কথা বলছিলেন, তখন মাইক চলছিল। কিছুক্ষণ পর সেক্রেটারী ঐদিকে গেলেন এবং মাইকটা বন্ধ হয়ে গেল। সেজন্য আমি বলেছিলাম।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আমি বিষয়টা বুঝেছি। সেক্রেটারীর পজিশান এবং ফাংশান সম্পর্কে বলেছি এবং আমরা যে সমস্ত প্রেকটিস অবজার্ভ করছি সেটা বলেছি। আশা করি আমার বক্তব্য আপনারা বুঝেছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার রুলিং আমি যতটুকু শুনেছি তার মধ্যে এক জায়গায় আছে যদি এডভাইস সীক না করা হয়, তাহলে তিনি তা করতে পারেন না।

মিঃ স্পীকার :— দিস ইজ ইন কেস অব মেম্বারস। হি ক্যান এসিষ্ট দি স্পীকার অন হিজ ওন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আপনার রুলিং টা শুনেছি। সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তুলতে চাই না। রুলিং এর এক জায়গায় বলেছেন আমি যদি ঠিক শুনে থাকি যে হি উইল অ্যাডভাইস ইফ আস্কড ফর'

মিঃ স্পীকার :— মেম্বারসদের ক্ষেত্রে। কিন্তু ইন কেস অব স্পীকার হী ক্যান অ্যাডভাইস এনি টাইম। সেটা আছে আমি পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিসে দেখেছি।

Mr. Speaker :— I have raceived a Calling Attention from Shri Samar Choudhury, M. L A. on the subject—"গত ১০-৩ ৭৪ ইং তারিখে সোনামুড়া মহকুমার উত্তর নবদ্বীপ চন্দ্র নগরের জনৈক খলিল মিঞার অনাহারে মৃত্যু সম্পর্কে"।

I have given consent to the motion of Shri Choudhury to-day I would now request the Hon'ble Minister-in-charge of the Department to make a statement today if possible. Otherwise, he will kindly give me a date on which this Calling Attention notice will be shown on the Order paper for a statement.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগামী ৪ তারিখে উত্তর দেব।

Mr. Speaker :— Hon'ble Minister-in-charge will make a statement on the 4th of April. 1974.

শ্রীরাধারমন দেবনাথ : আমার একটা শর্ট নোটিশ প্রশ্ন ছিল।

মিঃ স্পীকার :— আপনার শর্ট, আমার বিবেচনাধীন আছে।

Mr. Speaker :— Today, for discussion of the Demands for grants total 220 minutes have been allotted. Of these 120 minutes for Ruling Party and 90 minuites for the Opposition. Of course I shall request the Ministers concerned to move all the demands for grants at a time and the cut motions of these members who are present in the House will be taken as moved,

Now, I would request the Hon'ble Ministers to move the Demands standing on their names

Shri Sukhamoy Sengupta : - Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 11.69,000/- exclusive charged expenditure of Rs. 46,000 - (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Votes on Account) Bill 1974), be granted to defray the charges which will cum in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respeet of Demand No. 1, Major Head 211—Parliament/State/Union Territory Legislature.

Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 10,45,000/- exclusive charged expenditure of Rs. 4,45,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 2, Major Head 213—Council of Ministers.

Mr. Speaker, Sir. on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 52,02,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 4, Major Head 220—Collection of Taxes on Income & Expenditure, 229--Land Revenue & 230—Stampts & Registration.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor. I beg to move that a sum net exceeding Rs 6, 2,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill 1974), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 5, Major Head—239--State Excise & 245—Other Taxes & Duties on Commodities & Services.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,55,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on account) Bill, 1974) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 ir respect of Demand No. 6. Major Head—241—Taxes on Vehicles & 344 Other Transport & Communication (contribution to Postal Department).

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 36,68,000/ (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974), be granted to defray the changes which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 9, Major Head 252—Secretariat General Services, 265—Other Administrative Services (Vigilance), 265--other Administrative Services (Guest House) & 295—Other Social & Community Services (Celebration of Republic Day).

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that sum not exceeding Rs. 47,55,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill· 1974), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respece of Demand No. 10, Major Head 253—District Administration.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I bag to move that a sum not exceeding Rs. 6,43,000/- (inclusive of the sums specified on column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974) be granted to defray the charges which will come in course of payment

during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 22, Major Head 283—Housing (House, sites minimum needs programme), 288—Social Security & Welfare (Re-settlement of landless Agricultural labourers), 288—Social Security & Welfare (District Soldiers. Sailers & Airmen's Board), 288—Social Security & Welfare (Settlement of Ex-Service men in Boarder areas) & 304—Other General Economic Services (Improvement of Important Markets).

Mr, Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 24,17,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of Schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 24—Major Head 288—Social Security & Welfare (Civil Supplies & 309 Food and Nutrition.

Mr. Speaker :— Now cut motions are taken as moved. Hon'ble member may start their discussion.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, এখানে যতগুলি ডিমাণ্ড মুভ করা হয়েছে এবং সেগুলির মধ্যে যেসব কাট মোশান আছে, তাতে দেখছি যে প্রায় দিনের প্রগ্রাম এখানে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, যতটা করা যায়, সেটা তো হউক। আর যেসব মেম্বারদের কাটমোশান এবং যারা হাউসে উপস্থিত আছে তাদের কাটমোশানগুলি মুভ হয়েছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। কাজেই এখন আমাদের আলোচনা চলতে পারে।

শ্রীঅনিল সরকার:— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কাটমোশানটা হচ্ছে মুখ্য মন্ত্রীর ভ্রমণ ভাতার অপচয় সম্পর্কে। এটা ডিমাণ্ড নাম্বার ৮, আর মেজর হেড হল—২১৭—কাউন্সিল অব মিনিষ্টারস। প্রসঙ্গতঃ আমি বলতে চাই যে ত্রিপুরার আর্থিক অসঙ্গতির কথা মন্ত্রীরা সব সময়ে বলে থাকেন এবং মুখ্য মন্ত্রীও এক জনসভায় বলেছেন যে আমি যত ঘন ঘন দিল্লী যাই কেন, কারণ আমি তো ভিক্ষার্থী কাজেই ভিক্ষা করবার জন্য তিনি দিল্লীতে যান। কিন্তু তাঁর ভ্রমণ করার জন্য দেখা যাচ্ছে এখানে ১৮ হাজার টাকা। আমাদের গরীব দেশের গরীব মুখ্যমন্ত্রী তিনি ভিক্ষা করবার জন্য দিল্লীতে যান এবং গত ১৪ মাসে ১৪ বার গিয়েছেন আর তার জন্য ২০ হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। এছাড়া ত্রিপুরাতেও কত আছে এবং বিভিন্ন জায়গাতে গিয়ে দেখা যায় যে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য বা এই ধরণের অন্যান্য মন্ত্রীরাও যাতায়াত করেন, সেখানে প্রজাবর্গদের থেকে চাঁদা তুলে খাসী মাছ এমন কি বাংলাদেশ থেকেও আনতে হয়। এর উপর সরকারী খরচটা তো আছেই। কাজেই এটা হল ভারতীয় সমাজতন্ত্রের যে সমস্ত কর্মাগুর আছে তাদেরকে নিয়ে এটা হল একটা অপচয় বা অপব্যয়। এবং আমরা লক্ষ্য করছি যে এই বছরটা হচ্ছে একটা ড্রাই ইয়ার, এ্যাপয়েন্টমেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এখানে নূতন করে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না, যেহেতু ড্রাই ইয়ার, ইকনোমি কাট করা হচ্ছে। পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে এত পাকাপাকি হল, কিন্তু সেখানেও দেখা যায়

যে বিবেচনা করা হবে। আসলে অর্থনৈতিকগতভাবে কাট হয়ে গিয়েছে। তবু এদের ভ্রমণ করতে হবে, এবং এটা হচ্ছে একটা বিলাস। আমরা যেমন আগে—গত বাজেট সেসানে দেখেছি যে মন্ত্রীদের জন্য বালিস কেন হচ্ছে, পা-পোস কেনা হচ্ছে, পর্দা কেনা হচ্ছে, বাড়ী সাজানো হচ্ছে এবং তাদের জন্য রিপ্রেজেন্টার আনা হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কারণ তারা সব গরিবী হঠানোর যুগে সমাজতন্ত্রের মন্ত্রী। এরপর শুনছি ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য তাদের কলকাতাতে বাড়ী লাগে, দিল্লীতে বাড়ী লাগে, আবার একটা বাড়াতে হয় না, দুইটা বাড়ী লাগে। আর সেজন্য এক আধ লক্ষ টাকা নয়, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে হচ্ছে। এরপরে ওদের যে ভ্রমণ ভাতা এবং যতবার তিনি দিল্লীতে যান, ততবার দমদমে গিয়ে একটা করে বক্তৃতা দিয়ে যান এবং সেখানে গিয়ে বলে যান যে ত্রিপুরাতে চাউলের কে, জি, ১০ পয়সা, ত্রিপুরার জন্য আর সষার তেল আনতে হবে না, ত্রিপুরাতে সমস্ত রকমের উন্নতি হচ্ছে, ত্রিপুরাতে পাট কল হচ্ছে। অর্থাৎ এমন সব কথাবার্ত্তা যেগুলি ত্রিপুরার জনজীবনে কোন সময়ে কার্যাকরী হবে না, সেইগুলিই তিনি বলার জন্য সেখানে বেঁচে নেন হয় ঐ গংগার পাড়ে যেখানে সিদ্ধার্থ রাজত্বের এলাকা ঐ দিল্লী পর্য্যন্ত। কাজেই এই মুখ্যমন্ত্রীর মত বোগাস বাণীতে শুনে থাকি, আনন্দবাজার—বাজারী সংবাদপত্রগুলিতে পড়ে থাকি, সেগুলি নাকি দমদমে এসে রিলিজ হয় যে ত্রিপুরার জন্য পাটের কলের পার্মিশান এসে গিয়েছে। কিন্তু এখন দেখছি ঐগুলির কিছুই হচ্ছে না। কাজেই মুখ্যমন্ত্রীর জন্য এই যে বাজেট ১৮ হাজার টাকা ভ্রমণ ভাতা, এতে তার কুলাবে না। এবং এখন যে অবস্থা প্রতি মাসে দুই তিনবার যেতে হবে, কারণ কোন্দল এত বেড়ে গিয়েছে যে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে পর্য্যন্ত হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এখানে ছুটে আসতে হয়েছে। কাজেই অ বঢ়া ওয়া আফিসের খবর বর্তমার। তাই বলছিলাম যে টাকার বাজেট করা হচ্ছে তাতে কুলাবে না। গত বারের বাজেটেও নিশ্চয় এত টাকা ছিল না, তার চাইতে অনেক বেশী টাকা লেগেছে। সংকট দিন দিন বাড়ছে। গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা যেটা লক্ষ্য করছি সব জায়গাতেই সংকট, মন্ত্রীসভাগুলি একের পর এক ভাঙ্গছে, মাননীয় মন্ত্রীদের দৌড়ঝাপ চলছে এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী গত এক বছরে যা করলেন, তাতে দেখা যাচ্ছে তিনি একজন ফ্লাইং চীফ মিনিষ্টার এবং তার যে টকিং বক্স যেটা আমরা শুনেছি সেই টকিং বক্সটাকে বিভিন্ন জায়গাতে সিফট করে মানুষের কাছাকাছি গিয়ে শুনানোর জন্য এই বরাদ্দ। কাজেই এটা হচ্ছে অপচয় এবং আমাদের গরিবী হঠানোর যুগে যে সমস্ত গরিবী হঠানোর মন্ত্রীরা আছেন তাদের তেল, গাড়ী বাড়ী সবকিছু দেওয়ার পরেও এই যে ভ্রমণ ভাতা, এটা আমাদের উপর একটা ওভার ট্যাক্সেশান ছাড়া আর কিছু নয়, সেজন্য আমি এটার প্রতিবাদ করি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় উপাধক্ষ্য মহোদয়, আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ফোরে আমার কাট মোশান মুভ করেছি সেটা হচ্ছে—সমীক বকেয়া খাজনা মকুব ও সাড়ে সাত কাণি পর্য্যন্ত জমির রাজস্ব রহিত সম্পর্কে ব্যবস্থা না থাকায়। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, ১৯৬০ সালের ভূমি আইনের ২১ ধারায় আছে খরা, বন্যা, অতি বৃষ্টি অথবা দৈব দুর্যোগের জন্য যদি কৃষকের ফসল হানি হয়, তাহলে পর তাদের সম্পূর্ণ খাজনা মাপ দেওয়া হবে। আমরা রাজ্যপালের

ভাষণ পেয়েছি এখানে। আমাদের মন্ত্রীদের ভাষণও শুনেছি। অর্থ মন্ত্রী নিজের বাজেট ভাষণে তিনি বলেছেন ত্রিপুরাতে প্রচণ্ড খরা দৈবদুর্বিপাক, সাংঘাতিক অবস্থা। ইদানিং কালে আমাদের প্রধান মন্ত্রী এসেছিলেন ত্রিপুরাতে। তিনিও তার বক্তৃতায় সেই কথাই টানলেন সারা ত্রিপুরার অবস্থা খুব করুণ। দৈবদুর্বিপাক, সাংঘাতিক অবস্থা। কিন্তু এই বাজেটে দেখা যাচ্ছে খাজনা আদায় করার পুরোপুরি সাজোয়া বাহিনী তৈরী করা হয়েছে। এবং খাজনা আদায় করার জন্য নোটিশও ছাড়া হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, খাজনার নোটিশের তাগিদ এই সব ছাড়ছেই গ্রামে গ্রামে কোথায় গরীব মানুষ অসহায় অবস্থা—আর এই বার অবস্থা কি বাম্পার রূপ? ৩০ ভাগ ৪০ ভাগ ফসল নষ্ট হয়ে গেল। সেচের জলের ব্যবস্থা নেই কোথাও বেশী জল জমে আছে কোথাও জলের অভাব। নানা ভাবে ৩০ ভাগ ৪ ভাগ ফসল নষ্ট হল কোথায় সেই বাম্পার রূপের অবস্থা? এইরূপ ভাবে সরকার প্রকিউরমেন্টের ধান কালেকশান সুরু করলেন। জনবিয় বৃত্তি নিয়ে—২ একর ৫ একরের উপর ক'জনের জমি আছে? শতকরা ৭০ জনের বেশী লোকেরই ২ একরের নিচে জমি। এই হচ্ছে অবস্থা। তাদের কাছ থেকে জোর জুলুম করে বে আইনী ভাবে তাদের কাছ থেকে ধান প্রকিউর করে আনা হল চাল প্রকিউর করে আনা হল। জোর জুলুম করে বে-আইনী ভাবে সমস্ত ধান চাল প্রকিউর করার জন্য গ্রামে গ্রামে পুলিশ লাগালেন সি, আর, পি, লাগালেন বি, এস, পি. লাগালেন তার উপর সরকারী কর্মকর্তারাতো আছেনই। তাদের গুণ্ডা বাহিনী জুড়ে দেওয়া হল। তারপরও এখন দেখা যাচ্ছে খাজনা আদায়ের জন্য প্রবল চাপ চলছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, ১৯৬০ সালে এই ত্রিপুরা বিধান সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। এই মন্ত্রীরা এই বিধান সভার অবমাননা করছেন। বিধান সভায় সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল সাড়ে সাত কাণি পর্য্যন্ত জমি যাদের তাদের খাজনা দিতে হবে না, খাজনা রহিত হবে। ১৯৬৯ সাল থেকে আজকে ১৯৭৪ সাল এত বছর পার হয়ে গেল এখন পর্য্যন্ত সেই সাড়ে সাত কাণি পর্য্যন্ত জমির খাজনা রহিত করা হয়নি। এই সরকার করে নাই। বরং আরও বেশী খাজনা বাড়িয়েছে এই সময়ের ভিতর। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গাগুলিতে কোন রাজ্যে আছে যে সাড়ে সাত কাণি পর্য্যন্ত জমির খাজনা নেয়? পশ্চিমবংগে নেই বিভিন্ন জায়গায় সারা ভারতবর্ষের কোথায়? সাড়ে সাত কাণি পর্য্যন্ত জমির খাজনা আদায় করা হয় না রহিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ঐ সমাজতন্ত্রের বন্ধুরা ইন্দিরাজীর নাম করে সাত বার প্রণাম করেন সেইসব বন্ধুরা ইন্দিরাজীর নাম নিয়ে নিয়ে প্রগতিপন্থী, সমস্ত কৃষককে গরীব কৃষককে সর্ব্বনাশের পথে ঠেলে দেওয়ার জন্য সাড়ে সাত কাণি পর্য্যন্ত জমির উপর খাজনা বহাল রাখা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, জমির খাজনা কিসের উপর হয়? প্রফিটস অব এগ্রিকালচার, তার থেকেই সিদ্ধান্ত হতে পারে। সাড়ে সাত কাণি জমি কেন এই ত্রিপুরা রাজ্যে ১০ কাণি ১৫ কাণি মালিক যারা তাদের কতটুকু আয়। বছরে তাদের ৬ মাস তাদের রেশন কার্ড করে চলতে হয়। যাদের ৪ কাণি ৫ কাণি ৭ কাণি জমি আছে তাদের বছরের মধ্যে ৮ মাস রেশন কার্ডের চাল কিনে চালাতে হয়। রেশন কার্ড করে চাল কিনার ক্ষমতা নেই। গ্রামের

কৃষি মজুরের কাজ করতে হয় ৪ কাণি ৫ কাণি জমি যাদের। তাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা হচ্ছে। এখনও সাড়ে সাত বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মকুব করা হয়নি। আইনের ২৫ ধারা অনুসারে আছে এগ্রিকালচারের প্রফিটের উপর খাজনা নির্দ্ধারণের সিদ্ধান্ত হবে। ১০ বছর আগে ত্রিপুরা রাজ্যে খাজনার কি হার সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল? ১০ বছর পার হয়ে গিয়েছে, কিসের ভিত্তিতে খাজনার হার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। খাজনার হার সিদ্ধান্ত হয়েছিল কিসের ভিত্তিতে? বলতে পারেন উনরা কোন ভিত্তিতে? কোন ভিত্তি নেই। খেয়াল খুশী মত চাষীদের সমস্ত কৃষকদের সর্বনাশ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। আজকেও চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। সার্ভে করা হয় নাই, সার্ভে করে সমস্ত খাজনা নির্দ্ধারণের প্রশ্ন আছে। আইনে আছে, উনরা সেই আইন মানে না। আইনকে বেপরোয়া ভাবে জোর জবরদস্তি করে হত্যা করে নিজেদের খেয়াল খুশী মত অ-কৃষক, যাদের সংগে জমির সম্পর্ক শুধু ভোগ করা শুধু শুষে নেওয়া, জমি থেকে তাদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এই অবস্থা চলছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সারা ত্রিপুরায় সরকারী হিসাব মাত্র ১২ জন এগ্রিকালচারেল ইনকাম ট্যাক্স দেয়। যারা ত্রিপুরায় ১২ জন উনরা খোঁজে পেয়েছে যাদের কাছ থেকে এগ্রিকালচারেল ইনকাম ট্যাক্স নেয়। এই সভাতে মাননীয় বিধান সভার সদস্য, তার কত একর জমি আছে? কত ইনকাম ট্যাক্স দিয়েছেন বলতে পারেন? আমাদের দেওয়ান সাহেব, তার কত জমি? তার নিজের নামে তার ছেলের নামে? এগ্রিকালচারের প্রডিউসে, তিনি একজন এম, এল, এ, সেই আয় নিচ্ছেন তার উপর বেনামীতে কত একর জমি দখল করেছেন। এক পয়সাও প্রফিটের উপর ইনকাম ট্যাক্স দিয়েছে তিনি? ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় আমাদের বিভিন্ন কংগ্রেসী এম, এল, এ, যারা জমি বেনামীতে করে জোর জবরদস্তি করে বিভিন্ন জায়গায় বসে আছেন তারা দেন প্রফিটের উপর ইনকাম ট্যাক্স? তা করবেন না উনরা, অ-কৃষকদের তারা ধরবে না যারা সমস্ত জমি দখল করে বসে আছে তাদের ধরবে না। টি গার্ডেনের হাতে বকেয়া পড়ে আছে লাখ লাখ টাকা। টি গার্ডেন সমস্ত বে-আইনী ভাবে সমস্ত জমি দখল করে বসে আছে, সার্ভে সেটেলমেন্ট থেকে বছরের পর বছর হয়ে গিয়েছে সেই জমি সেটেল্ড দেওয়া হয় না। তাদের খাজনা নির্দ্ধারণ হয় না। এক কোটি টাকার মত বকেয়া ঐ চা বাগানের। স্যার, আমরা এই খাজনা আদায়ের ব্যাপারে কি দেখছি—খাজনা আর বাজনা সব সমান। খাজনা আদায় করা হবে কত? ৫১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। আর তার জন্য খরচ কত? তার বাজনা কত? ৫১ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা। কিসের জন্য কি প্রয়োজন? এই খাজনা কেন মকুব করা হচ্ছে না? স্যার, কৃষি ঋণ থেকে কেটে কেটে খাজনা আদায় করা হচ্ছে দাদনের টাকা থেকে। ১০ টাকা মাত্র দাদন দিচ্ছে। ১০ টাকাও ধারে পায় না এমন অবস্থা খরার সময়। বাবা মারা গিয়েছে তার ছেলের নামে নোটিশ দিয়ে দাদনের টাকা থেকে আদায় করা হচ্ছে। তাদের জোর করে জবরদস্তি করে আটকে পর্যন্ত রেখে দেওয়া হয়। স্যার, খাজনা আদায়ের জন্য একজন এস, ডি, সি, কমলপুরের এস, ডি, সি, তেলিয়ামুড়ার এস. ডি, সি. একজন কৃষককে আটকে রেখে দিলেন। সব পুলিশ সব দারোগা হয়েছেন। এই হচ্ছে অবস্থা। স্যার, পাটের দাম কৃষকেরা পেল না, ধানের দাম পেল না, ধান উনরা প্রকিউর করেছেন। চাল ১৬ টাকা ১৭ টাকা, দামে

বিক্রী করতে হল, সমস্ত মহাজনরা ১০ টাকা ১২ টাকা ধার উদের কাছ থেকে জমি থেকে তুলে নিয়ে গেল। তাদের সংগে পুলিশ পর্য্যন্ত গেল। যোগেশ সাহা, আপনার বিশালগড়ের, পত্র পত্রিকায় সমস্ত বেড়িয়েছে একটার পর একটা ঘটনা, সেখানে মহাজন যোগেশ সাহা, তিনি তার সংগে পুলিশ নিলেন, সি, এস, এফ, নিলেন, নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুর ফেরা করে দাদনের সমস্ত ধান আদায় করে আনলেন আর সেই ধানই তিনি তুলে দিয়েছেন সরকারের গোডাউনে, সরকারী দরে। লাভ করেছেন, মুনাফা করেছেন আর ঐ কৃষকদের উপর ঐ দুইকানি, পাঁচ কানি, সাত কানি জমির মালিক এই কৃষকদের উপর এই সরকার খাজনা আদায়ের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করছেন, সি, আর, পি, পাঠাচ্ছেন বি, এস, এফ, পাঠাচ্ছেন। স্যার, রেশন কার্ড দেওয়া হয় না। রেশন কার্ড, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় রেশন পর্য্যন্ত ওরা কিনতে পারে না ঐ যাদের কাছ থেকে ওরা খাজনা আদায়ের চেষ্টা করছেন। উপজাতি সমস্ত জুমিয়া, পর চুক্তি, স্যার, পর চুক্তি খাজনা দিয়ে যাদেরকে থাকতে হয় তাদের কাছ থেকে তারা খাজনা আদায় করছে অথচ একটা লোকের জুমিয়া পুনর্বাসন হয় না। বছরের পর বছর তারা সরকারের কাছে দরখাস্ত করে বসে আছে তাদের পুনর্বাসন হয় না, তাদেরকে কোন জমি দেওয়া হয় না। এখান থেকে সেখান থেকে ঘুরাফেরা করে তাদেরকে জুম করতে হয়। আবার সেই জুম করতেও তাদেরকে বাধা দেওয়া হয়। তাদের কাছ থেকে জোর করে খাজনা আদায় করা হচ্ছে। এই হচ্ছে অবস্থা। স্যার, গ্রামে গ্রামে এই যে অবস্থা এই অবস্থায় আমি আমার একটা কাটমোশন এনেছি, আমি দাবী করছি যে বকেয়া খাজনা মকুব ঐ সাড়ে সাত কানি পর্যন্ত জমির রাজস্ব রহিত করা হোক এই দাবী রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :-- শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা। আপনার কি আরেকটা কাটমোশন আছে? যদি থাকে তাহলে এক সংগে সবটা বলুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমার আর একটা কাটমোশন হচ্ছে ডিমাণ্ড নং ২.. -মি কৃষি মজুরদের পুনর্বাসনের ব্যর্থতা সম্পর্কে। স্যার, ভূমিহীনের যে পুনর্বাসনের প্রশ্ন—সেই প্রশ্ন আজকে পর্য্যন্ত সরকার কোন নীতি ঠিক করতে পারলেন না। আমরা গত কয়েক বছর ধরেই দেখছি যে সারা ত্রিপুরাতে হাজার হাজার ভূমিহীন গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে, বিভিন্ন জায়গায় খাসের জায়গা দখল করে আছে, বিভিন্ন জায়গায় তারা সেই সমস্ত আবাদ করেছে। ত্রিপুরা রাজ্যে যদি কোন ভূমিহীনকে পুনর্বাসন দিতে হয়, কয়েকজন বড় বড় জোতদার আছে, যাদের সিলিং এর বাইরে বাড়তি প্রচুর জমি পাওয়া যাবে। তাতে ভূমিহীনের পুনর্বাসন হয়ে যাবে। ত্রিপুরা রাজ্যে যারা জমিতে বসে আছেন, খাসের জায়গাগুলিতে বসে আছেন আমরা লক্ষ্য করেছি স্যার, একটাতেও কাউকে বসানো হচ্ছে না, তাদেরকে কোন সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না, তাদের কোন অ্যালটমেন্ট নেই আজ পর্য্যন্ত। এখন এক নূতন বাইন তুলেছেন গৃহহীনের পুনর্বাসন বিভিন্ন মহকুমাতে গৃহহীন নর নাকি হিসাব নেওয়া হয়েছে, সেই গৃহহীনের হিসাব নিয়ে সেই গৃহহীনদের আমরা লক্ষ্য করেছি যে গৃহহীনদেরকে পুনর্বাসন দেবে তাতেই দেখছি যে হাজার হাজার গৃহহীনের ভিতর আমাদেরকে দশজন, বিশজন, একশো জনের ওরা হিসাব শোনানো হচ্ছে। যাদের হিসাব শুনানো হচ্ছে এখন পর্য্যন্ত অধিকাংশই দেখা যাচ্ছে যে

সেখানে কত রকমের দুর্নীতি, কত রকমের ফাঁকি ফক্কবি। ফক্কবি যাদের পেশা তারা তাদের কাজের মধ্যেও তাই করে। আমরা দেখেছি বড় বড় যারা নাকি জোতদার, বড় বড় যাদের অবস্থা বড বড় বাড়ী ঘর নিয়ে যারা বসে আছে বিভিন্ন জোতের মালিক বিভিন্ন বাজারের আশে পাশে তারা বিভিন্ন কায়দায় এই সমস্ত জমিগুলি বেনামীতে নিজেদের হাতে নিয়েছে। এমন কি তাদের সংগে কংগ্রেসের বিভিন্ন কর্মী, নেতাও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। স্যার, এই ভূমিহীনদের ব্যাপারে সোনামুড়াতে আমরা দেখেছি, আমার মহকুমাতে, কদমতলি, কাঠালিয়া, মহেশপুর বিভিন্ন জায়গা থেকে সোনামুড়া এস, ডি, ও, অফিসে যেটা নাকি তদন্ত করে প্রায় ৩ হাজার সাড়ে তিন হাজার কোথায় কাথায় বসে আছে তাদেরকে ভূমিহীন নাম রেকর্ড করে শুধু কালেকশন করলো, লিষ্ট করলো। সেই লিষ্ট পাঠিয়েছিল। কয়জন ভূমিহীনকে সেই জায়গা-গুলিতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে? কয়জন ভূমিহীনকে সেখানে বসতে দেওয়া হয়েছে? মন্ত্রী জবাব দেবেন? ফরেষ্ট থেকে জায়গা না বের করা পর্য্যন্ত কারও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেই। ওরা নানা রকম কায়দা কানুন করেছেন, প্রসেসিং করেছেন, প্রসেসিংটা কি? একটা কমিটি করেছে সেই কমিটির কাছে প্রস্তাব যাবে সেই কমিটি তারপর তাদের প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করবেন। সব বিবেচনা ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কেবল প্রতিশ্রুতি আর বিবেচনা শুনতে শুনতে মানুষ শেষ হয়ে গেছে। এই যে একটু আগে আজকে আমি একটা কলিং এ্যাটেনশন উপস্থিত করেছি আজকের এই হাউসে—একটা লোক না খেয়ে মারা গেল, কেন মারা গেল? তার জায়গা ছিল, সেই জায়গাটা সে হারিয়েছে, তার ঘর ছিল, ঘরও সে হারিয়েছে। তারপর কোন কাজ পায় না, সে ঘুরে ঘুরে সেই খজিল মিঞা যে মারা গিয়েছে সে এসে স্যার, এস, ডি, ও, অফিসে জি, আরের দরুণ যে শেষ পর্য্যন্ত করেছে। সে যে খাসের জমি সেই খাসের জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে, এই হচ্ছে অবস্থা। বাহারপুর গ্রামে যে সমস্ত জমিগুলিতে বসে আছে, মরেছের জায়গা নয় খাসের জায়গা, আজকে পর্য্যন্ত কোন তদন্ত নেই। জুমিয়া সমস্ত এলাকায়, কাঞ্চনপুর এলাকায়, দশদা এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় সমস্ত ভূমিহীনরা বসে আছে, জুমিয়ারা বসে আছে, উপজাতিরা বসে আছে, কোন জায়গায় কোন অ্যালটমেন্ট নেই। সোনামুড়া মহকুমা থেকে ৮২ টা প্রপোজেল এসেছিল আমি নিজে শুনেছি এস, ডি, ও, অফিস থকে। ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে হ্যাঁ করে বসে আছে। আজকে এক বছর দেড় বছর একটা প্রপোজেল ফেরত যায় না, একটা ভূমিহীনের সেখানে পুনর্বাসন হয় না। ১৯১৯ টাকা না কি তারা ব্যবস্থা করছেন। ১৯১০ টাকা তাদের পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থা কি ভিত্তিতে, ১৯১০ টাকাটা কি ভিত্তিতে ব্যবস্থা করা হচ্ছে, ওটা কোন ভিত্তিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে? কাজেই বিভিন্ন ফরেষ্ট থেকে যে আবাদ যোগ্য জমিগুলি আছে যদি বের না করা যায়, আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে সব সিলিং—এর উর্দ্ধে যে সমস্ত জায়গা বেনামীতে দখল করে রেখেছে এই সমস্ত জোতের অংশগুলি, এই সিলিং—এর উর্দ্ধের জমিগুলি যদি না বের করা যায়, সিলিং এর উর্দ্ধের জমি, আমরা সমস্ত হিসাব জানি। ১৯৭২ সালে এই বিধান সভায় প্রশ্নোত্তরের সময় মন্ত্রীরা জানিয়েছিলেন যে ১৩টা কেস দিয়েছিলেন 'আমি অন্য সব বাদ দিচ্ছি, আমাদের তেরোটা কেস সম্পর্কে তারা নাম লিষ্ট করে এখানে হাজির করেছিলেন, হাউসে উপস্থিত করেছিলেন যে এই তেরোটা কেস তাতে ২৬ কাণির উর্দ্ধে

বাড়তি জমি সিলিং--এর উর্দ্ধে, কেউ বলতে পারে তাদের মধ্যে তো এম, এল, এ আছেন কংগ্রেসের নেতাও আছেন বলতে পারবেন এই সরকার, মন্ত্রী বলতে পারবেন যে একজনের বাড়তি জমি সিলিং—এর উর্দ্ধে যে সম্পত্তি সেই সম্পত্তি বের করে এনে কোন ভূমিহীনকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, বলতে পারবেন? স্যার, ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের প্রশ্ন আরও আমরা লক্ষ্য করেছি ৬টা পরিবার সোনামুড়ায় আমাদের বর্ত্তমান কৃষি উপমন্ত্রীর সেই এলাকা সেই এলাকায় ৬টা পরিবারকে গত দুই সপ্তাহ আগে ওদের সমস্ত বাড়ী ঘর ভেঙ্গে, গত দশ পনর বৎসর ধরে বসে আছে তাতে খাসের জায়গা আবাদ যোগ্য করেছে এক এক জনে ধোয়া মাটি করে, সেই জায়গা থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। আমি খবর পেলাম। ঠিক একই অবস্থা শুনছি, অমরপুরের খবর, একই অবস্থা শুনছি খোয়াইতে, এই সমস্ত জমি থেকে সমস্ত ভূমিহীনকে উচ্ছেদ করা হয়েছে আর তার ভিতর গেড়ে বসেছেন বড় বড় গ্রামের জোতদাররা, ঢুকছেন মহাজনরা, এরা নিজেই তো শোষণ করছে তাদেরকে আবার মহাজনরা গিয়ে যে নাকি খাসের জমি দখল করে বসে আছে সেই সমস্ত খাসের জমিগুলি পর্য্যন্ত তাদের হাতে নিয়ে গোপনে নানা ভাবে পত্তন, দখল—পর্য্যন্ত করে নিচ্ছে। এই সরকার ভূমি-হীনদের পুনর্বাসন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। স্যার, খাদ্য সম্পর্কে ডিমাণ্ড নাম্বার ৪, স্যার, সরকার খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে গরীব কৃষকের উপর জুলুম সম্পর্কে আমি এনেছি কাট মোশন। খাদ্য সংগ্রহ, স্যার লক্ষ্য করলাম সরকার স্বেচ্ছামূলক ভাবে বাজার থেকে কিনবেন ঘোষণা করলেন। তার জন্য ভাগ করলেন প্রথমে অমুক জেলা, তারপর অমুক মহকুমা, তারপর অমুক এলাকা, শেষ পর্য্যন্ত গ্রাম ধরে বাড়ী সমস্ত কিছু তারা হিসাব করলো। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কি কি হলো? জনসাধারণ তাদের সমস্ত ধান তাদের গোলায় তুলে দিবে। একটা বড় জোতদার, একটা অকৃষক জোতদার, অকৃষক জমির মালিক একছটাকও সেই ধান দেয় নাই। ধান কার কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে? বিভিন্ন বাজারে চাউলের দাম কমে ২০।১৮।১৬।১৯ টাকা পর্য্যন্ত নেমে গিয়েছিল ধানের দাম। এমনকি কোন কোন বাজারে ২০/২২ টাকা পর্য্যন্ত চাউলের দাম নেমে ছিল। সেই অবস্থায় এই সরকার গ্রামে গ্রামে প্রকিওরমেন্ট নীতিতে বাজার থেকে জবরদস্তি কালেকশন আরম্ভ করলেন, তাদের কালেকশনের ক্রেডিট নেওয়ার জন্য। বিভিন্ন মহকুমাতে বিভিন্ন হাকিম বদলি করলেন তারা। সেই হাকিমদেরকে পাওয়ার দেওয়া হলো। সেই হাকিমরা সমস্ত কালেকশন সুরু করলেন। গ্রামে গ্রামে তার অফিসার আমলা এসে সমস্ত বি, এস, পি, আর বি, এস, এফ, পুলিশ সংগে নিলেন তারা বিভিন্ন গ্রামের যত কংগ্রেসের বিভিন্ন মুরল সদার, মাতব্বর তাদেরকে। স্যার, প্রথমে এই কায়দায় হলো না, প্রত্যেক মহকুমায় অফিসাররা রেকড করতে পারলেন না, তারপর পঞ্চায়েতকে নির্দ্দেশ দেওয়া হলো। পঞ্চায়েতকে নির্দ্দেশের নমুনা কি? বিভিন্ন পঞ্চায়েত কমিটির কোন স্থান নেই সেই কমিটির কোন মিটিং নেই, দায়িত্ব দেওয়া হলো পঞ্চায়েত প্রধানকে, আবার সব পঞ্চায়েত প্রধান নয়, নির্দিষ্ট যে প্রধান এই মন্ত্রী শৈলেশ বাবুর সংগে যার খাতির বেশী, মহব্বত বেশী, মনোরঞ্জন বাবুর সংগে যার মহব্বত একটু বেশী, সুখময় বাবুর সংগে যার মহব্বত বেশী তাদেরকেই অনুরোধ করা হলো প্রকিউরমেন্ট করে দাও, বিশেষ ভাবে কালেকশন করে দাও। আমাদের আলি সাহেব, আমাদের কৃষি উপমন্ত্রী বর্ত্তমানে যিনি এখন পর্য্যন্ত আছেন,

আজকে তাঁকে পাত্তাই পাওয়া যায় না, তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনি নিজে মাতব্বর ঠিক করেছেন কাকে দিয়ে করা যায়, আর সেই সমস্ত লোক গ্রাম থেকে লুটপাট করে সমস্ত ধান চাল কালেকশান করে এনেছেন। স্যার, চুনছড়া, অমরপুর, হরিনারায়ণ সাহা, তাকে ডিলারশিপ দেওয়া হল, তিনি সেখানে ধান চাল সংগ্রহ করবেন। সেখানে ভানুজয় রিয়ান, কামলা হাং রিয়ান, রূপজয় রিয়ান, রামজয় রিয়ান, বাদু চান রিয়ান, তাদের এক দানা ধান নেই, কিন্তু ৪০ কে, জি, মণ হিসেবে তাদের সমস্ত ধান কালেকশান করে নিয়ে আসা হল, জোর করে তাদের কাছ থেকে নিয়ে আসা হল। যামিনী কারবারী, মাণিকপুর, কৈলাশহর, তাকে সেখানকার ডিলারের দায়িত্ব দেওয়া হল, তিনি সেখান থেকে শোষে সমস্ত ধান নিয়ে আসলেন, আর সেখানে আজকে তিন টাকা কে, জি, চাউল, সেখানকার মানুষ না খেয়ে মরে। স্যার, অমরপুরে তিন টাকা, সাড়ে তিন টাকা কে, জি, চাউল হয়ে গেছে, সেখানে মানুষ না খেয়ে মরছে মহেন্দ্র সাহা, কিল্লার বাজার, তাকে ডিলার করা হল. তিনি সেখানকার সবচেয়ে বড় মহাজন, তিনি সেখান থেকে ছয় সাত টাকা দরে ধান কিনে এনেছেন এবং সরকারের কাছে সরকারী দরে বিক্রী করেছেন, এই হচ্ছে ধান প্রকিউরমেন্টের নমুনা। মনোরঞ্জন সাহা, তিনি আরেকজন ডিলার, কাঠের ডাণ্ডায় তিনি ওজন করেন, একটা ডিলারও কি কোথাও কাঁটা কামান বসিয়েছেন এবং নির্দিষ্ট ওজনে ধান চাল সংগ্রহ করেছেন? গ্রামে গ্রামে লুটপাটের সমিতি বসিয়েছেন, কংগ্রেসকে তাঁরা লুটপাটের সমিতিতে পরিণত করেছেন এরা। স্যার মনুপুরে নরেন্দ্র দাস. মাত্র দুই কানি জমি, তার থেকে এক কুইন্টাল ধান আদায় করা হয়েছে। নেহালচন্দ্রনগরে চঞ্চলক্ষ্মী তার মাত্র আড়াই কানি জমি. তার থেকে এক কুইন্টাল ধান আদায় করা হয়েছে। তাকে বলা হয়েছে তুমি যদি ধান না দাও, তাহলে তোমাকে এখান থেকে উচ্ছেদ করা হবে। স্যার, বড় জোতদারের কাছ থেকে কোন ধান সংগ্রহ নেই। যারা কোমরা-চামরা, আমাদের এই হাউসের মধ্যেও আছে হংসধ্বজ বাবু, মাছমারাতে তার নিজের নামে জমি, এবং তার পুত্রের নামে পেচারথলে জমি, সমস্ত কালেকশান বেনামিতে হচ্ছে, তিনি বলবেন কি তাঁর কত একর জমি এবং তাঁর থেকে কত ধান নিয়েছেন বলুনতো। মাননীয় মন্ত্রী উপস্থিত আছেন, বলুনতো কত ধান নিয়েছেন? মুখ্যমন্ত্রী বলুনতো কয়জন বড় জোতদারের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করেছেন, আপনাদের দলের সদস্যরা কত ধান চাল দিয়েছেন? কাঞ্চনপুর, রজনী বিশ্বাস, তার থেকে এক ছটাক ধানও নেয়নি। কামিনী নাথ, তিনি মাত্র এক কুইনটল ধান দিয়েছেন। তার গোলার ভিতর দুই শ', তিন শ' কুইনটল ধান, গ্রামবাসী দেখিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তার কাছ থেকে মাত্র এক কুইনটাল ধান কালেকশান করা হয়েছে। যোগেশ সাহা, যার কথা আমি আগেও অন্য প্রসংগে বলেছিলাম, যার পাঁচ দ্রোণ জমি, সে কত ধান দিয়েছে বলতে পারেন? পুরাথলে গোপালচন্দ্র, মোহনপুরে গোবিন্দ মজুমদার, অমিয় দেব, কয় ছটাক ধান তাঁরা দিয়েছেন? বরং ঐসব মজুতদাররা বাজার থেকে কিনে আরও মজুত করেছেন, এবং চোরাকারবারী আরম্ভ করেছেন, সেখানে তিন টাকা, সাড়ে তিন টাকা চাউলের কে, জি, উঠে গেছে। স্যার, প্রকিউরমেন্টের নমুনা কি দেখুন। খোয়াই সাত শতেরও বেশী ল্যাণ্ডলেস, সরকারী হিসেবে,

আর সবচেয়ে বেশী গরীব অঞ্চল সেটা, সেখান থেকে হাইয়েষ্ট প্রকিউর করা হয়েছে। ৪০ পারসেন্ট সেখানে ল্যাণ্ডলেস, এবং অল্প কয়েকজনের হাতে ২ একরের বেশী জমি নাই, খুব কম লোকের হাতেই জমি আছে। সেখান থেকে হাইয়েষ্ট কালেকশান, হাইয়েষ্ট প্রকিওর-মেন্ট। অমরপুর ট্রাইবেল এরীয়া, উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা, যারা জমি চাষ করতে জানেনা, জুম করার দিকে এখনও প্রবনতা, জুম থেকে চাষে আনার জন্য সরকারকে পরিকল্পনা নিতে হয়, সেখানকার ফাইভ পারসেন্ট পপুলেশান ট্রাইবেল, সেখানে হাইয়েষ্ট প্রকিউরমেন্ট। ধর্মনগরে ? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আর তাঁর সাগরেতরা কোথায় ? মন্ত্রীরা ধর্মনগর থেকে কয় ছটাক ধান কালেকশান করেছেন ? ধর্মনগরে বড় বড় জোতদার, মন্ত্রীদের বন্ধু ব্যক্তি, শুধু তাই নয় ইলেকশানের সময়ে টাকা তাঁরা যোগান। তাদের জোরে সমস্ত গ্রামে নির্বাচনে জয়ী হয়ে এসেছেন, কাজেই তাদের কাছে সারেণ্ডার। আর যত জুলুম হচ্ছে গরীবদের উপর। স্যার, আমি বিলোনীয়া মহকুমা শাসকের একটা সার্কুলার পড়ছি। জরুরী বিজ্ঞপ্তি। জীবনচন্দ্র চক্রবর্তী ১৬/১/৭৪ ইং তারিখে মহকুমা শাসক তিনি একটি জরুরী বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করেছিলেন। 'এতদ্বারা সর্বসাধারণের বিশেষ অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে ত্রিপুরা সরকারের ১৯৬৬ সালের খাদ্যশস্য কেনার আদেশের ৩ ধারা মোতাবেকে প্রত্যেক খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী, সাধারণ ভক্তা, চাল কলের মালিক, উৎপাদনকারী, জানুয়ারী মাসের ২৮ তারিখের মধ্যে অবশ্যই নিজ নিজ হেপাজতে খাদ্যশস্য মজুতের সম্বন্ধে পরিমাণ নির্দিষ্ট ফরমে বিলোনীয়া মহকুমা অফিসের খাদ্য ও জনসংভরণ বিভাগে দাখিল করিতে হইবে। ফরম বিনা মূল্যে প্রত্যেক অফিস কাছারীতে ও খাদ্য বিভাগের অফিসে পাওয়া যাইবে। এই আদেশ অনুযায়ী প্রত্যেক খাদ্য শস্য ব্যবসায়ী সর্বসাকুল্যে ১ কুইনটল, প্রত্যেক উৎপাদক সর্বসাকুল্যে ৪ কুইনটল, প্রত্যেক সাধারণ ভক্তা আড়াই কুইনটল এবং প্রত্যেক চাল কল মালিক ১৫ কুইনটল খাদ্য শস্য রাখিতে পারিবেন। উপরোক্ত পরিমাণের অতিরিক্ত খাদ্য শস্য মহকুমা শাসকের আদেশ ভিন্ন হস্তান্তর করিতে পারিবে না। এই আদেশ অমান্য করিলে আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবেন।' এইতো স্যার সার্কুলার। তারপর নলছড়, বগাপাশাতে, রমেন তালুকদার, তার বাড়ীতে পুলিশ গেল, সাত শ', সাড়ে সাত শ' মণ ধান আটক করা হল, কিন্তু তালুকদার সাহেব কৃষি উপমন্ত্রীর মনছুর আলি সাহেব 'এর আত্মীয় হন, তিনি গিয়ে সেটার ব্যবস্থা করলেন। এক ছটাক ধানও আদায় হল না। এস, ডি, ও, হিমাংশু চৌধুরী, পদ্মশ্রী, এইভাবেই পদ্মশ্রী, তিনি গিয়ে তাড়াতাড়ি সেখানে সমস্ত ধান ছেড়ে দিলেন। কোন ধান কালেকশান করা হয়নি। সেই গ্রামে দুই তিন কানি জমির যারা মালিক, তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ১০ মণ, ধান জোর জবরদস্তি করে আদায় করা হয়েছে, এমনকি কাউকে বাজার থেকে ধান কিনে দিতে হয়েছে, এই হচ্ছে তাদের চরিত্র। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— The Hous: stands a 'journed till 3 P. M.

(আফটার রিসেস)

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত।

শ্রীতড়িত মোহন দাশ : — মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি কয়েকটা বিষয়ের প্রতি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। সেটা হচ্ছে সেটলমেন্ট অব ল্যাণ্ডসের এগ্রিকালচারিষ্টস। আমি যে কনষ্টিটিউয়েনসী থেকে এসেছি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আনন্দনগর কনষ্টিটিউয়েন্সী, সেখানে শ্রীনগরে গাবর্দি অঞ্চলে, জাকুল বাচাই অঞ্চলে বাসন্দা আদিবাসী অ-আদিবাসী যারা কিছু কিছু খাসের জমিতে বসে আছে তাদের সম্পর্কে বলছি। কিছুদিন আগে সার্ভে করার জন্য কিছু লোক গিয়েছিল প্রায় বছর খানেক আগে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটেলমেন্ট হল কি না হল এখন পর্যন্ত তারা জানতে পারে নি। কাজেই তাদের এই কাজটা তাড়াতাড়ি হওয়া উচিত বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ তারা বহুদিন ধরে বসে আছে। সেটেলমেন্ট না হওয়ার জন্য সরকারের কাছ থেকে সাহায্য পাচ্ছে না এবং যারা সেটেলমেন্ট নিয়ে বসে আছে তাদের টিলা জমিই বেশী, ধানী জমি বেশী নাই। এইগুলির সেটেলমেন্ট যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এছাড়া যে সমস্ত উদ্বাস্তু আছে, এখন পর্যন্ত উদ্বাস্তুদের সেটেলমেন্টের কাগজগুলি তাড়াতাড়ি করে দেওয়া হয় নি। ১০/১৫ বছর যাবত যারা আছে তাদের সেটেলমেন্ট হয়েছে কিনা সেটাও তারা জানতে পারছেন না তহশীল অফিস থেকে। কাজেই ঋণের জন্য, সাহায্যের জন্য তারা কোন কাগজ দেখাতে পারছেন না। কাজেই এই দিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে তাড়াতাড়ি দুই দিকে যে সমস্ত রেকর্ডস হচ্ছে সেগুলি যেন তাড়াতাড়ি যায় এবং সে সমস্ত অঞ্চলের খাজনা দেওয়ার জন্য অনেক লোক উদগ্রীব হয়ে আছে। কিন্তু যেহেতু এই জিনিসটা হয় নি সেহেতু সেই অধিকারকে তারা পরিপূর্ণ পাচ্ছেন না। সেটা যাতে হয় সেইদিকে আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দৃষ্টি দিবেন।

আর একটা কর্পোরেশনের দিকে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেটা হচ্ছে ফেয়ার প্রাইস শপ যে সরকারের চলছে সেই সম্পর্কে এর বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলেও বহু অভিযোগ রয়ে গেছে। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় গ্রামের লোকেরা অভিযোগ করে যে চিনি ইত্যাদি জিনিষ রেশন দোকান থেকে পাওয়া যায় না এবং এর মধ্যে একটা বিরাট পাপচক্র কাজ করছে পত্র পত্রিকায় দেখা যায় ইন্সপেক্টর যারা আছেন তাদের একটা বাঁধা দাম সেই সমস্ত রেশন দোকানের মধ্যে নির্ধারিত হয়ে গেছে। কোথাও ৫০ টাকা, কোথাও ৬০ টাকা বাঁধা আছে এবং মাসে যদি এই টাকা না দেয় তাহলে তার সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন না। এই যে একটা চক্র, এটা জেনেও তারা দিচ্ছেন এবং যেহেতু তারা মনে করেন যে যেহেতু আমাদের এইভাবে কমিশন কম হয় সুতরাং কিছু ব্ল্যাক মার্কেট না করলে উপরি দেওয়ার সংস্থান তারা করতে পারছেন না। কাজেই শহরের কাছাকাছি অঞ্চলে যদি এই ধরণের কাজ চলে তাহলে সেটা সমাজ জীবনের পক্ষে এবং আমাদের সরকারের পক্ষেও একটা অত্যন্ত মারাত্মক জিনিষ এবং ভিজিলেন্সের এটা দেখা উচিত এবং এটাকে কিভাবে কমা যায় এবং সেটার প্রতিকার করা উচিত। আমরা যখন লোকের কাছে যাই তারাও এই ধরণের অভিযোগ করে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ে এই যে দোকানগুলিতে একটা বে-আইনী কার্যকলাপের অভিযোগ চলছে সেটাকে কিভাবে ভিজিলেন্স ডিপার্টমেন্ট বন্ধ করতে পারে এবং এই দুর্নীতিকে যারা প্রশ্রয় দিচ্ছেন সেটা পরীক্ষা করে কিভাবে কারচুপি হচ্ছে সেটা ধরা উচিত এবং মাসের শেষে বেতনের অতিরিক্ত এই যে একটা বন্দোবস্ত করেছেন সেটা আমার ধারণা, অভিযোগটা সত্য এবং উভয় পক্ষই এটা বলে থাকে অনেক লোকের সামনে। সুতরাং এই দিকে মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি দিবেন যাতে এটাকে রুট আউট করা যায়।

এছাড়া এবারকার বাজেটে হাউসিং একটা স্কীম রয়েছে। তাতে ৭ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে ত্রিপুরা ডিষ্ট্রিক্টের জন্য। এটা ঠিক উদ্দেশ্যটা কি আমি বুঝে উঠতে পারি না।

এই জিনিষটা একসপ্লেণ্ড হয় নি। এটা যদি গ্রামাঞ্চলে গৃহহীনদের জন্য পরিকল্পনা হয় তাহলে আমি কয়েকটা সাজেশান রাখব। আমরা দেখেছি সিডিউলড ট্রাইব এবং সিডিউলড কাষ্টের জন্য ৬০০ টাকা গ্র্যান্ট দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই টাকা নিয়ে দেখা যায় যে তারা কিছুই করতে পারে না। সরকার তাদের টিনও দিতে পারেন না, কারণ সরকারের কাছে টিন নাই। কাজেই এখানেও একটা চক্র সৃষ্টি হয়েছে যে এক ধরণের লোক ঘুরে ফিরে টাকাগুলি নিয়ে যায়। কাজেই গ্রামাঞ্চলে এই ধরণের হাউসিং—এর সমস্যার সমাধান যেটা সেটা হচ্ছে না। যদি কেউ গ্রামাঞ্চলে যান তাহলে তারা একটা নিদর্শন দেখতে পাবেন কিনা সন্দেহ আছে যে এই ধরণের হাউসিং প্ল্যান নিয়ে তারা কিছু করতে পেরেছে। এবং কয়েক বছরের যদি একটা সমীক্ষা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে একজন লোকও এই অর্থের দ্বারা গৃহ সংস্থের উন্নতি করছে, তারা একটা নিদর্শন দেখাতে পারবেন না। কাজেই এই জিনিষটাকে সরকারের নতুন ভাবা উচিত। কারণ এটা দিয়ে যাতে পরিকল্পনার একটা উদ্দেশ্য পরিপূরণ করা হয়। আজকে আগরতলাতে আমরা কি দেখছি? বাঁশের দর কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে আগরতলাতে ১০০ মলি বাঁশের দাম ৪০ টাকা হয়েছে। কেউ যদি একটা স্থায়ী ঘর করবে, দালান করতে হয়তো, তার জন্য আকাশ ছোঁয়া খরচ পড়বে। কাজেই হাউসিংএর জন্য যেখানে রাখা হয়েছে মাত্র ৩ লক্ষ টাকা, এটাকে যদি পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে হয়, তাহলে সরকারের একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করা উচিত। যে কি ধরণের নুতন ঘর করা যাবে সস্তায় অথচ টিকসই হয়। আমরা জানি যে বাইরে থেকে টিন বল্লেই সেই টিন পাওয়া যায় না। কারণ আমরা দেখছি যে অনেক সময়ে সরকারের প্রয়োজনেও সেটা পাওয়া যাচ্ছে না এবং তার মূল্যও অত্যন্ত বেশী হয়ে গিয়েছে কাজেই এখানে আমাদের যে জিনিষটা আছে, তা দিয়ে অথবা বাঁশকে আরও স্থায়ী করা যায় কিনা বা ছনের যে দর হয়েছে, তার পরিবর্তে আমাদের দাড়ি আছে, সেই দাড়ির উপর আজকাল দেখা যাচ্ছে এক ধরণের চট দিয়ে, অবশ্য এটার যে একটা ইংরেজী নাম আছে, আমি এখন ভুলে গিয়েছি, তাই বলতে পারছি না, যে কোন দালানের উপর চাপ দিয়ে সেটা করা হয়। কাজেই আমাদের এখানে এই ধরণের কোন ইণ্ডাস্ট্রী করা যায় কিনা যেখানে দাড়ির উপর পিজ লাগিয়ে সেটাকে স্থায়ী করা যায় কিনা এবং সেটা করে ঘরকে রক্ষা করা যায় কিনা, এইরকম কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা যদি করা যায়, তাহলে আমাদের টিনের যে প্রয়োজন আছে, সেটাকে বাদ দেওয়া যাবে। এবং আমাদের দেশের অন্যান্য জায়গাতে তারা নুতন ভাবে কিছু করার চেষ্টা করছে এবং আমাদের এখানেও যদি সেই রকম ধরণের চেষ্টা করা হয়, তাহলে আমাদের ছনের উপর যে চাপ, সেটা অনেক পরিমাণে কমে যাবে। কারণ ছনের দাম অত্যন্ত বেশী। কাজেই এই ধরণের নুতন কি পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের পি, ডবলিউ. ডি. পরীক্ষামূলকভাবে যদি কিছু ঘর তৈরী করতে পারে, যে জিনিষ দিয়ে সেই ঘরকে আর একটু স্থায়ীভাবে করা যায় অর্থাৎ এক বছর করলে যেমন ১০।১২ বছর চলে যায়, সেই ঘরের মধ্যে এই সময়ের মধ্যে আর হাত দিতে হবে না, অর্থাৎ সেটা যেন একটা সেমি পার্মানেন্ট ঘর হয়। সেটা যদি মাটির ঘরও হয়, তার কিছু একটা স্পেশিফিকেশান করে, কি ধরণের মাটি ব্যবহার করা যাবে অথবা ঘরকে কি ভাবে স্থায়ী করা যাবে. সেই রকম

একটা কিছু করতে হবে। পশ্চিম বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে দেখা যায় যে তারা মাটির কোটা করে দিয়ে তার গায়ে আলকাতরা লাগিয়ে দেন এবং তাতে দেখা যায় যে সেই মাটির ঘরগুলি অনেক জায়গাতে স্থায়ী হয়। তারা সেখানে মাটির ঘর করে রেখে মাটি দিয়ে লেপ দিয়ে দিচ্ছেন যার ফলে বাইরে দিকে অতি বৃষ্টিতেও ভেঙ্গে যায় না এবং সেটা একটা স্থায়ীরূপ নেয়। কাজেই সরকার যেখানে নতুন হাউসিং স্কীম করছেন তার জন্য নতুন কিছু উপায় উদ্ভাবন করা যায় কি না, সেটা সরকার দেখবেন, তা হলে যে পরিমাণ টাকা রাখা হয়েছে, তা দিয়ে অধিক সংখ্যক লোককে সাহায্য করা যাবে বলে আমার মনে হয় না। তারপর আর একটা দেখছি যে বর্ধমান অঞ্চলে গোম্ম সোলডাববাগানাদের বসবার জন্য একটা হাউস স্কীম আছে যার জন্য সেখানে সুপারভাইজার বাংলা হয়েছে এবং সেটা বছর বছর আমরা করেছি কিন্তু আজও কি ধরণের লোককে সেখানে বসানো হয়েছে বা তার জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ হয়েছে কি না, সেটা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না। তবে আমার মনে হয় পরিকল্পনা যদি একটা থাকে, তাহলে অতি তাড়াতাড়ি সেটাকে রূপ দিয়ে শেষ করা উচিত। এই কয়েকটা বিষয়ের উপর মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং যে ডিমাণ্ডগুলি রেখেছেন তাদেরকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটা কাট মোশান এনেছি এই সরকারের দুর্নীতি দমনের ব্যর্থতা সম্পর্কে। এটা বড় দুঃখের বিষয় যে এই হাউসে অনেকবার চেষ্টা করেও আমার বক্তব্য রাখার কোন সুযোগই পাইনি। না কনফিডেন্স মোশান এনেছিলাম, সেন্সার মোশান এনেছিলাম কিন্তু আমাকে বক্তব্য রাখার কোন সুযোগই দেওয়া হয়নি। কাজেই সামগ্রিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গের দুর্নীতির চেহারা এই একটু সময়ের মধ্যে তুলে ধরা সম্ভব নয়। মন্ত্রীদের দুর্নীতি এবং তাদের উপর তলার অফিসারদের দুর্নীতি। এটা আশা করা যায় যে কোন গণতান্ত্রিক দেশে, এমন কি যেখানে সামন্ততম পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র আছে, সেখানে মন্ত্রীরা নিজেদের এ্যাসেটস সেটা ডিক্লেয়ার করবে, আর অফিসার যারা তারা তাদের এ্যাসেটস ডিক্লেয়ার করবে এবং সেটা এক বছরের জন্য নয় প্রতি বছরের জন্য সেটা ডিক্লেয়ার করতে হবে। আমরা জানি না, তারা বলেছেন যে কিছু অফিসার দেন, আর কিছু অফিসার দেন না। আমরা মন্ত্রীদের বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন ধরনের যে ডিলস সেই সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন আমরা এই বিধান সভায় তুলেছি, যেমন ধরুন সিনেমা হলের লাইসেন্স দেওয়া, অথবা ফাউণ্ডার মিল-এর লাইসেন্স দেওয়া, অথবা পাম্পিং সেট ক্রয় বা রিগ ক্রয় অথবা দিল্লী কলকাতার বাড়ী কেনা অথবা ল্যাণ্ড বিল যেটা আমরা সম্প্রতি এই হাউসের সামনে উপস্থিত করেছিলাম এগুলির মধ্যে আমি এখন যাচ্ছিনা। আমি নূতন দুই একটি ক্ষেত্রে যেখানে দুর্নীতি রয়েছে, সেগুলির কথা এখানে উল্লেখ করছি, পি, ডব্লউ. ডি. সম্পর্কে এই মন্ত্রী সভা যখন গদাতে আসে, তখনকার সময়কার একটা দুর্নীতি হল কাঞ্চনপুর মনপই রাস্তা জন্য একটা কনট্রাক্ট দেওয়া হয়, সেখানকার মাটি কাটা বা অন্যান্য কাজের জন্য, এর মধ্যে পাথর থাকবে, ব্লাষ্টিং হবে তারপর রাস্তা তৈরী হবে, তার জন্য বরাদ্দ ছিল ১ লক্ষ টাকা। এই বরাদ্দ টাকা যখন দিয়ে দিলেন তারপর ঐখানকার যিনি উচ্চপদস্থ কর্মচারী তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল যে সেখানে যে সমস্ত কাজ করার কথা ছিল, সেই সমস্ত কাজ এখনও হয়নি, তারপর একটা তদন্ত কমিটি সেখানে গঠিত হল ১৯৭০ সালে এবং

সেই তদন্ত কমিটি—তারা এটা প্রমাণ করলেন যে সেখানে কোন ব্লাষ্টিং হয়নি। মেজারমেন্ট অনেক বেশী বাড়িয়ে দেখান হয়েছে। যে সমস্ত ষ্টোন ভাঙ্গার কথা ছিল সেগুলি রংলি ক্লাসিফায়েড এবং যার ফলে তারা বল্লেন যে ৬ লক্ষ ১০ হাজার টাকা বেশী পেমেন্ট দেওয়া হয়েছে কনট্রাক্টারকে। সেই কনট্রাক্টারের নাম নয়ন বর্দ্ধন দেব। তাকে ৬ লক্ষ ১১ হাজার টাকা বেশী পেমেন্ট করেছে। যে মুহূর্ত্তে নূতন মন্ত্রীসভা এসে বসলেন সঙ্গে সঙ্গে ঐ কমিটি ইনকোয়ারী হয়ে গেল এবং যেহেতু তারা তদন্ত করলেন — [illegible] সালে — যে এটাকে কমিয়ে আনা হউক এবং [illegible] টাকা এই কনট্রাক্টারকে বেশী দেওয়া হল এটা দেখান হয়েছে। অর্থাৎ সাড়ে তিন লাখ টাকা বকশীশ এই কনট্রাক্টারকে দেওয়া হয়েছে যার কোন যাষ্টিফিকেশান নেই। যে কেইস ইনভেষ্টিগেশনে দেওয়া উচিত ছিল সেই কেইস—যার কাছে অভিযোগ গিয়েছে, এডমিনিষ্ট্রেটার, পুনর্বাসন যাওয়া উচিত ছিল, গভর্ণরের কাছে যাওয়া উচিত ছিল। আবার এর উচ্চ পর্য্যায়ে যাওয়া দরকার ছিল সেটাকে [illegible] মিটিয়ে ফেলা হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, অনরারী এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ আমি দিয়েছি চিফ ইঞ্জিনীয়ার নিজে বলেছেন যে সেটা তদন্ত করবেন, আজ পর্য্যন্ত হয়নি। [illegible] কনষ্ট্রাক্ট কেসে কি ভাবে টাকা লুট করা হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে অনেক বেশী টাকা [illegible] দেওয়া হয়েছে তার তদন্ত হবে কিনা আমরা জানি না। শুধু এইটুকু জানি যে সেখানে কোটি লাখ টাকা এই এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের হাত দিয়ে গেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এন, পি, সি, সি সম্পর্কে এই হাউসের সামনে অনেক অভিযোগ এসেছে এবং আমরা বলেছি যে এন, পি, সি, সির, [illegible] আমরা কিনলাম, যে ইটের জন্য এন, পি, সি, সিকে কেনার জন্য ফিফটিন পার্সেন্ট দাম দেওয়া হল মুনাফা, আমাদের কাছে বিক্রী করলেন, সেই ইট এক একটা ইট দুই বার করে এন, পি, সি, সি, ফিফটিন পার্সেন্ট প্রফিট নিয়ে গেল গভর্ণমেন্টকে [illegible]। [illegible] ফিনান্স গ্রাউণ্ড দিয়ে যে ইট সাপ্লাই করতে পারেন নি। সেখানে দেখা গিয়েছে যে এন, পি, সি, সি, নিজে ইট কিনতে পারেন বাজার [illegible] আর গভর্ণমেনট সেখানে ইট কিনিতে পারল না এই অজুহাতে। সেখানে এন, পি, সি, সিকে এই ভাবে টাকা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে সমস্ত রাস্তা এন, পি, সি, সির করার কথা নয় সেগুলি এন, পি, সি, সি'কে সেই সমস্ত এডভার্স ক্রিটিসিজমের পরেও দেওয়া হচ্ছে। যে রাস্তা কনট্রাক্ট দেব না, বাইরের কন্টাক্টারের করা উচিত—এন, পি, সি, সির এগ্রিমেন্টে এমন কোন কথা নাই যে তাকে বিভিন্ন রাস্তার কন্টাক্ট দেওয়া হবে, তাই দেওয়া হচ্ছে। কারণ এন, পি, সি, সি, শুধু একটা বিগ ডিল এটা চালাচ্ছে। যেমন আমাদের এখানকার পাওয়ার— পাওয়ার প্রজেক্টগুলি সম্পর্কে—কানান কোম্পানী লাখ লাখ টাকা লুঠ করেছে। যে সমস্ত রেইট দিয়েছে, এবনর্মেল। এক টাকার জায়গায় ১৮ টাকা এবং সেই সমস্ত কনট্রাক্টের কোন টেণ্ডার নেই, কিছু নাই। এক জন এসে বললেন যে তাকে দিতে হবে কাজেই সেইভাবেই তাকে দেওয়া হয়েছে। এবং তার পর তারা যা খুশী তাই চাইছে এবং সেগুলি পেমেন্ট করা হচ্ছে। বিগ ডিলস্ হচ্ছে এইগুলি যারা বড় বড় কনট্রাক্টার ৪০ লাখ ৫০ লাখ এক কোটি টাকা নিয়ে কাজ করে—সেই সমস্ত বিগ ডিলসকে এই মন্ত্রীসভা সমর্থন করে যাচ্ছেন। মাননীয় স্পীকার, প্রকিউরমেন্টের কথা বলি তাহলে

বলব যে এটা হচ্ছে একটা দুর্নীতির আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। ১৯৬৪-৬৫ সাল থেকে এই খাদ্য দপ্তর-এর কোন হিসাব নেই, কেউ জানে না যে খাদ্য দপ্তরে কত খাদ্য জমা হচ্ছে, কত খরচ হচ্ছে। খাদ্য দপ্তরের কোন কোন গোডাউনে কি খাদ্য আছে কোন হিসাব আজ পর্যান্ত হয়েছে? কোন হিসাব কোন প্রোফর্মা একাউন্ট আজ পর্যান্ত হয়নি। যখনই প্রোফর্মা একাউন্ট তৈরী করার কথা বলা হয় তখনই বলা হয় যে আমাদের কর্মচারী নেই আমাদের কোন হিসাব জানা লোক নাই, আমরা প্রোফর্মা একাউন্ট তৈরী করতে পারব না। ১৯৬৪-৬৫ সাল থেকে কোটি কোটি টাকা খাদ্য আমদানী করা হয়েছে। একমাত্র গত বছরের আগের বছর যখন ৫০ হাজার টন খাদ্য আমদানী করা হয়েছে সেই খাদ্য কতটুকু জমা হল কতটুকু খরচ হল সেই খাদ্য আনতে কত খরচ পড়ল, কি দর আমরা পেলাম? লাভ হল, লোকসান হচ্ছে সেই হিসাবও আমাদের নেই। ওরা বলতে পারছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, তেমনি বিদ্যুতের একটা ব্যাপার। বিদ্যুৎ দপ্তরে কোন হিসাব আছে? কোন হিসাব নেই। যে ডিজেল আসছে সেই ডিজেল রাস্তাতেই সমস্ত পার হয়ে যাচ্ছে। যে সমস্ত কনট্রাক দেওয়া হয়েছে কেরিং-এর জন্য সেই সমস্ত কনট্রাকটারে আবল তাবল রেইট নিয়েছে। এবং যে বিদ্যুত আমরা আজকে বিক্রী করছি ৫০ পয়সায়, সেই বিদ্যুত হয় দেখা যাবে ৬০ পয়সা ৭০ পয়সা ৮০ পয়সা আমাদের খরচ পরছে! কেউ বলতে পারবে যে কত আমরা লোকসান দিচ্ছি? কেউ বলতে পারবে না। কারণ কোন প্রফর্মা একাউন্ট এই বিদ্যুৎ দপ্তরে রাখা হয় না। এইগুলি হচ্ছে যেগুলি সাধারণতঃ ব আমাদের দুর্নীতির চক্র বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে রয়েছে তার দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলাম। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটু বিস্তারিত করব টি, আর, টি, সি, সম্পর্কে। কারণ আমি দেখলাম আমার একটা কাট মোশান বাতিল করা হয়েছে। কেন করা হয়েছে তাও আমাকে বলা হয় নি। আমি টি, আর, টি, সি-র উপর একটা কাট মোশন দিয়েছিলাম, আমার আশা ছিল টি, আর, টি, সি-র বিভিন্ন দিক নিয়ে আমি আলোচনা করতে পারব। কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখছি টি, আর টী, সি,র বাজেটে সেটা অনুল্লেখ। টি, আ,র, টী, সি,—গত দুই বছরে কত টাকা তার মেরামতের খরচ? মেরামতের জন্য খরচ হয়েছে ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। নতুন ট্রাক নতুন বাস ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা হচ্ছে মেরামতের খরচ! দুই বছর হয়েছে কিন্তু বাস এসেছে এক বছর। এর আগে শুধু ট্রাক এবং সেই ট্রাক এবং বাসের খরচ হচ্ছে মেরামতের জন্য সাড়ে চৌদ্দ লাখ টাকা। মাননীয় স্পীকার স্যার, কিভাবে সেগুলি যায় তার কিছু তথ্য এখানে পরিবেশন করতে চাই। আমাদের ট্রাক এবং বাসের টায়ার, সেগুলি চলে যাচ্ছে, আগরতলা টায়ার্সে। এবং তার মাধ্যমে সমস্ত ভাড়া খাটছে। আমি ট্রাকের নাম্বার দিচ্ছি যে কত ট্রাক এইভাবে ভাড়া খাটছে। ফায়ার ষ্টোন CI 4S 17226, Fire Stone CI 4S 34041, Fire Stone CI 4S 18589—এই ভাবে ২৯টি আমাদের কাছে হিসাব আছে। সেই সমস্ত টায়ার্স গেলে আর ফেরত আসে না। এবং সেই টায়ার্স শুধু সেন্ট্রাল ষ্টোর্স থেকেই যায় না—ইট ইজ এক্সপেক্টেড যে সেন্ট্রাল ষ্টোর্স থেকেই এইগুলি যাবে। তা নয় আর একটা সিটি স্টোর্স করা হয়েছে। এবং সেই সিটি ষ্টোর্স থেকেই সেগুলি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যেখানে পাঠান হচ্ছে সেখানে নিয়ম হচ্ছে যে ২০টার বেশী এক সংগে পাঠান যাবে না। যেমন খুশী যত খুশী পাঠান

সবাই থাকেন না। কিন্তু তাহলেও সম্ভবতঃ তিনি মৃদু আপত্তি করেছিলেন এবং ২৪ আওয়ার্সের নোটিশে তাকে এখান থেকে বদলি করা হয়েছে। এবং যিনি সেই বনমালী দেব ব্যক্তি এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহধন্য ভদ্রলোককে সেখানে বসানো হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরনের স্নেহধন্য অফিসার আরও আছেন যাদের বিরুদ্ধে অ্যান্টি করাপশনের কেস উইথড্র করা হয়েছে এবং তারা এখন আড্ডার সেক্রেটারী হয়ে বসে আছেন। আমি একটা নামের কথা বলবো, এখানে আমি অনেকবার বলেছি সেটা হচ্ছে মিঃ এস, বানার্জী। আমি এইবার উদয়পুর গিয়ে দেখলাম তিনি বেনামীতে জমি রেখেছেন সেখানে এবং সেই জমি জুমিয়াদের জমি, সাধু জমাতিয়া, পাপ্পাজুন তাদের সেই জমিগুলি পুনর্বাসনের জমি সেগুলি সমস্ত কিনে রেখেছেন এবং তাদেরকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা চলছে। মিঃ ডি, সি, নাথ, সমগ্র খোয়াই-এর দুর্নীতির নায়ক ছিলেন তিনি। সেটেলমেন্ট দপ্তরের মধ্যে যার দুর্নীতির বলি হতে হয়েছে এত লক্ষ। নারায়ণপুরের উদ্বাস্তুদেরকে। তিনি সমস্ত পাহাড়ী জুমিয়াদের জমিকে বাস্তুহারা এই বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের নামে লিখে দিয়ে বাঙ্গালী এবং পাহাড়ীদের মধ্যে যে সংঘর্ষের সৃষ্টি করেছিলেন আজকেও সেই সংঘর্ষ চলছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানকার এই বিধানসভার একটা কমিটি রায় দিয়েছিল লক্ষ্মী নারায়ণপুরের জমি সম্পর্কে কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই রায়কে, যখন এইটা কার্যকরী হতে যায় তখন এস. ডি ও, যখন নোটিশ ইস্যু করেছিলেন তখন তিনি সেইগুলি বন্ধ করে দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম সেখানকার অফিসারকে, কেন বন্ধ হলো এবং তিনি বলেন আমাদের আর ক্ষমতা নাই। আমরা আর সেই বিধানসভার রায়কে কার্য্যকরী করলাম না। কারণ উপর থেকে নির্দেশ দেওয়া হলো যে এই রায়কে কার্যকরী করা যাবে না। কারণ এই সমস্ত অফিসার যাদের জেলে থাকা দরকার ছিল যারা বাংলাদেশের সংগ্রামের সময় যারা লক্ষ লক্ষ টাকা লুট করে, যারা চুরি করে বেঁচে গেছেন, যারা হাজার হাজার ভূমিহীন জুমিয়ার সর্বনাশ করেছেন যাদের স্থান জেলে হওয়া উচিৎ ছিল তারাই আজকে সবচেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহধন্য অফিসার। তাদের বিরুদ্ধে সি, বি, আইয়ের কেস উইথড্র করার জন্য এখানকার সরকার রিকুয়েষ্ট করেছেন। আমরা রিপোর্ট পেয়েছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি যে রিপোর্টের মধ্যে এখানে যে বিধান সভার কাছে যে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে তাতে দেখছি যে ১৯৭২ এবং ৭৩ সালে অন্ততঃ পক্ষে ৮৮ জন অফিসার আছেন যাদের বিরুদ্ধে এই করাপশনের কেস রয়েছে এবং সব শুদ্ধ যদি ধরা যায় তাহলে পরে ৬ শোর বেশী কেস হবে। কিন্তু একটা কেস তারা দেখাচ্ছে না যে তারা অগ্রসর হচ্ছে, শেষ হচ্ছে। কারণ আমরা কেস দিচ্ছি, ওরা কেস নিচ্ছেন এবং নিয়ে সেগুলিকে হোয়াইট ওয়াশ করতে চাচ্ছেন, প্রসিড করছেন না এবং তার ফলে আজকে সমস্ত স্তরে মন্ত্রী পর্যায় থেকে সুরু করে সমস্ত পর্যায়েই এই দুর্নীতি দেখা যাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মন্ত্রী পর্যায়ের দুর্নীতি বলার সুযোগ পেলাম না তবে এখানে আমি একটা তথ্য দিতে চাই যে তথ্য গত অনাস্থা প্রস্তাবের সময়েতে কনট্রাডিক্ট হয়েছিল সেই তথ্য হচ্ছে যে ধর্মনগরের যিনি মন্ত্রী তার পুত্র ভূমিহীন তিনি অ্যাফিডেবিট সহ করে, এস, ডি, ও অফিসে তিনি অ্যাফিডেবিট করে তিনি বলেছেন যে আমার পরিবারে অনেক খাওয়ার লোক, আমি একজন ভূমিহীন এবং আমাকে কিছু খাস জমি দেওয়া হোক প্রায় দুই দ্রোণের মত. তিনি দরখাস্ত করেন। এই হাউসের সামনে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী অস্বীকার

করেছিলেন আমি এই তথ্য সেখানকার এস, ডি. ওর সার্টিফাইড কপি আমি দিয়েছি এবং সেই সার্টিফাইড কপিতে কি আছে? সেই সার্টিফাইড কপিতে আছে যে তত্তকালীন যিনি সেখানকার এস ডি, ও, এবং মুখ্যমন্ত্রীর সেই বনমালীপুরের লোক, স্নেহধন্য লোক এবং যার ভাইকে রাজ্যসভায় পাঠাতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন সেই মিঃ নন্দা ছিলেন এস, ডি, ও, তদন্ত করে দেখলেন যে মন্ত্রীর পুত্র হলেন একজন ভূমিহীন এবং তৎক্ষণাৎ সেই জমি ব্যবস্থা করে দিতে হবে। একটা নোটিশ আমি পরপর দেখিয়েছি তারিখ দেখবেন যে পরপর তাগিদ দেওয়া হচ্ছে যে সেই জমি রিলিজ করা হচ্ছে না কেন? বন দপ্তরেরও যদি জমি থাকে সেই বন থেকে রিলিজ করে সেই জমি দিতে হবে, মাননীয় এখানকার মন্ত্রী শ্রীমনোরঞ্জন নাথের ছেলেকে। ভূমিহীনকে শুধু জমি না তিনি তখন ডেপুটি স্পীকার, তার ছেলেকে জমি দিতে হবে এবং তার জন্য এস, ডি, ও, কি রকম তদন্ত করেছেন এই এস, ডি, ওর কি রকম শাস্তি হওয়া উচিত ছিল আজকে সেই কাগজ পত্র নেই? শুধু তাকে আণ্ডার সেক্রেটারী করা হয়েছে এই ভাল কাজটুকু করার জন্য। এই রকমভাবে তদন্ত করার জন্য, একজন মন্ত্রী পুত্রকে ভূমিহীন করার জন্য তাকে আণ্ডার সেক্রেটারী করা হয়েছে। ওর ভাইকে রাজ্যসভায় পাঠানো দরকার, উপযুক্ত কথা। মাননীয় স্পীকার স্যার, স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই কথা বলেছিলেন যে আমার ছেলে কোথাও মেডিকেল কলেজে যায় নি, সেই তথ্য আমি দিয়েছি, এখনও দিচ্ছি। তার ছেলে সেকেণ্ড ডিভিশনে পাশ করেছে তার নাম হচ্ছে দিলীপ নাথ, সে হরিয়াণাতে মেডিকেল কলেজে পড়ছে, অস্বীকার করতে পারবেন? তার অনেক ছেলে সেনিটারী ইনস্‌পেক্টরের ট্রেনিংএ যাচ্ছে, আজকে বেকারের কোন অভাব নেই।

একটা বেকার ছেলেকে সেনিটারী ট্রেনিং দিলে কাজ হয় মাননীয় স্পীকার স্যার, এইভাবে মন্ত্রী পর্যন্ত দুর্নীতিগুলি চাকরির জন্য আমাদের সেনসার মোশান আনতে দেওয়া হয় না, আমাদের নো কনফিডেন্স মোশানে আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয় না, আজকেও লালবাতি জ্বালা হয়ে গেছে অলরেডি। কারণ দুর্নীতির কথা এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা আলোচনার বিষয় নয়, এত তথ্য রয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্ষেত্রে কি দুর্নীতি চলেছে? গরীব ছেলেরা—তারা এ্যাপয়েন্টমেন্ট পায় না। গত ৮/৩/৭৪ তারিখে একটা জেলের সাধারণ ওয়ার্ডেন—এর পদে সাধারণতঃ এই পদে প্রাক্তন সৈনিকদের থেকেই নেওয়া উচিত। কিন্তু সেখানে মনসুর আলী সাহেব দিলেন তিন জনের নাম, তাদের নিতে হবে, মনোরঞ্জন বাবু দিলেন তিনজন, এবং অন্যান্যদের মধ্যে আছেন চারজন, এম, এল, এ, সাহেবও আছেন এর ভেতর। মোট ১৮ জন নেওয়া হবে। সেখানে একটা সিলেক্‌শান কমিটি আছে। সিলেক্‌শান কমিটির মন মত নিতে পারেনা। কমিটির ডিসিশান হেল্ড আপ করে রাখা হয়। কারণ মন্ত্রীদের লোক আগে নিতে হবে। যারা ১৯৬৪ সালে পাশ করে বসে আছে, যারা ১৯৬৫ সালে পাশ করে বসে আছে, তাদের চাকুরী হবে না, যারা প্রাক্তন সৈনিক তাদের চাকুরী হবে না, ট্রাইবেল এবং সিডুল্ড কাষ্ট, তাদের নির্দিষ্ট সংখ্যা হিসেবে চাকরী হবে না, মন্ত্রীদের পেটুয়া লোকদের চাকুরী হবে। মন্ত্রীরা চিঠি দেবেন, আমাদের তিন জন চারজন করে চাকুরী দিতে হবে এবং এম, এল সাহেবদেরও এর মধ্যে আছে। এখানকার শ্রীদত্ত যিনি

খয়ামুখ এলাকা থেকে ইলেকটেড, তাঁর বাড়ীতে কতজন চাকুরী করছেন? কংগ্রেস ইলেকশান মেনিফেস্টোতে কি লেখা আছে? সেখানে লেখা আছে, যার বাড়ীতে একজন লোকের চাকুরী হবে, অন্য লোকের চাকুরী দেওয়া হবে না। তাঁর বাড়ীতে কতজন চাকুরী করে? তাঁর দাদার চাকুরী হল কি করে, তাঁর বাড়ীর মেয়েদের চাকুরী হল কি করে? ভাইয়ের চাকুরী হল কি করে? দুর্নীতি এখানে। সমস্ত পরিবারের লোকদের চাকুরী দিয়ে, তারপর মাঠে গিয়ে বক্তৃতা দেওয়া হচ্ছে বেকারদের চাকুরী দেওয়া হচ্ছে। আমি এটা পরিষ্কার করতে চাই। আমি এই নীতি মানিনা। মানিনা এইজন্য ওঁরা দুর্নীতি করার জন্য এটা করেছেন। আমি বলছিলাম আগে যারা পাশ করেছে, তাদের আগে চাকুরী দেওয়া হবে। এই নীতি মেনে চললে ওঁদের একটু অসুবিধা হবে। আমি বলেছিলাম যে এম্পলয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে চাকুরী দিতে হবে। রেকর্ড থাকবে। ১৯৬৫ সাল শেষ করে তারপর ১৯৬৬ সাল, ১৯৬৬ সাল শেষ করে ১৯৬৭, বড়লোক কি গরীব বড় প্রশ্ন নয়, বড় প্রশ্ন হচ্ছে কে কতদিন পাশ করে বসে আছে। এই যদি করা হত তাহলে বেশীর ভাগ গরীব লোকেরাই উপকার হত, কারণ বড়লোক খুব বেশী বেকার নেই। নীতি বর্জিত, চাকুরীর ক্ষেত্রে নিজেদের দুর্নীতিকে সম্প্রসারিত করার জন্য উপর তল থেকে নীচে এইভাবে চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে এই সমস্ত কাণ্ড কারখানা নিজেরা করেছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করে দিচ্ছি। শান্তম কমিটি বলে একটা কমিটি পণ্ডিত নেহেরু বসিয়েছিলেন এবং সেই কমিটির রিপোর্টে কনট্রাক্টর ক্ষেত্রে কিভাবে দুর্নীতি হয়, কিভাবে সেটা নির্ধারিত হয়, কিভাবে চাকুরী হয়? কিভাবে একটা কনট্রাক্টার কাজ পায় সমস্ত কিছু আছে, কিন্তু একটাও কি ফলো করা হয়, এখানকার গভর্ণমেন্ট কি ভালো করেছেন? উপরতলার করাপশান অডিট-এ করাপশান সম্পর্কেও সেখানে দেওয়া আছে। আজকে শান্তনম কমিটির রিপোর্ট দরের কথা উনাদের যে বক্তৃতা, সেখানে কোন জায়গায় করাপশান সম্পর্কে বক্তব্য রাখেননি রাখেননি এইজন্যে, মন্ত্রী পর্যায় থেকে শুরু করে অফিসার পর্যায় এবং ঠিকাদারী, পারচেজ, সেলটারস, এই সমস্ত জায়গাতে কোটি কোটি টাকা লুট হচ্ছে এবং সেই লুটের মন্ত্রীদের সমর্থন নিয়ে, মন্ত্রীদের কনসেন্ট নিয়ে, মন্ত্রীদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করে এই লুট করছে। এর প্রতি কাট মোশানের মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড ৪, এখানে আমার একটা কাট মোশান আছে, সেটা হচ্ছে 'জরীপ ব্যবস্থার দুর্নীতিতে কৃষকদের হয়রানী ও উচ্ছেদ সম্পর্কে'।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি যে আজকে এই জরীপ ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে কিভাবে দুর্নীতিগুলি হচ্ছে এবং সাধারণ কৃষক, সাধারণ মানুষ, তাদের কিভাবে হয়রাণীগুলি করা হচ্ছে। আমরা জানি এই বিধানসভায় প্রদত্ত রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ৫০ হাজার-এর মত মানুষ ভূমিহীন, দীর্ঘদিন পর্যন্ত তারা খাস জমি দখল করে আছে। চাষাবাদ করে আছে অথচ তাদের নামে কোন রকম বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। এই সরকারের

যদি এইদিকে দৃষ্টি থাকত, যারা ভূমিহীন, যারা গরিব, যারা সেই সমস্ত জমিতে দীর্ঘদিন চাষবাদ করে দখল করে আছে, তাদেরকে জমি দেওয়ার, জমিতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য থাকত, তাহলে পরে এই ৫০ হাজার মানুষ আজ পর্যন্ত এইভাবে জলে থাকতে পারেনা। অথচ সরকার এবং মন্ত্রী মহোদয়দের কথা শুনলে মনে হয়, তাঁরা গরীব কৃষক, ভূমিহীন কৃষকদের জন্য তাদের পরাণ যায়, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উল্টা। ঠিক এর সংগে যদি আমরা দেখি উদ্বাস্তু কলোনীগুলি যে রয়েছে, সেই কলোনীগুলির অবস্থা কি, আজও তাদের জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া গেলনা, তারা জমির মালিক হতে পারলনা। তাদের জমি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আমরা দেখেছি সেই ভাবাবন কলোনী কৈলাশহরে, সেখানে উপজাতি কলোনীর ভূমিবাসী আজও জমির বন্দোবস্ত পায়নি। সেখানে প্রশ্ন উঠেছে যে সেই রিজার্ভ এলাকার মধ্যে পড়েছে। রিজার্ভ থেকে যতদিন পর্যন্ত মুক্ত না করা যাবে ততদিন পর্যন্ত ভাবাবন কলোনীর উপজাতি পুনর্বাসন প্রাপ্তদের জমির মালিক করে দেওয়ার সুবিধা নাই। এই যে জরীপ বিভাগ সেটা কিভাবে ব্যবস্থা করেছে? আজকে যেখানে প্রশ্ন হচ্ছে উপজাতিদের জমি অউপজাতি বা নিকট হস্তান্তরিত হতে পারবে না এবং হয়ে থাকলে সেটা অবৈধ কিন্তু এই জরীপ বিভাগ হস্তান্তর কিভাবে হচ্ছে সেটা খোঁজ খবর নিচ্ছে না। যারা মহাজন তারা কৃষকদের জমি কিভাবে হস্তগত করছে, তাদের জমি থেকে কিভাবে উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করছে এই সমস্ত ক্ষেত্রেও জরীপ বিভাগ কিছু করছে না। কৈলাসহরে কৃষ্ণটিলায় ৩৬টি কৃষক পরিবার আছে। তাদের ১০ দ্রোণ জমি সেটেলমেন্ট হয়েছিল কিন্তু তাদের হাতে নাই। অথচ রেকর্ড খাজনার নোটিশ, ক্রোকের নোটিশ যাচ্ছে, অথচ জমি তাদের হাত থেকে চলে গেছে ১০ দ্রোণ জমির মধ্যে বেশীর ভাগ জমি মহাজনদের হাতে চলে গেছে। সেই ক্ষেত্রেও সেটেলমেন্ট বিভাগ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। পাইতুরা, যশমুড়ার যে ঘটনা সেখানকার মানুষ চেষ্টা করেছিল সেখানকার খাস জমি ভোগ দখল করতে এবং সেখানকার জমি বন্দোবস্ত করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু সরকারের দৌলতে বিলোনীয়া শহরের মত জন উকিলেরা জমি বন্দোবস্ত নিয়ে নিয়েছে এবং সেখানকার প্রকৃত যারা কৃষক তাদের সেই এলাকা থেকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র চলছে। আমরা দেখেছি কয়েক বছর আগে পাইকুরার উপজাতি ভূমিহীনের যে জমি দখল করে আছে সেটা উকিলরা বন্দোবস্ত নেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল। আমরা আজও দেখি সেখানে পুলিশ ক্যাম্প, সি, আর, পি, ক্যাম্প বসিয়ে সেখানকার যারা সত্যিকারের দাবীদার, যারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত জমি চাষাবাদ করছিল তাদের মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে দিয়ে তাদের হয়রাণি করছে। আর আমরা দেখেছি বিলোনীয়ার পশ্চিম পাহাড়ের খাস জমিগুলি সেখানকার বড় মহাজন জোতদার তারা সেই জমি দখল বন্দোবস্ত নেওয়ার ষড়যন্ত্র চালিয়েছে যশমুড়ার ঘটনাও আমরা দেখেছি সেখানকার উপজাতি পরিবার দীর্ঘদিন পর্যন্ত খাস জমিতে বসবাস করছিল এবং চাষাবাদ করেছিল। কিন্তু এই কংগ্রেস সরকারের কল্যাণে যারা মহাজনী করে ব্যবসায়ী তারা সেই জমিতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য ষড়যন্ত্র চালায়। কিন্তু এই জরীপ বিভাগ এই সমস্ত মানুষের পক্ষে না গিয়ে তাদের উচ্ছেদ করে জোতদারদের জমি দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে এবং

সাধারণ মানুষকে উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আরও দেখি কিভাবে মানুষকে হয়রানি করতে পারে। সরাইতি রিয়াং, বাবার নাম মৃত শম্ভুরাম রিয়াং, বাড়ী দক্ষিণেশ্বরী। এই মহিলা ১২ কানি জমির বন্দোবস্তের জন্য পাট্টা বের করার জন্য দরখাস্ত করলেন এবং অমৃত চক্রবর্তী নামে একজন মুহুরীকে দিতে হয়েছে ৩০০ টাকা, উদয়পুরের শচীন্দ্র চক্রবর্তীকে দিতে হয়েছে ৪০০ টাকা, আগরতলায় ১০০ টাকা দিতে হয়েছে। কিন্তু এত করার পরেও ঐ মহিলা আজও পাট্টা বের করতে পারেনি। সাধারণ মানুষকে কিভাবে এই জরিপ বিভাগ হয়রানি করছে এবং সাধারণ মানুষের পকেট কেটে তাদের কিভাবে জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার চেষ্টা করে এই সমস্ত নতুন নিয়মেই প্রমাণ করে যে এই সরকার সাধারণ কৃষককে কোথাও জমির মালিক হতে দেবে না যাদের জমি আছে, উকিল মুহুরী এবং ব্যবসায়ী, তাদের পক্ষে তারা ওকালতি করছে। আমরা দেখেছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়া [illegible] জমি বন্দোবস্ত দেবে। কিন্তু একজন কৃষক দীর্ঘকাল জমি দখল করে রাখবার পরও তার জমি বন্দোবস্ত পাচ্ছে না। সেখানে রাইমা শর্মার ১০,০০০ লোকের উচ্ছেদের চেষ্টা এই সরকার করেছিলেন এবং সেখানে ৬০০ পরিবার জোতের মালিক হয়ে দীর্ঘ ২০ বছর পর্যন্ত থেকে আসছেন তাদের এই সমস্ত এলাকায় ভোগ দখল করে তাদের জমির অধিকার করে না এবং এই সমস্ত ব্যাপারে রাইমা শর্মায় আমরা দেখেছি কত করুণ দৃশ্য। কাজেই মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই সমস্ত নজির সামনে দেওয়া উচিত যে কিভাবে তারা সাধারণ মানুষের গলা কাটে এবং অকৃষক মহাজনের স্বার্থ দেখে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার এই কাটমোশানের মাধ্যমে সরকারকে আমরা হুঁশিয়ারী দিতে পারি যে তোমাদের এই সমস্ত ব্যবস্থা ছেড়ে দাও তা না হলে সারা ভারতবর্ষের মতন ত্রিপুরা রাজ্যেও প্রমাণিত হবে এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসে যে সব ডিমাণ্ড এসেছে তাদের আমি সমর্থন করি এবং যে সব কাটমোশান এসেছে তার আমি বিরোধীতা করি। মাননীয় সদস্য সমর বাবু কাটমোশান এনেছেন বকেয়া খাজনা সম্পর্কে এবং তার দীর্ঘ ভাষণে তিনি খাজানা মকুবের উপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু তিনি সরকারের কাছে এমন কোন সাজেশান রাখেন নি যাতে কৃষির উৎপাদন বাড়ে এবং কৃষকের আর্থিক সাশ্রয় হয়। তিনি বলেছেন অন্যান্য রাজ্যে ৬।৭ কানি ভূমি পর্যন্ত খাজানা মকুব আছে। কিন্তু তিনি একবারও উল্লেখ করেন নি যে ত্রিপুরাতে ২।৩ বার খাজনা মকুব করা হয়েছে এবং আমরা দেখছি ছড়া নালা ইত্যাদি বাদ দিয়ে ফসল যাতে বৃদ্ধি পায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই খাজানা ধার্য্য করা হয়েছে। কাজেই এই কাট মোশন উদ্দেশ্য প্রণোদিত। মাননীয় সদস্য নৃপেন দা একজন গুড পার্লামেন্টেরিয়ান। আমি উনাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি সরকারী কর্মচারীদের কথা স্পেসিফিক ভাবে আনলেন। হয়ত আনা যায়। কারণ যে সমস্ত কর্মচারীর বিধান সভায় বলার অধিকার নাই তাদের বিরুদ্ধে এভাবে এনে তাদের বেকায়দায় ফেলা যায়। এটা হল যেমন একটা বাঘকে খাচাতে রেখে লাঠি দিয়ে গুতো দেওয়া এবং গুতো খেয়ে বাঘের গর্জন

যাবৎ দখল করে আছে, অথচ তাদেরকে জমির এ্যালটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না। তাই আমি এই সরকারকে অনুরোধ করব যে এই দিক দিয়ে যেন বিশেষভাবে নজর দেন। শেষের দিক দিয়ে আমি আর বেশী বক্তব্য বাড়াব না। তবে নৃপেন দাদার কাছে আমার এই চেলেঞ্জ, আমি আশা করি, তিনি আমার এই চেলেঞ্জের মোকাবিলা করবেন আর যে ডিমাণ্ডগুলি এখানে রাখা হয়েছে, সেগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস:- মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমি একটা কাট মোশান এনেছি, আমার কাট মোশানটা হচ্ছে—সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে ডি, এ এবং পশ্চিমবঙ্গের ১।৪।৭০—এর হারে ত্রিপুরার কর্মচারীদের বেতন হার পুনর্বিন্যাস না করা সম্পর্কে। এটা কর্মচারীদের দেওয়া হচ্ছে না। পশ্চিম বঙ্গে ১-৪-৭০ সন থেকে যে একটা নূতন বেতন হার চালু হয়েছে, এটা সম্পর্কে এই সরকারের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্বেও বা সরকারী সিদ্ধান্ত থাকা সত্বেও দেওয়া হচ্ছে না। এবং মন্ত্রীরা হয়ত উত্তর দেবেন যে কেন পশ্চিম বঙ্গ? তাই আমাদের জিজ্ঞাসা তাদের কাছে যে কেন পশ্চিম বঙ্গের এই দাবীটা আমাদের করতে হচ্ছে। কারণ অতীতের দিকে যদি আমরা ফিরে যাই তাহলে আমরা দেখব যে তারা উত্তর তারাই দিয়ে রেখেছেন। তখন তারা একটা অপশান দিয়েছিলেন এবং অপশানে তারা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন এবং সেটা দেওয়া হয়েছিল ৮-৯-৭০ ইং তারিখে এবং পশ্চিম বঙ্গে এই বেতন হার চালু হয়েছে ১-৪-৭০ ইং তারিখ থেকে অর্থাৎ এই বেতন হার পশ্চিম বঙ্গে চালু হওয়ার পর এই সরকার এই অপশানটা দিয়েছিল। আর এই অপশানের এক জায়গাতে বলা হয়েছে যে—Tripura employees continuing to be on West Bengal pattern of pay and allowances till the results of the Third Pay Commission —স্পষ্ট কথা, এখানে কোন রকম মারপ্যাচ নাই যে তৃতীয় বেতন কমিশনের রিকমেণ্ডেশান পাওয়া অবধি পশ্চিম বঙ্গের বেতন হার চালু করা হবে এবং সেই বেতন হার ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারীদেরকেও দেওয়া হবে। এই অপশান দেওয়ার পর চীফ সেক্রেটারী একটা সার্কুলার দিলেন, সেই সার্কুলারে কি বলা হয়েছে? চীফ সেক্রেটারী আই, পি, গুপ্ত সার্কুলার দিয়েছেন তার নাম্বার হচ্ছে F.5(2)-Fin (9)/70 dated 8-9-70 " Now that it has been decided that the employees of this Government would continue on their existing pattern that is, pattern of linked State of West Bengal in the matter of scales of pay and allowances till the recommendations of the Third Pay Commission. এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং চীফ সেক্রেটারী সার্কুলার দিয়েছেন, এর পরেও কেন পাব না? এই উত্তর নিশ্চয় আমার কাছে নয়, ট্রেজারী বেঞ্চে মন্ত্রীরা যারা আছেন, তারাই সেই উত্তর খুঁজে দিয়ে রেখেছেন। অথচ এই সার্কুলার দেওয়ার পরও সেই ১-৪-৭০ ইং তারিখ থেকে কর্মচারীদের বেতন হার দেওয়া হচ্ছে না। এই বেতন হার না দেওয়ার কারণে ফলটা কি ভোগ করতে হচ্ছে সরকারী কর্মচারীদের না এই ফল ভোগতে হচ্ছে যে উনারা বলেন পূর্ণ রাজ্যে আমরা পদার্পণ করেছি, নূতন রাজ্যে আমরা নূতনভাবে করব। আমার জিজ্ঞাসা মাননীয় সুখময় বাবুর কাছে যে তিনি যে রাজ্য পেয়েছেন, যে পূর্ণ রাজ্য আমরা পেয়েছি ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাস থেকে এবং তার রাজত্বও শুরু হয়েছে ১৯৭২ সাল থেকে। কাজেই আগের সিদ্ধান্ত তিনি খারিজ করতে

পারেন না, সেই অধিকার তাঁর নাই। কিন্তু এই রাজত্বে সব কিছু হয়। এই কর্মচারীদের, এই শ্রমিকদের বঞ্চিত করবার জন্য গায়ের জোরে সব কিছু করা যায় এবং এটাও সেই গায়ের জোরেই করা হচ্ছে পে কমিশন বসানো হয়েছে। এখানে অর্থটা কি দাঁড়াচ্ছে? পে কমিশন বসানোর মানে হল আগের বকেয়া আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যদি না দেওয়া হয় কর্ম-চারীদের, তাহলে সেই পে কমিশন বর্তমান পে স্ট্রাকচারের উপর তার রায় দেবে। অর্থাৎ এখন যে পে স্ট্রাকচার ত্রিপুরার কর্মচারীদের এবং ত্রিপুরার শিক্ষকদের তার উপরই পে কমিশনকে রায় দিতে হবে। তাই আমি খুব স্পেসিফিকেলী বলতে চাই। ১২৫--৩০০ টাকার একটা লোয়ার স্কেল কোটা হবে তার উপর সেই রায় দিতে হবে। কিন্তু এটা পাওনা হয়ে গেছে ঐ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ অপশান অনুযায়ী ঐ সার্কুলার অনুযায়ী যে ১-৪-১৯৭০ সাল থেকে ১৭০-৩৫০ টাকা পে স্কেল এটা পাওনা হয়ে গিয়েছে। যদি এ পে কমিশনে না দেওয়া হত তাহলে ওরা ২৩০-৩৫০ টাকার পে স্কেল পেত। এর অর্থ কি হচ্ছে যেটা তাদের আইনত প্রাপ্য সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী না দিয়ে ত্রিপুরার ২৫ হাজার কর্মচারীর জীবন থেকে একটা পে স্ট্রাকচার লুপ্ত করা হয়েছে তাদের জীবন থেকে। তাদের জীবনে সেই ক্ষতি সংশোধন করতে পারবে না। এই ভাবে ত্রিপুরার ২৫ হাজার কর্মচারীর জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। এবং তার ইনটেরেস্টটা কি? ১৯৭০ সালে একজন নিম্ন শ্রেণীর নীচের তলার যে কর্মচারী সে দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা এরিয়ার পাচ্ছে না। তারা এই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মাসে এক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী কেন্দ্রীয় ডি, এ, পাচ্ছেনা। সেই কেন্দ্রীয় ডি, এ, যদি না দেওয়া হয় তাহলে সে মাসে ৩০ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উনারা প্রশ্ন করতে পারে কেন্দ্রীয় ডি, এ, সেটা কি ব্যাপার? ঐ প্রশ্ন আমরাও তাদের কাছে করছি যে উত্তর প্রদেশে যান কেন্দ্রীয় ডি, এ, দেওয়া হচ্ছে রাজস্থানে যান কেন্দ্রীয় ডি, এ, দেওয়া হচ্ছে, পাঞ্জাবে যান ঐ কেন্দ্রীয় ডি, এ, দেওয়া হচ্ছে। যেহেতু ঐ সব স্টেটগুলোতে ডিয়ারনেস ফর্মোলা নাই সেই জন্য কেন্দ্রে বাড়ার সংগে সংগে ডিয়ারনেস এলাউন্স দেওয়া হয়। এবং এটা সিদ্ধান্ত। সেই স্টেটগুলি কেন্দ্রীয় হারে দেওয়ার সিদ্ধান্ত অনেক পরে নিয়েছে আমাদের এখানে ডিয়ারনেস দেওয়া হত সুখময় বাবুর বাজেটের আগে। ইন্টারিম রিলিফ দেওয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করছি এ ইন্টারিম রিলিফ দেওয়ার আগে ঐ কর্মচারীরা তাদের ডি, এ, কোন হারে পেয়েছে? কেন্দ্রীয় হারে কেন্দ্রে বাড়ার সংগে সংগে পেয়েছে। এটা একসেপটেড প্রিন্সিপল, এটা একসেপটেড নীতি। সেই নীতি থেকে তারা সরে আসছে তার রেজাল্ট হচ্ছে একজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী—কেন্দ্রে ৪৩। ডিয়ারনেস এলাউন্স বাড়ার পরে—ঐ সিদ্ধান্তে যদি এখনও পাওনা থাকত তাহলে ৬০ টাকা তাদের পাওনা হয়ে গিয়েছে। এই ভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই ভাবে বঞ্চিত করে ঐ কর্ম-চারীদের তাদের জীবন থেকে একটা পে স্ট্রাকচার বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় ডিয়ারনেস এলাউন্স বাদ দেওয়া হচ্ছে। আমার অপশান, সার্কুলার দিয়ে তাদের স্পষ্ট আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে সিদ্ধান্ত আপনারা নিয়েছেন সেই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী আপনারা কেন করছেন না? আমরা দেখছি ত্রিপুরার কর্মচারীরা কি পেয়েছে। আজকে একজন এল, আই, সি'র একজন কর্মচারী ২৮৭ টাকা পাচ্ছে একজন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মচারী,

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ৩১৪ টাকা পাচ্ছে। সেখানে ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা ৩০০ টাকার উপর পাচ্ছে বে-সরকারি শ্রমিক সংস্থার একজন ২৮ টাকার উপর পাচ্ছে। সেখানে অন্যান্য শ্রমিক যারা আছে অন্য ইণ্ডাষ্ট্রিতে ৩২০ টাকা তারা পাচ্ছে এবং এই যে স্ট্রাকচার সেই স্ট্রাকচার থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর একজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী এখন ১১০ টাকা থেকে ১৬০ টাকা পাচ্ছে। পার্থক্য কোথায়? দেড়শ টাকা থেকে পৌনে দুশ টাকার মত পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে। ঐ বাজার থেকেতো একই দামে কিনতে হয়। বাজারে গিয়ে এল, আই, সির কর্মচারীদের জন্য আলাদা বাজার নেই। সুতরাং আজকে দেখা যাচ্ছে যে ন্যায্য প্রাপ্য হওয়া সত্ত্বেও, সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও সার্কুলার থাকা সত্ত্বেও এদের দেওয়া হচ্ছে না। এই মন্ত্রী সভা আসার পর তাদের একটাই কাজ হয়েছে ঐ শ্রমিক কর্মচারীদের বঞ্চিত করা, ঐ শ্রমিক কর্মচারীদের নূতন কায়দায়, আমি সুখময় বাবুকে বলেছি যে পে কমিশন বসিয়ে নূতন সিদ্ধান্ত নিতে হবে না, নূতন পে তারা পেতে চায় না। আগের যে সিদ্ধান্ত সেটি কেড়ে নেবেন না, সেটাকে কাটবেন না সেইটুকুই দিন। সেটাও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এবং সেই অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং হাজার হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি আর কি করা হচ্ছে গত ২২ মাস ধরে? এই মন্ত্রী সভার মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে ডেপুটি এডুকেশন মিনিষ্টার আজকে চারণের মত সারা ত্রিপুরা ঘুরে বেড়িয়েছেন। কি জন্য? ঐ কর্মচারীদের জন্য দরদ? ঐ তাদের বেতন ভাতা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য, দ্রব্য মূল্যের জন্য তারা পেরে উঠছে না সেজন্য? না ঐ কর্মচারীদের ঐক্যে ভাঙ্গন ধরানোর জন্য, ঐ কর্মচারীদের তাদের যে অধিকার তাকে খর্ব করার জন্য। তাকে কার্টেল করার জন্য। সমস্ত মন্ত্রী সভা আজকে কর্মচারীদের ঐক্য বিরোধী কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন, সমস্ত প্রশাসনকে নিয়োগ করা হয়েছিল। আমরা দেখেছি এ, টি টি, এ,কে কোলে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল মাননীয় মন্ত্রী মিঃ সোমের কোলে। আজকে সেখানে দুই ভাগ হয়ে গিয়েছে। আর সেখানে একজন স্নেহের পাত্র তিনি বলছেন তার গার্ড ব্যবহার করা হয়। আর এক স্নেহের পাত্র বলেছেন—তার কথা না শুনলে ট্রান্সফার করা হয় তার ইউনিয়ন না করলে আজকে—তার স্নেহধন্য লোকের কথায় কি ভাবে এই প্রশাসনকে ব্যবহার করা হচ্ছে আমি তার ক'টি প্রকৃষ্ট উদাহরণ এখানে রাখতে চাই। আজকে যে সব টুর করা হয়েছে, মফঃস্বলে মন্ত্রীরা টুর করেছেন—সবগুলি টুর কোন সাধারণ মানুষের জন্য নয়, কৃষক শ্রমিকের স্বার্থের জন্য নয়। প্রত্যেকটি টুরে নগ্নভাবে প্রশাসনকে ব্যবহার করে শ্রমিক কর্মচারীর আন্দোলনকে দমন করার জন্য ঐক্য বিরোধী কাজ করার জন্য করা হয়েছে। ৮-৫-১৯৭৩ সাল—আগরতলা সদর থেকে সাবরুম এ একটা টেলিগ্রাম পাঠান হয়েছে—মিঃ সোম, ডেপুটি মিনিষ্টার তার টেলিগ্রাম—"visit Manubazar and attend Annual Conference of A.T.T,A to be arranged by Santi Acharjee, Secretary, A. T 1. A. Manubazar. Kindly inform all concerned including Nakul Dutta and Santi Acharjee, এখানে বলা হয়েছে এই Conference to be arrangec by Santi Acharjee, এই Coference arrange করতে বলা হয়েছে তুমি একটা পাল্টা সংগঠন কর। শিক্ষকদের পাল্টা লোক নিয়ে একটা সংগঠন কর। আমি সেখানে মাতব্বরী করতে যাব। আমি সেখানে শিক্ষক আন্দোলন ভাঙ্গতে যাব এবং সেখানে এস, ডি, ও কপি দিয়েছেন। তার নম্বর হচ্ছে ৩০২৫/এস, ডি, ও/ এস, ডি, এম/এফ, এল/৭৩ ডেটেড ৭-৮-১৯৭৩। কপি দেওয়া

হয়েছে শান্তি আচার্য এবং নবুল দত্তকে—এস, ডি, ও সই করে সেই কপি দিয়েছেন। তোমরা এই কাজ কর। সুতরাং এই থেকে স্পষ্ট—আমি কটা উদাহরণ দিলাম। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার গাড়ী ব্যবহার করেছে, প্রশাসনকে ব্যবহার করেছে এবং মন্ত্রী সেখানে গিয়ে বলেছে সমিতি করার চেষ্টা করেছেন। এবং মুখ্যমন্ত্রী নিজে, উনি নিজে নেমেছেন এই সমস্ত কাজে। কাজেই ১৯৭৪ সালে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এই কথা বলতে হয় যে ১০ হাজার শ্রমিক কর্মচারী ৯ই এপ্রিল যখন ধর্মঘটের নোটিশ দিয়ে গিয়েছিল সেই ১৫ মার্চ সারা দিনব্যাপী ১৮ হাজার কর্মচারী—১৮ হাজার কর্মচারী এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে এই যে প্রশাসন এই যে মন্ত্রী সভা তার দুর্নীতি, তার অত্যাচার তার বিরুদ্ধে ১৮ হাজার মানুষ মিছিল করে গিয়ে যখন স্ট্রাইক নোটিশ দিয়েছিল—কারণ তারা এই মন্ত্রী সভাকে ঘৃণা করে তার প্রতিফলন ৯ই এপ্রিল তারা প্রকাশ করবে। আপনারা…

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার ইওর টাইম ইজ ওভার…

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—এবং আপনারা এই ৯ই এপ্রিল যতটুকুই বলুন না কেন বক্তৃতা দেওয়া যায় কর্মচারীদের কেনবার করার হিম্মত আপনাদের নেই তার জবাব ৯ই এপ্রিল আপনারা পাবেন।

মিঃ স্পীকার : শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে সব বিলগুলি এসেছে আমি সেগুলি সমর্থন করছি এবং যে সব কাট মোশান এসেছে আমি তার বিরোধিতা করছি। মাননীয় সদস্য সমর বাবু বকেয়া খাজানা মকুবের ব্যাপারে ৭ কাণি জমির খাজনা বাতিলের সম্পর্কে যে প্রস্তাব এনেছে সেই প্রস্তাবের অবতারণা করতে গিয়ে উনি আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করেছেন। আমার কতটুকু জমি আছে এবং আমরা নাকি বড় জোতদার. আমার অনেক মটাকুন আছি সেই না এই সব কথা বলেছেন। কিন্তু উনি জানেন না আমার (ইন্টারাপশান) হ্যাঁ প্রাক্ উইকেন্টের কথাও বলছি—আমার কতটুকু জমি আছে উনি জানেন না। আমার মহারাজের আমলের বন্দোবস্ত জোত. আমি উনাকে জানিয়ে দিচ্ছি—জোত নম্বর ৪৮, জমির পরিমাণ ২৯ কাণি। আমরা যৌথ পরিবার। আমরা তিন ভাই। এখন পৃথক হয়েছি। আমার পরিবারে ৮ জন আমার ভাইয়ের পরিবারে ১৫ জন আর এক ভাইয়ের পরিবারে ৬ জন। এই তিনটি পরিবার এই জমির উপর চলতে হয়। তার মধ্যে সেই ৪৮ নম্বর জোত সেই জোতের মধ্যে আছে বাস্তু, চাড়া টিলা, তারপর পুকুর, তারপর নাল—সব মিলিয়ে জমির পরিমাণ ২৯ কাণি। আমি প্রকিউরমেন্টে ১০ কুইন্টাল ধান দিয়েছি আপনারা ভাল করেই জানেন, তারপরও যদি এইসব কথা বলেন—বলেন আপনি একজন জনপ্রতিনিধি আর একজন জনপ্রতিনিধির সম্পর্কে এই সব কথা বলা আপনার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় বলে আমি মনে করি। কিন্তু মাননীয় সদস্য শুধু আমার বেলা। এইটা দেখালেন কিন্তু উনি বোধ হয় ঐ এলাকাতেই যান না। আমার মনে হয় উনি গেলে জানতেন কিন্তু উনার সাহস হলো না। দুমাছড়া সি, পি, এম—এর কর্মী রতন ব্লক স্কুলে কমিটির সেক্রেটারী, তবলা মোহন ত্রিপুরা উনার কতটুকু জমি আছে উনি সেইটা বলতে পারলেন না। ময়নার মার গাঁও প্রধান উনাদের সি, পি, এমের কর্মী উনি কত জমি ক্রয় করেছেন উনারা জানেন কিনা আমি জানি না। আর শুধু আমার জমি দেখলেন। মাননীয় সদস্য এই খোয়াই এলাকার, কল্যাণপুর এলাকার বিশ্বা বাবুর কথা উনি মোটেই বললেন না। বিশ্বাবাবুর যে কত জমি আছে, কত ভাল জমি সেই কথাটা উনি বললেন না। আমি তো আমার জমির হিসাব দিয়ে দিলাম, আমার পরিবারের লোক সংখ্যার হিসাব দিয়ে দিলাম। প্রকিউরমেন্টের সময় বিশ্বাবাবু কত ধান দিয়েছে? উনার খাস জমি কতটুকু আছে এইটা কি আপনারা বলতে পারবেন? তার জন্য আমি এই কাট মোশনের বিরোধীতা করে এবং বিলগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— অনারেবল মিনিষ্টার শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসের সামনে যে যে ডিমাণ্ড রেখেছেন আমি সেই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশন এসেছে আমি তার বিরোধীতা করছি। মাননীয় সদস্য বিরোধী দলের নেতা তিনি কাট মোশনের আলোচনা করতে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে কতটি পার্সোনেল চার্জ এনেছেন। এই পার্সোনেল চার্জগুলি নতুন নয়। এই পার্সোনেল চার্জগুলি এনেছিলেন নো কনফিডেন্স মোশনের সময় তখনও আলোচনা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধেও আমি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তার আমি প্রত্যেকটার ক্যাটাগরিক্যালি রিপ্লাই দিচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সেই সময়েও চেলেঞ্জ জানিয়ে বলেছিলাম যে উনি যে উক্তি যদি মিথ্যা হয় তাহলে উনি পদত্যাগ করবেন, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তিনি সেই সমস্ত প্রমাণ করতে পারেন নাই এবং আজকে এত প্রধান সভায়ও তিনি বলেছেন যে আমার ছেলে বক্সনগরে কলিকাপুরে আমার ছেলে খাস জমির বন্দোবস্ত নিয়েছে তিনি আগে বলেছিলেন আজকে কিন্তু খাস জমির বন্দোবস্তের কথা তিনি বলেন নাই। তিনি বলেছেন অ্যাফিডেভিটের কথা। তিনি কথা থেকে শিফট করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি খাস জমির বন্দোবস্ত আমার ছেলে নিয়ে থাকে তিনি বলতে পারতেন কারণ এস, ডি, ও খাস জমি বন্দোবস্ত দিবার অথরিটি নয়। কালেক্টার দিবে বন্দোবস্ত। নিশ্চয়ই তিনি ল্যাণ্ড রিফরম অ্যাক্ট সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, ল্যাণ্ড রিফরম অ্যাক্টের আইন কানুন তিনি জানেন। কালেক্টর সব জমির বন্দোবস্ত দিবেন। কালেক্টার কোন দিন খাস জমির বন্দোবস্ত দিয়েছে তিনি সেই তারিখ বলতে পারতেন, প্রিমিয়াম কত দিবার জন্য বলেছেন সেই অর্ডার তিনি দেখাতে পারতেন প্রিমিয়াম কত দিয়েছি, কোন চালানে প্রিমিয়াম আমি কত দিয়েছি তিনি বলতে পারতেন, অ্যাকাউন্ট নং বলতে পারতেন, চালান নং বলতে পারতেন. আমি রেভিনিউ কত দিয়েছি তিনি বলতে পারতেন তিনি কিছু বলেন নাই. তিনি ধাপ্পা মারতে চাইছেন এবং সব মেম্বারকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন, এই হাউসকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন যে আমার ছেলে জমি বন্দোবস্ত নিয়েছে, লজ্জা থাকা উচিত। এই সমস্ত অবাস্তব কথা তিনি হাউসের মধ্যে আনেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বন্দোবস্ত নেওয়ার পরে রেভিনিউ সাব্যস্ত হবে, প্রিমিয়াম কত হবে তা সাব্যস্ত হবে, পজেশন দেওয়া হবে তিনি কোনটাই দিতে পারেন নাই. কোন অর্ডারের কথা বলতে পারেন নাই। সুতরাং সেই সমস্ত অবান্তর কথা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তিনি বলেছেন যে আমার ছেলে রোটাকে মেডিকেল কলেজে পড়ে। আমি নো-কনফিডেন্স মোশনে অস্বীকার করেছি। এবং আজও আমি বলছি যে আমার ছেলে রোটাকে মেডিকেল কলেজে পড়ে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রোটাকে মেডিকেল কলেজে আমার ছেলে পড়ে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি তিনি জানতে চাইতেন আমার কাছে, ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসা করলে আমি বলতে পারতাম এবং যেহেতু তিনি হাউসে বলেছেন, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের নেতা আবার বলছেন যে জলন্ধর, জলন্ধরও পড়ে না। আমার কোন ছেলে মেডিকেল কলেজে এখন পর্যন্ত পড়ে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের যখন কিউরিসিটি আমি সেই কথা বলতে চাচ্ছি আমার ছেলে মেডিকেল

কলেজে পড়ে না। জেনারেল কলেজেও প্রি-মেডিকেল পড়ানো যায়, জেনারেল কলেজে যে কোন ছেলে পড়তে পারে। মাননীয় বিরোধী দলের নেতার সেই কথা জানা থাকা দরকার যে মেডিকেল কলেজ ছাড়াও পাঞ্জাব, হরিয়াণা, ইন্দুর মধ্য প্রদেশের বিভিন্ন কলেজে আছে যেখানে জেনারেল কলেজে প্রিমেডিকেল পড়ানো যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি আর একটা কথা বলেছেন যে আমার ছেলে সেনিটারী ইন্সপেক্টারের ট্রেনিং এ গেছে। আমি গত নো-কনফিডেন্স মোশনে আলোচনা করেছি আমি বলেছি যে আমার ছেলে মেরিট অনুযায়ী গেছে। আমরা ৫টা সীট পেয়েছিলাম আমরা দশজন ছেলেকে সিলেক্ট করি তন্মধ্যে ২টি ছেলে যায়, এর মধ্যে আমার একটা ছেলে গেছে এবং আর একটা গেছে, আমরা কোন ছেলেকে পাঠাতে পারি নাই, এইটা ভেকেন্ট রয়ে গেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি কোন ছেলে না যায়, যদি আমার ছেলের মেরিট থাকে তাহলে কি আপত্তি থাকতে পারে আমি বুঝতে পারছি না। মাননীয় মন্ত্রীর ছেলে, কংগ্রেস এম. এল. এ'দের ছেলে হলেই যে তার ফান্ডামেন্টাল রাইট চলে যায় এই কথা বলতে পারা যায় না। আর্টিকেল ১৬ কি বলেছে, বলেছে যে there shall be equity of opportunity of all citizens in the matters relating to employment appointment in any office under the State সুতরাং মিনিষ্টারের ছেলে হলে, এম. এল. এর ছেলে হলে সে চাকুরী পেতে পারে মেডিকেল কলেজে পড়তে কেন আপত্তি নেই কনষ্টিটিউশনেল রাইট অনুযায়ী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মিনিষ্টার হয়েছি বলে আমার এলাকার লোকের চাকুরী হবে না, আমার আত্মীয়স্বজন চাকুরী পাবে না, এমন কোন কথা হতে পারে না। তার যদি মেরিট থাকে, তার যদি রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশন থাকে তাহলে কোন আপত্তি থাকতে পারে না, ফান্ডামেন্টাল রাইট তার কাটেল হতে পারে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে তিনটি চার্জ তিনি এনেছেন আমি আশা করছি আমি হাউসকে সেইটা কনভিনস করতে পেরেছি। কাজেই আমি মূল ডিমাণ্ডকে সাপোর্ট করে এবং বিরোধী পক্ষের কাট মোশনের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাট মোশন একটা আমি এনেছিলাম উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা দপ্তরের স্থান নির্বাচনের ব্যর্থতায় জনগণের দুর্ভোগ। জেলা দপ্তরের হেড কোয়ার্টার কোথায় হবে তা সেটেল করেছেন বলে তো এই মন্ত্রীসভা বলবেন যে কুমারঘাট এবং উদয়পুর উত্তর এবং দক্ষিণ জেলা দপ্তরের স্থান নির্বাচিত হয়েছে। কিন্তু আসল কথা যেটা, তিনটি জেলা ইটি হলো ১৯৬৯-৭০ সালে। আজকে ৭৪ সাল আজকে পর্যান্ত চিত্রটা আমরা কি দেখছি এবং সেই চিত্রটা কেন হলো। উত্তর ত্রিপুরার অবস্থা আমরা কি দেখছি একদিকে কুমারঘাট অন্যদিকে কৈলাসহর জেলা দপ্তরকে ভাগ করে এই দুই জায়গায় রাখা হলো কিছুটা কুমারঘাটে কিছুটা কৈলাসহরে এবং কিছুটা আগরতলায়। আমরা দেখলাম যে ল্যাণ্ড রেকর্ডের ব্যাপারে কুমারঘাটে যেতে হবে কোন কোন ব্যাপারে যেতে হবে কৈলাসহরে। তাহলে কুমারঘাটের লোক যদি ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তার দর্শন পেতে হয় তাহলে যেতে হবে কৈলাসহরে।

এইরকম একটা অবস্থা উত্তর ত্রিপুরা জেলায় আমরা দেখছি। কিছু কাজ করা হবে কুমারঘাটে, কিছু করা হবে কৈলাশহরে, নানা জায়গায় করতে হচ্ছে এবং স্থান নির্বাচনে আমি যতটুকু জানি বহু ধরণের ইন্টারেষ্ট এবং নিজেদের মধ্যকার নানা প্রশ্ন এবং সমস্যার জন্য সঠিকভাবে স্থান পর্যান্ত ঘোষণা করতে পারেননি কোথায় হবে, কৈলাশহর না কুমারঘাট, কারণ এটাতে স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত ছিল এবং ছিল বলেই আমরা দেখলাম এখানে একটা বিলম্বের অবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এটা শুধু উত্তর ত্রিপুরা জেলা সম্পর্কেই নয়, দক্ষিণ জেলা সম্পর্কে আমরা ঠিক তাই দেখি। কখনও শান্তিরবাজারের নাম শোনা গেছে কখনও উদয়পুরের নাম, এই অবস্থা আমরা দেখছি। কিছুটা কাজ আগরতলায় হচ্ছে, কিছুটা উদয়পুরে হচ্ছে, উদয়পুরের মানুষকে অনেক কাজ আগরতলায় এসে করতে হয়। আজকে আমরা দেখছি এই যে ত্রিপুরাকে তিনটি জেলায় ভাগ করা হয়েছে, এই জেলাগুলিতে সব কাজ হচ্ছে না, বিভিন্ন কাজের জন্য আগরতলায় আসতে হচ্ছে, এবং তার জন্য দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে জনসাধারণকে এবং আজকে যদি একটা সোসাইটির রেজিষ্ট্রেশান করাতে হয়, ধর্মদার কোন সোসাইটি যদি রেজিষ্ট্রেশান করাতে হয়, তাহলে কুমারঘাট, বা কৈলাশহরে হবে না, তার জন্য তাকে আগরতলা আসতে হবে। স্যার, চিন্তা করুন, একটা মহিলা সমিতি যদি হয়, তাহলে ওদের আগরতলা আসতে হবে, তার জন্য কতটা খরচ তাদের দিতে হয়, কারণ সঙ্গী সাথী নিয়ে তাদের আসতে হবে রেজিষ্ট্রী করার জন্য, বিভিন্ন ধরণের দুর্ভোগ তাদের এই জন্য পোহাতে হয়। জেলা দপ্তর স্থাপনের স্থান নির্বাচন সঠিকভাবে হয়নি বলেই এইভাবে জনগণের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। মন্ত্রী মহাশয়রা বলেন প্রত্যেক কথায় চিন্তা করে দেখব, বিবেচনা করে দেখব, সেই চিন্তা এবং বিবেচনার স্বরূপটা যে কি সেটা কেউ বলতে পারেনা। তাঁদের এই চিন্তা এবং বিবেচনা কবে হবে আমরা জানিনা। স্যার, অন্যান্য ব্যাপারে আমরা দেখছি যে কাটমোশান যেগুলি এসেছে বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর, সেই কাটমোশানগুলি সমর্থন করে আমি বলছি যে খাজনা আদায়ের ব্যাপারে বিভিন্ন স্থানে যে জুলুম করা হচ্ছে। তারা নিজেদের গণতান্ত্রিক সরকার বলে বলে থাকেন অথচ গনতান্ত্রিক সরকার'এর একটা ঘৃণ্য কাজ। পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে বকেয়া খাজনা আদায়ের নামে গ্রামে গ্রামে অত্যাচার করা হচ্ছে। তহশীলদারকে দিয়ে বাড়ী বাড়ী যেয়ে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। আমি ধর্মনগরের, বিভিন্ন কেস জানি যেখানে এইভাবে মানুষের উপর চাপ দেওয়া হয়েছে এবং মানুষকে বলা হয়েছে তোমাদের উচ্ছেদ করা হবে। ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে না, ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেওয়ার প্রচেষ্টা নেই। একটা নমুনা আমি এখানে দেখাতে চাই যে সিডুল্ড কাস্ট কয়েকজনকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য বরুয়াকান্দি একটা জায়গা তাদের দেখান হয়, এবং এরপর দেখা গেল সেই জায়গা তারা পাচ্ছে না। জমি জরিপ করে কে কতটুকু জমি পাবে সেটা সেটেলমেণ্ট দপ্তর থেকে ফাইনালী বলা হল না, দিনের পর দিন তাদেরকে ঘুরান হল এবং আজকে পর্য্যন্ত তারা পায়নি সেই জায়গা। পেকুজলার কি অবস্থা ? সেখানে আমরা দেখলাম ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেওয়া নিয়ে নানাধরণের প্রহসন হল, কিন্তু সত্যিকার পুনর্বাসন হয়নি। সেখানে তাদের চিন্তা এবং বিবেচনার ধারাটা যে কি তা সহজেই অনুমান করতে পারি এবং জেলা দপ্তর সম্পর্কেও এই কথাটা সম্পূর্ণরূপে খাটে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে ডি, এস, এ বোর্ড অব ইণ্ডিয়ার মারফত যোগাযোগ করেছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও ধর্মনগরে গিয়েছেন এবং

তিনি যখন ধর্মনগরে গিয়েছিলেন তখন এস, ডি, ও'র সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তাদের এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন যে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। কিন্তু তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি। তাদের অবস্থা রুলিং পার্টির কোন কোন সদস্যও জানেন, কারণ প্রাক্তন সৈনিকদের এ্যাসোসিয়েশানের সভাপতি হচ্ছেন একজন রুলিং পার্টির সদস্য এবং তারা চাকলাউছড়াতে যে পুনর্বাসন চেয়েছিল, কিভাবে তারা বঞ্চিত করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে অপচেষ্টা চালান হয়েছে। কেবল প্রাক্তন সৈনিকদের ব্যাপারে বা ভূমিহীনদের ব্যাপারেই নয়, বিভিন্ন ব্যাপারে তারা এইসব কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। যারা বহু বছর ধরে ভূমিতে বসে আছে, যারা শুকনা মাছের ব্যবসা করে এমন সব মুসলমানকে সরিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা তারা করেছেন। মাঝে মাঝে পুলিশ গিয়ে তাদের ঘর ভেঙে দেয়, তারা ভাঙা ঘর যখন মেরামত করতে যায় তখন তাদের বাধা দেওয়া হয়। আজকে ১৫/২০ বছর ধরে ধর্মনগরে বসবাস করছে অথচ তাদের উচ্ছেদ করার জন্য মিথ্যা মামলায় জড়ান হচ্ছে। এটা শুধু ধর্মনগরে নয়, ত্রিপুরার অন্যান্য স্থানেও আমরা এটা দেখছি। সুতরাং আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি এবং সহজেই জনগণের মনে এই বিশ্বাস আসে যে এই সরকার সাধারণ মানুষের জন্য, গরীব মানুষের জন্য এমন কিছু দিতে পারছেন না এমন কিছু পরিকল্পনা নিয়ে আসছে না যা সহজভাবে, স্বাভাবিকভাবে গরীব মানুষের উপকারে লাগতে পারে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর যে কাটমোশানগুলি এসেছে, সেই কাটমোশানগুলি সমর্থন করছি, সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার শ্রীমধুসূদন দাশ।

শ্রীমধুসূদন দাস :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাটমোশান এসেছে আমি সেগুলির বিরোধিতা করছি এবং কাটমোশানের উপর বক্তব্য রাখতে যেয়ে বিরোধী পক্ষের কয়েকজন সদস্য যে ধরণের বক্তব্য রেখেছেন, তারা কয়েকটা যে অসংলগ্ন অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য রেখেছেন, আমি সেটা তুলে ধরতে চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য ১০ মিনিট সময় পাবেন।

শ্রীমধুসূদন দাশ :— কারণ তাঁরা প্রথমে বলেছেন যে মন্ত্রী এবং উপরতলার যে অফিসার তাদের যে দুর্নীতি, সেই দুর্নীতির যন্ত্রণায় তাঁরা এইভাবে ছটফট করছেন, মনে হচ্ছে সেইসব দুর্নীতি তারা এক্ষুনেই বন্ধ করে ফেলবেন। কিন্তু মাননীয় নৃপেনবাবু নীচের তলায় যে কিছু কিছু দুর্নীতি আছে, সেটাতে হাত দিতে ভয় পাচ্ছেন। তার কারণ অজয়বাবু, যদিও নিজের রূপ ধারণ করে এখানে নির্দলীয় হিসেবে এসেছেন, মাঝে মাঝে নৃপেনবাবুর রূপও ধারণ করে থাকেন, কাজেই নীচের তলায় যদি হাত দেওয়া হয়, তাহলে কো-অর্ডিনেশানের নেতারা গোঁসা হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেইজন্য নীচের তলায় হাত দিতে উনারা ভয় পান। কিন্তু নীচের তলায়ও দুর্নীতি চলছে আপনারা এড়ুকেশান ডিপার্টমেন্টে দেখুন, সেখানে দেখবেন মেডিক্যাল রি-ইম্বার্সমেন্ট বিল, ৫০ টাকা যদি দেন, তাহলে সেটা পাশ করিয়ে দেয়। আপনি

যান ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে—যারা এক বছর আগে বা দুই বছর আগে হাউস লোন পেয়েছে, তারা পরের বছরও পাবে যদি দুই তিনজন কাগাবাবুকে অর্ধেক দেবেন প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে সেটা পেতে বাধাবিঘ্ন নাই। কিন্তু এই সমস্ত কথা নৃপেনবাবু হয়তো আজকে বলতেন, কিন্তু পাছে অজয়বাবু মনক্ষুন্ন হন, সেই ভয়ে তিনি আজকে বলতে সাহস পাননি। শুধু তাই নয়, তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং তৎসম্বন্ধ দেওয়ান কত জমি দখল করে আছেন তার একটা দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরেছেন, যদিও সেই দৃষ্টান্ত মোটেই ধোপে টেকেনি, কিন্তু উনি এটা চিন্তা করলেন না যে চোর যখন চুরি করতে যায় সে তার নিজের দরজা নিজে খুলে যায়, অন্য কেউ যদি চুরি করতে আসে, তাহলে সে দরজা খুলতে আসবে না। উনি অপরের জমির কথা যখন বলতে গেলেন তখন চিন্তা করলেন না উনার যে জমি জমা আছে, উনার যে আত্মীয় স্বজনের জমিজমা আছে ১০ গণ্ডা জমির দাম প্রায় এক লক্ষ টাকা, অন্যের ৫০ কানি বা ১০০ কানি জমির দামও এক লক্ষ টাকা হয় না। উনার বড় ভাই ভাইয়ের বৌ সাধনা চক্রবর্তীর নামে সহরের উপর ৯ গণ্ডা জমি যেখানে আছে, সেই ৯ গণ্ডা জমি মাপ দিয়ে দেখবেন সেখানে দুই গণ্ডা জমি বেশী আছে, যে জমির দর প্রায় [illegible] হাজার থেকে ১০ হাজার টাকাও হতে পারে।

কিন্তু এই ১০,০০০ টাকার জমি দখল করে রাখলেন, আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে উনি কি ভূমিহীন হিসাবে সেই জমি নিয়েছিলেন না তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে সেই দুই কড়া জমি ছেড়ে দিয়ে পরের অতিরিক্ত জমিতে হাত দেওয়ার চেষ্টা করবেন? কিন্তু কই উনি তো নিজের কথা কিছুই বলেন নি। শুধু তাই নয়, কো-অর্ডিনেশনের নেতা শ্রমিক কর্মচারীর জন্য যে-ভাবে কান্নাকাটি করলেন আমার মনে হয় সেই কান্নাকাটির ফলে সমস্ত হাউস ভেসে যাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় যখন নাকি কেন্দ্রীয় হারে বেতন নেওয়ার জন্য ত্রিপুরার শিক্ষকদের বলেছিলেন তখন কো-অর্ডি-নেশান কমিটি থেকে বললেন যে ঐ বেতন আমরা নেব না। আমরা পশ্চিমবঙ্গের হাজরা কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হলে আমরা সে বেতন নেব। কিন্তু উনি জানেন না এতে শিক্ষক-দের কি ক্ষতি করলেন। ঐ হারে যদি কেন্দ্রীয় বেতন নেওয়া হত তাহলে শিক্ষকেরা আরও বেশী বেতন পেতেন। তিনি জানেন যে শিক্ষকদের মধ্যে এ. টি, টি, এ, সমর্থনের সংখ্যাই অনেক বেশী। তার জন্য এ, টি, টি, এ, এর শৈলেশ বাবুর নাম শুনলেই তিনি অনেকটা আঁতকে উঠেন। তিনি নিজে চিন্তা করলেন না যে আমি নিজে কর্মচারী, কিন্তু কর্মচারীদের স্বার্থে তিনি সেই কেন্দ্রীয় বেতন হার নিতে দেন নি। আবার কর্মচারীদের জন্য দরদে তিনি গদগদ করেছেন। তিনি আর একটা জিনিষ ভুলে যাচ্ছেন যে ত্রিপুরা যেদিন থেকে ষ্টেটহুড হয়েছে সেদিন থেকে ত্রিপুরার যাবতীয় ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকারের সব কিছু করার ক্ষমতা রয়ে গেছে। ষ্টেটহুডের এক বছর দেড় বছর আগে কি সার্কুলার ছিল সেটাও তিনি বলেছেন। বলেছেন এই কথা যে অ্যানোমেলি দিতে হবে। কিন্তু ত্রিপুরা সরকার যে নিজস্ব পে কমিশান বসিয়েছেন, ত্রিপুরা সরকার যে শ্রমিক কর্মচারীর বেতন পুনর্বিন্যাসের ব্যবস্থা করছে এটা তিনি মানবেন না। তিনি বলবেন যে পশ্চিম বঙ্গের হারে বেতন দাও। অর্থাত নিজের বাপকে

বাপ ডাকবে না, অন্যের বাপকে বাপ ডাকবে। কিন্তু সেটা আমরা হতে দিতে পারি না। কারণ আমরা জানি যে ত্রিপুরা নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট আছে। ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরার কর্মচারী-দের জন্য নিজস্ব চিন্তা করবে। তাতে ত্রিপুরার শ্রমিক কর্মচারীদের বেতনের হার বেড়েও যেতে পারে। এখন লাল বাতি জ্বলে গেছে, আমার সময়ও শেষ হয়ে এসেছে। কাজেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করবার আগে বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাটমোশান এসেছে এই গুলির আমি বিরোধিতা করছি এবং ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিরঞ্জন দেব।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ২২ এর উপর আমার কাট-মোশান হচ্ছে প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্বাসন এর ব্যর্থতা সম্পর্কে। এই কংগ্রেস সরকার প্রাক্তন সৈনিকদের জীবন জীবিকা নিয়ে খেলা সুরু করেছেন। প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্বাসন হওয়ার নামে প্রহসন করা হচ্ছে। কারণ আমরা দেখছি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের একটা সার্কুলারে উল্লেখ আছে যে প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্বাসন, চাকরী, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা, চিকিৎসা এবং তাদের বাঁচার জন্য সকল রকম অগ্রাধিকার দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু এই যে সার্কুলার, আজকে ডিষ্ট্রিক্ট সোলজার্স, সেলার্স অ্যাণ্ড এয়ারম্যান বোর্ড ত্রিপুরায় আদৌ কার্য্য-কারী করছেন না কিংবা যারা প্রাক্তন সৈনিক তাদেরকেও হয়রানি করা হচ্ছে। আমরা দেখেছি যে এই বোর্ডে ৩০ টাকা, ৩০ টাকা জমা দিতে হয় এবং এই ৩০ টাকা জমা দিয়ে তারা কি পেয়েছে? আমরা দেখেছি যে আর, ত্রিপুরার সমস্ত প্রাক্তন সৈনিকদের যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে একটা গেঞ্জী আর লুঙ্গি বা কোথায় জামা, কোথায় কম্বল ও ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে। কত আদো তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন হয়েছে কিনা, তারা কি পেয়েছে এই সম্পর্কে যদি আমরা একটু বিচার বিবেচনা করে দেখি তাহলে আমরা দেখছি যে তাদেরকে কংগ্রেসের জনসভায় লোক টানবার জন্য তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে। আমরা যদি আর একটু চোখ খোয়াই এবং আশারাম বাড়ীতে যে সমস্ত ট্রাইবেল প্রাক্তন সৈনিকদের পুন-র্বাসন দেওয়া হয়েছে সেখানে আমরা দেখেছি যে একটা প্রাক্তন সৈনিকও নাই যারা নাকি টাকা পেয়েছে বা যারা সেখানে দালালগিরি করে তারা টাকা আত্মসাৎ করেছে। তারপর আমরা দেখেছি ধর্মনগরে হাফলংছড়াতে। সেখানে এক্স্ সার্ভিস ম্যান অ্যাসোসিয়েশান একটা আছে। যিনি তার সভাপতি তিনি আমাদের এই হাউসেরই মাননীয় সদস্য আবদুল ওয়াজিদ এবং শ্রীরাধারমন নাথ। এই এক্স্ সার্ভিস ম্যান অ্যাসোসিয়েশান মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং এস, ডি, ও সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করে রেভিনিউ ইন্সপেক্টরকে তদন্ত করবার কথা বলেছেন। সেখানে তদন্ত করবার পরে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাদের পশ্চিম হাফলংছড়াতে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য চক্রান্ত চলছে এবং সেখানে আদিবাসী উপজাতিদের দখলীয় ভূমিতে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে গোচারণ ভূমি। আর একটা হচ্ছে খেদাছড়া। মিজো সীমান্ত এলাকা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সেখানে হাফলং ছড়াতে হাজার হাজার বাংলাদেশের উপজাতি ছিল সেখানে তাদের পুনর্বাসন না দিয়ে উপজাতিদের দখলীয় ভূমিতে

এবং যেটা গোচারণভূমি সেখানে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করছেন। সুতরাং আমরা যদি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের সার্কুলারের মধ্যে দেখি অগ্রাধিকার তাদের দেওয়ার কথা বলেছে তাহলে দেখি সার্কলারটাকে তারা আদৌ কার্য্যকরী করছেন না। একটা ঘটনা উল্লেখ করতে হয়। ৬, ৩, ৭৩ইং তারিখে সেন্টাল জেলে ১৮টা জেল ওয়ার্ডারের ভ্যাকান্ট পোষ্টের জন্য যে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল সেখানে মন্ত্রীদের কোটা, এম, এল, এ, দের কোটা সেখানে ছিল। আমরা দেখেছি ডেপুটি মিনিষ্টার মনসুর আলীর তিনটা কোটা, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনোরঞ্জন নাথের তিনটা কোটা, ক্ষীরুগোপাল দেববর্মার তিনটা কোটা, আর অনেক এম, এল, এর একটা কোটা। এইভাবে যদি ভাগ ভাগ করে নেওয়া হয়, তাহলে যারা এক্স্ সোলজার আছে তারা সেই সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এত তো চলছে। কিন্তু কংগ্রেস জনসাধারনকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে প্রতিশ্রুতি জনসাধারণের সামনে রেখেছিলেন, তা আমরা কংগ্রেসের গত ২৬ বছরের শোষণের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। গত ২৮শে মার্চ, এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ্যাকশ সাবমিশনের সম্পর্কে কলিং পার্টির মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা করেছিলেন, তার উপর সাপ্লিমেন্টারী করতে গিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে গোলাঘাটি এবং চড়িলামে কাকে কাকে পুনর্বাসন দিয়েছেন এবং সেটা কোথায়? তিনি তার কোন উত্তরই দিতে পারেন নি। তাহলে পর দেখা যাচ্ছে কি রকম কারচুপি এই ডিষ্ট্রিক্ট সোলজার্স বোর্ডের মাধ্যমে করা হচ্ছে। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে যে কাট মোশানটা এনেছি, তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :— মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমার কাট মোশানটা হল—সস্তা দরে রেশন সপের মাধ্যমে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকা সম্পর্কে। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের এই ত্রিপুরা সরকার তথা মন্ত্রী মণ্ডলী জোর গলায় প্রচার করে থাকেন যে ত্রিপুরাতে এবার খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণ হয়েছে এবং ধান সংগ্রহ ব্যাপারে উনারা উনাদের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছেন। কিন্তু মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, বাস্তব অবস্থাটা কি? খাদ্যের ব্যাপারে আজকের ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থাটা কি এবং যদি বিভিন্ন জায়গার চিত্র আমরা দেখি, তাহলে দেখব যে কোথায় কি দরে চাউল বিক্রি হচ্ছে এবং ত্রিপুরার খাদ্যাবস্থার কি ভয়াবহ রূপ। আমরা দেখেছি যে সমগ্র উত্তর ত্রিপুরাতে চাউলের দর কে, জি, প্রতি ২ থেকে ৩ টাকায় উঠে গিয়েছে, বিশেষ করে ছা-মনুতে এখনই ৩ টাকা কে, জি হয়ে গেছে। আর সমগ্র অমরপুরে ৩ থেকে সাড়ে তিন টাকা পর্য্যন্ত চাউলের কে, জি হয়েছে, অথচ সেখানকার ট্রাইবেলদের কাছ থেকে সস্তা দরে ধান সংগ্রহ করা হয়েছে। আমি এখানে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেব যে কিভাবে জোর করে, অন্যায় ভাবে কম দরে তাদেরকে ঠকিয়ে এই ধান চাউল নিয়ে আসা হয়েছে। আমি এটাকে ধান সংগ্রহ করা হয়েছে বলে বলতে পারি না, আমি বলব যে এটা একটা লুঠ করা হয়েছে। আমি নিজে গিয়েছি রাইমা শর্মাতে, সেখানে যাদের উপর ধান সংগ্রহ করার ভার দেওয়া হয়েছিল, তারা সেখানে না গিয়ে দালাল লাগিয়ে সেই দালাল কারা, না সরকারী কর্ম্মচারী—গ্রাম সেবক থেকে স্কুলের টিচার্সদের পর্য্যন্ত সেখানে নিয়োগ করা হয়েছে এবং এই ধান সংগ্রহ করার আগে থেকে সেখানে যে

পুলিশ, সি, আর, পি এবং বি, এস, এফ ছিল তাদের মারফতে সেই এলাকাতে একটা ভীতির সঞ্চার করা হয়েছে যে যদি তোমরা ধান না দাও তাহলে জোর করে নিয়ে নেওয়া হবে। কাজেই সেখানকার মানুষ বাধ্য হয়ে তাদের ধান বিক্রি করে যা কিছু পায়, তা নিয়েই ঐখান থেকে চলে যাবে। কারণ ঐ দিক দিয়ে আবার দেখা যাচ্ছে ঘর ভাঙ্গা হচ্ছে। কাজেই তাদের ধান এমনভাবে আদায় করা হয়েছে যে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল। এবং তারা সেই ধান বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল। সেটা আবার কিভাবে রক্ষা হয়েছে? না ৪০ কে, জি-তে এক মণ না হয়ে ৪৪ কে, জি-তে এক মণ ধরে প্রতি মণ ধান ৪৪/৫০ টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়েছে। এভাবে সরকার ৮০ শত মণ ধান সেখান থেকে প্রকিউরমেন্ট করে নিয়ে এসেছে। অথচ আজকে সেখানে চাউলের কে, জি, ৩ টাকা দিয়ে তাদের খেতে হচ্ছে। এই রকম একটা অবস্থা আজকে ত্রিপুরার মধ্যে চলছে। সমগ্র ত্রিপুরাতে কত রেশন কার্ড ইস্যু করা হয়েছে, হয়তো ১ লক্ষ হবে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে এক লক্ষের বেশী লোক রেশন পায় না। এই রেশন কার্ডের ব্যাপারে আমরা দেখছি যে এই রকম একটা অবস্থা চলছে, অথচ নূতন রেশন কার্ড বিলি করা হচ্ছে না। আর এই রেশন কার্ড দেওয়ার মধ্যে দিয়েও একটা দুর্নীতির সৃষ্টি করা হয়, তার কয়েকটা দৃষ্টান্তও আমি এখানে দিতে চাই। যেমন গতবারে ভুয়া রেশন কার্ড চেক করার জন্য যে লোক পাঠানো হয়, তখনকার একটা ঘটনার কথাই আমি এখানে বলছি। বিশালগড়ে ...... একটা পঞ্চায়েত আছে, সেখানে ভুয়া রেশন কার্ড চেক করার জন্য যারা গিয়েছিলেন তাদেরকে নূতন কার্ড ইস্যু করার ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। তাদের যে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভুয়া রেশন কার্ড কোথাও আছে কিনা, সেটা দেখার জন্য। কিন্তু তারা ঐ পঞ্চায়েতে গিয়ে দেখলেন যে মাত্র দুইটি রেশন কার্ড পাওয়া গেছে। তারা অবাক হয়ে গেলেন এবং বললেন একি ব্যাপার? কিন্তু সেখানকার লোকেরা যখন চাপ দিল যে আপনারা তো এসেছেন রেশন কার্ড চেক করতে, আমাদের তো অনেকেরই রেশন কার্ড নাই, আপনারাও দেখতে পেলেন কাজেই আমাদেরকে নূতন কার্ড ইস্যু করে দিয়ে যান। কিন্তু তারা নূতন কার্ড ইস্যু করবে কি করে, তাদের যে সেই ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি। তারা বললো আমরা শুধু তদন্ত করতে এসেছি কোথাও কোন ভুয়া রেশন কার্ড আছে কিনা তা খুঁজে বের করতে, নূতন রেশন কার্ড দেওয়ার ক্ষমতা আমাদেরকে দেওয়া হয় নি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই যে এলাকাটার কথা বললাম, এটা হচ্ছে একটা ট্রাইবেল এলাকা—মনোরঞ্জননগর, এখানে কোন রেশন সপ নেই। অথচ এই এলাকার লোকদের যে রেশন দেওয়া হয় বিশ্রামগঞ্জের কাছে হাটখলা নামে একটা জায়গা আছে, সেখানে। এই এলাকার লোকদের রেশন তোলার জন্য ৩ মাইলের মত হেটে যেতে হয়। অর্থাৎ সারা দিন কাজ কর্ম করার পর তাদের রেশনের চাউল আনার জন্য সেখানে যেতে হবে। কিন্তু এই যে রেশন সপটা সেখানে রাখা হয়েছে, তার কারণটা কি? না সেখানে রাখলে পরে ব্লেক করার সুবিধা হয়। সেই রেশন সপের চিনি বলুন, চাউল বলুন, আটা বলুন বা অন্য যা কিছুই বলুন, সেখান থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে গম সম্পর্কে যখন একটা প্রশ্ন উঠেছিল, তখন আমাদের

মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন যে আমরা পচা গম মানুষকে খেতে দেব না, কারণ রেশন সপগুলিতে তারা সব সময়ে টাটকা গম সরবরাহ করে থাকেন তাই আমি এখানে একটা মাত্র দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই যে সরকার কি সত্যি মানুষকে টাটকা গম খাওয়ান না পচা গম খাওয়ান। সেটা হচ্ছে প্রায় দেড় বছর আগে এফ, সি, আই এয়ারপোর্টের ৫নং এবং ১৭নং হেঙ্গারে গুদাম করে বেশ কিছু পরিমাণ গম রেখেছিল এবং সেগুলি যখন ধরা পড়ল তখন দেখা গেল যে সেগুলিকে পোকায় খেয়ে ফেলেছে। কাজেই রাতারাতি সেগুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল কোথায়, না পাঠিয়ে দেওয়া হল শিলচরের ইউনিয়ন ফ্লাওয়ার মিলে। তারপর যখন আমরা এখানে প্রশ্ন তুললাম—গম নাই আটা নাই এবং ইন্দিরা জী ত্রিপুরাতে আসছেন কাজেই রাস্তায় ঠিক গম দিতে হবে কাজেই উনারা করলেন কি সেন্টারকে অনুরোধ করে লেখা লেখি করে এই পচা গমই আনা হল। এবং এই পচা গমই খাওয়ান হয়েছে। আর উত্তর দেওয়ার সময় বলছে যে না আমরা টাটকা গমই খাওয়াচ্ছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, পচা গম খাওয়ান এটা নতুন নয়, উনারা বাধ্য করেছেন, এই ত্রিপুরার মানুষকে খাওয়াতে বাধ্য করেছেন। তার দৃষ্টান্ত আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। জানিনা এটা কোন তদন্ত হবে কিনা, এটা একটা কনফিডেন্সিয়াল সার্কুলার। নাম্বার বলছি No.F.6(20)-DF/II dated 27.10.1973--confidential circular. দেওয়া হল কারা কারা ছিল না, অরুন্ধতিনগরে কতগুলি মিল আছে। আমি নাম বলছি মাননীয় স্পীকার স্যার, ভারতী মিল, তার মিল—তার মালিক সুকুমার সাহা, এদেরই আটা মিল—এদের কাছে সাপ্লাই করা হল গোপনে। এই সমস্ত পচা গম ভাংগা হয় এবং গোপনে ত্রিপুরার মানুষকে খাওয়ানো হয় এবং এই পচা গম খাওয়াতে বাধ্য করলেন ত্রিপুরার মানুষকে .....

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার ইওর টাইম ইজ ওভার ..

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :— আমাকে আর ১০ মিনিট সময় দিন স্যার

মিঃ স্পীকার :— ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন .

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :— ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে চেষ্টা করছি। চিনির ব্যাপারে—চিনি সম্পর্কে বলছি। সেটা আরও চমৎকার ব্যাপার। মন্ত্রী বলে থাকেন যে চিনি কোন সময় কম আসে কোন সময় বেশী আসে এবং সরবরাহের তারতম্য ঘটে। কিন্তু আমরা জানি যে চিনি ত্রিপুরার যা প্রাপ্য ঠিক সমান ভাবেই আসছে এই তথ্য আমরা এখানে পেয়েছি অথচ বলা হয় কোন সময় কম আসে কোন সময় বেশী আসে সেজন্য সরবরাহের তারতম্য ঘটে। কিন্তু গ্রাম দেশে চিনি—চিনি তারা চোখেই দেখতে পায় না। ডিলারেরা সেই সমস্ত চিনি টাউনেই বিক্রী করে চলে যায়। তারপর কয়েক কে, জি, নিয়ে যায় যাদের ভাগ্য ভাল তারাই পায়, অন্য কেউ পায় না। তার একটা দৃষ্টান্ত আমি এখানে দিচ্ছি স্যার নবীন ছড়া কলোনীর ডিলার সুনীল চৌধুরী তিনি গত ডিসেম্বর মাসে চিনি নিয়েছেন ৪০০ কে,জি, জানুয়ারীতে ৫০০ কে, জি, ফেব্রুয়ারীতে ১০০০ কে. জি, আর তিনি বিলি করেছেন পৌষ সংক্রান্তির সময় মাত্র ১৫ কে, জি, বিলি করেছেন। আর বাকি চিনি কোথায় গেল? ঐ ধর্মনগর টাউনেই বিক্রী হয়ে যায়। সেখানে কার্ডের সংখ্যা হল ১১৬, জনসংখ্যা হল ১,১১৮ জন এবং সপ্তাহে পাওনা ৫৮ কে, জি, এবং পৌষ সংক্রান্তির সময় ১৫ কে, জি, চিনি আনল তার মধ্য থেকে যারা নিজেদের লোক তারাই পেল আর কেউ চিনির নাম গন্ধও পায়নি। জগবন্ধুপাড়া, অমরপুরের একটি বাজার গত জানুয়ারীতে—আমি একটি লিষ্ট দিচ্ছি সেখানে ক'টি এসেনশিয়েল কমডিটিজের দর কি। কেরাসিন দুই টাকা লিটার, সরিষার তৈল ১৬ টাকা লিটার, নারিকেল তৈল ৩০ টাকা, চিনি ৭ টাকা, তামাক ১২ টাকা, সুপারী ১২ টাকা, লবণ ১ টাকা। এখন অবশ্য ৩ টাকা। জানুয়ারীতে এক টাকাই ছিল এখন ৩ টাকা। কেন ঘটে

এটা ঘটবেই তাদের রোধ করবার ক্ষমতা এই মন্ত্রী সভার নেই। কারণ ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার যারা, যারা মহাজন আছেন তাদের মুনাফা করিয়ে দেওয়ার জন্যই তারা সব সময় প্রস্তুত। কাজেই ব্ল্যাকে চিনি যাবে তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নাই স্যার। যখন আমরা দেখি কোন জিনিষ বাজার থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে তখন কিন্তু বেশী দাম যদি দেওয়া যায় তাহলে সব জিনিষই পাওয়া যায়। অথচ বাজারে কিন্তু জিনিষ নেই. জিনিষের অভাব আছে যদি বেশী দাম দেওয়া না যায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে রেশন সপের যে অবস্থা করা হয়েছে সেটা আরও মারাত্মক। কৃষকেরা আশা করেছিল আমরা রেশন থেকে চাল পাব -তারা ধান দিয়েছে অনেকের কাছ থেকে জোর করেও ধান আনা হয়েছে। আজকে তাদের কাছে কি পাঠান তাদের কাছে ধান পাঠান হচ্ছে। গ্রাম দেশের কৃষকেরা সারা দিন মাঠে কাজ করে তারপর সন্ধ্যার সময় রেশন সপে গেল চাল আনার জন্য, গিয়ে শুনল চাল নয় ধান নিতে হবে। কয়েক কে, জি, ধান। তারা ধান নিয়ে কি করবে? ধান কি তারা পাক করে খাবে? আর তাদের ধান সংগ্রহ করা হয়েছিল তখন তাদের কত দাম দেওয়া হয়েছিল এবং এখন যে বিক্রী করা হচ্ছে এখন কোন দরে? ৮৮ টাকা দরে কিনা হয়েছিল তারপর ক্যারিং খরচ সব মিলিয়ে ৮৯.২০ পয়সা। আর এখন বিক্রী করা হচ্ছে ৯৯.২০ পয়সা দরে। অর্থাৎ ১০ টাকা মুনাফা করা হচ্ছে। সরকার প্রতি মনে ১০ টাকা লাভ করছে। ব্যবসা চালাচ্ছেন আমাদের এই মন্ত্রী সভা। শুধু ব্যবসায় নয় তাদের মারা হচ্ছে। সারা দিন কাজ করার পর ঘরে এসে যদি তাকে আবার গিয়ে রেশন সপ থেকে ধান আনিতে হয়—তাও আবার কয়েক কে, জি, ধান।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ত্রিপুরার মানুষের সম্পর্কে কি বলব, কি বললে যে তাদের জন্য ঠিক ঠিক বলা হবে আমি তা চিন্তা করে পাচ্ছি না। আজকে তাদের খাদ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা করা হচ্ছে, আজকে তাদের পচা গমও খাওয়ান হয়। ত্রিপুরার মানুষের প্রতি তাদের কি দরদ—বিশেষ করে গ্রাম দেশে ঐ ট্রাইবেল এলাকায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার এই কাট মোশনের উপর এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, উনার বক্তব্যের বিরোধীতা করে আমি কিছু বক্তব্য রাখতে চাই...

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি পরে বলবেন, আগে মাননীয় সদস্য কালীবাবু বলবেন।..

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— না, বলুন না উনি, উনি উঠেছেন, উনি বলুন।

মিঃ স্পীকার :— আপনি কি সেক্রাফাইস করছেন...

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য সুধন্য বাবু যে কাট মোশান এনেছেন সেই কাট মোশানের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। উনার বক্তব্যের মধ্যে আমরা যা পেয়েছি সেটি মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে—আমরা ছোট বেলায় কলের গান দেখেছি এখন যাকে বলা হয় গ্রামাফোন এবং যাতে একটা রেকর্ডই বার বার বাজান হয়। আজকে আমি মাননীয় সদস্যদের বক্তব্য থেকে এই একই রেকর্ডের সুরই বার বার শুনেছি। যেমন দুর্নীতি, খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে লুঠতরাজ, অন্যায় ভাবে সংগ্রহ, রাইমাতে পুলিশ দিয়ে মানুষ তাড়ান এই সব পুরান সুর রেকর্ডের মাধ্যমে বার বার শুনেছি। যেমন মাননীয় সদস্য সুধন্য বাবু বলেছেন যে অমরপুরে চালের কে, জি, তিন টাকা থেকে সাড়ে তিন টাকা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা অত্যন্ত অসত্য কথা, কারণ আমি কাল অমরপুরে গিয়ে কালই ব্যাক করেছি সেখানে চাল ১ টাকা ৯০ পয়সা থেকে ২ টাকা অমরপুর প্রপারে। নতনবাজারে—নুতনবাজারে ২ টাকা সোয়া দুই টাকা। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না উনি ৩ টাকা সাড়ে তিন টাকা কি করে বললেন। এটা অত্যন্ত অসত্য কথা, এই অসত্য তথ্য তিনি এই হাউসে পেশ করেছেন এটা আমি চেলেঞ্জ করে বলতে পারি।

মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, উনারা যাজকে আমরা কি দেখছি যখন সরকার আউশ ধান সংগ্রহ করছিল ওরা তখন পোষ্টারিং করেছিল আমি দেখেছি উদয়পুরে, যে সরকার ২৯-২০ পয়সা দর করেছে তার চেয়ে তিন টাকা কম দর চেয়েছিল পোষ্টারিং করে তাদের পার্টি থেকে, সেইটা তারা অস্বীকার করতে পারবেন না সরকার যখন ২৯-০০ পয়সা করেছে তখন তারা চীৎকার করছে যে আজকে সরকার লুঠ করছে, সরকার অন্যায়ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করছে। নৃপেন্দ্রবাবু বলেছেন যে ৫০ পয়সা থেকে ১০ পয়সা খোয়াইতে চাউল, সরকার কিনছেন না কেন? সরকারকে অভিযোগ করেছেন। আর যেই মাত্র সরকার কিনতে লাগলেন অমনি বলছেন যে জোর করে কৃষকদের কাছ থেকে আনা হচ্ছে। এইটা কৃষকদের দরদের কথা। কৃষকদের বন্ধু যে ওরা। যখন সরকার কিনতে যাবে তখন বিরোধীতা করাব এই হলো তাদের নীতির কথা এইটা তাদের অভ্যাস। এই সমস্ত কথার মধ্যে সারত্ব কিছু নেই। এইটা পরিস্কার বুঝা যায় ওরা আজকে যখন যে কথা বললে পরে পাবলিককে ক্ষেপানো যায় সরকারের বিরুদ্ধে মত সৃষ্টি করা যায় সেই চেষ্টা তারা করছে। কাজেই যখন সরকার খাদ্য সংগ্রহ করতে সুরু করলো তারা গ্রামে গ্রামে তাদের ওয়ার্কারা বলে বেড়াতে লাগলো যে এই সরকার আমরা ধান দিবে না। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি যে তাদের বহু ওয়াকার বলেছে যে এই সরকারকে তোমরা ধান দেবে না এই ধান সরকার পশ্চিম বংগে পাঠিযে দেবে। এইভাবে তারা অপপ্রচার করে সরকারের কাজকে ব্যহত করেছে। শুধু তাই নয় কৃষকদের স্বার্থে তারা আঘাত এনেছে। যখন কৃষকরা বাধ্য কম দামে মজুতদারের কাছে ধান বিক্রী করতে তখন সরকার স্বতঃস্ফুর্ত হয়ে কৃষকদের বন্ধু হিসাবে বেশী ধান ক্রয় করেছে। তখন তারা দেখছে যে তারা যে চীৎকার করেছিল যে সরকার ধান কিনতে সরকারের যে পলিসি, সরকারের যে নীতি তাতে জনসাধারণ সারা দিয়েছে এবং জনসাধারণ স্বতঃস্ফুর্তভাবে খুশী মনে ধান দিচ্ছে তখন তারা দেখছে যে এইভাবে তো পার্টিকে বাঁচানো যাবে না, এটা অপপ্রচার করে পাবলিককে ক্ষেপিযে তুলি যে ধান পশ্চিম বংগে নিয়ে যাবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অভিরামবাবু উনার বক্তৃতায় বলেছেন যে সরকার না কি আজকে সিভিল সাপ্লাই ডিপার্ট-মেন্টের সংগে ব্যবসা করছে। কিভাবে ব্যবসা করছেন, দশ টাকা মুনাফা করছেন। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না যে একজন বিধানসভার সদস্য হিসাবে প্লাস মাইনাস করে তিনি কিভাবে দশ টাকা করে ফেললেন। এইগা ধান রাইমাতে কিনা হলো, গণ্ডাছড়াতে কিনা হলো, বুলং-বাসাতে কিনা হলো, করবুকে কিনা হলো, ত্রিপুরার বিভিন্ন দুর্গমঅঞ্চল থেকে কিনা হলো যেখানে সরকারের গুদাম নাই, আসছে একবার কেরিং করে আনা হচ্ছে সরকারী গুদামে, আবার সেখান থেকে কেরিং করে পৌছে দিচ্ছে এতে সরকারের যে খরচ সেখানে পাহাড়াদার আছে, অন্যান্য কর্মচারী আছে তাদের বেতন আছে এই সমস্ত যদি আমরা হিসাব করি তাহলে তাতে সরকারের ব্যবসা করার কোন প্রশ্নই উঠে না। তাহলে ওরা কি করে যে একটা গোজামিল দিয়ে বললেন যে সরকার ব্যবসা করছে। তা অত্যন্ত লজ্জাস্কর ব্যাপার। এইটা হতে পারে না। সরকার কোন ব্যবসার মনোবৃত্তি নিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনে নি। যাতে জনসাধারণ এবং কৃষকের উপকার হয় সেই চিন্তা করেই আজকে সরকার খাদ্য সংগ্রহ

করছে এবং এইটার বিলি বণ্টনের ব্যবস্থা করছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সুধন্ন বাবু বলেছেন যে জোর করেছে, আমি বলতে পারি বিশালগড় ব্লক যতটা ধান সংগ্রহ হয়েছে তার মধ্যে বেশীর ভাগ ধান মাননীয় সদস্য সুধন্নবাবুর তহশীল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। উনি তো এমন একজনের নাম বলতে পারেন নাই যে অমুকের ঘর থেকে, অমুকের বাড়ী থেকে জোর করে ধান আনা হচ্ছে। তাহলে উনারা কিভাবে এই অসত্য সংবাদ পরিবেশন করেন? তাই আমি অনুরোধ করবো যে এইভাবে সস্তা নাম কিনা যায় পাবলিক যারা ধান দিয়েছে সেই সমস্ত কৃষকরা আজকে সরকারকে সহযোগিতা করেছে আপনাদের কথা তারা ভুলতে পারছে না। তার প্রমাণ হয়ে গেছে। আমরা যতটুকু ধান সংগ্রহ করবার ব্যবস্থা করে ছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী সংগ্রহ করেছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আর কোন কোন সদস্য আজকে এইভাবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে না খেয়ে মানুষ মরে যাচ্ছে। চাউলের দাম অত্যন্ত উর্দ্ধগতি। এইটা অত্যন্ত অসত্য খবর এমন কোন খবর আমরা পত্র পত্রিকায় বা কোন পাবলিক সোর্সে জানতে পারি নি যে কোথাও আজকে না খেয়ে, এবং অবস্থায় যেখানে দেড় টাকা দুই টাকা যখন চাউল সেখানে না খেয়ে মারা যাচ্ছে। তাই আমি ওদেরকে অনুরোধ করবো যে অন্ততঃ পক্ষে যে গণতন্ত্রের নাম করে ভোট পেয়ে আজকে এই বিধান সভায় সদস্য হয়ে এসেছেন সেখানে সত্যিকারেরর তথ্য পরিবেশন করে এবং গণতন্ত্রকে মেনে উনাদের কার্য্যকলায় পরিচালনা করবেন। এই কাট মোশনের বিরোধিতা করে এবং মাননীয় মন্ত্রী যে ডিমাণ্ড এখানে পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আজকের আলোচনার ডিমাণ্ডের উপরে কাট মোশন এনে যে সব আলোচনা হয়েছে তাতে দেখলাম বিরোধী পক্ষের নেতা সেই পুরনো অভিযোগগুলি এনেছেন। কয়েকজন সরকারী কর্মচারী যারা এখানে নেই বা যারা এখানে তাদের বক্তব্য রাখতে পারে না। তাদের সম্বন্ধে এইবারে আমরা এম, এল, এ হয়ে আসার পর থেকে ১৯৭২ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৭২ এর বাজেট সেশন থেকে আরম্ভ করে এইটা তিনবার শুনেছি। তিনবার বাজেট সেশন বসেছে তিনবারই শুনেছি। তিনবার আমরা ঐ সচ্চিদানন্দ ব্যানর্জী, অমল ভট্টাচার্য্য ওদের কথা। এই জন্য তাদেরকে পদ্মশ্রী দেওয়া হবে কিনা সেইটা তো পরের কথা। আমরা ওদেরকে চিনি, ওরা ত্রিপুরা রাজ্যের লোক, ওদের সম্বন্ধে যদি বার বার একটা কথা বলতে হয়, এই কয়জন অফিসারের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হলো ওরা যে সমস্ত অভিযোগ করেছে সেই অভিযোগগুলি আমি বলবো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে যে কেসগুলিকে তদন্ত করা হোক। তদন্ত করে যদি কোন সরকারী কর্মচারী দোষী সাব্যস্ত হয় তাদেরকে পোষ্ট থেকে রিটায়ার করে দেওয়া হোক। আমি এর আগেও বলেছি, আর যদি তা না হয় যে সব অভিযোগের কথা বলা হয়েছে সেইগুলি সত্য না হয় তাদের সম্বন্ধে এই অভিযোগ যেন বার বার উত্থাপিত না হয় সেই ব্যবস্থা করা উচিত। সেই অফিসারগুলির অবস্থা কি? যদি তার দোষী হয় তাহলে তাদেরকে ছাড়িয়ে দিন। তাদেরকে দিয়ে কাজ করান কেন? আমি জানি না তারা দোষী কি না। নৃপেন্দ্রবাবু বলেছেন দোষী, আমার

ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা নাই, নৃপেন্দ্রবাবু বার বার বলছেন উনারা দোষী। কাজেই মুখ্যমন্ত্রীর উচিত বা বিজিলেনসের উচিত তারা দোষী কি নির্দোষ তা বের করে দেওয়া। যদি তারা দোষী না হয় তাহলে গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে তাদেরকে প্রটেক্‌শান দেওয়া উচিত। তা যদি না হয় তাহলে আমার মনে হয় সরকারী কর্মচারীদের মরেলিটি নষ্ট হয়ে যাবে। শুধু তারা নয় এদের সংগে আরও অফিসার আছেন এইটার কোন তদন্ত করবে না, কিছু বলবে না, নৃপেন্দ্রবাবু শুধু একতরফা বলে যাবেন তাতে অ্যাড মিনিস্ট্রেশনের এফিসিয়েনসি কমে যাবে। আমি আগেও বলেছিলাম. আবার আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ করছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার আই থিনক ইউ হেব ফিনিস্‌ড ইওর ডিস্‌কাশন? সাম আপ উওর ডিসকাশন। টাইম ইজ ভেরী শর্ট অ্যাট ইওর ডিসপোজেল।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— তাহলে আমাকে না ডাকাই উচিত ছিল।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি তো সেক্রেফাইস করেছিলেন। আচ্ছা, আচ্ছা বলুন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমি আর একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সেটাই হচ্ছে প্রকিউরমেন্টের কথা। প্রকিউরমেন্ট সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে কোন কোন জায়গায় জুলুম করা হয়েছে। কিন্তু এই কথা সত্য যে গভর্ণমেন্ট যদি এইবার ধান না কিনতেন, নৃপেন্দ্রবাবু আমাকে বলেছিলেন যে খোয়াইতে না কি চাউল ৬০ পয়সা ৭০ পয়সা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে সরকার ধান কিনছেন না কেন? এইবার সরকার কিনছেন এইবার যদি গভর্ণমেন্ট না কিনতেন তাহলে নৃপেন্দ্রবাবু ঐ একই কথা বলতেন তা আরও খারাপ হতো। তাহলে গভর্ণমেন্ট করবে কি? ভলেন্টারীলিতো প্রকিউরমেন্ট হয়েছে। জোর জবর দস্তির প্রশ্নতো আসে না উনারা যখন বাইরে বলেন, তখন কি বলতে চান আমি বুঝিনা, আবার এখানে এসে যখন বলেন তখনও কি বলতে চান আমি বুঝিনা। কিনতে হবে, প্রাইস সাপোর্ট দিতে হবে, এটা যদি সত্য হয়, তাহলে গভর্ণমেন্ট কিনছেন, প্রকিউরমেন্ট করতে হবে। এখানে দোষটা কোথায়? এখানে বলা হচ্ছে লেভি করা হচ্ছে—লেভিতো করা হয়নি। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলাম বাফার ষ্টক করা উচিত, লেভি করা উচিত, বারবার আমাদের বাইরে থেকে ধান চাল আনতে হয়. বাইরে থেকে ধান চাল আনতে আমাদের অর্থনীতির উপর আঘাত আসে সুতরাং ত্রিপুরা রাজ্যে এবার যখন ভাল ফসল হয়েছে, বাজারে অন্য কেউ যখন কিনছেনা, গভর্ণমেন্টের উচিত একটা লেভি সিষ্টেমের মাধ্যমে ধান চাল কেনা। বাজারে যদি দুই কাণি ওয়ালা—আপনি যে কথা বলেছেন আমি মানি, কিন্তু সে যদি বাজারে ধান বিক্রী করতে আনে, গভর্ণমেন্ট যদি কেনে, অন্য পাইকার না থাকে, তাহলে গভর্ণমেন্ট কি দোষ করলেন? গভর্ণমেন্ট তো তার বাড়া থেকে জোর করে আনেনি (ভয়েস—জোর করে বাড়ী থেকে এনেছে)। আমি আপনাদের কথা বিশ্বাস করিনা, এটা হতে পারেনা, দুই কাণি জমি ওয়ালার বাড়ী থেকে জোর করে আদায় করে এনেছে তা হতে পারেনা।

(গণ্ডগোল)

নেহাত বিরোধীতা করতে হবে সেইজন্য বলছেন। উনারা প্রথমে বলেছেন যে গভর্ণমেন্টকে কিনতে হবে না কিনলে বাজার দর কমে যাবে। আবার যখন কিনছেন তখন বিরোধীতা করছেন। গভর্ণমেন্টকে দোষারূপ করতে হবে বলেই দোষারূপ করছেন. তা ছাড়া আর কিছু এর মধ্যে নেই। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— নাউ আই উড রিকোয়েষ্ট দি চীফ মিনিষ্টার টু গিভ্ রিপ্লাই টু দি ডিবেট।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— আমি কিছু বলব।

মিঃ স্পীকার :— সময় নেই। আমাকে বিরোধী দল নেতা বলেছিলেন যাদের কাট মোশন আছে তারাই বলবেন।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— আপনি পক্ষপাতিত্ব করছেন...

(গণ্ডগোল)

Mr. Speaker :— Hon'ble Member I take exception of what you are going to say. Please take your seat.

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে কয়টি ডিমাণ্ড উপস্থাপিত করা হয়েছে, তার উপর কয়টি কাট মোশন এসেছে এবং কাটমোশনের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা অনেক কথা বলেছেন, তার সবটার জবাব দেওয়া এই অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব হবে কি না আমি জানিনা, (শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—স্যার ওঁকে সময় দেওয়া হউক)। প্রথমে যেটা বিশেষভাবে বলা সরকার সেটা হল, দুর্নীতি সম্পর্কিত প্রশ্ন। কারণ এই সম্পর্কে যেকোন আলোচনার মধ্যেই এই একটা কথা কমন রয়েছে এবং য মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এই সম্পর্কে বিশেষভাবে বলেছেন—এর মধ্যে অনেকগুলিই পুরানো অভিযোগ, যার জবাব আগেও দেওয়া হয়েছে, এখন দেওয়ার দরকার আছে কি না আমি জানিনা। তার কারণ হল, এই যে ওঁরা জবাব চাননা, ওঁরা অভিযোগটা করে যেতে চান। দুর্নীতি সম্পর্কিত যেসব প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, সেই সম্পর্কে আমি যতটুকু বলতে পারি, মনে আসে আমি বলতে চেষ্টা করব। (গণ্ডগোল)।

মিঃ স্পীকার :— I draw the attention of the leader of the House.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি শুনলাম কালকে যখন এখানে বাজেটের উপর বক্তৃতা হচ্ছিল, তারপর বাজেটের শেষ উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের ফিনান্স মিনিষ্টার যখন উত্তর দিচ্ছিলেন তখন বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বেরিয়ে গিয়েছিলেন, অতএব উত্তর তাঁরা শুনতে চাননা। আমি জানি না আমার উত্তরটাও ওরা শুনবেন কি না এবং শুনলেও সেই অভিযোগ পুনর্ব্বার করবেন কি না ?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হল এখানে একটা ভিজিলেন্স কমিশন আছে, সেখান থেকে আমাদের যেসব কম্প্লেইন আসে, সেই কম্পলেইনগুলি পরীক্ষা করে দেখা হয়, তার মধ্যে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যারা অভিযোগ করে তারা বেনামিতে অভিযোগ করে। তারা স্বনামে

অভিযোগ করার সাহস পাননা, যেহেতু এইসব ঘটনাগুলি, যে গুলি আনা হয়, সেইগুলি অনেক-গুলিই ব্যক্তিগত ঝগড়া বা কাউকে অপদস্থ করার জন্য সেইসব অভিযোগ আনা হয়। ভিজিলেন্স ডিপার্টমেন্ট যেটা রয়েছে, সেখান থেকে বেনামিতে যেগুলি আসে, সেইগুলি পর্যন্ত দুর্নীতি দূর করার জন্য, দুর্নীতি দমন করার জন্য সরকার কত আগ্রহী, সেইগুলি পর্যন্ত প্রাতটি খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করেন। যদি কোন জায়গায় সামান্য মাত্রও পাওয়া যায়, কে দিয়েছে না দিয়েছে সেটা প্রশ্ন নয়. সেখানে পরীক্ষা করে প্রাইমা ফেসী যদি এস্টাবলিশড হয়,তাহলে তদন্ত করা হয়, এবং তদন্ত করে আমরা ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দেই—আমি কর্মচারীদের ব্যাপারে বলছি, কারণ এই বোর্ড কর্মচারীদের জন্য, ডিপার্টমেন্ট থেকে পানিশমেন্ট দিয়েছে, এমন বহু কেস আছে, নাম্বার চাইলে নাম্বারও আমি দিতে পারি, কতগুলি কেস হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ভিজিলেন্স ডিপার্টমেন্ট কতগুলি প্রশাসনে দুর্নীতি হয়েছে এমন কেস আছে। কারণ যেহেতু বিরোধী দলের সদস্যরা দুর্নীতি সম্পর্কে অভিযোগ করে থাকেন, যেহেতু তাঁরা রেসপনসিবল ম্যান, তাঁদের কাছ থেকে কোন অভিযোগ এলে আমরা ধরে নেই যে এর ভিতর না কিছু কিছু সত্যতা রয়েছে, সেইজন্য এই ডিপার্টমেন্টকে আরও স্ট্রং দেন করা প্রয়োজন আছে। কারণ প্রত্যেক সেশানেই এই দুর্নীতি সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছে। এখন যতটা দুর্নীতির কথা বলা হচ্ছে, আমি বলতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে, এখানে এই এ্যাসেম্বলীতে দাঁড়িয়ে যেভাবে আলোচনা করা হয়, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ততটা দুর্নীতি পরায়ণ নয়। তাঁদের এই চিৎকার গভর্নমেন্টকে ডিসক্রেডিট করার জন্য। কিন্তু আমি বলতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীই হউক, বা অন্যান্য সদস্যরাই হউক তাদের ভিতর দুর্নীতি অনেক পরিমানে কম, যতটা তাঁরা বাড়িয়ে, ফাঁপিয়ে বলেন, ততটা দুর্নীতি নেই, ফাঁপানোই হচ্ছে তাঁদের আসল কথা। গেজেটেড অফিসার সম্পর্কে এখানে আকি কোয়েশ্চানের আনসারে বলেছি কতটা কেস হয়েছে এবং কতটা কেস সি, বি, আই তদন্ত হয়েছে এবং যেভাবে তদন্ত করে তাঁরা তাঁদের মতামত দিচ্ছেন, এবং আমাদের গভর্ণমেন্টকে এ্যাডভাইস করছেন, আমরা সেইভাবে ষ্টেপ নেবার ব্যবস্থা করি। ব্যক্তিগত নাম করে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সম্পর্কে আমি এইটুকু বলতে পারি যে এর মধ্যে একজনের সম্পর্কে এখনও তদন্ত চলছে। কাজেই আমি নাম বলছি না, তদন্ত চলছে, আর বাকী দুজন সম্পর্কে কোন অভিযোগ নাই। এটা সি, বি, আই, এনকোয়্যারী করে প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই বার বার একই নাম যে কথা আমাদের মাননীয় সদস্য কালীবাবু বলেছেন একই নাম বার বার আসছে অর্থাৎ তাদের চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে কতগুলি লোককে, যারা এফিসিয়েন্টলী কাজ করতে পারে তাদের মর্য্যালটাকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য। আর যদি দুর্নীতির কথা বলেন তাহলে গ্রামের দিকে যান কোথায় দুর্নীতি হচ্ছে সেটা তারা বলতে পারে। মাননীয় সদস্যরা সেই দিকে যান না তার কারণ ওদেরকে প্রটেক্শান দিতে হবে। কারণ তারা তার দলের লোক, যেহেতু তাদের নিয়ে রাজনীতি করতে হবে। যেখানে নীচের তলার লোক অপদস্থ হচ্ছে তাদের প্রটেক্শান দিচ্ছেন। কিন্তু আমরা শুনেছি যে কথা কথা মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাস বলেছেন কর্মচারী সম্পর্কে, আমি জানি যে কিভাবে টাকা আদায় করা হচ্ছে। তারা বাইরে থেকে টাকা আদায়

করুক। তাতে কেউ বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু অফিসের মধ্যে বসে ঐ যেসব অফিসারের কথা বলছেন দুর্নীতিপরায়ণ ওদেরি সাহায্য নিয়ে ঐ টাকা আদায়ের ব্যবস্থা হচ্ছে বেতনের সংগে। তারা ওদের প্রটেকশান দিচ্ছেন। যারা যারা চাঁদা তোলে বা সাহায্য করবে তাদের নাম কোন দিন আসবে না। আমরা জানি এই রাজনীতি কর্মচারী মহলকে কিভাবে বিক্ষুব্ধ করে তুলছে। আমরা জানি গ্রামের মানুষকে কিভাবে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। টি, আর, টি. সি, এর ব্যাপারে বলা হয়েছে, এটা বলার বোধ হয় অপেক্ষা রাখে না, তার কারণ টি, আর, টি, সি. সম্পর্কে টায়ার সম্পর্কে যেকথা বলা হয়েছে আমি বলতে পারি যে এটা সত্যি কথা নয়। আর রিট্রেডীং এর ব্যাপারে যে সমস্ত প্রশ্ন করা হয়েছে এই ধরণের অভিযোগ আগে ছিল কিনা জানি না। মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতার জানা আছে যে আমরা যে এনকোয়ারীর কথা বলেছি, এনকোয়ারী হচ্ছে সেটা জেনেই তিনি অভিযোগ করেছেন কিনা জানি না। যেহেতু ক্রেডিট নিতে হবে যে আমরা বলার পরই তদন্ত হয়েছে সেজন্য সরকারকে বলতে বাধ্য হয়েছে। আমরা বলছি যে উনি বলার আগেই যখনি কোন কমপ্লেন আসে তখনি আমরা তদন্তে দিই এবং আমরা জানি যদি এর মধ্যে কাউকে পাওয়া যায় আমরা কাউকে ক্ষমা করব না। এই সরকার দুর্নীতি দমনে বদ্ধ পরিকর এবং আমরা তা দমন করবই। কিন্তু সেখানে যদি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় কোন তরফ থেকে, যেসব অভিযোগ আমি এখানে শুনেছি মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা এবং তাদের দলের কাছ থেকে যে বনমালীপুর নাকি একটা আতঙ্কের জায়গা, হ্যাঁ, সেখানে মুখ মন্ত্রী থাকেন এবং বিরোধী দলের নেতাও থাকেন। কাজেই বনমালীপুর সম্পর্কে একটা আতঙ্ক থাকার কথাই এবং বিরোধী দলের নেতা তিনি বলতে পারেন বনমালীপুর সম্পর্কে। তিনি হয়ত বনমালীপুরকে ভাল করে সাজাতে চান কারণ বনমালীপুরের উপর রাস্তাটা ওর বেশী। কিন্তু ঘরের মধ্যে যদি কিছু বিষ থাকে সেই বিষটা সঙ্গে সঙ্গে দূর করে দিতে হয়। এটা তো শুধু দূর থেকে দেখলে হয় না। নিজের দিকেও একটু তাকাতে হয় যে আমার ঘরের ভিতর কোন দুর্নীতি আছে কিনা, কিভাবে দুর্নীতি চলছে ঘরের ভিতর, পরিবারের ভিতর, সেটা আগে দেখুন। তারপর বনমালীপুর দেখুন এবং আমি জানি যে—(এ ভয়েস—গভর্ণমেন্ট তো আপনি না) গভর্ণমেন্ট আপনিও নন। কিন্তু যেভাবে বলছেন মাননীয় সদস্যের মনে হচ্ছে যে ঘুম হচ্ছে না, দুর্নীতি দুর্নীতি করে চীৎকার করছেন। এই জিনিষটা পড়ে না যে নিজের ঘরের ভিতরে যে দুর্নীতি রয়েছে সেই দিকে নজর পড়ে না। একটু দূর থেকে দেখতে হয়। আমি তো অবাক হয়ে যাই বনমালীপুরের কথা উনি বলছেন যে ভীতিটা এখনও রয়েছে। আমি ভেবেছিলাম যে ত্রিপুরার, ভারতবর্ষের কথা বাদ দিয়ে উনি রাশিয়ার কথা বলবেন কিংবা চীনের কথা বলবেন। কারণ তাঁদের দৃষ্টি ঐদিকে চলে যায়। ওরা ঘরের দিকে তাকাতে পারেন না। কাজেই বনমালীপুরে যে উনার বাড়ী সেটা ভুলে যান যখন অ্যাটাক করার প্রশ্ন আসে। কাজেই এত নীচে নেমে আমি সেই অভিযোগগুলি করতে চাই না।

গাড়ীর নাম্বার গতকাল উনি দিয়েছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যেহেতু এইগুলি সম্পর্কে তদন্ত করছি সেই সময়ে সবটাই বেরিয়ে আসবে বলে আমার ধারণা। তবে তার মধ্যে

হয়ত একটু ভুল আছে একটি গাড়ী সম্পর্কে। সেটি হল টি, আর, এল ১৪০১। সেটি একটা খুব বড় রকমের অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল। তারজন্য এর পেছনে অনেক টাকার পার্টস লেগেছে। এই অ্যাক্সিডেন্ট করার ফলেই এই টাকা লেগেছে। এটা নোটেও উল্লেখিত আছে। আর আর একটি বলেছেন যে ভিজিলেন্সের যিনি ডি, এস, পি, রয়েছেন চার্জে তার ভাই চাকুরী পেয়েছে টি, আর, টী, সি,তে এবং সেই চাকুরী দেওয়ার উদ্দেশ্য হল ঘুষ দেওয়া! হ্যাঁ, তাহলে তো নৃপেনবাবু অনেক আগেই কেনা হয়ে যেতেন। কারণ তাঁর বাড়ীর প্রত্যেককেই চাকুরী দেওয়া হয়েছে। তাহলে কেনা হয়ে যেতেন। এখন যদি কারও কোয়ালিটিতে কেউ চাকুরী পায় তাহলে সেখানে চাকুরী দেওয়া হবে না। আর ডি, পি, সি, করে চাকরী দেওয়া যায় না, এই যদি অবস্থা হয়ে থাকে তাহলে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুন কোথায় কোন চাকুরী কিভাবে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি যে প্রশ্নটা তুলেছেন সেই প্রশ্ন নিয়ে আমি আলোচনা করছি। আমি অন্য দিকে যেতে চাই না। আর মেনটেনেন্স কষ্ট সমপর্কে যেটা নৃপেনবাবু বলেছেন কত লক্ষ টাকার কি ব্যাপার। আমি যতটুকু জানি লাষ্ট টু ইয়ার্সে ৪.৫ লাখস্ টাকা খরচ হয়েছে মেন্টেনেন্সের ব্যাপারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আমার কাছে আছে একসপেণ্ডিচার ইনকার্ড।

(ইনটারপশান)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা বক্তৃতার মধ্যে যদি এই রকম ভাবে গোলমাল করা হয়, এই বিধান সভা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলতে পারে এবং বিরোধী দলের নেতা তাঁর কথা যখন বলতে আরম্ভ করেছিলেন, তখন আমাদের তরফ থেকে বা আমাদের রুলিং পার্টির তরফ থেকে কোন বাঁধা দেওয়া হয় না। আর আজকে তিনি বিরোধী দলের নেতা, তিনি এতগুলো ইরিস্পনসিবাল হয়ে গেলেন, রুলিং পার্টির নেতা কথা বলছেন আর উনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডিষ্টার্ব করছেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের সামনে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাই আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি ভাবতে পারিনি যে বিরোধী দলের নেতা হচ্ছেন একটা গণতান্ত্রিক দলের নেতা এবং তিনি এই ধরণের একটা মনোভাব পোষণ করে এই এসেম্বলাতে আসবেন। এখানে আর, এন, চক্রবর্তীর সমপর্কে বলা হয়েছে যে ১৫ দিনের মধ্যে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হউক। তিনি কোথায় এই খবর পেলেন, আমি জানি সঙ্গে সঙ্গে সেই চক্রবর্তী, তাঁর ভাষায় নাকি উনি কুখ্যাত চক্রবর্তী, তাকে হঠিয়ে দেওয়া হল। এজন্য দুই মাস লেগেছে আর, এন, চক্রবর্তীকে এখান থেকে সরে যেতে। এটা ১০ দিনের ব্যাপার নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আগেও বলেছি এবং এই হাউসের সামনে বলা হয়েছে যে ষ্টোরগুলি সমপর্কে আমরা স্পেশাল অডিটের এরেঞ্জমেন্ট করছি। প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের আমরা স্পেশাল অডিট করার চেষ্টা করছি। কারণ আমরা দেখতে চাই ওরা যে অভিযোগ করেন সেই অভিযোগগুলির মধ্যে কতটা সত্যতা আছে, তার মধ্যে যদি কোন ফাঁকি বা গলদ পাওয়া যায় তাহলে নিশ্চয় তার যথোচিত শাস্তি দেওয়া হবে। আমরা যেখানে শুরু করেছি, এটা এত বছর ধরে এখানে হয় নি, এই প্রথম যেটা আমরা আরম্ভ করেছি দুই বছর আয়ু হয় নি যে আমরা কাজ আরম্ভ করেছি, আমরা জানি যে এটাকে যদি কোন রকম ফাঁক থাকে, আগের

যে ফাঁকগুলি রয়েছে যে পথে কোন রকম অসুবিধা হতে পারে, জনসাধারণের ক্ষতি হতে পারে, জনসাধারণের ক্ষতি হতে পারে সেগুলি যাতে বন্ধ করে দেওয়া যায় তার জন্যই আমরা এই চেষ্টা করছি। বিরোধী পক্ষের সদস্যরা ও জানেন যে এই ধরনের চেষ্টা চলছে এবং এই মিনিস্ট্রি আসার পর এ ধরণের আয়োজন করা হচ্ছে যে বড় ডিপার্টমেনটের বড় স্টোরের স্পেশাল অডিট করার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমি আর বিশেষ ব্যক্তিগতভাবে ওরা যত কথা বলছেন তার সবটার মধ্যে আমি যাচ্ছি না এবং আর একটা যেটা বোধ হয় বলার দরকার আছে যেটা কাঞ্চনপুরের কথা বলেছেন— কাঞ্চনপুর রোড—এটার রিপোর্টও আমাদের কাছে আছে। কিন্তু এই রিপোর্ট মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা কবে সংগ্রহ করেছেন, আমি জানি না। আমরা যখন তদন্ত শুরু করেছি, তখনই তিনি খোঁজ পেয়েছেন। কারণ মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই অনেক খবর রাখেন এবং খবর রাখেন বলেই আজকে সেই মনপুই বোর্ডের কথা এখানে উঠেছে। যখন ইন্‌কোয়েরী চলছে এবং ইন্‌কোয়েরী করে সেটাকে আমরা শেষ করতে চাইছি সেই কথা জানার পর কতগুলি অভিযোগ যেগুলো তিনি এই এ্যাসেম্বলীর সামনে বলতে পারেন, তাই তিনি বলেছেন। আমি বলেছি যে এই সম্পর্কে আমরা ইন্‌কোয়েরী করছি এবং আমরা সি বি আইকে দিয়ে ইনকো-য়েরী করানোর কথা বলেছিলাম এবং সেই সম্পর্কে সি. বি. আইকে চিঠিও লেখা হয়েছে। কিন্তু সি. বি আই সেটা করতে অস্বীকার করেছে এবং বলেছে যে আমরা এটা করতে পারব না, তোমরা নিজেরাই এটা করে নাও। তারপর আমরা একটা কমিটি করেছি এবং সেই কমিটি সমস্ত ঘটনাটা দেখছে যেটা নাকি · লক্ষ টাকার একটা ব্যাপার। এটা মাননীয় সদস্যও বলেছেন এবং এই খবরটা আমাদের কাছেও এসেছে এবং তদন্তের যে প্রাথমিক রিপোর্ট সেটা আমরা সোজা দেখে কাজেই নব জানা সত্ত্বেও এই অভিযোগগুলি এখানে তোলার মানেই হল যে একেবারে দুর্নীতিতে মন্ত্রী পরিষদ ছেয়ে গিয়েছে, আর সুখময় বাবুর তো সাংঘাতিক অবস্থা এমন ধরণের একটা আতঙ্ক বা আবহাওয়া সৃষ্টি করার জন্য যেখানে তদন্তের কাজ শুরু হয়, তখনই সেই সময় যে এই সব অভিযোগগুলি সামনে এনে এই মন্ত্রী পরিষদ দুর্নীতিপরায়ণ বলে প্রচার করতে থাকেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপরে বেশন দোকান সম্পর্কে অভিযোগ হয়েছে। সেই অভিযোগ আপনার কাছে আসার দরকার করে না, মাননীয় সদস্যদের কাছে আসার দরকার করে না। ইতিমধ্যে আমরা যে কোন সাধারণ মানুষ যদি বে-নামিতেও কমপ্লেন করে সেগুলির মধ্যেও মোটামুটি ভাবে প্রাইমা-ফেসী কেস আছে কিনা, সেটা আমরা দেখি। এবং তারই ভিত্তিতে ২/৪ জন কর্মচারীকে সাসপেনশান করা হয়েছে ফুড ডিপার্ট-মেন্টের। তারপরেও যদি আমাকে শুনতে হয় যে সরকার দুর্নীতিপরায়ণ, তাহলে আমি বলতে পারি, আমি এখানে দাঁড়িয়েই বলতে পারি যে ফুড ডিপার্টমেন্টের মধ্যে যদি কোন দুর্নীতি থাকে, তাহলে প্রত্যেকটা কেসের তদন্ত করা হবে। আমি জানি এই তদন্ত করলে পর মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরাই বেশী উত্তেজিত হবেন। কারণ তার মধ্যে তাদের অনেক পড়ে যাবেন। ঐ যাদের নিয়ে কমিটি করা হয়েছে, ঐ যাদের নিয়ে সংগ্রামের হাতিয়ারগুলি তৈরী করা হয়েছে সেই সংগ্রামের হাতিয়ারগুলির মধ্যে কি আছে এবং তখনই বুঝতে পারবেন যে এর ভিতরে কি আছে। কাজেই আমি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের কথা বলতে

পারি, যে কোথায় কি আছে বা কোথায় কি ভাবে চলছে এবং কিভাবে মাননীয় সদস্যরা তাদের দলবাজী করছেন ঐ কর্মচারী মহলে, সেই কথা আমি বলতে পারি। আজকে অভিযোগ হচ্ছে যে মন্ত্রীরা ঐ দল ভাঙ্গার জন্য ডাইরেকটিভ নিয়েছেন। হ্যাঁ, ডাইরেকটিভ নিয়েছি, আমরা চাই যে এমন দল কর্মচারীদের দিয়ে হতে পারে না। যে দলের পক্ষে জনসাধারণ রায় দিয়েছে, যারা আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছে, তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাহলে যারা ঘরে বসে বসে ইম্‌প্লিমেন্‌টেশানের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি করছে, সেই সব ইউনিয়ন কিম্বা সেই সব দল থাকতে পারে না থাকা উচিত নয় এবং কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেটাকে থাকতে দেওয়া উচিৎ নয়। যারা ইম্‌প্লিমেনটেশান করবে সেখানে যদি এমন কোন মনোভাবপন্ন লোক থাকে, তাহলে তারা সেই ইম্‌প্লিমেনটোনে বাধা দেবে। আর প্লেনিং এর মধ্যে কোথাও ডিফেক্‌টিভ আছে তো তার জন্য অ্যাসেম্বলী রয়েছে এবং এখানে এই সব কথা বলা যায়। কিন্তু আজকে যদি সেই মেসিনারীর মধ্যে কর্ম্মচারীদের মধ্যে এমন মনোভাব হয় তাদের দাবী নিয়ে, তারা অভিযোগ করকে পারেন, তাদের সেই অধিকার আছে। কিন্তু সেটার অর্থ এই নয় যে তাদেরকে আমরা যে কাজে লাগাব বা তারা যে প্লেনিং করবে, সেই কাজের প্রতিটি স্তরে তাদের বাধা দিতে হবে। এভাবে যদি দলবাজী হয়, তাহলে সেই দল থাকার জন্য আমরা ডিরেকটিভ নেব। কারণ আমরা এখানে জনসাধারণের রায়ে এসেছি, কাজেই এই দল অথবা এই ধরণের ইউনিয়ন আমরা থাকতে দিতে পারি না এবং গণতন্ত্রে সেটা বলে না। গণতন্ত্রের কথা চলো যারা প্লেনিং করছেন সেই সেই প্লেনিং অনুযায়ী তাদের ইম্‌প্লিমেনটেশান করতে হবে। তারপরে তাদের যদি কোন অভিযোগ থাকে, সেজন্য সে ইউনিয়ন করুক এবং করতে পারে যে আমাদের দাবী আছে, এটা তাদের অধিকার। কিন্তু তাদের এমন কোন অধিকার নাই যে জনসাধারণের রায়ে যে গভর্ণমেন্ট হয়েছে সেই গভর্ণমেন্টের পরিকল্পনাকে ষড়যন্ত্র করে বানচাল করার। এবং এই রকম কোন অধিকার কর্ম্মচারীদের থাকতে পারে না। তবে আজকে গণতন্ত্র আছে বলেই এটা সম্ভব। আমি জানি না, কোন দেশে আছে যেখানে গণতন্ত্র নাই, যেখানে ডিক্টেটারশীপ চলছে, সেখানে কোথাও কর্ম্মচারীরা তাদের ইউনিয়ন করতে পারে? কোথাও শ্রমিকেরা ইউনিয়ন করতে পারে? সেখানে সেই অধিকার থাকে না। সমালোচনা করবার অধিকার সেখানে নাই। (ইন্টারাপশান) হ্যাঁ সেটার প্রমাণ, ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। তাদের জন্য কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থাকে যারা সমালোচনা করে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পঞ্চায়েতের এই খাদ্যশস্য সংগ্রহ সম্পর্কে অনেক সদস্যই বক্তব্য রেখেছেন। খাদ্যশস্য সংগ্রহ সম্পর্কে আমি এই কথা বলতে পারি, আজকে খাদ্য সংগ্রহ যেটি হয়েছে এটা স্বেচ্ছামূলক সংগ্রহ। এখানে কোন জায়গায় আমি জানি না যে জোর কার কারও কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে। এটা বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরাও স্বীকার করবেন যে আজকে যদি এই কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনা না হত তাহলে কৃষকেরা কার হাতে গিয়ে পড়ত? আপনাদের মহাজন, জোতদার, ওরা কি বলতে চান যে এই চাল যে ধান আজকে সরকারের হাতে এসেছে সেই ধান কি ঐ জোতদার মহাজনদের কাছে যেত না? ঐ সাধারণ কৃষকদের বাঁচাবার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে—আর এটা ডিপার্টমেন্টের প্রশ্ন নয় এটা

পঞ্চায়েতের উপর সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সংগ্রহ করার ব্যাপারে। পঞ্চায়েতের সহযোগিতা করার জন্য আমরা খুশী। আমরা আনন্দের সংগে বলতে পারি যে ত্রিপুরার মানুষ ত্রিপুরার পঞ্চায়েতগুলিকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারা সেই ভাবেই পালন করছে এবং স্বেচ্ছায় যে ভাবে তারা লক্ষ্যমাত্রায় যা স্থির করা হয়েছিল—বহু জায়গার লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। যারা ছাড়িয়ে গিয়েছে তারা প্রমাণ করেছে যে জনসাধারণের দিক থেকে যে পলিসি আমরা নিয়েছি সেই পলিসিটাকে তারা একসেপ্ট করছে। আজকে যতই চীৎকার করুক না কেন লেভি লেভি—অনেকে বলেন লেভি করার কথা। আজকে সারা ভারতে লেভি আছে। অন্যান্য জায়গায় সব জায়গায় লেভি করা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : — কোন জায়গায় নেই……

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— লেভি করা হয় প্রকিউরমেন্টের মধ্যে লেভি করা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন তুলে দিতে পারে কিন্তু লেভি করা হয়। যে কথাটা মাননীয় সদস্য বলতে চাইছেন যে লেভি করার জন্য—আমরা ত্রিপুরার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে লেভি করেও দেখা হয়েছে তাতে ধান সংগ্রহ হয় না এবং ত্রিপুরার রেকর্ড যেটি লেভি করার পর লেভি সিস্টেমে ধান সংগ্রহ করে তাতে ১১শ টনের উপর এ পর্যান্ত ত্রিপুরার রেকর্ড নাই। আজকে আমরা লেভি করি নাই লেভি সিষ্টেমের মধ্য দিয়ে জুলুমবাজী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল যেখানে পুলিশ যেতে পারত যেখানে অত্যাচার হতে পারত সেই পথটাকে যখন আমরা বন্ধ করে পঞ্চায়েতের উপর এই ধান সংগ্রহের বন্দোবস্ত করেছি বলেই আজকে দেখা যাচ্ছে যে ১৬ হাজার মণের উপর ধান সংগ্রহ হয়েছে। কাজেই আজকে আমরা জানি যে গ্রামের মানুষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ—তাদের সহযোগিতা করার ফলেই বোধ হয় ভারতবর্ষের মধ্যে এই ত্রিপুরায় একটা রেকর্ড রয়েছে যে জনসাধারণ কিভাবে এই গভর্নমেন্টের পলিসির সংগে সহযোগিতা করেছে। অন্য দিকে তাদের……

Mr. Speaker :—Hon'ble Chief Minister, I will request you kindly to sum up your discussion……

Shri Sukhamoy Sen Gupta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এত পয়েন্ট ওরা তুলেছেন যে (ইন্টারাপশান)

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— সময়ের ব্যাপারে প্রশ্ন আসে না। আজকে না হলে কাল উত্তর দেবেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর ২ মিনিটের মধ্যে শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— লিডার অব দি হাউসকে সময় দেওয়া হউক …..

মিঃ স্পীকার :— সেন্স অব দি হাউস যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে আমি ডেবার করছি (ইন্টারাপশান)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা প্রশ্ন প্রাক্তন সৈনিকদের সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে যে প্রাক্তন সৈনিকদের আজকে সীমান্ত এলাকা বলে অনেক সদস্য—গত

এক প্রশ্নের উত্তরের সময় বলেছিলেন যে সীমান্ত এলাকায় কেন তাদের পাঠান হচ্ছে। সীমান্ত এলাকায় মানুষ যাবে না? (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— কেউ বলেনি এই কথা......

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আমি শুনেছি—সীমান্ত এলাকার কথা বলা হয়েছে। মাননীয় সদস্য হয়ত তিনি ছিলেন না অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সীমান্ত এলাকায় কেন পাঠান হচ্ছে? সীমান্ত এলাকায় সাধারণ মানুষ যদি পাঠান যেতে পারে সেখানে রিহেবিলিটেশান দেওয়ার জন্য এক্স-সোলজার্সদের পাঠান যাবে না? যেখানে আমরা সাধারণ রিহেবিলিটেশান দিয়ে পাঠাতে পারব সেখানে এক্স-সোলজার্সদের পাঠাতে পারব না? যেখানে জায়গা ঠিক করে দিয়েছে সেখানে যাবে না ওরা? আমরা কবংগিচড়ায় পরিকল্পনা নিয়েছিলাম ১১১ জনকে টাকা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেই ১১১ জনের খবর আমি জানি তারা টাকা নিয়েও তারপর সেই জায়গায় যায়নি।.....

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— একজনও না.. .

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আমি বলছি তারা টাকা নিয়ে নিয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাজেই প্রাক্তন সৈনিকদের প্রতি যারা দরদ প্রকাশ করছে আমি জানি না আমাদের গভর্ণমেন্ট থেকে তাদের দরদ কতখানি বেশী। অথবা কুম্ভীরাশ্রু তারা ছাড়ছেন আমি জানি না। আমরা যখন পেরেছি—যখন প্রাক্তন সৈনিকদের উপযুক্ত ছেলে থাকে তাহলে তাদের জন্য চাকরীর ব্যবস্থা করেছি। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে—তেল কোম্পানীকে অনুরোধ করা হয়েছে। তেল কোম্পানীতে প্রাক্তন সৈনিকদের ছেলেদের প্রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে। ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হচ্ছে প্রাক্তন সৈনিকদের ছেলেদের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হচ্ছে। যেখানে জমি পাওয়া যায়—খাসের জমি তাদের দেওয়া হয়। আমরা প্রাক্তন সৈনিকদের কথা ভাবছি। এই সময় কাজ সুরু হয়েছে কাজ চলছে সেখানে এই ধরনের সমালোচনার কোন অর্থ হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভূমিহীনদের জমি দেওয়ার কথা উঠেছে। আগেও একটা প্রশ্নের উত্তরে এই হাউসে রাখা হয়েছিল সেই পুরান কথাগুলি যদি বার বার রিপিট করতে হয় তার উত্তর আজকেও আবার দিতে হয় তাহলে এই এতদিনের কাজকর্ম সমস্ত কিছু বানচাল করে সমস্ত কিছু একদিনের জন্যই রেখে দিতে হবে। যে এই সময় কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে না এই উত্তর কাটমোশানের দিনই দেওয়া হবে। তাহলে আমি উত্তর দিতে পারি। আমি চাই না মাননীয় সদস্য যারা এই প্রশ্ন তুলেছেন তাদের একটু ফিরে যেতে পারি যে কোয়েশ্চান করা হয়েছি সেই কোয়েশ্চানের আনসার দেখতে পারেন কারণ এটা ওপেন। ভূমিহীনদের জন্য আগামী প্ল্যানে আমাদের টাকা ধরা আছে আমরা ধীরে ধীরে তাদের ভূমি দিচ্ছি। তাদের জমি দেওয়ার জন্য তাদের ঘর করার জন্য সেইভাবে আমরা ব্যবস্থা করছি। আমি দুঃখিত যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করা উচিত ছিল সেটা আমরা পারি নাই। আরও দ্রুত যদি যেতে পারতাম তাহলে আরও ভাল হত। কিন্তু কাজ হচ্ছে না এই কথা যদি বলা হয় তাহলে তার সংগে আমি একমত হতে পারি না।

কারণ আজকে আমাদের হিসাব ৪৫ হাজার হোমলেস আছে তাদের মধ্যে ১২ হাজারকে দেওয়া হয়েছে। এটা প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া আছে এটা আপনারা দেখবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উরা বলে যে আমরা ভূমিহীনদের জন্য কোন চিন্তা করি না আমরা শুধু মহাজনদের কথাই চিন্তা করি। এখানে অভিজ্ঞ এবং পাল্টা অভিজ্ঞ মেম্বার আছেন তারা প্রশ্ন করেছেন এবং উত্তরও দিয়েছেন। বিভিন্ন দিক দিয়ে এই সম্পর্কে আলোচনাও করা হয়েছে। তবে আমি এইটুকু বলতে চাই যে জোতদার যদি কেউ থাকে মহাজন কেউ যদি থাকে তাহলে যারা শোষণ করে তাদের প্রত্যেকের নাম যদি কোন মেম্বারের জানা থাকে এবং সেটা কোর্টে প্রমান করার মত অবস্থা থাকে তাহলে তা দেবেন যদি কোন একশান না নেওয়া হয় তখন এসে এই হাউসের সামনে সমালোচনা করবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এইখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Debate on the demand and cut motion is over. Now I am putting the Grant No. 1 to vote.

Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 11,69,000/- exclusive charged expenditure of Rs. 46,000/- [inclusive of the sums specified in columm 3 of the schedule to the appropriation (Votes on Account) Bill, 1974], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1975 in respect of Demand No. 1—Major Head 211—Parliament/State/Union Territory Legislature.

(It was put to voice vote and passed.)

I am putting the Cut Motion in respect of Demand No. 2 to vote. Now the question before the House that the Cut Motion raised by Shri Anil Sarkar that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on মুখ্যমন্ত্রীর ভ্রমণ ভাতার অপব্যয় সম্পর্কে।

(It was put to voice vote and lost.)

I am putting the Demand for Grant No. 2 to vote. Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 10,45,000/- exclusive charged expenditure of Rs. 4,45,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1975 in respect of Demand No. 2—Major Head—213—Council of Ministers.

(It was put to voice vote and passed.)

I am putting the Cut Motions in respect of Demand No. 4 to vote. Now the question before the House that the Cut Motion raised by Shri Samar Choudhury that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on —সম্যক

বকেয়াখাজনা মকুব ও সাড়ে সাত কাণি পর্যন্ত জমির খাজনা রহিত করা সম্পর্কে ব্যবস্থা না থাকা।

(It was put to voice vote and lost.)

I am putting the Cut Motion raised by Shri Abhiram Deb Barma to vote. Now the question before the House that the Cut Motion raised by Shri Abhiram Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—জরিপ ব্যবস্থার দুর্নীতিতে কৃষকদের হয়রানী ও উচ্ছেদ।

(It was put to voice vote and lost)

I am putting the Demand for Grant No. 4 to vote. Now the question before the House that a sum not exceeding Rs 52,02,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974], be granted to defray the chatges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 4 -Major Head -220—Collection of Taxes on Income & Expenditure 229—Land Revenue & 230—Stamps & Registration.

It was put to voice and passed. (interruption)

Shri Nripendra Chakraborty :— ডিভিশন ডিমান্ড করছি (ইন্টারাপশান)

Mr. Speaker :— I am again putting the Demand for Grant No. 4 to vote. Now the question before the House that a sum not exceeding Rs 52,02,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 4—Major Head—220—Collection of Taxes on Income & Expenditure—229—Land Revenue : 230—Stamps & Registration.

(It was put to voice vote and passed.)

The House stands adjourned till 12-30 P. M. of Wednesday the 3rd April, 1974. Rest of the business will be taken over.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—"A"

STARRED QUESTION NO. 920

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) বর্তমান আর্থিক বৎসরে অমরপুর বিভাগে ম্যালেরিয়া রোগ নিবারনের জন্য ডি, ডি, টি দেওয়া হইয়াছিল কি ?

২) হইয়া থাকিলে কোথায় কোথায় দেওয়া হইয়াছে ?

৩) না হইলে ইহার কারণ ?

উত্তর

১) হ্যাঁ। ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরে অমরপুর মহকুমায় ডি, ডি, টি ছড়ানো হইয়াছে।

২) অম্পি, নূতনবাজার, রাইমা অঞ্চলে ও গণ্ডাছড়া অঞ্চলের কিয়দংশে ডি, ডি, টি ছড়ানো হইয়াছে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 934

By Shri Benode Behari Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া মহকুমার তৈজিলিং এলাকায় একটি আউট-ডোর ডিসপেনসারি /প্রাইমারী হেলথ সেন্টার করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) এ অঞ্চলে জনসাধারণ চিকিৎসার সুযোগ হইতে বঞ্চিত একথা সরকার অবগত আছেন কি ?

৩) কোন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এ অঞ্চলে একট দাতব্য চিকিৎসালয় খোলার জন্য আলাপ আলোচনা করিতেছেন একথা সরকার অবগত আছেন কি ?

উত্তর

১) এক্ষনে নাই।

২) তকসাপাড়াতে একট নূতন ডিসপেনসারী খোলা হইয়াছে। তৈজিলিং অঞ্চলের জনসাধারণ তকসাপাড়া ডিসপেনসারীতে চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে।

৩) স্বাস্থ্য দপ্তরের জানা নাই।

STARRED QUESTION NO. 935

By Shri Benode Behari Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত রুদিজলা গাঁও সভায় বর্তমান আর্থিক বৎসরের মধ্যে একটি আউটডোর ডিসপেনসারী করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) বর্ষাকালে ঐ গাঁও সভার জনগণের মেলাঘর হাসপাতালে আসিয়া চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া সম্ভব হয় না একথা সরকার অবগত আছেন কি ?

উত্তর

১) না।

২) রুদিজলা গাঁও সভার জনসাধারণ মেলাঘর হাসপাতাল হইতে চিকিৎসার সুযোগ পায়।

STARRED QUESTION NO. 958

By Shri Kali Pada Benerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১) সাব্রুম মহকুমায় বৈষ্ণবপুর তহশীলের রাজধরপুর গাঁও সভায় (মাগরুম) যে ৪৬টি আদিবাসী পরিবারকে জমি দেওয়া হইয়াছে তাহাদের পুনর্ব্বাসনের টাকা অদ্যাবধি না দেওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১) সাব্রুম মহকুমায় রাজধরপুর গাঁও সভায় (মাগরুম) রাজস্ব মৌজায় কোন ভূমিহীন আদিবাসী পরিবার কে পুনর্বাসন দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নাই। অতএব পুনর্ব্বাসন প্রাপ্ত পরিবারকে আর্থিক অনুদান দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 970

By Shri Jitendra lal Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় সাব্রুম মহকুমার ঘোড়াকাপা তহশীলাধীন আমতলী ও কাপতলী (বেলছড়ি) এলাকায় কয়েক শত জুমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়ার মত খাস জমি আছে ?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে উক্ত এলাকায় জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার কি ব্যবস্থা সরকার করেছেন ?

৩) ব্যবস্থা করে থাকলে তা কবে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হবে ?

উত্তর

১) আমতলী ও কাপতলী এলাকায় কিছু খাস জমি আছে। তবে কয়এক শত জুমিয়া পরিবারের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার মত প্রচুর খাস জমি উক্ত এলাকায় নাই।

২) উপরোক্ত এলাকার খাসজমিতে ১৪টি পরিবারকে পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য জরীপ কার্য্যাদি শেষ করিয়া বন্দোবস্তের প্রস্তাব দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শাসকের কার্য্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছে। এতদ্ সম্পর্কে পুনর্ব্বাসন পাওয়ার যোগ্য পরিবারের আর্থিক অনুদানের বিষয়ও-তদন্তাধীন আছে।

৩) বন্দোবস্তের প্রস্তাব নিয়মানুসারে জেলা সমাহর্ত্তার বিবেচনাধীন আছে। যোগ্য প্রার্থীদিগকে যথাসম্ভব সত্বর পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে।

STARRED QUESTION NO. 986

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ১৪/২/৭৪ইং তারিখের আদেশ বলে ত্রিপুরা সরকার কর্মচারীদের যে অন্তবর্তী ভাতা মঞ্জুর করেছেন তাহার হার কিসের ভিত্তিতে নির্দ্ধারিত হয়েছে ?

২) এবং উপরোক্ত সর্তে পোষ্ট অফিস টাইম ডিপোজিটে মোট কত টাকা জমা হবে ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা পে কমিশনের সুপারিশক্রমে অতিরিক্ত অন্তবর্ত্তী ভাতা মঞ্জুরীকৃত করা হয় যাহা ফাইনান্স বিভাগের ১৪/২/৭৪ইং তারিখের মেমো নং এফ ১-এফ. এস/পি,এ/৭৩ইং এ দ্রষ্টব্য। "কমিশন" উহার রিপোর্টে যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক সুপারিশ করেছেন।

২) মোট কত টাকা জমা হবে এ সম্বন্ধে সঠিক পূর্ব্বাভাস দেওয়া সম্ভব নয়।

STARRED QUESTION NO. 990

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :--

প্রশ্ন

১) "ত্রিপুরা পে কমিশন" কবে কার্য্যভার গ্রহণ করেছে, কবে পর্যন্ত রিপোর্ট প্রদান করা হবে বলে সরকার আশা করেন ?

২) ত্রিপুরা পে কমিশনের বিভিন্ন খাতে আজ পর্য্যন্ত কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

উত্তর

১) গত ১৪/৮/৭৩ইং তারিখ হইতে ত্রিপুরা পে কমিশন কার্য্যভার গ্রহণ করেছেন। সূত্রের সর্ত্তানুসারে কমিশনের কার্য্যভার গ্রহণ করার নয় মাসের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করার কথা।

২) ১৯৭৪ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ পর্য্যন্ত "পে কমিশনের" বিভিন্ন খাতে মোট টা: ৭৮,৬১০·১৫ প: খরচ হয়েছে।

Annexure—'B'

UNSTARRED QUESTION NO. 840
by—Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য উদয়পুর মহকুমায় অন্তর্গত কিল্লা উত্তর ব্রজেন্দ্রনগর ভূমিহীন উপজাতি কলোনী সেবা সমবায় লিঃ এর ১২৯ জন উপজাতিকে মঞ্জুরীকৃত ১৯১০ টাকা থেকে ১১০০.০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে ?

২) সত্য হলে বাকী টাকা কবে পর্যান্ত দেওয়া হইবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ। কিল্লা উত্তর ব্রজেন্দ্রনগর কলোনীর উপজাতি প্রতি পরিবারকে ১১০০.০০ (এগারশত) টাকা যথাক্রমে প্রথম ও ২য় কিস্তিতে দেওয়া হইয়াছে।

২) বাকী টাকা যথা সম্ভব শীঘ্রই দেওয়া হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 882
by Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য উদয়পুর বিভাগের শান্তিরবাজার জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল ?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) উপরোক্ত এলাকাতে মোট ৬২টি ভূমিহীন উপজাতি এবং জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 945
by Shri Binode Behari Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) ১৯৭১ইং সন হইতে অদ্য পর্যান্ত হরিজন কল্যান উপদেষ্টা পর্ষদের (Harijon Welfare Advisory Board) কতটি অধিবেশন (Meeting) হইয়াছে ?

খ) অধিবেশনের সুপারিশগুলি কি কি ?

গ) বর্তমান আর্থিক বৎসর পর্যান্ত ঐ সুপারিশগুলির কতটা কার্য্যকরী হইয়াছে ?

উত্তর

ক) ১৯৭০ ইং সন হইতে অদ্য পর্যন্ত ত্রিপুরা হরিজন কল্যান উপদেষ্টা পর্ষ্যদের মোট ২টি (দুই) অধিবেশন হইয়াছে।

খ) এই পর্ষৎ নিম্নলিখিত সুপারিশ করিয়াছেন যথা—

১) তপশিলী জাতির শিক্ষাবিষয়ক প্রকল্পের সুষ্ঠ প্রচারের জন্য শিক্ষা অধিকর্তাকে অনুরোধ করা।

২) তপশিলী ছাত্রছাত্রীর আর্থিক সাহায্য বৃদ্ধি করা।

৩) তপশিলী ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাসের জন্য মঞ্জুরী অর্থ যথাযথ ব্যয় করা।

৪) প্রাক প্রবেশিকার ছাত্র ছাত্রীদের বৃত্তি বৃদ্ধি করিয়া ৪৫ টাকা হইতে ৬০ টাকা করা।

৫) সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিত হরিজনদের জন্য চাকুরী সংস্থান করা।

৬) আগরতলায় কর্মরত হরিজনদের কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলে নিজস্ব ভূমিতে গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা করা।

গ)

১) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিদর্শক মাধ্যমে তপশিলী জাতি ভুক্ত ছাত্র ছাত্রীগণের শিক্ষা প্রকল্পের সাহায্যের বিষয় বিস্তারীতভাবে প্রচার করা হইতেছে।

২) তপশিলী ছাত্র ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য বৃদ্ধির কথা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৩) বরাদ্দকৃত অর্থ ছাত্রাবাসের জন্য যথা সময়ে যথাযথভাবে ব্যয় করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বণ করা হইয়াছে

৪) প্রাক প্রবেশিকা ছাত্রাবাসে অবস্থানরত তপশিলী ছাত্র ছাত্রীদের ছাত্রাবাস বৃত্তি বৃদ্ধি করার বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৫) কর্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত মিউনিসিপ্যালিটির হরিজন কর্মীদের নিজস্ব ভূমিতে গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।